পরিব্রাজকাচার্য
শ্রীমৎপূর্ণানন্দ গিরি বিরচিতম্

শ্যামারহস্যম্

(মূল সংস্কৃত, টিপ্পনী ও বঙ্গানুবাদ সমেত)

শ্রীমৎ শ্যামানন্দ তীর্থনাথ
সম্পাদিতম্

নবভারত

পাবলিশার্স

৭২ডি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা-৭০০ ০০৯

পরিব্রাজকাচার্য

শ্রীমৎপূর্ণানন্দ গিরি বিরচিতম্

শ্যামারহস্যম্

(মূল সংস্কৃত, টিপ্পনী ও বঙ্গানুবাদ সমেত)

শ্রীমৎ শ্যামানন্দ তীর্থনাথ সম্পাদিতম্

নবভারত

পাবলিশার্স

৭২ডি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা-৭০০ ০০৯

সূচীপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিষয়	পৃষ্ঠা
লেলিহা-মুদ্রা	৯৭
খড়্গাদি-মুদ্রা	৯৮
রশ্মিবৃন্দদেবতা	৯৯
উপচার	১০৩
পূজার বিশেষ	১০৪
গন্ধাদিনিবেদন-স্থান	১০৬
পুষ্পনিয়ম	১১১
পুষ্পদান-বিধান	১১৩
নৈবেদ্য	১১৩
নৈবেদ্যপাত্র	১১৫
অর্ঘ্যপাত্রভেদ	১১৫
গুরুপংক্তি	১১৬
সুরাদান-প্রশংসা	১২৭
রহস্যমালা	১২৯
বর্ণমালা	১২৯
করমালা	১৩১
অষ্টাঙ্গপ্রণাম	১৩৬
পাত্রবন্দন	১৩৭
পাত্রের পরিমাণ	১৪১
শান্তি-স্তোত্র	১৪৪
আত্মসমর্পণ মন্ত্র	১৪৭

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কর্পূর বা স্বরূপাখ্য স্তব	১৫২
কবচ	১৬২
প্রকারান্তর কবচ	১৭৪
স্তোত্র	১৮২
তন্ত্রান্তরোক্ত কবচ	১৮৬
সহস্রনাম-স্তোত্র	১৮৮

বিষয় | পৃষ্ঠা

একাদশ পরিচ্ছেদ

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ভূমিকা

স্বল্পায়ু দুর্বলচিত্ত-বিষয়াসক্ত মলিনবুদ্ধিবিশিষ্ট হীনবল কলির সাধারণ মানুষের এক জীবনে সাধনায় সফল হওয়া সম্ভব নহে। সীমিত জ্ঞান-বিদ্যা-বুদ্ধি এবং স্বল্পায়ু মায়াবদ্ধ ভ্রমান্ধ ও অন্নগতপ্রাণ মানব সাধারণের সাধনায় সফলতা প্রাপ্তির জন্য সুবিশাল তন্ত্রমহোদধি মন্থনপূর্ব্বক আশুফলপ্রদ সিদ্ধ তন্ত্রমন্ত্ররাজি উদ্ধার করতঃ প্রকৃত আগ্রহশীল সাধনেচ্ছুগণের সময়ও নষ্ট না হয়, অথচ কার্য্যও সফল হয়, এতদুদ্দেশ্যে করুণার্দ্রচিত্ত কতিপয় সিদ্ধ তান্ত্রিকাচার্য্য মহাত্মা সহজসাধ্য সঙ্কলিত তান্ত্রিক ক্রিয়া-সার প্রণয়ন করেন। এই সকল উজ্জ্বলমণি তন্ত্ররত্নরাজির মধ্যে শাক্তানন্দতরঙ্গিণী, মন্ত্রমহোদধি, শাক্তপ্রমোদ, শ্যামারহস্য, তারারহস্য, যোগসার, তন্ত্রসার, প্রাণতোষিণী, শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি প্রভৃতি অত্যুত্তম ও প্রশস্ত।

বক্ষ্যমাণ শ্যামারহস্যকার শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ গিরি মহোদয়ের লৌকিক ও সাধনসম্বন্ধীয় বিবরণাত্মক পরিচিতি সুধী-সাধক-পাঠকবর্গের জানিবার আগ্রহ উদ্দীপ্ত হওয়া স্বাভাবিক। এতৎপ্রসঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রকৃতপক্ষে সাধকের পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনা সম্ভব হয় না। কারণ, সাধনা দেহাভ্যন্তরস্থ মানসজগতের যোগক্রিয়াদি বিষয়ক ক্রিয়া বলিয়া লোক-লোচনের গোচরীভূত হওয়া সম্ভব নহে। সাধক স্বীয় সাধনার প্রভাবশক্তিতে প্রদীপ্ত ও প্রোজ্জ্বল। প্রদীপ দ্বারা সূর্য্য প্রকাশ করা যায় না; তিনি স্বীয় তেজঃপুঞ্জ প্রভাবেই স্বপ্রকাশ ও সমুদ্ভাসিত। সাধকও স্বীয় সাধনলব্ধ তেজঃপুঞ্জ প্রভাদীপ্তিতেই ভাস্বর ও স্বপ্রকাশ। শ্রীমৎ পূর্ণানন্দজীর দেহাবসানের কয়েকশতবর্ষ গতে তাঁহার লৌকিক জীবনের সবিশেষ বিবরণ আজ দুষ্প্রাপ্য। যাহা হউক, তৎকুলোদ্ভব (পূর্ণানন্দ বংশোদ্ভব) অশীতিপর বৃদ্ধ নানাশাস্ত্র-নিষ্ণাত পণ্ডিতপ্রবর শ্রীমৎ ব্রজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহোদয় বিরচিত ও প্রকাশিতব্য জীবনীগ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার এস্থলে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া হইল।

ময়মনসিংহ (বর্ত্তমান বাংলাদেশ) জেলার * নেত্রকোণা মহকুমার অন্তর্গত বহু ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি হিন্দুগণ অধ্যুষিত কাটিহালী গ্রামে যোগসিদ্ধ তান্ত্রিকাচার্য্য রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ মহাত্মা অনন্তাচার্য্যের প্রখ্যাত বংশ সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র শক্তিসাধক আচার্য্য পুরন্দরের গৃহে ১৪২৩ শকে (ইং ১৫০১ খৃঃ) পুণ্য ভীমাষ্টমী তিথিতে মধ্যরাত্রে পূর্ণানন্দ আবির্ভূত হন।

আচার্য্যদম্পতী অর্থাৎ পিতা আচার্য্য পুরন্দর এবং মাতা অপর্ণাদেবী বালকের নাম রাখিয়াছিলেন জগদানন্দ। উত্তরকালে সিদ্ধিলাভের পর তিনি গুরুপ্রদত্ত পূর্ণানন্দ নামেই বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

অধিকাংশ মহাপুরুষের বেলায় দেখা যায়, তাঁহাদের জন্মলগ্ন কোন না-কোন অলৌকিক ঘটনায় মহিমান্বিত। পূর্ণানন্দের বেলায়ও তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

মধ্যরাত্রে ভূমিষ্ঠ হইবার পরই জাতক কাঁদিয়া উঠিল না—দেখা গেল, নবজাতক বদ্ধাঞ্জলিপূর্ব্বক চক্ষু মুদ্রিত করিয়া যেন প্রার্থনারত অবস্থায় স্থির হইয়া আছে; আর জাতকের গৌরবর্ণ মুখমণ্ডল এবং দেহ হইতে উদ্গত স্নিগ্ধ উজ্জ্বল দিব্য আলোকে সূতিকাগৃহ সম্পূর্ণ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। এই দৃশ্য দেখিয়া প্রসূতি এবং ধাত্রী কিছুটা ভয় ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরেই সেই দিব্য আলোক ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইয়া গেল এবং নবজাতকও কাঁদিয়া উঠিল এবং প্রসূতি ও ধাত্রী সুস্থ হইলেন।

জগদানন্দের বয়স যখন প্রায় দুই বৎসর তখন এক গ্রীষ্মের দিনে মাতা অপর্ণাদেবী সুপ্ত বালককে ঘরের বারান্দায় শোয়াইয়া রাখিয়া গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত ছিলেন। ঘুমন্ত শিশুর মুখের উপর সূর্য্যকিরণ পড়িতেছিল, তখন একটি সর্প ফণা বিস্তারপূর্ব্বক সূর্য্যকিরণকে আড়াল করিয়া শিশুর শিয়রের কাছে স্থির হইয়া অবস্থান করিতেছিল। ঠিক সেই সময় গৃহ-প্রাঙ্গণে একটি কালো

---

* 'ময়মনসিংহের অন্তর্গত কেন্দুয়া থানার অধীনে কাটিহালী গ্রাম তাঁর জন্মভূমি। তিনি রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ, পাকড়াসি গাঁই। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ অনন্তাচার্য্য মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত বড়নগর হইতে ময়মনসিংহে গিয়াছিলেন। এমত প্রবাদ আছে যে, তাৎকালিক যবন-বিভীষিকাই আচার্য্যকে গঙ্গাক্ষেত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক একেবারে সুদূর জলবহুল প্রদেশে প্রস্থান করিতে বাধ্য করিয়াছিল।' শ্রীমৎ পূর্ণানন্দগিরি মহোদয়ের বংশোদ্ভব নানাশাস্ত্রনিষ্ণাত বিদগ্ধ পণ্ডিত শ্রীমৎ গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ ও শ্রীমৎ সতীশ চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ সম্পাদিত ও ব্যাখ্যাত শ্রীমৎ পূর্ণানন্দগিরি বিরচিত নবতারত পারিশাস হইতে পুনঃ প্রকাশিত 'ষট্‌চক্রনিরূপণ' নামক তন্ত্রনিবন্ধের গ্রন্থ-পরিচয় হইতে উদ্ধৃত।

মেয়ে প্রবেশ করিয়া সাপ ! সাপ ! বলিয়া আর্ত্তস্বরে চিৎকার করিয়া উঠিলে অপর্ণাদেবী দ্রুতপদে বালকের কাছে ছুটিয়া আসিলেন এবং বালকের শিয়রের নিকট বৃহৎফণা সর্পটিকে দেখিয়া ভয়ে-শঙ্কায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। কিন্তু অপর্ণাদেবীর উপস্থিতিতে সাপটি কিছুমাত্র খলতা প্রকাশ না করিয়া দ্রুত চলিয়া গেল, কালো মেয়েটিকেও আর দেখা গেল না। অপর্ণাদেবী বালককে বুকে জড়াইয়া গৃহমধ্যে লইয়া গিয়া সোয়াস্তি গণিলেন।

বংশপরম্পরায় আগত ও শ্রুত কাহিনী এবং স্বগ্রামস্থ ও তৎচতুষ্পার্শবর্ত্তী গ্রামসমূহের প্রাচীন-প্রাচীনাদের নিকট শ্রুত হওয়া গিয়াছে যে জগদানন্দের পাঁচ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত প্রতি কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী তিথি এবং অমাবস্যাতে নিদ্রিত অবস্থায় তাহার শয্যা নানাবর্ণের অপূর্ব্ব সুগন্ধি পুষ্পে ভরিয়া যাইত, কিন্তু সূর্য্যোদয়ের অব্যবহিত পরেই ফুলগুলি আর দেখা যাইত না।

জগদানন্দ যখন মুর্শিদাবাদে গুরু ব্রহ্মানন্দগিরির* গৃহে তন্ত্র ও বেদান্তাদি দর্শন অধ্যয়ন এবং যোগানুশীলনে রত ছিলেন, তখন হঠাৎ একদিন জননীর গুরুতর পীড়ার সংবাদ পাইয়া মাতৃগতপ্রাণ জগদানন্দ মায়ের কাছে যাইতে ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। কালবিলম্ব না করিয়া ঐ দিনই গুরুদেবের অনুমতি লইয়া মুর্শিদাবাদ হইতে যোগবলে আকাশপথে জন্মভূমি কাটিহালীতে আসন্নমৃত্যু জননীর কাছে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে পূর্ব-প্রতিশ্রুত ইষ্টমূর্ত্তি দর্শন করাইয়াছিলেন।

এক সময় কাশ্মীররাজ্যে শাক্ত এবং শৈব সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবল বিরোধ দেখা দেয়। তাহার ফলে রাজ্যে মহা অশান্তির সৃষ্টি হইল। কাশ্মীররাজ রাজ্যশাসনে তাহা দূর করিতে পারা যাইবে না মনে করিয়া ধর্মীয় বিরোধ মীমাংসা করিবার জন্ত অনেক মন্ত্রী ও কতিপয় কর্মচারীকে কামাখ্যাপীঠে পূর্ণানন্দ গিরির নিকট পাঠাইয়া দিলেন। মন্ত্রী যথাসময়ে গিরির কাছে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে মহারাজার আন্তরিক প্রার্থনা নিবেদন করিলে বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া পূর্ণানন্দ কাশ্মীর যাইতে স্বীকৃত হইলেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই রাজমন্ত্রী প্রভৃতি সহ তিনি কাশ্মীরে পদার্পণ করিলেন

---

* সহৃদয় সুধী ভক্ত পাঠকবর্গের জ্ঞাতার্থে এখানে উল্লিখিত করা যাইতেছে যে, শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ গিরি মহারাজের গুরু ছিলেন শ্রীমৎ ত্রিপুরানন্দ। এই তথ্য আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয় সাময়িক বিভাগে বঙ্গাব্দ বর্ত্তমান শতকের চতুর্থ দশকে প্রকাশিত 'বাঙ্গলার শক্তি সাধকগণ' শীর্ষক নিবন্ধ হইতে সংগৃহীত হইল।

এবং তথায় ধর্মসভার অনুষ্ঠান করিয়া তন্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্বরাজির ব্যাখ্যায় শৈব ও শাক্ত উভয় সম্প্রদায়কেই পরম তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট করিলেন। ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটিল। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতি-ভালবাসা ফিরিয়া আসিল। বিরোধ সম্পূর্ণ মিটিয়া গেল।

কাশ্মীররাজ এবং স্থানীয় জনগণের আন্তরিক আগ্রহ-যত্নে পূর্ণানন্দ কয়েকদিন রাজবাড়ীতে ছিলেন। একসময় কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া মহারাণী শ্রবণশক্তি সম্পূর্ণ হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। তাঁহার এই অবস্থার জন্য মহারাজের মনে গভীর দুঃখ ছিল। একদিন কথাপ্রসঙ্গে মহারাজ মনের গভীর দুঃখের কথা পূর্ণানন্দগিরি মহোদয়ের নিকট বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন। ঐদিন শেষরাত্রে মহারাণী জাগিয়া উঠিয়া মহারাজকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহারাজ! পাখীরা ডাকিতেছে কি?' প্রত্যুত্তরে মহারাজ বলিলেন, 'হাঁ! তুমি পাখীর ডাক এবং আমার কথা সব শুনিতে পাইতেছ কি?' হাঁ মহারাজ, স্পষ্টভাবেই তাহা শুনিতে পাইতেছি।' পূর্ণানন্দের কৃপায় মহারাণী শ্রবণশক্তি সম্পূর্ণ ফিরিয়া পাইলেন।

একদিন বর্ষায় ব্রহ্মপুত্রের প্রবল স্রোতের মুখে পড়িয়া কামাখ্যাপীঠের বিখ্যাত দস্যু নীলাম্বরের পুত্র ভাসিয়া গিয়া আবর্তের আকর্ষণে তলাইয়া গেল, তীরস্থিত জনগণ হাহাকার করিতেছিল। ঠিক ঐ সময় পূর্ণানন্দ স্নান করিতে ব্রহ্মপুত্রে আসিয়াছিলেন। তিনি দক্ষিণ হস্ত সুদীর্ঘ ও প্রসারিত করিয়া দস্যুপুত্রকে জলের তলা হইতে জীবিত অবস্থায় তুলিয়া আনিলেন। এই ঘটনা দেখিয়া সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট ও হতবাক্!

একবার প্রবল বন্যায় কাটিহালীর নিকটবর্ত্তী ঘণ্টাবতী নদীর উচ্ছ্বসিত জলরাশি বহু গ্রাম প্লাবিত করিয়া বিধ্বস্ত করিয়া দেয়, কিন্তু পূর্ণানন্দের জন্মভূমি কাটিহালী গ্রামে বন্যার জল কিছুমাত্রও প্রবেশ করে নাই। পূর্ণানন্দের সাধন ও সিদ্ধ-জীবন এরূপ শত শত অলৌকিক ঘটনায় পরিপূর্ণ। সব লিপিবদ্ধ করিলে এক বৃহৎ পুস্তক হইয়া পড়িবে।

পূর্ণানন্দ স্বীয় গ্রামের নিকটবর্ত্তী গাজরা নদীর তীরে কুটীর নির্মাণ করিয়া কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হন। স্বীয় ইষ্টদেবী কর্ত্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হইয়া কামাখ্যাপীঠে গিয়া কুটীর নির্মাণপূর্বক সাধনায় রত হন। কয়েক বৎসর পর পূর্ণসিদ্ধি লাভ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্বক পূর্ণানন্দগিরি মহারাজ হিমালয়ের দিকে প্রস্থান করেন। তাহার পর আর পূর্ণানন্দগিরি পরমহংসদেবের খবর

জানা যায় নাই। তবে পূর্ণানন্দজীর বংশীয় সাধক প্রতাপচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, তিনি এক কুম্ভমেলায় গিয়া মেলায় আগত দুই সাধু মহাত্মার নিকট জানিয়াছিলেন যে পূর্ণানন্দ এখনও নাকি হিমালয়ের নিভৃতে স্কন্দগুহায় সমাধিমগ্ন রহিয়াছেন।

আসাম, বাংলা, উত্তরপ্রদেশ, ত্রিপুরা, নেপাল প্রভৃতি স্থানে পূর্ণানন্দ গিরির অগণিত শিষ্য-শিষ্যা ছিলেন। বাংলায় পূর্ণানন্দ গিরির প্রখ্যাত অন্তরঙ্গ শক্তিধর শিষ্যদের অন্যতম প্রধান ছিলেন নবদ্বীপ নিবাসী 'তন্ত্রসার' প্রণেতা সাধকাগ্রগণ্য তন্ত্রাচার্য্য কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ।

এখানে এই কৃষ্ণানন্দের গুরু সম্বন্ধে গাইকোয়াড় ইউনিভার্সিটির ওরিয়েণ্টাল ইন্সষ্টিটিউট্-এর প্রখ্যাত ডিরেক্টর ডক্টর বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য (শ্রদ্ধেয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের পুত্র), এম-এ, পি-এইচ. ডি রাজরত্ন মহোদয় সম্পাদিত ১৯৩২ সালে প্রকাশিত 'শক্তিসঙ্গম তন্ত্র'-এর প্রথম খণ্ডের (কালী খণ্ড) প্রাক্‌কথনে (Pref. ce) পঞ্চম ও ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ মন্তব্যটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য। এস্থলে সংশ্লিষ্ট অংশটি উদ্ধৃত হইল।

Sakti-Sangama Tantra is quoted extensively by Krishnananda Agamvagisha in his *Tantrasara*, Umanandanatha in his *Nityotsava* and is referred to by name in the *Pusparatnakara Tantra* and in this last work the *Sakti-sangama-Tantra* has been given the same place as the most authoritative works of the Hindu Tantrics, such as *the Rudra-yamala, Saradatilaka, Merutantra, Manthanabhairava, Kulacudamani, Bhavacudamani* and a host of others. This shows that in A. D 1850 when *Pusparatnakara-Tantra* was written, the *Saktisangama-Tantra* had already acquired a reputation of authority in Tantric circles and had become an object of veneration Again as Umanandanatha quotes from the work and as he flourished sometime in A.D. 1775, the *Saktisangama-Tantra* seems to have been composed much earlier. More over in the *Tantrasara* of

Krishnananda Agamvagisha, the *Saktisangama-Tantra* is extensively quoted. This Krishnananda was the disciple of Purnananda who in his turn was disciple of Brahmananda. Purnananda wrote a work, *Tattacintamani* which was composed in the Saka year 1499, which corresponds to A.D. 1577. Therefore the time of Krishanananda would be roughly A. D. 1607, if we take 30 years for one succession between a guru and his disciple It becomes, therefore, apparent that in 1607, the present work *Sakti‹angama-Tantra* was well-known and this may be taken as the *terminus ad quem* for the composition of the work. [Preface to the Saktisangama Tantara, Vol. I. KALIKHANDA—Ed. by Benoytosh Bhattacharyya M. A. Ph. D., Rajaratna, Director, Oriental Institute, Baroda (1932). Pp V-VI

কলির সাধকাগ্রগণ্য জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ মহাত্মা রামপ্রসাদ তদীয় সাধন-গুরু 'তন্ত্রসার'-প্রণেতা সিদ্ধসাধক শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ মহাশয়ের আচার্য্য-জীবনের সহিত সম্পৃক্ত থাকায় এবং শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ আবার আলোচ্যমান তন্ত্রাচার্য্য সিদ্ধাবধূত শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ গিরি পরমহংসদেবের সহিত গুরু-শিষ্য সম্বন্ধে সম্বন্ধিত হওয়াহেতু মাতৃনামে মাতোয়ারা মাতৃসাধক রামপ্রসাদের সাধন-জীবনের আংশিক সংক্ষিপ্ত বিবরণ একটি নির্ভরযোগ্য প্রামাণিক জীবনী গ্রন্থ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল।

"রামপ্রসাদ বিবাহিত হইয়াছেন, জ্ঞানার্জ্জন করিয়াছেন, এইবার তাঁহার দীক্ষা লইবার ইচ্ছা হইল। পিতা পুত্রের মনোভিলাষ পূর্ণ করিলেন—তাঁহাদের কুলগুরু মাধবাচার্য্যকে আনাইয়া পুত্র ও পুত্রবধূর দীক্ষাকার্য্য শেষ করিলেন। তান্ত্রিক রামপ্রসাদ শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া প্রত্যহ জপ-তপ ও সাধনায় অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন, কিন্তু গুরুদেবের নিকট তাঁহার উপদেশ গ্রহণ বেশী হইল না। মাধবাচার্য্য দীক্ষা প্রদানের পর দুই তিন বার রামপ্রসাদের নিকট আসিয়া কয়েকটি ক্রিয়া-কলাপ শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। ...রামপ্রসাদ ঐকান্তিক অনুরাগের সহিত গুরুদত্ত বীজমন্ত্র ও সাধনপ্রণালী সকল আয়ত্ত করিতে লাগিলেন। সময়ে সময়ে অভীষ্টদেব স্বয়ং

আসিয়া তাঁহার ক্রিয়া-কলাপ অবলোকন করিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন, কিন্তু এ সৌভাগ্য রামপ্রসাদকে বেশীদিন ভোগ করিতে হয় নাই। দীক্ষা প্রদানের এক বৎসর পরই মাধবাচার্য্য ইহলোক ত্যাগ করিলেন। প্রসাদের জ্ঞান-পিপাসার শান্তি হইতে না হইতে, ক্ষেত্রে বীজ অঙ্কুরিত হইতে না হইতে ক্ষেত্ররক্ষকের তিরোধানে রামপ্রসাদ বড়ই মর্মাহত হইলেন। ...এই সময়ে সাধক-শ্রেষ্ঠ জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ আগমবাগীশ একবার কুমারহট্টে আসিলেন। তত্রত্য তান্ত্রিক পণ্ডিতগণ তাঁহাকে আনাইয়া কয়েকদিন উপদেশ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। রামপ্রসাদ আগমবাগীশের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া বড়ই উৎফুল্ল হইলেন। এই মহাত্মার কৃপালাভ করিতে পারিলে সাধনমার্গে তাঁহার অনেক সাহায্য হইতে পারে। এইরূপ চিন্তা করিয়া যখন পণ্ডিতগণ স্ব স্ব কার্য্য সমাধা করিয়া রজনীযোগে আপন আবাসে গমন করিতেন, সেই সময় আনন্দময় মহাপুরুষ আগমবাগীশ আনন্দময়ীর আনন্দে বিভোর একাকী আপন নির্দিষ্ট বাসগৃহে অবস্থান করিতেন। রামপ্রসাদ সময় বুঝিয়া তাঁহার নিকট আসিয়া আত্ম-কাহিনী জ্ঞাপন করিতেন। রজনীর সেই ভাগে আগমবাগীশের সাধন সময়ে, তাঁহার উগ্রমূর্ত্তি দেখিলে সহজে কেহ তাঁহার সম্মুখীন হইতে সাহস করিত না। কিন্তু রামপ্রসাদ ত' ভয় পাইবার পাত্র নহেন। সৌভাগ্যক্রমে তিনি তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া নিজের জ্ঞাতব্য বিষয় সকল শিক্ষা করিয়া লইতেন। প্রসাদের সৌভাগ্য সত্বর প্রস্ফুটিত হইবে জানিয়া সাধকপ্রবর আগমবাগীশ তাঁহাকে প্রাণ খুলিয়া সমস্ত শিক্ষা প্রদান করিতেন এবং আশীর্ব্বাদ করিতেন— "বৎস! তুমি সাধনসমরে জয়ী হইবে। ইহাই আমার বিশ্বাস। একদিন তোমার যশঃসৌরভে ভারত পরিপূরিত হইবে, সাধন-প্রভাবপূর্ণ সঙ্গীতে একদিন বাঙ্গলাদেশ পবিত্র হইবে।" প্রসাদ ইহাকে দেবতার আশীর্ব্বাদ মনে করিয়া তাঁহার পদধূলি লইতেন এবং তিনি যে কয়দিন তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন, রামপ্রসাদ প্রত্যহ তথায় আসিয়া তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিতেন (পৃঃ ১১-১৩)। বীরাচারী সাধক ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া বীজ ও শক্তিকে প্রসন্ন করতঃ সহস্রারে উপনীত হইতে পারিলেই শিব হইতে পারেন। ...যোগসিদ্ধ গুরুর দ্বারা শিক্ষিত না হইলে ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া এই পঞ্চমকারের আস্বাদ লাভ কাহারও ভাগ্যে ঘটে না। সাধক আগমবাগীশ প্রসাদকে এই ষট্‌চক্রভেদরূপ যোগও শিক্ষা দিয়াছিলেন (পৃঃ ৫০)।

সাধকপ্রবর রামপ্রসাদ বিবাহের পর সস্ত্রীক দীক্ষিত হইয়া নিজ অভীষ্টদেব মাধবাচার্য্যের নিকট প্রাণায়াম যোগ শিক্ষা করিয়াছিলেন। গুরুর কৃপায় অচিরকাল মধ্যে ইহাতে সিদ্ধিলাভ করিয়া তাঁহার নিকট অন্যান্য যোগাঙ্গ উপদেশের আর সুযোগ ঘটিল না। মাধবচার্য্য লোকান্তরিত হইলে পর রামপ্রসাদের যাবতীয় শিক্ষা আগমবাগীশের নিকট লাভ হইয়াছিল (পৃঃ ১২৮)।

"কুমারহট্টে কৃষ্ণনগরাধিপের জমিদারী ছিল; তিনি অধিকাংশ সময়ে এই স্থানে আসিয়া বাস করিতেন। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র একজন বিশিষ্ট তান্ত্রিক ছিলেন।"

"তিনি প্রসাদের গুণ-গরিমা এবং সাধন-পথে উন্নতির কথা শুনিয়া তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে লাগিলেন।...কৃষ্ণচন্দ্র সাধক চূড়ামণি আগমবাগীশকে গুরুপদে বরণ করিয়া সভার প্রধান রত্নমধ্যে পরিগণিত করিয়াছিলেন (পৃঃ ২৯-৩০)।"

ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ হইতে পারিলেই প্রাণায়াম-যোগে সিদ্ধি লাভ করা সহজ-সাধ্য হয়।...এই প্রাণায়াম সিদ্ধি হইলে যে শরীর নীরোগ এবং সাধন-পথে অগ্রসর হইবার ক্ষমতা জন্মে তাহা স্থির নিশ্চয়। প্রাণায়ামে সিদ্ধযোগীর নানাপ্রকার ক্ষমতা লাভ হইয়া থাকে, অনেক সাধন-বিভূতি তাঁহার করায়ত্ত হইয়া যায়।...প্রাণায়াম যোগে ইচ্ছা করিলে এক মাসের পথ একদণ্ডে গমন করিতে পারা যায়।...পূর্ব্বে আমাদের দেশে সাধকগণ বিনা আড়ম্বরে কাহাকেও না বলিয়া যথা ইচ্ছা গতিবিধি করিতে পারিতেন।...সাধক-প্রবর রামপ্রসাদ প্রাণায়ামে বিশেষভাবে সুসিদ্ধ হইয়াছিলেন—এই সময় হইতে অনেক অলৌকিক ঘটনা তাঁহার সাধনবিভূতিরূপে আপনি প্রকাশ হইয়া পড়িত। প্রাণায়ামসিদ্ধ প্রসাদের বহুদূরে গতিবিধি সহজ-সাধ্য হইয়াছিল, তিনি একমাসের পথ অতি অল্প সময়ের মধ্যে যাইতে পারিতেন।...রামপ্রসাদ প্রাণায়ামসিদ্ধ হইয়া সময়ে সময়ে এইরূপে প্রতিদিন রাত্রে গুপ্তভাবে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজধানী কৃষ্ণনগরে এবং তদীয় গুরুদেব আগমবাগীশের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন এবং রজনী প্রভাত হইতে না হইতেই ফিরিয়া আসিতেন (পৃঃ ১২৫-১২৯)। ["রামপ্রসাদ—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা: (২৫শে ভাদ্র, ১৩২৪ সন, এই তারিখ গ্রন্থকার কর্ত্তৃক চকদীঘির জমিদার রায়

শ্রীললিত মোহন সিংহ বাহাদুরের নামে উৎসর্গপত্রে উল্লিখিত। আগমবাগীশ সম্বন্ধে উদ্ধৃতিগুলি উক্ত পুস্তক হইতে প্রদত্ত।]

শ্রীমৎ পূর্ণানন্দগিরি পরমহংস মহোদয় সম্পর্কে আরও নূতন তথ্য কলিকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি **Sir John Woodroffe** কৃত সুবৃহৎ গ্রন্থ **Serpent Power,** ১৯১৮ সালে প্রকাশিত প্রথম সংস্করণের ভূমিকা হইতে সংশ্লিষ্ট অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল।

The following account of Purnananda, the celebrated Tantrika Sadhaka of Bengal and author of the "Satcakranirupana" has been collected from the descendants of his eldest son, two of whom are connected with the work of the Varendra Research Society, Rajsahi to whose Director, Sj. Aksaya Kumar Maitra and Secretary Sj. Radha Govinda Basak, I am indebted for the following details.

Purnananda was a Rahri Brahmana of the Kasyapa Gotra whose ancestors belonged to the village of Pakrashi which has not as yet been identified. His seventh ancestor Anantacarya is said to have migrated from Baranagora, in the district of Murshidabad, to Kaitali in the district of Mymensingh. In his family were born two celebrated Tantrika Sadhakas namely, Sarvananda and Purnananda. The descendants of Sarvananda reside at Mehar while those of Purnananda reside mostly in the district of Mymensingh. Little is known about the worldly life of Purnananda, except that he bore the name of Jagadananda and copied a manuscript of the Visnupuranam in the Saka year 1448 (A.D. 1526). This manuscript, now in the possession of one of his descendants named Pandit Hari Krishana Bhattacharyya of Kaitali, is still in a fair state of preservation. It was brought for inspection by Pandit Satish Chandra

Siddhantabhusana of the Varendra Research Society. The colophon states that Jagadananda Sarma wrote the Purana in the Saka year 1448.

This Jagadananda assumed the name of Purnananda when he obtained his Diksa (initiation) from Brahmananda and went to Kamrupa (Assam), in which province he is believed to have obtained his "Siddhi" or state of perfection in the Asram which still goes by the name of Vasisthasrama, situated at a distance of about seven miles from the town Gauhati (Assam). Purnananda never returned home, but led the life of a Paramhansa and compiled several Tantrika works of which the Sritattva-cintamani composed in Saka year 1499 (A. D. 1577), Syamarahasyam, Saktakrama Tattvanandatarangini and Yoga-sara are known. His commnentary of the Kalikakarakuta hymn is well known...... ... According to geneological table of this Tantrika Acarya and Viracara Sadhaka, given by one of his descendants, Purnananda is removed from his present descendants by about ten generations. [Preface to the 1st edition (1918) by Arthur Avalon (Sir John Woodroffe) to his work "The Serpent Power"].

সংস্কৃত ভাষায় রচিত পূর্ণানন্দের শাক্তক্রম, শ্যামারহস্য, শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি, ষট্‌চক্র নিরূপণ, যোগচিন্তামণি, যোগবিলাস, যোগসার, তত্ত্বানন্দ-তরঙ্গিণী, শাক্তক্রম, কালীককারকূট, ভূতশুদ্ধি, সহস্রনাম টীকা, সরস্বতীতন্ত্র প্রভৃতি সাধনতত্ত্বমূলক তন্ত্র ও যোগগ্রন্থ ভারতে প্রচলিত।

অধুনা ২৪ পরগণা জেলার দেউলপাড়া (নৈহাটী রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে বাসে যাইতে হয়) পূর্ণানন্দ পল্লীতে প্রতি বৎসর ভীষ্মাষ্টমীতে শ্রীমৎ পূর্ণানন্দগিরি মহোদয়ের পুণ্য আবির্ভাব মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। [সাপ্তাহিক 'পথের আলো' খৃষ্টীয় ১৯৭৫ অব্দের ১৮ই ও ২৫শে ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত]

শ্রীমৎ পূর্ণানন্দজী সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গের অবগতির জন্য আমরা শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত (বর্ত্তমানে বাঙ্গলাদেশ) কসবা বানিয়াচঙ্গের বিদ্যাভূষণ পাড়ার অধিবাসী এবং গৌহাটী কটন কলেজের ভারতখ্যাত গবেষক ও বিদগ্ধ সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীমৎ পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য, বিদ্যাবিনোদ, এম-এ মহোদয় বিরচিত 'প্রবন্ধাষ্টক' গ্রন্থান্তর্ভুক্ত 'পূর্ণানন্দ গিরি ও কামাখ্যা মহাপীঠ' (পৃঃ ৯৬-১০৯) এবং ১৩১৪ বঙ্গাব্দের 'আরতি' নামীয় মাসিক পত্রের বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত 'পূর্ণানন্দ গিরি ও কামাখ্যা মহাপীঠ' শীর্ষক নিবন্ধদ্বয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করি। ভারতখণ্ডের উপরোক্ত প্রখ্যাত অধ্যাপক ও গবেষক মহোদয়ের সারস্বত অবদান বিষয়ে খ্যাতনামা অধ্যাপক ও গবেষক শ্রীযতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য্য, এম-এ মহাশয় সঙ্কলিত এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ (কলিকাতা) কর্ত্তৃক প্রকাশিত সাহিত্যসাধক চরিত-মালান্তর্ভুক্ত 'পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য' নামীয় ১১০ (একশত দশ) সংখ্যক সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্যটির প্রতিও আগ্রহী পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে।

বক্ষ্যমাণ তন্ত্রখণ্ড সম্পাদনায় জীবানন্দ বিদ্যাসাগর সম্পাদিত ও দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত গ্রন্থ তৎসহ দুইটি হস্তলিখিত পুঁথির তুলনামূলক পাঠান্তে পাঠভেদ সঙ্কলন ও সম্পাদনা করা হইয়াছে। পৃষ্ঠার সর্ব্বশেষ পঙ্ক্তির নিম্নে পাঠান্তর, সংক্ষিপ্ত টীকা সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। শ্লোকানুবাদ যথাসম্ভব সহজ ও মূলানুগ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

মৎ সম্পাদিত এই সংস্করণটি শ্রীশ্রীগুরুকৃপায় সাধু সাধক মহাত্মাগণের কিঞ্চিন্মাত্র তৃপ্তি ও সুখানন্দদায়ক বিবেচিত হইলে শ্রম সার্থক মনে করিব।

দুরূহ তন্ত্রশাস্ত্রের সম্পাদনা ও ভাব সম্প্রসারণে ভ্রম প্রমাদ বা ত্রুটি গ্রন্থ-মধ্যে অজ্ঞাতসারে অনুপ্রবেশ অসম্ভব নহে। অতএব সুধী পাঠক ও সাধকবর্গের নিকট সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ তাঁহারা ভুলগুলি প্রদর্শনপূর্ব্বক শাস্ত্রীয় প্রকৃত তাৎপর্য্যার্থ লিপিবদ্ধ করতঃ ডাকযোগে প্রকাশকের ঠিকানায় পাঠাইয়া দিলে পরবর্ত্তী সংস্করণে সেসব প্রমাদ সংশোধন করিবার যথাশক্তি চেষ্টা করা হইবে।

এতৎপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক দুই অবধূত মহাত্মা বক্ষ্যমাণ শ্যামারহস্যম্-এর কতিপয় হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি ব্যবহারের সুযোগ করিয়া দিয়া সম্পাদনাকার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন। তজ্জন্য আমরা মহাত্মাদ্বয়ের প্রতি আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি এবং গ্রন্থাধিষ্ঠাত্রী মহাদেবীর শ্রীচরণসরোজে সতত প্রার্থনা করি, তিনি সাধকদ্বয়কে শতায়ু ও সাধনায় অচিরে অভিলষিত সিদ্ধি এবং মুক্ত বুদ্ধ ও আনন্দময় জীবন প্রদান করুন। পরিশেষে নানা তন্ত্র ও পুরাণাদি বিবিধ শাস্ত্র প্রকাশক নবভারত পাব্লিশার্স-এর শাস্ত্রানুরাগী কর্তৃপক্ষের শতায়ু ও অভ্যুদয় প্রার্থনা করিয়া বক্তব্য শেষ করিলাম। অলমতিবিস্তরেণ ইতি

স্বামী শ্যামানন্দ তীর্থনাথ

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

শ্যামারহস্যম্

প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ

ওঁ নমঃ পরমদেবতায়ৈ।

দেবীং দানবদৈত্যদর্পনিবহান্নুন্মূলয়ন্তীং শিবাং,
ব্রহ্মানন্দমহেশমৌলিমণিভিঃ সংসেবিতাঙ্ঘ্রিদ্বয়াম্।
নত্বা শ্রীগুরুপাদপদ্মপরমামোদামৃতপ্লাবিতঃ,
পূর্ণানন্দগিরিস্তনোতি বিরলাং শ্যামারহস্যাভিধাম্ ॥১
স্বতন্ত্রং বীরতন্ত্রঞ্চ তন্ত্রং ফেৎকারিণীং তথা।
কালিকাকুলসর্ব্বস্বং কালীতন্ত্রঞ্চ যামলম্ ॥২
কুলচূড়ামণিঞ্চৈব কুমারীতন্ত্রমেব চ।
কুলার্ণবং তথা কালী-কল্পং ভৈরবতন্ত্রকম্ ॥৩
কালিকাকুলসদ্ভাবং তথা চোত্তরতন্ত্রকম্।
গুরূণাঞ্চ মতং জ্ঞাত্বা সাধকানাং তথা মতম্।
শুদ্ধবুদ্ধিস্বভাবার্থং বক্ষ্যামি মোক্ষকারিণীম্ ॥৪

পরমদেবতার পাদপদ্মে প্রণাম।

যিনি দৈত্যদানবগণের সমুদয় দন্তাহঙ্কার চূর্ণ ও উৎপাটিত করেন, যাঁহার শ্রীচরণযুগল ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরাদি দেবগণও বহুমূল্য মণিরত্নরাজি-খচিত-মুকুট-শোভিত মস্তক দ্বারা সেবা অর্থাৎ প্রণাম করিয়া থাকেন, সেই মহাদেবী শিবাকে প্রণতিপূর্ব্বক শ্রীগুরুর শ্রীচরণকমলদ্বয় বিনিঃসৃত পরামৃত সুধাধারায় পরিপ্লাবিত (স্নাত) হইয়া পূর্ণানন্দগিরি অতিবিরল সুদুর্লভ শ্যামারহস্য-নামা প্রখ্যাতা তন্ত্রসংহিতা (তন্ত্রতত্ত্ববিষয়ক সংকলিত রচনাসমষ্টি) বিস্তার (বিন্যাস, প্রণয়ন) করিতেছেন।১

স্বতন্ত্র, বীরতন্ত্র, ফেৎকারিণীতন্ত্র, কালীকুলসর্ব্বস্ব, কালীতন্ত্র, যামল, কুলচূড়ামণি,

তদুক্তং স্বতন্ত্রে—

ক্রোধীশং বিন্দুযুক্ কান্তে ত্রিমূর্ত্ত্যগ্নিসমাযুতম্।
ত্রির্লিখেৎ পরতো দেবি হুংকারদ্বয়মেব চ ॥৫
মায়াদ্বয়ং সমালিখ্য অত্রিসংবর্ত্তসূক্ষ্মযুক্।
ত্রৈকালিকে সপ্তবর্ণান্ পূর্ব্ববৎ পরমেশ্বরি ॥৬
স্বাহান্তেয়ং মহাবিদ্যা দ্বাবিংশত্যক্ষরা পরা।
অনয়া সদৃশী বিদ্যা নাস্তি জ্ঞানে তু মামকে ॥৭

কুমারীতন্ত্রেঽপি, ভৈরব উবাচ—

অতিগুহ্যতরং হ্যেতজ্ জ্ঞানাত্মকং সনাতম।
অতীব চ সুগোপ্যঞ্চ কথিতুং নৈব শক্যতে॥৮

কুমারীতন্ত্র, কুলার্ণব, কালীকল্প, ভৈরবতন্ত্র, কালিকাকুলসদ্ভাব, উত্তরতন্ত্র এবং গুরু ও সকল সাধককুলের মত সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া মানবের স্বভাব ও বুদ্ধির নির্মলতার (শুদ্ধতার) জন্য পরমমোক্ষপ্রদায়িনী এই সংহিতার মহিমা গৌরব বর্ণনা করিব।২—৪

স্বতন্ত্রতন্ত্রে উল্লিখিত আছে—হে কান্তে! ক্রোধীশ-এর 'ক'-এর সহিত 'বহ্নি'র (র) ও দীর্ঘ-ঈকারযুক্ত চন্দ্রবিন্দু যোগ করিলে ক্রীঁ হয়। এই ক্রীঁ তিনবার লিখিয়া তাহার পর হূং ও মায়াবীজ হ্রীং—প্রতিটি বীজ দুইবার করিয়া লিখিয়া তৎপর দক্ষিণে কালিকে লিখিতে হইবে। অতঃপর হে দেবি! পূর্বোক্ত সাতটি বর্ণ বিন্যাস করতঃ অন্তে স্বাহা এই পদ যোগ করিতে হইবে। মন্ত্রটির সন্নিবেশ এক্ষণে এইরূপ দাঁড়াইল:—ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হূঁ হূঁ হ্রীঁ হ্রীঁ দক্ষিণে কালিকে ক্রী ক্রীঁ ক্রীঁ হূঁ হূঁ হ্রীঁ হ্রীঁ স্বাহা। হে পরমেশ্বরি! এই বাইশ অক্ষরময়ী মহাবিদ্যা সর্ব্বশ্রেষ্ঠা; ইহার সমতুল্য বিদ্যা আমার অবগতির মধ্যে নাই অর্থাৎ আমি অবগত নহি।৫—৭

কুমারীতন্ত্রে ভৈরব বলিয়াছেন—এই সনাতন জ্ঞানময় কালীবিষয়ক দুর্জ্ঞের ও অনুভবনীয় তত্ত্ব গুহ্যতর। ইহা সাতিশয় সঙ্গোপনে রক্ষা করিতে হইবে।

অতীর চ প্রিয়াসীতি কথয়ামি তব প্রিয়ে।
রূপাণি বহুসংখ্যানি প্রকৃতেঃ সন্তি ভাবিনি[১] ॥৯
তেষাং মধ্যে মহেশানি কালীরূপং মনোহরম্।
বিশেষতঃ কলিযুগে নরাণাং ভুক্তিমুক্তিদম্ ॥১০
তস্যাস্তূপাসকাশ্চৈব ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ।
চন্দ্রঃ সূর্য্যশ্চ বরুণঃ কুবেরোঽগ্নিস্তথাপরঃ ॥১১
দুর্ব্বাসাশ্চ বশিষ্ঠশ্চ দত্তাত্রেয়ো বৃহস্পতিঃ।
বহুনা কিমিহোক্তেন সর্ব্বে দেবা উপাসকাঃ ॥১২
কালিকায়াঃ প্রসাদেন ভুক্তিমুক্তিঃ করে স্থিতা।
তস্যা মন্ত্রং প্রবক্ষ্যামি যতো রক্ষেদ্ যুগত্রয়ম্ ॥১৩
ককারং বহ্নিসংযুক্তং রতিবিন্দুসমন্বিতম্।
ত্রিগুণঞ্চ ততঃ কূর্চ্চযুগ্মং লজ্জাযুগং তথা।
দক্ষিণে কালিকে চেতি পূর্ব্ববীজানি বেষ্টয়েৎ ॥১৪

কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না—ইহা অপ্রকাশ্য। হে প্রিয়ে! তুমি আমার একান্ত প্রিয়া, সেইজন্য তোমার নিকট ইহা ব্যক্ত করিতেছি। হে ভাবিনি! প্রকৃতির রূপ অসংখ্য; তন্মধ্যে হে মহেশ্বরি! কালীরূপই মনোহর, বিশেষভাবে বলিতে গেলে মানবগণের ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়িনী। ব্রহ্মা বিষ্ণু, শিব, চন্দ্র, সূর্য্য, বরুণ, কুবের, অগ্নি, দুর্ব্বাসা, বশিষ্ঠ, দত্তাত্রেয়, বৃহস্পতি প্রভৃতি ইঁহারই উপাসক। এ বিষয়ে আর অধিক কি বলিব অর্থাৎ এতদতিরিক্ত কিছু বলিবার নাই। সমুদয় দেবতাই তাঁহার উপাসনা করেন। ৮ ১২

কালিকার প্রসাদে ভুক্তিমুক্তি সাধকের করায়ত্ত (অধিগত)। যাহা হইতে সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগত্রয় রক্ষিত হইয়া আসিতেছে, সেই কালিকার মন্ত্র এখন বলিব। ক-কারকে বহ্নিসংযুক্ত রতি-বিন্দুসমন্বিত করিয়া ত্রিগুণিত করণান্তর কূর্চ্চযুগ্ম ও লজ্জাযুগ্ম গ্রহণ করিয়া 'দক্ষিণে কালিকে' এই পদ সংযোগপূর্ব্বক পূর্ব্ববীজ সকল বেষ্টন করিতে হইবে। শেষে বহ্নিজায়া বিন্যস্ত (স্থাপিত)

১। ভামিনি।

বহ্নিজায়াবধিঃ প্রোক্তঃ কালিকায়া মনুর্মতঃ।
ন সুসিদ্ধাদ্যপেক্ষাস্তি নারিমিত্রাদিদূষণম্ ॥১৫

শ্রুতিরপি—অথ হৈনাং ব্রহ্মরন্ধ্রে ব্রহ্মস্বরূপিণীমাপ্নোতি সুভগাং ত্রিগুণযুক্তাং কামরেফেন্দিরাং বিন্দুমেলনরূপাং, এতত্ত্রিগুণিতামাদৌ তদনু কূর্চ্চদ্বয়ম্। কূর্চ্চবীজঞ্চ—ব্যোমষষ্ঠস্বরবিন্দুমেলনরূপম্। তদেব দ্বিরুচ্চার্য্য ভুবনাদ্বয়ম্[১]। ভুবনা তু ব্যোমজ্বলনেন্দিরা শূন্যমেলনরূপা। তদুক্তং—দক্ষিণে কালিকে তবাভিমুখ্যতা। তদনু বীজসপ্তকমুচ্চার্য্য বৃহদ্ভানুজায়ামুচ্চরেৎ। মত্বা শিবময়ো ভবেৎ। সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ। গতিস্তস্যাস্তি নান্যস্য, স তু নারীশ্বরঃ স তু দৈত্যেশ্বরঃ স তু সর্ব্বেশ্বর ইতি ॥ ১৬

ভৈরব উবাচ—

নাত্র চিন্তাবিশুদ্ধির্ব্বা নারিমিত্রাদিদূষণম্।
ন বা প্রয়াসবাহুল্যং সময়াসময়াদিকম্ ॥১৭

করিবে। ইহা কালীমন্ত্র, এস্থলে মন্ত্রোদ্ধার পদ্ধতি প্রদর্শিত হইতেছে*। এই মন্ত্রে কোনরূপ সুসিদ্ধাদির অপেক্ষা নাই কিংবা অরিমিত্রাদি দূষণও নাই।১৩ - ১৫

শ্রুতি বলিয়াছেন—এই ত্রিগুণিতা ব্রহ্মস্বরূপিণী সুভগা দেবীকে ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রাপ্ত হইবে। কাম—ক, রেফ—র, ইন্দিরা—ঈ, তাহাতে বিন্দুযোগ। ইহকে ত্রিগুণিত করিয়া তাহার পর কূর্চ্চদ্বয় হূং হূং (কূর্চ্চবীজের লক্ষণ—ব্যোম—হ, তাহাতে ষষ্ঠ দীর্ঘস্বর ঊ, তাহাতে বিন্দুযোগ) তৎপর ভুবনাদ্বয় হ্রীং হ্রীং (ভুবনার লক্ষণ ব্যোম হ, তাহাতে জ্বলন র, তাহাতে বিন্দুযোগ) তারপর দক্ষিণে কালিকে, তদনন্তর পূর্ব্বোদ্ধৃত সাতটি বীজ স্থাপিত ও বিন্যস্ত করিয়া বহ্নিজায়া 'স্বাহা' বিন্যাস করিবে। ইহার মননমাত্রই সাধক শিবময় হইয়া যান এবং যাবতীয় সিদ্ধির ঈশ্বরত্ব লাভ করেন। এই মন্ত্র স্মরণমননকারী গতি (মোক্ষ) লাভ করেন। তিনি নারীশ্বর, দৈত্যেশ্বর ও সর্ব্বেশ্বর হন।১৬

ভৈরব বলিয়াছেন—এই মন্ত্রের বিচারাদি বিশুদ্ধির উপর নির্ভর করে না।

১। ভুবনাং দ্বয়ম্।

*একণে মন্ত্রটির বাস্তব রূপ দাঁড়াইল এইরূপ—বহ্নিশব্দে 'র', রতিবিন্দুশব্দে দীর্ঘকারের পর চন্দ্রবিন্দু। তাহা হইলে ক + ্র + ী + ঁ = যোগে ক্রীঁ হয়। ইহা তিনগুণ করিলেই ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হইয়া থাকে। কূর্চশব্দে হূং, লজ্জা শব্দে হ্রীং, বহ্নিজায়া শব্দে স্বাহা।

দেবৈর্দ্দেবত্ববিষয়ে সিদ্ধৈঃ খেচরসিদ্ধয়ে।
পন্নগৈ রাক্ষসৈরন্যৈ-র্ম্মুনিভিশ্চ মুমুক্ষুভিঃ ॥১৮
কামিভির্ধর্ম্মিভিশ্চার্থ-লিপ্সুভিঃ সেবিতাং পরাম্।
ন বিত্তব্যয়বাহুল্যং কায়ক্লেশকরং ন চ। ১৯
য এনাং চিন্তয়েন্মন্ত্রী সর্ব্বসিদ্ধিসমৃদ্ধিদাম্।
তস্য হস্তে সদৈবাস্তি সর্ব্বসিদ্ধির্ন সংশয়ঃ ॥২০
গদ্যপদ্যময়ী বাণী সভায়াং তস্য জায়তে।
তস্য দর্শনমাত্রেণ বাদিনো নিষ্প্রভাং গতাঃ ॥২১
রাজানোঽপি চ দাসত্বং ভজন্তে কিং পরে জনাঃ।
বহ্নেঃ শৈত্যং জলস্তম্ভং গতিস্তম্ভং বিবস্বতঃ। ২২
দিবারাত্রিব্যত্যয়ঞ্চ বশীকর্ত্তুং ক্ষমো ভবেৎ।
সর্ব্বস্যৈব জনস্যৈব বল্লভঃ কীর্ত্তিবর্দ্ধনঃ ॥২৩

অরিমিত্রাদি দোষবিচারও নাই, ইহাতে কোনরূপ প্রয়াসবাহুল্য করিতে হয় না। সময় অসময়াদিরও অপেক্ষা নাই। দেবগণ দেবত্বসিদ্ধির জন্য. সিদ্ধগণ খেচর-সিদ্ধির জন্য, সর্প রাক্ষস মুমুক্ষু মুনিগণ কামিগণ ধর্ম্মিগণ ও অর্থলিপ্সুগণ নিজ নিজ উদ্দেশ্য পূরণের অভিপ্রায়ে এই পরাবিদ্যার পরিচর্যা (আরাধনা, উপাসনা) করিয়া থাকেন। ইহাতে বিত্তব্যয় বা কায়ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় না।১৭—১৯

দেবী কালিকা সর্ব্বার্থসিদ্ধি ও সকলপ্রকার সমৃদ্ধিপ্রদায়িনী। যে মননশীল পুরুষ ইহার চিন্তা করেন, সর্ব্ববিধ সিদ্ধি সর্ব্বদাই তাঁহার অধিগত হয়, এ বিষয়ে সংশয় নাই। অধিক কি, সভামধ্যে তাঁহার মুখ হইতে গদ্যপদ্যময়ী বাণী উদ্ভূত ও প্রকাশিত হয়। তাঁহাকে দেখিবামাত্র বাদীগণ তৎক্ষণাৎ প্রতিনিবৃত্ত হয়। অপরের কথা কি বলিব, স্বয়ং নরপতিগণও তাঁহার দাসত্ব করেন। তিনি অগ্নিকে শীতল, জলকে স্তম্ভিত, সূর্য্যের গতিকেও স্তব্ধ, দিনকে রাত্রি, রাত্রিকে দিন করিয়া সকলকেই স্ববশে আনয়ন করিতে সমর্থ। তিনি শত্রুমিত্র আত্মপর সকল লোকেরই বল্লভ (প্রিয়) ও কীর্ত্তিবর্দ্ধন হইয়া থাকেন।২০—২৩

অন্তে চ ভজতে দেব্যা গণত্বং দুর্লভং নরৈঃ।
চন্দ্রসূর্য্যসমো ভূত্বা বসেৎ কল্পাযুতং দিবি।
ন তস্য দুর্লভং কিঞ্চিদ্ যঃ স্মরেৎ ঘোরদক্ষিণাম্ ॥২৪

অথাস্যাঃ সর্পর্য্যাবিধির্লিখ্যতে—ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উত্থায় বদ্ধপদ্মাসনঃ শিরঃস্থাধোমুখ-শুক্লবর্ণ-সহস্রদলকমলকর্ণিকাস্থ-শশহীনশরদিন্দু-সুন্দর-চন্দ্রমণ্ডলান্তর্গত-হংস-পীঠে নিজগুরুং ধ্যায়েৎ॥ ২৫

যথা—শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং শুদ্ধক্ষৌম*বিরাজিতম্।
গন্ধানুলেপনং শান্তং বরাভয়করাম্বুজম্ ॥২৬
মন্দস্মিতং নিজগুরুং কারুণ্যেনাবলোকিনম্।
বামোরুশক্তিসংযুক্তং শুক্লাভরণভূষিতম্ ॥২৭
স্বশক্ত্যা দক্ষহস্তেন ধৃতচারুকলেবরম্।
বামে ধৃতোৎপলায়াশ্চ সুরক্তায়াঃ সুশোভনম্।
পরানন্দরসোল্লাস-লোচনদ্বয়পঙ্কজম্ ॥২৮

চরমে (অন্তিমকালে) তনুত্যাগ করিয়া দেবীর সুদুর্লভ গণত্ব লাভ করেন এবং চন্দ্র-সূর্য্যের অস্তিত্বকাল পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকিয়া অযুত-কল্প-কাল স্বর্গে অবস্থিত হন। ফলতঃ যিনি দক্ষিণকালিকা ও শ্মশানকালিকার স্মরণ করেন, তাঁহার নিকট কিছুই দুর্লভ নহে। ২৪

অনন্তর দেবীর পূজাবিধি লিখিত হইতেছে। প্রথমে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করত বদ্ধপদ্মাসন হইয়া মস্তকে অধোমুখে সংস্থিত শুক্লবর্ণ সহস্রদলকমলকর্ণিকায় অধিষ্ঠিত শরৎকালীন নিষ্কলঙ্ক (শশহীন) চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর চন্দ্রমণ্ডলমধ্যগত হংস-পীঠে স্বীয় গুরুর ধ্যান করিবে। ধ্যান যথা,—তিনি শুদ্ধ-স্ফটিকবৎ শ্বেতাভ, শুভ্র-ক্ষৌমবিরাজিত, গন্ধানুলিপ্ত, শান্ত, তাঁহার করকমলে বর ও অভয়, দৃষ্টি মধুর হাস্যযুক্ত এবং বাম উরুতে স্বীয় শক্তি বিরাজমানা। তাঁহার আভরণসকল শুক্লবর্ণ। স্বকীয় শক্তি দক্ষিণহস্তে তাঁহার কলেবর ধারণ করিয়া আছেন এবং উৎপল (কমল) হস্তে তাঁহার বামভাগে শোভা পাইতেছেন। তদ্দ্বারা তাঁহার পরমশোভার সঞ্চার হইয়াছে। তাঁহার নয়নপঙ্কজ পরমানন্দ-রসোল্লাসে বিকসিত।২৮

---

* ক্ষৌম—ক্ষৌমং পট্টবস্ত্রং কৌষেয়ং ত্রসর ইতি খ্যাতম্ অমর-টীকা। ক্ষুম (রেশম)+(তবার্থে) পট্টবস্ত্রং—রেশমী কাপড়।

ইতি ধ্যাত্বা দিব্যাভিষেকেণ গুরুণা সংপ্রদায়ানুগত-কৃতনাম-পূর্ব্বকং মানসৈরুপচারৈরারাধ্য ঐং হ্রীং শ্রীং হসখফ্রেং হসক্ষমলবরযুং হসখফ্রেং শ্রীঅমুকানন্দাথায় শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা: বা শ্রীগুরুপাদুকাং পূজয়ামি। ইতি গুরুপাদুকাং নত্বা দশধা জপসমর্পণং কৃত্বা প্রণমেদ্। যথা—

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥২৯

অথ সারদাটীকাকার-শ্রীরাঘবভট্টমতেন তু শক্তিবিষয়ে গুরোর্ধ্যানম্। শুক্লবর্ণমেব ন গৌরম্। তদিতরবিষয়ে শুক্লমেবেতি নিশ্চিতং বচনদ্বয়দর্শনাৎ।

তদ্ যথা—শ্বেতাম্বরধরং গৌরং শ্বেতাভরণভূষিতম্।
অপি চ--রক্তমাল্যাম্বরধরং সুরক্তং পদ্মবিস্তরম্॥

ইতি তু অসমীচীনম্। শ্বেতবর্ণং গুরোর্ধ্যানানন্তরং ভবতি শক্তিবিষয়ে তু তথা দর্শনাৎ। যথা জ্ঞানার্ণবে—ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রারে কর্পূরধবলো গুরুঃ।

তস্মাৎ সম্প্রদায়ানুগত্যা গুরোর্ধ্যানং কুর্য্যাৎ॥ ইতি শেষঃ।৩০

এই প্রকার ধ্যান করিয়া দিব্যাভিষিক্ত গুরুর সহিত তদীয় সম্প্রদায়গত নাম যোগ করত মানসোপচারে পূজাপূর্ব্বক 'ঐং হ্রীং' ইত্যাদি মূলের লিখিত মন্ত্রে গুরুপাদুকা পূজা, প্রণাম, দশবার জপ ও জপসমর্পণ পূর্ব্বক প্রণাম করিবে। যিনি জ্ঞানরূপ অঞ্জন শলাকা দ্বারা অজ্ঞান-তিমিরে অন্ধীভূত চক্ষু উন্মীলিত করেন, সেই শ্রীগুরুকে প্রণাম।২৯

সারদাতিলকটীকাকার শ্রীরাঘব ভট্টের মতে শক্তিযুক্ত গুরুর ধ্যানে শুক্লবর্ণ চিন্তনীয়, পরন্তু গৌরবর্ণ নহে। তবে ধ্যানে যে শুক্লবর্ণ আছে উহা শক্তি-বিষয়ক ভিন্ন স্থলে বক্ষ্যমাণ বচনদ্বয়ানুসারে তাহা বুঝা যায়, যথা। (১) শ্বেতাম্বরধর শ্বেতাভরণভূষিত গৌর গুরুর ধ্যান করিবে। (২) রক্তমাল্য ও রক্তবসনভূষিত পদ্মাসনস্থিত রক্তবর্ণ গুরুর ধ্যান করিবে। এই রক্তবর্ণ শক্তি-বিষয়ে সমীচীন নহে,

---

১। শ্রীঅমুকানন্দনাথায় শ্রীঅমুকদেবং বা।

অথ গুরোরাজ্ঞাং গৃহীত্বা মূলাধারপদ্মকর্ণিকাস্থ-ত্রিকোণান্তর্গত-স্বয়ম্ভূলিঙ্গবেষ্টনীং, প্রসুপ্তভুজগাকারাং সার্দ্ধত্রিবলয়াং বিদ্যুৎপুঞ্জ-প্রভাং নীবারশূকতন্বীং কুলকুণ্ডলিনীম্ ইষ্টদেবতাস্বরূপাং হুংকারেণ হংস ইতি মন্ত্রেণ বধে বনদহনযোগাৎ সচৈতন্যাং বিধায় ব্রহ্মবর্ত্মনা পরমশিবে নীত্বা (তয়োঃ সমাবেশ্য বিষ্টাঞ্চ) চন্দ্রমণ্ডলে কুলগুরূন্ ধ্যায়েৎ ।৩১

তদুক্তং কালিকাস্মৃতৌ—

মূলাধারে স্মরেদ্দিব্যং ত্রিকোণং তেজসাং নিধিম্ ।
তস্যাগ্নিরেখামানীয় অধ-উর্দ্ধব্যবস্থিতাম্ ॥৩২
নীলতোয়দমধ্যস্থ-তড়িল্লেখেব* ভাস্বরাম্
নীবারশূকবত্তন্বীঞ্চ সুপীতাং ভাস্করোপমাম্ ॥৩৩

শক্তিবিষয়ে শ্বেতবর্ণ আর বিষয়ে রক্তবর্ণ। ইহাই জ্ঞানার্ণবে বলা হইয়াছে—ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রদলপদ্মে কর্পূরের ন্যায় শ্বেতবর্ণ গুরু বিদ্যমান। অতএব স্ব-স্ব সম্প্রদায় প্রাপ্ত উপদেশানুসারে গুরুর ধ্যান করা কর্ত্তব্য ।৩০

অতঃপর শ্রীগুরুর আজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক মূলাধার কমলকর্ণিকাস্থিত ত্রিকোণ-মধ্যগত স্বয়ম্ভূলিঙ্গকে যিনি বেষ্টন করিয়া আছেন, যাঁহার আকার প্রসুপ্ত ভুজগের ন্যায়, যিনি সার্দ্ধ ত্রিবলয় পরিমিত ও বিদ্যুৎপুঞ্জসন্নিভা এবং নীবার শূক-এর ন্যায় অতিসূক্ষ্ম দেহধারিণী, সেই ইষ্টদেবতা স্বরূপা কুলকুণ্ডলিনীকে হুংকার সহকৃত হংস অর্থাৎ 'হুং হংসঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে জাগরিতা করিয়া ব্রহ্মবর্ত্ম যোগে পরমশিবে আনয়ন ও তাহাদের মধ্যে সমাবেশ করিবে। অনন্তর তাঁহার সহিত চন্দ্রমণ্ডলমধ্যে কুলগুরুগণের একত্রে ধ্যান করিবে ।৩১

কালিকাস্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে, মূলাধারে যে তেজোনিধি দিব্যত্রিকোণ বিরাজমান তাহাকে স্মরণ করিয়া, তাহার অগ্নিরেখা আনয়নপূর্ব্বক সেই শিখামধ্যে

---

* 'লেখামিব' ইতি সমীচীনঃ পাঠঃ।

শশূক—শস্যাদির শীষের সূক্ষ্ম অগ্রভাগ; শুঁয়া—শুঙ্গ,...রোমের তুল্য সূক্ষ্ম অগ্রভাগ; যথা—ধান্যের যব শীষের বা বিচুটির।

তস্যাঃ শিখায়া মধ্যে চ পরমোর্দ্ধ্-ব্যবস্থিতাম্।
স ব্রহ্মা স স্বরঃ শাস্তঃ স শিবঃ পরমস্বরাট্।৩৪
স এব বিষ্ণুঃ স প্রাণঃ স কালাগ্নিঃ স চন্দ্রমাঃ।
ইতি কুলকুণ্ডলিনীং ধ্যাত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।৩৫
স মহাপাতকেভ্যশ্চ পূতো ভবতি।
সর্ব্বসিদ্ধিং কৃত্বা ভৈরবো ভবতীতি॥৩৬

অথ কুলগুরূন্ ধ্যায়েৎ, যথা কুলচূড়ামণৌ—

মূলাদিব্রহ্মরন্ধ্রান্তং গুরুং ধ্যাত্বা গুরুং স্মরেৎ।
প্রহ্লাদানন্দনাথাখ্যং সকলানন্দমেব চ॥৩৭
কুমারানন্দনাথাখ্যং বশিষ্ঠানন্দনাথকম্।
ক্রোধানন্দ-সুখানন্দৌ ধ্যানানন্দং ততঃ পরম্॥৩৮
বোধানন্দং ততশ্চৈব ধ্যায়েৎ কুলমুখোপরি।॥৩৯

অধঃ-উর্দ্ধে যিনি অবস্থিতি করিতেছেন, যিনি নীলতোয়দমধ্যস্থ তড়িল্লেখার ন্যায় পরম বিকস্বর ভাববিশিষ্টা, যিনি নীবারশূকবৎ নিরতিশয় সূক্ষ্মস্বরূপা, যিনি সুন্দর পীত-বর্ণা ও ভাস্করসদৃশী, সেই পরমোর্দ্ধে অবস্থিতা কুলকুণ্ডলিনীর ধ্যান করিবে। কারণ, তিনিই ব্রহ্মা, তিনিই বিষ্ণু, তিনিই প্রশান্তকাম পরম-স্বপ্রকাশ শিব; তিনিই প্রাণ, তিনিই কালাগ্নি ও তিনিই চন্দ্রমা। এইরূপে কুলকুণ্ডলিনীর ধ্যান করিলে মানব সকল পাপ, এমন কি, মহাপাতকসকল হইতেও পরম বিশুদ্ধি লাভ করিয়া সর্ব্ববিধ সিদ্ধি সংগ্রহ সহকারে ভৈরবত্ব (সাধনা দ্বারা ইষ্টলাভ রূপ সফলতা সক্ষম) লাভ করেন।৩২—৩৬

কুলচূড়ামণিগ্রন্থে ধ্যানবিষয়ে কুলগুরুগণের এইরূপ নির্দ্দেশ আছে। নিবিষ্টচিত্তে মূলাদি ব্রহ্মাণ্ড ধ্যান করিয়া গুরুকে স্মরণ করিবে। প্রথমে প্রহ্লাদানন্দনাথ, পরে যথাক্রমে সকলানন্দনাথ, কুমারানন্দনাথ, বশিষ্ঠানন্দনাথ, ক্রোধানন্দনাথ, সুখানন্দনাথ, ধ্যানানন্দনাথ, বোধানন্দনাথ, কুলোমুখোপরি ইঁহাদের ধ্যান করিবে।৩৭—৩৯

মহারস-রসোল্লাস-হৃদয়া ঘূর্ণলোচনাঃ।
কুলালিঙ্গনসংভিন্না ঘূর্ণিতাশেষমানসাঃ ॥৪০
কুলশিষ্যৈঃ[১] পরিবৃতাঃ পূর্ণান্তঃকরণোদ্ধতাঃ।
বরাভয়যুতাঃ সর্ব্বে কুলতন্ত্রার্থবাদিনঃ ॥৪১
এবং কুলগুরূন্নত্বা বিসৃজ্য কুলমাতৃকাম্।
কুলস্থানে সমানীয় স্নানার্থং তীর্থমাশ্রয়েৎ ॥৪২
শাক্তং কুলগুরুং বৎস স্মৃতং কুলসুখাবহম্।
রহস্যমস্তু তং প্রোক্তং গোপ্তব্যং পশুসঙ্কটে ॥৪৩
কুলনাথং পরিত্যজ্য যে শাক্তাঃ পরসেবিনঃ।
তেষাং শিক্ষা চ যাগশ্চ অভিচারায় কল্পতে ॥৪৪
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন কুলীনং গুরুমাশ্রয়েৎ ॥৪৫
কুলীনঃ সর্ব্ববিদ্যানামধিকারীতি গীয়তে।
দীক্ষাগুরুঃ স এবাত্মা সর্ব্বমন্ত্রস্য নাপরঃ ॥৪৬

ইঁহাদের হৃদয় পরমানন্দরসে উল্লসিত, লোচন রসোল্লাস ঘূর্ণিত; ইঁহারা কুলালিঙ্গনে সংভিন্ন ও বিঘূর্ণিতচিত্ত; অন্তঃকরণ পূর্ণভাববিশিষ্ট। কুলশিষ্যগণ ইঁহাদিগকে বেষ্টন করিয়া আছেন। ইঁহারা সকলেই বরাভয়সম্পন্ন, সকলেই কুল ও তন্ত্রার্থবাদী। এইরূপে কুলগুরুদিগকে প্রণাম করিয়া, বিদায় প্রদানান্তে কুলমাতৃকাকে কুলস্থানে আনয়ন করত স্নানার্থ তীর্থ আশ্রয় করিবে। ৪০—৪২

হে বৎস! শাক্তকুলগুরুই কুলসুখাবহ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। এবিষয়ে অদ্ভুত রহস্য কথিত হইয়াছে। তাহা পশুভাবিদিগের নিকট গোপন করিবে। যে সকল শাক্ত কুলনাথকে পরিত্যাগ করিয়া পরের সেবা করে, তাহাদের শিক্ষা ও যাগ সমস্তই অভিচারে পরিণত হইয়া থাকে।৪৩ ৪৪

অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে কুলীন গুরুর আশ্রয় লইবে, কুলীন গুরুই সর্ব্ববিদ্যার অধিকারী বলিয়া পরিগণিত। তিনিই দীক্ষাগুরু। কেন না, তিনিই সমুদয় মন্ত্রের আত্মা, অপর আর কেহই নহে।৪৫—৪৬

১। কুলশিষ্টৈঃ।

অন্যচ্চ শ্রুতৌ—

প্রকাশমানাং প্রথমেপ্রয়াণে, প্রতিপ্রয়াণেঽপ্যমৃতায়মানাম্।
অন্তঃপদব্যামনুসঞ্চরন্তী-মানন্দরূপামবলাং প্রপদ্যে॥৪৭ ইতি
অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহমাত্মানমিতি ভাবয়েৎ॥৪৮

প্রাতঃকৃত্যমবশ্যমেব নিত্যং করণীয়ম্।

প্রাতঃকৃত্যমকৃত্বা তু যো দেবীং ভক্তিতোঽর্চ্চয়েৎ।
তস্য পূজা চ বিফলা শৌচহীনা যথা ক্রিয়া॥৪৯

অথ নদ্যাদৌ গত্বা কালিকারূপং সর্ব্বং বিভাব্য সুবর্ণরজতাত্মকং কুলগর্ভমনামাতর্জ্জনীষু ধৃত্বা আচম্য মূলং স্মরন্ মলাপকর্ষকং কৃত্বা আচম্য 'ওঁ অদ্যেত্যাদি কুলদেবতাপ্রীতিকামো মন্ত্রস্নানমহং করিষ্যে।' ইতি সঙ্কল্প্য জলে ত্রিকোণচক্রং কৃত্বা সূর্য্যমণ্ডলাদঙ্কুশ-মুদ্রয়া তীর্থমাবাহ্য মূলান্তে 'ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, শিবতত্ত্বায় স্বাহা" ইতি আচামেৎ। অথবা, 'ওঁ হ্রীঁ স্বাহা' ইত্যনেন ত্রিরাচম্যাত্মানং ত্রিঃ সংপ্রোক্ষ্য মূলেন মৃত্তিকয়া অঙ্গলেপনং

শ্রুতিতেও বলিয়াছেন—যিনি প্রথম প্রয়াণে প্রকাশমানা, প্রতিপ্রয়াণে অমৃতায়মানা ও অন্তঃপদবীতে অনুসঞ্চরণ করেন সেই আনন্দরূপিণী অবলার শরণ গ্রহণ করি।৪৭

তথাহি (তেমনি) আমিই দেব—আমি অন্য কেহই নহি। আমিই ব্রহ্ম। সুতরাং কোনকালেই আমাকে শোকভাগ হইতে হয় না। আমিই সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ। আত্মাকে এইরূপে ভাবনা করিবে।৪৮

নিত্য প্রাতঃকৃত্য অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি প্রাতঃকৃত্য না করিয়া ভক্তি-সহকারে দেবীর অর্চ্চনা করে, শৌচহীনা-ক্রিয়ার ন্যায় তাহার সেই পূজা বিফল হইয়া থাকে।৪৯

অনন্তর নদ্যাদিতে গমন ও সর্ব্বতোভাবে কালিকারূপ চিন্তা করিয়া অনামা ও তর্জ্জনী মধ্যে সুবর্ণরজতাত্মক কুলগর্ভ ধারণপূর্ব্বক আচমন-সহকারে মূলমন্ত্র স্মরণ করত অঘমর্ষণ করিবে। পরে আচমন করিয়া 'ওঁ অদ্যে-

কৃত্বা, মূলং পঠন্ কুম্ভমুদ্রয়া স্বমূর্দ্ধ্নি ত্রির্জলমভিষিচ্যাঙ্গুলিভিঃ শ্রবণাদীনি সপ্তচ্ছিদ্রাণি সংরুধ্য ত্রির্নিমজ্জেৎ।৫০

তদুক্তং কুমারীতন্ত্রে—

বেদাদ্যঞ্চ তথা মায়া স্বাহেত্যাচমনং মতম্ ॥৫১

নীলতন্ত্রেঽপি—

মৃৎকুশানপি সংগৃহ্য গত্বা জলান্তিকং ততঃ।
মলাপকর্ষকং কৃত্বা মন্ত্রস্নানং সমাচরেৎ।
বিদ্যয়া ত্রির্নিমজ্জ্যৈব আচামেৎ পয়সা পুনঃ ॥৫২

কুলচূড়ামণৌ—

কৃষ্ণরক্তহরিন্নীলা বিবিধা মম মূর্ত্তয়ঃ।
তত্র যঃ কুলশিষ্যশ্চ স তদ্রূপং পরামৃশন্ ॥৫৩
দিবং সর্ব্বামধোর্ব্বীঞ্চ পাতালভূতসম্ভবাম্।
আচান্তঃ কুলদর্ভেণ স দর্ভঃ কুলপুত্রকঃ ॥৫৪

ত্যাদি' মূলের লিখিত বাক্যে সঙ্কল্প করত জলমধ্যে ত্রিকোণ চক্র বিনির্ম্মাণ ও অঙ্কুশমুদ্রা দ্বারা সূর্য্যমণ্ডল হইতে তীর্থ আবাহনপূর্ব্বক মূলমন্ত্রের সহিত 'আত্মতত্ত্বায় স্বাহা' ইত্যাদি যোগ করিয়া আচমন করিবে; অথবা 'ওঁ হ্রীঁ স্বাহা' ইত্যাদি মন্ত্রে তিনবার আচমন ও তিনবার আত্মার সংপ্রোক্ষণপূর্ব্বক মূলমন্ত্রে মৃত্তিকা গ্রহণ ও তদ্দ্বারা অঙ্গ লেপন করিয়া, মূলমন্ত্র পাঠ করত কুম্ভমুদ্রা দ্বারা নিজ মস্তকে তিনবার জলসেচন (জলসিঞ্চন) করিয়া, অঙ্গুলীসকল দ্বারা কর্ণাদি সপ্ত ছিদ্র সংরুদ্ধ করত তিনবার নিমজ্জন (নিমগ্নকরণ, ডুবানো) করিবে।৫০

কুমারীতন্ত্রে বলিয়াছেন—বেদাদি, মায়া ও স্বাহা ইত্যাদিই আচমন বলিয়া পরিগণিত। নীলতন্ত্রেও বলিয়াছেন—মৃত্তিকা ও কুশ গ্রহণপূর্ব্বক জলমধ্যে গমন ও অঘমর্ষণ করিয়া মন্ত্র-স্নান করিবে। বিদ্যাতত্ত্বসহকারে তিনবার অবগাহন করিয়া, পুনরায় জল গ্রহণপূর্ব্বক আচমন করিতে হইবে।৫১ – ৫২

কুলচূড়ামণিতে বলিয়াছেন—কৃষ্ণ, রক্ত, হরিৎ (পীত), নীল ইত্যাদি ভেদে আমার মূর্ত্তি নানা প্রকার; তন্মধ্যে যিনি কুলশিষ্য, তিনি ভূঃ ভুবঃ

কুলপাত্রে সদূর্ব্বাঞ্চঃ সতিলং সজলং ততঃ।
গৃহীত্বা কুলদেবস্য প্রীতয়ে স্নানমাচরেৎ ॥৫৫
কৃতসঙ্কল্প এবাদৌ কুলচক্রং জলে ন্যসেৎ।
জলস্থানাৎ সমানীয় কুলমুদ্রাঙ্কুশেন চ ॥৫৬
কুলতীর্থানি তত্রৈব সমাবাহ্য শিবাত্মকম্।
তত্তোয়ঞ্চ ত্রিধা পীত্বা ত্রিধা চ প্রোক্ষণং মনোঃ ॥৫৭

অথাঙ্কুশমুদ্রা, যথা জ্ঞানার্ণবে—

দক্ষমুষ্টিং বিধায়াথ তর্জ্জন্যঙ্কুশরূপিণী।
অঙ্কুশাখ্যা মহামুদ্রা ত্রৈলোক্যাকর্ষণক্ষমা ।৫৮

তীর্থাবাহনমন্ত্রো, যথা ক্রমসংহিতায়াং—

গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥৫৯

অথ স্বতন্ত্রেঽপি—

মূলং পঠন্ মূর্দ্ধ্নি তোয়ং মুদ্রয়া কুম্ভসংজ্ঞয়া।
ক্ষিপ্ত্বা বারত্রয়ং দেবি আচামেৎ সাধকাগ্রণীঃ।
আত্মবিদ্যাশিবৈস্তত্ত্বৈ-স্ততো যাগগৃহং বিশেৎ ।৬০

ও স্বর্লোকময় কুলদেবতা নিজরূপে চিন্তা করিয়া আচমন ও কুলপাত্রে দূর্ব্বা ও তিলসহিত জল গ্রহণ করিয়া কুলদেবের প্রীতির জন্য স্নান করিবে। ৫৩ ৫৫

অনন্তর সঙ্কল্প করিয়া, জলে কুলচক্র নিক্ষেপপূর্ব্বক, জলস্থান হইতে আনয়ন ও সেই স্থানেই কুলমুদ্রাঙ্কুশ দ্বারা জলতীর্থ সকলকে আবাহন করিয়া শিবাত্মক সেই সলিল তিনবার পান ও তিনবার মন্ত্রের প্রোক্ষণ করিবে।৫৬—৫৭

অঙ্কুশমুদ্রা যথা, জ্ঞানার্ণবে—দক্ষিণহস্তে মুষ্টিবন্ধনপূর্ব্বক তর্জ্জনীকে অঙ্কুশরূপিণী করিবে। ইহারই নাম অঙ্কুশাখ্য মহামুদ্রা। ইহা দ্বারা ত্রৈলোক্য আকর্ষণ করা যাইতে পারে।৫৮

তীর্থাবাহনমন্ত্র, যথা, শ্রীক্রমসংহিতায়—গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্ম্মদা, সিন্ধু, কাবেরী, তোমরা সকলে এই জলে সন্নিহিত (মিলিত) হও।৫৯

স্বতন্ত্রেও বলিয়াছেন, যথা—সাধকশ্রেষ্ঠ পুরুষ মূলমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক কুম্ভমুদ্রা দ্বারা

১। কুলপাত্রে তু দূর্ব্বাঞ্চ।

কুম্ভমুদ্রা, যথা গুপ্তার্ণবে—

দক্ষাঙ্গুষ্ঠে পরাঙ্গুষ্ঠং ক্ষিপ্ত্বা হস্তদ্বয়েন তু।
সাবকাসাঞ্চৈব[১] মুষ্টিং কুম্ভমুদ্রাং বিদুর্বুধাঃ।
সপ্তচ্ছিদ্রাণি সংরুধ্য ততো মজ্জেত্রিধা সুধীঃ ॥৬১
আত্মবিদ্যাশিবৈস্তত্ত্বৈ-রাচামেৎ সাধকাগ্রণীঃ।
বহ্নিজায়াং ততো দত্ত্বা শুদ্ধেন পয়সা প্রিয়ে। ৬২

ওঁ মানধ্বনি বজ্রিণি মহাপ্রতিশরে* রক্ষ রক্ষ হুং ফট্ স্বাহা ইতি শিখাবন্ধনং, মূলেন তিলকং কৃত্বা পূর্ব্ববদাচম্য বৈদিকীং সন্ধ্যাং বিধায় তান্ত্রিকীং সন্ধ্যাং কুর্য্যাৎ। ৬৩

তদুক্তং কুমারীকল্পে—

প্রণবং পূর্ব্বমুদ্ধৃত্য মানান্তে চ ধ্বনীতি চ।
বজ্রিণীতি পদং প্রোক্তং মহাপ্রতিশরে* তথা ॥৬৪
রক্ষদ্বয়ং হুং ফট্ স্বাহা ইতি চ তদনন্তরম্।
অনেনৈব চ মন্ত্রেণ রক্ষাং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ ॥৬৫

মস্তকে জলক্ষেপণ করত তিনবার আচমন করিবে। অনন্তর আত্মতত্ত্ব বিদ্যাতত্ত্ব ও শিবতত্ত্ব সহকারে যাগগৃহে প্রবিষ্ট হইবেন।৬০

গুপ্ততন্ত্রার্ণবোক্ত কুম্ভমুদ্রা এই—দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠে বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ নিক্ষেপ করিয়া, হস্তদ্বয় পরস্পর অসংশ্লিষ্টভাবে মুষ্টি বন্ধন করাকে কুম্ভমুদ্রা বলা হয়। হে প্রিয়ে! অনন্তর পরমধীমান্ সাধক সপ্তচ্ছিদ্র সংবরণ করিয়া, তিনবার অবগাহন পূর্ব্বক আত্মতত্ত্ব, বিদ্যাতত্ত্ব ও শিবতত্ত্বের সহিত স্বাহা যোগ করিয়া নির্ম্মল সলিল দ্বারা আচমন কর্ত্তব্য।৬১—৬২

অনন্তর নির্মল সলিল বহ্নিজায়াকে দান করিয়া 'ওঁ মানধ্বনি' ইত্যাদি মূলের লিখিতমন্ত্রে শিখাবন্ধন ও মূলমন্ত্রে তিলক করত পূর্ব্ববৎ আচমনান্তে বৈদিকী সন্ধ্যা করিয়া তান্ত্রিকী সন্ধ্যা করিবে।৬৩

কুমারীকল্পে কথিত হইয়াছে—প্রথমে প্রণব, তারপর যথাক্রমে মানধ্বনি, বজ্রিণি মহাপ্রতিশরে রক্ষদ্বয় এবং হুং ফট্ স্বাহা বিন্যাস করিলে রক্ষামন্ত্র হয়।

১। সাবকাশাঞ্চৈব।
* মহাপ্রেতশরে ইতি চ পাঠান্তরম্।

রক্ষামিতি শিখাবন্ধনরূপেণ বস্ত্রাঞ্চলে গ্রন্থিবন্ধনরূপেণ বা কুর্য্যাদিত্যর্থঃ, সারদা-টীকায়াঞ্চ—

উক্তেনৈব বিধানেন কৃত্বা স্নানঞ্চ তান্ত্রিকম্।
বৈদিকীং তান্ত্রিকীং সন্ধ্যাং কৃত্বা তর্পণমাচরেৎ ॥৬৬

তান্ত্রিকীসন্ধ্যা যথা, তদুক্তং তত্রৈব—

পুনরাচম্য বিন্যস্য ষড়ঙ্গমপি মন্ত্রবিৎ।
বামহস্তে জলং গৃহ্য গলিতোদকবিন্দুভিঃ ॥৬৭
সপ্তধা প্রোক্ষণং কৃত্বা মূর্দ্ধ্নি মন্ত্রং সমুচ্চরন্।
অবশিষ্টোদকং দক্ষহস্তে সংগৃহ্য বুদ্ধিমান্ ॥৬৮
ইড়য়াকৃষ্য দেহান্তঃ ক্ষালিতং পাপসঞ্চয়ম্।
কৃষ্ণবর্ণং তদুদকং দক্ষনাড্যা বিরেচয়েৎ ॥৬৯
দক্ষহস্তে চ তন্মন্ত্রী পাপরূপং বিচিন্ত্য চ।
পুরতো বজ্রপাষাণে প্রক্ষিপেদস্ত্রমন্ত্রতঃ ॥৭০

বিচক্ষণ সাধক এই মন্ত্রে রক্ষা অর্থাৎ রক্ষামন্ত্র (যে মন্ত্র উহার শক্তির বলে প্রাণ-নাশকের অনিষ্ট হইতে রক্ষা করে) বিধান করিবেন। অর্থাৎ প্রাণ-রক্ষাকর মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন। এই রক্ষাবিধান, শিখাবন্ধন এবং বস্ত্রাঞ্চলে গ্রন্থিবন্ধন কর্ত্তব্য।৬৪—৬৫

সারদাতিলকটীকায় কথিত আছে—উক্তরূপ বিধানে তান্ত্রিক স্নান, বৈদিক ও তান্ত্রিক সন্ধ্যা করিয়া তর্পণ করিবে।৬৬

তান্ত্রিকী সন্ধ্যা উক্ত কুমারীকল্পে কথিত হইয়াছে—বৈদিক সন্ধ্যার পর সাধক পুনরায় আচমন ও ষড়ঙ্গন্যাসাদি ক্রিয়ানুষ্ঠান সম্পন্ন করত বামহস্তে জল গ্রহণ করিয়া মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক দক্ষিণহস্তে তত্ত্বমুদ্রা দ্বারা গলিত উদকবিন্দুসমূহ মস্তকে সপ্তবার প্রোক্ষণ করিয়া অবশিষ্ট জল দক্ষিণহস্তে লইয়া ইড়া দ্বারা আকর্ষণ ও দেহ-মধ্যস্থ পাপসমূহ প্রক্ষালন করিবে। পরে সেই জল দক্ষনাড়ী দ্বারা বিরেচন ও দক্ষিণ হস্তে তাহাকে কৃষ্ণবর্ণ পাপরূপে চিন্তা করিয়া, অস্ত্রমন্ত্রে সম্মুখবর্ত্তী বজ্রপাষাণে সেই জলকে নিক্ষেপ করিবে।৬৭—৭০

অন্যত্রাপি—ষড়ঙ্গন্যাসমাচর্য্য বামহস্তে জলং ততঃ।
গৃহীত্বা দক্ষিণে চৈব সংপুটং কারয়েত্ততঃ ।৭১
শিববায়ুজলপৃথ্বী-বহ্নিবীজৈস্ত্রিধা পুনঃ।
অভিমন্ত্র্য চ মূলেন সপ্তধা তত্ত্বমুদ্রয়া॥৭২
নিক্ষিপেত্তজ্জলং মূর্দ্ধ্নি শেষং দক্ষে বিধায় চ।
শরীরান্তঃস্থিতং পাপং ক্ষালয়েৎ সাধকাগ্রণীঃ ॥৭৩

অথ প্রয়োগঃ। পূর্ব্ববদাচম্য ষড়ঙ্গন্যাসং কৃত্বা, বামহস্তে জলং নিধায় ,দক্ষহস্তেনাচ্ছাদ্য, হং যং বং লং রং ইতি ত্রিরভিমন্ত্র্য মূলমুচ্চরন্ গলিতোদকবিন্দুভিঃ তত্ত্বমুদ্রয়া মূর্দ্ধ্নি সপ্তধাভ্যুক্ষণং কৃত্বা শেষজলং দক্ষহস্তে সমাদায় তেজোরূপং ধ্যাত্বা ইড়য়াকৃষ্য দেহান্তঃপাপং প্রক্ষাল্য কৃষ্ণবর্ণং তজ্জলং পাপরূপং ধ্যাত্বা পিঙ্গলয়া বিরিচ্য পুরঃকল্পিতবজ্র-শিলায়াং ফড়িতি প্রক্ষিপেৎ ।৭৪

ইতি তান্ত্রিকী সন্ধ্যা।

অন্যত্রও বলিয়াছেন—সাধকশ্রেষ্ঠ ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া, বামহস্তে জলগ্রহণপূর্ব্বক দক্ষিণহস্তে সংপুট করিবেন। পরে শিব, বায়ু, জল, পৃথিবী ও বহ্নিবীজ দ্বারা পুনরায় তিনবার অভিমন্ত্রণ ও মূলমন্ত্রে তত্ত্ব-মুদ্রা দ্বারা সাতবার সেই জল মস্তকে বিন্যস্ত করিবে। অবশিষ্ট জল দক্ষিণহস্তে গ্রহণপূর্ব্বক শরীরান্তঃস্থিত পাপ ক্ষালন করিবে ॥৭১—৭৩

এক্ষণে উক্ত সন্ধ্যার প্রয়োগ কথিত হইতেছে। পূর্ব্ববৎ আচমন তৎপরে যথাক্রমে ষড়ঙ্গন্যাস, বামহস্তে জল স্থাপন, দক্ষ হস্তে আচ্ছাদন, 'হং যং" ইত্যাদি মূলের লিখিত মন্ত্রে অভিমন্ত্রণ মূলমন্ত্র উচ্চারণ, গলিত উদকবিন্দু দ্বারা তত্ত্বমুদ্রায় মস্তকে সপ্তবার অভ্যুক্ষণ, অবশিষ্ট জল দক্ষহস্তে গ্রহণ, তেজোরূপে ধ্যান, ইহা দ্বারা আকর্ষণপূর্ব্বক দেহমধ্যস্থ পাপ প্রক্ষালন ও কৃষ্ণবর্ণ সেই জলকে পাপরূপে ধ্যান ও পিঙ্গলা দ্বারা বিরেচন এবং সম্মুখস্থ কল্পিত বজ্রশিলাতে অস্ত্রমন্ত্রে প্রক্ষেপ। ইহাই তান্ত্রিকী সন্ধ্যা ।৭৪

ততঃ হস্তৌ প্রক্ষাল্যাচম্য জলে যন্ত্রং ধ্যাত্বা সাবরণাং দেবতামাবাহ্য ঐশানে ঐং শ্রীঅমুকানন্দনাথভৈরব স্তৃপ্যতামিতি দেবতীর্থেন ত্রিঃ সকৃদ্বা শুদ্ধোদকেন সন্তর্প্য বহ্নৌ পরমগুরুং, নৈঋ‍র্ত্যাং পরাপরগুরুং, বায়ব্যাং পরমেষ্ঠিগুরুং পূর্ব্ববৎ সন্তর্প্য মধ্যে শ্রীঅমুকদেবতা তৃপ্যতামিতি যথাশক্তিতঃ সন্তর্প্য একৈকাঞ্জলিনা পরিবারান্ সন্তর্পয়েৎ। অশক্তশ্চেদ্ মূলমুচ্চরন্ সায়ুধ-সপরিবার-সবাহন-মহাকাল-সহিত-শ্রীদক্ষিণকালিকামাতা তৃপ্যতামিতি ত্রিঃ সপ্তধা বা ঋষীন্ ভৈরবান্তান্ স্বকল্পোক্ত-বিধিনা সপিত্রাদীনপি সন্তর্প্য দূর্ব্বাক্ষত-রক্তপুষ্পাদিনার্ঘ্যং কৃত্বা হ্রীঁ হংসঃ মার্ত্তণ্ডভৈরবায় প্রকাশশক্তিসহিতায় ইদমর্ঘ্যং স্বাহা ইতি সূর্য্যায় ত্রিরর্ঘ্যং সমুত্থায় দত্ত্বা সূর্য্যমণ্ডলে দেবীং ধ্যাত্বা দূর্ব্বাক্ষত-বিল্বপত্র-জবাপুষ্পাদিনার্ঘ্যং কৃত্বা দেবীগায়ত্রীমুচ্চরন্ মহাকাল-সহিতায়ৈ শ্রীমদ্দক্ষিণকালিকায়ৈ ইদমর্ঘ্যং স্বাহা ইত্যর্ঘ্যং দত্ত্বা গায়ত্রীং যথাশক্তিতঃ প্রজপ্য দেব্যৈ সমর্পয়েৎ। ৭৫

অনন্তর হস্তদ্বয় প্রক্ষালন, আচমন, জলমধ্যে যন্ত্রধ্যান, ঈশাণকোণে 'ঐং শ্রীঅমুকানন্দ' ইত্যাদি বলিয়া দেবতীর্থে তিনবার বা একবার বিশুদ্ধ সলিল দ্বারা তর্পণ,—এই সকল কার্য্য যথাক্রমে সম্পাদনপূর্ব্বক অগ্নিকোণে পরমগুরু, নৈঋ‍র্তে পরাপর গুরু, বায়ুকোণে পরমেষ্ঠি-গুরু, ইহাঁদিগের পূর্ব্ববৎ তর্পণ করিয়া মধ্যে 'শ্রীঅমুক দেবতা তৃপ্ত হউন' বলিয়া যথাশক্তি তাঁহার তর্পণ সহকারে এক এক অঞ্জলি দ্বারা আবরণ-সকলের তৃপ্তি বিধান করিবে। অশক্ত হইলে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, আয়ুধ পরিবার বাহন ও মহাকাল সহিত 'শ্রীদক্ষিণাকালিকামাতা তৃপ্ত হউন' বলিয়া, তিনবার বা সাত বার ভৈরবান্ত ঋষিগণের ও স্বকল্পোক্ত বিধানে স্বকীয় পিত্রাদিরও তর্পণপূর্ব্বক দূর্ব্বা, অক্ষত, রক্ত পুষ্পাদি দ্বারা অর্ঘ সাজাইয়া হ্রীঁ হংসঃ ইত্যাদি মন্ত্রে সমুত্থিত হইয়া সূর্য্যকে তিনবার অর্ঘ্য দিয়া সূর্যমণ্ডলে দেবীর ধ্যান করত দূর্ব্বা, অক্ষত, বিল্বপত্র ও জবা পুষ্পাদি সহকারে অর্ঘ্য প্রস্তুত করিয়া দেবী গায়ত্রী উচারণপূর্ব্বক মহাকালের সহিত শ্রীদক্ষিণকালিকার উদ্দেশ্যে সেই অর্ঘ্য দিয়া যথাশক্তি গায়ত্রী জপ করত দেবীকে সমর্পণ করিবে।৭৫

তদুক্তং—তর্পণাদৌ প্রযুঞ্জীত তৃপ্যতাং মহাকালভৈরবঃ পিতা।
মূলান্তে তর্পয়ামীতি স্বাহান্তং তর্পণং মতম্।
এবংবিধং তর্পণন্তু কৃত্বা পাপক্ষয়ো ভবেৎ ॥৭৬

কুলচূড়ামণৌ চ—
ভৈরবায় চ দেবায় ভৈরবেণ চ কর্ত্তৃণা।
ভৈরবাখ্যং প্রদাতব্যং মন্ত্রমুচ্চার্য্য পূর্ব্বতঃ ॥৭৭
দাতৃদানগৃহীতৄংশ্চ ততো লিঙ্গানুরূপতঃ।
ভৈরবীং ভৈরবাত্মানং ভাবয়েদ্ যদশেষতঃ ॥৭৮
শ্রাদ্ধে বিবাহে দানে চ স্নানেনাঙ্গপ্রপূজনে।
এবং চিন্তাপরে দেবঃ প্রসীদতি ন সংশয়ঃ ॥৭৯

অন্যচ্চ—
এবমেব বিধানেন যথাশক্তি চ তর্পয়েৎ।
মার্ত্তণ্ডভৈরবায়েতি ত্রিরর্ঘ্যং কল্পয়েত্ততঃ ॥৮০

কুলচূড়ামণৌ চ—
কুলসূর্য্যায় দেবায় ত্রিরর্ঘ্যং তু প্রকল্প্য চ।
দেবীং পিতৄনৃষীংশ্চৈব তর্পয়েৎ কুলবারিণা ॥৮১

উহা এইরূপ উক্ত আছে—তর্পণের 'আদিতে তৃপ্যতাং মহাভৈরবঃ পিতা' এই প্রকার প্রয়োগ করিয়া পরে মূলান্তে তর্পয়ামি এই প্রকার পদ ন্যস্ত (অর্পণ) করিয়া, তৎপর স্বাহা শব্দ সন্নিবিষ্ট (বিন্যস্ত) করিবে। এবম্প্রকার হইলে তর্পণ হইয়া থাকে। এইপ্রকারে তর্পণ করিলে পাপক্ষয় হয়।৭৬

কুলচূড়ামণিতে বলিয়াছেন—পূর্ব্বে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া ভৈরবদেবকে ভৈরব কর্ত্তৃক ভৈরবাখ্য প্রদান করিবে। পরে লিঙ্গানুরূপে দাতা ও দানগ্রহীতাদিগকে এবং ভৈরবী ও ভৈরবাত্মাকে ভাবনা করিতে হইবে। শ্রাদ্ধে, বিবাহে, দানে, স্নানে ও অঙ্গপূজনে ঐরূপ ভাবনাপর হইলে, ভগবান ভৈরব নিঃসন্দেহে প্রসন্ন হইয়া থাকেন।৭৭—৭৯

আরও বলিয়াছেন, এবম্প্রকার বিধানেই যথাশক্তি তর্পণ করিয়া, 'মার্ত্তণ্ড-ভৈরবায়' উচ্চারণপূর্বক তিনটি অর্ঘ্য কল্পনা (রচনা) করিবে।৮০

নন্দিকেশ্বরসংহিতায়াঞ্চ—

যাবন্ন দীয়তে চার্ঘ্যং ভাস্করায় নিবেদনম্।
তাবন্ন পূজয়েদ্বিষ্ণুং শঙ্করং বা সুরেশ্বরীম্ ॥৮২
দিনেশায় চ চোত্তিষ্ঠন্ বারিণা চাঞ্জলিত্রয়ম্।
অষ্টোত্তরশতাবৃত্যা গায়ত্রীং প্রজপেৎ সুধীঃ ॥৮৩
কালিকায়ৈ পদং প্রোক্ত্বা বিদ্মহে তদনন্তরম্।
শ্মশানবাসিনীং ঙেন্তাং ধীমহীতি ততো বদেৎ।
তন্নো ঘোরে পদং প্রোচ্য প্রচোদয়াৎ পঠেদিতি ॥৮৪
অস্যাঃ প্রভাবমাত্রেণ মহাপাতককোটয়ঃ।
সদ্যঃ প্রলয়মায়ান্তি সাধকস্য চ নান্যথা ॥৮৫
রাবণস্য বধাচ্চৈব রামচন্দ্রো বিমোচিতঃ।
গুরুদারাকর্ষণাচ্চ দেবশ্চন্দ্রো বিমোচিতঃ ॥৮৬
মাতৃবধাৎ পরশুরামো মোচিতোঽস্যাঃ প্রসাদতঃ।
সুরাপানাচ্চ শ্রীকৃষ্ণো দত্তাত্রেয়স্তথৈব চ ॥৮৭

কুলচূড়ামণিতে বলিয়াছেন—ভগবান কুলসূর্য্যের উদ্দেশে অর্ঘ্যত্রয় প্রকল্পিত করিয়া, কুলসলিল দ্বারা দেবীর, পিতৃগণের ও দেবগণের তর্পণ করিবে।৮১

নন্দিকেশ্বর-সংহিতানুসারে ভাস্করকে অর্ঘ্য নিবেদন না করিয়া, বিষ্ণু বা মহাদেব অথবা মহেশ্বরীর পূজা করিবে না। উত্থানপূর্ব্বক সূর্য্যকে তিন অঞ্জলি জল প্রদান করিয়া বিশিষ্ট বিধানে অষ্টোত্তর শতবার গায়ত্রী জপ করিবে। সেই গায়ত্রীর প্রয়োগ এইরূপ যথা,—প্রথমে কালিকায়ৈ, পরে বিদ্মহে, তৎপরে শ্মশানবাসিন্যৈ ধীমহি, তদনন্তর তন্নো ঘোরে প্রচোয়দাৎ এই পদ বিন্যাস করিবে।৮২—৮৪

এই গায়ত্রীর প্রভাবমাত্রে সাধকের কোটি-কোটি মহাপাতক সদ্য লয়প্রাপ্ত হয়; অন্যথা নহে। ইহারই প্রভাবে রামচন্দ্র রাবণবধের পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন ও ভগবান্ চন্দ্রমা গুরুপত্নীগমনজনিত পাপ হইতে বিমোচিত হইয়াছেন। ইহারই প্রসাদে পরশুরাম মাতৃবধের পাতক হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন; শ্রীকৃষ্ণ ও দত্তাত্রেয় ইহারই প্রভাবে সুরাপানজনিত পাতক হইতে

এবমেষা মহাবিদ্যা গোপ্তব্যা চৈব সুন্দরি।
মহাপাতকযুক্তোঽপি প্রজপেদ্দশধা যদি।
সত্যং সত্যং মহাদেবি মুক্তো ভবতি তৎক্ষণাৎ ॥৮৮

অথ কুলচূড়ামণৌ চ—

উত্থায় কুলবস্ত্রে দ্বে পরিধায় কুলেন তু।
তিলকং কুলরূপঞ্চ কৃত্বাচম্য কুলেশ্বরঃ ॥৮৯

স্বতন্ত্রেঽপি—

মোক্ষার্থী রক্তবস্ত্রেণ ভোগার্থী শ্বেতবাসসা।
মারণে কৃষ্ণবস্ত্রঞ্চ বশ্যে রক্তং সদা গৃহী ॥৯০
উচ্চাটে ব্যাঘ্রচর্ম্মাণি বৃক্ষত্বক্ স্তম্ভকর্ম্মণি।
পরিধায় ততো মন্ত্রী যাগভূমিমথো বিশেৎ ॥৯১

তন্ত্রান্তরে চ—

ততশ্চ সাধকশ্রেষ্ঠো হৃদি মন্ত্রং পরামৃশন্।
অবহির্মানসো যোগী যাগভূমিমথো বিশেৎ ॥৯২
জলশঙ্খং করে কৃত্বা গত্বা দ্বারি মহেশ্বরি।
ক্ষালয়েদ্ধস্তপাদৌ চ বক্ষ্যমাণেন বর্ত্মনা ॥৯৩

মুক্ত হইয়াছেন। সুন্দরি! এই মহাবিদ্যা সংগোপনে রাখিতে হইবে। মহাপাতক করিয়াও ইহা দশবার জপ করিলে, তৎক্ষণাৎ তাহা হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়, হে মহাদেবি! আমি ইহা তোমাকে সত্যসত্যই বলিতেছি।৮৫—৮৮

কুলচূড়ামণিতে কথিত আছে—কৌলসাধক কুলমন্ত্রে উঠিয়া কুলবস্ত্রদ্বয় পরিধান পূর্ব্বক কুলরূপ তিলক করিয়া বারত্রয় আচমন করিবে।৮৯

স্বতন্ত্রে বলিয়াছেন—মোক্ষার্থী রক্তবস্ত্র, ভোগার্থী শ্বেতবস্ত্র, মারণার্থী কৃষ্ণবস্ত্র, বশ্যার্থী রক্তবস্ত্র, উচ্চাটনার্থী ব্যাঘ্রচর্ম্ম ও স্তম্ভার্থী বৃক্ষত্বক্ পরিধান করিয়া যাগভূমিতে প্রবেশ করিবে।৯০—৯১

তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন, তদনন্তর সাধকশ্রেষ্ঠ হৃদয়ে মন্ত্র ধ্যানপূর্ব্বক অবহির্মনস্ক (নিবিষ্টচিত্ত) ও যোগপরায়ণ হইয়া, যাগভূমিতে প্রবেশ করিবে। হে মহেশ্বরি!

যাগস্থানানি, যথা—ফেৎকারিণ্যাং।

একলিঙ্গে শ্মশানে বা শূন্যাগারে চতুষ্পথে।
তত্রস্থঃ সাধয়েদ্ যোগী বিদ্যাং ত্রিভুবনেশ্বরীম্।
পঞ্চক্রোশান্তরে যত্র ন লিঙ্গান্তরমীক্ষতে।
তদেকলিঙ্গমাখ্যাতং তত্র সিদ্ধিরনুত্তমা ॥৯৪

মুণ্ডমালাতন্ত্রে চ—

নদীতীরে বিল্বমূলে শ্মশানে শূন্যবেশ্মনি।
একলিঙ্গে পর্ব্বতে বা দেবাগারে চতুষ্পথে ॥৯৫
শবস্যোপরি মুণ্ডে চ জলে বা কণ্ঠপূরিতে।
সংগ্রামভূমৌ যোনৌ বা স্থলে বা বিজনে বনে।
যত্র কুত্র স্থলে রম্যে যত্র বা স্যাৎ মনোলয়ঃ ॥৯৬

অন্যত্রাপি—

উটজে[১] পর্ব্বতে বাপি নির্জ্জনে বা চতুষ্পথে।
দেবাগারে দেবশূন্যে বিল্বমূলে নদীতটে ॥৯৭
স্বগৃহে নির্জনারামে তথা চাশ্বত্থসন্নিধৌ।
অথৈতেষামেকতমং স্থানমাশ্রিত্য যত্নতঃ ॥৯৮

হস্তে জলশঙ্খ ধারণপূর্ব্বক দ্বারদেশে গমন করিয়া বক্ষ্যমাণ বিধানে হস্ত ও পাদ প্রক্ষালন করিবে।৯২—৯৩

ফেৎকারিণীতন্ত্রে যাগস্থান এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে যথা,—একলিঙ্গে, শ্মশানে, শূন্যগৃহে ও চতুষ্পথে অবস্থিতি করিয়া যোগাবলম্বন করত ত্রিভুবনেশ্বরী বিদ্যার সাধনা করিবে। যেখানে পঞ্চক্রোশের মধ্যেও লিঙ্গান্তর লক্ষিত হয় না, তাহাকেই একলিঙ্গ বলে। সেইখানেই অনুত্তম সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে।৯৪

মুণ্ডমালাতন্ত্রে বলিয়াছেন—নদীতীর, বিল্বমূল, শ্মশান, শূন্যগৃহ, একলিঙ্গ, পর্ব্বত, দেবালয়, চতুষ্পথ, শবের উপরি, শবের মুণ্ড আকণ্ঠপূরিত জল, সংগ্রামভূমি, যোনিপীঠ, স্থল, বিজন বন—এই সকল স্থানে অথবা যেখানে মন লয় হইতে পারে, এরূপ রমণীয় স্থলে সাধন করিবে।৯৫—৯৬

অন্যত্র বলিয়াছেন পবিত্র পর্ণকুটীর, পর্ব্বত, নির্জ্জন, চতুষ্পথ, দেবালয় অথবা দেবতাশূন্য দেবমন্দিরে, বিল্বমূল, নদীতট, স্বগৃহ, নির্জ্জন উপবন, কিংবা অশ্বত্থবৃক্ষ সন্নিধানে সাধনা করিবে।৯৭—৯৮

১। উষরে ইতি পাঠান্তরম্।

ওঁ বজ্রোদকে হুং ফট্ স্বাহা—অনেন জলং সব্যেনানীয়াসনমভ্যুক্ষ্যোপর্য্যুপবিশ্য 'ওঁ হ্রীং বিশুদ্ধ্যৈ সর্ব্বপাপানি শময় অশেষবিকল্পমপনয় হুং ফট্ স্বাহা' ইতি পাদৌ প্রক্ষাল্য পূর্ব্ববদাচামেৎ ।।৯৯

তদুক্তং কুমারীকল্পে—

ওঁ বজ্রোদকে হুং ফট্ স্বাহা মন্ত্রেণ মন্ত্রবিৎ ।
জলমানীয় সব্যে তু আসনং শোধয়েত্ততঃ ।।১০০
প্রণবং পূর্ব্বমুদ্ধৃত্য লজ্জাবীজং তথৈব চ ।
ততো বিশুধ্যন্তে সর্ব্বপাপানি শময়েদথ ।।১০১
অশেষান্তে বিকল্পং স্যাদপনয়েতি ততঃ পরম্ ।
কূর্চ্চবীজং ভবেন্মন্ত্রং পাদপ্রক্ষালনে প্রিয়ে ।।১০২

অথ বামে ত্রিকোণবৃত্তভূবিম্বং বিলিখ্যাধারশক্তয়ে নমঃ ইতি সংপূজ্য তদুপরি অস্ত্রমন্ত্রেণ শোধিতং সাধারপাত্রং নিধায় নমঃ ইতি সংপূজ্য অঙ্কুশমুদ্রয়া সূর্য্যমণ্ডলাত্তীর্থমাবাহ্য ওঁ ইতি গন্ধপুষ্পং দত্ত্বা ধেনুমুদ্রাং প্রদর্শ্য ওঁ ইতি দশধা জপ্ত্বা তজ্জলেন গৃহদ্বারমভ্যুক্ষ্য দ্বারদেবতাঃ প্রপূজয়েৎ ।।১০৩

অনন্তর মন্ত্রজ্ঞব্যক্তি এই সকল স্থান সমূহের মধ্যে কোন একটির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যত্নপূর্ব্বক 'ওঁ বজ্রোদকে' ইত্যাদি মন্ত্রে সব্যহস্তে জল আনয়ন, আসন অভ্যুক্ষণ ও তদুপরি উপবেশন করিয়া, "ওঁ হ্রীং বিশুদ্ধ" ইত্যাদি মন্ত্রে পাদপ্রক্ষালনার্থ পূর্ব্বের ন্যায় আচমন করিবে ।৯৯

কুমারীকল্পেও এইরূপ বলিয়াছেন—যথা, ওঁ বজ্রোদকে ইত্যাদিমন্ত্রে জল আনয়নপূর্ব্বক আসন শোধন করিবে। তদনন্তর প্রথমে প্রণব অর্থাৎ ওঁ তৎপরে লজ্জাবীজ অর্থাৎ হ্রীং তৎপর বিশুদ্ধ্যৈ সর্ব্বপাপানি শময়, বলিয়া, অশেষ বিকল্পমপনয় এইরূপ পদ ন্যস্ত করিবে। পরে কূর্চ্চবীজ অর্থাৎ হুঁ শব্দ ন্যস্ত করিবে। তাহা হইলেই মন্ত্রের প্রয়োগ এইরূপ হইল—"ওঁ হ্রীং বিশুদ্ধ্যৈ সর্ব্বপাপানি শময় অশেষবিকল্পমপনয় হুং ফট্ স্বাহা।" প্রিয়ে! ইহাই পাদপ্রক্ষালন মন্ত্র।১০০-১০২

অনন্তর বামপার্শ্বে ত্রিকোণবৃত্ত ভূবিম্ব অঙ্কিত করিয়া 'আধারশক্তয়ে নমঃ' বলিয়া পূজা করিয়া, তদুপরি মন্ত্রে শোধিত আধারযুক্ত পাত্র ন্যস্ত করিবে, পরে 'নমঃ' এই

তদুক্তং তন্ত্রান্তরে—

তত আচমনং কৃত্বা সামান্যার্ঘং প্রকল্পয়েৎ।
ত্রিকোণবৃত্তভূবিম্বং মণ্ডলং রচয়েৎ সুধীঃ ॥১০৪
আধারশক্তিং সংপূজ্য তত্রাধারং বিনিক্ষিপেৎ।
অস্ত্রমন্ত্রেণ সংশোধ্য হৃন্মন্ত্রেণ প্রপূরয়েৎ ॥১০৫
নিক্ষেপেত্তীর্থমাবাহ্য গন্ধাদীন্ প্রণবেন তু।
দর্শয়েদ্ধেনুমুদ্রাং বৈ সামান্যার্ঘমিদং স্মৃতম্।
সামান্যার্ঘ্যেণ দেবেশি পূজয়েদ্দ্বারপার্শ্বয়োঃ ॥১০৬

ধেনুমুদ্রা যথা—

অন্যোন্যাভিমুখং শ্লিষ্টা কনিষ্ঠানামিকা পুনঃ।
তথাচ তর্জ্জনীমধ্যা ধেনুমুদ্রাঽমৃতপ্রদা ॥১০৭

পদ প্রয়োগান্তে পূজা ও অঙ্কুশমুদ্রা দ্বারা সূর্য্যমণ্ডল হইতে তীর্থ আবাহন করিয়া ওঁকার উচ্চারণ সহকারে গন্ধপুষ্পদান ও ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন এবং প্রণবোচ্চারণপূর্ব্বক দশবার জপ ও সেই জলে গৃহদ্বার অভ্যুক্ষণ করিয়া দ্বারদেবতাগণের পূজা করিতে হইবে।১০৩

তন্ত্রান্তরেও এইরূপ বলিয়াছেন—অনন্তর আচমন করিয়া সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করিবে। অর্ঘ্যস্থাপন প্রণালী যথা—সাধক স্ববামে ত্রিকোণবৃত্ত ভূবিম্বমণ্ডল রচনা (অঙ্কন বা নির্মাণ) করিয়া তদুপরি আধারশক্তির পূজা করিয়া তাহাতে আধার (পাত্র) নিক্ষেপ (স্থাপন) করিবে। তদনন্তর অস্ত্রমন্ত্রে (ফট্) সংশোধন এবং হৃন্-মন্ত্রে জল দ্বারা অর্ঘ্যপাত্র পূরণ করিয়া তীর্থ আবাহনপূর্বক হৃন্ মন্ত্রে অর্থাৎ প্রণব মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ গন্ধাদি নিক্ষেপ বা প্রদানান্তে ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন করিবে। ইহারই নাম সামান্যার্ঘ্য। হে দেবেশি! সামান্যার্ঘ্য দ্বারা উভয় দ্বারপার্শ্বের পূজা করিবে।১০৪—১০৬

ধেনুমুদ্রা এইরূপ—কনিষ্ঠা ও অনামিকা অঙ্গুলীকে পরস্পরের অভিমুখে সংশ্লিষ্ট করিয়া তর্জ্জনী এবং মধ্যমাকেও ঐরূপ করিবে। ইহারই নাম ধেনুমুদ্রা। ইহা-দ্বারা অমৃত লাভ হইয়া থাকে।১০৭

দ্বারদেবতা যথা—

গণেশং ক্ষেত্রপালঞ্চ বটুকং যোগিনীং তথা।
উর্দ্ধং বামে চ দক্ষে চ অধশ্চৈব প্রকীর্ত্তিতম্ ॥১০৮

অথ পূজা – দ্বারোর্দ্ধে গাং গণেশং, বামে ক্ষাং ক্ষেত্রপালং, দক্ষিণে বাং বটুকং, অধঃ যাং যোগিনীম্। এবং তত্রৈব গাং গঙ্গাং, যাং যমুনাং, শ্রীং লক্ষ্মীং, ঐং সরস্বতীঞ্চ। এবং চতুর্দ্বারে সংপুটবামাঙ্গসঙ্কোচেন পূজামণ্ডপান্তর্গত্বা নৈঋ'ত্যাং ব্রহ্মণে নমঃ, বাস্তুপুরুষায় নমঃ ইতি গন্ধপুষ্পাভ্যাং সংপূজ্যাক্ষত-সিদ্ধার্থ-তিলান্ নারাচমুদ্রয়া 'ওঁ সর্ব্ববিঘ্নানুৎসারয় হুং ফট্ স্বাহা'। 'ওঁ পবিত্রবজ্রভূমে হুং হুং ফট্ স্বাহা' অনেন ভূমিমভিমন্ত্রয়েৎ ॥১০৯

তদুক্তং স্বতন্ত্রে—

ভূমিব্যোমস্থিতান্ সর্ব্বান্ বিঘ্নাংস্তাংস্তান্ সহাক্ষতৈঃ।
সিদ্ধার্থৈস্তিলসংমিশ্রৈঃ প্রোৎসার্য্য হ্যাসনে বিশেৎ ।১১০

দ্বারদেবতা সকল, যেমন—গণেশ, ক্ষেত্রপাল, বটুক, যোগিনী। ইহাঁরা দ্বারের উর্দ্ধে, বামে, দক্ষিণে ও অধোদিকে অবস্থান করেন।১০৮

অনন্তর দ্বারদেবতাগণের পূজা কথিত, হইতেছে—দ্বারের উর্দ্ধে গাং গণেশায় নমঃ, এইরূপে বামে ক্ষাং ক্ষেত্রপালায়, দক্ষিণে বাং বটুকায়, অধোভাগে যাং যোগিন্যৈ, গাং গঙ্গায়ৈ, যাং যমুনায়ৈ, শ্রীং লক্ষ্যৈ ঐং সরস্বত্যৈ। অনন্তর এই প্রকারে চতুর্দ্বারে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া বামাঙ্গ সঙ্কুচিত করিয়া পূজামণ্ডপ মধ্যে করযোড়ে প্রবেশপূর্ব্বক নৈঋ'ত কোণে ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ, ওঁ বাস্তুপুরুষায় নমঃ মন্ত্রে গন্ধপুষ্পদ্বারা পূজা করিয়া তণ্ডুল, শ্বেতসর্ষপ ও তিল নারাচমুদ্রা দ্বারা গ্রহণ করিয়া ওঁ সর্ব্ববিঘ্নান্ ··ইত্যাদি মন্ত্রে নিক্ষেপ করিবে এবং ওঁ পবিত্র বজ্রভূমে···ইত্যাদি মন্ত্রে ভূমির অভিমন্ত্রণ করিবে।১০৯

স্বতন্ত্রেও এইরূপ বলিয়াছেন—ভূমি ও আকাশস্থিত সমুদয় ভূমির বিঘ্ন-সকল অক্ষত (আতপচাউল), সিদ্ধার্থ (সরিষা) ও তিল দ্বারা উৎসারিত করিয়া, আসনে উপবেশন করিবে।১১০

অন্যত্রাপি—

ভূতাপসর্পণং কুর্য্যাৎ মন্ত্রেণানেন সাধকঃ।
যস্মিন্ কৃতে স্থলে ভূতা দূরং যান্তি সুরার্চ্চনে ॥১১১
স্থিতেষু সর্ব্বভূতেষু নৈবেদ্যং মণ্ডলং তথা।
বিলুম্পতি সদা লুব্ধা ন চ গৃহ্ণন্তি দেবতাঃ।
তস্মাদ্ যত্নেন কর্ত্তব্যং ভূতানামপসর্পণম্ ॥১১২

কুমারীতন্ত্রেঽপি—

প্রণবং পূর্বমুদ্ধৃত্য সর্ব্ববিঘ্নাংস্ততঃ পরম্।
উৎসারয় ততো হুং ফট্ স্বাহা চ তদনন্তরম্ ॥১১৩
অনেনৈব চ মন্ত্রেণ বিঘ্নানুৎসারয়েৎ সুধীঃ।
প্রণবং পূর্ব্বমুদ্ধৃত্য রক্ষ রক্ষ তদন্তরম্ ॥১১৪
হুং ফট্ স্বাহেতি মন্ত্রেণ ভূমিঞ্চ পরিশোধয়েৎ।
ততঃ পবিত্রবজ্রাদৌ প্রণবং পূর্ব্বমুদ্ধরেৎ ॥১১৫
বর্ম্মদ্বয়ং ততশ্চৈব ফট্ স্বাহা তদনন্তরম্।
অনেনৈব বিধানেন কুর্য্যাদ্ ভূম্যভিমন্ত্রণম্ ॥১১৬

অন্যত্রও বলিয়াছেন—সাধক এই মন্ত্র দ্বারা ভূতাপসারণ করিবে। ইহা দ্বারা ভূমিস্থ যাবতীয় ভূত দূরে অপসৃত হইয়া থাকে। পূজাস্থানে ভূতগণ অবস্থিত থাকিলে লুব্ধ হইয়া সর্ব্বদা নৈবেদ্য অপহরণ ও মণ্ডল নষ্ট করে। দেবগণ তত্রত্য পূজা গ্রহণ করেন না; সেইজন্য যত্নসহকারে ভূতগণের অপসারণ করিবে।১১১—১১২

কুমারীতন্ত্রেও বলিয়াছেন—প্রথমে ওঁ, পরে সর্ব্ববিঘ্নান্, তৎপরে উৎসারয়, তদনন্তর হুং ফট্ স্বাহা অর্থাৎ ওঁ সর্ব্ববিঘ্নানুৎসারয় স্বাহা—ইত্যাদি মন্ত্রে বিঘ্ন-সকল উৎসারিত (অপসারিত, দূরীকৃত) করিয়া, পরে ওঁ রক্ষ রক্ষ হুং ফট্ স্বাহা ইত্যাদি মন্ত্রে ভূমিশোধন ও তৎপরে পবিত্র বজ্রভূমে রক্ষ রক্ষ ফট্ স্বাহা ইত্যাদি মন্ত্রে ভূমির অভিমন্ত্রণ (মন্ত্রসংস্কার) করিবে।১১৩—১১৬

আসনানি যথা, তদুক্তং মৎস্যসূক্তে—

মৃদুচূড়কমাসীনশ্চান্যেষু কোমলেষু বা।
বিস্তারেষু সমাশ্রিত্য সাধয়েৎ সিদ্ধিমুত্তমাম্ ॥১১৭
অর্ব্বাক্ ষণ্মাসতো গর্ভমৃতমাহু মৃ্দুং বুধাঃ।
চূড়োপনয়নৈর্হীনং মৃতমচূড়কং বিদুঃ॥ ১৮
নিবৃত্তচূড়কো বালো হীনোপনয়নঃ পুমান্।
যো মৃতঃ পঞ্চমে বর্ষে তমেব কোমলং বিদুঃ॥১১৯

স্বতন্ত্রেঽপি—

কম্বলে লোহিতে বাপি কৃষ্ণে বা ব্যাঘ্রচর্ম্মণি।
সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী চ বিশেৎ কৃষ্ণস্য চর্ম্মণি।।১২০

মৎস্যসূক্তেঽপি—

কৃষ্ণসার[১]দ্বীপচর্ম্ম অচূড়কম্বলং তথা।
পীতবস্ত্রঞ্চ শুক্লং বা আসনায় প্রকল্পয়েৎ॥১২১

এক্ষণে মৎস্যসূক্তোক্ত আসনসকল লিখিত হইতেছে। মৃদু (নরম) বা অচূড়ক (চূড়ার মত আকার নহে অর্থাৎ যাহা সমপৃষ্ঠ, উচুনীচু নহে), অথবা কোমল ও বিস্তার (প্রশস্ত ও ব্যস্ত পরিসর বিশিষ্ট) ইত্যাদি প্রকার অন্যান্য আসনে আসীন হইয়া বিশিষ্টরূপ সিদ্ধিসাধনে প্রবৃত্ত হইবে। ষন্মাসের অনধিক গর্ভে থাকিয়া যে মরিয়া গিয়াছে, তাহাকেই পণ্ডিতেরা মৃত বলিয়া থাকেন। চূড়া বা উপনয়ন হয় নাই তদবস্থায় যে মরিয়া গিয়াছে, তাহাকে অচূড়ক বলে। যে বালকের চূড়াকরণ হইয়াছে অথচ উপনয়ন হয় নাই এরূপ অবস্থায় পঞ্চম বৎসরে মৃত হইয়াছে, তাহার নাম কোমল।১১৭—১১৯

স্বতন্ত্রেও বলিয়াছেন—লোহিত বা কৃষ্ণ কম্বল অথবা ব্যাঘ্রচর্ম্ম অথবা কৃষ্ণসার (বিবিধ বিচিত্রবর্ণ বিশিষ্ট ফোঁটা ফোঁটা বিন্দুযুক্ত মৃগজাতি বিশেষ); চর্ম্ম—এই সকল আসনে সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী উপবেশন করিবেন।১২০

মৎস্যসূক্তেও বলিয়াছেন—কৃষ্ণসার ও ব্যাঘ্রচর্ম্ম, অচূড়ক কম্বল, পীত বা শুক্লবস্ত্র—এই সকলে আসন কল্পনা করিবে।১২১

মুণ্ডমালাতন্ত্রে—

ব্যাঘ্রাজিনং সর্ব্বসিদ্ধ্যৈ জ্ঞানসিদ্ধ্যৈ মৃগাজিনম্ ।
বস্ত্রাসনং রোগহরং বেত্রজং প্রীতিবর্দ্ধনম্ ॥১২২
কৌষেয়ং পুষ্টিদং প্রোক্তং কম্বলং সর্ব্বসিদ্ধিদম্ ।
শুক্লং বা যদি বা রক্তং বিশেষাদ্রক্তকম্বলম্ ॥১২৩
মৃদুকোমলমাস্তীর্ণং সংগ্রামে পতিতং হি যৎ ।
জন্তুব্যাপাদিতং বাপি মৃগং বাপি বরাসনম্ ॥১২৪
গর্ভচ্যুতং বা নারীণামথবা যোনিজাং ত্বচম্ ।
সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদঞ্চৈব সর্ব্বভোগসমৃদ্ধিদম্ ॥১২৫
ত্বচং বা যৌবনস্থানাং কুর্য্যাদ্বীরবরাসনম্ ।
শ্মশানকাষ্ঠঘটিতং পীঠং বা যজ্ঞদারুজম্ ॥১২৬
ন দীক্ষিতো বিশেজ্জাতু কৃষ্ণসারাজিনে গৃহী ।
উদাসীনবনাসীনস্নাতকব্রহ্মচারিণঃ ॥১২৭
কুশাজিনাম্বরেণাঢ্যং চতুরস্রং সমন্ততঃ ।
একহস্তং দ্বিহস্তং বা চতুরঙ্গুলমুচ্ছ্রিতম্ ।
বিশুদ্ধে আসনে কুর্য্যাৎ সংস্কারে পূজনং বুধঃ ॥১২৮

ইতি ।

মুণ্ডমালাতন্ত্রে বলিয়াছেন—ব্যাঘ্রচর্ম্মে সর্ব্বসিদ্ধি, মৃগচর্ম্মে জ্ঞানসিদ্ধি, বস্ত্রাসনে রোগনাশ, বেত্রাসনে প্রীতিবর্দ্ধন, কৌষেয় আসনে পুষ্টি ও কম্বলে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। শুভ্র বা রক্ত বিশেষতঃ রক্তকম্বল, সংগ্রামে পতিত বা জন্তু কর্ত্তৃক ব্যাপাদিত (নিহত) মৃগ উৎকৃষ্ট আসন। অথবা নারীদিগের গর্ভচ্যুত কিংবা যোনিজাত ত্বক্ সর্ব্বসিদ্ধি প্রদান ও সর্ব্ববিধ ভোগসমৃদ্ধি বিধান করিয়া থাকে। যৌবনস্থদিগের যৌবনপ্রাপ্ত ত্বকেও বীরবরাসন করিবে। শ্মশান কাষ্ঠের বা যজ্ঞীয় পীঠও উৎকৃষ্ট আসন ।১২২—১২৬

দীক্ষিত গৃহী কখন কৃষ্ণসারের অজিনে উপবেশন করিবে না। উদাসীন, বনাসীন, স্নাতক, (অভিষিক্ত) ব্রহ্মচারী, প্রভৃতিগণ কুশ, অজিন ও বস্ত্র বহুল সমচতুষ্কোণ একহস্ত বা দ্বিহস্ত পরিমিত, চারি অঙ্গুলি উন্নত আসনে উপবেশন

অত্র মৃতাসনমবশ্যমেব প্রত্যবায়শ্রবণাৎ।

কালীতন্ত্রে—

মৃতাসনং বিনা দেবি যো জপেৎ কালিকাং নরঃ।

তাবৎকালং নারকী স্যাৎ যাবদাভূতসংপ্লবম্ ॥১২৯

যত্তু স্বতন্ত্রাদৌ কম্বলাদ্যাসনমুক্তং তন্ন স্বতন্ত্রাসনম্, কিন্তু মৃতক-যুতমিতি বোদ্ধব্যম্। মৃতাভাবে বিষ্টরমিতি।১৩০

তদুক্তং—

মৃতাভাবে বিষ্টরঞ্চ শবরূপং প্রকল্পয়েৎ ॥১৩১

অথ ভূমৌ ত্রিকোণমণ্ডলং কৃত্বা তত্র আধারশক্ত্যাদিভ্যো নমঃ ইতি সংপূজ্য তদুপরি বিহিতাসনমারোপ্য কৃতাঞ্জলিঃ পঠেৎ ॥১৩২

তদুক্তং—

মেরুপৃষ্ঠ ঋষিঃ প্রোক্তঃ সুতলং ছন্দ ঈরিতম্।

কূর্ম্মো হি দেবতা দেবি আসনায় প্রকল্পয়েৎ।

বিনিয়োগস্তু কার্য্যোঽতঃ[১] পঠেদ্ধৃত্বা সমন্ততঃ ॥১৩৩

করিবেন। বিজ্ঞ ব্যক্তি সংস্কৃত মন্ত্রপূত সংশোধিত বিশুদ্ধ আসনে উপবেশন করিয়া পূজা করিবেন।১২৮

এ স্থলে মৃতের আসন করণীয়। কিন্তু কালীতন্ত্রে কথিত হইয়াছে—হে দেবি! মৃতাসন ব্যতিরেকে যে ব্যক্তি কালীমন্ত্র জপ করে, সে প্রলয়কাল পর্য্যন্ত নরকে বাস করিয়া থাকে।১২৯

অতএব স্বতন্ত্রাদিতে যে কম্বলাদি আসন বলিয়াছেন, তাহা স্বতন্ত্র আসন নহে, মৃতক (মৃতব্যক্তি) যুক্ত বুঝিতে হইবে। মৃতাভাবে বিষ্টর (কুশমুষ্টী) আসন গ্রহণ করিবার কথাই কথিত হইয়াছে। যথা. হে দেবি! মৃতাভাবে বিষ্টরকে শবরূপে কল্পনা করিয়া লইবে।১৩০—১৩১

অনন্তর ভূমিতে ত্রিকোণমণ্ডল রচনা করিয়া, তাহাতে 'আধারশক্ত্যাদিভ্যো নমঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে পূজা করত তাহার উপর বিহিতাসন-স্থাপনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠ করিবে।১৩২

যথা—মেরুপৃষ্ঠ ঋষি, সুতল ছন্দ, কূর্ম্ম দেবতা, আসনপরিগ্রহে ইহার

১। বিনিয়োগং তু ততঃ কৃত্বা—ইতি বা পাঠঃ।

পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা।
ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনম্।
ইতি ধৃত্বা তু দেবেশি কুশাংস্তত্রৈব দাপয়েৎ ॥১৩৪
মায়াবীজং সমুচ্চার্য্য আধারশক্তিমুচ্চরেৎ।
কমলাসনমালিখ্য ঙে-নমোঽন্তং প্রপূজয়েৎ ॥১৩৫

কুমারীকল্পেঽপি—

আঃ-কারান্তং সুরেখে চ বজ্ররেখে ততঃ পরম্।
হুং ফট্ স্বাহেতি কুর্য্যাত্তু মণ্ডলঞ্চ শবাসনে।
বীরাসনেনোপবিশেৎ সংপূজ্যাসনমেব চ ॥১৩৬

অথাসনোপরি কুশত্রয়ং দত্ত্বা 'হ্রীং আধারশক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ' ইতি সংপূজ্য 'আঃ সুরেখে বজ্ররেখে হুং ফট্ স্বাহা' ইতি মন্ত্রেণ তত্র মণ্ডলিকাং কৃত্বা তদুপরি বীরাসনে উপবিশেৎ। ততঃ বিজয়াং স্বীকুর্য্যাৎ ॥১৩৭

বিনিয়োগ। তৎপর আসন ধরিয়া পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা···ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। মন্ত্রার্থ—'হে পৃথিবি! তুমি লোক সকলকে ধারণ করিয়াছ, বিষ্ণু তোমাকে ধারণ করিতেছেন; অতএব তুমি আমাকে নিত্য ধারণ ও আমার আসনকে পবিত্র কর।' এই বলিয়া কুশসকল আসনে স্থাপনপূর্ব্বক মায়াবীজ ও আধারশক্তি উচ্চারণান্তে 'ওঁ হ্রীং আধারশক্তিকমলাসনায় নমঃ' বলিয়া পূজা করিবে।১৩৩—১৩৫

কুমারীকল্পেও বলিয়াছেন—প্রথমে অঃ-কার, পরে সুরেখে, বজ্ররেখে হুং ফট্ স্বাহা অর্থাৎ 'আঃ সুরেখে বজ্ররেখে হুং ফট্ স্বাহা' বলিয়া শবাসনে মণ্ডল রচনা করিয়া বীরাসনে উপবিষ্ট হইবে।১৩৬

অনন্তর আসনের উপরি কুশত্রয় ধারণ ও স্থাপনপূর্বক 'হ্রীং আধারশক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে পূজা করিয়া, তৎপরে 'আঃ সুরেখে বজ্ররেখে হুং ফট্ স্বাহা' ইত্যাদি মন্ত্রে তাহাতে মণ্ডলিকা রচনাপূর্ব্বক পূজা করিয়া, তাহার উপরি বীরাসনে উপবিষ্ট হইবে। অনন্তর বিজয়াস্বীকারে প্রবৃত্ত হইবে।১৩৭

তদুক্তং ভাবচূড়ামণৌ—

বিজয়াং ন চ আস্বাদ্য[১] ক্ষোভযুক্তো মহেশ্বরঃ।
ন পূজাং মম কুর্য্যাচ্চ ন ধ্যানং ন চ চিন্তনম্।
তস্মাদ্ভুক্ত্বা চ পীত্বা চ পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্ ॥১৩৮

বিজয়াকল্পেঽপি—

সম্বিদাসবয়োর্ম্মধ্যে সম্বিদৈব গরীয়সী।
সম্বিৎপ্রয়োগস্তেনেহ পূজাদৌ সাধকোত্তমৈঃ।
কর্ত্তব্যা চ মহাপূজা করণীয়া সুনিন্দিতৈঃ ॥১৩৯

অন্যত্রাপি—

আনন্দেন বিনা ভ্রংশো ন চ তৃপ্যন্তি দেবতাঃ ॥১৪০

তস্মাৎ পূজাদৌ বিজয়াস্বীকারঃ কার্য্যঃ। সা পুনশ্চতুর্দ্ধা—ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা শূদ্রা চ, শ্বেতরক্তকৃষ্ণপীতপ্রসূনভেদাঃ ॥১৪১

তাসাং শুদ্ধির্ব্বিজয়াকল্পানুসারেণ লিখ্যতে।—

সম্বিদে ব্রহ্মসম্ভূতে ব্রহ্মপুত্রি সদানঘে।
ভৈরবাণাঞ্চ দত্তার্থং[২] পবিত্রা ভব সর্ব্বদা ॥১৪২

ভাবচূড়ামণিতে তাহা বলিয়াছেন, যথা—বিজয়া স্বীকার না করিলে, মহেশ্বরও ক্ষোভযুক্ত হইয়া আমার পূজা, ধ্যান ও চিন্তা করিতে পারেন না। সেইজন্য ভোজন ও পান করিয়া পরমেশ্বরীর পূজা করিবে।১৩৮

বিজয়াকল্পেও বলিয়াছেন—সম্বিদ্ ও আসবের মধ্যে সম্বিদই শ্রেষ্ঠ। সেইজন্যই সাধকপ্রবর পূজাদিনে সম্বিদ্ প্রয়োগ করিবেন। অন্যত্রও বলিয়াছেন—আনন্দ অর্থাৎ সম্বিদ্ ব্যতিরেকে পূজা পণ্ড হইয়া থাকে; দেবগণেরও তৃপ্তিলাভ হয় না।১৩৯—১৪০

সেইজন্য পূজার আদিতে বিজয়াস্বীকার কর্ত্তব্য। এই বিজয়া চারি প্রকার, যথা—ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা। শ্বেত, রক্ত, কৃষ্ণ ও পীতবর্ণ কুসুম ভেদে ঐরূপ ভেদচতুষ্টয় কল্পিত হইয়াছে। বিজয়াকল্পানুসারে তাহাদের শুদ্ধি লিখিত হইয়াছে। অয়ি সংবিদে! তুমি ব্রহ্ম হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছ। তুমি ব্রহ্মার পুত্রী।

১। বিনা হেতুকমাস্বাদ্য—ইতি পাঠান্তরম্।

২। তৃপ্ত্যর্থং—ইতি পাঠান্তরম্।

'ওঁ ব্রাহ্মণ্যৈ নমঃ স্বাহা' সাধয়েদপরাং ততঃ।
ইত্যনেনাভিমন্ত্রণম্ ॥১৪৩
সিদ্ধিমূলে প্রিয়ে দেবি হীনবোধপ্রবোধিনি।
রাজপ্রজাবশংকরি শত্রুকণ্ঠত্রিশূলিনি।
'ঐং ক্ষত্রিয়ায়ৈ নমঃ স্বাহা' শোধয়েদপরাং ততঃ ॥১৪৪
অজ্ঞানেন্ধনদীপ্তাগ্নে জ্বালাগ্নে জ্ঞানরূপিণি।
আনন্দস্যাহুতিং প্রীতিং সম্যগ্‌জ্ঞানং প্রযচ্ছ মে।
'হ্রীং বৈশ্যায়ৈ নমঃ স্বাহা' শূদ্রাং সংশোধয়েত্ততঃ ॥১৪৫
নমস্যামি নমস্যামি যোগমার্গপ্রবোধিনি।
ত্রৈলোক্যবিজয়ে মাতঃ সমাধিফলদা ভব।
'শ্রীং শূদ্রায়ৈ নমঃ স্বাহা' শূদ্রাং সংসাধয়েদিতি ॥১৪৬
ওঁ অমৃতে অমৃতোদ্ভবে অমৃতবর্ষিণি পদং ততঃ।
অমৃতমাকর্ষয়-দ্বন্দ্বং সিদ্ধিং দেহি ততঃ পরম্ ॥১৪৭

তুমি সর্ব্বতোভাবে পাপসম্পর্কপরিহীনা। ভৈরবদিগকে দান করিবার জন্যই তোমার সৃষ্টি হইয়াছে। তুমি সর্ব্বদাই পবিত্রা। অতঃপর 'ওঁ ব্রাহ্মণ্যৈ নমঃ স্বাহা' মন্ত্রে ব্রাহ্মণী সম্বিদার সাধন করিয়া অপরার সাধন করিবে। ইহাই অভিমন্ত্রণ প্রণালী। ১৪২—১৪৩

তৎপর প্রার্থনা, যথা—তুমি সিদ্ধির মূলকারণ। তুমি সকলের পরমপ্রীতিভাজন। তুমি স্বপ্রকাশবিশিষ্টা। তুমি বুদ্ধিহীনদিগকে প্রবোধিত করিয়া থাক। তুমি রাজা ও প্রজা উভয়কেই বশীভূত কর। তুমি শত্রুকণ্ঠের ত্রিশূলিনী। এইরূপে 'ঐং ক্ষত্রিয়ায়ৈ নমঃ' স্বাহা মন্ত্রে ক্ষত্রিয়ার সাধন করিয়া অপরার সাধন করিবে। যথা, তুমি অজ্ঞান-রূপ ইন্ধনের প্রদীপ্ত পাবকস্বরূপা। তুমি জ্বালাগ্নি, তুমি জ্ঞানরূপিণী। তুমি আমাকে সম্যগ্‌জ্ঞান ও প্রীতি এবং আনন্দাহুতি প্রদান কর। অতপরঃ 'হ্রীং বৈশ্যায়ৈ নমঃ স্বাহা' মন্ত্রে বৈশ্যা সম্বিদার সাধনা করিবে। যথা—তুমি যোগমার্গ প্রবোধিনী। তুমি ত্রৈলোক্যবিজয়া। তোমাকে নমস্কার, নমস্কার। হে মাতঃ! তুমি আমায় সমাধির ফল প্রদান কর। পরে 'শ্রীং শূদ্রায়ৈ নমঃ স্বাহা' মন্ত্র বলিয়া 'ওঁ অমৃতে অমৃতোদ্ভবে অমৃতবর্ষিণি অমৃতমাকর্ষয় অমৃতমাকর্ষয় সিদ্ধিং দেহি অমুকং মে বশমানয় স্বাহা' এইমন্ত্র পাঠ করিবে। ইহার অর্থ এই—তুমি অমৃতা ও অমৃত হইতে উদ্ভূতা হইয়াছ

অমুকং মে ততো ব্রূয়াৎ বশমানয় ততঃ পরম্।
দ্বিঠান্তোঽয়ং মনুঃ প্রোক্তশ্চতুর্দ্ধানাঞ্চ শোধনে ॥১৪৮

উত্তরতন্ত্রে চ—

মূলমন্ত্রং ততো দেবি তস্যোপরি নিয়োজয়েৎ।
আবাহনাদিমুদ্রাঞ্চ ধেনুযোনী ততঃ পরম্ ॥১৪৯
দিগ্বন্ধশ্ছোটিকাভিশ্চ তালত্রয়পুরঃসরঃ।
দিব্যদৃষ্ট্যা তথা পার্ষ্ণিঘাতৈর্ব্বিঘ্নান্ বিঘাতয়েৎ ॥১৫০
সপ্তধা তর্পয়েদ্ ব্রহ্মরন্ধ্রে মূলং জপেন্মনুম্।
গুরুপদ্মে সহস্রারে তথা সঙ্কেতমুদ্রয়া ॥১৫১
ত্রিধৈব তর্পয়েন্মন্ত্রী সাধকঃ সিদ্ধিমানসঃ।
ঐং বদ বদ পদং ব্রূয়াৎ বাগ্বাদিনি ততঃ পরম্ ॥১৫২
মম জিহ্বাগ্রে স্থিরা ভব সর্ব্বপদং ততঃ।
সর্ব্বসত্ত্ববশঙ্করী স্বাহেতি মন্ত্রেণ জুহুয়ান্মুখে ॥১৫৩
সঙ্কেতমুদ্রয়া তত্ত্বমুদ্রয়া ইত্যর্থঃ ॥১৫৪

এবং অমৃতবর্ষণ করিয়া থাক। অতএব অমৃতকে আকর্ষণ কর, আকর্ষণ কর, আমাকে সিদ্ধিদান কর, অমুককে আমার বশে আনয়ন কর। এই মন্ত্রই উল্লিখিত চতুর্ব্বিধ শোধনে প্রয়োজিত হইয়া থাকে।১৪৪—১৪৮

উত্তরতন্ত্রেরও বলিয়াছেন, যথা—দেবি! অনন্তর তাহার উপরি মূলমন্ত্র নিয়োজিত করিবে। পরে আবাহনী পঞ্চমুদ্রা ও ধেনু এবং যোনিমুদ্রা প্রয়োগ করিবে।১৪৯

অনন্তর তালত্রয় প্রদান সহকারে ছোটিকা দ্বারা দিগ্বন্ধন, দিব্যদৃষ্টিসহকৃত পার্ষ্ণিঘাত দ্বারা বিঘ্নসমূহ উৎসারিত করিয়া সাতবার তর্পণ ও ব্রহ্মরন্ধ্রে মূলমন্ত্র জপ করিতে হইবে। সাধক সিদ্ধিকামনায় তিনবার গুরুপদ্ম সহস্রারে সঙ্কেতমুদ্রা-প্রদর্শনপূর্ব্বক তর্পণ এবং 'ঐং বদ বদ বাগ্বাদিনি মম জিহ্বাগ্রে স্থিরা ভব সর্ব্বসত্ত্ব-বশঙ্করী স্বাহা' বলিয়া মুখে আহুতি প্রদান করিবে। এই মন্ত্রের অর্থ এই—তুমি বাগ্বাদিনি। অতএব আমার বাক্যস্ফূর্ত্তি বিধান কর। আমার জিহ্বাগ্রে স্থিরা হও এবং সর্ব্বপ্রাণী আমার বশীভূত কর। এখানে সঙ্কেতমুদ্রা শব্দে তত্ত্বমুদ্রা বুঝিতে হইবে।১৫০—১৫৪

অথ সাধকঃ বামকর্ণোর্দ্ধে অমুকানন্দনাথ-শ্রীভৈরবগুরুপাদুকাভ্যো নমঃ, দক্ষিণকর্ণোর্দ্ধে গাং গণপতিং, মধ্যে ইষ্টদেবতাং নমস্কৃত্য সামান্যার্ঘ্যোদকেন[১] পূজাস্থানাদিকমভ্যুক্ষ্য স্বদক্ষিণে গন্ধপুষ্পাদিকং বামে সুগন্ধিজলং দেবতায়াঃ পশ্চিমে কুলদেবতায়া দ্রব্যাণি অন্যৎ পানঞ্চ দেবতাবামে ধারয়েৎ।১৫৫

তদুক্তং কুলচূড়ামণৌ—

কুলাসনং ততো ধৃত্বা তদভ্যর্চ্য যথাসুখম্।
কুলাসনং ততো বদ্ধা গুরুপূজাক্রমেণ চ॥১৫৬
আত্মশুদ্ধিং পীঠশুদ্ধিং শৃণু শুদ্ধ্যাদি ভৈরব।
কৃত্বা চার্ঘ্যং ততো বিদ্বান্ কুর্য্যাৎ কুলবিচেষ্টিতম্॥১৫৭
দীক্ষিতাভিঃ কুলীনাভির্যুবতীভিঃ কুলাত্মভিঃ।
দেবতাগুরুভক্তাভি-র্ব্বাঞ্ছিতং যাগভূমিষু॥১৫৮
নানাবিধানি পুষ্পাণি গন্ধানি বিবিধানি চ।
কর্পূরজাতীধূপাদি-বাসিতং পটবাসিতম্॥১৫৯

অনন্তর সাধক বামকর্ণের ঊর্দ্ধে অমুকানন্দনাথ ইত্যাদি মন্ত্রে নমস্কার, দক্ষিণকর্ণের ঊর্দ্ধভাগে গাং গণপতয়ে এবং মধ্যে মূলমন্ত্রের পর চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত ইষ্টদেবতার নামোচ্চারণপূর্ব্বক নমস্কার করিয়া, সামান্যার্ঘ্য জল দ্বারা পূজাস্থানাদি অভ্যুক্ষিত করিয়া, আপনার দক্ষিণে গন্ধপুষ্পাদি, দেবতার বামে সুগন্ধি জল, পশ্চিমে কুলদেবতার দ্রব্যসকল ও অন্যবিধ সকল পানীয় দেবতার বামে ধারণ করিবে।১৫৫

কুলচূড়ামণিতে উক্ত হইয়াছে—অনন্তর কুলাসন স্থাপন করতঃ, যথাসুখে তাহার অর্চ্চনা ও গুরুপূজাক্রমে তাহার বন্দনা করিবে।১৫৬

হে ভৈরব! অনন্তর আত্মশুদ্ধি ও পীঠশুদ্ধি প্রভৃতি শুদ্ধি-প্রকরণ শ্রবণ কর। বিজ্ঞ সাধক অর্ঘ্য স্থাপন করিয়া তদনন্তর কুলাচারের অনুষ্ঠান করিবে। যথা—যাগভূমিতে দেবতা ও গুরুগণের প্রতি ভক্তিযুক্তা, দীক্ষিতা, কুলীনা যুবতীগণের বাঞ্ছিত, কুলাচার বিধিবোধিত (বিধি দ্বারা বোধিত অর্থাৎ প্রতিপাদিত; শাস্ত্রবিধিসম্মত) অর্ঘ্যবিধানপূর্ব্বক বিবিধ গন্ধ ও পুষ্প,

১। সামান্যোদকেন ইতি বা পাঠঃ।

তাম্বুলং দেয়দ্রব্যঞ্চ ধূপদীপাদিকঞ্চ যৎ।
সর্ব্বালঙ্কারভূষাভির্ভূষিতঃ কৌলিকেশ্বরঃ ॥১৬০
মূলমন্ত্রজপ্ততোয়ৈঃ প্রোক্ষিতং স্থাপয়েত্ততঃ।
সর্ব্বস্বং দক্ষিণে স্থাপ্যং বামে চার্ঘ্যং নিবেদয়েৎ।
পশ্চিমে দেবতায়াশ্চ কুলদ্রব্যাণি ধারয়েৎ॥
পশ্চিমে পৃষ্ঠে ইত্যর্থঃ ॥১৬১

কালিকাপুরাণেঽপি—

মদিরাং পৃষ্ঠতো দদ্যাদন্যপাত্রঞ্চ বামতঃ ॥১৬২

কুলার্ণবেঽপি—

আত্ম-স্থান-মনু-দ্রব্যং দেহশুদ্ধিস্তু পঞ্চমী।
যাবন্ন কুরুতে দেবি তাবদ্দেবার্চ্চনং কুতঃ।*
ষড়ঙ্গানি ন্যসেন্মন্ত্রী আত্মশুদ্ধিরিতীরিতা ॥১৬৩
গৃহীত্বা মাতৃকাবর্ণমূলমন্ত্রাক্ষরাণি তু।
ক্রমোৎক্রমাদ্দ্বিরাবৃত্তির্মন্ত্রশুদ্ধিরিতীরিতা ॥১৬৪
পূজাদ্রব্যাদি সংপ্রোক্ষ্য মূলাস্ত্রাভ্যাং বিধানতঃ।
ধেনুমুদ্রাং দর্শয়েচ্চ দ্রব্যশুদ্ধিরিতীরিতা ॥১৬৫

কর্পূর ও জাতী ধূপাদি বাসিত বস্ত্র, তাম্বুল এবং দীপাদি প্রদেয় দ্রব্যাদি মূলমন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত জলে প্রোক্ষিত করিয়া স্থাপন করিবে। তৎকালে কৌলশ্রেষ্ঠসাধক সর্বালঙ্কার ও বিবিধ ভূষায় বিভূষিত হইবেন। সর্ব্বস্ব দক্ষিণে স্থাপন করত বামে অর্ঘ্য নিবেদন ও দেবতার পশ্চিমে কুলদ্রব্যসমূহ রক্ষিত (স্থাপন) করিবে। এখানে পশ্চিম শব্দ পৃষ্ঠবাচক।১৫৯—১৬১

কালিকাপুরাণেও বলিয়াছেন; মদিরা পশ্চাদ্দিকে ও অন্যান্য পাত্র বামদিকে স্থাপন করিবে।১৬২

কুলার্ণবে কথিত হইয়াছে—হে দেবি! আত্মশুদ্ধি, স্থানশুদ্ধি, মন্ত্রশুদ্ধি, দ্রব্যশুদ্ধি, দেহশুদ্ধি এই পাঁচপ্রকার শুদ্ধি না করিলে কোনমতেই অর্চ্চনাসিদ্ধি হইতে পারে না। মন্ত্রশীল পুরুষ ষড়ঙ্গন্যাস করিবেন। ইহারই নাম আত্মশুদ্ধি।

---

*অতঃ পরং 'মার্জ্জনাদ্দেহশুদ্ধিস্তু প্রাণযোগাদিভিঃ প্রিয়ে'। ইত্যধিকঃ পাঠঃ ক্বচিৎ দৃশ্যতে। অস্যার্থঃ—প্রিয়ে! প্রাণযোগাদি দ্বারা মার্জ্জনা করিলে দেহশুদ্ধি হয়।

পীঠে দেবীং প্রতিষ্ঠাপ্য সকলীকৃত্য মন্ত্রবিৎ।
মূলমন্ত্রেণ দীপ্তাত্মা অভিভাব্যোদকেন চ ॥১৬৬
ত্রিবারং প্রোক্ষয়েদ্বিদ্বান্ দেহশুদ্ধিরিতীরিতা।
পঞ্চশুদ্ধিং বিধায়েত্থং পশ্চাদ্ যজনমাচরেৎ ॥১৬৭

অন্যত্রাপি—

পঞ্চশুদ্ধিবিহীনেন যৎ কৃতং ন চ তৎকৃতম্।
পঞ্চশুদ্ধির্ব্বিনা পূজা অভিচারায় কল্পতে ॥১৬৮
আত্মশুদ্ধিঃ স্থানশুদ্ধির্মন্ত্রস্য শোধনং তথা।
দ্রব্যশুদ্ধির্দেহশুদ্ধিঃ পঞ্চশুদ্ধিরিতীরিতা ॥১৬৯

অথ কুমারীকল্পে—

পুষ্পাধিষ্ঠানে পুষ্পস্য প্রণবং পূর্ব্বমুদ্ধরেৎ।
ততোঽভিষেকেতি পদং শতাভীতি ততঃ পরম্ ॥১৭০
সেকেতি চ পদং প্রোক্ত্বা হুং ফট্ স্বাহা ততঃ পরম্।
অনেন মনুনা দেব্যাঃ পুষ্পাধিষ্ঠানমেব চ ॥১৭১

মাতৃকাবর্ণ ও মূলমন্ত্রের অক্ষরসকল গ্রহণ করিয়া অনুলোম ও বিলোমক্রমে বারদ্বয় আবৃত্তি করিবে। ইহারই নাম মন্ত্রশুদ্ধি। 'ফট্' সহযোগে মূলমন্ত্রে পূজাদ্রব্যাদি বিশেষরূপে প্রোক্ষিত (জলসিঞ্চিত) করিয়া ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন করাকে দ্রব্যশুদ্ধি বলা হইয়া থাকে। মন্ত্রবিৎ সাধক দেবীকে পীঠে প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বয়ং দীপ্তাত্মা হইয়া মূলমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া উদক (জল) দ্বারা তিনবার প্রোক্ষণ (অভিমন্ত্রিত জল দ্বারা সিঞ্চন) করিবে, ইহারই নাম দেহশুদ্ধি। এইরূপে পঞ্চবিধ শুদ্ধি-বিধান পূর্বক পরে যজনকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে।১৬৩—১৬৭

অন্যত্রও বলিয়াছেন—উল্লিখিত পঞ্চশুদ্ধি বিহীন হইয়া যাহা করা হয় তাহা না করার মধ্যেই গণ্য। পঞ্চশুদ্ধি ব্যতিরেকে পূজা করিলে, তাহা অভিচাররূপে কল্পিত (অবধারিত) গণ্য হইয়া থাকে। আত্মশুদ্ধি, স্থানশুদ্ধি, মন্ত্রশুদ্ধি, দ্রব্যশুদ্ধি ও দেহশুদ্ধি—ইহারই নাম পঞ্চশুদ্ধি।১৬৮—১৬৯

কুমারীকল্পে কথিত হইতেছে—পুষ্প স্থাপনকালে 'ওঁ শতাভিষেক শতাভিষেক হুং ফট স্বাহা' প্রয়োজিত (প্রয়োগ) করিবে। এই মন্ত্র দ্বারা দেবীর পুষ্প স্থাপন

প্রণবং পুষ্পকেতুশ্চ তথা রাজার্হতেঽপি চ।
শতায় সম্যগুক্ত্বা চ সম্বদ্ধায় ততশ্চ ওঁ ॥১৭২
পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্পসম্ভবে।
পুষ্পচয়াবকীর্ণে হুং ফট্ স্বাহেতি ততঃ পরম্।
বিশোধ্য পুষ্পমেতেন জলং পূর্ব্ববদাহরেৎ ॥১৭৩

ওঁ শতাভিষেক ওঁ শতাভিষেক হুং ফট্ স্বাহেতি মন্ত্রেণ পুষ্পমধিষ্ঠায় ওঁ পুষ্পকেতু রাজার্হতে শতায় সম্যক্সম্বন্ধায় ইতি পুষ্পমভিমন্ত্র্য পূজাদ্রব্যাদিকং মূলান্তে ফড়িত্যনেনাভ্যুক্ষ্য ধেনুমুদ্রয়া অমৃতীকৃত্য বামপার্ষ্ণিঘাতত্রয়ং ফড়িতি ভূমৌ কৃত্বা তর্জ্জনীমধ্যমাভ্যং ঊর্দ্ধোর্দ্ধং তালত্রয়ং দত্ত্বা তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠাভ্যাং ছোটিকাভি[১]র্দশদিগ্‌বন্ধনং কুর্য্যাৎ। দিব্যয়াদৃষ্ট্যা দিব্যান্ বিঘ্নানুসার্য্য রমিতি চতুর্দ্দিক্ষু বহ্নিপ্রাকারং ধ্যাত্বা মূলমন্ত্রেণ স্বদেহং সংমার্জ্জ্য প্রাণায়ামং কুর্য্যাৎ। যথা মূলাধারে মনঃ সংযোজ্য দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠেন দক্ষিণনাসাপুটং ধৃত্বা মূলমন্ত্রং প্রণবং বা ষোড়শবারং জপন্ বামেন বায়ুমাপূর্য্য কনিষ্ঠানামিকাভ্যাং বামনাসাপুটমপি বিধৃত্য তমেব চতুঃষষ্টিবারং জপন্ বায়ুং কুম্ভয়িত্বা পুনস্তং দ্বাত্রিংশদ্বারং জপন্ দক্ষিণেন বায়ুং রেচয়েৎ। এবং ক্রমোৎক্রমেণ প্রাণায়ামত্রয়ে কৃতে একঃ প্রাণায়ামঃ। ইত্থং বারত্রয়ং কুর্য্যাৎ ॥১৭৪

করিতে হয়। পরে 'ওঁ পুষ্পকেতো রাজার্হতে' ইত্যাদি মূলের লিখিত মন্ত্রে পুষ্পশুদ্ধি করিয়া পূর্ব্ববৎ সলিল আহরণ (আনয়ন) করিতে হইবে।১৭০—১৭৩

ওঁ শতাভিষেক ইত্যাদি মন্ত্রে অভিমন্ত্রণ ও পুষ্প স্থাপন করিয়া 'ওঁ পুষ্পকেতু রাজার্হতে ইত্যাদি মন্ত্রে পুষ্পের মূলান্তে ফট্‌শব্দ প্রয়োগ সহকারে পূজাদ্রব্যাদির অভ্যুক্ষণ (জলসেচন দ্বারা আর্দ্রকরণ) করিবে। অনন্তর ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ* করিয়া ফট্ শব্দপুরঃসর (প্রয়োগ সহকারে) ভূমিতে তিনবার বামপদের গোড়ালির দ্বারা আঘাত ও তর্জ্জনী-মধ্যমাযোগে ঊর্দ্ধোর্দ্ধে

১। ছোটিকা—অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর দ্বারা শব্দকরণ, তুড়ি।

*অমৃতীকরণ—ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতে পরিণতিকরণ। 'অমৃতীকরণং কুর্য্যাৎ তয়া সাধকসত্তমঃ' ইতি তন্ত্রসারঃ।

তদুক্তং স্বতন্ত্রে—

পার্ষ্ণি[1]ঘাত-করাস্ফোট-সমুদঞ্চিতবক্ত্রকৈঃ।
তালত্রয়মথো দদ্যাৎ সশব্দং সংপ্রদায় চ ॥১৭৫
ঋতুচন্দ্রৈর্নেত্রবাসৈ-র্বাসৈর্বেদাধিকৈঃ প্রিয়ে।
মাত্রাভিঃ প্রণবং জপ্ত্বা পূরকুম্ভকরেচকৈঃ।
প্রাণায়ামং ততঃ কৃত্বা ভূতশুদ্ধিং ততশ্চরেৎ ॥১৭৬

অন্যত্রাপি—

মনোজীবাত্মনঃ শুদ্ধিঃ প্রাণায়ামেন জায়তে ॥১৭৭

কালীতন্ত্রেঽপি—

প্রাণায়ামত্রয়ং কুর্য্যান্মূলেন প্রণবেন বা ॥১৭৮

তালত্রয় প্রদান করত তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ছোটকা প্রয়োগ সহকারে দশদিক্ বন্ধন করিবে। তৎপর দিব্যদৃষ্টি দ্বারা দিব্যবিঘ্ন সকল উৎসারিত (অপসারিত) এবং রম্ ইত্যাদি মন্ত্র সহকারে চতুর্দ্দিকে বহ্নিপ্রাকার অর্থাৎ আগুনের প্রাচীর কল্পনা করিয়া মূলমন্ত্রে স্বকীয় দেহ সংমার্জ্জনপূর্ব্বক প্রাণায়াম করিবে। যথা—মূলাধারে মন সংযোজিত ও দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠে দক্ষিণ নাসাপুট ধারণ করিয়া ষোড়শবার (ষোলবার) প্রণব বা মূলমন্ত্র জপ করিতে করিতে বামনাসা দ্বারা বায়ু পূরণ এবং কনিষ্ঠা ও অনামিকা দ্বারা বাম নাসাপুট ধারণ ও চতুঃষষ্টিবার (চৌষট্টিবার) প্রণব জপ করত বায়ুকে কুম্ভিত করিবে। পরে পুনরায় দ্বাত্রিংশবার (বত্রিশবার) জপ করিয়া, দক্ষিণ নাসায় বায়ুর রেচন করিবে। এইরূপে অনুলোম বিলোমক্রমে প্রাণায়ামত্রয় বিহিত হইলে, একমাত্র প্রাণায়াম সাধিত হইয়া থাকে। বারত্রয় (তিনবার) এইরূপ করিতে হইবে। ৭৪

স্বতন্ত্রে বলিয়াছেন, যথা,—পার্ষ্ণিঘাত ও করাঘাত দ্বারা সশব্দ তালত্রয় করিয়া ষোড়শবার ও বত্রিশবার প্রণব জপ পুরঃসর পূরক, কুম্ভক ও রেচক দ্বারা প্রাণায়াম করত ভূতশুদ্ধি করিবে। আবার অন্যত্র বলিয়াছেন—প্রাণায়াম দ্বারা মন ও জীবাত্মার শুদ্ধি হইয়া থাকে। কালীতন্ত্রেও বলিয়াছেন—মূলমন্ত্র বা প্রণব জপসহকারে তিনবার প্রাণায়াম করিবে।১৭৫— ৭৮

১। পার্ষ্ণি—গুল্ফের নিম্নভাগ; গোড়ালি।

জ্ঞানার্ণবেঽপি—

কনিষ্ঠানামিকাঙ্গুষ্ঠৈ-র্যন্নাসাপুটধারণম্ ।
প্রাণায়ামঃ স বিজ্ঞেয়স্তর্জ্জনীমধ্যমে বিনা ॥১৭৯

অথ গৌতমীয়ে—

ভূতশুদ্ধিং লিপিন্যাসং বিনা যস্তু প্রপূজয়েৎ ।
বিপরীতং ফলং দদ্যাদভক্ত্যা পূজনং যথা ॥১৮০

ততো ভূতশুদ্ধিং কুর্য্যাৎ। তথা—মূলাধারপদ্মাৎ কুলকুণ্ডলিনীং প্রসুপ্তভুজগাকারাং সার্দ্ধত্রিবলয়াং স্বয়ম্ভুলিঙ্গবেষ্টিনীং বিষতন্তুতনীয়সীং তড়িৎপুঞ্জপ্রভাং হংস ইতি মন্ত্রেণ পৃথিব্যা সহ স্বাধিষ্ঠানং সমানীয় তত্রস্থজলে পৃথিবীং বিলীনাং বিচিন্ত্য তস্মাজ্জলেন সহ মণিপুরস্থবহ্নৌ তজ্জলং বিলীনং বিচিন্ত্য তস্মান্মণিপূরাৎ বহ্নিনা সহ অনাহত আনীয় তত্রস্থবায়ৌ বহ্নিং লীনং ধ্যাত্বা তস্মান্মরুতা জীবাত্মনা সহ বিশুদ্ধ-স্থাকাশে বায়ুং লীনং কৃত্বা তস্মাদাকাশেন সহ আজ্ঞাচক্রস্থমনসি আকাশং লীনং বিচিন্ত্য মনো নাদে লীনং বিধায় ধরণ্যাং ধ্বনিং সমর্পয়েৎ। ততঃ সহস্রদলকমল-কর্ণিকাস্থ-চন্দ্রমণ্ডল-মধ্যত্রিকোণান্তর্গত-বিন্দুরূপ-পরমশিবে কুণ্ডলিনীং জীবাত্মানঞ্চ নিৈভ্যেকরূপতাং বিভাব্য প্রাণায়ামবিধিনা যমিতি বায়ুবীজং ধূম্রবর্ণং ষোড়শবারং

জ্ঞানার্ণবেও বলিয়াছেন—কনিষ্ঠা ও অনামিকা দ্বারা নাসাপুট ধারণ করাকে প্রাণায়াম বলা হইয়া থাকে। ইহাতে তর্জ্জনী ও মধ্যমার প্রয়োগ করিতে হয় না।১৭৯

গৌতমীয়ে বলিয়াছেন—ভূতশুদ্ধি ও লিপিন্যাস না করিয়া পূজা করিলে অভক্তিকৃত পূজার ন্যায় তাহাতে বিপরীত ফল হইয়া থাকে।.৮০

পরে ভূতশুদ্ধি করিবে। মূলাধারপদ্ম হইতে প্রসুপ্ত ভুজগের ন্যায় আকৃতি-শালিনী সার্দ্ধত্রিবলয়ধারিণী স্বয়ম্ভুলিঙ্গবেষ্টিতা মৃণালতন্তুর ন্যায় অতীব সূক্ষ্মরূপিণী তড়িৎপুঞ্জের ন্যায় প্রভাশালিনী কুলকুণ্ডলিনীকে হংসঃ ইতি মন্ত্রে পৃথিবীর সহিত স্বাধিষ্ঠানে আনয়ন, তত্রস্থ জলে পৃথিবী বিলীনা আছেন, এইরূপ চিন্তাপূর্বক, মণিপূরস্থ অগ্নিতে উক্ত জল লীন হইয়া আছে, এইরূপ ভাবনা করিয়া সেই মণিপূর

জপন্ পাপপুরুষেণ সহ শরীরং সংশোষ্য রমিতি বহ্নিবীজং রক্তবর্ণং চতুষষ্টিবারং জপন্ তং সদহ্য বমিতি বরুণবীজং শুক্লবর্ণং দ্বাত্রিংশদ্বারং জপন্ তদ্ভবামৃতবৃষ্ট্যা নিষ্পাপং শরীরমুৎপাদ্য লমিতি পৃথ্বীবীজেন পীতবর্ণং ধ্যায়ন্ শরীরং সুদৃঢ়ীকৃত্য সোঽহমিতি মন্ত্রেণ কুলকুণ্ডলিনীমমৃতলোলাং পঞ্চভূতজীবাত্মানঞ্চ ব্রহ্মপথেন স্বস্বস্থানে নিযোজয়েৎ। তদা দেবীরূপমাত্মানং ধ্যাত্বা হৃদি হস্তং নিধায় জীবং ন্যসেৎ। যথা—'আং হ্রীং ক্রোং হংসঃ শ্রীদক্ষিণ-কালিকায়াঃ প্রাণা ইহ প্রাণা, আং হ্রীং ক্রোং হংসঃ অমুষ্যা জীব ইহ স্থিতঃ। আং হ্রীং ক্রোং হংসঃ অমুষ্যাঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি, আং হ্রীং ক্রোং হংসঃ অমুষ্যাঃ বাঙ্মনশ্চক্ষুঃশ্রোত্রঘ্রাণপ্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা' ইতি জীবং ন্যসেৎ ॥১৮১

হইতে বহ্নির সহিত অনাহতে আনয়ন ও তত্রস্থ জলে অগ্নি লীন আছেন, এইরূপ ধ্যান করিবে। পরে তাহা হইতে বায়ু ও জীবাত্মার সহিত বিশুদ্ধস্থ আকাশে বায়ুকে লীন করিয়া তথা হইতে আকাশের সহিত আজ্ঞাচক্রস্থ মনে আকাশকে লীন ধ্যান করত মনকে নাদে লীন ও পৃথিবীতে ধ্বনি সমর্পণ করিবে। অতঃপর সহস্রদলকমলকর্ণিকাতে প্রতিষ্ঠিত চন্দ্রমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী ত্রিকোণের অন্তর্গত বিন্দুরূপ পরমশিবে কুণ্ডলিনী ও জীবাত্মা এই উভয়কে নিত্য একরূপে লীনা চিন্তা করিয়া প্রাণায়ামবিধানানুসারে 'যম্' এই ধূম্রবর্ণ বায়ুবীজ ষোড়শবার (ষোলবার) জপ করত পাপ পুরুষের সহিত শরীরের শোষণ করিবে। তৎপরে 'রং' এই রক্তবর্ণ বহ্নিবীজ চতুঃষষ্টিবার (চৌষট্টিবার) জপ ও পাপপুরুষকে দগ্ধ করিয়া 'বং' এই শুক্লবর্ণ বরুণবীজ দ্বাত্রিংশবার (বত্রিশবার) জপ ও তাহা হইতে সমদ্ভুত অমৃতবৃষ্টির দ্বারা নিষ্পাপ শরীর সমুদ্ভাবনপূর্ব্বক 'লং' এই পীতবর্ণ পৃথ্বীবীজের ধ্যানসহকারে শরীরকে সুদৃঢ় চিন্তা করিবে। পরে 'সোঽহং' মন্ত্রে অমৃতময়ী কুলকুণ্ডলিনী ও পঞ্চভূত জীবাত্মাকে ব্রহ্মপথযোগে স্ব স্ব স্থানে নিয়োজিত করিবে। তৎকালে দেবীর রূপ ও আত্মা উভয়কে ধ্যান ও হৃদয়ে হস্ত স্থাপন করিয়া জীবন্যাস করিতে হইবে। যথা—আং হ্রীং ক্রোং হংসঃ ইত্যাদি মন্ত্রে জীবন্যাস করিবে।১৮১

তদুক্তং স্বতন্ত্রে—

সংহারক্রমযোগেন পঞ্চতত্ত্বং সমুদ্ধরেৎ।
শোষদাহপ্লবান্ কৃত্বা বায়্বগ্নিসলিলাক্ষরৈঃ।
ততো ন্যাসং প্রকুর্ব্বীত ফেৎকারীতন্ত্র ঈরিতম্॥১৮২

অন্যত্রাপি—

দেবীরূপং ততো ধ্যায়েদাত্মানং কমলেক্ষণে।
ততো জীবং প্রবিন্যস্য পাশাদিত্র্যক্ষরেণ তু॥১৮৩
প্রাণমন্ত্রেণ মুক্তেন ততোঽমুষ্যাঃ পদং ততঃ।
প্রাণা ইতি পদং পশ্চাদিহ প্রাণাঃ পদং ততঃ॥১৮৪
সর্ব্বেন্দ্রিয়াণ্যমুষ্যান্তে বাঙ্মনো নয়নং ততঃ।
শ্রোত্রঘ্রাণপদাৎ প্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরম্।
তিষ্ঠন্তু বহ্নিজায়ান্তঃ প্রাণমন্ত্রোঽয়মীরিতঃ॥১৮৫

প্রকারান্তরঞ্চ জ্ঞানার্ণবে—

বিপরীতং প্রাণমন্ত্রং বিলিখেৎ পাশপূর্ব্বকম্।
প্রাণপ্রতিষ্ঠামন্ত্রোঽয়ং সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয়েৎ॥১৮৬

অমুষ্যা ইতি পদানি বোদ্ধব্যানি ইতি সাম্প্রদায়িকাঃ, অমুষ্যাঃ স্থানে ষষ্ঠ্যন্তং নাম প্রয়োক্তব্যম্॥১৮৭

স্বতন্ত্রে তাহা বলিয়াছেন, যথা—সংহারক্রমযোগানুসারে পঞ্চতত্ত্ব সমুদ্ধার এবং বায়ু অগ্নি ও সলিলাক্ষরে শোষণ, দাহন ও প্লাবন করিয়া ফেৎকারিণীতন্ত্রমতে জীবন্যাস করিবে।১৮২

অন্যত্রও বলিয়াছেন, যথা—হে কমলেক্ষণে! দেবীরূপ ও আত্মাকে ধ্যান করিয়া, পাশাদি অক্ষরত্রয়সহকারে জীবন্যাস করিবে। তৎকালে প্রাণমন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইবে। তাহার বিধি এই—প্রথমে অমুষ্যা-পদ, পরে প্রাণাঃ, তদনন্তর ইহ প্রাণাঃ অমুষ্যাঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি বাঙ্মনোনয়নঘ্রাণশ্রোত্রপদাৎ প্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা। ইহারই নাম প্রাণমন্ত্র।১৮৩—১৮৫

জ্ঞানার্ণবে প্রকারান্তরও বলিয়াছেন—বিপরীত প্রাণমন্ত্র পাশপূর্ব্বক লিখিতে হইবে। ইহারই নাম প্রাণপ্রতিষ্ঠা মন্ত্র। এই মন্ত্রপ্রভাবে সকলপ্রকার কর্ম্ম

তদুক্তং নারায়ণীয়ে—

অমুকপদং যদ্রূপং যন্ত্রমন্ত্রেষু দৃশ্যতে।
সাধ্যাভিধানং তদ্রূপং তত্র স্থানে নিযোজয়েৎ ॥১৮৮

কুমারীকল্পেঽপি—

ভূতশুদ্ধিং বিধায়েত্থং দেবীরূপেণ চিন্তয়েৎ ॥১৮৯

'ওঁং আং হ্রীং ক্রোং ফট্ স্বাহা।' অনেন কায়বাক্চিত্ত-সংশোধনং কৃত্বা 'রক্ষ হুং ফট্ স্বাহা' অনেন হস্তং দত্ত্বা আত্মরক্ষাং বিধায় স্ববামে লতাং গুরুদেবতাং নবযৌবনগর্ব্বিতাং বিধায় ভূতশুদ্ধিং প্রাণায়ামান্ কারয়িত্বা যথোক্তমাচরেৎ ॥১৯০

তদুক্তং তত্রৈব—

প্রণবং পূর্ব্বমুচ্চার্য্য বিশেষাসনমেব চ।
হুং ফট্ স্বাহা মনুঃ প্রোক্তঃ কায়বাক্চিত্তশোধনে।
রক্ষ হুং ফট্ ততঃ স্বাহা মন্ত্রঃ স্যাদাত্মরক্ষণে ॥১৯১
ততঃ ষোড়শবর্ষীয়াং নারীমানীয় মন্ত্রবিৎ।
যুবতীং বা মদোন্মত্তাং সুবেশাং চারুহাসিনীম্ ॥১৯২
সদা কামাভিলষিতাং সিন্দূরাঙ্কিতভালিকাম্।
সাধকে প্রেমসম্পন্নাং বামে সংস্থাপয়েদ্ বুধঃ ॥১৯৩

সাধন করা যায়। 'অমুষ্যাঃ' এই পদের স্থানে ইষ্টদেবতার ষষ্ঠ্যন্ত পদ প্রয়োগ করিতে হইবে। সেইরূপ নারায়ণীয় তন্ত্রেও বলা হইয়াছে—যন্ত্র ও মন্ত্রাদিতে যে 'অমুক' পদ দেখা যায় উহার স্থলে সাধ্য অর্থাৎ ইষ্টদেবতার নামোল্লেখ করিতে হইবে।১৮৬—১৮৮

কুমারীকল্পেও বলিয়াছেন—এইরূপে ভূতশুদ্ধি বিধান করিয়া দেবীরূপের চিন্তা করিবে। ওঁ আং হ্রীং ইত্যাদি মন্ত্রে কায় বাক্য ও চিত্ত শোধন করিয়া রক্ষ হুং ফট্ স্বাহা মন্ত্রে হৃদয়ে হস্তপ্রদান-পূর্ব্বক আত্মরক্ষা বিধান করিবে। পরে আপনার বামে নবযৌবনগর্ব্বিতা গুরুদেবতা বিধান করিয়া, ভূতশুদ্ধি ও প্রাণায়াম সম্পাদন করত যথোক্ত আচরণ করিবে।১৮৯—১৯০

উক্ত হইয়াছে—প্রথমে প্রণব উচ্চারণ করিয়া পরে হুং ফট্ স্বাহা উচ্চারণ করিবে। ইহাই কায়, বাক্ ও চিত্তশোধন মন্ত্র। অনন্তর রক্ষ হুং ফট্ মন্ত্রে আত্মরক্ষা

তস্যাশ্চ ভূতশুদ্ধ্যাদীন্‌ কৃত্বা তু মাতৃকাং ন্যসেৎ।
প্রাণায়ামং মাতৃকাঞ্চ কারয়িত্বা যথাবিধি ॥১৯৪

অথ ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ। যথা—কৃতাঞ্জলিঃ ভৈরব ঋষিরুষ্ণিক্‌-ছন্দঃ শ্রীদক্ষিণকালিকা দেবতা হ্রীঁ বীজং হূঁ শক্তিঃ ক্রীং কীলকং রক্ষার্থকামমোক্ষপুরুষার্থ-চতুষ্টয়- সিদ্ধিপূর্ব্বক - দিব্যজ্ঞান-দ্রুতকবিত্ব-পাণ্ডিত্য-সিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ। ইত্যভিলপ্য পুষ্পেণানামিকয়া বা ন্যসেৎ। যথা—শিরসি ভৈরবঋষয়ে নমঃ, মুখে উষ্ণিক্‌ ছন্দসে নমঃ, হৃদি শ্রীদক্ষিণ-কালিকায়ৈ নমঃ, গুহ্যে হ্রীঁ বীজায় নমঃ, পাদয়োঃ হূঁ শক্তয়ে নমঃ, সর্ব্বাঙ্গে ক্রীঁ কীলকায় নমঃ ॥১৯৫

তদুক্তং—

ভৈরবোঽস্য ঋষিঃ প্রোক্তঃ উষ্ণিক্‌ছন্দ উদাহৃতম্‌।
দেবতা কালিকা প্রোক্তা লজ্জাবীজন্তু কীলকম্‌ ॥১৯৬
শক্তিস্তু কূর্চ্চবীজং স্যাদনিরুদ্ধসরস্বতী।
কবিত্বার্থে বিনিয়োগ এবমৃষ্যাদিকল্পনা ॥১৯৭

করিবে। তদনন্তর মন্ত্রবিৎ সাধক ষোড়শবর্ষীয়া, সুবেশা, সুহাসিনী, সদা কামাভিলষিতা, ললাটে সিন্দুরচর্চ্চিতা ভালদেশবিশিষ্টা, সাধকের প্রতি প্রেমভাব-সম্পন্না, মদোন্মত্তা যুবতী রমণীকে আনয়ন পূর্বক বামে সংস্থাপন ও তাহার ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি ক্রিয়াদি নিষ্পাদনপূর্ব্বক মাতৃকান্যাস করিয়া যথাবিধি প্রাণায়াম করিবে।১৯১—১৯৪

অনন্তর বিধানোক্ত ঋষ্যাদিন্যাস করিবে। যথা—যুক্তপাণি হইয়া বলিবে—ভৈরবঋষি উষ্ণিক্‌ছন্দঃ শ্রীদক্ষিণাকালিকা দেবতা ইত্যাদি বলিয়া অনামিকা অঙ্গুলি দ্বারা পুষ্প গ্রহণপূর্ব্বক মূলের লিখিত মন্ত্রে মস্তকাদিতে ন্যাস করিবে। তাহাই উক্ত হইয়াছে—ভৈরব এই মন্ত্রের ঋষি, উষ্ণিক্‌ছন্দ, কালিকা দেবতা, হ্রীং বীজ, হুং শক্তি, ক্রীং কালক, সদ্যোজ্ঞান ও কবিত্ব লাভার্থে ইহার বিনিয়োগ। ইহাই হইল মন্ত্রের ঋষ্যাদি কল্পনা। এস্থলে কবিত্বলাভ উপলক্ষণ মাত্র, যথাভি-লষিত বিষয়ের জন্য ইহার বিনিয়োগ হইতে পারে। কেননা তন্ত্রে নানাবিষয়ের

কবিত্বার্থে বিনিয়োগঃ ইত্যুপলক্ষণং। যদ্‌যস্যাভিলষিতং তদর্থে বিনিয়োগঃ ইত্যর্থঃ। তন্ত্রে বিবিধশ্রবণাৎ ॥১৯৮

তথুক্তং কালীক্রমে—

কীলকং চাদ্যবীজন্তু চতুর্ব্বর্গার্থসিদ্ধয়ে ॥১৯৯

কুলচূড়ামণৌ—

ভৈরবোঽস্য ঋষিঃ প্রোক্ত উষ্ণিক্ ছন্দ উদীরিতম্।
দক্ষিণাকালিকা দেবী চতুর্ব্বর্গফলপ্রদা ॥২০০

অথ তন্ত্রান্তরে—

ঋষিং ন্যসেন্মূর্দ্ধ্নি দেশে ছন্দস্তু মুখপঙ্কজে।
দেবতাং হৃদয়ে চৈব বীজন্তু গুহ্যদেশকে।
শক্তিস্তু পাদয়োশ্চৈব সর্ব্বাঙ্গে কীলকং ন্যসেৎ ॥২০১

গৌতমীয়ে—

ঋষিচ্ছন্দোঽপরিজ্ঞানান্ন মন্ত্রঃ ফলভাগ্ ভবেৎ।
নৈর্ব্বীর্য্যং যাতি মন্ত্রাণাং বিনিয়োগমজানতাম্ ॥২০২

অথ করাঙ্গন্যাসৌ। 'ওঁ হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ' ইত্যঙ্গুষ্ঠয়োঃ। 'ওঁ হ্রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা' ইতি তর্জ্জন্যোঃ। 'ওঁ হ্রূঁ মধ্যমাভ্যাং বষট্' ইতি মধ্যময়োঃ। ওঁ হ্রৈঁ অনামিকাভ্যাং হুঁ' ইতি অনামিকয়োঃ। 'ওঁ হ্রৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্' ইতি কনিষ্ঠয়োঃ। 'ওঁ হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ' ইতি করতলপৃষ্ঠয়োঃ। ইতি করন্যাসঃ। অথবা সর্ব্বত্র নমস্কারান্তেন করন্যাসঃ। ততঃ 'ওঁ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ' ইতি হৃদি

উল্লেখই দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ কালীক্রমে ও কুলচূড়ামণিতে চতুর্ব্বর্গ সিদ্ধির কথা উক্ত হইয়াছে।১৯৫—১৯৯

কুলচূড়ামণিতেও বলা হইয়াছে—এই মন্ত্রের ঋষি ভৈরব, উষ্ণিক্ ছন্দ, দেবী চতুর্ব্বর্গফলপ্রদা দক্ষিণাকালী। তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন মুখপদ্মে ছন্দ, হৃদয়ে দেবতা, গুহ্যদেশে বীজ, পাদদ্বয়ে শক্তি এবং সর্ব্বাঙ্গে কীলক বিন্যস্ত করিবে। গৌতমীয়ে বলিয়াছেন ঋষি ও ছন্দ না জানিলে মন্ত্র ফলদায়ক হয় না এবং তাদৃশ বিনিয়োগে মন্ত্র তেজোহীন হয়। ২০০—২০২

তর্জ্জনীমধ্যমানামিকাভির্ন্যসেৎ। 'ওঁ হ্রীং শিরসে স্বাহা' ইতি শিরসি তর্জ্জনীমধ্যমাভ্যাম্। 'ওঁ হ্রূং শিখায়ৈ বষট্' ইতি শিখায়াং মুষ্টিকৃতাধোমুখাঙ্গুষ্ঠেন। 'ওঁ হ্রৈং কবচায় হুং' ইতি কবচে হস্তদ্বয়াঙ্গুলীভিঃ। 'ওঁ হ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্' ইতি নেত্রত্রয়ে তর্জ্জনীমধ্যমানামিকাভিঃ। 'ওঁ হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্' ইতি করতলপৃষ্ঠয়োঃ। ততঃ 'ওঁ হ্রঃ অস্ত্রায় ফট্' ইত্যনেন তর্জ্জনীমধ্যমাভ্যাং মূর্দ্ধ্নি উর্দ্ধোর্দ্ধতালত্রয়ং দত্ত্বা ছোটিকাভির্দ্দশদিগ্বন্ধনং কুর্য্যাৎ ॥২০৩

তদুক্তং কালীতন্ত্রে—

অঙ্গন্যাসকরন্যাসৌ যথাবদভিধীয়তে।
ষড়্দীর্ঘভাজা বীজেন প্রণবাদ্যেন কল্পয়েৎ ॥২০৪
হৃদয়ায় নমঃ প্রোক্তং শিরসে বহ্নিবল্লভা।
শিখায়াং বষড়িত্যুক্তং কবচায় হুমীরিতম্ ।২০৫
নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ স্যাদস্ত্রায় ফট্ প্রকীর্ত্তিতম্।
বীজং মন্ত্রাদ্যবীজং ন তু পারিভাষিকম্ ॥২০৬

অনন্তর করাঙ্গন্যাস লিখিত হইতেছে - 'ওঁ হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ' ইত্যাদিক্রমে মূলের লিখিত নিয়মে করিতে হইবে। ইহারই নাম করন্যাস। অথবা সর্ব্বত্র নমস্কারান্তে করন্যাস করিবে। অনন্তর ওঁ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ এই বলিয়া হৃদয়ে তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা দ্বারা ন্যাস করিবে। ওঁ হ্রীং·· ইত্যাদি বলিয়া তর্জ্জনী ও মধ্যমা দ্বারা মস্তকে ন্যাস করিবে। ওঁ হ্রূং ইত্যাদি বলিয়া মুষ্টিকৃত অধোমুখ অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা শিখায় ন্যাস করিবে। ওঁ হ্রৈং ইত্যাদি বলিয়া হস্তদ্বয়ে অঙ্গুলিসকল দ্বারা কবচে ন্যাস করিবে। ওঁ হ্রৌং ইত্যাদি বলিয়া তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা দ্বারা নেত্রত্রয়ে ন্যাস করিবে। ওঁ হ্রঃ···ইত্যাদি বলিয়া করতলপৃষ্ঠে ন্যাস করিবে। ওঁ হ্রঃ অস্ত্রায় ফট্ ইত্যাদি বলিয়া তর্জ্জনী ও মধ্যমা দ্বারা মস্তকে উর্দ্ধোর্দ্ধতালত্রয় প্রদানপূর্ব্বক ছোটিকা দ্বারা দশদিক বন্ধন করিবে।২০৩

কালীতন্ত্রে কথিত হইয়াছে—অঙ্গন্যাস ও করন্যাস যথাবৎ কথিত হইতেছে। যথা—প্রণবাদি ছয়টী দীর্ঘ-স্বরান্ত বীজ দ্বারা যথাক্রমে, হৃদয়ায় নমঃ, মস্তকে স্বাহা, শিখায়ৈ বষট্, কবচায় হুং, নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ এবং করতলে অস্ত্রায় ফট্ এইরূপ প্রয়োগ করিবে। এই যে বীজের বিষয় বলা হইয়াছে—ইহা মন্ত্রের আদি বীজ, পরন্তু পারিভাষিক বীজ নহে।২০৪—২০৬

তন্ত্রান্তরে স্মরণাৎ স্বতন্ত্রেঽপি—

প্রণবং চাদ্যবীজঞ্চ ষড়্দীর্ঘস্বরভাষিতম্।
কুর্য্যাৎ ষড়ঙ্গবিন্যাসং মূলখণ্ডত্রয়েণ বা ॥২০৭

অথ প্রকারঃ। আদ্যসপ্তবীজেন হৃদয়ম্। দ্বিতীয়খণ্ড-ষড়ক্ষরেণ শীর্ষম্। তৃতীয়খণ্ড-নবাক্ষরেণ শিখায়াম্। পুনরাদ্যেন কবচম্। দ্বিতীয়েন নেত্রত্রয়ম্। তৃতীয়খণ্ডেনাস্ত্রম্। ইত্থং করাঙ্গন্যাসং[১] কুর্য্যাৎ ॥২০৮

ভৈরবতন্ত্রেঽপি—

ষড়ঙ্গানি ন্যসেন্মন্ত্রী ত্রিঃ সকৃদ্বা যথাক্রমম্ ॥২০৯

অথ বর্ণন্যাসং কুর্য্যাৎ। অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ঌ ৡং নমো হৃদি। এং ঐং ওং ঔং অং আঃ কং খং গং ঘং নমো দক্ষভুজে। ঙং চং ছং জং ঝং ঞং, টং ঠং ডং ঢং নমো বামভুজে। ণং তং থং দং ধং নং, পং ফং বং ভং নমো দক্ষজঙ্ঘায়াম্। মং যং রং লং বং শং ষং সং হং ক্ষং নমো বামজঙ্ঘায়াং ন্যসেৎ ॥২১০

তদুক্তং কালীতন্ত্রে—

এবং যথাবিধি কৃত্বা বর্ণন্যাসং সমাচরেৎ।
অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ বৈ হৃদয়ে ন্যসেৎ ॥২১১

কেননা তন্ত্রান্তরের উক্তিতে তাহাই প্রমাণিত হয়, স্বতন্ত্রেও বলিয়াছেন —প্রণব ও দীর্ঘস্বরভাষিত আদ্য বীজষট্ক এবং মূল বীজের খণ্ডত্রয় দ্বারা ষড়ঙ্গ-বিন্যাস করিবে। তাহার প্রয়োগ এইরূপ—আদ্য সপ্তবীজ দ্বারা হৃদয়, দ্বিতীয় খণ্ড ষড়ক্ষর দ্বারা মস্তক, তৃতীয়খণ্ড নবাক্ষর দ্বারা শিখা, পুনর্ব্বার আদ্যবীজ দ্বারা কবচ, দ্বিতীয় দ্বারা নেত্রত্রয়, তৃতীয়খণ্ড দ্বারা করতল। ইহাও একপ্রকার ন্যাসবিধি। ভৈরবতন্ত্রেও বলিয়াছেন—মন্ত্রসাধক যথাক্রমে এইরূপে তিন বা একবার ষড়ঙ্গন্যাস করিবে।২০৭—২০৯

অনন্তর বর্ণন্যাস করিবে। হৃদয়ে অং নমঃ আং নমঃ ইং নমঃ ঈং নমঃ উং নমঃ ঊং নমঃ ঋং নমঃ ৠং নমঃ ঌং নমঃ ৡং নমঃ। এইরূপে মূলের লিখিত নিয়মে দক্ষিণবাহুতে, বামবাহুতে, দক্ষিণ জঙ্ঘায়, বাম জঙ্ঘায় ন্যাস করিবে।২১০

১। বা অঙ্গন্যাসং—ইতি পাঠান্তরম্।

এ ঐ ও ঔ ততঃ অং অঃ ক খ গ ঘ পুনস্ততঃ।
উক্ত্বা চ দক্ষিণভুজং স্পৃশেৎ সাধকসত্তমঃ ॥২১২
ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ তথা পুনঃ।
ইতি বামভুজে ন্যস্য, ণ ত থ দ পুনঃ স্মরেৎ॥২১৩
ধ ন প ফ ব ভ দক্ষিণে জঙ্ঘকে ন্যসেৎ।
ম য র ল ব শ ষ স হ ক্ষ বামজঙ্ঘকে ॥২১৪

তথৈতল্লিখিতবর্ণস্বরসাৎ বিন্দুরহিতবর্ণন্যাসঃ। বিরূপাক্ষমতে তু সবিন্দুরেব ন্যাসপ্রমাণম্॥২১৫

তদুক্তং কবচে লিখিষ্যামঃ—

ঋষির্ব্রহ্মা ভবেচ্ছন্দো গায়ত্রী মাতৃকা পুনঃ।
দেবতা ব্যঞ্জনং বীজং শক্তয়স্তু স্বরাস্ততঃ।
অব্যক্তং কীলকং জ্ঞেয়ং ন্যাস উক্তঃ ক্রমেণ তু ॥২১৬

উক্ত ইতি পূর্ব্বোক্তঋষ্যাদিক্রমবৎ। ক্রমেণ ন্যসেদিত্যর্থঃ ॥২১৭

ষড়ঙ্গং মাতৃকায়াশ্চ সাধকঃ কারয়েত্ততঃ।
স্বরাণাং ক্লীবহীনানাং ঋ ৠ ঌ ৡ রহিতানামিত্যর্থঃ ।২১৮

এবং বিধিনা মাতৃকাষড়ঙ্গং কৃত্বা ধ্যায়েৎ। যথা—

শারদপূর্ণেন্দুশুভ্রাং[১] সকলগুণময়ীং লোলরক্তত্রিনেত্রাং,
শুক্লালঙ্কারভূষাং শশিমুকুটজটাটোপযুক্তাং প্রসন্নাম্।
পুস্তীস্রক্‌পূর্ণকুম্ভান্ বরমপি দধতীং শুক্লপট্টাম্বরাঢ্যাং,
বাগ্‌দেবীং পদ্মবক্ত্রাং কুচভরনমিতাং চিন্তয়েৎ সাধকেন্দ্রঃ ॥২১৯

কালীতন্ত্রে তাহাই কথিত হইয়াছে—এইরূপে যথাবিধি বর্ণন্যাস করিতে হইবে। উহার প্রকার পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। কালীতন্ত্রে কথিত বর্ণন্যাস অনুস্বারবিহীন, কিন্তু বিরূপাক্ষ মতে অনুস্বারযুক্ত করিয়াই বিহিত হইয়াছে। বিরূপাক্ষের উক্তি কবচে লিখিত হইবে। ইহার ঋষি ব্রহ্মা, গায়ত্রীচ্ছন্দ, মাতৃকা দেবতা, ব্যঞ্জনবর্ণ বীজ, স্বরসমূহ শক্তি, অব্যক্ত কীলক—পূর্ব্বোক্ত ক্রমানুসারে এই ঋষ্যাদি ন্যাস করিবে।২১১—২১৭

অনন্তর সাধক মাতৃকাদেবীর ষড়ঙ্গন্যাস করিবে। কালীতন্ত্রমতে ঋকারাদি

১। শরৎ-পূর্ণেন্দুশুভ্রাং।

এবং ধ্যাত্বা ললাটাদিক্রমেণ অকারাদি-ক্ষকারান্তং ক্রমেণ ন্যসেৎ। যথা শ্রীক্রমে—

ব্রহ্মরন্ধ্রে তথা বক্ত্রে বেষ্টনে নয়নদ্বয়ে।
শ্রুতিনাসাপুটদ্বন্দ্বগণ্ডোষ্ঠদ্বয়কেঽপি চ ॥২২০
দন্তযুগ্মে চ মূর্দ্ধাস্যে স্বরান্ ষোড়শ বিন্যসেৎ,[১]।
দোঃপৎসন্ধিষু সাগ্রেষু পার্শ্বযুগ্মে ন্যসেৎ পুনঃ।২২১
পৃষ্ঠনাভিদ্বয়ে চৈব জঠরে বিন্যসেদথ।
ত্বগসৃঙ্‌মাংসমেদোঽস্থি-মজ্জশুক্রাণি ধাতবঃ ॥২২২
প্রাণজীবৌ চ পরমৌ যকারাদিষু সংস্থিতাঃ।
এবং ক্রমেণ দেবেশি ন্যস্তব্যা এতদাত্মিকাঃ ॥২২৩
হৃদোম্মূলেঽপি বিন্যস্য তথাপরগলে ন্যসেৎ।
করমূলে হৃদারভ্য পাণিপাদযুগে তথা।
জঠরাননয়োর্ব্ব্যাপ্তিং ন্যাসেদিত্যর্ণরূপিণীম্ ॥২২৪

চারিটী স্বর বাদ দিয়া ন্যাস করিতে হইবে। এইরূপ বিধিবিধানে মাতৃকার ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে। ধ্যান যথা—শরৎকালীন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শুভ্রবর্ণা সর্ব্ববিধ-গুণবিশিষ্টা, চঞ্চল ও লোহিতবর্ণনয়নত্রয়মণ্ডিতা, শ্বেতবর্ণবিভূষণভূষিতা, পুস্তক, মাল্য ও পূর্ণকুম্ভধারিণী, শ্বেতবর্ণ পট্টবস্ত্রে মণ্ডিতদেহা, পদ্মের ন্যায় বদনমণ্ডল-বিশিষ্টা ও কুচভরে নমিতদেহা বাগ্‌দেবতাকে চিন্তা করিবে। এইরূপে ধ্যান করিয়া ললাটাদিক্রমে যথাক্রমে অকার হইতে ক্ষকার পর্য্যন্ত ন্যাস করিতে হইবে।২১৮—২১৯

যথা, শ্রীক্রমে বলিয়াছেন—ব্রহ্মরন্ধ্র, বদন, নয়নদ্বয়বেষ্টন, শ্রবণদ্বয়, নাসাপুটদ্বয়, গণ্ড ও ওষ্ঠদ্বয়, দন্তযুগ্ম ও মস্তক এই সকলে ষোড়শস্বর বিন্যাস করিবে। বাহু, ও পদসন্ধি, পার্শ্বদ্বয়, পৃষ্ঠ, নাভি, ও জঠর, এই সকলে ন্যাস করিবে। ত্বক্, অস্থি, মাংস, মেদ, শোণিত, মজ্জা, শুক্র, ধাতুসকল, প্রাণ, জীব—ইহারা যকারাদিতে প্রতিষ্ঠিত আছে। হে দেবেশি! উল্লিখিত ক্রমানুসারে তত্তৎ বর্ণসকল তত্তৎ স্থানে বিন্যস্ত করিবে। অনন্তর হৃদয় হইতে আরম্ভ করিয়া করমূলে, করদ্বয়ে

১। ষড়র্ণান্ ষোড়শ ন্যসেৎ—ইতি পাঠান্তরম্।

এবং জ্ঞানার্ণবে, অন্যচ্চ—ললাটমুখবৃত্তাক্ষীত্যাদি ॥২২৫

অথ প্রয়োগঃ। অং নমো ব্রহ্মরন্ধ্রে, আং নমো ললাটে, ইং নমো মুখবৃত্তে, এবং ক্রমেণ মকারপর্য্যন্তং বিন্যস্য, যং ত্বগাত্মনে নমঃ। রং মদাত্মনে নমঃ[১]। লং মাংসাত্মনে নমঃ[২]। বামাংশে ককুদি বা শং অস্থ্যাত্মনে নমঃ। ষং মজ্জাত্মনে নমঃ। সং শুক্রাত্মনে নমঃ। হং প্রাণাত্মনে নমঃ। লং জীবাত্মনে নমঃ। ক্ষং পরমাত্মনে নমঃ। ইতি বিশেষঃ ॥২২৬

পঞ্চাশদক্ষরন্যাসঃ ক্রমেণৈব প্রকাশিতঃ।
ওমাদ্যন্তো নমোঽন্তাশ্চ সবিন্দুর্ব্বিন্দুবর্জ্জিতঃ।
মায়ালক্ষ্মীবীজপূর্ব্বো ন্যস্তব্য উচ্যতে বুধৈঃ ॥২২৭
ললাটেঽনামিকামধ্যে বিন্যসেন্মুখবৃত্তকে।
তর্জ্জনীমধ্যমানামা বৃদ্ধানামা চ নেত্রয়োঃ। ২২৮
অঙ্গুষ্ঠং কর্ণয়োর্ন্যস্য কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠকৌ নসোঃ।
মধ্যাস্তিস্রো গণ্ডয়োশ্চ মধ্যমামোষ্ঠয়োর্ন্যসেৎ ॥২২৯
অনামাং দন্তয়োর্ন্যস্য মধ্যমামুত্তমাঙ্গকে।
মুখেঽনামাং মধ্যমাঞ্চ হস্তে পাদে চ পার্শ্বয়োঃ ॥২৩০

ও পদদ্বয়ে এবং জঠর ও আননমধ্যে বর্ণরূপিণী ব্যাপ্তি ন্যাস করিবে। জ্ঞানার্ণব তন্ত্রেও এইরূপ কথিত হইয়াছে। যথা—ললাট, মুখমণ্ডল ও নয়নাদি অঙ্গে ন্যাস করিবে। ২২০—২২৫

এক্ষণে প্রয়োগ বর্ণিত হইয়াছে। যথা—ব্রহ্মরন্ধ্রে 'অং নমঃ' ইত্যাদিক্রমে মকার পর্য্যন্ত বিন্যস্ত করিয়া, 'যং ত্বগাত্মনে নমঃ' ইত্যাদি মূলের লিখিতক্রমে 'ক্ষং পরমাত্মনে নমঃ' পর্য্যন্ত ন্যাস করিবে। ২২৬

ক্রমানুসারে পঞ্চাশদক্ষর ন্যাস প্রকাশিত হইল। ইহার আদিতে ওম্, অন্তে নমঃ শব্দ এবং বিন্দু প্রয়োগ করিতে হইবে। অথবা বিন্দু না দিলেও চলে। তন্ত্রজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন—প্রথমে মায়া ও লক্ষ্মীবীজ ন্যস্ত করিতে হইবে। ললাটে অনমিকামধ্যে ও মুখমণ্ডলে যথাক্রমে তর্জ্জনী,

---

১। রং অস্থ্যাত্মনে নমঃ। ২। ইতঃ পরং 'রং ভেদাত্মনে নমঃ' ইতি পাঠঃ কুত্রচিৎ।

কনিষ্ঠানামিকা মধ্যাস্তাস্তু পৃষ্ঠে প্রবিন্যসেৎ।
তাঃ সাঙ্গুষ্ঠা নাভিদেশে সর্ব্বাঃ কুক্ষৌ চ বিন্যসেৎ ॥২৩১
হৃদয়ে চ তলং সর্ব্বমংসয়োশ্চ ককুৎস্থলে।
হৃৎপূর্ব্বং হস্তপৎকুক্ষিমুখেষু তলমেব হি ॥২৩২
এতাস্তু মাতৃকামুদ্রাঃ ক্রমেণ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
অজ্ঞাত্বা বিন্যসেদ্ যস্তু ন্যাসঃ স্যাত্তস্য নিষ্ফলঃ ॥২৩৩

অথ শ্রীকণ্ঠন্যাসো যথা—

বিন্যসেন্মাতৃকাস্থানে শ্রীকণ্ঠাদীন্ যথাক্রমম্।
পূর্ণোদর্য্যাদিভিঃ সার্দ্ধং মাতৃকার্ণসমন্বিতান্ ॥২৩৪
শ্রীকণ্ঠোঽনন্তসূক্ষ্মৌ চ ত্রিমূর্ত্তিরমরেশ্বরঃ।
অর্ঘীশো ভারভূতিশ্চাতিথীশঃ স্থাণুকো হরঃ ॥২৩৫
ঝিণ্টীশো ভৌতিকঃ সদ্যোজাতশ্চানুগ্রহেশ্বরঃ।
অক্রূরশ্চ মহাশৈলঃ ষোড়শ স্বরমূর্ত্তয়ঃ ॥২৩৬
পশ্চাৎ ক্রোধীশচণ্ডেশ-পঞ্চান্তক-শিবোত্তমাঃ।
অথৈকরুদ্রকূর্ম্মৈক-নেত্রার্দ্ধচতুরাননাঃ ॥২৩৭

মধ্যমা ও অনামিকা, নেত্রযুগলে বৃদ্ধানামা, কর্ণদ্বয়ে অঙ্গুষ্ঠ, নাসিকাপুটযুগ্মে কনিষ্ঠ ও অঙ্গুষ্ঠ, গণ্ডদ্বয়ে মধ্যত্রয়, ওষ্ঠযুগ্মে মধ্যমা, দন্তপংক্তিদ্বয়ে অনামা, উত্তমাঙ্গে মধ্যমা, মুখে অনামা, হস্তে মধ্যমা, পদে ও পার্শ্বদ্বয়ে কনিষ্ঠা ও অনামিকা এবং পৃষ্ঠে তত্তৎ অঙ্গুলি বিন্যাস করিয়া, নাভিতে তাহাদের সহিত অঙ্গুষ্ঠ, কুক্ষিতে তাহাদের সমুদয় বিন্যস্ত করিবে। অনন্তর হৃদয়ে স্কন্ধদ্বয়ে ককুৎপ্রদেশে (ষাঁড়ের ঝুঁটির মত উন্নত স্থানে) হস্ত, পদ, কুক্ষি ও মুখে তলসকল বিন্যস্ত করিবে। মাতৃকা-মুদ্রাসকল যথাক্রমে কথিত হইল। ইহা না জানিয়া বিন্যাস করিলে, সেই ন্যাস সর্ব্বথা নিষ্ফল হইয়া থাকে।২২৭-২৩৩

অধুনা শ্রীকণ্ঠন্যাস কথিত হইতেছে। যথা—মাতৃকাস্থানে পূর্ণোদরী প্রভৃতির সহিত মাতৃকাবর্ণসমন্বিত শ্রীকণ্ঠাদি যথাক্রমে ন্যাস করিবে। শ্রীকণ্ঠ, অনন্ত, সূক্ষ্ম, ত্রিমূর্ত্তি, অমরেশ্বর, অর্ঘীশ, ভারভূতি, অতিথীশ, স্থাণুক, হর, ঝিণ্টীশ,

অজেশঃ সর্ব্বসোমেশস্তথা লাঙ্গলিদারুকৌ।
অর্দ্ধনারীশ্বর-শ্চোমাকান্ত-শ্চাষাঢ়িদণ্ডিনৌ॥২৩৮
স্যুরত্রিমীনমেষাখ্যা লোহিতশ্চ শিখী তথা।
ছগলাণ্ড-দ্বিরণ্ডেশৌ সমহাকাল-বালিনৌ॥২৩৯
ভুজঙ্গেশ-পিণাকীশ-খড়্গোশাখ্যা বকেশ্বরঃ।
শ্বেতভৃগ্বীশ-নকুলি-শিবাঃ সংবর্ত্তকঃ স্মৃতঃ॥২৪০
এতে রুদ্রাঃ স্মৃতা রক্তা ধৃতশূল-কপালকাঃ।
পূর্ণোদরী স্যাদ্বিজয়া শাল্মলী তদনন্তরম্॥২৪১
লোলাক্ষী বর্ত্তুলাক্ষী চ দীর্ঘঘোণা সমীরিতা।
সুদীর্ঘমুখীগোমুখ্যৌ দীর্ঘজঙ্ঘা তথৈব চ॥২৪২
কুম্ভোদর্য্যূর্দ্ধকেশী চ তথা বিকৃতমুখ্যপি।
জ্বালামুখী ততো জ্ঞেয়া পশ্চাদুল্কামুখী তথা॥২৪৩
চুল্লীমুখী বিদ্যামুখী চৈতাঃ ষোড়শ শক্তয়ঃ॥২৪৪
মহাকালীসরস্বত্যৌ সর্ব্বসিদ্ধিসমন্বিতে।
গৌরী ত্রৈলোক্যবিদ্যা চ মন্ত্রশক্তিস্ততঃ পরম্।
আত্মশক্তির্ভূতমাতা তথা লম্বোদরী মতা॥২৪৫

ভৌতিক, সদ্যোজাত, অনুগ্রহেশ্বর, অক্রূর, মহাশৈল, মহাদেব—ইহাঁরা ষোড়শ স্বরের মূর্ত্তি। ইহাদিগকে শ্রীকণ্ঠাদি বলা হয়; আর ক্রোধীশ, চণ্ডেশ, পঞ্চান্তক, শিবোত্তম, একরুদ্র, কূর্ম্ম, একনেত্র, অর্দ্ধচতুরানন, অজেশ, সর্ব্বসোমেশ, লাঙ্গলি, দারুক, অর্দ্ধনারীশ্বর, উমাকান্ত, আষাঢ়ী, দণ্ডী, অত্রি, মীন, মেষ, লোহিত, শিখী, ছগলাণ্ড, দ্বিরণ্ডেশ, মহাকাল, বালী, ভুজঙ্গেশ, পিণাকীশ, খড়্গেশ, বকেশ্বর, শ্বেত, ভৃগ্বীশ, নকুলী, শিব, সম্বর্ত্তক, ইহাদিগকে রুদ্র বলা হইয়া থাকে। ইহাঁরা সকলেই রক্তবর্ণ এবং সকলেই শূল ও কপাল ধারণ করিয়া আছেন।২৩৭—২৪১

আর পূর্ণোদরী, বিজয়া, শাল্মলী, লোলাক্ষী, বর্ত্তুলাক্ষী, দীর্ঘঘোণা, সুদীর্ঘমুখী, গোমুখী, দীর্ঘজঙ্ঘা, কুম্ভোদরী, ঊর্দ্ধকেশী, বিকৃতমুখী, জ্বালামুখী, উল্কামুখী, চুল্লীমুখী, বিদ্যামুখী- ইহাঁরা ষোড়শ শক্তি।২৪২—২৪৪

দ্রাবিণী নাগরী ভূয়ঃ খেচরী চৈব মঞ্জরী।
রূপিণী বীরিণী পশ্চাৎ কাকোদর্য্যপি পূতনা ॥২৪৬
স্যাদ্ভদ্রকালী যোগিন্যৌ শঙ্খিনী গর্জ্জিনী তথা।
সকালরাত্রিকুব্জিন্যৌ কপর্দ্দিন্যপি বজ্রিণী ॥২৪৭
জয়া চ সুমুখেশ্বর্য্যা[১] রেবতী মাধবী তথা।
বারুণী বায়বী প্রোক্তা পশ্চাদ্রক্ষোবিদারিণী ॥২৪৮
ততশ্চ সহজা লক্ষ্মীর্ব্ব্যাপিনী মায়য়ান্বিতা।
এতা রুদ্রাঙ্কপীঠস্থাঃ সিন্দূরারুণবিগ্রহাঃ॥২৪৯
রক্তোৎপলকপালাঢ্যা অলঙ্কৃতকরাম্বুজাঃ ॥২৫০

অথ প্রয়োগঃ, যথা—অং শ্রীকণ্ঠপূর্ণোদরীভ্যাং নমঃ ইতি ললাটে ; আং অনন্তবিজয়াভ্যাং[২] নমঃ ইতি মুখবৃত্তে। এবং ক্রমেণ সর্ব্বং কুর্য্যাৎ ॥২৫১

অথ ষোঢ়ান্যাসঃ। তদুক্তং বীরতন্ত্রে—
কেবলাং মাতৃকাং কৃত্বা মাতৃকাং তারসংপুটাম্।
মাতৃকাপুটিতং তারং ন্যসেৎ সাধকসত্তমঃ ॥২৫২

অণিমাদি সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্যশক্তি সমন্বিতা মহাকালী, সরস্বতী ও গৌরী, ত্রৈলোক্যবিদ্যা, মন্ত্রশক্তি, আত্মশক্তি, ভূতমাতা, লম্বোদরী, দ্রাবিণী, নাগরী, খেচরী, মঞ্জরী, রূপিণী, কারিণী, কাকোদরী, পূতনা, ভদ্রকালী, যোগিনী, শঙ্খিনী, গর্জ্জিনী, কালরাত্রি, কুব্জিনী, বজ্রিণী, জয়া, সুমুখেশ্বরী, রেবতী, মাধবী, বারুণী, বায়বী, রক্ষোবিদারিণী, সহজা, লক্ষ্মী ও মায়া—ইঁহারা রুদ্রগণের অঙ্কপীঠস্থা এবং সকলেই সিন্দূরের ন্যায় লোহিতবর্ণা-দেহবিশিষ্টা, সকলেই রক্তোৎপল ও কপালহস্তা এবং অলঙ্কৃত-করাম্বুজা (সমলঙ্কৃত করকমল)।২৪৫—২৫০

অনন্তর ইহাদের প্রয়োগ যথা—(ললাটে) অং শ্রীকণ্ঠপূর্ণোদরীভ্যাং নমঃ, (মুখবৃত্তে) আং অনন্তবিজয়াভ্যাং নমঃ। এই প্রকার ক্রমে সর্বত্র ন্যাস করিবে। ২৫১

১। জয়া চ সুমুখী প্রোক্তা—ইতি পাঠান্তরম্। ২। অনন্তবীজাভ্যাং—ইতি পাঠান্তরম্।

ওঁ অং ওঁ এবং তথৈব মাতৃকাপুটিতং, এবং কামপুটিতং তৎপুটিতং কামম্। শক্তিপুটিতং তৎপুটিতাং শক্তিম্। লজ্জাপুটিতং তৎপুটিতাং লজ্জাং। মন্ত্রপুটিতাম্ তৎপুটিতং মন্ত্রম্। পুনরনুলোমবিলোমতঃ কেবলমন্ত্রং মাতৃকাস্থানে ন্যস্য অষ্টোত্তরশতেন ব্যাপকং কুর্য্যাৎ॥২৫৩

ইতি গুপ্তেন দুর্গায়া অঙ্গষোঢ়া প্রকীর্ত্তিতা।
তারায়াঃ কালিকায়াশ্চ উন্মুখ্যাশ্চ[১] তথাপি বা ॥২৫৪
কৃতেঽস্মিন্ন্যাসবর্য্যে তু সর্ব্বং পাপং প্রণশ্যতি।
বিষাপমৃত্যুহরণং গ্রহরোগাদিনাশনম্॥২৫৫
দুষ্টসত্ত্বা বিনশ্যন্তি শত্রবো যান্তি মিত্রতাম্।
কবিতালহরী তস্য দ্রাক্ষারসপরম্পরা ॥২৫৬
অণিমাদ্যষ্টসিদ্ধিস্তু তস্য হস্তে ব্যবস্থিতা।
কায়িকং বাচিকং বাপি মানসঞ্চাপি দুষ্কৃতম্ ॥২৫৭
সর্ব্বং তস্য বিনাশত্বং যাতি ন্যাসস্য চিন্তনাৎ।
পুরস্কৃত্য ক্ষয়ং যাতি যৎকিঞ্চিদুপপাতকম্ ॥২৫৮

অনন্তর ষোঢ়ান্যাস কথিত হইতেছে। বীরতন্ত্রে বলিয়াছেন—সাধকসত্তম প্রথমে কেবল মাতৃকান্যাসোক্ত স্থানে মাতৃকান্যাসক্রমে প্রণবপুটিত মাতৃকা (ওঁ অং ওঁ), মাতৃকাপুটিত প্রণব (অং ওঁ অং) বিন্যস্ত করিবে। এইরূপ কামপুটিত মাতৃকা (ক্লীং অং ক্লীং) ও তৎপুটিত কাম (অং ক্লীং অং), শক্তিপুটিত মাতৃকা (হ্রীং অং হ্রীং), এবং তৎপুটিত শক্তি (অং হ্রীং অং), লজ্জাপুটিত মাতৃকা (শ্রীং অং শ্রীং), এবং তৎপুটিত লজ্জা (অং শ্রীং অং) ইত্যাদি। পুনরায় অনুলোম ও বিলোমক্রমে মাতৃকাস্থানে কেবল মন্ত্রন্যাস করিয়া, অষ্টোত্তর শত ব্যাপকন্যাস করিবে।২৫২—২৫৩

ইহারই নাম দুর্গা, তারা, কালিকা ও উন্মুখীর গুপ্ত অঙ্গষোঢ়া। এইরূপ অনুত্তম ষোঢ়ান্যাস করিলে সমুদায় পাপ বিনষ্ট হয়; বিষ, অপমৃত্যু ও গ্রহরোগাদি নিরাকৃত (বিনষ্ট ও অপহৃত) হয়, দুষ্ট প্রাণিসকল বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং শত্রু মিত্র হয়, মুখ হইতে দ্রাক্ষারসধারার ন্যায় রসময়ী কবিতালহরী বিনিঃসৃতা হয়; অণিমাদি অষ্টবিধ সিদ্ধি (যোগসাধনলব্ধ ঐশ্বর্য্যশক্তি)

১। তন্মুখ্যাশ্চ—ইতি পাঠান্তরম্।

যদ্রূপং দৃশ্যতে যো হি স তদ্রূপঞ্চ গচ্ছতি।
যং নমন্তি মহেশানি যোঢ়াপুটিতবিগ্রহাঃ।
অল্পায়ুঃ স ভবেৎ সদ্যো দেবতা কম্পতে ভিয়া ॥২৫৯

অথ তত্ত্বন্যাসঃ। মূলবিদ্যা স্বতন্ত্রে—
আত্মবিদ্যা শিবৈস্তত্ত্বৈস্তত্ত্বন্যাসং সমাচরেৎ ॥২৬০

অথ জীবন্যাসং কুর্য্যাৎ। যথা কুমারীতন্ত্রে—
ব্রহ্মরন্ধ্রে ভ্রুবোর্ম্মধ্যে ললাটে নাভিদেশকে।
গুহ্যে বক্ত্রে তু সর্ব্বাঙ্গে সপ্তবীজান্ ক্রমান্ন্যসেৎ ॥২৬১

অথ প্রয়োগঃ। আদ্যবীজমুচ্চার্য্য নমো ব্রহ্মরন্ধ্রে। এবং দ্বিতীয়-বীজং ভ্রুবি, তৃতীয়ং ভালে, চতুর্থং নাভৌ, পঞ্চমং গুহ্যে, ষষ্ঠং বক্ত্রে, সপ্তমং সর্ব্বাঙ্গে ন্যসেৎ। ততঃ প্রণবপুটিতমূলেন ব্যাপকন্যাসং কুর্য্যাৎ, নবধা সপ্তধা পঞ্চধা বা মস্তকাদি-পাদপর্য্যন্তং পাদাদি-মস্তকান্তং বা ন্যসেৎ ॥২৬২

করায়ত্ত হয়, কায়িক, বাচিক ও মানসিক পাপসমূহ এই ন্যাসের চিন্তামাত্র তৎক্ষণাৎ বিদূরীত হয়, যাহা কিছু উপপাতক (পাপ) থাকে তাহাও তাহার সহিত বিনষ্ট হয়। ২৫৪—২৫৮

হে মহেশানি! যোঢ়ান্যাসপুটিতবিগ্রহ (দেহ, শরীর) ব্যক্তিগণ অর্থাৎ যাহাদের দেহে যোঢ়ান্যাস কৃত হয়, তাহারা যাহাকে নমস্কার করে সে ব্যক্তি সদ্য (তৎক্ষণাৎ অর্থাৎ সেই মুহূর্তে) অল্পায়ু হয় এবং দেবগণও তাহার ভয়ে প্রকম্পিত হইয়া থাকেন।২৫৯

উপস্থিত এক্ষণে তত্ত্বন্যাস কথিত হইতেছে। স্বতন্ত্রে বলিয়াছেন—আত্মতত্ত্ব, বিদ্যাতত্ত্ব ও শিবতত্ত্ব দ্বারা তত্ত্বন্যাস করিবে। অনন্তর জীবন্যাস করিতে হইবে। যথা কুমারীতন্ত্রে—ব্রহ্মরন্ধ্রে, ভ্রূমধ্যে, ললাটে, নাভিদেশে, গুহ্যে ও সর্ব্বাঙ্গে যথাক্রমে সপ্তবীজ ন্যাস করিবে।২৬০—২৬১

প্রয়োগ যথা—আদ্যবীজ উচ্চারণ করিয়া, ব্রহ্মরন্ধ্রে নমঃ বলিতে হইবে। পরে দ্বিতীয় বীজ ভ্রূ-তে (ভ্রূ-মধ্যবর্তী স্থানে), তৃতীয় বীজ ললাটে, চতুর্থ বীজ নাভিতে, পঞ্চম বীজ গুহ্যে, ষষ্ঠ বীজ বক্ত্রে, সপ্তম বীজ সর্ব্বাঙ্গে ন্যাস করিবে। পরে প্রণবপুটিত মূলমন্ত্রে ব্যাপকন্যাস করিয়া নয়বার, সাতবার বা পাঁচবার মস্তকাদি পাদ পর্য্যন্ত ও পাদাদি মস্তক পর্য্যন্ত ন্যাস করিবে।২৬২

তত্ত্বক্তং ভৈরবতন্ত্রে—

পঞ্চধা নবধা বাপি মূলেন সপ্তধা তথা।
ব্যাপকং কুর্য্যাদিত্যাদি ॥২৬৩

স্বতন্ত্রেঽপি—

মূলেন ব্যাপকং ন্যাসং নবধা কারয়েৎ প্রিয়ে ॥২৬৪

ইতি মহামহোপাধ্যায়-শ্রীপরমহংস-পরিব্রাজক-শ্রীপূর্ণানন্দগিরি-বিরচিতে শ্যামারহস্যে ন্যাসান্তবিবরণং নাম প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ১ ॥

ভৈরবতন্ত্রে তাহা বলিয়াছেন, যথা—পাঁচবার, নয়বার অথবা সাতবার মূল-সহযোগে অর্থাৎ মূলের সহিত ব্যাপকন্যাস করিবে, ইত্যাদি। স্বতন্ত্রেও বলিয়াছেন—প্রিয়ে! মূল-সহায়ে অর্থাৎ মূলের সহিত নয়বার ব্যাপকন্যাস করিতে হইবে।২৬৩—২৬৪

মহামহোপাধ্যায় পরমহংস পরিব্রাজক শ্রীপূর্ণানন্দগিরি বিরচিত শ্যামারহস্যে ন্যাসান্ত-বিবরণ নামক প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

অথান্তর্যজনং বক্ষ্যে দৃষ্টাদৃষ্টফলপ্রদম্।
গুরুধ্যানং প্রকুর্ব্বীত যথাপূর্ব্বং বিশালধীঃ ॥১
স্নায়াচ্চ বিমলে তীর্থে পুষ্করে হৃদয়াশ্রিতে।
বিন্দুতীর্থেন বা স্নায়াৎ পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥২
ঈড়াসুষুম্নে শিবতীর্থকেঽস্মিন্, জ্ঞানাম্বুপূর্ণেঽন্তঃ স্বকে শরীরে[১]।
ব্রহ্মাম্বুভিঃ স্নাতি তয়োঃ সদা যঃ, কিং তস্য গাঙ্গৈরপি পুষ্করৈর্ব্বা ॥৩
ইতি স্নানম্।

শিবশক্ত্যোঃ সমাযোগো যস্মিন্ কালে প্রজায়তে।
সা সন্ধ্যা কুলনিষ্ঠানাং সমাধিস্থৈঃ প্রতীয়তে ॥৪
ইতি সন্ধ্যোপাসনম্ ॥

অনন্তর দৃষ্ট ও অদৃষ্ট ফলপ্রদ অন্তর্যজন কীর্ত্তন করিব। বিশালবুদ্ধি সাধক পূর্ব্বের ন্যায়, যথাবিধানে গুরুর ধ্যান করতঃ হৃদয়াশ্রিত বিমল পুষ্করতীর্থে অথবা বিন্দুতীর্থে স্নান করিবে। তাহা হইলে অর্থাৎ এইরূপ করিলে আর পুনর্জ্জন্ম হইবে না।১—২

ঈড়া ও সুযুম্না এই উভয়কে শিবতীর্থ কহে। উহা জ্ঞানরূপ সলিলে পূর্ণ। যে ব্যক্তি স্ব-দেহস্থ সেই দুই তীর্থের ব্রহ্মসলিলে সর্ব্বদা স্নান করে, তাহার গঙ্গাজলে অথবা পুষ্করসলিলে স্নান করিবার আর কোন আবশ্যকতা নাই। ইহাই আন্তর স্নান।৩

যে সময়ে শিব ও শক্তি এই উভয়ের সমাযোগ হয়, কুলনিষ্ঠগণের তাহাই সন্ধ্যা। সমাধিপরায়ণ সাধকগণ (পরব্রহ্মশরণ যোগধ্যানতৎপর তন্নিরত পরমাশ্রয়নিষ্ঠগণ) উহার প্রতীতি (অনুভব) করিতে পারেন, অর্থাৎ তদ্ধ্যান-সমাধিনিমগ্নগণেরই উহা অনুভবযোগ্য ও অনুভবলভ্য। ইহাই মানস সন্ধ্যা।৪

১। জ্ঞানাম্বুপূর্ণেঽথ ততঃ শরীরে।

অথ মূলাধারাৎ কুলকুণ্ডলিনীং সোমসূর্য্যাগ্নিরূপিণীং সমুত্থাপ্য পরবিন্দুং নির্ভিদ্য দেহদেবতাং তর্পয়েৎ ॥৫

তদুক্তং—

চন্দ্রার্কানলসংজুষ্টাকুলিতং যৎ পরামৃতম্।
তেনামৃতেন দিব্যেন তর্পয়েত্তেন দেবতাম্ ॥৬
ইত্যান্তরতর্পণম্।

ব্রহ্মরন্ধ্রাদধোভাগে যচ্চান্দ্রং পাত্রমুত্তমম্।
কলাসাধনং সংপূর্য্য তর্পয়েত্তেন খেচরীম্ ॥৭
ইত্যর্ঘ্যসাধনম্।

আধারে লিঙ্গনাভৌ হৃদয়সরসিজে তালমূলে ললাটে,
দ্বেপত্রে ষোড়শারে দ্বিদশদশদলে দ্বাদশার্দ্ধে চতুষ্কে।
বাসান্তে বালমধ্যে ডফকঠসহিতে কণ্ঠদেশে স্বরাংশ্চ,
হক্ষৌ কোদণ্ডমধ্যে ন্যসতু বিমলধীর্ন্যাসসম্পত্তিসিদ্ধ্যৈ ॥
ইতি মাতৃকার্ণান্ কণ্ঠচ্ছদক্রমেণ ধ্যায়েৎ ॥৮

অনন্তর মূলাধার হইতে সোমসূর্য্যাগ্নিরূপিণী কুলকুণ্ডলিনীকে সমুত্থাপিত ও পরবিন্দুকে ভেদ করিয়া, দেহদেবতার তর্পণ করিবে। তাহা এইরূপ উক্ত হইয়াছে, যথা—যে পরামৃত চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি কর্ত্তৃক সংজুষ্ট (সেবিত) ও আকুলিত, সেই দিব্য অমৃত দ্বারা দেবতার তর্পণ করিবে। ইহাই আন্তর তর্পণ।৫—৬

ব্রহ্মরন্ধ্রের অধোভাগে যে চন্দ্রসম্বন্ধীয় উত্তম পাত্র আছে, কলাসাধনসহ তাহা সংপূরণ (পূর্ণ, ভরতি) করিয়া, তদ্দ্বারা খেচরীর তর্পণ করিবে। ইহারই নাম অর্ঘ্যসাধন।৭

বিমলবুদ্ধি (বিশুদ্ধ পূত পবিত্রাত্মা) সাধক আধারে (মূলাধারে), লিঙ্গে, নাভিতে, হৃদয়সরসিজে (ষোড়শদলযুক্ত হৃৎকমলে), তালুমূলে, ললাটে, ষোড়শারে (ষোড়শ স্বরবর্ণযুত ষোড়শদল পদ্মে), দ্বিদশদশদলে (দ্বাদশদল ও দশদলযুক্ত কমলে), ষড়দল পদ্মে, চতুর্দ্দল ও দ্বি-দল পদ্মে ন্যাস করিতে হইবে। অর্থাৎ কণ্ঠমূলে (কণ্ঠে) ষোড়শদল পদ্মে 'অ হইতে অঃ' পর্য্যন্ত ষোলটি (১৬)

অথ ষড়ঙ্গন্যাসঃ। তদুক্তং গৌতমীয়ে—

ইজ্যমানহৃদর্থোঽয়ং হৃদয়ে স্যাচ্চিদাত্মকঃ।
ক্রিয়তে তৎপরত্বেন হৃন্মন্ত্রেণ ততঃ পরম্ ॥৯
সর্ব্বজ্ঞাদিগুণোত্তুঙ্গে সম্বিদ্রূপে পরাত্মনি।
ক্রিয়তে বিষয়াহারঃ শিরোমন্ত্রেণ দেশিকঃ ॥১০
হৃচ্ছিরোরূপসিদ্ধৌ নিয়তা ভাবনা দৃঢ়া।
ক্রিয়তে নিজদেহস্য শিখামন্ত্রেণ দেশিকঃ ॥১১
মন্ত্রাত্মকস্য দেহস্য মন্ত্রবাচ্যেন তেজসা।
সর্ব্বতো ধর্মমন্ত্রেণ অহন্যহনি সংবৃতিঃ ॥১২

ইত্যহিংসনীয়বহ্নিলক্ষণম্। যত্র ক্ষণে হিংস্রাণাং হিংসোপায়া ন প্রবর্ত্তন্তে ইত্যর্থঃ ॥১৩

স্বর, হৃদয়ে দ্বাদশদল পদ্মে ককারাদি (ক হইতে ঠ পর্য্যন্ত) দ্বাদশটি (১২), নাভিতে দশদল পদ্মে ডকারাদি (ড হইতে ফ পর্য্যন্ত) দশটি (১০), লিঙ্গমূলে ষড়্দল পদ্মে (ব হইতে ল পর্য্যন্ত) ছয়টি (৬), মূলাধারে চতুর্দ্দল পদ্মে বকারাদি (অন্তঃস্থ ব হইতে স পর্য্যন্ত) চারিটি (৪) এবং কোদণ্ড (ভ্রূ)-মধ্যবর্ত্তী দ্বিদল পদ্মে 'হ এবং ক্ষ' এই বর্ণদ্বয় ন্যাস করিবে অর্থাৎ ষট্চক্রের প্রতিটি চক্রান্তর্গত প্রত্যেকটি কমলদলান্তর্গত প্রতিটি দলে এক-একটি করিয়া বিহিত বর্ণসকল ন্যাস করিতে হইবে। এইরূপে কণ্ঠচ্ছদক্রমানুসারে মাতৃকাবর্ণসকল ধ্যান করিতে হইবে। ৮

অনন্তর ষড়ঙ্গন্যাস কীর্ত্তন করা হইতেছে। গৌতমীয়ে বলিয়াছেন,—হৃদয়ে যে চিদাত্মক (জ্ঞান-জ্যোতির্ময়) বস্তু (সৎস্বরূপ সারাৎসার ঈশ্বর) আছে, তাহা সকলেরই হৃদয়মধ্যে সাধনীয়; সেইজন্য তৎপর (যত্নবান) হইয়া হৃন্মন্ত্র দ্বারা তাহার সাধনা করিবে। সাধক সর্ব্বজ্ঞাদি গুণপরম্পরায় সহায়তায় অতিমহান্ সম্বিৎরূপ সাক্ষাৎ সেই চিন্ময় পরমাত্মার শিরোমন্ত্র দ্বারা বিষয়-রূপ আহুতি প্রদান করেন। হৃন্মন্ত্র ও শিরোমন্ত্রের সিদ্ধিবিষয়ে দেশিক (তান্ত্রিক কুলাচার্য্য) শিখামন্ত্রের দ্বারা নিয়ত নিজদেহের দৃঢ় ভাবনা করিবে। মন্ত্রাত্মক দেহের মন্ত্রবাচ্য তেজোরূপ ধর্মমন্ত্রের দ্বারা সর্বতোভাবে প্রতিদিন আবরণ

যো দদাতি পরং জ্ঞানং সম্বিদ্রূপে পরাত্মনি।
হৃদয়াদিময়ং তেজঃ স্যাদেতন্মৈত্র-সংজ্ঞিতম্ ॥১৪
আধ্যাত্মিকাদিরূপং যৎ সাধকস্য বিনাশয়েৎ।
অবিদ্যাশতমন্ত্রং তৎ পরং ধাম সমীরিতম্ ॥১৫

ইতি ষড়ঙ্গন্যাসং বিধায় ধ্যানং কুর্য্যাৎ। যথা উদয়াকরপদ্ধত্যাং—
শক্তিদ্বয়পুটান্তস্থং লক্ষদ্বয়সুসংস্থিতম্।
জ্যোতিস্তত্ত্বময়ং ধ্যায়েৎ কুলাকুলনিয়োজনাৎ॥১৬

অথবা—শৃঙ্গাটদ্বয়মধ্যস্থং শক্তিদ্বয়পুটীকৃতম্।
সদা সমরসং ধ্যায়েৎ কালং তৎ কুলযোগিনাম্ ॥১৭

অন্যচ্চ—কিরণস্থং তদগ্নিস্থং চন্দ্রভাস্করমধ্যগম্[১]।
মহাশূন্যেন যৎ কৃত্বা পূর্ণস্তিষ্ঠতি যোগিরাট্ ॥১৮

মহাশূন্য ইতি সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তে। পূর্ণে ইতি সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মোক্ষাৎ বিভাগবিরহাৎ পূর্ণ এব ভবতীতি ॥১৯

করিতে হয়। ইহাই অহিংসনীয় বহ্নিলক্ষণ। এইরূপ আহুতিতে প্রাণিবধের প্রসঙ্গ থাকিতে পারে না।৯—১৩

যাহা সম্বিদ্রূপ পরমাত্মার পরম জ্ঞান প্রদান করে, সেই হৃদয়াদিময় তেজকে মৈত্র সংজ্ঞা বলা হয়। তাহা সাধকের আধ্যাত্মিকাদি (বিঘ্ন) বিনাশ করে। ইহা অবিদ্যা শতমন্ত্র; ইহাকে পরম ধাম বলা হয়।১৪—১৫

পরে পূর্ব্বোক্তরূপে ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে। উহা উদয়াকর পদ্ধতিতে বলিয়াছেন—কুলাকুলনিয়োজনসহকারে জ্যোতিস্তত্ত্বময় ধ্যান করিবে। উহা শক্তিদ্বয় পুটিত ল ও ক্ষ এই বর্ণদ্বয় সংস্থিত। অথবা—শৃঙ্গাটদ্বিতয়মধ্যস্থিত ও শক্তিদ্বয়পুটিত সমরস সর্ব্বকালে ধ্যান করিবে এবং তাহা কুলযোগিগণের ধ্যেয়।১৬—১৭

অপরবিধ যথা—কিরণে, অগ্নিতেজে, চন্দ্রে বা সূর্য্যে অথবা শূন্যে যে তেজ পূর্ণরূপে বিদ্যমান ; পরিপক্ব (বিচক্ষণ সুসিদ্ধ) যোগিপ্রবর তাহাই ধ্যান করিবেন। বচনে যে 'মহাশূন্য' শব্দ আছে, তাহার তাৎপর্য্যার্থ—সর্ব্বোপাধিবিনির্মুক্ত, আর বচনস্থ 'পূর্ণ' শব্দের তাৎপর্য্যার্থ—যাহা সর্ব্বোপাধিহীনতাহেতু বিভাগরহিত, তাহারই নাম পূর্ণ।১৮—১৯

১। মধ্যমম্—ইতি পাঠান্তরম্।

অথবা—নিরালম্বপদে শূন্যে যত্তেজ উপপদ্যতে।

তদ্দর্ভমভ্যসেন্নিত্যং ধ্যানং তৎ কুলযোগিনাম্ ॥২০

তদ্দর্ভমিতি অন্তঃকরণস্থং, অভ্যসেদিতি বারং বারং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥

ইতি ধ্যানম্ ॥২১

অর্চ্চয়ন্ বিষয়ৈঃ পুষ্পৈ-স্তৎক্ষণাত্তন্ময়ো ভবেৎ।

ন্যাসস্তন্ময়তা বুদ্ধিঃ সোঽহংভাবেন পূজয়েৎ ॥২২

তন্ময়েতি তদেবাত্মতত্ত্বজ্ঞানম্। সোঽহমিতি তত্ত্বম্-পদবোধনার্থং পরিচিন্তনমাত্রং (পূজোপকরণমিত্যর্থঃ) ॥২৩

বিষয়পুষ্পাণি যথা—

অমায়মনহঙ্কারমবাদমপদং তথা।

অমোহকমদম্ভঞ্চ তত্ত্বৈর্য্যাক্ষোভক তথা[১] ॥২৪

অমাৎসর্য্যমলোভঞ্চ দশপুষ্পং বিদুর্ব্বুধাঃ।

অহিংসা পরমং পুষ্পং পুষ্পমিন্দ্রিয়নিগ্রহম্ ॥২৫

দয়াপুষ্পং ক্ষমাপুষ্পং জ্ঞানপুষ্পঞ্চ পঞ্চমম্।

ইত্যষ্টসপ্তভিঃ পুষ্পৈঃ পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্ ॥২৬

ইতি পূজনম্।

অন্যত্রও বলিয়াছেন—উপাধিরহিত আলম্বনশূন্য (অবলম্বন-রহিত, আত্মাবলম্ব, ব্রহ্মপদে যে তেজ উৎপন্ন হয়, অন্তঃকরণস্থ সেই তেজকে বারম্বার ধ্যান করিবে। ইহাই কুলযোগিগণের ধ্যান। বচনস্থিত 'দর্ভ' শব্দ অন্তঃকরণস্থ তেজ, আর অভ্যসেৎ' শব্দের অর্থ—বারম্বার অনুষ্ঠেয় কর্ত্তব্য। ইহাই হইল ধ্যান।২০—২১

বিষয়রূপ পুষ্প দ্বারা অর্চ্চনা করিলে, সাধক তৎক্ষণাৎ তন্ময় হইয়া থাকে। তন্ময়তাবুদ্ধির নাম ন্যাস। সোঽহংভাবে পূজা করিতে হইবে। এখানে 'তন্ময়তা' শব্দে আত্মতত্ত্বজ্ঞান। 'সোঽহং শব্দে' তত্ত্বং-পদশোধনার্থ পরিচিন্তনমাত্র (পূজার উপকরণ ইহাই ভাবার্থ)।২২—২৩

বিষয়পুষ্প শব্দে অমায়া, অনহঙ্কার, অশব্দ, অপদ, অমোহ, অদম্ভ এবং ইহাদের প্রবর্ত্তক সত্ত্ব, রজ ও তম আর অমাৎসর্য্য, অলোভ, ইত্যাদি দশটী

১। তত্ত্বেষাং ক্ষোভক তথা—ইতি পাঠান্তরম্।

মালা পঞ্চাশিকা প্রোক্তা সূত্রং শক্তিশিবাত্মকম্।
গ্রথিতা কুণ্ডলীশক্তিঃ কল্পান্তে[১] মেরুসংস্থিতা ॥২৭

এবং বিধিনা বর্ণমালামুপস্কৃত্য ক্ষমেরুরূপং কৃত্বা অকারাদি-ক্ষকারান্তং লকারাদি-শ্রীকণ্ঠান্তং মূলমন্ত্রং জপ্ত্বা পরতেজসি সমর্পয়েৎ ॥২৮

অথ হোমঃ। আত্মানমপরিচ্ছিন্নং বিভাব্যান্তরং বা পরমাত্মজ্ঞানাত্ম-স্বরূপং চতুরস্রং চিৎকুণ্ডমানন্দমেখলাযুতমর্দ্ধমাত্রাকৃতযোনিভূষিতং নাভৌ ধ্যাত্বা তন্মধ্যস্থজ্ঞানাগ্নৌ জুহুয়াৎ ॥২৯

যথা—মূলান্তে নাভৌ চৈতন্যরূপাগ্নৌ (ধর্ম্মাধর্ম্ম) হবিষা মনসা স্রুচা।
জ্ঞানপ্রদীপিতে নিত্যমক্ষ-বৃত্তির্জুহোম্যহং স্বাহা॥
অনেন প্রথমাহুতিং দদ্যাৎ ॥৩০

বুঝিতে হইবে। তদ্ব্যতীত, অহিংসা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, দয়া, ক্ষমা ও জ্ঞান এই পাঁচটিকেও উত্তম পুষ্প বলা হইয়া থাকে। এই পঞ্চদশ পুষ্পে পরমেশ্বরীর পূজা করিতে হইবে। ইহার নাম পূজা।২৪—২৬

পঞ্চাশৎ বর্ণকে মালা এবং শিব ও শক্তিকে সূত্র বলাহইয়াথাকে। কুলকুণ্ডলিনী শক্তি উহার গ্রন্থি এবং ক্ষ উহার মেরু। এইরূপ বিধানে বর্ণমালা গ্রথিত করিয়া, ক্ষ-কারকে উহার মেরু কল্পনা করত অকার হইতে ক্ষকার এবং ল-কার হইতে শ্রীকণ্ঠ পর্য্যন্ত মূলমন্ত্র জপ করিয়া পরতেজে সমর্পণ করিবে।২৭—২৮

অনন্তর হোম কথিত হইতেছে। যথা—আত্মাকে অপরিচ্ছিন্ন (সীমাবদ্ধ বা খণ্ডিত নহে, অখণ্ড অনন্ত অসীম) ভাবিয়া, অথবা যাহা পরমাত্মা জ্ঞানাত্মস্বরূপ, যাহা আনন্দরূপ মেখলাযুক্ত এবং যাহা অর্দ্ধমাত্রাকৃত যোনিমণ্ডিত, সেই চতুরস্র চিৎকুণ্ডকে নাভিতে ধ্যান করিয়া, তন্মধ্যস্থজ্ঞানরূপ অগ্নিতে আহুতি দিবে। যথা—মূল ভাবনার পর নাভিতে জ্ঞানদীপ্ত চৈতন্যরূপ অগ্নিতে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ হবি দ্বারা মনোরূপ স্রুকে (যজ্ঞাগ্নিতে ঘৃতপ্রক্ষেপণার্থ খদিরাদি কাষ্ঠরচিত হাতার মত পাত্রবিশেষ) সর্ব্বদা আমি ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহকে আহুতি দিতেছি। ইহা প্রথমাহুতি।৩০

১। গ্রথিতা···কল্যান্তে মেরুসংস্থিতাঃ—ইতি বা পাঠঃ।

মূলান্তে ধর্মাধর্মহবির্দীপ্ত আত্মাগ্নৌ মনসা স্রুচা।
সুষুম্না বর্ত্মনা নিত্যমক্ষবৃত্তির্জুহোম্যহং স্বাহা ॥৩১

ইতি দ্বিতীয়াহুতিং দত্ত্বা,

মূলান্তে প্রকাশাকাশহস্তাভ্যামবলম্ব্যোন্মনী স্রুচা।
ধর্ম্মাধর্ম্মফলস্নেহপূর্ণাং বহ্নৌ জুহোম্যহং স্বাহা ॥৩২

অনেন তৃতীয়াহুতিং দদ্যাৎ।

ততো মূলান্তে—

অন্তর্নিরঞ্জননিবন্ধনমেধমানে
মায়ান্ধকারপরিপন্থিনি সম্বিদগ্নৌ।
কস্মিংশ্চিদদ্ভুতমরীচিবিকাশভূমৌ
বিশ্বং জুহোমি বসুধাং দিশি বাবসানাম্ ॥৩৩

ইত্যন্তর্যজনং কৃত্বা সাক্ষাদ্ ব্রহ্মময়ো ভবেৎ।
ন তস্য পাপপুণ্যানি জীবন্মুক্তো ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥৩৪

ইতি মহামহোপাধ্যায়-শ্রীপরমহংসপরিব্রাজক-শ্রীপূর্ণানন্দগিরি-বিরচিতে শ্যামারহস্যে অন্তর্যজনং নাম দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ২ ॥

মূলান্তে ধর্ম ও অধর্মরূপ হবির দ্বারা দীপ্ত আত্মারূপ অগ্নিতে মনোরূপ স্রুকের দ্বারা সুষুম্না পথে নিত্য অক্ষবৃত্তি আহুতি দিতেছি; স্বাহা—ইহা দ্বিতীয় আহুতি।৩১

অনন্তর মূলান্তে প্রকাশ ও অপ্রকাশরূপ হস্তদ্বয় দ্বারা মনোন্মনী স্রুক্ (কাষ্ঠনির্মিত যজ্ঞপাত্রবিশেষ) গ্রহণপূর্ব্বক বহ্নিতে ধর্ম্ম অধর্ম্ম ফল ও স্নেহরূপ আহুতি দিতেছি। ইহা তৃতীয়াহুতি।৩২

তারপর মূলান্তে আন্তরযাগের বিঘ্নস্বরূপ ছায়ারূপ অন্ধকার নাশের উপায়ভূত আন্তর নিরঞ্জনরূপ কাষ্ঠ দ্বারা ভ্রান্ত মরীচিকাময় স্থণ্ডিলে প্রদীপিত জ্ঞানরূপ বহ্নিতে বিশ্ব আহুতি দিতেছি। এইরূপে অন্তর্যাগ করিয়া সাক্ষাৎ ব্রহ্মময় হওয়া যায়, তখন পাপপুণ্য কিছুই থাকিবে না। জীবন্মুক্তি নিশ্চয় লাভ করিবে।৩৩—৩৪

মহামহোপাধ্যায় পরমহংসপরিব্রাজক শ্রীপূর্ণানন্দগিরি বিরচিত শ্যামারহস্যে অন্তর্যজন নাম দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ

অথ সাধকঃ কুলবেশং কৃত্বা কুলবেশঞ্চ কারয়িত্বা পীঠন্যাসং কুর্য্যাৎ।

তদুক্তং কুমারীতন্ত্রে—

ততঃ স্ত্রীবেশধারী স্যাৎ সিন্দুরাঙ্কিত-ভালকঃ।
শৃঙ্গারোজ্জ্বলবেশাঢ্য স্তাম্বূলপূরিতাননঃ ॥১
এবং বেশাদিকং কৃত্বা বনিতামপি কারয়েৎ।
পীঠন্যাসং ততঃ পশ্চাদাধারশক্তিপূর্ব্বকম্ ॥২
প্রকৃতিং কমঠং চৈব শেষং পৃথ্বীং তথৈব চ।
সুধাম্বুধিং মণিদ্বীপং চিন্তামণিগৃহং তথা ॥৩
শ্মশানং পারিজাতঞ্চ তন্মূলে রত্নবেদিকাম্।
তস্যোপরি মণেঃ পীঠং ন্যসেৎ সাধকসত্তমঃ ॥৪
চতুর্দ্দিক্ষু মুনীন্ দেবান্ শিবাংশ্চ শবমুণ্ডকান্।
ধর্ম্মাংশ্চৈবাপ্যধর্ম্মাংশ্চ পাদগাত্রচতুষ্টয়ে ॥৫

পাদগাত্রচতুষ্টয়েষু—

দক্ষাংস-দক্ষমুখ-দক্ষজঙ্ঘা-দক্ষপার্শ্ব-নাভি-বামপার্শ্বেষু[১] ॥৬

অনন্তর সাধক স্বয়ং কুলবেশ করিয়া ও কুলবেশ করাইয়া পীঠন্যাস করিবেন। কুমারীতন্ত্রে তাহা কথিত হইয়াছে, যথা—অনন্তর স্ত্রীবেশধারণ পূর্ব্বক ললাটে সিন্দুর দিতে হইবে এবং শৃঙ্গারযোগ্য উজ্জ্বল বেশ ধারণ করিয়া তাম্বুল দ্বারা মুখ পূরিত করিবে। স্বয়ং এইরূপ বেশাদি করিয়া স্ত্রীকেও তদ্রূপ বেশ পরিধান করাইবে। অনন্তর সাধক আধারশক্তিপূর্ব্বক পীঠন্যাস করিবে।১—২

প্রকৃতি কমঠ (কচ্ছপ), শেষ (সর্পরাজ, অনন্তনাগ), পৃথিবী, সুধাম্বুধি, মণিদ্বীপ, চিন্তামণিগৃহ, শ্মশান-পারিজাত, তাহার মূলে রত্নবেদিকা এবং তদুপরি

১। পাদগাত্রচতুষ্টয়ন্ত—দক্ষাংস-দক্ষমুখ-দক্ষজঙ্ঘা দক্ষপার্শ্বাদিকম্।

হৃদি কন্দং তথা পদ্মং সূর্য্যং সোমং মহেশ্বরি।
বৈশ্বানরং তথা সত্ত্বং রজশ্চৈব তমস্তথা।
আত্মানঞ্চৈব বিন্যস্য শক্তিং হৃৎপদ্মকে ন্যসেৎ ॥৭
আত্মানমিতি আত্মশব্দেনাত্মচতুষ্টয়মুচ্যতে ॥৮
শক্তির্যথা—ইচ্ছা জ্ঞানা ক্রিয়া চৈব কামদা কামদায়িনী।
রতী রতিপ্রিয়ানন্দা তথৈব চ মনোন্মনী ॥৯
বাগ্‌ভবং প্রথমং চোক্ত্বা পরায়ৈ তদনন্তরম্।
অপরায়ৈ দ্বিরূপায়ৈ হেসৌ বাচ্যাবতঃ পরম্ ॥১০
সদাশিব মহাপ্রেত ঙেন্তং পদ্মাসনং তথা।
নম ইত্যেব মন্ত্রোঽয়ং পীঠন্যাস উদাহৃতঃ।
এবং পীঠে দেহময়ে চিন্তয়েদিষ্টদেবতাম্ ॥১১

অথাদৌ কামকলারূপমাত্মানং বিভাব্য মূলাধারাৎ কুণ্ডলিনীং পরমশিবান্তং ধ্যাত্বা চন্দ্রামৃতেন সংপ্লাব্য করকচ্ছপিকয়া পুষ্পং গৃহীত্বা সুষুম্নয়াবাহ্য হৃদয়াষ্টদলরক্তপদ্মমধ্যে ধ্যায়েৎ ॥১২

মণিপীঠ ন্যস্ত চিন্তা করিতে হইবে। পরে চতুর্দ্দিকে মুনিগণ, দেবগণ, শিবাগণ ও শবমুণ্ডসকল এবং পাদগাত্রচতুষ্টয়ে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মবর্গ বিন্যাস করিবে। দক্ষিণ স্কন্ধ, দক্ষিণ মুখ, দক্ষিণ জঙ্ঘা, দক্ষিণ পার্শ্ব, নাভি ও বাম পার্শ্ব এই সকলের নাম পাদগাত্রচতুষ্টয়।৩—৬

হে মহেশ্বরি! হৃদয়ে কন্দ, পদ্ম, সূর্য্য, সোম, বৈশ্বানর, সত্ত্ব, রজ, তম ও আত্মা ন্যস্ত করিয়া, হৃৎপদ্মে শক্তি ন্যাস করিবে। এখানে 'আত্মা' শব্দে আত্মা, অন্তরাত্মা, পরমাত্মা ও জ্ঞানাত্মা এই আত্মচতুষ্টয় বুঝিতে হইবে। 'শক্তি শব্দে' ইচ্ছা, জ্ঞানা, ক্রিয়া, কামদা, কামদায়িনী, রতি, রতিপ্রিয়া, আনন্দা ও মনোন্মনী। প্রথমে বাগ্‌ভব বীজ ঐং উচ্চারণ করিয়া, পরে 'পরায়ৈ অপরায়ৈ দ্বিরূপায়ৈ হেসৌ' বলিবে। অনন্তর 'সদাশিব মহাপ্রেত পদ্মাসনায় নমঃ' এইরূপ পদপ্রয়োগ করিবে। ইহাই পীঠন্যাসের মন্ত্র। এইরূপে দেহময় পীঠে ইষ্টদেবতার চিন্তা করিবে।৭—১১

তদুক্তং স্বতন্ত্রে—

অতঃ কামকলাধ্যানমাবাহ্য কালিকাং শিবাম্‌।
কূর্ম্মাখ্যমুদ্রয়া পুষ্পৈশ্চক্রমধ্যে নিধাপয়েৎ ॥১৩

অথ কামকলা যথা—

মুখং বিন্দুবদাকারং তদধঃ কুচযুগ্মকম্‌।
সর্ব্ববিদ্যামৃতাপূর্ণং সর্ব্ববাগ্বিভব-প্রদম্‌ ॥১৪
সর্ব্বার্থসাধকং দেবি সর্ব্বরঞ্জন-কারকম্‌।
তদধঃ সপরার্দ্ধঞ্চ সুপরিষ্কৃত-মণ্ডলম্‌ ॥১৫
সর্ব্বদেবাদি-ভূতান্তঃ সর্ব্বদেব-নমস্কৃতম্‌।
সর্ব্বাহ্লাদ-সুসম্পূর্ণং সর্ব্ববশ্য-প্রবশ্যকম্‌।
এতৎ কামকলাধ্যানং সুগোপ্যং সাধকোত্তমৈঃ ॥১৬

অনন্তর আদিতে কামকমলারূপ আত্মাকে বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া, মূলাধার হইতে পরমশিব পর্য্যন্ত কুণ্ডলিনীর ধ্যান করত চন্দ্রামৃত দ্বারা সংপ্লাবিত ও করকচ্ছপিকা দ্বারা পুষ্প গ্রহণপূর্ব্বক সুষুম্না দ্বারা আবাহন করিয়া, হৃদয়স্থ অষ্টদল রক্তপদ্ম মধ্যে ধ্যান করিতে হইবে।১২

স্বতন্ত্রে ইহাই বলিয়াছেন, যথা—অতএব কামকলা ধ্যান করিয়া পরমমঙ্গল-রূপিণী কালিকার আবাহনপূর্ব্বক কূর্ম্মমুদ্রাযোগে পুষ্পসকল নিবেদনপূর্ব্বক চক্রমধ্যে সংস্থাপিত করিতে হইবে।১৩

সম্প্রতি কামকলা বর্ণিত হইতেছে। যথা—মুখ বিন্দুর ন্যায় আকারবিশিষ্ট; তাহার নিম্নে কুচযুগল। উহা সর্ব্ববিধ বিদ্যারূপ অমৃতে পূর্ণ এবং সর্ব্ববিধ বাগ্বিভব-প্রদ, সর্ব্ববিধ মনোরথ সমাধান ও সকলের মনোরঞ্জন করিয়া থাকে। তাহার নিম্নের অপরার্দ্ধ সুপরিষ্কৃত মণ্ডলে অলঙ্কৃত। সমুদয় দেবতা ও ভূতনিবহ (সমূহ), সকল উহার অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া আছে। সমুদয় দেবতা উহাকে নমস্কার করেন। উহা সর্ব্ববিধ আহ্লাদে পরিপূর্ণ ও সকলের বশীকরণস্বরূপ। এইরূপে কামকলার ধ্যান করিবে। এই ধ্যান অতিমাত্র সংগোপনে রাখিতে হয়।১৪—১৬

শ্রীক্রমেঽপি—

যা সা মধুমতী নাম্না মায়া মোহনকারিণী।
বাহ্যাভ্যন্তরযোগেন চিন্তনীয়াঞ্চ তাং শৃণু ॥১৭
ত্রৈলোক্যমেকরূপেণ স্বাত্মানমেকরূপিণম্।
একাকৃতিস্বরূপেণ সর্ব্বাং শান্তিং বিচিন্তয়েৎ ॥১৮
কাময়েৎ কামিনীং সর্ব্বাং দেবীমীশ্বররূপিণীম্।
চিন্তয়েৎ সুন্দরীং দেবীং সর্ব্বব্যাপককারিণীম্ ॥১৯
ঈকারঃ সর্ব্বমন্ত্রঃ স্যাদপরং[১] স্যাচ্চতুষ্টয়ম্।
বিন্দুত্রয়স্য দেবেশি প্রথমে দেবীবক্ত্রকে ॥২০
বিন্দুদ্বয়ং স্তনদ্বন্দ্বং হৃদি স্থানে নিয়োজয়েৎ।
হকারার্দ্ধকলাং সূক্ষ্মাং যোনিমধ্যে বিচিন্তয়েৎ ॥২১
তথা কামকলারূপাং মদনাঙ্কুরগোচরে।
উদ্যদাদিত্যসঙ্কাশাং সিন্দুরাভাং স্তনদ্বয়ে ॥২২
বিন্দুং সঙ্কল্প্য বক্ত্রে তু স্ফুরদ্দীপশিখাং প্রিয়ে।
আধারাদ্ ব্রহ্মরন্ধ্রান্তং তন্ত্রমার্গেণ ভাবয়েৎ ॥২৩
কামবিন্দুরহং দেবি তত্রস্থাং পরমেশ্বরীম্।
শিবশক্তিময়ীং দেবি তদধঃস্থাৎ কুচদ্বয়ম্ ॥২৪

শ্রীক্রমেও বলিয়াছেন—মধুমতী নাম্নী যে মায়া সকলের মোহ উৎপাদন করে, বাহ্য ও অভ্যন্তরযোগে তাহাকে যেরূপ চিন্তা করিতে হইবে, তাহা শ্রবণ কর।১৭

একরূপে ত্রৈলোক্যের সহিত ঐক্যভাবে স্বীয় বিরাট আত্মা এবং একরূপে সর্ব্ববিধ শান্তির চিন্তা করিতে হইবে। সেই ঈশ্বর-রূপিণী দেবীকে যাবতীয় কামিনীরূপে ও সর্ব্বব্যাপককারিণী সুন্দরীরূপে ধ্যান করিবে।১৮—১৯

ঈকার সর্ব্বমন্ত্র, অপর চারিটি; প্রথমে দেবীর বক্ত্রে বিন্দুত্রয় ও হৃদয়ে বিন্দুদ্বয়স্বরূপ স্তনদ্বয় নিয়োজিত করতঃ, সূক্ষ্ম হকারার্দ্ধ কলা যোনিমধ্যে চিন্তা করিতে হইবে। অনন্তর মদনাঙ্কুরগোচরে কামকলারূপ ভাবনা করিতে হইবে। ঐ কামকলা উদীয়মান প্রভাকরসদৃশ এবং সিন্দুরবৎ আভাযুক্তা। প্রিয়ে! স্তনদ্বয়ে বিন্দু কল্পনা করিয়া. বদনমণ্ডলে আধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র

১। দেবি! বক্ত্রকে ইতি পাঠান্তরম্।

তদধঃ সপরার্দ্ধঞ্চ চিদ্রূপাং পরমাং কলাম্[১]।
সাপি কুণ্ডলিনী শক্তিঃ কামকলাস্বরূপিণী ॥২৫
সা শিখাবর্ত্ম গচ্ছন্তী ভিত্ত্বা গ্রন্থিং চতুর্দ্দশ।
প্রবিশ্য পরমার্গন্তু সূক্ষ্মমার্গস্বরূপিণী ॥২৬
সাপি চ ত্রিবিধা সৃষ্টির্ব্রহ্মবিষ্ণুস্বরূপিণী।
সঞ্চিন্ত্য সাধকশ্রেষ্ঠস্ত্রৈলোক্যং বশমানয়েৎ ॥২৭
এতত্তে কথিতং দেবি কামকলাবিনির্ণয়ম্।
গোপ্তব্যং হি প্রযত্নেন যদীচ্ছেদাত্মনো হিতম্ ॥২৮

অথ কূর্ম্মমুদ্রা, যথা কালিকাপুরাণে—

বামহস্তস্য তর্জ্জন্যাং দক্ষিণস্য কনিষ্ঠিকাম্।
তথা দক্ষিণতর্জ্জন্যাং বামাঙ্গুষ্ঠেন যোজয়েৎ ॥২৯
প্রোন্নতং দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠং বামস্য মধ্যমাদিকাঃ[২]।
অঙ্গুলীর্যোজয়েৎ পৃষ্ঠে দক্ষিণস্য করস্য চ ॥৩০
বামস্য পিতৃতীর্থেন মধ্যমানামিকে তথা।
অধোমুখে চ তে কুর্য্যাৎ দক্ষিণস্য করস্য চ ॥৩১

পর্য্যন্ত তন্ত্রমার্গানুসারে স্ফূর্ত্তিমতী দীপশিখারূপে চিন্তা করিবে। হে দেবি! আমিই সেই বিন্দুরূপ কাম। সাক্ষাৎ পরমেশ্বরী সেই বিন্দুতে বিরাজমানা। তাহার অধোবর্ত্তী কুচদ্বয় সাক্ষাৎ শিবশক্তিময়। তাহার অধোভাগস্থিত সপরার্দ্ধ চিৎস্বরূপিণী পরমাকলা। ইহাঁরই নাম কামকলাস্বরূপিণী কুণ্ডলিনীশক্তি। তিনি চতুর্দ্দশ গ্রন্থি ভেদ করিয়া শিখাপথে গমন ও সূক্ষ্মমার্গরূপে পরমার্থে প্রবেশ করিয়া থাকেন। তিনিই ত্রিবিধা সৃষ্টি, তিনিই ব্রহ্মবিষ্ণুস্বরূপিণী; তাঁহার চিন্তা করিলে, শ্রেষ্ঠ সাধক হইয়া ত্রৈলোক্যকে বশে আনয়ন করিতে পারে। দেবি! তোমার নিকট এই কামকলার স্বরূপ কীর্ত্তন করিলাম। আত্মহিতাকাঙ্ক্ষী ইহা অতীব যত্নসহকারে সংগোপনে রাখিবে।২০—২৮

কূর্ম্মমুদ্রা কালিকাপুরাণে যেরূপ রচিত আছে—বামহস্তের তর্জ্জনীতে দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলি ও দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীতে বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ যোজনা করিয়া

১। ক-কারাক্ষর বীজবিশেষ। ২। দক্ষিণাদিকাঃ।

কূর্ম্মপৃষ্ঠসমং কুর্য্যাদ্দক্ষিণস্য করস্য চ।
এবংবিধঃ সর্ব্বসিদ্ধিং দদাতি পাণিকচ্ছপঃ ॥৩২
কুর্য্যাত্তু নয়নাগ্রে তু নিমীল্য নয়নদ্বয়ম্।
সমং কায়শিরোগ্রীবং কৃত্বা স্থিরতরো বুধঃ।
ধ্যানং সমারভেন্মন্ত্রী সর্ব্বপাপবিনাশনম্ ॥৩৩

ধ্যানং যথা, স্বতন্ত্রে—

দেব্যা ধ্যানং প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বদেবোপসেবিতাম্ ॥
অঞ্জনাদ্রিনিভাং দেবীং করালবদনাং শিবাম্ ॥৩৪
মুণ্ডমালাবকীর্ণাংসাং মুক্তকেশীং স্মিতাননাম্।
মহাকালহৃদম্ভোজে স্থিতাং পীনপয়োধরাম্ ॥৩৫
বিপরীতরতাসক্তাং ঘোরদংষ্ট্রাং শিবৈঃ সহ।
নাগযজ্ঞোপবীতাঞ্চ চন্দ্রার্দ্ধকৃতশেখরাম্ ॥৩৬

দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠকে উন্নত করত বামহস্তের মধ্যমাদি অঙ্গুলিসকল দক্ষিণ হস্তের ক্রোড়ে ন্যস্ত করিবে। পরে বামহস্তের তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের মধ্যভাগে দক্ষিণ হস্তের অনামিকা ও মধ্যমা অধোমুখে সংযোজিত করিয়া, দক্ষিণহস্তের পৃষ্ঠদেশ কূর্ম্মপৃষ্ঠের সমান উন্নত করিতে হইবে। ইহার নাম পাণিকচ্ছপ বা কূর্ম্মমুদ্রা। ইহা দ্বারা সর্ব্ববিধ সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। নয়নদ্বয় নিমীলিত করিয়া, নয়নাগ্রে ইহা ন্যস্ত করিবে এবং কায়, শির ও গ্রীবা সমভাবে রাখিয়া, স্থিরতর হইয়া ধ্যানে প্রবৃত্ত (রত, নিরত) হইবে। তাহা হইলে সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হইবে।২৯—৩৩

ধ্যান, যথা স্বতন্ত্র তন্ত্রে বিবৃত হইয়াছে—দেবতাগণ যাঁহার সেবা করেন, সেই দেবীর ধ্যান বলিব। তিনি অঞ্জনপর্ব্বতসন্নিভা, স্বপ্রকাশবিশিষ্টা, করালবদনা, পরমমঙ্গলস্বরূপিণী, মুক্তকেশী, স্মেরাননা মৃদুহাস্যকারিণী মুণ্ডমালাসমলঙ্কৃত-গলদেশ-বিশিষ্টা, মহাকালের হৃৎকমলাধিষ্ঠিতা, পীনপয়োধরা, বিপরীতরতাসক্তা, শিবাগণে

১। অঞ্জন—দীপশিখার কালিমা; ভূসা।

সর্ব্বালঙ্কারযুক্তাঞ্চ মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্।
মৃতহস্তসহস্রৈস্তু কাঞ্চীবদ্ধাং[১] দিগম্বরীম্ ॥৩৭
শিবা[২]কোটিসহস্রৈস্তু যোগিনীভির্ব্বিরাজিতাম্ ॥
রক্তপূর্ণমুখাম্ভোজাং মদ্যপানপ্রমত্তকাম্ ॥৩৮
বহ্ন্যর্কশশিনেত্রাস্তু বহ্নিবিস্ফুরিতাননাম্[৩]।
বিগতাসুকিশোরাভ্যাং কৃতকর্ণাবতংসিনীম্ ॥৩৯
কণ্ঠাবসক্তমুণ্ডালীং গলদ্রুধিরচর্চ্চিতাম্।
শ্মশানবহ্নিমধ্যস্থাং ব্রহ্মকেশববন্দিতাম্ ॥৪০
সদ্যশ্ছিন্নশিরঃ-খড়্গ-বরাভীতি করাম্বুজাম্।
তত্র বামোর্দ্ধহস্তেন কপালং তদধঃ শিরঃ।
দক্ষিণোর্দ্ধহস্তে অভয়ং তদধঃ বরমিতি ॥৪১

পরিবেষ্টিতা, ঘোর (ভীষণ ভয়ঙ্কর ত্রাসজনক ও ভীতিপ্রদ) দংষ্ট্রা (বৃহৎদন্তযুক্তা), সর্পযজ্ঞোপবীতালঙ্কৃত, অর্দ্ধচন্দ্রকৃতশেখরা (শিরোভূষণ, কিরীটশালিনী), সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা, মুণ্ডমালায় অলঙ্কৃতা, সহস্র সহস্র মৃত হস্তের কাঞ্চীদামে বিমণ্ডিতা, দিগম্বরা, শিবাকোটি সহস্রের সমভিব্যাহারিণী, যোগিনীগণে পরিবারিতা, রক্তপূর্ণ মুখকমল-সুশোভিতা, মদ্যপানে মত্তভাবাপন্না, সূর্য্য, সোম ও অগ্নিরূপ লোচনত্রিতয়ে বিমণ্ডিতা। তাঁহার বদনমণ্ডল শোণিতসংসর্গে সমুজ্জ্বলিত (প্রদীপ্তমান, দীপ্তিমান) হইয়াছে। তিনি মৃতশিশুদ্বয়কে শ্রুতিমূলে অর্থাৎ কর্ণমূলে, আকর্ণ অর্থাৎ কর্ণ পর্য্যন্ত ভূষণরূপে ধারণ করিয়াছেন। কণ্ঠদেশ-বিলম্বিনী (লম্বিত, দুলিত) মুণ্ডমালা হইতে পতিত রুধিরধারা সর্ব্বশরীর চর্চ্চিত করিয়াছে। তিনি শ্মশানালয় ও বহ্নিমধ্যে অবস্থিতি করেন। ব্রহ্মা ও কেশব তাঁহার বন্দনা করিয়া থাকেন। তাঁহার হস্তে সদ্যশ্ছিন্ন মস্তক, খড়্গ, বর ও অভয় বিরাজমান (বিদ্যমান)। তন্মধ্যে বামদিকের ঊর্দ্ধ্ব হস্তে কপাল ও তাহার অধোবর্ত্তী হস্তে মস্তক এবং দক্ষিণদিকের ঊর্দ্ধ্ববর্ত্তী হস্তে অভয় ও তাহার অধোভাগে বর বিরাজ করিতেছে।৩৪—৪১

১। বদ্ধকাঞ্চীং। কাঞ্চী (কাঞ্চি)—কটিভূষণ, ধাতুনির্ম্মিত কটিবন্ধ। কটিহার একগুণ হইলে 'কাঞ্চী'; দুইগুণ বা সাতগুণ হইলে, অথবা আটগুণ হইলে 'মেখলা' এবং কুড়িগুণ হইলে 'সপ্তকী'।
২। শব। ৩। বহ্নিবিস্ফুতাননাম্।

তথুক্তং মহাকালকৃতস্তবে—

"ঊর্দ্ধং বামে কৃপাণং করকমলতলে ছিন্নমুণ্ডং
তথাধঃ সব্যে চাভীর্ব্বরঞ্চেত্যাদি ॥৪২

ধ্যানান্তরং, যথা ভৈরবতন্ত্রে—

করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাম্।
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্ ॥৪৩
সদ্যশ্ছিন্নশিরঃখড়্গাবামাধোর্দ্ধকরাম্বুজাম্।
অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণোর্দ্ধাধঃপাণিকাম্[১] ॥৪৪
মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং তথৈব চ দিগম্বরীম্।
কণ্ঠাবসক্তমুণ্ডালীং গলদ্রুধিরচর্চ্চিতাম্ ॥৪৫
কর্ণাবতংসতানীত[২]-শবযুগ্মভয়ানকাম্।
ঘোরদংষ্ট্রাং করালাস্যাং পীনোন্নত-পয়োধরাম্ ॥৪৬

মহাকালকৃতস্তবেও এইরূপ লিখিত আছে। যথা—বাম করতলের উর্দ্ধে কৃপাণ, তাহার অধোভাগে ছিন্নমুণ্ড, দক্ষিণ করে অভয় ও বর ইত্যাদি।৪২

ধ্যানান্তর যথা, ভৈরবতন্ত্রে—দক্ষিণা কালিকার ভজনা করিবে। তিনি করালবদনা, ঘোরা (অতি ভীষণ ভয়ঙ্করা), মুক্তকেশী, চতুর্ভুজা, অলৌকিক (লোকাতীত অর্থাৎ যাহা লোকে অর্থাৎ পৃথিবীতে সম্ভাবিত নহে বা নাই) স্বভাব-বিশিষ্টা ও মুণ্ডমালাবিভূষিতা। তাঁহার বামদিকের অধ ও উর্দ্ধকরপদ্মে সদ্যশ্ছিন্ন শিরঃ ও খড়্গ বিরাজমান। দক্ষিণ হস্তের অধ ও উর্দ্ধে অভয় ও বর শোভা পাইতেছে। তাঁহার প্রভা মহামেঘ-সদৃশী। তিনি শ্যামা ও দিগম্বরী। তাঁহার কণ্ঠে

১। দক্ষদ্বয়করাম্বুজাম্।

২। কর্ণাবতংসতাং। শবযুগ্মেতি ঘোরবাণাবতংসেতি প্রেতকর্ণাবতংসেতি চ। শকুন্তপক্ষসংযুক্ত-বামকর্ণবিভূষিতাং। বিগতাস্য কিশোরাভ্যাং কৃতকর্ণাবতংসিনীমিতি দর্শনাদুভয়মেব পাঠঃ তন্ত্রসারে।

কোন স্থলে ধ্যানে 'শবযুগল কর্ণভূষণ', আবার ধ্যানান্তরে শিশুযুগল কর্ণভূষণ বর্ণিত আছে। 'ঘোরবাণাবতংসা এবং প্রেতকর্ণাবতংসা'—এই উভয় প্রকার পাঠই ধ্যানাদিতে দৃষ্ট হয়। আবার কোনস্থলে বামকর্ণে শকুন্তপক্ষীর পক্ষসংযুক্ত কর্ণভূষণ এবং শব (মৃত) বালকযুগল দ্বারা কর্ণভূষণ করিয়াছেন। এতদুভয় প্রকার পাঠের বিদ্যমানতা নিবন্ধন 'শবযুগ্ম' এবং 'শিশুযুগ্ম' দুই প্রকার পাঠই গ্রহণীয়। পুনঃ 'কর্ণালম্বিত বাণযুগ্ম ভয়দাং মুণ্ডস্রজাং মালিনীম্' ইতি চ তন্ত্রান্তরে। শকুন্তপক্ষ-

শবানাং করসংঘাতৈঃ কৃতকাঞ্চীং হসন্মুখীম্।
সৃক্কদ্বয়গলদ্রক্তধারাভিঃ স্ফুরিতাননাম্।।৪৭
ঘোররূপাং মহারৌদ্রীং শ্মশানালয়বাসিনীম্।
দন্তুরাং দক্ষিণব্যাপি-মুক্তালম্বি-কচোচ্চয়াম্।।৪৮
শবরূপ-মহাদেব-হৃদয়োপরি সংস্থিতাম্।
শিবাভির্ঘোররাবাভিশ্চতুর্দ্দিক্ষু সমন্বিতাম্।।৪৯
মহাকালেন চ সমং বিপরীত-রতাতুরাম্।
ভজেৎত্রিজগতাং ধাত্রীং স্মেরাননসরোরুহাম্।
এবং সঞ্চিন্তয়েৎ কালীং ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধিদাম্।।৫০

অথানয়োরেকতরেণ দেবীং ধ্যাত্বা মানসোপচারৈরারাধ্য পূর্ব্ববজ্জপহোমং কৃত্বা নমস্কারং স্তোত্রপাঠং চ কুর্য্যাৎ।।৫১

মুণ্ডমালা দোদুল্যমান (অনবরত দুলিতেছে)। বিগলিত রুধিরধারায় তাঁহার কলেবর চর্চ্চিত (প্রলিপ্ত, লেপিত)। তাঁহার কর্ণে শবযুগ্মের ভূষণ। তাহাতে তিনি অতি ভীষণ ভয়ঙ্করদর্শনা হইয়াছেন। তাঁহার দ্রংষ্ট্রা (অতি ত্রাসোৎপাদক বৃহৎদন্ত) ঘোরভাবাপন্ন। পয়োধর পীনোন্নত। শবসমূহের করসমূহ দ্বারা তাঁহার কাঞ্চী (কটিহার, মেখলা) বিনির্ম্মিত হইয়াছে। তাঁহার বদনমণ্ডল সহাস্য। তাঁহার সৃক্কদ্বয় হইতে যে রুধিরধারা বিগলিত হইতেছে, তদ্দ্বারা তাঁহার মুখমণ্ডল সমুজ্জ্বল হইয়াছে। তিনি ঘোররূপা ও অতীব রৌদ্রপ্রকৃতি এবং শ্মশানে বাস করেন। তিনি শবরূপ মহাদেবের হৃদয়োপরি অবস্থিতি করিতেছেন। শিবাগণ ভয়ঙ্কর স্বরে তাঁহার চতুর্দ্দিকে চীৎকার করিতেছে। তিনি মহাকালের সহিত বিপরীত-বিহারে মত্তা আছেন। তিনি ত্রিজগতের ধাত্রী। তাঁহার বদন-সরোরুহ (কমল) মৃদুমন্দহাস্যে সুশোভিত। ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধিদায়িনী কালিকাকে এইরূপে চিন্তা করিবে।৪৩—৫০

এতদুভয়ের একটি ধ্যান দ্বারা দেবীর ধ্যান করিয়া, মানস উপচারসমূহে আরাধনা করত পূর্ব্বের ন্যায় জপ-হোম সহকারে নমস্কার স্তোত্র পাঠ করিবে।৫১

সংযুক্ত-বামকর্ণবতংসিনীম্, (ভৈরবীতন্ত্রে) ইত্যাদি প্রকারান্তর ধ্যানাদি-ধৃত বিশেষণাদিতে বিবৃত দেবী অন্যতর রূপেও সাধকের ধ্যানে আবির্ভূতা হইয়া সেবিতা (পূজিতা) হইয়াছেন। সুতরাং এই বিভিন্ন বিশেষ রূপগুলিও সঙ্গত এবং গ্রাহ্য।

যন্ত্রনির্ম্মাণার্থং পাত্রাণি, যথা মুণ্ডমালাতন্ত্রে—

তাম্রপাত্রে কপালে বা শ্মশানে কাষ্ঠনির্ম্মিতে।
শনিভৌমদিনে বাপি শরীরে মৃতসম্ভবে।
স্বর্ণরৌপ্যে চ লৌহে বা চক্রমভ্যর্চ্চ্য যত্নতঃ ॥৫২

স্বতন্ত্রেঽপি—

ইত্থং বিন্যস্তদেহঃ সন্ চক্ররাজং সমালিখেৎ।
সুবর্ণে রজতে তাম্রে পাষাণে বাষ্টধাতুষু॥ ইতি ॥৫৩

অথ বহিঃ পূজার্থং বক্ষ্যমাণগন্ধাষ্টকলিপ্তে স্বর্ণাদিকুণ্ডগোলস্বয়ম্ভূ-কুসুমাগুরুলিপ্তে বা স্বর্ণরজততাম্রশলাকয়া বিন্দুকণ্টকেন পুষ্পেণ বা মন্ত্রমুচ্চরন্। বিন্দুমায়াযুতত্রিকোণপঞ্চবৃত্তাষ্টদলপদ্মচতুরস্রং চতুর্দ্বারাত্মকং যন্ত্ররাজং লিখেদিতি সৎসম্প্রদায়া বদন্তি ॥৫৪

তথা চ কালীতন্ত্রে—

আদৌ ত্রিকোণং বিন্যস্য ত্রিকোণং তদ্বহির্ন্যসেৎ।
ততো বৈ বিলিখেন্মন্ত্রী ত্রিকোণত্রয়মুত্তমম্ ॥৫৫

যন্ত্রনির্ম্মাণার্থ পাত্রসমূহ—যথা মুণ্ডমালাতন্ত্রে। তাম্রপাত্রে, কপালে, শ্মশান-কাষ্ঠনির্ম্মিত পাত্রে শনি অথবা মঙ্গলবারে মৃত ব্যক্তির দেহে স্বর্ণ, রৌপ্য অথবা লৌহপাত্রে যত্নসহকারে মন্ত্রের অভ্যর্চ্চনা করিবে। স্বতন্ত্রেও বলিয়াছেন, এইরূপে করিয়া সুবর্ণে, রজতে, তাম্রে, পাষাণে অথবা অষ্টধাতুতে যন্ত্ররাজ অঙ্কন করিবে।৫২—৫৩

অনন্তর বহিঃপূজার জন্য নিম্নলিখিত অষ্টবিধ গন্ধে বিলিপ্ত প্রদেশে স্বর্ণ, রৌপ্য বা তাম্রনির্ম্মিত শলাকা অথবা বিন্দুকণ্টক পুষ্প দ্বারা মন্ত্রোচ্চারণসহকারে বিন্দু ও মায়াবীজযুক্ত ত্রিকোণ, পঞ্চবৃত্ত, অষ্টদল পদ্ম, চতুরস্র ও চতুর্দ্বার বিশিষ্ট যন্ত্ররাজ অঙ্কিত করিবে। সৎসম্প্রদায়িগণ এইরূপ বলিয়াছেন।৫৪

কালীতন্ত্রে লিখিত আছে— আদিতে ত্রিকোণ বিন্যস্ত করিয়া, উহার বাহিরে ত্রিকোণ বিন্যস্ত করিতে হইবে। তদনন্তর উৎকৃষ্ট বিধানে ত্রিকোণত্রয়

ততো বৃত্তং সমালিখ্য লিখেদষ্টদলং ততঃ।
বৃত্তং বিলিখ্য বিধিবল্লিখেৎ নূপুরযুগ্মকম্[১] ॥৫৬

স্বতন্ত্রেঽপি—

স্বয়ম্ভূকুসুমং[২] কুণ্ডগোলোত্থং[৩] রোচনাগুরু।
কাশ্মীরমৃগনাভী চ শিহ্লকঞ্চ[৪] চন্দনদ্বয়ম্ ॥৫৭
এষ গন্ধঃ সমাখ্যাতঃ সর্ব্বদা চণ্ডিকাপ্রিয়ঃ।
এতেন গন্ধযোগেন যোনিচক্রং সমালিখেৎ ॥৫৮
যোনিদ্বয়ং ততঃ কুর্য্যাৎ কোণষট্কং ততঃ প্রিয়ে।
ততশ্চাষ্টদলং ভূমিং চতুর্দ্বারৈঃ সমন্বিতাম্।
এতত্তে কথিতং চক্রমত্র পুষ্পাঞ্জলিং কিরেৎ ॥৫৯

অঙ্কন করিবে। তৎপরে বৃত্তলেখনপুরঃসর অষ্টদল লিখিতে হইবে। বিহিত বিধানে বৃত্ত অঙ্কিত করিয়া দুইটী ভূপুর লিখিবে (অঙ্কিত বা রচনা করিবে)।৫৫—৫৬

স্বতন্ত্রেও এইরূপ বলিয়াছেন, যথা,—স্বয়ম্ভূকুসুম, কুণ্ডগোলোত্থ, রোচনা (গোরোচনা), অগুরু, কাশ্মরী মৃগনাভি, শিহ্ল, রক্তচন্দন ও শ্বেতচন্দন—ইহাদের নাম গন্ধ। ইহা সর্ব্বদা চণ্ডিকার প্রিয়। এই গন্ধযোগেই যোনিচক্র লিখিতে হইবে। পরে যোনিদ্বয় লিখিয়া, কোণষট্ক পাতন করিবে। অনন্তর অষ্টদল চতুর্দ্বারসমন্বিত ভূমি লিখিবে; তোমার নিকট এই চক্র কথিত হইল। এই চক্রেই পুষ্পাঞ্জলি বিকিরণ (বিক্ষেপ) করিবে।৫ —৫৯

১। ভূপুরযুগ্মকম্।

২। স্বয়ম্ভূকুসুম—কুমারী কন্যার সর্ব্বপ্রথম ঋতুজাত আর্ত্তব রজঃ বা শোণিত।

৩। কুণ্ডগোলোত্থ—মৈথুনজাত মিশ্রিত শুক্র-শোণিতের নাম অবস্থাভেদে কুণ্ডোত্থ ও গোলোত্থ। কুণ্ডগোলোত্থ দ্রব্য দেবীর পূজায় অর্ঘ্যে প্রদান করিবার বিধি আছে। আবার অবস্থা বিশেষে স্ত্রী-শোণিতের নাম স্বয়ম্ভুকুসুম। ইহাও দেবীকে নিবেদন করিবার জন্য বিহিত হইয়াছে। মুখ্য কুণ্ডগোলোত্থ দ্রব্য এবং স্বয়ম্ভূ কুসুম অথবা উহাদের অনুকল্প জিতেন্দ্রিয় যোগী ভিন্ন সাধারণ উপাসক ইহাদের কিছুই দেবতাকে নিবেদন করিবে না। কলির তিন-সহস্র বৎসর পরে যোগীও ইহা দেবীকে প্রদান করিবেন না। ইহা রামেশ্বরের অভিপ্রায়। অধুনা কলের্গতাব্দা ৫০৮০ অর্থাৎ বর্ত্তমান বাঙ্গলা ১৩৮৩ সনে কলির ৫০৮০ বৎসর। যে কৌলসাধক মল মূত্র শুক্র-শোণিত প্রভৃতিতে ঘৃণা ও অপবিত্রতা-বুদ্ধি পরিহার করিয়া এই সকল বস্তুকে পবিত্র বলিয়া মনে ভাবিতে পারিয়াছেন, একমাত্র তিনিই অর্ঘ্যপাত্রে কুণ্ড-গোলোত্থ দ্রব্য প্রদান করিবার যথাযোগ্য অধিকারী।

৪। শিহ্ল (-হ্লক)—গন্ধদ্রব্যবিশেষ; শিলারস।

কুমারীকল্পেঽপি—

আদৌ ত্রিকোণং বিন্যস্য ত্রিকোণং তদ্বহির্ন্যসেৎ।
বহিস্ত্রিকোণমালিখ্য কোণষট্কং লিখেদ্বহিঃ ॥৬০
মধ্যে তু বৈন্দবং চক্রং বীজমায়াবিভূষিতম্।
ষট্কোণাত্তু বহির্বৃত্তং ততোঽষ্টদলকং লিখেৎ ॥৬১
বহির্বৃত্তেন সংযুক্তং ভূপূরৈকেণ[১] সংযুতম্।
জ্ঞাত্বৈবং মুক্তিমাপ্নোতি যন্ত্ররাজং ন সংশয়ঃ ॥৬২
এতত্তু বিলিখেত্তাম্রে কুণ্ডগোল-বিলেপিতে।
স্বয়ম্ভূকুসুমৈর্যুক্তে কুঙ্কুমাগুরুসেবিতে ॥ ৬৩

নন্থ উক্তং পঞ্চদশকোণং কথমুক্তং স্বতন্ত্রাদিতন্ত্রবিরোধাৎ। ন চ বাচ্যং কালীতন্ত্রমতমিতি, তত্রৈব পূজায়াং ষট্কোণপদশ্রুতেঃ ॥৬৪

তদ্ যথা—

কালীং কপালিনীং কুল্লাং কুরুকুল্লাং বিরোধিনীম্।
বিপ্রচিত্তাস্ত সংপূজ্য বহিঃ ষট্কোণকে বুধঃ ॥৬৫

কুমারীকল্পেও বলিয়াছেন, প্রথমে ত্রিকোণ বিন্যস্ত করিয়া, তাহার বাহিরে ত্রিকোণ অঙ্কিত করিবে। বহিস্ত্রিকোণ লিখিয়া, বাহিরে কোণষট্ক সন্নিবিষ্ট করিতে হইবে। মধ্যে বীজ ও মায়াবিভূষিত বিন্দুচক্র লিখিয়া, ষট্কোণ হইতে বাহিরে অষ্টদল ও বৃত্ত সন্নিবেশিত করিতে হইবে। এইরূপে বহির্বৃত্ত ও ভূপুরৈকসমন্বিত যন্ত্ররাজ জানিতে পারিলে, নিঃসন্দেহেই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। স্বয়ম্ভুকুসুম সহিত কুঙ্কুম ও অগুরুসমন্বিত এবং কুণ্ডগোলবিলিপ্ত তাম্রপাত্রে উল্লিখিত যন্ত্ররাজ লিখিতে হইবে।৬০—৬৩

যদি বলা হয় এখানে কিরূপে পঞ্চদশ কোণের উল্লেখ করিলেন? ইহাতে স্বতন্ত্রাদি তন্ত্রের সহিত বিরোধ ঘটে। তবে ইহা কালীতন্ত্রের মত। এইরূপ বলিতে পারা যায় না। কেননা, কালীতন্ত্রে পূজাসময়ে ষট্কোণ শব্দ প্রয়োজিত হইয়াছে।৬৪

যথা—জ্ঞানবান্ সাধক বাহিরের ষট্কোণে কালী, কপালিনী, কুল্লা, কুরুকুল্লা, বিরোধিনী ও বিপ্রচিত্তার পূজা করিয়া, ইত্যাদি; প্রস্তাবিতস্থলে বহিঃস্থ

১। নূপুরৈকেণ।

ইতি বহিরুপাদানং ব্যর্থমেব, অন্তঃষট্‌কোণাভাবাৎ বচনান্তর-দর্শনাচ্চ। তথা কালীতন্ত্রে,

পঞ্চশক্তিং সমালিখ্য অধোবক্ত্রাং সুলক্ষণাং ইতি ॥৬৬

কালিকাশ্রুতৌ চ—

ত্রিকোণং ত্রিকোণং নবকোণং পদ্মমিতি ॥৬৭

কুলসম্ভবেঽপি—

ত্রিকোণং বিন্যসেৎ পদ্মে পুনশ্চাপি ত্রিকোণকম্।
নবকোণং পুনস্তত্র তন্মধ্যে স্থাপয়েৎ শিবাম্। ৬৮

তস্মাৎ ষট্‌কোণমত্র শক্ত্যাত্মকমিতি। নন্বেবং ত্রিকোণদ্বয়ান্তর্গত-ভৈরবীচক্রবন্নবকোণং মতান্তরং স্যাৎ। নৈবং, তদা তত্রৈব পূজায়াং মহাবিরোধঃ ॥৬৯

তদ্‌ যথা কুলসম্ভবে—

কালীং কপালিনীং কুল্লাং কুরুকুল্লাং বিরোধিনীম্।
বিপ্রচিত্তাং ন্যসেচ্চৈব বহিঃ ষট্‌কোণকে বুধঃ ॥৭০
উগ্রামুগ্রপ্রভাং দীপ্তাং পরত্রিকোণকে ন্যসেৎ।
নীলাং ঘনাং বলাকাঞ্চ তথৈবাপরকে ত্রিকে।
মাত্রাং মুদ্রাং মিতাঞ্চৈব পরত্রিকোণকে বুধঃ ॥৭১

উপাদান সকল ব্যর্থ হইয়া পড়ে। কেননা, অন্তঃষট্‌কোণের অভাব ও বচনান্তর দৃষ্ট হইতেছে।৬৫ – ৬৭

কুলসম্ভবেও বলিয়াছেন—ত্রিকোণ-ত্রিকোণ নবকোণ পদ্ম ইত্যাদি। পদ্মমধ্যে ত্রিকোণ বিন্যস্ত করিয়া, পুনরায় ত্রিকোণ অঙ্কিত করিতে হইবে। পুনরায় নবকোণ লিখিয়া, তাহার মধ্যে শিবার স্থাপনা করিবে।৬৮

এই কারণে এখানে ষট্‌কোণ শক্ত্যাত্মক বুঝিতে হইবে। যদি এইরূপ হয়, তাহা হইলে, ত্রিকোণদ্বয়ের অন্তর্গত ভৈরবীচক্রের ন্যায়, নবকোণ মতান্তর হইয়া পড়ে। কিন্তু তাহা নহে। কেননা, ঐরূপ হইলে, পূজান্তে মহাবিরোধ উপস্থিত হয়। যথা, কুলসম্ভবেই বলিয়াছেন—বুদ্ধিমান্ সাধক বহিঃষট্‌কোণকে কালী, কপালিনী, কুল্লা, কুরুকুল্লা, বিরোধিনী ও বিপ্রচিত্তাকে ন্যস্ত করিয়া, অপর ত্রিকোণমধ্যে উগ্রা, উগ্রপ্রভা ও দীপ্তাকে এবং অন্যতর ত্রিকোণকে নীলা, ঘনা, বলাকা ও অপর ত্রিকোণকে মাত্রা, মুদ্রা ও মিতাকে বিন্যস্ত করিবে।৬৯—৭১

এতদুক্তং ভবতি ষট্‌কোণাবরণান্তে অপরত্রিকোণকে ত্রয়াবরণম্। তথাপরে ত্রিকোণত্রয়ং অপরং ত্রয়ং যজেদিত্যস্যার্থো ভবন্মতে তু ত্রিকোণং (যত্র) নাস্ত্যেব ত্রিকোণশব্দস্য কেবলত্রিকোণাত্মকে শৃঙ্গাটকে শক্তিত্বাৎ। ন চ বাচ্যং নবযোনের্ব্বাহ্যকোণাষ্টকসৈ্যকৈককোণপদ-শক্তিরিতি। তত্রিপঞ্চারপীঠাদ্যনুপপত্তেঃ, সমগ্রচক্রপূজাভাবাচ্চ। তস্মান্নবযোন্যাত্মকমিতি ভাবঃ। বস্তুতস্তু স্বতন্ত্রাদিতন্ত্রভেদাৎ। ষট্‌-কোণান্তর্গত-ত্রিকোণাত্মকমপি যন্ত্রান্তরং ভবতি। যতঃ ষট্‌কোণ-শব্দস্য পারিভাষিকে শক্তিরন্যত্র লক্ষণা। ন হি কোঽপি দৃষ্টপরি-কল্পনাং বিহায়াদৃষ্টং কল্পয়তি। যত্তু কালীতন্ত্রে ষট্‌কোণমুক্তং তত্তু তন্মতে বোদ্ধব্যম্। অন্যত্র কল্পনে মানাভাবাৎ। ন চৈকদৈবত-মন্ত্রে যন্ত্রদ্বয়কল্পনে বিরোধ ইতি বাচ্যম্। তারাতন্ত্রে একদৈবত-মন্ত্রস্য বিবিধযন্ত্রদর্শনাৎ। এতত্তু তস্যাঃ পূজায়ামগ্রে লিখিষ্যামঃ॥৭২

অথ স্বর্ণাদিসিংহাসনে পুরতো যথোক্তযন্ত্রং সংস্থাপ্য তদুপরি পূজয়েদ্, যথা—হ্রীঁ আধারশক্তয়ে নমঃ। ওঁ প্রকৃত্যৈ নমঃ। ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ। ওঁ অনন্তায় নমঃ। লং পৃথিব্যৈ নমঃ। ওঁ সুধাম্বুধয়ে। ওঁ মণিদ্বীপায়। ওঁ চিন্তামণিগৃহায়। ওঁ শ্মশানায়। ওঁ পারিজাতায়। ওঁ রত্নবেদিকায়ৈ। ওঁ মণিপীঠায়। দিক্ষু ওঁ নমো দেবেভ্যঃ, পরিতঃ

তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, ষট্‌কোণের আবরণান্তে অপর ত্রিকোণ তিনটি আবরণ মাত্র। যাহা হউক, এখানে নবযোন্যাত্মক বুঝিতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে স্বতন্ত্রাদি তন্ত্রভেদে ঐরূপ ঘটিয়াছে। ষট্‌কোণের অন্তর্গত ত্রিকোণাত্মক যন্ত্রান্তরও হইতে পারে। যেহেতু ষট্‌কোণ শব্দের পারিভাষিক অর্থ শক্তি, অন্যত্র লক্ষণা বুঝিতে হইবে। কোন ব্যক্তিই দৃষ্টপরিকল্পনা ত্যাগ করিয়া, অদৃষ্টকল্পনায় প্রবৃত্ত হয় না। কালীতন্ত্রে যে ষট্‌কোণ শব্দ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা তাহারই মত বুঝিতে হইবে। অন্যত্র কল্পনা করিলে, মানাভাব সংঘটিত হইয়া থাকে। একদৈবত মন্ত্রে যন্ত্রদ্বয় কল্পনা করিলে বিরোধ হয়, তাহাও বলিতে পারা যায় না। কেননা, তারাতন্ত্রে একদৈবত মন্ত্রের বিবিধ যন্ত্র লিখিত হইয়াছে। এ বিষয় তাঁহার পূজায় পরে লিখিত হইবে।৭২

ওঁ বহুমাংসাস্থিমোদমানশিবাভ্যঃ, ওঁ শবমুণ্ডেভ্যঃ। পূর্ব্বাদি-চতুর্দ্দিক্ষু—ওঁ ধর্ম্মায়, ওঁ জ্ঞানায়, ওঁ বৈরাগ্যায়, ওঁ ঐশ্বর্য্যায়। বহ্ন্যাদি-দিক্ষু—ওঁ অধর্ম্মায়, ওঁ অজ্ঞানায়, ওঁ অবৈরাগ্যায়, ওঁ অনৈশ্বর্য্যায়। মধ্যে—ওঁ অনন্তায়, ওঁ পদ্মায়, অং অর্কমণ্ডলায়, উং সোমমণ্ডলায়, মং বহ্নি-মণ্ডলায়; সং সত্ত্বায়, রং রজসে, তং তমসে, আং আত্মনে, অং অন্তরাত্মনে, পং পরাত্মনে, হ্রীঁ জ্ঞানাত্মনে। পত্রমূলে পূর্ব্বাদিতঃ—ওঁ ইচ্ছায়ৈ, ওঁ জ্ঞানায়ৈ, ওঁ ক্রিয়ায়ৈ ওঁ কামিন্যৈ, ওঁ কামদায়ৈ, ওঁ রত্যৈ, ওঁ রতিপ্রিয়ায়ৈ, ওঁ আনন্দায়ৈ। কর্ণিকায়াং—ওঁ মনোন্মন্যৈ। মধ্যে ঐঁ পরায়ৈ, ঐঁ অপরায়ৈ, ঐঁ পরাপরায়ৈ হেসৌঃ সদাশিব-মহাপ্রেতপদ্মাসনায় নমঃ। ইতি পীঠপূজাং কুর্য্যাৎ। নমোঽন্তেন সর্ব্বত্র ॥৭৩

ততঃ কলসস্থাপনং কুর্য্যাৎ। তত্র লক্ষণমাহ তন্ত্রান্তরে—

কলাং কলাং[১] গৃহীত্বা তু দেবানাং বিশ্বকর্ম্মণা।
নির্ম্মিতোঽয়ং সুরৈর্যস্মাৎ কলসস্তেন উচ্যতে ॥৭৪

পদ্মপাদাচার্য্যাস্তু 'কলাঃ সেবতে ইতি কলসঃ'।

সৌবর্ণং রাজতং বাপি মার্ত্তিক্যং বা যথোদিতম্।
ক্ষালয়েদস্ত্রমন্ত্রেণ কুম্ভং সম্যক্ সুরেশ্বরি ॥ ইতি স্বতন্ত্রে ॥৭৫

অনন্তর স্বর্ণাদি সিংহাসনে পুরোভাগে (সম্মুখে) যথাশক্তি যন্ত্র স্থাপন করিয়া, তাহার উপরি মূলের লিখিত হ্রীং আধারশক্তয়ে নমঃ ইত্যাদি ক্রমে পূজা করিতে হইবে। সর্ব্বত্রই নমঃ শব্দ প্রয়োগ করিতে হইবে।৭৩

অনন্তর কলস স্থাপন করিবে। তন্ত্রান্তরে তাহার লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা, বিশ্বকর্ম্মা দেবগণের কলা গ্রহণ করিয়া, ইহার নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এইজন্য ইহার নাম কলস হইয়াছে। পদ্মপাদাচার্য্যের মতে কলা সেবন করে, এই অর্থে কলস। স্বর্ণ, রৌপ্য অথবা মৃত্তিকানির্ম্মিত কলস যথোক্ত বিধানে গ্রহণ করিয়া, অয়ি সুরেশ্বরি! অস্ত্রমন্ত্রে সম্যগ্ বিধানে প্রক্ষালিত করিবে। ইহাও স্বতন্ত্রে কথিত হইয়াছে।৭৪—৭৫

১। কলাকন্দং।

অথ প্রয়োগঃ। স্ববামে বিন্দুষট্‌কোণচতুরস্রং কৃত্বা সামান্যোদকেনাভ্যুক্ষ্য তত্রাধারশক্তয়ে নমঃ ইতি পূজয়েৎ। ততো নম ইতি ক্ষালিতাধারং তত্র নিধায় মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নম ইতি সংপূজ্য ফড়িতি ক্ষালিতঘটং রক্তবস্ত্রমাল্যাদিভিরলঙ্কৃতং ওঁ ইতি দেবীবুদ্ধ্যা মণ্ডলোপরি নিধায় অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নম ইতি সংপূজ্য মূলমুচ্চরন্ কারণেন তং সংপূজ্য দ্রব্যে[১] উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নম ইতি দত্ত্বা ফড়িতি দর্ভৈর্দ্রব্যং সংতাড্য হুঁ ইত্যবগুণ্ঠ্য মূলেন বীক্ষ্য নমঃ ইত্যুভ্যুক্ষণং কৃত্বা মূলেন গন্ধমাদায়—ওমিতি মন্ত্রেণ কুম্ভে পুষ্পং দত্ত্বা শাপমোচনং[২] কুর্য্যাৎ॥৭৬

তদুক্তং স্বতন্ত্রে—

ততশ্চ কারণং দিব্যং[৩] সমানীয় ঘটে স্থিতম্।
বেষ্টিতং রক্তবস্ত্রেণ রক্তমাল্যেন ভূষিতম্॥৭৭

প্রয়োগ যথা,—আপনার বামভাগে বিন্দুষট্‌কোণ চতুরস্র লিখিয়া, সামান্য জল দ্বারা অভ্যুক্ষিত করিয়া, তাহাতে 'আধারশক্তয়ে নমঃ' এইমন্ত্র বলিয়া পূজা করিবে। অনন্তর নমঃ শব্দ যোগ করিয়া প্রক্ষালিত আধারকে তন্মধ্যে স্থাপন করিয়া, মং ইত্যাদি মন্ত্রে বিশেষরূপে পূজা করিতে হইবে। তৎপরে ফট্ শব্দে প্রক্ষালিত ঘটকে রক্তবস্ত্র ও মাল্যাদি দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া, ওঁ ইতি মন্ত্রে দেবীবুদ্ধিতে মণ্ডলের উপরি স্থাপন ও অর্কমণ্ডলায় ইত্যাদি মন্ত্রে বিশিষ্টবিধানে পূজা করিবে। পরে মূলোচ্চারণপূর্ব্বক কারণসহযোগে পূজা করিয়া, উং ইত্যাদি মন্ত্রে দান, ফট্ শব্দে দর্ভ দ্বারা দ্রব্য সংতাড়ন, হুঁ শব্দে অবগুণ্ঠন, মূলমন্ত্রে বীক্ষণ, নমঃ শব্দে অভ্যুক্ষণ এবং মূলসহায়ে গন্ধগ্রহণপূর্ব্বক ওঁ ইতি মন্ত্রে কুম্ভে পুষ্পদান করিয়া শাপমোচন করিবে।৭৬

স্বতন্ত্রে তাহা বলিয়াছেন, যথা—অনন্তর দিব্য কারণ আনয়নপূর্ব্বক ঘটকে রক্তবস্ত্রে ও রক্তমাল্যে ভূষিত করিয়া, বামভাগে চতুরস্রমণ্ডল মধ্যে দেবীবুদ্ধিতে

১। দ্রব্যেঃ। ২। পাপমোচনং। ৩। দ্রব্যং।

বামভাগে মহেশানি মণ্ডলং চতুরস্রকম্[১]।
ততঃ সংস্থাপয়েদ্ভক্ত্যা দেবীবুদ্ধ্যা বরাননে।
মণ্ডলে কলসে দ্রব্যে বহ্ন্যর্কশশিমণ্ডলম্ ॥৭৮

পূজয়েদিত্যর্থঃ। ভাবচূড়ামণৌ—

স্ববামভাগে ষট্কোণং তন্মধ্যে ব্রহ্মরন্ধ্রকম্।
লিখিত্বা তত্র কুম্ভং বৈ সৌবর্ণং রাজতঞ্চ বা।
তাম্রং ভূমিময়ং বাপি যদ্বা লৌহবিবর্জ্জিতম্ ॥৭৯

তন্ত্রান্তরে—

আধারে স্থাপয়েন্মন্ত্রী সৌবর্ণং বাথ রাজতম্।
কাংস্যজং মৃন্ময়ং বাপি ঘটমব্রণশালিনম্ ॥৮০
সৌবর্ণং ভোগদং প্রোক্তং রাজতং মোক্ষদং স্মৃতম্।
কাংস্যং কান্তিকরঞ্চৈব মৃন্ময়ং পুষ্টিদং ভবেৎ ॥ ৮১

অথ কাব্যশাপবিমোচনং কুর্য্যাৎ। তদুক্তং কুমারীতন্ত্রে—

অন্যচ্চ শৃণু দেবেশি যথা পানাদি-কর্ম্মণি।
দোষো ন জায়তে দেবি তান্ বৈ মন্ত্রান্ শৃণুষ্ব মে ॥৮২

ভক্তিসহকারে স্থাপন করিতে হইবে। মণ্ডল, কলস ও দ্রব্য—এই সকলে অগ্নি, সূর্য্য ও চন্দ্রমণ্ডলের পূজা করিবে।৭৭—৭৮

ভাবচূড়ামণিতে বলিয়াছেন—আপনার বামভাগে ষট্কোণে ও তন্মধ্যে ব্রহ্মরন্ধ্র লিখিয়া, তাহাতে স্বর্ণময়, রজতময়, তাম্রময় অথবা মৃত্তিকাময় কুম্ভ স্থাপন করিবে, কিন্তু লৌহময় কুম্ভ করিবে না।৭৯

তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন – সাধক আধার মধ্যে স্বর্ণ, রজত, কাংস্য, মৃত্তিকা এই সকলের একটি দ্বারা নির্ম্মিত, ব্রণহীন কলস স্থাপন করিবে। স্বর্ণকুম্ভ স্থাপনে ভোগলাভ, রজতকুম্ভে মোক্ষসাধন, কাংস্যকুম্ভে কান্তিলাভ এবং মৃন্ময়কুম্ভে পুষ্টিলাভ হইয়া থাকে।৮০—৮১

ইহার পর শুক্রশাপ বিমোচন করিতে হইবে। কুমারীতন্ত্রে তাহা বলিয়াছেন যথা—দেবেশি! এক্ষণে যাহাতে পানাদি করিয়া কোনরূপ দোষোৎপত্তি না হয়,

---

১। চতুরস্র—চতুর্ (চার) অস্র (কোণ) যাহার। চতুর্বাহু এবং চতুষ্কোণবিশিষ্ট সমতল ক্ষেত্র।

একমেব পরং ব্রহ্ম স্থূলসূক্ষ্মময়ং ধ্রুবম্।
কচোদ্ভবাং ব্রহ্মহত্যাং তেন তে নাশয়াম্যহম্ ॥৮৩
সূর্য্যমণ্ডলসম্ভূতে বরুণমণ্ডলসম্ভবে।
অমাবীজময়ে দেবি শুক্রশাপাদ্বিমুচ্যতাম্ ॥৮৪
দেবানাং প্রণবো বীজং ব্রহ্মানন্দময়ং যদি।
তেন সত্যেন দেবেশি ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতু ॥৮৫
এবং মন্ত্রত্রয়েণৈব অভিমন্ত্র্য সুরাং শুভাম্।
প্রদদ্যাৎ কালিকায়ৈ চ ততো নৈবেদ্যভুগ্ ভবেৎ ॥৮৬

ইতি মন্ত্রত্রয়ং দ্রব্যোপরি ত্রির্জপেৎ। ওঁ বাঁ বীঁ বূঁ বৈঁ বৌঁ বঃ[১] ব্রহ্মশাপবিমোচিতায়ৈ সুধাদেব্যৈ নমঃ। ইতি ব্রহ্মশাপবিমোচনং দ্রব্যোপরি দশধা জপেৎ। ততঃ ওঁ শাঁ শীঁ শূঁ শৈঁ শৌঁ শঃ শুক্রশাপ-বিমোচিতায়ৈ সুধাদেব্যৈ নমঃ। ইতি তদুপরি দশধা জপেৎ। হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রাঁ ক্রীঁ ক্রূঁ ক্রৈঁ ক্রৌঁ ক্রঃ সুরাকৃষ্ণশাপং বিমোচয় অমৃতং স্রাবয় স্রাবয় স্বাহা। ইতি কৃষ্ণশাপবিমোচনং দশধা জপেৎ ॥৮৭

সেই মন্ত্র বলিব, শ্রবণ কর। পরব্রহ্ম অদ্বিতীয়স্বরূপ ও স্থূলসূক্ষ্মময়। তাঁহার কোন কালেই ক্ষয় বা ধ্বংস হয় না। আমি তৎ সহায়ে তোমার কচজনিত ব্রহ্মহত্যা বিনাশ করিবে। দেবি! তুমি সূর্য্যমণ্ডল হইতে উদ্ভূত ও বরুণমণ্ডল হইতে সম্ভূত হইয়াছ। তুমি অমাবীজময়ী। শুক্রশাপ হইতে বিমুক্তা হও। প্রণব যদি দেবগণের ব্রহ্মানন্দময় বীজ হয়, সেই সত্যবলে ব্রহ্মহত্যা বিদূরিত হউক। এইরূপ মন্ত্রত্রয় সহযোগে সুরা অভিমন্ত্রিত করিয়া, দেবী কালিকাকে তাহা প্রদর্শন করিবে। অনন্তর নৈবেদ্য ভোজন করিতে হইবে।৮২—৮৬

দ্রব্যের উপরি এইরূপ মন্ত্রত্রয় বারত্রয় জপ করিবে। অনন্তর ওঁ বাঁ ইত্যাদি ব্রহ্মশাপ বিমোচনমন্ত্র দ্রব্যের উপরি দশবার জপ করিতে হইবে। তৎপরে শাঁ শীঁ ইত্যাদি মন্ত্র সুরার উপর জপ করিয়া শুক্রশাপ মোচন করিবে। তৎপরে হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রাঁ ক্রীঁ ইত্যাদি কৃষ্ণশাপবিমোচন মন্ত্র দশবার জপ করিবে।৮৭

১। ওঁ ব্রাং ব্রীং ব্রূং ব্রৈং ব্রৌং ব্রঃ—ইতি চ তন্ত্রান্তরে।

যথোত্তরতন্ত্রে—ওঁ হংসঃ শুচি সদ্বসুরন্তরীক্ষং সদ্ধোতা বেদীষদ-তিথির্দুরোনসৎ নৃষদ্বর দৃশৎ সদ্ব্যোমসদব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ ইতি ঋচা বারত্রয়ং দ্রব্যমভিমন্ত্র্য তদুপরি আনন্দভৈরব্যৌ ধ্যায়েৎ ॥৮৮

সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশং চন্দ্রকোটিসুশীতলম্।
অষ্টাদশভুজৈর্যুক্তং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিলোচনম্ ॥৮৯
অমৃতার্ণবমধ্যস্থং ব্রহ্মপদ্মোপরিস্থিতম্।
বৃষারূঢ়ং নীলকণ্ঠং সর্ব্বাভরণভূষিতম্ ॥৯০
কপালখট্টাঙ্গধরং ঘণ্টাডমরুবাদিনম্।
পাশাঙ্কুশধরং দেবং গদামুষলধারিণম্ ॥৯১
খড়্গাখেটকপট্টীশং মুদ্গরং শূলদন্তকম্।
বিচিত্রখেটকং দণ্ডং বরদাভয়পাণিনম্।
লোহিতং দেবদেবেশং ভাবয়েৎ সাধকোত্তমঃ ॥৯২

এবং ধ্যাত্বা হ স ক্ষ ম ল ব র যূং আনন্দভৈরবায় বষট্ ইত্যানন্দভৈরবং ত্রিঃ সংপূজ্য আনন্দভৈরবীং ধ্যায়েৎ, যথা—

ভাবয়েচ্চ সুধাং দেবীং চন্দ্রকোট্যাননপ্রভাম্।
হেমকুন্দেন্দুধবলাং পঞ্চবক্ত্রাং ত্রিলোচনাম্ ॥৯৩

উত্তরতন্ত্রে বলা হইয়াছে 'হংসঃ শুচিষদ্' ইত্যাদি ঋক্‌মন্ত্রে তিনবার দ্রব্য অভিমন্ত্রিত করিয়া আনন্দভৈরব ও ভৈরবীর ধ্যান করিবে। যথা— যিনি কোটিসূর্য্যসদৃশ প্রদীপ্ত (প্রোজ্জ্বল) ও চন্দ্রকোটি সমান সাতিশয় শীতল, যিনি অষ্টাদশভুজযুক্ত, পঞ্চমুখ ও ত্রিনয়ন যুক্ত; যিনি অমৃতসাগরের মধ্যে বিরাজমান ও ব্রহ্মরূপ পদ্মোপরি অবস্থিত, যিনি বৃষবাহন, নীলকণ্ঠ ও সর্ব্ববিধ-ভূষণবিভূষিত; যিনি কপাল ও খট্টাঙ্গধারণ এবং ঘণ্টা ও ডমরু বাদন করেন, যিনি পাশ, অঙ্কুশ, গদা, মুষল, খড়্গ, খেটক, পট্টিশ, মুদ্গর, শূল, বিচিত্র খেটক, দণ্ড, বর, অভয়, এই সকল ধারণ করিয়া আছেন, সেই লোহিতবর্ণ দেবদেবেশের ভাবনা করিবে।৮৮—৯২

এইরূপে ধ্যান করিয়া, পরে আনন্দভৈরবীর ধ্যান করিতে হইবে। ধ্যান, যথা—সুধাদেবীর ভাবনা করিবে। তাহার আননপ্রভা কোটি-কোটি চন্দ্র সদৃশ। তাঁহার হেমবর্ণ ও কুন্দের ন্যায় মুখকান্তি। তিনি পঞ্চবক্ত্রা, ত্রিলোচনা,

অষ্টাদশভুজৈর্যুক্তাং সর্ব্বানন্দকরোদ্যতাম্।
প্রহসন্তীং বিশালাক্ষীং দেবদেবস্য সম্মুখীম্॥

এবং ধ্যাত্বা হ স ক্ষ ম ল ব র যীং সুধাদেব্যৈ বৌষট্ ইতি আনন্দ-ভৈরবীং সংপূজ্য দ্রব্যোপরি ত্রিকোণচক্রং বিলিখ্য তত্র ত্রিপংক্তি-ক্রমেণ আদি ১৬, কাদি ১৬, থাদি ১৬, [ক্রমেণ বিলিখ্য] হং লং ক্ষং মধ্যলসিতং বিলিখ্য শিবশক্ত্যোঃ সমাযোগাদ্ দ্রব্যমধ্যে অমৃতত্বং বিচিন্ত্য ধেনুমুদ্রয়া অমৃতীকৃত্য বং ইতি বরুণবীজং মূলমন্ত্রং চাষ্টধা তদুপরি জপ্‌ত্বা দেবতাময়ং ভাবয়েদিতি দ্রব্যশুদ্ধিঃ ॥৯৪

তদুক্তং স্বতন্ত্রে—

ততশ্চ ভাবয়েদ্ দ্রব্যমধ্যে১ঽলক্তনিভং প্রিয়ে।
অকথাদিভিস্ত্রিপঙ্‌ক্ত্যা তু হলক্ষং মধ্যমণ্ডিতম্ ॥৯৫
পূর্ব্বোক্তযোনিমুদ্রায়াং শিবশক্ত্যোঃ সমাগমম্।
অমৃতং চিন্তয়েদ্ দ্রব্যমষ্টধাপ্যমৃতং জপেৎ২ ॥৯৬
অষ্টধা মূলমন্ত্রঞ্চ জপেদ্ধৃত্বা ঘটং ততঃ।
এতত্তু কারণং দেবি সুরসঙ্ঘনিষেবিতম্ ॥৯৭

অষ্টাদশভুজবিশিষ্ট, সর্ব্বানন্দকরোদ্যতা, হাস্যমুখী, বিশালাক্ষী, ও দেবদেবেশের সম্মুখীন।

এইরূপ ধ্যান ও হ স ক্ষ ম ইত্যাদি মন্ত্রে বিশেষরূপে আনন্দভৈরবীর পূজা করিয়া, দ্রব্যোপরি ত্রিকোণ চক্র অঙ্কিত করিয়া ও তাহাতে ত্রিপংক্তিক্রমে অ হইতে বিসর্গ পর্যন্ত ষোড়শ (ষোল) স্বর, ক হইতে ত পর্য্যন্ত ১৬ ও থ হইতে স পর্য্যন্ত ১৬ ব্যঞ্জন বর্ণ স্থাপনপূর্ব্বক তাহার মধ্যে হং লং ও ক্ষং লিখিতে হইবে। পরে শিব ও শক্তির সমাযোগে দ্রব্যমধ্যে অমৃতত্ব চিন্তা করিয়া, ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণানন্তর বং ইতি বরুণবীজের সহিত মূলমন্ত্র আটবার তাঁহার উপরি জপ করত দেবতার ভাবনা করিবে। ইহারই নাম দ্রব্যশুদ্ধি।৯৩—৯৪

স্বতন্ত্রে ইহাই বলিয়াছেন, যথা, প্রিয়ে! অনন্তর দ্রব্যমধ্যে অলক্তসদৃশ-প্রভাসম্পন্ন, ত্রিপঙ্‌ক্তিক্রমে অ, ক ও থাদি দ্বারা অলঙ্কৃত, মধ্যমণ্ডিত 'হ ল ক্ষ'

১। দ্রব্যে মধ্যে। ২। জপিত্বা।

অতএব তস্য নাম সুরেতি ভুবনত্রয়ে।
অস্য গন্ধঃ কেশবস্তু তেন গন্ধেন কৌলিকঃ ॥৯৮
সুরয়া পূজয়েৎ[১] দেবীং দক্ষিণাং কালিকাং শুভাম্।
ততঃ শঙ্খং বীরপাত্রং স্থাপয়েন্মধ্যভাগতঃ।
শ্রীবিদ্যোক্তক্রমেণৈব ততঃ পূজাং সমারভেৎ॥৯৯

সময়াচারেঽপি—

সামান্যার্ঘ্যং ততঃ কৃত্বা পয়সা সাধকোত্তমঃ।
তজ্জলৈর্ম্মণ্ডলং কৃত্বা পাত্রাণি স্থাপয়েদথ ॥১০০

কুমারীতন্ত্রেঽপি—

ততোঽর্ঘ্যং কারয়েন্মন্ত্রী তয়া নার্য্যা সুবেশয়া।
অর্ঘ্যদ্রব্যমর্ঘ্যপাত্রে নিঃক্ষিপেদ্ যত্নতঃ সুধীঃ ॥১০১
কুণ্ডগোলোদ্ভবং দ্রব্যং স্বয়ম্ভূকুসুমন্তথা।
নাধর্ম্মো জায়তে দেবি মহামন্ত্রস্য সাধনে ॥১০২

চিন্তা করিবে এবং পূর্ব্বোক্ত যোনিমুদ্রায় শিব ও শক্তির সমাগম ও দ্রব্যকে অমৃতরূপে চিন্তা করিয়া আটবার সেই অমৃতের জপ করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে আটবার মূলমন্ত্রেরও জপ করিবে। দেবি! সুরগণ সকলেই এই কারণের সেবা করেন। এইজন্য ইহার নাম ভুবনত্রয়ে সুরা বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। স্বয়ং কেশব ইহার গন্ধ। সুরার দ্বারা শুভা দক্ষিণাকালিকা দেবীর পূজা করিবে। অনন্তর মধ্যভাগে শঙ্খ ও বীরপাত্র স্থাপন করিয়া শ্রীবিদ্যার কথিত ক্রমানুসারে পূজা করিতে হইবে।৯৫—৯৯

সময়াচারেও বলিয়াছেন, যথা—অনন্তর সলিল দ্বারা সামান্যার্ঘ্য প্রদান করিয়া সাধকোত্তম সেই জলে মণ্ডলবিধানপূর্ব্বক পাত্রসকল স্থাপন করিবেন।১০০

কুমারীতন্ত্রে বলিয়াছেন, যথা অনন্তর সাধক সেই সুন্দরবেশধারিণী রমণী দ্বারা অর্ঘ্য বিহিত করিয়া যত্নপূর্ব্বক অর্ঘ্যপাত্রে কুণ্ডগোলোদ্ভব দ্রব্য তথা স্বয়ম্ভূকুসুম স্থাপন করিবে। দেবি! মহামন্ত্রের সাধন করিলে, কখন অধর্ম্ম সংঘটন হয় না।১০১—১০২

১। ন পূজয়েৎ পরাং।

মুণ্ডমালায়াঞ্চ—

রক্তচন্দনবিল্বাদিজবাকুসুমবর্ব্বরৈঃ।

অর্ঘ্যং দত্ত্বা মহেশানি সর্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে ॥১০৩

সুরয়া চার্ঘ্যদানেন যোগিনীনাং ভবেৎ প্রিয়ঃ।

মহাযোগী ভবেদ্দেবি পীঠপ্রক্ষালিতৈর্জ্জলৈঃ ॥১০৪

স্বয়ম্ভূকুসুমে দত্তে ভবেৎ ষট্‌কর্ম্মভাজনঃ।

সুশীতলজলৈর্ব্বাপি কস্তূরীকুঙ্কুমান্বিতৈঃ।

কুণ্ডগোলোত্থবীজৈর্ব্বা সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ ॥১০৫

জবাদিনা কৃতার্ঘ্যে তু পূর্ব্বশোধিতদ্রব্যং কিঞ্চিৎ ক্ষিপেৎ।

তদুক্তং শ্রীক্রমে, অর্ঘ্যবিধৌ—

পূর্ব্বন্তু শোধিতং দ্রব্যং গুপ্তেনৈব তু সংক্ষিপেৎ ॥১০৬

অথবা, তারাপ্রকরণে চ—

শঙ্খস্থিতং তোয়পূর্ণং জবাপুষ্পঞ্চ বর্ব্বরম্।

চন্দনং চার্ককুসুমং শুদ্ধাক্ষৈবাপরাজিতাম্।

আদানঞ্চ বিশেষেণ নিত্যপূজাক্রমঃ স্মৃতঃ ॥১০৭

মুণ্ডমালায় বলিয়াছেন, মহেশানি! রক্তচন্দন, বিল্ব ও জবাদি কুসুমের অর্ঘ্য দান করিলে সর্ব্ববিধ কামনা ও অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। সুরা অর্ঘ্যরূপে দান করিলে, যোগিনীগণের প্রিয় হইয়া থাকে। দেবি! পীঠপ্রক্ষালিত জল দ্বারা অর্ঘ্য দিলে মহাযোগী হওয়া যায়। স্বয়ম্ভূকুসুম দান করিলে, ষট্‌কর্ম্মনিপুণ হইয়া থাকে। কস্তূরী ও কুঙ্কমযুক্ত (কুঙ্কুমান্বিত) সুশীতল জল এবং কুণ্ডগোলসমুদ্ভূত দ্রব্য দ্বারা অর্ঘ্য দিলে সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরত্ব লাভ হয়।১০৩—১০৫

জবাদি কুসুমে অর্ঘ্য সজ্জিত করিয়া তাহাতে পূর্ব্বশোধিত দ্রব্য কিঞ্চিৎ নিক্ষেপ করিবে। শ্রীক্রমে অর্ঘ্যবিধিতে ইহাই বলিয়াছেন। যথা—পূর্ব্বশোধিত দ্রব্য গুপ্তানুসারে নিক্ষেপ করিব।১০৬

অথবা, তারাপ্রকরণে লিখিত আছে যে, শঙ্খস্থিত জলপূর্ণ জবাপুষ্প,

১। অর্ঘ্যদানেন

অথাত্মযন্ত্রয়োর্মধ্যে ঈংকারগর্ভ-ত্রিকোণকবৃত্ত-ষট্‌কোণ-চতুরস্রং বিলিখ্য চতুরস্রে পূং পূর্ণশৈলায় নমঃ, উং উড্ডীয়মানপীঠায় নমঃ, জাং জালন্ধরপীঠায় নমঃ, কাং কামরূপপীঠায় নমঃ ইতি সংপূজ্য, ষট্‌কোণে ষড়ঙ্গানি মূলখণ্ডত্রয়েণ ত্রিকোণাগ্রং দক্ষোত্তরং সংপূজ্য, মধ্যে আধারশক্তিং সংপূজ্য ত্রিকোণবৃত্ত-ষট্‌কোণ-ভূষিতাধারং তত্র সংস্থাপ্য, নম ইতি সামান্যার্ঘ্যোদকেনাভ্যুক্ষ্য তত্র বহ্নের্দ্দশকলাঃ পূজয়েৎ। যং ধূম্রার্চ্চিষে নমঃ। বং উমায়ৈ নমঃ। লং জ্বলিন্যৈ নমঃ। বং জ্বালিন্যৈ নমঃ। শং বিস্ফুলিঙ্গিন্যৈ নমঃ। ষং সুশ্রিয়ৈ নমঃ। সং স্বরূপায়ৈ নমঃ। হং কপিলায়ৈ নমঃ। লং হব্যবহায়ৈ নমঃ। ক্ষং কব্যবহায়ৈ নমঃ, ইতি সংপূজ্য, মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে অর্ঘ্যপাত্রাসনায় নমঃ ইতি সংপূজ্য, ষট্‌কোণে ষড়ঙ্গং মধ্যে ব্যস্তমূলেন দেবীমীষ্ট্বা, কপালাদিপাত্রং ফড়িতি ক্ষালিতং তত্রাধারোপরি সংস্থাপ্য সূর্যমণ্ডলং তত্র যজেদ্। যথা, কং ভং তপিন্যৈ, খং বং তাপিন্যৈ,

---

বর্ব্বর, চন্দন, অর্কর্কুসুম, বিশুদ্ধ অপরাজিতা—এই সকল দ্রব্য নিত্য পূজাতে প্রদান করিতে হইবে।১০৭

অতঃপর আত্মযন্ত্রের মধ্যে ঈংকারগর্ব্বিত ত্রিকোণ ও বহির্দ্দেশে ষট্‌কোণ ও চতুষ্কোণ অঙ্কন করিয়া সেই চতুষ্কোণে পূং পূর্ণশৈলায় ইত্যাদি মন্ত্রযোগে বিশিষ্টবিধানে পূজা করিতে হইবে। পরে মূলখণ্ডত্রয়ানুসারে ষড়ঙ্গ, ত্রিকোণাগ্র এবং মধ্যে আধারশক্তির পূজা করিবার পর তাহাতে ত্রিকোণ, বৃত্ত ও ষট্‌কোণ-ভূষিত আধার স্থাপনপূর্ব্বক 'নমঃ' এই মন্ত্রে সামান্যার্ঘ্য সলিলের দ্বারা অভ্যুক্ষণ করিয়া তাহাতে অগ্নির দশকলার পূজা করিবে। মন্ত্র যথা—যং ধূম্রার্চ্চিষে···ইত্যাদি মূলধৃত মন্ত্রে পূজা করিবে। পরে মূলোক্ত মন্ত্রের দ্বারা ষট্‌কোণে ষড়ঙ্গের ও মধ্যে ব্যস্ত (বিভক্ত) মূলমন্ত্রের দ্বারা দেবীর পূজা করত ফট্ শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক প্রক্ষালিত কপালাদি পাত্র সেই আধারের উপর স্থাপনপূর্ব্বক তাহাতে সূর্য্যমণ্ডলের পূজা করিবে। যথা—কং ভং তপিন্যৈ···

গং ফং ধূম্রায়ৈ, ঘং পং মরীচ্যৈ, ঙং নং জ্বলিন্যৈ, চং ধং রুচ্যৈ, ছং দং সুষুম্নায়ৈ, জং থং ভোগদায়ৈ, ঝং তং বিশ্বায়ৈ, ঞং ণং বোধিন্যৈ, টং ঢং ধারিণ্যৈ, ঠং ডং ক্ষমায়ৈ নমোঽন্তেন সংপূজ্য, অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে অর্ঘ্যপাত্রায় নমঃ—ইতীষ্ট্বা, ত্রিকোণবৃত্তষট্‌কোণং পাত্রমধ্যে বিলিখ্য, সমস্তব্যস্তমন্ত্রেণ ত্রিকোণং সংপূজ্য, বমিতিবরুণ-বীজং মূলমন্ত্রং বিলোমমাতৃকাঞ্চ পঠন্[১] ঘটস্থকারণামৃতেন ত্রিভাগমর্ঘ্যং সংপূর্য্য শেষং জলেন পূরয়েৎ।

ততো দূর্ব্বাক্ষত-রক্তচন্দন-জবার্ক-শ্বেতাপরাজিতা-করবীর-বিল্ব-বর্ব্বরী-কুন্দ-সুগন্ধিদ্রব্যাণি শুদ্ধিমীনমুদ্রা-কুণ্ডগোলাদিকঞ্চ সংশোধ্য তত্র নিঃক্ষিপ্য সোমমণ্ডলং পূজয়েদ্, যথা—অং অমৃতায়ৈ নমঃ, আং মানদায়ৈ নমঃ, ইং পূষায়ৈ নমঃ, ঈং তুষ্ট্যৈ নমঃ, উং পুষ্ট্যৈ নমঃ, ঊং রত্যৈ নমঃ, ঋং ধৃত্যৈ নমঃ, ৠং শশিন্যৈ নমঃ, ঌং চন্দ্রিকায়ৈ নমঃ, ৡং কান্ত্যৈ নমঃ, এং জ্যোৎস্নায়ৈ নমঃ, ঐং শ্রিয়ৈ নমঃ, ওঁ প্রীত্যৈ নমঃ, ঔঁ অঙ্গদায়ৈ নমঃ, অং পূর্ণায়ৈ নমঃ, অঃ পূর্ণামৃতায়ৈ নমঃ, উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে অর্ঘ্যপাত্রামৃতায় নমঃ ইতি সংপূজ্য, পূর্ব্ববদ্ যন্ত্রং কারণৈঃ লিখিত্বা ত্রিকোণত্রিরেখায়াং অং ১৬, কং ১৬, থং ১৬, মধ্যে হং লং ক্ষং বিলিখ্য মূলখণ্ডত্রয়েণ ত্রিকোণমিষ্ট্বা ষট্‌কোণে

ইত্যাদি মন্ত্রবিধানে পূজা করিয়া পাত্রমধ্যে ত্রিকোণ, বৃত্ত ও ষট্‌কোণ লিখিয়া, সমস্ত ও ব্যস্ত (পৃথক পৃথক) মন্ত্রে ত্রিকোণের পূজা এবং বরুণবীজ, মূলমন্ত্র ও বিলোমমাতৃকা পাঠ করিয়া ঘটস্থ কারণামৃত দ্বারা ত্রিভাগ অর্ঘ্য সংপূরণ ও অবশিষ্ট জল দ্বারা পূর্ণ করিতে হইবে।

অনন্তর দূর্ব্বা, অক্ষত (আতপ চাউল), রক্তচন্দন, জবা, অর্কপুষ্প, শ্বেত অপরাজিতা, করবীর, কুন্দ ও সুগন্ধি দ্রব্যসমূহ শুদ্ধি ও মীনমুদ্রা দ্বারা সংশোধনানন্তর তাহাতে নিক্ষেপ করিয়া সোমমণ্ডলের পূজা করিবে। যথা, অং অমৃতায়...ইত্যাদি। অনন্তর পূর্ব্বের ন্যায় কারণমধ্যে যন্ত্র লিখিয়া ত্রিকোণ-ত্রিরেখায় যথাক্রমে অং ১৬, কং ১৬ ও থং ১৬ এবং মধ্যে হ ল ক্ষ স্থাপিত করিয়া,

---

১। পঠিত্বা।

ষড়ঙ্গানি সংপূজ্য—

গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।

নর্ম্মদে সিন্ধু-কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥

ইত্যনেনাঙ্কুশমুদ্রয়া সূর্য্যমণ্ডলাত্তীর্থমাবাহ্য আনন্দভৈরবভৈরব্যৌ পূর্ব্বোক্তক্রমেণ সংপূজ্য পূর্ব্বাদিক্রমেণ পঞ্চরত্নং যজেদ্, যথা— গ্লূং গগনমণ্ডলেভ্যঃ, স্লূং স্বর্গরত্নেভ্যঃ, প্লূং পাতালরত্নেভ্যঃ, ম্লূং মর্ত্ত্যরত্নেভ্যঃ, ন্লূং নাগরত্নেভ্যঃ ইতি নমোঽন্তেন পূজয়েৎ ॥১০৮

অথৈষাং ভেদোঽপি লিখ্যতে। তদুক্তং যামলে—

মাংসন্তু ত্রিবিধং প্রোক্তং জলভূচরখেচরম্।

গোধা চৈবাশ্ব[1]মহিষবরাহাজমৃগোদ্ভবম্।

মহামাংসাষ্টকং প্রোক্তং দেবতাপ্রীতিকারণম্ ॥১০৯

মাংসাভাবে তদনুকল্পং নিক্ষিপেৎ। তদুক্তং সময়াচারে—

লবণার্দ্রক-পিণ্যাক-গোধূম-মাসপঞ্চমম্[2]।

লশুনঞ্চ মহাদেবি মাংসপ্রতিনিধৌ স্মৃতম্ ॥১১০

মূলখণ্ডত্রয়ে ত্রিকোণের পূজা করিতে হইবে। অনন্তর ষড়ঙ্গপূজা করতঃ 'গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্ম্মদা, সিন্ধু ও কাবেরি এই জলে সন্নিধি (সমীপে আগমন ও অবস্থান) কর' বলিয়া অঙ্কুশমুদ্রাসহায়ে সূর্য্যমণ্ডল হইতে তীর্থ আবাহন ও পূর্ব্বোক্ত বিধানে আনন্দভৈরব ও আনন্দভৈরবীর পূজা করিয়া পূর্ব্বাদিক্রমে পঞ্চরত্নের যজন (পূজন) করিবে। যথা—গ্লূং ইত্যাদি।১০৮

অধুনা ইহাদের ভেদ লিখিত হইতেছে। যেমন, যামলে বলিয়াছেন, জলচর, ভূচর ও খেচরভেদে মাংস তিন প্রকার। গোধা, অশ্ব, মহিষ, বরাহ, অজ, মৃগ, গো, নর—এই অষ্টবিধ মহামাংসই দেবতার প্রীতিবিধান ও বর্দ্ধন করে বলা হইয়াছে। মাংসের অভাবে তাহাদের অনুকল্প নিক্ষেপ করিবে। সময়াচারে তাহা বলিয়াছেন, যথা—লবণ, আর্দ্রক, পিণ্যাক, গোধূম, মাস, লশুন, এই কয়টী দ্রব্য মাংসের পরিবর্ত্তে প্রদান করা যাইতে পারে।১০৯-১১০

১। গোনারেভাশ্ব। ২। মাংসপঞ্চমম্।

মৎস্যন্তু ত্রিবিধং প্রোক্তং উত্তমাধমমধ্যমম্।
উত্তমং ত্রিবিধং দেবি শালপাঠীনরোহিতাঃ[১] ॥১১১
প্রবীণং কণ্টকৈর্হীনং তৈলাক্তং স্বাদুসংযুতম্।
দেব্যাঃ প্রীতিকরঞ্চৈব মধ্যমং স্যাচ্চতুর্ব্বিধম্।
ক্ষুদ্রাণি তানি সর্ব্বাণি অধমান্যাহুরুত্তমাঃ ॥ ১১২

মুদ্রা দ্বিবিধা, যথা কুলার্ণবে—

ব্রৈহেয়ং মণ্ডলাকারং চন্দ্রবিম্বনিভং শুভম্।
চারুপক্বং মনোহারি শর্করাদ্যৈঃ প্রপূরিতম্।
পূজাকালে দেবতায়া মুদ্রৈষা পরিকীর্ত্তিতা ॥১১৩

যামলেঽপি—

ভৃষ্ট[২]ধান্যাদিকং যদ্‌যচ্চর্ব্বণীয়ং চ চর্ব্বয়েৎ।
তেষাং সংজ্ঞা কৃতা মুদ্রা মহামোদপ্রবর্দ্ধিনী ॥১১৪

কুলকুসুমভেদং ত্বগ্রে লিখিষ্যামঃ। অথৈষাং শুদ্ধির্লিখ্যতে। তদুক্তং ভৈরবতন্ত্রে—

ওঁ প্রতদ্বিষ্ণুস্তবতে বীর্য্যেণ মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গরিষ্ঠাঃ[৩]।
যস্যোরুষু ত্রিষু বিক্রমেষ্বধিক্ষিপন্তি ভুবনানি বিশ্বাঃ ॥১১৫

মৎস্য তিন প্রকার, যথা—উত্তম, অধম ও মধ্যম। পুনঃ উত্তম মৎস্য তিন প্রকার, যথা—শালীন পাঠীন ও রোহিত। যাহা প্রবীণ, কণ্টকহীন, তৈলাক্ত ও সুস্বাদু, তাহাই দেবীর প্রীতিজনক। মধ্যম আবার চারি প্রকার। সমুদয় ক্ষুদ্র মৎস্যকে অধম বলে।১১১-১১২

মুদ্রা দুই প্রকার: যথা, কুলার্ণবে বলিয়াছেন—যাহা ব্রীহি হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে এবং যাহা মণ্ডলাকার ও চন্দ্রবিম্বসদৃশ, চারুপক, মনোহারী ও শর্করাদি-পরিপূরিত, দেবতার পূজাকালে তাহাই মুদ্রা বলিয়া কথিত।১১৩

যামলেও উক্ত হইয়াছে—ভৃষ্টধান্যাদি যাহা কিছু চর্ব্বণীয় তাহাদের নাম মুদ্রা। কেননা, তদ্দ্বারা মহামোদ প্রবর্দ্ধিত (প্রবর্দ্ধক, সম্বর্দ্ধক) হইয়া থাকে ১১৪

১। রোহিতৈঃ।
২। ভৃষ্ট—ভর্জ্জিত; তৈল ও ঘৃতাদি স্নেহজাতীয় বস্তু অথবা তপ্ত বালিতে ভাজা।
৩। নৃগোলভীমকুচরোর্গরিষ্ঠাঃ।

অনয়া মাংসমভিমন্ত্র্য—

ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্।
উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃর্ত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ॥১১৬

ইত্যনয়া মৎস্যং সংশোধ্য। 'ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্। তদ্বিপ্রাসো হিরণ্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে। বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদং' ইতি ঋচা মুদ্রামভিমন্ত্র্য—

ওঁ বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপাণি পিংষতু।
আসিঞ্চতু প্রজাপতির্ধাতা গর্ভং দধাতু তে॥১১৭
গর্ভং ধেহি সিনীবালি গর্ভং ধেহি সরস্বতি।
গর্ভং তে অশ্বিনৌ দেবাবাধত্তাং পুষ্করস্রজৌ।১১৮

প্লূং ক্লুং ম্লূং ঙ্লূং স্বাহা অমৃতে অমৃতোদ্ভবে অমৃতবর্ষিণি অমৃতং স্রাবয় স্রাবয় স্বাহা। ইতি কুণ্ডোদ্ভবাদিকমভিমন্ত্র্য, সর্ব্বং হুমিত্যবগুণ্ঠ্য, ধেনুমুদ্রয়া অমৃতীকৃত্য তালত্রয়ং দিগ্বন্ধনং কৃত্বা সর্ব্বেষামুপরি মূলমন্ত্রং সপ্তধা জপেৎ। ইতি মাংসাদিশোধনম্॥১১৯

[ততঃ হ স ক্ষ ম ল ব র যূং আনন্দভৈরবায় বৌষট্ ইত্যানন্দ-ভৈরবং সংপূজ্য অর্ঘ্যপাত্রং ধৃত্বা পঠেৎ।]

অগ্রে কুলকুসুমভেদ লিখিত হইবে। এক্ষণে ইহাদের শুদ্ধি লিখিত হইতেছে। ভৈরবতন্ত্রে বলিয়াছেন—ওঁ প্রতদ্বিষ্ণুঃ···ইত্যাদি বলিয়া মাংসের অভিমন্ত্রণ করতঃ ত্র্যম্বকং যজামহে···ইত্যাদি পদোচ্চারণপূর্ব্বক মৎস্যের সংশোধন করিবে। তৎপর, ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ······ইত্যাদি বলিয়া মুদ্রার এবং ওঁ বিষ্ণুর্যোনিং ···ইত্যাদি প্রয়োগ সহকারে কুণ্ডোদ্ভবাদির অভিমন্ত্রণ করিয়া, সকলের অবগুণ্ঠন ও ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ করিয়া তালত্রয় প্রদানানন্তর দিগ্বন্ধন ও পরে সকলের উপরি সাতবার মূলমন্ত্র জপ করিতে হইবে। ইহাই মাংসাদিশোধন।১১৫-১১৯

ঐঁ ক্লীং[1] সৌং ব্রহ্মরস[2]সম্ভূত-মশেষরস-সম্ভবম্।
আপূরিতং মহাপাত্রং পীযূষরসমাবহম্[3] ॥১২০
অখণ্ডৈকরসানন্দকরে পরসুধাত্মনি।
স্বচ্ছন্দস্ফুরণামত্র নিধেহ্যকুলরূপিণি[4] ॥১২১
অকুলস্থামৃতাকারে শুদ্ধজ্ঞানকরে ধরে।
অমৃতত্বং নিধেহ্যস্মিন্ বস্তুনি ক্লিন্নরূপিণি ॥১২২
তদ্রূপেণৈকরস্যঞ্চ কৃত্বা হ্যেতৎস্বরূপিণী।
ভূত্বা পরামৃতাকারং ময়ি চিৎস্ফুরণং কুরু ॥১২৩

এভির্মন্ত্রৈরর্ঘ্যমভিমন্ত্র্য মধ্যে কামকলাং বিলিখ্য তত্রেষ্টদেবতামাবাহ্য তালত্রয়ং দশদিগ্বন্ধনং কৃত্বা হুমিত্যবগুণ্ঠনমুদ্রয়াবগুণ্ঠ্য বমিতি ধেনুমুদ্রয়ামৃতীকৃত্য যোনিমুদ্রাং প্রদর্শ্য হংসো নম ইতীষ্ট্বা শঙ্খমুদ্রাং প্রদর্শ্য ষড়ঙ্গেন সকলীকৃত্য মৎস্যমুদ্রয়াচ্ছদ্য মূলমন্ত্রং তদুপরি দশধা জপ্ত্বা দেবতারূপমর্ঘ্যং ভাবয়েৎ। ততঃ পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং দত্ত্বা ধূপদীপৌ প্রদর্শয়েৎ। ইত্যমর্ঘ্য-সাধনং সংক্ষিপ্তং। সম্পূর্ণপ্রকারস্তু মৎকৃত-তত্ত্বানন্দতরঙ্গিণ্যামনুসন্ধেয়ঃ। পূজাসমাপ্তিং যাবৎ তাবদর্ঘ্যং ন চালয়েৎ ॥১২৪

অনন্তর হ স ক্ষ ম ল ব র যূং ··· ইত্যাদি মন্ত্রে আনন্দভৈরবের পূজান্তে অর্ঘ্যপাত্র ধারণ করিয়া ঐঁ ক্লীং সৌঁ প্রভৃতি মন্ত্রপরম্পরা পাঠ করতঃ অর্ঘ্যের অভিমন্ত্রণ ও মধ্যে কামকলা বিলিখনানন্তর (লিখিয়া) তাহাতে ইষ্টদেবতার আবাহন ও তালত্রয় সহকারে দশদিগ্বন্ধন করতঃ হূঁ মন্ত্রে অবগুণ্ঠন মুদ্রায় অবগুণ্ঠন ও বং মন্ত্রে ধেনুমুদ্রায় অমৃতীকরণ করিতে হইবে। তদনন্তর যোনিমুদ্রা প্রদর্শনকরতঃ 'হংসোঃ নমঃ' মন্ত্রোচ্চারণ সহযোগে পূজা করতঃ শঙ্খমুদ্রা প্রদর্শন ও ষড়ঙ্গ সহায়ে সকলীকরণ (একত্র) করিতে হইবে। পরে মৎস্যমুদ্রায় আচ্ছাদন করতঃ ও তদুপরি দশবার মূলমন্ত্র জপ করিয়া, দেবতারূপে অর্ঘ্যের ভাবনা করিতে হইবে। তদনন্তর বারত্রয় পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া, ধূপ ও দীপ প্রদর্শন করিবে। ইহার নাম সংক্ষিপ্ত অর্ঘ্যসাধন। সম্পূর্ণ প্রকার মৎকৃত তত্ত্বানন্দতরঙ্গিণীতে অনুসন্ধান

১। হ্রীং। ২। ব্রহ্মাণ্ডরস। ৩। পীযূষরসসংযুতম্। ৪। নিধেহি কুলরূপিণি।

অথাবগুণ্ঠনমুদ্রা—যথা, জ্ঞানার্ণবে—

সব্যহস্তকৃতা মুষ্টির্দীর্ঘাধোমুখতর্জ্জনী।
অবগুণ্ঠনমুদ্রেয়মভিতো ভ্রমিতা সতী॥১২৫

* * *

অথ যোনিমুদ্রা—যথা, তদুক্তং জ্ঞানার্ণবে—

মধ্যমে গুটিকাকারে তর্জ্জন্যুপরি সংস্থিতে।
অনামিকামধ্যগতে তথৈব হি কনিষ্ঠকে॥১২৬
সর্ব্বা একত্র সংযোজ্য অঙ্গুষ্ঠোপরি পীড়িতাঃ।
যোনিমুদ্রা সমাখ্যাতা ত্রৈলোক্যোৎপত্তিমাতৃকা॥১২৭

শঙ্খমুদ্রা—যথা তন্ত্রান্তরে—

বামমুষ্ট্যন্তরেঽঙ্গুষ্ঠং নিযোজ্য সরলাঙ্গুলীঃ।
দক্ষিণস্য করস্যৈব বামাঙ্গুষ্ঠেন সংস্পৃশেৎ।
শঙ্খমুদ্রেয়মাখ্যাতা মন্ত্রবিদ্ভিরনুত্তমা॥ ১২৮

করিতে হইবে। পূজা সমাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত অর্ঘ্যপাত্র চালনা করিবে না।১২০-১২৪

জ্ঞানার্ণবতন্ত্রে অবগুণ্ঠন মুদ্রার প্রকার বলা হইয়াছে, যথা—বামহস্তের মুষ্টিবন্ধন করিয়া তর্জ্জনীকে লম্বভাবে অধোমুখ করতঃ ভ্রামিত করিলে অবগুণ্ঠনমুদ্রা হয়।১২৫

উক্ত জ্ঞানার্ণবেই বর্ণিত হইয়াছে—মধ্যমাদ্বয়কে গুটিকাকার করিয়া তর্জ্জনীদ্বয়ের উপরি স্থাপিত ও কনিষ্ঠদ্বয়কে অনামিকার মধ্যগত করিয়া পরে সকলকে একত্র সংযোজিত করতঃ অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা পরিপীড়িত পরিমর্দ্দিত করিবে। ইহারই নাম যোনিমুদ্রা। এই যোনিমুদ্রা ত্রৈলোক্যোৎপত্তির জননীস্বরূপ।১২৬-১২৭

শঙ্খমুদ্রা, যথা—অঙ্গুষ্ঠকে বাম মুষ্টির অন্তরে নিয়োজিত ও দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিসকলকে সরল করিয়া, বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা স্পর্শ করিবে। মন্ত্রবিদ্‌গণ অনুত্তম (অত্যুত্তম) শঙ্খমুদ্রা বলিয়াছেন।১২৮

দেবতাঙ্গে ষড়ঙ্গঞ্চ সকলীকরণং ভবেৎ।
দক্ষপাণিপৃষ্ঠদেশে বামপাণিতলং ক্ষিপেৎ।
অঙ্গুষ্ঠৌ চালয়েৎ সম্যঙ্‌ মুদ্রেয়ং মৎস্যরূপিণী ॥১২৯

ততো দেব্যাজ্ঞাং১ গৃহীত্বা ঘটশ্রীপাত্রয়োর্মধ্যে পাত্রাণি স্থাপয়েদ্২। যথা, ঘটসমীপে গুরুপাত্রং, ততো ভোগপাত্রং, ততঃ শক্তিপাত্রং, যোগিনীপাত্রং বীরপাত্রং বলিপাত্রং পাদ্যাচমনীয়পাত্রাণি সামান্যর্ঘ্যোঃ৩ ব্যুৎক্রমেণ স্থাপয়েৎ। ততঃ শুদ্ধিসহিতকারণেন তত্ত্বমুদ্রয়া শ্রীগুরু-পাদুকাং স্মরন্ তৎপাত্রামৃতেন শ্রীঅমুকানন্দনাথগুরুপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ—ইতি ত্রিঃ সকৃদ্বা মূর্দ্ধি সন্তর্প্য, এবং পরমগুরু-পরাপরগুরু-পরমেষ্ঠিগুরূনপি সন্তর্পয়েৎ। ততঃ শ্রীপাত্রান্ মূর্দ্ধি শ্রীআনন্দভৈরবং তর্পয়ামি নমঃ—ইতি মন্ত্রেণ ত্রিঃ সন্তর্প্য, ততো দেবীং সায়ুধাং সবাহনাং সপরিবারাং হৃদি সন্তর্পয়েৎ ॥১৩০

অথ তত্ত্বমুদ্রা, যথা, স্বতন্ত্রে—
অঙ্গুষ্ঠানামিকাযোগাদ্বামহস্তস্য পার্ব্বতি।
তর্পয়েৎ কালিকাং দেবীং সায়ুধাং সপত্নীকরাম্ ॥১৩১

দেবতাঙ্গে ষড়ঙ্গও সকলীকরণ হয়। দক্ষিণ হস্তের পৃষ্ঠভাগে বামপাণিতল ন্যস্ত করিয়া, উভয় অঙ্গুষ্ঠের চালনা করিবে। ইহাকেই মৎস্যমুদ্রা কহে ১২৯

অনন্তর দেবীর আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া ঘট ও শ্রীপাত্র উভয়ের মধ্যে পাত্রসকল স্থাপন করিবে। যথা—ঘটের সমীপে গুরুপাত্র, পরে ভোগপাত্র, পরে শক্তিপাত্র, যোগিনীপাত্র, বীরপাত্র, বলিপাত্র, পাদ্য ও আচমনীয় পাত্রসকল এবং সামান্যার্ঘ্য বিপরীতক্রমে স্থাপন করিবে। তৎপর শুদ্ধির সহিত কারণ ও তত্ত্বমুদ্রা দ্বারা শ্রীগুরুর পাদুকা স্মরণ করিয়া সেই পাত্রের অমৃত দ্বারা শ্রীঅমুকানন্দ... ইত্যাদি উচ্চারণ করিয়া তিনবার বা একবার মস্তকে সন্তর্পণপূর্ব্বক পরমগুরু, পরাপরগুরু ও পরমেষ্ঠিগুরু প্রভৃতিগণের বিশেষরূপে তর্পণ করিবে। অনন্তর যথাবিধি মন্ত্রোচ্চারণ-পূর্ব্বক শ্রীআনন্দভৈরবের তর্পণ করিয়া তদনন্তর হৃদয়মধ্যে আয়ুধ, বাহন ও পরিবারের সহিত দেবীর তর্পণ করিবে।১৩০

১। দেব্যা অর্ঘ্যং। ২। স্থাপয়েত্ততঃ। ৩। সামান্যার্ঘ্যং।

অথ তত্ত্বশুদ্ধিং কুর্য্যাৎ। তদুক্তং শ্রুতৌ—

ওঁ প্রাণাপানব্যানোদানসমানা মে শুদ্ধ্যন্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা॥ ১॥ ওঁ পৃথিব্যপ্‌তেজোবায়্বাকাশানি মে শুদ্ধ্যন্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা॥ ২॥ ওঁ প্রকৃত্যহঙ্কারবুদ্ধিমনঃশ্রোত্রাণি মে ইত্যাদি॥ ৩॥ ওঁ ত্বক্‌চক্ষুর্জ্জিহ্বা-ঘ্রাণবচাংসি মে ইত্যাদি॥ ৪॥ ওঁ পাণিপাদপায়ূপস্থশব্দা মে ইত্যাদি॥ ৫॥ ওঁ স্পর্শরূপগন্ধাকাশানি মে ইত্যাদি॥ ৬॥ ওঁ বায়ুতেজঃসলিলভূম্যাত্মানো মে শুদ্ধ্যন্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা॥ ৭॥ ইতি সপ্তভির্ঋগ্‌ভি-র্বিমৃশ্য কারণেন করতলং সম্মার্জ্জ্য দক্ষহস্তে ত্রিকোণং লিখিত্বা কলায়সদৃশীং শুদ্ধিং দক্ষিণ-বামভুজসংমুখমধ্যেষু নিধায় বামহস্তাঙ্গুষ্ঠ-মধ্যমানামাযোগৈরেকাং গৃহীত্বা, মন্ত্রান্তে হ্রীং শ্রীং আত্মতত্ত্বেন স্থূলদেহং শোধয়ামি স্বাহা, অনেনাধঃস্থাং শুদ্ধিং স্বীকৃত্য, হ্রীং শ্রীং বিদ্যাতত্ত্বেন সূক্ষ্মদেহং শোধয়ামি স্বাহা—অনেন দক্ষিণস্থাং স্বীকৃত্য, হ্রীং শ্রীং শিবতত্ত্বেন পরদেহং শোধয়ামি স্বাহা—অনেন উত্তরস্থাং স্বীকৃত্য, হ্রীং শ্রীং সর্ব্বতত্ত্বেন তনুত্রয়াশ্রয়ং জীবং শোধয়ামি স্বাহা—অনেন বামদক্ষিণমধ্যস্থাং স্বীকৃত্য, বস্ত্রেণ হস্তৌ বিশোধ্য হস্তাভ্যাং সর্ব্বাঙ্গং মার্জ্জয়েদিতি তত্ত্বশুদ্ধিঃ। মতভেদস্তু[১] মৎকৃততত্ত্বানন্দতরঙ্গিণ্যা-মনুসন্ধেয়ঃ॥১৩২

তত্ত্বমুদ্রা, যথা—স্বতন্ত্রে বলিয়াছেন, বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা উভয়ের যোগে দেবী কালিকাকে আয়ুধ ও পরিবারের সহিত তর্পণ করিবে ১৩১

অনন্তর তত্ত্বশুদ্ধি করিতে হইবে। শ্রুতিতে তাহা বলিয়াছেন। যথা—ওঁ প্রাণাপান ইত্যাদি সপ্তবিধ ঋক্ দ্বারা বিমর্ষণ, কারণ দ্বারা করতল সম্মার্জ্জন ও দক্ষিণহস্তে ত্রিকোণ অঙ্কনপূর্ব্বক যথোক্তবিধানে তত্ত্বশুদ্ধি করিবে। মতভেদ (ইহার বিস্তৃতি) মৎকৃত তত্ত্বানন্দতরঙ্গিণীতে অনুসন্ধান করিবে।১৩২

১। বিস্তৃতিস্তু।

ততঃ শ্রীপাত্রাদ্বিন্দুস্বীকারং আর্দ্রং জ্বলতীতি ঋগ্‌ভিঃ স্বদৈবত-মন্ত্রেণ বা কৃত্বা শ্রীপাত্রামৃতেন পূজোপকরণাভ্যুক্ষণাৎ সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং ভবেদিতি। ততঃ সিংহাসনস্থ পূর্ব্বদক্ষিণপশ্চিমোত্তরেষু ত্রিকোণবৃত্তং বিলিখ্য, ঐং হ্রীং হ্রূং মণ্ডলায় নমঃ—ইতি মণ্ডলান্ সংপূজ্য, পূর্ব্বে বাং বটুকায় নমঃ ইতি গন্ধাদিভিরিষ্ট্বা অর্ঘ্যপূর্ণসলিল-মাংস-মীন-মুদ্রা-পুষ্পযুতং বলিমুপস্কৃত্য বলিপাত্রামৃতেন বামাঙ্গুষ্ঠানামাভ্যাং উৎসৃজেদনেন। এহ্যেহি দেবীপুত্র বটুকনাথ কপিল-জটাভার-ভাস্কর ত্রিনেত্র জ্বালামুখ সর্ব্ববিঘ্নান্ নাশয় নাশয় সর্ব্বোপচারসহিতং বলিং গৃহ্ণ গৃহ্ণ স্বাহা—এষঃ বলির্বটুকায় নমঃ। দক্ষিণেয়ং যোগিনীভ্যো নমঃ। ইতি যোগিনীঃ সমভ্যর্চ্চ্য দক্ষানামাঙ্গুষ্ঠাভ্যাং পূর্ব্ববদ্বলি-মনেন দদ্যাৎ ॥১৩৩

ঊর্দ্ধং ব্রহ্মাণ্ডতো বা দিবি গগনতলে ভূতলে নিস্তলে বা,
পাতালে বা তলে বা পবনসলিলয়োর্যত্র কুত্র স্থিতা বা।
ক্ষেত্রে পীঠোপপীঠাদিষু চ কৃতপদা ধূপদীপাদিকেন,
প্রীতা দেব্যঃ সদা নঃ শুভবলিবিধিনা পান্তু বীরেন্দ্রবন্দ্যাঃ১ ॥১৩৪

অনন্তর ঋক্ বা স্বদৈবত মন্ত্রদ্বারা শ্রীপাত্র হইতে বিন্দু স্বীকার করিয়া, শ্রীপাত্রস্থ অমৃত দ্বারা পূজার উপকরণ অভ্যুক্ষিত করিলে সমুদয় ব্রহ্মময় হইয়া থাকে। তৎপরে সিংহাসনের পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তরদিকে ত্রিকোণ বৃত্ত লিখিয়া মণ্ডলসকলের পূজাপূর্ব্বক পূর্ব্বভাগে গন্ধাদির দ্বারা বটুকের পূজা করিতে হইবে। পূজা শেষে অর্ঘ্যপূর্ণ জল, মাংস, মীনমুদ্রা ও পুষ্পযুক্ত বলি উপস্কৃত (প্রস্তুত, মণ্ডিত) করিয়া, বলিপাত্রস্থ অমৃতের সহিত বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা উৎসর্জ্জন (দেবোদ্দেশে অর্পণ, উৎসর্গ) করিবে। ইহার মন্ত্র এই—এহ্যেহি দেবীপুত্র ইত্যাদি। অনন্তর যোগিনীগণের অভ্যর্চ্চনা (অর্চ্চনা, পূজা) করিয়া দক্ষিণ হস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা পূর্ব্ববৎ বলি উৎসৃষ্ট (উৎসর্গ) করিবে।১৩৩

১। বীরেন্দ্রবন্দ্যান।

সর্ব্বযোগিনীঃ হুঁ ফট্ স্বাহা। এষ বলির্যোগিনীভ্যো নমঃ। পশ্চিমে—ক্ষাং ক্ষেত্রপালমভ্যর্চ্চ্য বামমুষ্টিকৃতদীর্ঘয়া তর্জ্জন্যা বলিং দদ্যাৎ অনেন। ক্ষাং ক্ষীং ক্ষূং ক্ষৈং ক্ষৌং ক্ষঃ ক্ষেত্রপাল ধূপদীপসহিতং বলিং গৃহ্ন গৃহ্ন স্বাহা, এষ বলিঃ ক্ষেত্রপালায় নমঃ। উত্তরে—গাং গণেশমভ্যর্চ্চ্য দণ্ডাকারসর্ব্বাঙ্গুলিমধ্যবৃদ্ধ-যোগৈর্ব্বলিং দদ্যাৎ। গাং গীং গূং গণপতয়ে বরবরদ২ সর্ব্বজনমেব সমানয়৩ স্বাহা, এষ বলির্গণপতয়ে নমঃ ॥১৩৫

অথ স্ববামে পূর্ব্ববৎ মণ্ডলং কৃত্বা ঐং হ্রীং ব্যাপকমণ্ডলায় নমঃ ইতি সংপূজ্য, তত্র সাধারণবলিং সংস্থাপ্য মূলেন অভিমন্ত্র্য গন্ধপুষ্প-ধূপ-দীপাদিনা তং সংপূজ্য, ওঁ হ্রীং সর্ববিঘ্নকৃদ্ভ্যঃ সর্ব্বভূতেভ্যঃ হুঁ ফট্ নমঃ। এষ বলিঃ সর্ব্বভূতেভ্যো নমঃ। ইতি তত্ত্বমুদ্রয়া উৎসৃজেৎ ॥১৩৬

তৎকালে এই মন্ত্র বলিতে হইবে। যথা—ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্দ্ধে স্বর্গে বা গগনতলে ভূতলে অথবা নিম্নতলে, পাতালে অথবা অতলে, অনিলে অথবা সলিলে, ক্ষেত্রে অথবা পীঠ ও উপপীঠাদিতে অথবা যেখানে সেখানেই অবস্থিতি করুন, ধূপ ও দীপাদির সহিত এই পবিত্র বলি বিধান (সম্পাদন) করিতেছি; দেবীর প্রতি প্রীতিবশতঃ সেই বীরেন্দ্রবন্দনীয়া যোগিনীগণ আমাদিগকে রক্ষা করুন। এইরূপে যোগিনীদিগকে বলিপ্রদানপূর্ব্বক পশ্চিমে ক্ষেত্রপালের অভ্যর্চ্চনা করিয়া, বামমুষ্টিকৃত দীর্ঘ তর্জ্জনী দ্বারা তাহার উদ্দেশ্যে বলি প্রদান করিবে। অনন্তর উত্তরে গণেশের অভ্যর্চ্চনা (অর্চ্চনা) করিয়া সমুদয় অঙ্গুলিকে দণ্ডাকার করতঃ বৃদ্ধ ও মধ্যমাযোগে তাহাঁর উদ্দেশ্যে বলি (দেবোদ্দেশ্যে উপকরণ) প্রদান করিতে হইবে। পরে আপনার বামভাগে পূর্ব্ববৎ মণ্ডল রচনা ও তাহার পূজা করতঃ তাহাতে সাধারণ বলি সংস্থাপন, মূলমন্ত্রে অভিমন্ত্রণ, গন্ধপুষ্প, ধূপ ও দীপাদি দ্বারা অভ্যর্চ্চনা করত তত্ত্বমুদ্রা দ্বারা উৎসর্জ্জন (উৎসর্গ) করিবে।১৩৪-১৩৬

১। বিরোধি। ২। সংমারয়।

সশক্তশ্চেৎ সর্ব্বভূতায় বলিমেকং দদ্যাৎ। ততঃ পূর্ব্ববৎ ষড়ঙ্গন্যাসং কৃত্বা কামকলাং বিভাব্য তরুণদিবাকরারুণকুসুমাঞ্জলিং কূর্ম্মমুদ্রয়া গৃহীত্বা মূলাধারাৎ কুণ্ডলিনীং ব্রহ্মপথে পরশিবান্তং ধ্যাত্বা হৃদয়াষ্টদলপীঠে সমানীয় মূলেন মূর্ত্তিং কল্পয়েৎ ॥১৩৭

তদুক্তং তন্ত্রান্তরে—

দেবীং সুষুম্নামার্গেণ আনীয় ব্রহ্মরন্ধ্রকম্।
বামনাসাপুটে ধ্যাত্বা[১] নির্ম্মাল্যং[২] স্বাঞ্জলিস্থিতম্।
পুষ্পমারোপ্য তৎ পুষ্পং প্রতিমাদৌ[৩] নিধাপয়েৎ।১৩৮

ভৈরবতন্ত্রে চ—

ততঃ পূর্ব্বোক্তরূপাং তাং ধ্যায়েচ্চৈব হি দক্ষিণাম্।
যোগিনীচক্রসংহিতাং মহাকালসমন্বিতাম্ ॥১৩৯

কালীতন্ত্রেঽপি—

ততো হৃদয়পদ্মান্তঃস্ফুরন্তীং পরমাং কলাম্।
যন্ত্রমধ্যে সমাবাহ্য ন্যাসজালং প্রবিন্যসেৎ ॥১৪০

সমর্থ হইলে, সমুদয় ভূতগণকে এক বলি প্রদান করিবে। অনন্তর পূর্ব্বের ন্যায় ষড়ঙ্গন্যাস, কামকলার বিভাবন, তরুণ দিবাকরের ন্যায় অরুণ (নবোদিত সূর্য্য, উষা বা সন্ধ্যারাগ, আরক্ত বা রক্তবর্ণ) বর্ণ কুসুমাঞ্জলি কূর্ম্মমুদ্রা দ্বারা গ্রহণপূর্ব্বক কুণ্ডলিনীকে মূলাধার হইতে পরমশিব পর্য্যন্ত ব্রহ্মপথে ধ্যান ও হৃদয়াষ্টদলপীঠে আনয়নপূর্ব্বক মূলমন্ত্র দ্বারা তাহার মূর্ত্তি কল্পনা করিবে।১৩৭

তন্ত্রান্তরে তাহা বিবৃত হইয়াছে। যথা—দেবীকে সুষুম্নামার্গযোগে ব্রহ্মরন্ধ্রে আনয়নপূর্ব্বক ও বাম-নাসাপুটে ধ্যান করিয়া আপন অঞ্জলিস্থ পুষ্প স্থাপন ও সেই পুষ্প প্রতিমাদিতে নিধাপন (স্থাপন) করিবে।১৩৮

ভৈরবতন্ত্রেও বলিয়াছেন, যথা—অনন্তর পূর্ব্বোক্তরূপে দেবী দক্ষিণাকে যোগিনীচক্রের সহিত ও মহাকালের সমভিব্যাহারিণী কল্পনা বা ভাবনা করিতে হইবে।১৩৯

কালীতন্ত্রেও বলিয়াছেন—অনন্তর হৃৎকমলের অভ্যন্তরে দীপ্যমানা পরমকলাকে যন্ত্রমধ্যে আবাহন করিয়া ন্যাসজালে ন্যস্ত করিবে।১৪০

১। ধৃত্বা। ২। নির্যান্তীং। ৩। প্রতিপাদৌ।

কুমারীকল্পেঽপি—

ততো হৃদয়পদ্মান্তঃস্ফুরন্তীং বিদ্যুতাকৃতিম্।
সুষুম্নাবর্ত্মনা নীত্বা শিরঃস্থানে মহেশ্বরীম্॥১৪১
ততো বৈ হৃদয়াসন্নে পুষ্পান্তরে সমাহ্বয়েৎ।
নাসয়া বা মহাদেবি! বায়ুবীজেন মন্ত্রবিৎ।
দেবেশীতি চ মন্ত্রেণ বিন্দুনাবাহয়েৎ সুধীঃ॥ ১৪২

অথ পূর্ব্বোক্তরূপং ধ্যাত্বা দীপাদ্দীপান্তরমিতি চ পরশিবে সংযোজ্য যমিতি বায়ুবীজমুচ্চরন্ বামনাসাপুটপথেন দেবীং কুসুমাঞ্জলাবানীয় মন্ত্রমধ্যে সমাবাহয়েৎ। অনেন মন্ত্রেণ—

দেবেশি! ভক্তিসুলভে পরিবারসমন্বিতে।
যাবত্ত্বাং পূজয়িষ্যামি তাবত্ত্বং সুস্থিরা ভব॥১৪৩

ইতি যন্ত্রমধ্যে দেবীং সমাবাহ্য মহাকালসহিত-শ্রীদক্ষিণকালিকে! ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ ইহ সন্নিহিতা ভব ইহ সন্নিরুদ্ধস্ব মম পূজাং গৃহাণ[১]। ইত্যাবাহ্য পূর্ব্ববজ্জীবন্যাসং লেলিহামুদ্রয়া

কুমারীকল্পেও বলিয়াছেন, অনন্তর হৃদয়পদ্মের অন্তরে স্ফুরমাণা সৌদামিনীর-ন্যায় আকার-শোভনা মহেশ্বরীকে সুষুম্নাবর্ত্মের মধ্য দিয়া শিরস্থানে লইয়া গিয়া হৃদয়ের আসন্ন পুষ্পান্তরে আবাহন করিবে।১৪১-১৪২

অনন্তর পূর্ব্বোক্তরূপ জপ ও ধ্যান করিয়া দীপ হইতে দীপান্তরের ন্যায়, পরমশিবে সংযোজন করিয়া বায়ুবীজ উচ্চারণসহকারে বামনাসাপুট দ্বারা দেবীকে কুসুমাঞ্জলিতে আনয়ন ও মন্ত্রমধ্যে আবাহন করিবে। তখন এবম্প্রকার মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইবে—তুমি দেবগণের ঈশ্বরী। তুমি সকলের শক্তিস্বরূপা। তোমাকে অনায়াসেই পাওয়া যায়। আমি যাবৎ তোমার পূজা করিব, তাবৎ তুমি সপরিবারে সুস্থিরা হইয়া এখানে অবস্থান কর।১৪৩

এইরূপে যন্ত্রমধ্যে দেবীর সম্যগ্‌রূপে আবাহনপূর্ব্বক তদনন্তর 'শ্রীদক্ষিণাকালিকা মহাকালের সহিত এখানে অধিষ্ঠান করুন, সন্নিহিতা হউন ও সন্নিরুদ্ধা হউন, আমার পূজা গ্রহণ করুন'…ইত্যাদি বলিয়া আবাহন ও পূর্ব্ববৎ লেলিহামুদ্রা বা কুশবিষ্টর

১। ইহ সন্নিরুদ্ধা ভূত্বা পূজাং গৃহাণ।

কুশবিষ্টরেণ বা কৃত্বা হুং ইত্যবগুণ্ঠ্য ষড়ঙ্গেন সকলীকৃত্য পরমীকরণং কৃত্বা ছোটিকাভি-র্দ্দশদিগ্বন্ধনং বিধায়ামৃতীকরণং চ কৃত্বা কৃতাঞ্জলি-র্দ্দেবীনাম-সম্বোধনান্তে ওঁ স্বাগতং কুশলমিদ-মাসন-মিহাস্যতামিতি বদেৎ॥ ১৪৪

অথাবাহনাদিমুদ্রা যথা, দক্ষিণামূর্ত্তিসংহিতায়াম্—

উর্দ্ধ্বাঞ্জলিমধঃ কুর্য্যাদিয়মাবাহনী ভবেৎ।
ইয়ন্তু বিপরীতা স্যাত্তদা বৈ স্থাপনী ভবেৎ॥ ১৪৫
উর্দ্ধাঙ্গুলৌ মুষ্টিযোগং তদেয়ং সন্নিধাপনী।
অন্তরাঙ্গুষ্ঠযুগলা তদেয়ং[১] সন্নিরোধনী॥ ১৪৬

অথ লেলিহামুদ্রা যথা—

তর্জ্জনীমধ্যমানামাসমং কুর্য্যাদধোমুখম্।
অনামায়াং ক্ষিপেদ্ বৃদ্ধাং[২] মৃদু কৃত্বা কনিষ্ঠিকাম্॥ ১৪৭
লেলিহা নাম মুদ্রেয়ং জীবন্যাসে প্রকীর্ত্তিতা।
অঞ্জলিং চার্ঘ্যবৎ কৃত্বা পরমীকরণং ভবেৎ॥ ১৪৮

(কুশমুষ্টি) দ্বারা জীবন্যাস করত যথাক্রমে অবগুণ্ঠন, ষড়ঙ্গ দ্বারা সকলীকরণ ও পরমীকরণ এবং ছোটিকা (তুড়ি) দ্বারা দশ দিক্ বন্ধন ও অমৃতীকরণ প্রভৃতি সমাপন করত কৃতাঞ্জলিপুটে অর্থাৎ যুক্তপাণি হইয়া (করযোড়ে) দেবীর নাম সম্বোধন পূর্ব্বক ওঁ স্বাগত…ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে। ১৪৪॥

আবাহনাদিমুদ্রা যথা—দক্ষিণামূর্ত্তি সংহিতায় বিবৃত হইয়াছে যে, উর্দ্ধ্বাঞ্জলিকে অধঃ করিলে আবাহনী মুদ্রা হয়। ইহার বিপরীত করিলেই স্থাপনী-মুদ্রা হইয়া থাকে। উভয় হস্তে মুষ্টিবন্ধন করিয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বয় সমুন্নত করিলে সন্নিধাপনী মুদ্রা হয়। উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বয় অন্তঃপ্রবিষ্ট করিলে সন্নিরোধিনী মুদ্রা হইয়া থাকে। ১৪৫-১৪৬॥

তর্জ্জনী মধ্যমা ও অনামিকাকে সমভাবে অধোমুখ করিয়া অনামিকাতে বৃদ্ধাঙ্গুলি নিক্ষেপ ও কনিষ্ঠাঙ্গুলিকে সরলভাবে স্থাপন করিবে। লেলিহা নামক এই মুদ্রা জীবন্যাসে প্রয়োগ করিতে হয়। অঞ্জলিকে অর্ঘ্যবৎ করিলে পরমীকরণ হইয়া থাকে। ১৪৭-১৪৮॥

১। তদিয়ং। ২। ধৃত্বা।

ততঃ খড়্গামুণ্ডবরাভয়যোনীর্দর্শয়িত্বা প্রতিচক্রে রশ্মিবৃন্দদেবতা-মাবাহয়েৎ।

তদুক্তং স্বতন্ত্রে—

ধ্যাত্বা দেবীং সমাবাহ্য যোনিমুদ্রান্তু দর্শয়েৎ।
খড়্গামুণ্ডবরাভীতি-পরাং যোনিন্তু দর্শয়েৎ।
ততশ্চ প্রতিচক্রেষু দেবীমাবাহয়েৎ সদা॥ ১৪৯

অথ খড়্গাদি মুদ্রা যথা—

কনিষ্ঠানামিকে বদ্ধা স্বাঙ্গুষ্ঠেনৈব দক্ষতঃ।
শেষাঙ্গুলীস্তু প্রসৃতে সংপৃষ্ঠে খড়্গামুদ্রিকা॥ ১৫০
অন্তরাঙ্গুষ্ঠমুষ্টিঞ্চ কৃত্বা বামকরস্য চ।
মধ্যমাগ্রং[১] দক্ষিণস্য তথালম্ব্য প্রযত্নতঃ॥ ১৫১
মধ্যমেনাথ তর্জ্জন্যামঙ্গুষ্ঠাগ্রেণ যোজয়েৎ[২]।
দক্ষিণং যোজয়েৎ পাণিং বামমুষ্টৌ চ সাধকঃ।
দর্শয়েদ্দক্ষিণে ভাগে মুণ্ডমুদ্রেয়মুচ্যতে॥ ১৫২

অনন্তর খড়্গ, মুণ্ড, বর, অভয় ও যোনিমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া, প্রতিচক্রে রশ্মিবৃন্দ-দেবতার আবাহন করিবে। স্বতন্ত্রে তাহা বলিয়াছেন। যথা—দেবীর ধ্যান ও সম্যগ্রূপে (তাঁহার) আবাহন করিয়া যোনিমুদ্রা প্রদর্শন করাইবে। তৎকালে খড়্গমুদ্রা, মুণ্ডমুদ্রা ও অভয়মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া, তৎপরে প্রতিচক্রে দেবীর আবাহন করিতে হইবে। ১৪৯॥

খড়্গাদি মুদ্রা যথা— দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ঐ হস্তের কনিষ্ঠা ও অনামিকাকে আবদ্ধ করিয়া তর্জ্জনী ও মধ্যমাকে পরস্পর সংশ্লিষ্ট (সংযুক্ত, মিলিত) করতঃ প্রসারিত করিলে খড়্গমুদ্রা হইয়া থাকে। বাম হস্তের মুষ্টিবন্ধন ও অঙ্গুষ্ঠকে তন্মধ্যে প্রবেশিত করিয়া দক্ষিণ হস্তের মধ্যমাকে প্রযত্নসহকারে আলম্বিত ও মধ্যমের সহিত তর্জ্জনীতে অঙ্গুষ্ঠাগ্রে সংযোজিত এবং বাম মুষ্টিতে দক্ষিণ হস্ত সংবদ্ধ করিয়া দক্ষিণ ভাগে প্রদর্শন করিবে। ইহারই নাম মুণ্ডমুদ্রা॥ ১৫০—১৫২॥

১। মধ্যমায়াং। ২। তর্জ্জন্যা অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং বিমৃষ্য চ।

অধঃস্থিতো দক্ষহস্তঃ প্রসৃতো বরমুদ্রিকা।
ঊর্দ্ধীকৃতো বামহস্তঃ প্রসৃতোঽভয়মুদ্রিকা* ॥
বরদাভয়মুদ্রাঞ্চ বরদাভয়বৎ করে।
তর্জ্জন্যনামিকে মধ্যে কনিষ্ঠাদিক্রমেণ তু ॥
করয়োর্যোজয়ৈত্বব কনিষ্ঠামূলদেশতঃ।
অঙ্গুষ্ঠাগ্রে তু[১] নিঃক্ষিপ্য মহাযোনিঃ প্রকীর্ত্তিতা ॥ ১৫৩

অথ রশ্মিবৃন্দদেবতা যথা, কালিকোপনিষদি—

ওঁ কালী কপালিনী কুল্লা কুরুকুল্লা বিরোধিনী।
বিপ্রচিত্তা উগ্রা উগ্রপ্রভা দীপ্তা নীলা ঘনা বলাকা চ।
মাত্রা মুদ্রামিতা চৈব দশপঞ্চমকোণগা ॥ ইতি ॥ ১৫৪

আসাং ধ্যানম্ যথা, কালীতন্ত্রে—

সর্ব্বাঃ শ্যামা অসিকরা মুণ্ডমালাবিভূষণাঃ।
তর্জ্জনীং বামহস্তেন ধারয়ন্তঃ শুচিস্মিতাঃ[২] ॥ ১৫৫

দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিসকলকে অধোমুখে প্রসারিত করিলে বরমুদ্রা হয়। বামহস্তের অঙ্গুলিসকলকে উর্দ্ধমুখ করিয়া প্রসৃত (বিস্তৃত) করিলে অভয়মুদ্রা হইয়া থাকে। উভয় হস্তের তর্জ্জনী, অনামিকা, মধ্যমা ও কনিষ্ঠাকে পরস্পর সংযোজিত করিয়া, কনিষ্ঠাদ্বয়ের মূলদেশে অঙ্গুষ্ঠাগ্র নিক্ষেপ করিলে মহাযোনিমুদ্রা হইয়া থাকে। ১৫৩ ॥

কালিকোপনিষদে রশ্মিবৃন্দদেবতা বিষয়ে বিবৃত হইয়াছে, যথা—কালী, কপালিনী, কুল্লা, কুরুকুল্লা, বিরোধিনী, বিপ্রচিত্তা, উগ্রা, উগ্রপ্রভা, দীপ্তা, নীলা, ঘনা, বলাকা, মাত্রা, মুদ্রা, অমিতা—এই পঞ্চদশ রশ্মিদেবতা। ১৫৪ ॥

ইহাদের ধ্যান যথা, কালীতন্ত্রে—ইহাদের সকলেই শ্যামবর্ণা, সকলেই অসিকরা (হস্তা), সকলেই মুণ্ডমালাবিভূষিতা, বিমল হাস্যযুক্তা এবং সকলেই বামহস্ত দ্বারা তর্জ্জনী ধারণ করিয়া আছেন। ১৫৫ ॥

---

* শ্লোকোঽয়ং ন সর্বত্র।

১। অঙ্গুষ্ঠাগ্রন্তু।

২। ধারয়ন্ত্যশ্চ সংস্থিতাঃ।

ইতি পূর্ব্বাদি-পঞ্চদশকোণে ধ্যাত্বাবাহয়েৎ। তদ্বচ্চ ফেৎকারিণ্যাম্—ততঃ পূর্ব্বাদিকোণেষু বামাবর্ত্তেন বিন্যসেৎ। ততঃ পূর্ব্বাদ্যষ্টদলে[1] ব্রাহ্ম্যাদিকং ধ্যাত্বাবাহয়েৎ।

তদ্‌যথা, কুলসম্ভবে—

বহির্ম্মণ্ডলতশ্চাপি[2] ব্রাহ্মী নারায়ণী তথা।
মাহেশ্বরী চ চামুণ্ডা কৌমারী চাপরাজিতা।
বারাহী চ তথা পূজ্যা নারসিংহী তথৈব চ॥ ১৫৬

আসাং ধ্যানং, যথা—

ব্রহ্মাণীং হংসসংরূঢ়াং স্বর্ণবর্ণাং চতুর্ভুজাম্।
চতুর্ব্বক্ত্রাং ত্রিনেত্রাঞ্চ ব্রহ্মকূর্চ্চঞ্চ পঙ্কজম্॥ ১৫৭
দণ্ডপদ্মাক্ষসূত্রঞ্চ দধতীং চারুহাসিনীম্।
জটাজূটধরাং দেবীং ভাবয়েৎ সাধকোত্তমঃ॥ ১৫৮
নারায়ণীং মহাদীপ্তাং শ্যামাং গরুড়বাহিনীম্।
নানালঙ্কার-সংযুক্তাং চারুকেশাং চতুর্ভুজাম্॥ ১৫৯
ঘণ্টাং শঙ্খং কপালঞ্চ চক্রং সন্দধতীং পরাম্।
মধুমত্তমদোল্লাসদৃষ্টিং[3] সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীম্॥ ১৬০

এবম্প্রকার ধ্যানে, পূর্ব্বাদি পঞ্চদশকোণে ধ্যান করিয়া আবাহন করিবে। ফেৎকারিণীতেও বলিয়াছেন—অনন্তর পূর্ব্বাদি কোণসমূহে বামাবর্ত্তক্রমে বিন্যাস করিবে। তদনন্তর ব্রাহ্মী প্রভৃতির যথোক্ত মন্ত্রে ধ্যান করিয়া আবাহন করিবে। ধ্যান যথা, কুলসম্ভবে বলিয়াছেন—বহির্ম্মণ্ডলে ব্রাহ্মী, নারায়ণী, মাহেশ্বরী, চামুণ্ডা, কৌমারী, অপরাজিতা, বারাহী ও নারসিংহীর পূজা করিবে। ১৫৬॥

ইঁহাদের ধ্যান, যথা—ব্রহ্মাণী হংসে আরোহণ করিয়া আছেন। তিনি স্বর্ণবর্ণা, চতুর্ভুজা, চতুর্ব্বক্ত্রা, ত্রিনেত্রা, ব্রহ্মকূর্চ্চ (ব্রহ্ম বীজ অর্থাৎ ওঁ) পঙ্কজ, দণ্ড, অক্ষসূত্র (জপমালা ধারণ করিয়া আছেন। সাধক সেই চারুহাসিনী, জটাজূটধারিণী ব্রহ্মাণীকে চিন্তা করিবে। নারায়ণী অতিমাত্র দীপ্তিশালিনী, শ্যামবর্ণা, গরুড়বাহিনী বিবিধ অলঙ্কারধারিণী, সুন্দর-কেশদামশোভিতা।

১। পূর্বাদ্যষ্টদলে। ২। মহীমণ্ডলতশ্চাপি।
৩। মধুমত্তমদোল্লোলদৃষ্টিং।

মাহেশ্বরীং বৃষারূঢ়াং শুভ্রাং ত্রিনয়নান্বিতাম্।
কপালং ডমরুঞ্চৈব বরদাভয়শূলকম্।
টঙ্কঞ্চ দধতীং দেবীং নানাভরণভূষিতাম্॥ ১৬১

চামুণ্ডামট্টহাসাং প্রকটিতদশনাং ভীমবক্ত্রাং ত্রিনেত্রাম্,
নীলাম্ভোজপ্রভাভাং প্রমুদিতবপুষাং নারমুণ্ডালিমালাম্।
খড়্গাং শূলং কপালং নরশিরঘটিতং খেটকং ধারয়ন্তীম্।
প্রেতারূঢ়াং প্রমত্তাং মধুমদমুদিতাং ভাবয়েচ্চণ্ডরূপাম্॥ ১৬২

কৌমারীং কুঙ্কুমপ্রভাং ত্রিনেত্রাং শিখিসংস্থিতাম্।
চতুর্ভুজাং শক্তিপাশমঙ্কুশাভয়ধারিণীম্।
নানালঙ্কারসংযুক্তাং প্রমত্তাং পরিচিন্তয়েৎ॥ ১৬৩

অপরাজিতাঞ্চ পীতাভামক্ষসূত্রবরপ্রদাম্।
কপালং মাতুলাঙ্গঞ্চ দধতীং পরিচিন্তয়েৎ॥ ১৬৪

তাঁহার চারি হস্ত। তাহাতে ঘণ্টা, শঙ্খ, কপাল ও চক্র বিরাজ করিতেছে। তাঁহার দৃষ্টি মধুমত্ত-মদোল্লাসিত এবং সর্ব্বাঙ্গ সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ। মাহেশ্বরী বৃষারূঢ়া। তিনি শুভ্রা, ত্রিনয়না; তাঁহার হস্তে বর, অভয়, শূল, কপাল, ডমরু ও টঙ্ক (টাঙি প্রভৃতি প্রস্তরাদি ভেদনাস্ত্র; খড়্গ) শোভা পাইতেছে এবং শরীর সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিত। ১৫৭-১৬১॥

চামুণ্ডা দশনপংক্তি প্রকটিত করিয়া অট্টহাস্য করিতেছেন। তিনি ভীমবক্ত্রা, ত্রিনয়না, নীলোৎপলসন্নিভা, প্রমোদামোদিত অর্থাৎ প্রমোদ-মদিরামত্ত আনন্দ-বিহ্বলদেহা, নৃমুণ্ড-বিভূষণা। তাঁহার হস্তে খড়্গ, শূল, নরকপাল ও খেটক শোভা পাইতেছে। তিনি মধুমদে প্রমুদিতা, মহোল্লাসা, প্রীতা প্রহৃষ্টা ও প্রমত্তা হইয়া প্রেতোপরি আরোহণ করিয়া আছেন। তাঁহার রূপ অতি ভীষণা। সাধক তাঁহাকে উক্তরূপে ভাবনা করিবে। ১৬২॥

কৌমারীর প্রভা কুঙ্কুমসদৃশী। তাঁহার তিনটি নয়ন, শিখী বাহন, চারি ভুজ, হস্তে শক্তি, পাশ ও অভয়, কলেবর বিবিধ অলঙ্কারে বিভূষিত। অমৃত পান করিয়া তিনি অতিমাত্র মত্তভাবাপন্না হইয়াছেন। এইরূপে সাধক তাঁহাকে চিন্তা করিবে। ১৬৩॥

বারাহীং ধূম্রবর্ণাঞ্চ বরাহবদনাং শুভাম্।
ফলকং খড়্গামূষলং হলং বেদভুজৈর্যু তাম্।
নারসিংহী নৃসিংহস্য বিভ্রতী সদৃশং বপুঃ॥ ১৬৫

অথ কাম্যা পূর্ব্বা দিক্ ন ত্বন্যা বিশেষবচনাৎ। যত্র রবেরুদয়ঃ কিংবা পূজ্যপূজকয়োরন্তরা ইতি। আগমে সর্ব্বদৈবতপূজনে পূজ্য-পূজকয়োরন্তরা এব পূর্ব্বা দিক্। তদুক্তং রাঘবভট্টেন—

যত্রৈব ভানুস্ত বিয়ত্যুদেতি, প্রাচীতি তাং বেদবিদো বদন্তি।
অথান্তরা পূজকপূজ্যয়োশ্চ, সদাগমজ্ঞাঃ প্রবদন্তি তান্ত॥ ১৬৬

অন্যচ্চ—দেবসাধকয়োরন্তঃ পূর্ব্বাশা দিগিহোচ্যতে।
অপি চ—পূজ্যপূজকয়োরন্তঃ পূর্ব্বাশৈব নিগদ্যতে।
তন্ত্রান্তরেঽপি—

হোতুঃ পূর্ব্বং পূর্ব্বভাগং প্রদিষ্টং, সব্যং ভাগং দক্ষিণন্ত্বাগমজ্ঞৈঃ।
দক্ষং বিন্দ্যাদুত্তরং ভাগমগ্র্যং, প্রজ্ঞাবদ্ভিঃ পশ্চিমং ভাগমুক্তম্॥১৬৭

অপরাজিতা, পীতবর্ণা, অক্ষ, সূত্র ও বরপ্রদা, কপাল এবং মাতুলাঙ্গধারিণী। এইরূপ মূর্ত্তিতে তাঁহাকে চিন্তা করিবে। বারাহী ধূম্রবর্ণা, বরাহসদৃশ-বদনবিশিষ্টা এবং চারিভুজে ফলক, খড়্গ, মুষল ও তূণ ধারণ করিয়া আছেন। নারসিংহের ন্যায় শরীরধারিণী। ১৬৪ ১৬৫॥

পূজাদিতে পুরন্দরমুখ (পূর্ব্ব দিক্ই) বাঞ্ছনীয়—অন্য দিক্ নহে। এবিষয়ে বিশেষ প্রবচন আছে। যে দিকে সূর্য্য উদিত হয় কিম্বা পূজকের অন্তরা অর্থাৎ ব্যবধান, তাহাকেই পূর্ব্বদিক্ বলে। আগমে বলিয়াছেন, সমুদয় দেবতার পূজাতে পূজ্য ও পূজকের অন্তরকেই পূর্ব্বদিক্ বলে। রাঘবভট্টও এইরূপ বলিয়াছেন। যথা—যে দিকে সূর্য্য আকাশে উদিত হন, বেদবিদ্গণ তাহাকেই পূর্ব্বদিক্ শব্দে নির্দ্দেশ করেন। আগমজ্ঞ ব্যক্তিরা পূজ্য ও পূজকের অন্তরকেই সেই পূর্ব্ব দিক্ বলিয়া থাকেন। ১৬৬॥

অন্যত্রও বলিয়াছেন—দেবতা ও সাধক এতদুভয়ের অন্তরকে পূর্ব্ব দিক্ বলিয়া থাকে। পুনশ্চ বলিয়াছেন, পূজ্য ও পূজকের অন্তরকেই পূর্ব্ব দিক্। তন্ত্রান্তরে লিখিত আছে, হোতার পূর্ব্বকে পূর্ব্বভাগ, সব্যকে (বাম) দক্ষিণভাগ, দক্ষিণকে উত্তরভাগ, সম্মুখকে পশ্চিমভাগ। ১৬৭॥

অগ্র্যামিতি সম্মুখমিত্যর্থঃ। যত্তু—

পুরন্দরমুখো মন্ত্রী পূজয়েৎ ত্রিপুরাং যদি।
দেবীপশ্চাত্তদা প্রাচী প্রতীচী ত্রিপুরেশ্বরঃ॥

ইতি গুপ্তার্ণববচনং তত্রিপুরাবিষয়ে বোদ্ধব্যম্। দেবীমাত্রবিষয়-কল্পনে মানাভাবাৎ[১] ॥ ১৬৮

অথ মূলমন্ত্রান্তে, শ্রীমহাকালসহিতাং শ্রীদক্ষিণকালিকাং তর্পয়ামীতি ত্রিঃ সন্তর্প্য সায়ুধাং সপরিবারাঞ্চ তর্পয়েৎ। ততোঽষ্টাদশোপচারৈঃ ষোড়শোপচারৈর্দ্দশোপচারৈঃ পঞ্চোপচারৈর্ব্বা দেবীং পূজয়েৎ।

তদুক্তং স্বতন্ত্রে—

আবাহয়েৎ প্রতিদলে মূলদেবীঞ্চ তর্পয়েৎ।
তর্পয়েৎ কালিকাং দেবীং সায়ুধাং সপরীকরাম্।
পাদ্যাদিভির্মূলদেবীং সংপূজ্য তর্পয়েৎ পুনঃ॥ ১৬৯

অথোপচারা যথা, তদুক্তং ফেৎকারিণ্যাম্—

আসনাবাহনে চার্ঘ্যং পাদ্যমাচমনং তথা।
স্নানং বাসোপবীতঞ্চ ভূষণানি চ সর্ব্বশঃ॥ ১৭০

প্রজ্ঞাবিৎ ও আগমবিৎ ব্যক্তিমাত্রের এইরূপ অভিমত। তবে যে গুপ্তার্ণবে লিখিত হইয়াছে—পুরন্দরমুখে আসীন হইয়া ত্রিপুরাদেবীর পূজা করিবে তাহা ত্রিপুরাবিষয়ক বুঝিতে হইবে, দেবীমাত্র বিষয়েই ইহা কল্পনা করিবার কোন প্রমাণ নাই। ১৬৮ ॥

অনন্তর মূলমন্ত্রান্তে, শ্রীমহাকালসহিত শ্রীদক্ষিণাকালিকার তর্পণ করিতেছি, বলিয়া তিনবার তর্পণ করতঃ আয়ুধ ও পরিবারের সহিত পুনরায় তর্পণ করিতে হইবে। অনন্তর অষ্টাদশ বা ষোড়শ অথবা দশ বা পঞ্চবিধ উপচারে দেবীর পূজা করিবে। স্বতন্ত্রে এইরূপ বলিয়াছেন, যথা—প্রতিদলে আবাহন করিয়া মূলদেবীরও তর্পণ করিবে। দেবী কালিকার আয়ুধ ও পরিকর (পরিজন) সহিত তর্পণ ও পাদ্যাদি দ্বারা মূলদেবীর পূজা করিয়া পুনরায় তর্পণ করিতে হইবে।১৬৯॥

১। অন্যথা ভবেৎ।

গন্ধপুষ্পং তথা ধূপদীপাবন্নঞ্চ তর্পণম্।
মাল্যানুলেপনঞ্চৈব নমস্কারবিসর্জ্জনে।
অষ্টাদশোপচারৈস্তু মন্ত্রী পূজাং সমাচরেৎ ॥ ১৭১

মন্ত্ররত্নাবল্যাস্তু—

পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়ঞ্চ স্নানং বসনভূষণম্।
গন্ধপুষ্পধূপদীপ-নৈবেদ্যাচমনস্তথা[১] ॥ ১৭২
তাম্বূলমর্চ্চনা স্তোত্রং তর্পণঞ্চ নমস্ক্রিয়া।
প্রযোজয়েদর্চ্চনায়ামুপচারাংস্তু ষোড়শঃ[২] ॥ ১৭৩

অন্যচ্চ— অর্ঘ্যং পাদ্যং নিবেদ্যাথ তথৈবাচমনীয়কম্।
মধুপর্কাচমনঞ্চৈব তথা গন্ধপ্রসূনকে ॥ ১৭৪
ধূপদীপৌ চ নৈবেদ্যং দশোপচারকং স্মৃতম্।
গন্ধাদিকা নৈবদ্যান্তা পূজা পঞ্চোপচারিকা ॥ ১৭৫

অথ পূজায়াং বিশেষা* যথা, কালীকল্পে—

শ্রীপদং পূর্ব্বমুদ্ধৃত্য পাদুকাপদমুদ্ধরেৎ।
পূজয়ামি ততঃ পশ্চাৎ পূজয়েদঙ্গদেবতাঃ ॥ ১৭৬

উপচারসমূহ যথা। ফেৎকারিণীতন্ত্রে বলিয়াছেন—আসন, আবাহন, অর্ঘ্য, পাদ্য, আচমন, স্নান, বাদ্য, উপবীত, ভূষণসমূহ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, অন্ন, তর্পণ, মাল্যানুলেপন, নমস্কার, বিসর্জ্জন—এই অষ্টাদশ উপচার দ্বারা পূজা করিবে।১৭০-১৭১ ॥

মন্ত্ররত্নাবলীতেও বলিয়াছেন—পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, স্নান, বসন, ভূষণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, আচমন, তাম্বুল, অর্চ্চনা, স্তোত্র, তর্পণ, নমস্করণ—এই ষোড়শবিধ উপচার পূজাসময়ে প্রয়োগ করিবে।১৭২-১৭৩ ॥

অন্যত্রও বলিয়াছেন—অর্ঘ্য ও পাদ্য নিবেদন করিয়া তৎপর আচমন, মধুপর্ক, আচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য নিবেদন করিবে। ইহারই নাম দশবিধ উপচার। গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য—এই কয়েকটীকে একত্রে পঞ্চ উপচার বলা হইয়া থাকে। ১৭৪-১৭৫ ॥

১। নৈবেদ্যাচমনং ততঃ। ২। ষোড়শঃ। * বিধেয়ো।

কাল্যাদয়ঃ পূজনীয়াঃ ক্রমেণ পরমেশ্বরি।
স্বাহা হোমে তর্পণে চ তর্পয়ামীতি সংস্মরেৎ ॥ ১৭৭

দেবীদক্ষিণে মহাকালং পূজয়েদ্। যথা, কুমারীকল্পে—
দেব্যাস্তু দক্ষিণে ভাগে মহাকালং সমর্চ্চয়েৎ ॥ ১৭৮

কালীকল্পেঽপি—
মহাকালং যজেদ্ যত্নাৎ পশ্চাদ্দেবীং প্রপূজয়েৎ ॥ ১৭৯

অথ মন্ত্রো যথা। ওঁ ক্ষৌং যাং রাং লাং বাং ক্রৌং মহাকালভৈরব সর্ব্ববিঘ্নান্ নাশয় নাশয় হ্রীং শ্রীং ফট্ স্বাহা—অনেন পাদ্যাদিভিরারাধ্য ত্রিস্তর্পয়িত্বা মূলদেবীং পূজয়েৎ। তথা মূলান্তে চ ততঃ পাদ্যং মহাকাল-সহিত-শ্রীদক্ষিণকালিকায়ৈ নমঃ—ইতি পাদয়োঃ পাদ্যং দদ্যাৎ। কেষাঞ্চিন্মতে তু মহাকাল-সহিত-পদসম্বলিত-দেবীনাম-প্রয়োগো ন ভবতীতি সাম্প্রদায়িকাঃ। অথার্ঘ্যং শিরসি দদ্যাৎ। এবং আচমনীয়ং মধুপর্কঞ্চ। বমিতি বরুণবীজান্তে মুখপঙ্কজে দদ্যাৎ।

পূজার বিশেষ—যথা, কালীকল্পে বলিয়াছেন—প্রথমে শ্রীপদ উদ্ধার (উল্লেখ) করিয়া, অতঃপর পাদুকাপদ উদ্ধৃত করিবে। অনন্তর পূজয়ামি পদ প্রয়োগ করিতে হইবে। তৎপর অঙ্গদেবতা সকলের পূজা করিয়া যথাক্রমে কাল্যাদির পূজা করিবে। ১৭৬-১৭৭ ॥

দেবীর দক্ষিণে মহাকালের (শিব) পূজা করিতে হইবে। যথা কুমারীকল্পে বলিয়াছেন, দেবীর দক্ষিণভাগে মহাকালের (শিব) পূজা করিবে। কালীকল্পেও বলিয়াছেন, যত্নসহকারে মহাকালের পূজা করিয়া তদনন্তর দেবীর অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইবে। ১৭৮-১৭৯ ॥

পূজার মন্ত্র যথা,—ওঁ ক্ষৌং···ইত্যাদি। এই মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা আরাধনা করিবার পর তিনবার তর্পণ করিয়া মূলদেবীর পূজা করিবে। মূলমন্ত্রে পূজা করিয়া তদীয় পদে পাদ্য নিবেদন করিবে। কাহারও কাহারও মতে মহাকাল-সহিত—এই পদ-সংযুক্ত (সহ) দেবীর নাম প্রয়োগ করিবার আবশ্যকতা নাই। অনন্তর মস্তকে

---

* নিধোয়া।

স্নানীয়ং নমঃ—ইতি স্নানীয়ং দত্ত্বা শুদ্ধদুকূলেনাঙ্গং প্রোন্মার্জ্য বিচিত্র-পট্টবস্ত্র-কস্তূরী-কুঙ্কুমচন্দন-সিন্দুর-কজ্জল-মুকুটকুণ্ডল-তাড়ঙ্ক-হারত্রয়-শঙ্খকঙ্কণাঙ্গদ-গ্রীবাভূষণ-কাঞ্চী-নূপুররত্নাঙ্গুরীয়কাদ্যাভরণানি বিবিধ-পদ্মাদি-রচিত-মাল্যাদীনি নিবেদ্য কেবলং পুনরাচমনীয়ং দদ্যাৎ ॥১৮০

তদুক্তং—

পাদ্যঞ্চ পাদয়োর্দ্দদ্যাৎ নাসামন্ত্রেণ[১] মন্ত্রবিৎ।
শিরোমন্ত্রেণ দেবেশি অর্ঘ্যং দদ্যাচ্ছিরোপরি ॥ ১৮১
আচমনং মধুপর্কঞ্চ স্বধামন্ত্রেণ দেশিকঃ।
স্নানং গন্ধং হৃদা দদ্যাৎ পুষ্পাণি বৌষড়িত্যপি।
ততো নিবেদয়ামীতি দদ্যাৎ সর্ব্বং মহেশ্বরি ॥ ৮২

স্বধামন্ত্রেণ বরুণমন্ত্রেণ ইত্যর্থঃ। স্বধেত্যাচমনীয়ঞ্চ ত্রিবারং মুখপঙ্কজে।

তন্ত্রান্তরে চ—

নমঃ স্বাহা স্বধা চৈব বৌষড়িতি যথাক্রমম্ ॥ ১৮৩

অর্ঘ্যদান করিবে। এইরূপে বরুণবীজ-সহকারে মুখপঙ্কজে আচমনীয় ও মধুপর্ক প্রদান করিতে হইবে। তদনন্তর স্নানীয় দান ও বিশুদ্ধ দুকূলে (রেশমীবস্ত্র, ক্ষৌমবস্ত্র) অঙ্গ আবৃত করিয়া বিচিত্র পট্টবস্ত্র, কস্তুরী, কুঙ্কুম, চন্দন, সিন্দুর, কজ্জল, মুকুট, কুণ্ডল, তাড়ঙ্ক,* হারত্রয়,† শঙ্খ, কঙ্কণ, অঙ্গদ, গ্রীবাভূষণ, কাঞ্চী, নূপুর ও রত্নাঙ্গুরীয় প্রভৃতি আভরণসমূহ ও বিবিধ পদ্মাদিরচিত মাল্যাদি নিবেদনপূর্ব্বক কেবল পুনরায় আচমনীয় প্রদান করিবে। ১৮০ ॥

তাহা বলিয়াছেন—যথা, ন্যাসান্তে পাদ-যুগলে পাদ্য নিবেদন করিয়া শিরোমন্ত্রে শিরের উপরি অর্ঘ্য, স্বধা মন্ত্রে আচমন ও মধুপর্ক, হৃন্মন্ত্রে স্নান ও গন্ধ, বৌষট্ ইত্যাদি মন্ত্রে পুষ্পসমূহ নিবেদন করিবে। ১৮১-১৮২।

এখানে স্বধা এই মন্ত্র দ্বারা বরুণমন্ত্র বুঝিতে হইবে। কেননা, তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন, স্বধা মন্ত্রে তিনবার মুখপঙ্কজে আচমনীয় প্রদান করিবে। পুনশ্চ বলিয়াছেন নমঃ স্বাহা স্বধা ও বৌষট্ যথাক্রমে ইত্যাদি মন্ত্রে। ১৮৩॥

১। নাসান্তেন চ। * প্রাচীনকালের বাহুর অলঙ্কার-বিশেষ। † কণ্ঠাভরণ-বিশেষ।

স্বাহা সন্নিধিপাঠাচ্চ আচমনীয়ং স্বধেতি বকারমধ্যপাঠো যুক্ত এব ভবতি, তন্ন সমীচীনম্। অত্রাগমে প্রায়ঃ সঙ্কেতেনৈব মন্ত্রোদ্ধারঃ ক্রিয়তে, একমন্ত্রোদ্ধারেঽপি কুত্রাপি তত্তদক্ষরেণ, কুত্রাপি পর্য্যায়-শব্দেনাপি তত্তন্মন্ত্রোদ্ধারো দৃষ্টঃ—ইতি উকারমধ্যপাঠো যুক্তঃ, ন তু বকারমধ্যঃ। অন্যথা রাঘবভট্টধৃতবচন-বিরোধাপত্তেঃ ॥ ১৮৪

তদ্‌যথা—

মধুপর্কং মুখে দদ্যাৎ জল-মন্ত্রেণ দেশিকঃ।

কিঞ্চ— বরুণেন তু মন্ত্রেণ মধুপর্কং মুখাম্বুজে ॥ ১৮৫ ॥ ইতি।

ন চ বাচ্যং মধুপর্কবিষয়মেবেদং বচনমিতি। মধুপর্কাচমনয়োরেকমন্ত্রেণ দানাৎ স্বধেতি পাঠো যুক্তঃ এবেতি নিশ্চিতম্ ॥ ১৮৬

ততো মধ্যমানামিকাঙ্গুষ্ঠৈঃ গন্ধং নম ইতি গন্ধং, অঙ্গুষ্ঠ-তর্জ্জনীভ্যাং পুষ্পাণি বৌষড়িতি পুষ্পৈঃ সংপূজ্য, সাক্ষতং স্বয়ম্ভুকুসুমাদিকঞ্চ বৌষড়িতি মন্ত্রেণ দত্ত্বা, ধূপপাত্রং ফড়িতি সংপ্রোক্ষ্য, নম ইতি ইষ্ট্বা, পুরতো নিধায়, বামতর্জ্জন্যা সংস্পৃশন্ ধূপং নিবেদয়ামীতি শ্রীপাত্রামৃতেনোৎসৃজ্য, জয়ধ্বনি মন্ত্রমাতঃ স্বাহেতি ঘণ্টাং সংপূজ্য, বামহস্তেন

এখানে স্বধা, এই ব-কারমধ্য পাঠ কোনক্রমেই সমীচীন নহে। এই আগমে (তন্ত্রে) প্রায় সঙ্কেতে মন্ত্রোদ্ধার করা হইয়াছে। একবিধ মন্ত্রের উদ্ধারেও কোথায়ও সেই সেই অক্ষরের দ্বারা, কুত্রাপি পর্য্যায় শব্দ দ্বারাও তত্তৎ মন্ত্রের উদ্ধার করা হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং উকারমধ্য পাঠ-ই যুক্ত, ব কারমধ্য পাঠ সঙ্গত নহে। অন্যথা, রাঘবভট্টধৃত বচনের সহিত বিরোধ-সংঘটন হয়। যথা—জলমন্ত্রে মুখে মধুপর্ক প্রদান করিবে। কিঞ্চ—বারুণমন্ত্রে মুখপদ্মে মধুপর্ক ইত্যাদি। ১৮৪-১৮৫ ॥

এই বচন মধুপর্কবিষয়ক, এরূপ বলিতে পারা যায় না। কেননা, মধুপর্ক ও আচমন এতদুভয়ের এক মন্ত্র দ্বারা প্রদান নিবন্ধন স্বধার পরিবর্ত্তে সুধা পাঠই যুক্তিযুক্ত হইয়া থাকে। ইহাই স্থিরীকৃত সিদ্ধান্ত। ১৮৬ ॥

অনন্তর যথোক্ত মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে গন্ধ ও পুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া বৌষট্ মন্ত্রে অক্ষত সহিত স্বয়ম্ভুকুসুম দান, ফট্‌মন্ত্রে ধূপপাত্র প্রোক্ষণ, পূজন, সম্মুখে

তাং বাদয়ন্, মধ্যমানামিকাঙ্গুষ্ঠৈর্ধূপং দত্ত্বা, দেবতাগায়ত্রীং মূলমন্ত্রঞ্চ জপ্ত্বা ত্রিধোত্তোলনং কৃত্বা দেবীং ধূপয়েৎ। অথ সম্মুখে দীপভাজনং সংস্থাপ্য, পূর্ব্ববৎ প্রোক্ষণপূজনে কৃত্বা, বামমধ্যময়া দীপপাত্রং স্পৃশন্ দীপং নিবেদয়ামীতি নিবেদ্য, ঘণ্টাং পূর্ব্ববৎ বাদয়ন্ মধ্যমানামিকামধ্যে দীপপাত্রমঙ্গুষ্ঠাগ্রেণ ধৃত্বা দর্শয়েৎ॥ ১৮৭

ততো মধুদ্রব্যং সম্মুখে কৃত্বা 'ওঁ কালি কালি মহাকালি হুঁ হুঁ[১] অমৃতমাসবং বিধিবৎ কুরু কুরু স্বাহা' ইতি মন্ত্রেণ সপ্তধাভিমন্ত্র্য চ গ্রাসমুদ্রয়া পাত্রমাদায়, দক্ষিণপাণিনা শুদ্ধ্যাদিকং গৃহীত্বা, করাভ্যাং সংযোজ্য, মূলমন্ত্রান্তে শুদ্ধ্যাদিসহিতমাসবং নিবেদয়ামীতি দদ্যাৎ। ততো নৈবেদ্যং স্বর্ণাদিপাত্রে কৃত্বা, ত্রিকোণমণ্ডলোপরি পুরতঃ সংস্থাপ্য, হুমিত্যবগুণ্ঠ্য, যমিতি বায়ুবীজেন সংশোধ্য, রমিতি বহ্নিবীজেন সংদহ্য, বমিতি বরুণবীজেন ধেনুমুদ্রয়ামৃতীকৃত্য, তদুপরি মূলং সপ্তধা প্রজপ্য, বামাঙ্গুষ্ঠেন নৈবেদ্যপাত্রং স্পৃশন্, নৈবেদ্যং নিবেদয়ামীতি দক্ষিণহস্তং তত্ত্বমুদ্রয়োৎসৃজেৎ॥ ১৮৮

স্থাপন ও বামহস্ত দ্বারা তাহার বাদন; মধ্যমা, অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ধূপদান, দেবতা গায়ত্রী ও মূলমন্ত্র জপ এবং তিনবার উত্তোলন করিয়া দেবীকে ধূপিত করিবে। অনন্তর সম্মুখে দীপভাজন স্থাপন ও পূর্ব্ববৎ প্রোক্ষণ ও পূজন সম্পন্ন করিয়া বাম হস্তের মধ্যমা দ্বারা দীপপাত্র স্পর্শ, দীপ নিবেদন, পূর্ব্ববৎ ঘণ্টা বাদন এবং পূর্ব্ববৎ মধ্যমা ও অনামিকার মধ্যে অঙ্গুষ্ঠাগ্র দ্বারা দীপপাত্র ধারণপূর্ব্বক প্রদর্শন করিবে। ১৮৭ ॥

তৎপরে মধুদ্রব্য সম্মুখে করিয়া ওঁ কালি কালি...ইত্যাদি মন্ত্রে সাতবার অভিমন্ত্রণ করত গ্রাসমুদ্রা দ্বারা পাত্রগ্রহণ, দক্ষিণ হস্ত দ্বারা শুদ্ধ্যাদি সংগ্রহ এবং উভয় হস্ত দ্বারা সংযোজন করত মূলমন্ত্রান্তে শুদ্ধ্যাদি সহিত আসব নিবেদন করিতে হইবে। অনন্তর, স্বর্ণাদি পাত্রে নৈবেদ্য করিয়া, ত্রিকোণমণ্ডলের উপরি সম্মুখে স্থাপন, কূর্চ্চমন্ত্রে অবগুণ্ঠন, বায়ুবীজ দ্বারা সংশোধন, বহ্নিবীজ দ্বারা সংদহন, বরুণবীজ সহায়ে ধেনুমুদ্রাযোগে অমৃতীকরণ, তদুপরি সাতবার মূলমন্ত্র জাপন এবং বামাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা নৈবেদ্যপাত্র স্পর্শন করিয়া তত্ত্বমুদ্রা দ্বারা উৎসর্জ্জন (উৎসর্গ, নিবেদন) করিবে। ১৮৮ ॥

১। হ্রুঁ হ্রুঁ।

ততো জলগণ্ডূষং দত্ত্বা প্রাণাদি-পঞ্চমুদ্রাং দর্শয়ন্ বামহস্তে গ্রাস-মুদ্রাং দর্শয়েৎ। ততঃ পুনরাচমনীয়ং দত্ত্বা, কর্পূরাদিযুক্ততাম্বুলং বামাঙ্গুষ্ঠেন ধৃত্বা, তাম্বূলং নিবেদয়ামীতি দদ্যাৎ। সর্ব্বমর্ঘ্যজলেনোৎসৃজেৎ। ততস্তত্ত্ব[১]-মুদ্রয়া অর্ঘ্যামৃতেন দেবীং ত্রিঃ সংতর্প্য যোনিমুদ্রাং দর্শয়েৎ ॥ ১৮৯

তদুক্তং তন্ত্রান্তরে—

মধ্যমানামিকাভ্যাস্তু অঙ্গুষ্ঠাগ্রেণ পার্ব্বতি।
দদ্যাচ্চ বিমলং গন্ধং মূলমন্ত্রেণ দেশিকঃ॥ ১৯০
অঙ্গুষ্ঠতর্জ্জনীভ্যাস্তু চক্রে পুষ্পং নিবেদয়েৎ।
যথা গন্ধং তথা দেবি ধূপং দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ ॥ ১৯১
মধ্যমানামিকাভ্যাস্তু মধ্যপর্ব্বণি দেশিকঃ।
অঙ্গুষ্ঠাগ্রেণ দেবেশি ধৃত্বা দীপং নিবেদয়েৎ ॥ ১৯২
উত্তোলনং ত্রিধা কৃত্বা গায়ত্র্যা মূলযোগতঃ।
তত্ত্বাখ্যমুদ্রয়া[২] দেবি নৈবেদ্যঞ্চ নিবেদয়েৎ॥ ১৯৩

পরে জলগণ্ডূষ দান সহকারে প্রাণাদি পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন করত বামহস্তে গ্রাসমুদ্রা দেখাইতে হইবে। অতঃপর পুনরায় আচমনীয় প্রদানপূর্ব্বক বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা কর্পূরাদিযুক্ত তাম্বুল ধারণ করিয়া তাহা নিবেদন এবং সমুদয় অর্ঘ্য সলিল সহযোগে উৎসর্জ্জন করিবে। তদনন্তর তত্ত্বমুদ্রা-সহকৃত অর্ঘ্যামৃত দ্বারা দেবীকে তিনবার সন্তৃপ্ত (পরিতৃপ্ত, তৃপ্ত, তুষ্ট, পরিতুষ্ট) করিয়া যোনিমুদ্রা দেখাইবে। ১৮৯ ॥

তন্ত্রান্তরে তাহা বলিয়াছেন। যথা মধ্যমা, অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠাগ্র দ্বারা মূলমন্ত্র সহায়ে বিমল গন্ধ দান করিতে হইবে। অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা চক্রে পুষ্প নিবেদন এবং গন্ধ ধূপদান করিবে। মধ্যমা, অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠাগ্র দ্বারা মধ্যপর্ব্বে দীপধারণ করিয়া নিবেদন এবং মূলমন্ত্রে তিনবার গায়ত্রীর উত্তোলন করিয়া, তত্ত্বাক্ষমুদ্রা প্রদর্শন সহকারে নৈবেদ্য নিবেদন করিবে। ১৯০-১৯৩॥

১। তত্ত্ব। ২। তত্ত্বাক্ষমুদ্রয়া।

মূলেনাচমনং তাম্বূলং তেন মুদ্রয়া দদ্যাৎ। তত্ত্বে সামান্য-বিশেষণার্থঃ। সারদাটীকায়াঞ্চ।

ধূপভাজনমন্ত্রেণ প্রোক্ষ্যাভ্যর্চ্চ্য হৃদাত্মনা।
অস্ত্রেণ[১] পূজিতাং ঘণ্টাং বাদয়ন্ গুগ্গুলং দহেৎ॥ ১৯৪

অন্যত্রাপি—

গজধ্বনি ততো মন্ত্রমাতঃ স্বাহেত্যুদীর্য্য চ।
অভ্যর্চ্য বাদয়ন্ ঘণ্টাং সধূপৈ ধূঁপয়েত্ততঃ॥ ১৯৫

তন্ত্রান্তরে চ, ততঃ সমর্পয়েৎ ধূপং ঘণ্টাং বাদ্য জয়স্বনৈরিতি,[২] এবং দীপদানে ঘণ্টাবাদনমিতি সাম্প্রদায়িকাঃ॥ ১৯৬

অথ গন্ধাদিনিবেদনস্থানম্, যথা যামলে—

নিবেদয়েৎ পুরোভাগে গন্ধং পুষ্পঞ্চ ভূষণম্।
দীপং দক্ষিণতো দদ্যাৎ পুরতো ন তু বামতঃ॥ ১৯৭
বামতস্তু তথা ধূপমগ্রে বা ন তু দক্ষিণে।
নৈবেদ্যং দক্ষিণে চাপি পুরতো ন তু পৃষ্ঠতঃ॥ ১৯৮

সারদাটীকায় বলিয়াছেন—ধূপভাজনমন্ত্রে প্রোক্ষণ, হৃন্মন্ত্রে অভ্যর্চ্চন ও ফট্ শব্দসহিত পূজিত ঘণ্টা বাদন করিয়া গুগ্গুল্ দহন করিতে হইবে। অন্যত্র বলা হইয়াছে—'জয়ধ্বনি মন্ত্রমাতঃ স্বাহা এই মন্ত্রে ঘণ্টার পূজা করিয়া তারপর ঘণ্টা বাজাইয়া সধূপ ধূপদান করিবে। তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন—অনন্তর ঘণ্টা-বাদন সহকারে ধূপ নিবেদন করিবে। স্ব-স্ব সম্প্রদায়িকেরা দীপদানেও ঐরূপ ঘণ্টাবাদনবিধি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ১৯৪-১৯৬॥

গন্ধাদি নিবেদনের স্থান যথা—যামলে বলিয়াছেন. পুরোভাগে গন্ধ, পুষ্প ও ভূষণ, দক্ষিণে দীপ, বামদিকে ধূপ ও দক্ষিণে নৈবেদ্য প্রদান করিবে। দীপ দক্ষিণে বা সামনে দিবে, বামে দিবে না; ধূপ বাম দিকে বা সামনে দিবে, কখনই দক্ষিণ দিকে দিবে না। নৈবেদ্যও দক্ষিণে বা সম্মুখে দিবে, কখন পশ্চাতে নিবেদন করিবে না। ১৯৭-১৯৮॥

১। মন্ত্রেণ। ২। ততঃ সমর্পয়েৎ ধূপং ঘণ্টাবাদনসংযুতম্।

দীপমিতি ঘৃতযুক্তশ্চেৎ দক্ষিণে, তৈলযুক্তশ্চেদ্বামে ইতি সাম্প্রদায়িকাঃ। এবং সিতা বর্ত্তিশ্চেৎ দক্ষিণতঃ, রক্তা চেদ্বামতঃ, সম্মুখে তু ন নিয়মঃ। নৈবেদ্যমিতি সিদ্ধান্নং চেৎ দেবতাবামে, আমান্নং চেদ্দক্ষিণে ইত্যপি বোদ্ধব্যম্ ॥ ১৯৯

অথ পুষ্পনিয়মো যথা, মুণ্ডমালায়াম্—

পুষ্পাণ্যপি তথা দদ্যাৎ রক্তকৃষ্ণসিতানি চ।
শ্বেতং রক্তং জবাপুষ্পং করবীরং তথা প্রিয়ে ॥ ২০০
টগরং মল্লিকা জাতী মালতী যূথিকা তথা।
ধুস্তূরাশোকবকুলং শ্বেতকৃষ্ণাপরাজিতা ॥ ২০১
বকপুষ্পং বিল্বপত্রং চম্পকং নাগকেশরম্।
মল্লিকা ঝিন্টিকা কাঞ্চী রক্তং যৎ পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ২০২
অর্কপুষ্পং জবাপুষ্পং বর্ব্বরঞ্চ প্রিয়ং ভবেৎ।
অষ্টম্যাঞ্চ বিশেষেণ তুষ্টা ভবতি পার্ব্বতী ॥ ২০৩
পদ্মপুষ্পেণ রক্তেন সন্তুষ্টাঃ সর্ব্বদেবতাঃ।
কৃষ্ণং বা যদি বা রক্তং কালিকা বরদা ভবেৎ ॥ ২০৪
শ্মশানধূস্তুরেণৈব তুষ্টা স্বপ্নাবতী পরা।
অন্যপুষ্পৈশ্চ বিবিধৈঃ সন্তুষ্টা দেবি পার্ব্বতী ॥ ২০৫

সাম্প্রদায়িক মতে ঘৃতযুক্ত প্রদীপ দক্ষিণে ও তৈলযুক্ত দীপ বামে নিবেদন করিবে। এইরূপ শ্বেতবর্ত্তি দক্ষিণে ও রক্তবর্ত্তি বামে প্রদান করিতে হইবে—সম্মুখে নহে। নৈবেদ্য সিদ্ধান্ন হইলে, দেবতার বামে এবং আমান্ন হইলে দক্ষিণে, ইহাই বুঝিতে হইবে। ১৯৯ ॥

পুষ্পনিয়ম মুণ্ডমালাতন্ত্রে বলিয়াছেন—রক্ত, কৃষ্ণ ও শ্বেতবর্ণ পুষ্পসকল প্রদর্শন করিবে। শ্বেত ও রক্তভেদে দ্বিবিধ জবা ও দ্বিবিধ করবীর, টগর, মল্লিকা, জাতী, মালতী, যূথী, ধুস্তুর, অশোক, বকুল, শ্বেত ও কৃষ্ণভেদে দুইপ্রকার) অপরাজিতা, বকপুষ্প, বিল্বপত্র, চম্পক, নাগকেশর, মল্লিকা, ঝিন্টিকা, কাঞ্চী ও অর্কপুষ্প—এই সকল দেবীর প্রিয়। বিশেষতঃ অষ্টমীতে এই সকল প্রদান করিলে পার্ব্বতী তুষ্টা হইয়া থাকেন। ২০০—২০৩ ॥

রক্তবর্ণ পদ্মপুষ্প প্রদান করিলে সকল দেবতাই সন্তুষ্ট হয়েন। কৃষ্ণ বা রক্তবর্ণ,

আমলক্যাস্তু পত্রেণ তুষ্টা ভবতি পার্ব্বতী।

অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং নানাপুষ্পৈঃ সমর্চ্চয়েৎ।

শ্মশানে রাত্রিশেষে বা শনিভৌমদিনে তথা ॥ ২০৬

মৎস্যসূক্তে—

সুগন্ধিশ্বেতলৌহিত্য[১]কুসুমৈরর্চ্চয়েদ্দলৈঃ।

বিল্বৈর্ম্মরুবকাদ্যৈশ্চ তুলসীবর্জ্জিতৈঃ শুভৈঃ ॥ ২০৭

ওড্রপুষ্পৈর্ব্বিশেষেণ বজ্রপুষ্পেণ মিশ্রিতম্।

সর্ব্বং পুষ্পং প্রদাতব্যং ভক্তিযুক্তেন চেতসা ॥ ২০৮

দেবানামিত্যুপলক্ষণং দেবীনামিতি বোদ্ধব্যম্।

তদুক্তং, তন্ত্রান্তরে—

দেবীপূজা সদা কার্য্যা জলজৈঃ স্থলজৈরপি।

বিহিতৈর্ব্বা নিষিদ্ধৈর্ব্বা ভক্তিযুক্তেন চেতসা ॥ ২০৯

কালীতন্ত্রে চ—

নানোপহারবলিভির্নানাপুষ্পৈর্মনোহরৈঃ।

অপামার্গদলৈর্ভৃঙ্গৈস্তুলসীবর্জ্জিতৈঃ শুভৈঃ[২]।

পূজনীয়া সদা ভক্ত্যা নৃণাং শীঘ্রফলাপ্তয়ে ॥ ২১০

যে কোন পুষ্প প্রদান করিলে কালিকা বর প্রদান করেন। স্বপ্নাবতী শ্মশান ধুস্তুরেই সন্তুষ্টা হইয়া থাকেন। অন্যান্য বিহিত পুষ্প ও আমলকীর পত্র প্রদান করিলে পার্ব্বতী প্রীতিমতী। অষ্টমী ও চতুর্দ্দশীতে, শনিবার ও মঙ্গলবারে শ্মশানে বা রাত্রিশেষে বিবিধ পুষ্প সহকারে অর্চ্চনা করিবে। ২০৪-২০৬ ॥

মৎস্যসূক্তে বলিয়াছেন—সুন্দর গন্ধযুক্ত শ্বেত ও লোহিতবর্ণ কুসুমসমূহ, বিল্ব, মরুবক, বিশেষতঃ ওড্রপুষ্প ও বজ্রপুষ্প মিশ্রিত সমুদয় পুষ্প ভক্তিযুক্তচিত্তে প্রদান করিবে, তুলসী দিবে না। দেব-পদ উপলক্ষণ মাত্র, দেবীগণেরও (পূজা হইবে), ইহা বুঝিতে হইবে। ২০৭-২০৮ ॥

তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন—বিহিত হউক আর নিষিদ্ধই হউক, জলজ ও স্থলজ পুষ্পসমূহ দ্বারা ভক্তিযুক্তচিত্তে দেবীর পূজা করিবে। কালীতন্ত্রে লিখিত আছে—বিবিধ উপহার বলি মনোরম নানা পুষ্প এবং তুলসী ভিন্ন অপামার্গ (আপাং গাছ) পত্র এবং ভৃঙ্গপত্র (তেজপত্র বা দারুচিনি পত্র) দ্বারা সর্ব্বদা দেবীর পূজা করিলে শীঘ্র ফললাভ হইবে। ২০৯-২১০ ॥

১। লোহিত। ২। শ্লোকোঽয়ং ন সর্ব্বত্র।

অথ পুষ্পদানবিধানম্ যথা, তদুক্তং সারদাটীকায়াম্—

পুষ্পং বা যদি বা পত্রং ফলং নেষ্টমধোমুখম্।
দুঃখদং তৎসমাখ্যাতং যথোৎপন্নং তথার্পণম্।
অধোমুখং ফলং নেষ্টং পুষ্পাঞ্জলিবিধৌ ন তৎ ॥২১১

অথ নৈবেদ্যং যথা, তদুক্তং মৎস্যসূক্তে—

পায়সং কৃষরং দদ্যাৎ শর্করাগুড়সংযুতম্।
গব্যং মুখে মধু পয়-স্তথান্যানি নিবেদয়েৎ ॥২১২
শালমৎস্যঞ্চ পাঠীনং গোধামাংসমনুত্তমম্।
অন্নঞ্চ মধুনা যুক্তং যত্নাদ্দদ্যাচ্চ মন্ত্রবিৎ ॥২১৩

কৃষরং তিলতণ্ডুলমিত্যর্থঃ। পাঠীনংবোদাল-[১]মিত্যর্থঃ।

অন্যত্রাপি—কন্দুপক্বং স্নেহপক্বং ঘৃতসংযুক্ত-পায়সম্।
মনঃপ্রিয়ঞ্চ নৈবেদ্যং দদ্যাদ্দেব্যৈ পুনঃ পুনঃ ॥

কন্দুপক্বং ভৃষ্টতণ্ডুলপৃথুকাদিকম্। স্নেহপক্বং লড্ডুকাদি ॥২১৪

পূজাদানবিধান, যথা সারদাটীকায় বলিয়াছেন—পুষ্প বা ফল, অথবা পত্র অধোমুখে দিবে না; তাহাতে দুঃখ ঘটিবে। যেরূপে সেই সমস্তই জন্মিয়াছে, সেইভাবেই তাহাদিগকে অর্পণ করিবে। পুষ্পাঞ্জলি প্রদানকালে অধোমুখে ফলদান বিধিবোধিত নহে।২১১

অধুনা নৈবেদ্য দানবিধি লিখিত হইতেছে। মৎস্যসূক্তে বলিয়াছেন—পায়স, শর্করাগুড়সমেত কৃষর, গব্যদুগ্ধ, মধু ও অন্যান্য দ্রব্যসমূহ নিবেদন করিবে। মন্ত্রবিৎ সাধক যত্নপূর্ব্বক শালমৎস্য, পাঠীন, গোধামাংস ও মধুযুক্ত অন্ন প্রদান করিবে। এস্থলে কৃষর শব্দ তিলতণ্ডুল মিশ্রিতান্ন এবং পাঠীন শব্দে বোদাল (বোয়াল মৎস্য) বুঝায়।২১২—২১৩

অন্যত্রও বলিয়াছেন, যথা—কন্দুপক, স্নেহ (তৈল) পক, ঘৃতসংযুক্ত পায়স ও মনঃপ্রিয় নৈবেদ্য পুনঃ পুনঃ প্রদান করিবে। কন্দুপক শব্দে ভৃষ্ট জলোপসেক বিনা বালুকাগ্নি সংযোগে পক, ভাজা) তণ্ডুল পৃথুকাদি। স্নেহপক শব্দ লড্ডুকাদি-বাচক।২১৪

১। বোয়ালাখ্য-মৎস্যম্।

কুমারীকল্পেঽপি—

তাম্বূলঞ্চ সকর্পূরং নারিকেলং সশর্করম্।
পায়সং সঘৃতঞ্চৈব আর্দ্রকং সগুড়ন্তথা ॥২১৫
সতণ্ডুলং তিলঞ্চৈব দধি চৈব সশর্করম্।
জম্বীরং পনসঞ্চৈব আম্রাতকং[১] ফলং তথা ॥২১৬
কদলীং তিন্তিড়ীঞ্চৈব শ্রীফলং ফলমুত্তমম্।
করঞ্জং বকুলঞ্চৈব তালং খর্জ্জূরমেব চ।
অন্যানি চ সুগন্ধীনি স্বাদূনি চ ফলানি চ ॥২১৭

মুণ্ডমালায়ামপি—

দধি ক্ষীরং গুড়ঞ্চান্নং পায়সং শর্করান্বিতম্।
পায়সং ক্ষৌদ্রমাংসঞ্চ নারিকেলং সমোদকম্ ॥২১৮
শশকং মেষকঞ্চৈব আর্দ্রকঞ্চ সশর্করম্।
শালমৎস্যঞ্চ পাঠীনং শকুলং গড়কন্তথা ॥২১৯
মদ্গুরং চেলিষং দদ্যাৎ মাংসং মাহিষমেব চ।
পক্ষিমাংসং বরারোহে ডিম্বং নানাসমুদ্ভবম্ ॥২২০
কৃষ্ণচ্ছাগং মহামাংসং গোধিকাং হরিণীন্তথা।
জলজে মৎস্যমাংসে চ গণ্ডকীমাংসমেব চ।
নানাব্যঞ্জনদুগ্ধানি ব্যঞ্জনানি বহূনি চ ॥২২১

কুমারীকল্পেও বলিয়াছেন, যথা,—কর্পূরসহিত তাম্বুল, শর্করাসহিত নারিকেল, ঘৃতসহিত পায়স, গুড়সহিত আর্দ্রক, (আদা), তণ্ডুলসহিত তিল, শর্করাসহিত দধি, জম্বীর, পনস, আম্রাতক, কদলী, তিন্তিড়ী, শ্রীফল, করঞ্জ, বকুল, তাল, খর্জ্জুর এবং অন্যান্য সুস্বাদু ও সুগন্ধি ফলসকল প্রদান করিবে।২১৫—২১৭

মুণ্ডমালায় বলিয়াছেন—দধি, ক্ষীর, গুড়সহিত পায়স, ক্ষৌদ্র মাংস, নারিকেল, মোদক, অন্ন, শশক, মেষ, শর্করাসহিত আর্দ্রক, শাল, পাঠীন (বোয়াল), শকুল, গড়ক, মদ্গুর, ইলিষ, মহিষমাংস, পক্ষিমাংস, বিবিধপ্রকার ডিম্ব, কৃষ্ণছাগ মহামাংস, গোধিকা, হরিণী, জলজ মৎস ও মাংস, গণ্ডকীমাংস এবং বিবিধ বহু ব্যঞ্জন ও দুগ্ধ প্রদান করিবে।২১৮—২২১

১। আম্রাতকফলং।

নৈবেদ্যপাত্রং, যথা যামলে—

তৈজসেষু চ পাত্রেষু সৌবর্ণে রাজতে তথা।
তাম্রে বা প্রস্তরে বাপি পদ্মপত্রেঽথবা পুনঃ ॥২২২
যজ্ঞদারুময়ে বাপি নৈবেদ্যং কল্পয়েদ্ বুধঃ।
সর্ব্বাভাবে তু মাহেশি স্বহস্তঘটিতং যদি ॥২২৩
যদ্‌যোগ্যমর্ঘ্যপাত্রে তু তদ্বিধায় নিবেদয়েৎ।
অন্যৈস্তোয়ৈ যচ্ছৎস্পৃষ্ট-মর্ঘ্যপাত্রস্থিতঞ্চ যৎ[২]।
ন গৃহ্লাতি মহাদেবী দত্তং বিধিশতৈরপি ॥২২৪

অর্ঘ্যপাত্রভেদস্তু মৎকৃত-শ্রীতত্ত্বচিন্তামণাবনুসন্ধেয়ঃ।

অথ কৃতাঞ্জলিঃ শ্রীদক্ষিণকালিকে আবরণং তে পূজয়ামীতি আজ্ঞাং গৃহীত্বা, অগ্নীশাসুরবায়ব্যসম্মুখে দিক্ষু চ দেব্যাঃ ষড়ঙ্গে বা ষড়ঙ্গ-দেবতাং ধ্যাত্বা ন্যাসোক্তমন্ত্রেণ যজেৎ। তদুক্তং কুলার্ণবে—অগ্নীশাসুরবায়ব্যমধ্যদিক্ষ্বঙ্গপূজনম্ ইতি ॥২২৫

নৈবেদ্যপাত্র যথা যামলে—বিবিধ তৈজসপাত্রে অথবা স্বর্ণপাত্রে কিম্বা রৌপ্যপাত্রে অথবা তাম্রপাত্রে কিম্বা প্রস্তরে ও পদ্মপত্রে অথবা যজ্ঞদারুময় পাত্রে নৈবেদ্য কল্পনা (প্রস্তুত, বিন্যাস বা সাজান) করিবে। মাহেশি! এই সকলের অভাব হইলে, স্বহস্তগঠিত উপযুক্ত অর্ঘপাত্রে নৈবেদ্য নিবেদন করিবে। এতদ্ভিন্ন, অন্যবিধ পাত্রে শতশত বিহিত শাস্ত্রানুসারেও প্রদান করিলে, মহাদেবী তাহা গ্রহণ করেন না। অর্ঘ্যপাত্রের ভেদ-বিষয়ে মৎকৃত শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থে অনুসন্ধান করিবে।২২—২২৪

অনন্তর কৃতাঞ্জলি হইয়া (যুক্তকরে) শ্রীদক্ষিণকালিকে ইত্যাদি বলিয়া আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া অগ্নিকোণ, বায়ুকোণ, নৈঋর্তকোণ ও ঈশানকোণের সম্মুখে ও দিক্‌সমূহে অথবা দেবীর ষড়ঙ্গে ষড়ঙ্গদেবতার ধ্যান করতঃ ন্যাসোক্ত মন্ত্রে পূজা করিবে। কুলার্ণবে তাহা বলিয়াছেন যথা,—অগ্নিকোণাদির চতুষ্কোণ, মধ্যভাগ ও দিক্‌সমূহে অঙ্গপূজা করিতে হইবে।২২৫

১। অন্যত্তৌ যৈঃ। ২। স্থিতেতরৈঃ।

তন্ত্রান্তরে চ—ইষ্ট্বা হৃদয়মাগ্নেয্যামৈশান্যান্তু শিরো যজেৎ।
নৈঋ৾ত্যাঞ্চ শিখা পূজ্যা বায়ব্যাং কবচং যজেৎ।
অভ্যর্চ্চ্য পুরতো নিত্যং দিক্ষু শস্ত্রমথার্চ্চয়েৎ[১] ॥২২৬

অপি চ—বহ্ন্যাদিদিক্ষু বা পূজ্যা তত্তদঙ্গেষু চ ক্রমাৎ।
ধ্যানম্—তুষারস্ফটিকশ্যাম-নীলকৃষ্ণারুণার্চ্চিষঃ।
বরদাভয়ধারিণ্যঃ প্রধানতনবস্ত্রিয়ঃ ॥২২৭

অথ গুরুপংক্তিত্রয়ং পূজয়েৎ। তদুক্তং সারদাটীকায়াম্—
বায়ব্যাদীশপর্য্যন্তং গুরুপংক্তিং সমর্চ্চয়েৎ।
তদশক্তৌ গুরুচতুষ্টয়ং তদশক্তৌ গুরুত্রয়ম্ ॥
তদ্দৈবতঋষিমাত্রং বা ॥২২৮

অথ গুরুপংক্তির্যথা, তদুক্তং ভাবচূড়ামণৌ—
ভৈরব উবাচ—
মাতর্দ্দেব মহামায়ে বন্ধমোক্ষপ্রবর্ত্তিনি।
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি গুরুক্রমমনুত্তমম ॥২২৯

তন্ত্রান্তরেও বলিয়াছেন—অগ্নিকোণে হৃদয়পূজা করিয়া, ঈশানকোণে মস্তকের, নৈঋ৾তকোণে শিখার ও বায়ুকোণে কবচের অর্চ্চনা করিবে। অর্চ্চনান্তে সম্মুখে সকল দিকে অস্ত্রের পূজা করিতে হইবে।২২৬

পুনরায় বলিয়াছেন. অগ্নি প্রভৃতি দিক্‌সমূহে তত্তৎ অঙ্গসকলে যথাক্রমে দেবীর পূজা করিবে। ধ্যান যথা—স্ত্রীগণের প্রধান তনু - তুষারের ন্যায় ধবল, স্ফটিকের ন্যায় শুভ্র, শ্যাম, নীল, কৃষ্ণ ও অরুণ বর্ণ এবং তাঁহারা বর ও অভয়ধারিণী।২২৭

অনন্তর গুরুপংক্তিত্রয়ের পূজা করিতে হইবে। সারদাটীকায় তাহা উক্ত হইয়াছে, যথা—বায়ুকোণ হইতে ঈশানকোণ পর্য্যন্ত গুরুপংক্তির অর্চ্চনা করিবে। তাহাতে অশক্ত হইলে, গুরুচতুষ্টয়ের এবং তাহাতেও অশক্ত হইলে গুরুত্রয়ের; অথবা, তদ্দৈবত ঋষিমাত্রের পূজা করিতে হইবে।২২৮

অধুনা গুরুপংক্তি লিখিত হইতেছে। ভাবচূড়ামণিতে বলিয়াছেন, যথা—ভৈরব কহিলেন, মাতঃ! দেবি মহামায়ে! তুমি বন্ধন ও মুক্তির হেতু। ইদানীং অনুত্তম (অতুলনীয়) গুরুক্রম শ্রবণ করিবার জন্য ইচ্ছা হইতেছে।২২৯

১। দিক্ষু বাস্ত্রমথার্চ্চয়েৎ।

দেব্যুবাচ—

গুরুক্রমস্তু বহুধা মন্ত্রবিস্তারগৌরবাৎ।
কালীনামপ্যনাদিত্বাৎ তৎ কথং কথয়ামি তে ॥২৩০
ন জ্ঞাত্বা গুরুকুলং দেব১ নষ্টমার্গো ভবিষ্যতি।
নষ্টমার্গা নাত্র বিদ্যে ন তাদৃক্ ফলগোচরম্ ॥২৩১
[গুরূণাং শিষ্যভূতানাং নাস্তি চেৎ সন্ততিক্রমঃ।
মন্ত্রাস্তন্ত্রাশ্চ বিদ্যাশ্চ নিষ্ফলা নাত্র সংশয়ঃ ॥
বিংশতি পুরুষান্ বাপি নবসপ্তত্রয়োঽপি বা।
অজ্ঞাত্বা গুরুবংশানাং শিষ্যশ্চ নষ্টসন্ততিঃ ॥*]
স্ববংশাদধিকং জ্ঞেয়ং গুরুবংশং মহাশুভম্।
জনকাদধিকো জ্ঞেয়ো মন্ত্রদশ্চ মহেশ্বর ॥২৩২
তস্মাৎ সর্ব্বত্র দেবেশ সংক্ষেপাৎ শৃণু তান্ গুরূন্।
আদৌ সর্ব্বত্র দেবেশ মন্ত্রদঃ পরমো গুরুঃ ॥২৩৩
পরাপরগুরুস্তবং হি পরমেষ্ঠিরহং ততঃ।
সর্ব্বতন্ত্রেষু বিদ্যাসু স্বয়ং প্রকৃতিরূপিণী ॥২৩৪

দেবী কহিলেন, ভগবতী কালী অনাদি, তাঁহার মন্ত্রও নানাপ্রকার; তজ্জন্য গুরুক্রমও বহু বিধায় (হওয়া হেতু বা কারণে) বিচ্ছিন্ন। অতএব কিরূপে তাহা বর্ণনা করিব? দেব! কুলগুরুকে না জানিলে, নষ্টমার্গ হইতে হয়। নষ্টমার্গের বিদ্যাসাধনে কোনরূপ ফলোৎপত্তি হয় না।২৩০—২৩১

[গুরুগণের ও শিষ্যদের যদি সন্ততিক্রম (পুত্র, পৌত্র, দৌহিত্রাদি বংশ-পরম্পরা) না থাকে, তবে মন্ত্র, তন্ত্র ও বিদ্যা নিষ্ফল হয়; এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। গুরুবংশ না জানিলে বিংশতি, নব, সপ্ত বা তিন পুরুষ পর্য্যন্ত শিষ্য অপুত্রক হয়।] গুরুবংশকে স্ববংশ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে। মহেশ্বর! যিনি মন্ত্রদাতা, তিনি জনক (পিতা) অপেক্ষাও অধিক বলিয়া জানিতে হইবে। অতএব দেবেশ! তুমি সংক্ষেপে গুরুগণের বিষয় শ্রবণ কর। প্রথমে সর্ব্বত্র মন্ত্রদাতা গুরুই সকলের শ্রেষ্ঠ। তুমি পরাপরগুরু এবং আমি পরমেষ্ঠিগুরু। সমুদয় তন্ত্র ও বিদ্যার মধ্যে আমিই

১। দেব।   *[ ] তৃতীয় বন্ধনীস্থঃ পাঠঃ জীবানন্দ-ধৃতঃ।

ততঃ পুরুষরূপশ্চ ততঃ স্বগুরুসন্ততিঃ।
তেনৈব হি মদংশাশ্চ মদ্ভক্তাশ্চ বিশেষতঃ ॥২৩৫
সর্ব্বমন্ত্রেষু[১] পুরতঃ সর্ব্বত্র সিদ্ধিদায়কঃ।
দিব্যৌঘা গুরবো দেব সিদ্ধৌঘা গুরবস্তথা ॥২৩৬
মানবৌঘাঃ সমাসেন কথয়ামি তবাগ্রতঃ।
তত্রাদৌ কালিকা দেবী তস্যাঃ শৃণু গুরুক্রমম্ ॥২৩৭
মহাদেবী মহাদেব-স্ত্রিপুরা চৈব ভৈরবঃ।
দিব্যৌঘাঃ গুরবঃ প্রোক্তাঃ সিদ্ধৌঘান্[২] কথয়ামি তে ॥২৩৮
ব্রহ্মানন্দঃ পূর্ণদেব-শ্চলচ্চিত্তশ্চলাচলঃ[৩]।
কুমারঃ ক্রোধনশ্চৈব বরদঃ স্মরদীপনঃ ॥২৩৯
মায়া মায়াবতী চৈব মানবৌঘান্ শৃণু প্রিয়ে ॥২৪০
বিমলঃ কুশলশ্চৈব ভীমঃ শূরঃ সুধাকরঃ।
মীনো গোরক্ষকশ্চৈব ভোজদেবঃ প্রজাপতিঃ ॥২৪১
মূলদেবো রন্তিদেবো বিঘ্নেশ্বর-হুতাশনৌ।
সমরানন্দ-সন্তোষৌ কালিকাগুরবঃ স্মৃতাঃ ॥২৪২

স্বয়ং প্রকৃতি ও তাহার পর পুরুষরূপ এবং তাহার পর স্বগুরু-সন্ততি। তাহাতেই বিশেষতঃ, মদীয় ভক্তগণ আমার অংশ-স্বরূপ। হে দেব! সমস্ত মন্ত্রে সর্ব্বত্র সিদ্ধিদায়ক দিব্যৌঘ, সিদ্ধৌঘ ও মানবৌঘ ভেদে গুরু তিন প্রকার।২৩৫—২৩৬

সংক্ষেপে তোমার নিকট ইহাদের বৃত্তান্ত বলিতেছি। তন্মধ্যে দেবী কালিকা প্রথম। তাহার গুরুক্রম শ্রবণ কর। মহাদেবী ও মহাদেব এবং ত্রিপুরা ও ভৈরব—ইহারা দিব্যৌঘ গুরু। সিদ্ধৌঘ গুরুর বৃত্তান্ত বলিতেছি, ব্রহ্মানন্দ, পূর্ণদেব, চলচ্চিত্ত, চলাচল, কুমার, ক্রোধন, বরদ, স্মরদীপন, মায়া, মায়াবতী। হে প্রিয়ে! মানবৌঘ গুরুর ক্রম শুন—বিমল, কুশল, ভীম, শূর, সুধাকর, মীন, গোরক্ষক ভোজদেব, প্রজাপতি, মূলদেব, রন্তিদেব, বিঘ্নেশ্বর, হুতাশন, সমরানন্দ, সন্তোষ—ইহারা কালিকাগুরু।২৩৭—২৪২

১। শৈবমন্ত্রেষু।   ২। সিদ্ধৌঘা।   ৩। পূর্ণদেব-শ্চলচ্চিত্তশ্চ লোচনঃ।

অথ দেবীং প্রতি ভৈরববাক্যম্। তদুক্তং তন্ত্রার্ণবে—

দিব্যা বসন্তি যে নিত্যং সিদ্ধভূমাবিহাপি চ[১]।
মানবৌঘা মানবেষু মম রূপধরাঃ সদা।
আনন্দনাথ-শব্দান্তা গুরবঃ সর্ব্বসিদ্ধিদাঃ ॥২৪৩
স্ত্রিয়োঽপি গুরুরূপাশ্চ অম্বান্তাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
মানবৌঘান্তিকে দেবি স্বগুরুং পরিপূজয়েৎ ॥২৪৪

অথবা প্রাতঃকৃত্যেষু যৎ সামান্যগুরুকুলমুক্তং তদেবার্চ্চয়েৎ। তদ্ যথা ভাবচূড়ামণৌ—

অথবা সর্ব্বশাস্ত্রেষু গুরবঃ পূর্ব্বসূচিতাঃ ॥২৪৫

কুলচূড়ামণৌ—একচিত্তমনা ভূত্বা শৃণু বৎস সমাহিতঃ।
যেষু যেষু চ মন্ত্রেষু যে যে ঋষিগণাঃ স্মৃতাঃ ॥২৪৬
তে তে পূজ্যাঃ সপর্য্যাদৌ সংক্ষেপাদ্ গদিতং ময়া।
অজ্ঞাত্বা গুরুকুলং বা গুরুত্রিতয়মর্চ্চয়েৎ ॥২৪৭
চতুষ্টয়ং বা সঙ্কোচো ন চ কার্য্যস্ততঃ পরম্।
গুরুঃ পরমগুরুশ্চৈব পরাপরগুরুস্তথা ॥২৪৮

দেবীর প্রতি ভৈরববাক্য। যথা, তন্ত্রার্ণবে—যাহারা আমার রূপ ধারণপূর্ব্বক সিদ্ধভূমিতে ও ইহলোকে মানবগণ মধ্যে বাস করে, সেই দিব্যস্বরূপ গুরুগণ মানবৌঘ নামে পরিগণিত (গণ্য, বিবেচিত), তাহাদিগকে আনন্দনাথ বলা হইয়া থাকে। তাহারা সর্ব্ববিধ সিদ্ধি সম্পাদন (বিধান) করেন।২৪৩

ইহাদের মধ্যে গুরুরূপিণী স্ত্রীদিগকে অম্বা শব্দে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। দেবি! মানবৌঘ গুরুগণের অন্তিকে স্বকীয় গুরুর পূজা করিবে।২৪৪

অথবা প্রাতঃকৃত্যমধ্যে যে সামান্য কুলগুরুর উল্লেখ আছে, তাঁহার অর্চ্চনা করিতে হইবে। ভাবচূড়ামণিতে তাহা বলা হইয়াছে, যথা—অথবা সমুদয় শাস্ত্রেই গুরুগণ পূর্ব্বসূচিত হইয়াছেন।২৪৫

কুলচূড়ামণিতে বলিতেছেন, বৎস! একচিত্ত একমনা ও সমাহিত হইয়া শ্রবণ কর। যে যে-মন্ত্রের ঋষি, পূজার প্রথমেই তাহাদের পূজা করিতে হইবে; কুলগুরু

১। সিদ্ধা ভূমাবিহাপি চ।

পরমেষ্ঠি-গুরুশ্চৈব কথিতা গুরবস্তব।
গুরুপূজাং বিনা বৎস! যদি পূজাং সমাচরেৎ ॥২৪৯
[নিষ্ফলা মম সা পূজা জ্ঞাতব্যা সাধকোত্তমৈঃ।
নির্গুণং তত্তদেব স্যাৎ সগুণং কুলপূজনম্ ॥]
তদ্দোষশান্তয়ে বৎস কুলপূজাং সমাচরেৎ।
বিগুণং যত্র যদ্‌যৎ স্যাৎ সগুণং কুলপূজনম্* ॥২৫০
কুলাবলোকনং চেৎ স্যাৎ কুতঃ প্রোক্ষণমার্জ্জনম্।
ক চ স্নানং[১] ক বা শুদ্ধিঃ ক চ ন্যাসবিশোধনম্ ॥২৫১
দীক্ষাপ্রভুঃ কুলীনঃ স্যাৎ কুলাত্মা বটুকেশ্বরঃ।
তদ্‌গেহে[২] গুরুমানীয় কুলরূপং গুরুং স্মরেৎ ॥২৫২
গুরুক্রমঞ্চ কথিতং গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ ॥২৫৩
ন দেয়ং যত্র কুত্রাপি যোগভ্রষ্টে চ শিষ্যকে[৩]।
পশোরগ্রেণ চৈবৈষাং নাম গুপ্তং কুলেশ্বর[৪] ॥২৫৪

জানা না থাকিলে, গুরু-ত্রিতয়ের বা চতুষ্টয়ের (গুরু, পরমগুরু ও পরাপরগুরু এবং পরমেষ্ঠিগুরুর) অর্চ্চনা করিবে ; তাহাতে কোনরূপ সঙ্কোচ করিবে না। তোমার নিকট এই গুরুগণের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। বৎস! গুরুপূজা না করিয়া, যদি পূজা করা হয়, [আমার সেই পূজা নিষ্ফল, সাধকগণ ইহা জানিবেন। তাহা তাহাই নির্গুণ, কুলপূজন সগুণ। তাহা হইলে সেই দোষশান্তির জন্য কুলপূজা করিবে। যেখানে যাহা বিগুণ আছে, ঐরূপে কুলপূজা করিলে তাহা সগুণ হইবে। যদি কুলের দৃষ্টিপাত হয়, তাহা হইলে প্রোক্ষণ ও মার্জ্জনে আর প্রয়োজন কি? স্নান, শুদ্ধি ও ন্যাস শোধনেই বা আবশ্যকতা কি ?২৪৯—২৫১

কুলীনই দীক্ষার প্রভু এবং কুলাত্মাই সাক্ষাৎ বটুকেশ্বর। এইজন্য গৃহে গুরুকে আনয়ন করিয়া কুলগুরুরূপে ভাবনা করিবে। তোমার নিকট এই গুরুক্রম ব্যক্ত করিলাম। অতিশয় যত্ন সহকারে ইহা যোগভ্রষ্ট শিষ্য অথবা পশুর অগ্রে গোপনে রাখিবে অর্থাৎ ইহা যাহাকে তাহাকে দিবে না।২৫২—২৫৪

[ ] তৃতীয় বন্ধনীস্থঃ শ্লোকঃ শ্রীজীবানন্দধৃতঃ পাঠঃ।

* শ্লোকোঽয়ং ন সর্বত্র দৃশ্যতে।

১। স্নানং। ২। স্বগৃহে। ৩। চুম্বকে। ৪। ইয়ং পংক্তিঃ ন সর্বত্র দৃশ্যতে।

বৈষ্ণবে শক্তিতন্ত্রে বা গাণপত্যেঽথবা পুনঃ।
নিজং গুরুং-পরং ধ্যাত্বা ততো গুরুচতুষ্টয়ম্।
পূজয়িত্বা যজেদ্দেবং ন চ সঙ্কোচমাচরেৎ ॥২৫৫

অথ প্রয়োগঃ—শ্রীমহাদেব্যম্বায়াঃ[১] শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ ইতি সংপূজ্য গুরুপাত্রামৃতেন ত্রিঃ সকৃদ্বা তর্পয়েৎ। এবং মহাদেবানন্দনাথ-গুরুপাদুকাং পূজয়ামি নম ইতি সংপূজ্য পূর্ব্ববৎ পূজয়েৎ। এবং ক্রমেণ গুরুপংক্তিত্রয়ং সংপূজ্য মানবৌঘান্তং স্বগুরুং গুরোর্গুরুং তদ্-গুরুঞ্চ পূজয়েৎ তর্পয়েচ্চ। ততো রশ্মিবৃন্দদেবতাঃ পূজয়েদ্ যথা, বাহ্যে ত্রিকোণস্য সম্মুখে ওঁ শ্রীকালী-শ্রীপাদুকাং[২] পূজয়ামি নমঃ। ইতি পাদ্যাদিভিঃ সংপূজ্য যোগিনীপাত্রামৃতেন তত্ত্বমুদ্রয়া তর্পয়েৎ। এবং দেব্যা বামে ওঁ কপালিনীং, দক্ষে কুল্লাং (কুল্যাং) তদন্তস্ত্রিকোণে [ওঁ কুরুকুল্লাং, ওঁ বিরোধিনীং, ওঁ বিপ্রচিত্তাম্। তস্যান্তস্ত্রিকোণে]* ওঁ উগ্রাং, ওঁ উগ্রপ্রভাং, ওঁ দীপ্তাং, তদনন্তস্ত্রিকোণে ওঁ মাত্রাং, ওঁ মুদ্রাং, ওঁ মিতাং পাদ্যাদিনা ত্রিঃ সংপূজ্য পূর্ব্ববত্তর্পয়েৎ ॥২৫৬

বৈষ্ণবে, শক্তিতন্ত্রে অথবা গাণপত্যে নিজ গুরুর ধ্যান করিয়া, তৎপরে গুরুচতুষ্টয়ের পূজা করতঃ, দেবযজনে প্রবৃত্ত হইবে, ইহাতে কোনরূপেই সঙ্কোচ (সংক্ষেপিত) করিবে না।২৫৫

প্রয়োগ যথা নমস্কার পূর্ব্বক শ্রীমহাদেবী অম্বার শ্রীপাদুকা পূজা করতঃ গুরুপাত্রস্থিত অমৃত দ্বারা তিনবার বা একবার তর্পণ করিবে। এইরূপে মহাদেবানন্দনাথ গুরুপাদুকার নমস্কারপূর্ব্বক পূজা করিয়া পূর্ব্ববৎ দেবপূজা ও তর্পণ করিতে হইবে। এইরূপ বিধানক্রমে গুরুপংক্তিত্রয়ের পূজা করিয়া, মানবৌঘান্ত স্বগুরু, গুরুর গুরু ও তাঁহার গুরুর পূজা করিতে হইবে এবং পূর্ব্ববৎ তর্পণও করিবে। তদনন্তর রশ্মিবৃন্দ দেবতার পূজায় প্রবৃত্ত হইবে। যথা—বাহ্যে ত্রিকোণের সম্মুখে, ওঁকার উচ্চারণান্তে কালীর শ্রীপাদুকা পূজা করিতেছি, নমস্কার— এইরূপ মন্ত্র উচ্চারণ সহ পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিবার পর, তত্ত্বমুদ্রা দ্বারা যোগিনী-পাত্রস্থ অমৃত দ্বারা তর্পণ করিবে। এইরূপে দেবীর বামে কপালিনী, দক্ষিণে কুল্লা,

---

১। শ্রীমহাদেব্যম্বা-শ্রীপাদুকাং। ২। কালিকায়াঃ শ্রীপাদুকাং।
* [ ] বন্ধনীস্থিত. পাঠঃ শ্রীজীবানন্দ ধৃতঃ।

[দেব্যা দক্ষিণে মহাকালং পূজয়েৎ। তস্য ধ্যানম্—

মহাকালং যজেদ্দেব্যা দক্ষিণে ধূম্রবর্ণকম্।
বিভ্রতং দণ্ডখট্টাঙ্গৌ দংষ্ট্রাভীমমুখং শিশুম্ ॥২৫৭
ব্যাঘ্রচর্মাবৃতকটিং তুন্দিনং রক্তবাসসম্।
ত্রিনেত্রং মুক্তকেশঞ্চ মুণ্ডমালা-বিভূষিতম্।
জটাভারলসচ্চন্দ্র-খণ্ডমুগ্রং জ্বলন্নিভম্। ২৫৮

তথা চ কুমারীকল্পে—

দেব্যাস্তু দক্ষিণে ভাগে মহাকালং প্রপূজয়েৎ।

হুঁ ক্ষ্ম্রৌঁ যাং রাং লাং বাং ক্রোঁ। মহাকালভৈরব সর্ব্ববিঘ্নান্নাশয় নাশয় হ্রীঁ শ্রীঁ ফট্ স্বাহা ইত্যনেন পাদ্যাদিভিরারাধ্য ত্রিস্তর্পয়িত্বা মূলেন দেবীং পঞ্চোপচারৈঃ পূজয়েৎ ॥২৫৯

তথা চ কালীতন্ত্রে—

মহাকালং যজেৎ যত্নাৎ পশ্চাদ্দেবীং প্রপূজয়েৎ॥] ২৬০

তদন্তর্ব্বর্ত্তী ত্রিকোণে কুরুকুল্লা বিরোধিনী ও বিপ্রচিত্তা, তাহার অন্তঃস্থ ত্রিকোণে উগ্রা, উগ্রপ্রভা ও দীপ্তা—তাহার অন্তঃস্থ ত্রিকোণে মাত্রা, মুদ্রা ও মিতা এই সকল দেবীর পাদ্যাদি সহকারে ওঁকার উচ্চারণ সহযোগে পূর্ব্ববৎ তর্পণ করিবে। ৫৬

পরে দেবীর দক্ষিণে মহাকালের অর্চ্চনা করিবে। ধ্যান যথা মহাকালভৈরব দেবীর দক্ষিণভাগে অবস্থিত। ইনি ধূম্রবর্ণ, দণ্ড ও চিতাকাষ্ঠধারী। ইহাঁর মুখমণ্ডল করাল (অতিভয়াল) দন্তের দ্বারা অতীব ভীষণ হইয়াছে। ইনি বালকবৎ ক্রীড়াশীল, ইহাঁর কটিদেশ ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত, জঠর অতিশয় স্থূল, পরিধানে রক্তবস্ত্র; ইনি ত্রিলোচন, মুক্তকেশ, গলদেশে মুণ্ডমালা এবং মস্তকের চতুর্দ্দিকে জটাজাল বিকীর্ণ (ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত) হওয়ায় অর্দ্ধচন্দ্র শোভা পাইতেছে। ইনি অত্যুগ্রমূর্ত্তি বিশিষ্ট। ইহার শরীরকান্তি প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় অত্যুজ্জ্বল ও দেদীপ্যমান। ৫৭—২৫৮

সেইরূপ কুমারীকল্পেও বলা হইয়াছে—দেবীর দক্ষিণ ভাগে মহাকালের পূজা করিবে। পূর্ব্বোক্ত ধ্যান করিবার পর হুঁ ক্ষ্রৌঁ ইত্যাদি মন্ত্রে নামাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া তিনবার তর্পণ করনান্তর মূলমন্ত্রে পঞ্চোপচারে দেবীর অর্চ্চনা করিবে। ৫৯

[ ] বন্ধনীস্থঃ পাঠঃ শ্রীজীবানন্দ-বিদ্যাসাগর-সংস্করণে ন দৃশ্যতে।

ততোঽষ্টদলপদ্মে পূর্ব্বাদিক্রমেণাষ্টশক্তীঃ পূজয়েৎ। যথা, ওঁ আঁ ব্রাহ্মী ১ শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নম ইতি পাদ্যাদিভিঃ সংপূজ্য তর্পয়েৎ। অগ্নৌ ওঁ ঈঁ নারায়ণীং, দক্ষিণে ওঁ উং মাহেশ্বরীং, নৈর্ঋত্যাং ওঁ ঋং২ চাং চামুণ্ডাং, বারুণে ওঁ ৯ং৩ কৌমারীং, বায়ৌ ওঁ ঐঁ অপরাজিতাং, উত্তরে ওঁ ঔঁ বারাহীং, ঈশে অং অঃ নারসিংহীং পূর্ব্ববৎ সংপূজ্য তর্পয়েচ্চ। তদুক্তং শ্রুতৌ, দ্বিত্রিচতুঃষড়দশ৪দ্বাদশচতুর্দ্দশষোড়শস্বরভেদেন প্রথমমেব প্রণবেনাবাহনঞ্চ তেনৈব পূজনং বিদুঃ॥ ২৬১

কুমারীকল্পেঽপি—ব্রহ্মাদ্যাঃ পূজয়েৎ পত্রে পত্রাগ্রে ভৈরবান্ যজেৎ।
লোকপালাংস্তথা বাহ্যে তদস্ত্রাণি চ তদ্বহিঃ॥২৬২

অথ ভৈরবাঃ, যথা জ্ঞানার্ণবে—

অসিতাঙ্গো রুরুশ্চণ্ডঃ ক্রোধশ্চোন্মত্তভৈরবঃ।
কপালী ভীষণশ্চৈব সংহারশ্চাষ্টমঃ স্মৃতঃ॥২৬৩

কালীতন্ত্রে বলিয়াছেন সুযত্নে মহাকালের যজনা করিবে, পরে দেবীর পূজা করিবে। ২৬০

অনন্তর অষ্টদলপদ্মে পূর্ব্বাদিক্রমে অষ্টশক্তির পূজা করিতে হইবে। যথা—ওঁ আং ব্রাহ্মী ইত্যাদি মন্ত্রে পূজা ও তর্পণাদি করিতে হইবে। শ্রুতিতেও বলিয়াছেন—দুই, তিন, চারি, ছয়, আট, দশ, দ্বাদশ, চতুর্দ্দশ বা ষোড়শ স্বর ভেদে প্রথমেই প্রণব দ্বারা আবাহন ও পূজা করিতে হইবে। ২৬১

কুমারীকল্পেও বলিয়াছেন—পত্রে ব্রহ্মাদিকে, পত্রের অগ্রে ভৈরবদিগকে, বাহিরে লোকপাল সকলকে এবং তাহার বাহিরে তাহাদের অস্ত্রসকলকে পূজা করিবে। ২৬২

এক্ষণে ভৈরবগণের বৃত্তান্ত লিখিত হইতেছে। জ্ঞানার্ণবে বলিয়াছেন—অসিতাঙ্গ, রুরু, চণ্ড, ক্রোধ, উন্মত্ত, কপালী, ভীষণ ও সংহার—এই আট ভৈরব। ২৬৩

১। ব্রহ্মাণ্যাঃ। ২। ঋং। ৩। ৯ং।

৪। দ্বিতীয় চতুঃষষ্ঠাষ্টাদশ।

এষাং মন্ত্রো যথা—

হ্রস্বার্ণা বিন্দুসংযুক্তা বাঙ্মায়াপূর্ব্বভূষিতা। ইতি॥ ২৬৭

অত্র প্রয়োগঃ। পূর্ব্বাদিবামাবর্ত্তেন ঐঁ হ্রীঁ[১] অং অসিতাঙ্গভৈরব-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ, ঐং হ্রীঁ[২] ইং রুরুভৈরবং, ঐং হ্রীঁ[৩] উং (ঊং) চণ্ডভৈরবং, ঐং হ্রীং[৪] ঋং ক্রোধভৈরবং ঐং হ্রীং[৫] ঌং উন্মত্তভৈরবং, ঐং হ্রীঁ[৬] এং কপালিভৈরবং ঐহ্রীঁ[৭] ওং ভীষণভৈরবং, ঐং হ্রীঁ[৮] অং সংহার-ভৈরবং পূজয়েত্তর্পয়েচ্চ। ততো ভূপুরে ইন্দ্রাদিলোকপালান্ পূজয়েৎ। যথা পূর্ব্বাদিতঃ নাং ইন্দ্র-শ্রীপাদুকাং। এবং বাং বহ্নিং, যাং যমং, ক্ষাং নিঋ্ঁতিং, বাং বরুণং, যাং বায়ুং, শাং কুবেরং, হাং ঈশানং, নিঋ্ঁতি-বরুণয়োর্মধ্যে হ্রীং অনন্তং, ইন্দ্রেশানয়োর্মধ্যে আং ব্রহ্মণঃ শ্রীপাদুকা-মিত্যাদি। তদ্বহিঃ তদস্ত্রাণি পূজয়েত্তর্পয়েচ্চ। যথা বং বজ্রশ্রীপাদুকাম্। এবং শং শক্তিং, দং দণ্ডং, খং খড়্গং, পাং পাশং, অং অঙ্কুশং, গং গদাং, শূং শূলং, পং পদ্মং, চং চক্রশ্রীপাদুকামিত্যাদি। অথৈবং ক্রমেণ সর্ব্বাবৃতিদেবতানুলেপন-গন্ধ-পুষ্পধূপদীপদ্রব্যাদিভিঃ সংপূজ্য ত্রিঃ সকৃদ্বা পূজয়েৎ তর্পয়েচ্চ॥২৬৫

ইঁহাদের মন্ত্র যথা—প্রথমে বাগ বীজ অর্থাৎ ঐং ও মায়াবীজ অর্থাৎ হ্রীং প্রয়োগ করিয়া পরে বিন্দু অর্থাৎ অনুস্বারযুক্ত হ্রস্ববর্ণ অর্থাৎ অ ই প্রভৃতি সন্নিবদ্ধ করিবে।২৬৪

প্রয়োগ যথা—পূর্ব্বাদি বামাবর্ত্তে ঐং হ্রীঁ অং···ইত্যাদি ক্রম বিধানে ভৈরব-গণের পূজা ও তর্পণ করিয়া, ভূপুরে ইন্দ্রাদি লোকপালগণের অভ্যর্চ্চনা (অর্চ্চনা পূজা) করিবে যথা নাং ইন্দ্র-শ্রীপাদুকা ইত্যাদি। অনন্তর তাঁহাদের অস্ত্রসকলের পূজা করিবে। যথা—বং বজ্র-শ্রীপাদুকাং ··ইত্যাদি। অনন্তর এইরূপ ক্রমানুসারে অনুলেপন গন্ধ, পুষ্প, ধূপ দীপ ও দ্রব্যাদি দ্বারা সমুদয় আবৃতি (আবরণ) দেবতার পূজা করিয়া তিনবার বা একবার অর্চ্চনা ও তর্পণ করিবে।২৬৫

১। হ্রীঁ। ২। হ্রীঁ। ৩। হ্রা। ৪। হ্রীঁ। ৫। হ্রীঁ ৬। হ্রীঁ ৭। হ্রীঁ ৮। হ্রীঁ।

তদুক্তং কুলার্ণবে—

ত্রিবারং তর্পয়েদ্বাপি সকৃদ্বাপি যথেচ্ছয়া।

কালীতন্ত্রে—

সর্ব্বাসামপি দাতব্যা বলিপূজা তথৈব চ।
অনুলেপনকং গন্ধং ধূপদীপৌ চ পানকম্১।
ত্রিস্ত্রিঃ পূজা প্রকর্ত্তব্যা সর্ব্বাসামপি সাধকৈঃ ॥২৬৭

অতএব সর্ব্বাসাং বলীনাং শক্তীনাং পূজনে ত্রিবারমবশ্যমেব দর্শিতম্২। ততো দেব্যা অস্ত্রং পূজয়েদ্ যথা, দেবীবামোর্দ্ধহস্তেখং খড়্গাং, অধো মুং মুণ্ডং, দক্ষোর্দ্ধে অং অভয়ং, অধো বং বরং পূজয়েত্তর্পয়েচ্চ। ততঃ ষড়ঙ্গং বিন্যস্য পূর্ব্ববদ্দেবীং ধ্যাত্বা গন্ধপুষ্পাক্ষতকুসুমধূপদীপং দত্বা (পূর্ব্ববদ্ ঘণ্টাং বাদয়ন্ ধূপং দীপং দর্শয়েৎ। ততঃ পানীয়াদিদ্রব্যং দত্বা) পূর্ব্ববন্নৈবেদ্যাদিকং নিবেদ্য ত্রিস্তর্পয়েৎ। যোন্যাদিমুদ্রাং দর্শয়েৎ। ততঃ পুষ্পাঞ্জলিত্রয়েণ পঞ্চভির্ব্বা দেবীং সায়ুধ-সপরিবার-মহাকাল-সহিত-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নম ইতি সংপূজ্য ত্রিস্তর্পয়েদিতি ॥২৬৮

কুলার্ণবে ঐরূপ বলিয়াছেন। যথা - তিনবার বা একবার যেরূপ ইচ্ছা তর্পণ করিবে। কালাতন্ত্রে বলিয়াছেন সকল দেবীগণের বলি, পূজা, অনুলেপন, গন্ধ, ধূপ ও দীপপ্রদান এবং পানদ্রব্য দ্বারা তিন-তিনবার অভ্যর্চ্চনা করিবে। ৬৬--২৬৭

অতএব সমস্ত ব ল ও শক্তিদের পূজায় তিনবার পূজা আবশ্যক, ইহা দেখান হইল। তদনন্তর দেবীর অস্ত্রপূজা করিবে। যথা—দেবীর বাম ও উর্দ্ধহস্তে খং মন্ত্র সহযোগে খড়্গের, অধোভাগে মুং মন্ত্রে মুণ্ডের, দক্ষিণহস্তের উর্দ্ধে অং উচ্চারণ সহ অভয়ের ও অধোভাগে বং বলিয়া বরের পূজা ও তর্পণ করিবে। পরে ষড়ঙ্গ বিন্যাস করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় দেবীর ধ্যান, গন্ধ, পুষ্প, অক্ষত, কুসুম, ধূপ ও দীপদান (এবং পূর্ব্ববৎ ঘণ্টাবাদনপূর্ব্বক ধূপ, দীপ দেখাইতে হইবে। তদনন্তর পানীয়াদি দ্রব্যসমূহ প্রদানপূর্ব্বক) পূর্ব্ববৎ নৈবেদ্যাদি নিবেদন ও তিনবার তর্পণ করিবে। তৎকালে যোন্যাদি মুদ্রা দেখাইতে হইবে। অনন্তর তিন বা পাঁচবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া 'সায়ুধ সপরিবার-মহাকাল-সহিত-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে দেবীকে যথোক্তবিধানে পূজা করিয়া, তিনবার তর্পণ করিবে।২৬৮

১। পালকং। ২। দর্শয়েৎ।

কালীতন্ত্রেঽপি—

এবং পূজাং পুরা কৃত্বা মূলেনৈব যথাবিধি।
নৈবেদ্যাদীন্ যথাশক্ত্যা দদ্যাদ্দেব্যৈ পুনঃ পুনঃ ॥২৬৯
ততো বৈ দশবারন্তু দীপং দত্ত্বা চ সাধকঃ।
পুষ্পাদিকং পুনর্দদ্যান্মূলেনৈব যথাবিধি ॥২৭০

কুমারীকল্পেঽপি—

ততো নীরাজনং কুর্য্যাৎ দশবারং প্রদীপকৈঃ ॥

অস্যার্থঃ—আরাত্রিকবিধিনা দীপান্ প্রজ্জ্বাল্য[১] দেবতামস্তকান্তং নীত্বা পরিভ্রাম্য নীরাজনং কুর্য্যাদিত্থং দশধা। আরাত্রিকবিধানন্তু শ্রীতত্ত্বচিন্তামণাবনুসন্ধেয়ম্ ॥২৭১

অথ পঞ্চম্যাদ্যৈর্দ্দেবীং পরিতোষয়েৎ, তদুক্তং—

পূজয়িত্বা মহাদেবীং সুরামাংসঝষাদিভিঃ।
অন্নৈর্নানাবিধৈর্দ্দেবি পরিতোষ্য চ পার্ব্বতীম্[২] ॥২৭২

কালীতন্ত্রেও বলিয়াছেন—এইরূপে প্রথমে পূজা করিয়া মূলমন্ত্রেই যথাবিধি যথাশক্তি নৈবেদ্যাদি পুনঃ পুনঃ নিবেদন করিতে হইবে। অনন্তর দশবার দীপ দান করিয়া, মূলমন্ত্র সহযোগেই যথাবিধি পুষ্পাদি প্রদান করিবে। কুমারীকল্পেও বলিয়াছেন—অনন্তর প্রদীপ দ্বারা দশবার নীরাজন করিতে হইবে। অস্যার্থ—আরত্রিক বিধির দ্বারা দীপসমূহ প্রজ্জ্বলিত করিয়া দেবতার মস্তক পর্য্যন্ত লইয়া পরিভ্রমণ করিয়া নীরাজন করিবে, এই প্রকার দশবার। আরত্রিক বিধান শ্রীতত্ত্ব-চিন্তামণিতে অনুসন্ধান করিবে।২৬৯—২৭১

তদনন্তর পঞ্চ-মকারাদি দ্বারা দেবীর পরিতোষ (সন্তোষ) বিধান করিবে। তাহা বলিয়াছেন, যথা—দেবি! মহাদেবী পার্ব্বতীকে মদ্য মাংস এবং মৎস্যাদি বিবিধপ্রকার অন্ন দ্বারা পূজা করিয়া পরিতুষ্ট করিবে।২৭২

১। প্রজ্বাল্য।
২। অন্নৈর্নানাবিধৈশ্চাপি তোষয়েৎ সাধকোত্তমঃ—ইতি বা পাঠঃ।

অথ মুণ্ডমালাতন্ত্রে, সুরাদানপ্রশংসা—

সুরাদানেন দেবেশি মহাযোগীশ্বরো ভবেৎ।
সুরা তত্রিবিধা১ দেবি স্ফাটিকী ডাকিনী তথা ॥২৭৩
কাঞ্জিকী স্ফাটিকীদানে ধনবৃদ্ধিরনুত্তমা।
ডাকিনীদানমাত্রেণ বশ্যঃ২ সর্ব্বো ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥২৭৪
কাঞ্জিকীসুরয়া দেবি যোঽর্চ্চয়েৎ পরমেশ্বরীম্।
গুটিকাঞ্জনসন্তাদিং৩ মারণোচ্চাটনাদিভিঃ ॥২৭৫
মহাসিদ্ধীশ্বরো ভূত্বা বসেৎ৪ কল্পাযুতং দিবি।
অর্ঘ্যে দত্তে মহেশানি মহাসিদ্ধিরনুত্তমা ॥২৭৬

অথোত্তরে ত্রিকোণমালিখ্য মাংসতিলরক্তপুষ্পাজ্যভক্তানি৫ একীকৃত্য তত্র সংস্থাপ্য ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ দক্ষিণায়ৈ কালিকায়ৈ স্বাহা এষ বলিনম ইত্যুৎসৃজ্য নৈঋর্ত্যাং ধারয়েৎ ॥২৭৭

তদুক্তং —পূজান্তে ভোজনাদৌ বা বলিং দদ্যান্মহেশ্বরীম্৬ ইতি। বলিমুত্থাপ্য নৈবেদ্যং নৈঋর্ত্যাং দিশি ধারয়েৎ৭ ॥২৭৮

মুণ্ডমালাতন্ত্রে সুরাদানের প্রশংসা করিয়াছেন। যথা—দেবেশি! সুরাদান করিলে মহাযোগীশ্বর হইয়া থাকে। দেবি! সুরা তিন প্রকার। যথা—স্ফাটিকী ডাকিনী ও কাঞ্জিকী। স্ফাটিকী সুরাদান করিলে, অনুত্তম ধনবৃদ্ধি ও ডাকিনী-সুরাদানমাত্রে সকলেই বশীভূত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি কাঞ্জিকী সুরা দ্বারা পরমেশ্বরীর পূজা করে, গুটিকা, অঞ্জন, সন্তাদি, মারণ, উচ্চাটন প্রভৃতির দ্বারা সে মহাসিদ্ধীশ্বর হইয়া, অযুতকল্পকাল স্বর্গে বাস করিয়া থাকে। মহেশানি! অর্ঘ্যদান করিলে, অনুত্তম মহাসিদ্ধি লাভ হয়।২৭৩—২৭৬

অনন্তর উত্তরে ত্রিকোণ লিখিয়া মাংস, তিল, রক্তপুষ্প ঘৃত ও অন্ন—এই সকল একত্র করিয়া তাহাতে সংস্থাপন ও 'ওঁ হ্রীং ' ইত্যাদি মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া নৈঋর্তকোণে ধারণ করিবে।২৭৭

১। সুরা তু ত্রিবিধা। ২। বৈশ্যা। ৩। সন্তারি। ৪। বশেৎ।
৫। পুষ্পভক্তানি। ৬। দদ্যাচ্চ সাধকঃ। ৭। ইতি উৎসৃজ্য নৈঋর্ত্যাং ধারয়েৎ।

ততঃ প্রাণায়ামাদিকং কৃত্বা কামকলাং বিভাব্য শিরসি গুরুং ধ্যাত্বা হৃদি দেবীং ভাবয়ন্ মনসা অষ্টোত্তরসহস্রং রহস্যমালয়া বর্ণমালয়া করমালয়া বা প্রজপ্য পুনঃ প্রাণায়ামং বিধায় অর্ঘ্যজলং পুষ্পাদিকং গৃহীত্বা—

গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্ত্রী ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপম্।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি ত্বৎপ্রসাদাৎ ত্বয়ি স্থিতে[১]।
ইত্যনেন তেজোময়ং জপফলং দেব্যা দক্ষহস্তে সমর্পয়েৎ ॥২৭৯

তদুক্তং কালীতন্ত্রে—

ততঃ সাবহিতো মন্ত্রী গুরুং নত্বা শিরঃস্থিতম্।
দেবীং ধ্যাত্বা চাষ্টোত্তরসহস্রং প্রজপেন্মনুম্ ॥২৮০
তেজোময়ং জপফলং দেব্যা হস্তে সমর্পয়েৎ।
গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্ত্রী ত্বমিতি মন্ত্রেণ মন্ত্রবিৎ ॥২৮১

তথাই বলিয়াছেন, পূজার শেষে বা ভোজনের আদিতে মহেশ্বরীকে বলিপ্রদান করিতে হইবে। অনন্তর উৎকৃষ্ট বলি উত্থাপিত করিয়া নৈঋর্ত দিকে ধারণ করিবে।২৭৮

অনন্তর প্রাণায়ামাদি করিয়া, কামকলা বিভাবন, শিরে গুরুর ধ্যান, হৃদয়ে দেবীর পরিচিন্তন, রহস্যমালা বা করমালা অথবা বর্ণমালা দ্বারা মনে মনে অষ্টোত্তরসহস্র জপ ও পুনরায় প্রাণায়াম সহকারে অর্ঘ্যজল ও পুষ্পাদি গ্রহণ-পূর্ব্বক তেজোময় জপফল দেবীর দক্ষিণহস্তে সমর্পণ করিবে। সমর্পণসময়ে এইরূপ বলিতে হইবে—দেবি! আপনি গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্ত্রী। আমাদের কৃত এই জপ গ্রহণ করুন। ত্বৎপ্রসাদে আমার সিদ্ধিলাভ হউক।২৭৯

কালীতন্ত্রেও বলিয়াছেন—অনন্তর সাধক সাবহিত (অভিনিবিষ্ট) হইয়া মস্তকে গুরুকে নমস্কার ও দেবীর ধ্যান করতঃ অষ্টোত্তর সহস্রবার মন্ত্রজপ করিবে, এবং তেজোময় জপফল দেবীর হস্তে সমর্পণ করিবে। তৎকালে গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্ত্রী ...ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইবে।২৮০—২৮১

১। সুরেশ্বরি।

অথ রহস্যমালা যথা, তদুক্তং কালীতন্ত্রে—

দন্তাক্ষমালয়া দেবি রাজদন্তেন মেরুণা।

প্রজপেদিত্যর্থঃ। তস্য দ্বাদশপটলেঽপি—

দন্তেন কালিকায়াস্তু পূর্ব্বোক্তা ভুবি দুর্ল্লভা। ইতি ॥২৮২

মুণ্ডমালায়াঞ্চ—

নাড়ীভির্গ্রথিতা মালা মহাসিদ্ধিপ্রদা ভবেৎ ॥২৮৩

তত্রৈব সর্ব্বশাক্তৈঃ—

নবাঙ্গুল্যাস্থিমালা চ গ্রথিতা পর্ব্বভেদতঃ।

সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা মোক্ষ-দায়িনী বরবর্ণিনি ॥২৮৪

নাড্যা[১] সংগ্রথনং কার্য্যং রক্তেন বাসসা তথা[২]।

সদা গোপ্যা প্রযত্নেন মাতুশ্চ জারবৎ প্রিয়ে ॥২৮৫

অথ বর্ণমালা যথা। বিশুদ্ধেশ্বরমহাতন্ত্রে—

মালাবিধানং পরমং শৃণু পার্ব্বতি তত্ত্বতঃ।

যেনানুষ্ঠিতমাত্রেণ মন্ত্রাঃ সিদ্ধ্যন্তি তৎক্ষণাৎ ॥২৮৬

অধুনা, রহস্যমালার বৃত্তান্ত লিখিত হইতেছে। কালীতন্ত্রে বলিয়াছেন,—দন্ত ও অক্ষমালা, রাজদন্ত ও মেরু দ্বারা জপ করিবে। তাহার দ্বাদশ পটলেও বলা হইয়াছে দন্তমালা অতি দুর্ল্লভ। তাহা দ্বারা কালিকার জপ করিবে।২৮২

মুণ্ডমালায় বলিয়াছেন—নাড়ী দ্বারা গ্রথিত মালা মহাসিদ্ধি বিধান করে। তাহাতেই লিখিত আছে—অয়ি বরবর্ণিনি! নবাঙ্গুলি পরিমিত অস্থিমালা সর্ব্বসিদ্ধি প্রদান ও মোক্ষ বিধান (সম্পাদন) করে। ঐ মালা নাড়ী অথবা রক্তবস্ত্র দ্বারা গ্রথিত করিবে। ইহা সর্ব্বদা মাতৃজারবৎ অতিশয় যত্ন সহকারে সংগোপনে রাখিবে।২৮৩—২৮৫

বর্ণমালা—যথা বিশুদ্ধেশ্বর মহাতন্ত্রে বলিয়াছেন—হে পার্ব্বতি! যথাযথ বিধানে মালাবিধান শ্রবণ কর। ইহা অতি উৎকৃষ্ট বিষয়। ইহার অনুষ্ঠানমাত্রেই মন্ত্রসকল তৎক্ষণাৎ সিদ্ধ হয়। মন্ত্রদাতার বিভেদ অনুসারে অনুলোম-বিলোম ক্রমে মন্ত্র দ্বারা বর্ণকে ও বর্ণ দ্বারা মন্ত্রকে অন্তরিত (মধ্যগত, অন্তর্গত) করিয়া বর্ণময়ী

১। নাড়ী। ২। অপি।

অথ রহস্যমালা যথা, তদুক্তং কালীতন্ত্রে—

দন্তাক্ষমালয়া দেবি রাজদন্তেন মেরুণা।

প্রজপেদিত্যর্থঃ। তস্য দ্বাদশপটলেঽপি—

দন্তেন কালিকায়াস্তু পূর্ব্বোক্তা ভুবি দুর্ল্লভা। ইতি ॥২৮২

মুণ্ডমালায়াঞ্চ—

নাড়ীভির্গ্রথিতা মালা মহাসিদ্ধিপ্রদা ভবেৎ ॥২৮৩

তত্রৈব সর্ব্বশাক্তেঃ—

নবাঙ্গুল্যাস্থিমালা চ গ্রথিতা পর্ব্বভেদতঃ।

সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা মোক্ষ-দায়িনী বরবর্ণিনি ॥২৮৪

নাড্যা[১] সংগ্রথনং কার্য্যং রক্তেন বাসসা তথা[২]।

সদা গোপ্যা প্রযত্নেন মাতৃশ্চ জারবৎ প্রিয়ে ॥২৮৫

অথ বর্ণমালা যথা। বিশুদ্ধেশ্বরমহাতন্ত্রে—

মালাবিধানং পরমং শৃণু পার্ব্বতি তত্ত্বতঃ।

যেনানুষ্ঠিতমাত্রেণ মন্ত্রাঃ সিদ্ধ্যন্তি তৎক্ষণাৎ ॥২৮৬

অধুনা, রহস্যমালার বৃত্তান্ত লিখিত হইতেছে। কালীতন্ত্রে বলিয়াছেন,—দন্ত ও অক্ষমালা, রাজদন্ত ও মেরু দ্বারা জপ করিবে। তাহার দ্বাদশ পটলেও বলা হইয়াছে দন্তমালা অতি দুর্লভ। তাহা দ্বারা কালিকার জপ করিবে।২৮২

মুণ্ডমালায় বলিয়াছেন—নাড়ী দ্বারা গ্রথিত মালা মহাসিদ্ধি বিধান করে। তাহাতেই লিখিত আছে—অয়ি বরবর্ণিনি! নবাঙ্গুলি পরিমিত অস্থিমালা সর্ব্বসিদ্ধি প্রদান ও মোক্ষ বিধান (সম্পাদন) করে। ঐ মালা নাড়ী অথবা রক্তবস্ত্র দ্বারা গ্রথিত করিবে। ইহা সর্ব্বদা মাতৃজারবৎ অতিশয় যত্ন সহকারে সংগোপনে রাখিবে।২৮৩—২৮৫

বর্ণমালা—যথা বিশুদ্ধেশ্বর মহাতন্ত্রে বলিয়াছেন—হে পার্ব্বতি! যথাযথ বিধানে মালাবিধান শ্রবণ কর। ইহা অতি উৎকৃষ্ট বিষয়। ইহার অনুষ্ঠানমাত্রেই মন্ত্রসকল তৎক্ষণাৎ সিদ্ধ হয়। মন্ত্রদাতার বিভেদ অনুসারে অনুলোম-বিলোম ক্রমে মন্ত্র দ্বারা বর্ণকে ও বর্ণ দ্বারা মন্ত্রকে অন্তরিত (মধ্যগত, অন্তর্গত) করিয়া বর্ণময়ী

১। নাড়ী। ২। অপি।

অনুলোম-[১] বিলোমেন[২] মন্ত্রমাতৃর্ব্বিভেদতঃ[৩]।
মন্ত্রেণান্তরিতং বর্ণং বর্ণেনান্তরিতং মনুম্ ॥২৮৭
কুর্য্যাদ্বর্ণময়ীং মালাং সর্ব্বমন্ত্র-প্রদীপনীম্।
চরমার্ণং মেরুরূপং লঙ্ঘয়েন্ন কদাচন ॥২৮৮
রহস্যমেতৎ পরমং ময়োক্তং তে যশস্বিনি।
ত্বয়া গুপ্ততরং কার্য্যং নাখ্যেয়ং যস্য কস্যচিৎ ॥২৮৯

মতান্তরমুক্তং যামলে, যথা—

সবিন্দুবর্ণমুচ্চার্য্য পশ্চান্মন্ত্রং জপেৎ সুধীঃ।
ক্ষমেরুকং জল্পয়িত্বা জপেত্তন্নাতিলঙ্ঘয়েৎ[৪] ॥২৯০
অনুলোমবিলোমেন[৫] কৢপ্তয়া বর্ণমালয়া।
জপেন্মেরুং সমাশ্রিত্য লঙ্ঘনং তস্য নাচরেৎ।
অষ্টোত্তরজপাদাদৌ বর্গাষ্টকং প্রযোজয়েৎ ॥২৯১
অ ক চ ট ত প য শ ইত্যয়ং চাষ্টবর্গঃ।

মুণ্ডমালায়াঞ্চ—

মেরুহীনা চ যা মালা মেরুলঙ্ঘা চ যা ভবেৎ।
অশুদ্ধাতিপ্রকাশাচ্চ সা মালা নিষ্ফলা ভবেৎ ॥২৯২

মালা সঙ্কলন (সংগৃহীত ও সংযোজিত) করিবে। ইহা দ্বারা যাবতীয় মন্ত্র অনুপ্রাণিত (অলৌকিক শক্তিতে পরিপূর্ণ বা শক্তি-সঞ্চারিত হইয়া) থাকে। মেরুরূপ চরম (শেষ, অন্ত) বর্ণের কখনও লঙ্ঘন (অতিক্রম, ডিঙান) করিবে না। হে যশস্বিনি! আমি তোমার নিকট এই পরমরহস্য কীর্ত্তন (বর্ণনা) করিলাম। তুমি ইহা অতি সংগোপনে রাখিবে – যাহাকে তাহাকে প্রদান করিবে না। ২৮৬—২৮৯

যামলে অন্যরূপও বলিয়াছেন। যথা—সুধী ব্যক্তি অগ্রে অনুস্বারযুক্ত এক একটি বর্ণোচ্চারণপূর্ব্বক পরে মন্ত্র জপ করিবে। ক্ষ-কারকে মেরুরূপে কল্পনাপূর্ব্বক জপ করিতে হইবে; তাহা লঙ্ঘন করিবে না। মেরু (জপমালার মুখদ্বয়ের সন্ধিস্থ অগ্রবর্ত্তী মধ্যগুটিকা) ক্ষ কার আশ্রয় করিয়া অনুলোম বিলোমক্রমে জপ করিবে;

১। অনুলোম—অনুলোমবিলোমাভ্যাং মাতৃকাবর্ণান্ জপেৎ বুধঃ (তন্ত্রসার)। এখানে মাতৃকাবর্ণের ক্রম, পর্য্যায় বা প্রণালীসম্মত যথাক্রমে।

২। বিলোম—অকারাদি মাতৃকাবর্ণের বিপরীত ক্রমে (প্রণালী পদ্ধতি)।

৩। মন্ত্রং জপ্ত্বা বিধানতঃ। ৪। বাভিলয়েৎ। ৫। অনুলোম-বিলোমস্থ।

অথ করমালা যথা, তদুক্তং বৃহৎশ্রীক্রমে—

তর্জ্জন্যগ্রে তথা মধ্যে যো জপেৎ স তু পাপকৃৎ।

অনামায়াস্ত্রয়ং পর্ব্ব[১] কনিষ্ঠায়াস্ত্রিপর্ব্বিকা[২]।

মধ্যমায়াস্ত্রয়ং পর্ব্ব তর্জ্জনীমূলপর্ব্বণি[৩] ॥ জপেদিত্যর্থঃ ॥২৯৩

মুণ্ডমালায়াঞ্চ—

অত্রাঙ্গুলিজপং কুর্য্যাৎ সাঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিভির্জ্জপেৎ।

অঙ্গুষ্ঠেন বিনা কর্ম্ম কৃতং তদফলং ভবেৎ ॥২৯৪

আরভ্যানামিকামধ্যাৎ প্রাদক্ষিণ্যক্রমেণ তু।

তর্জ্জনীমূলপর্য্যন্তং করমালা বিধীয়তে ॥২৯৫

মেরুং প্রদক্ষিণীকুর্ব্বন্ অনামামূলপর্ব্বতঃ।

মেরুলঙ্ঘনদোষাত্তু অন্যথা জায়তে ফলম্ ॥২৯৬

মধ্যমাত্রিতয়া গ্রাহ্যা অনামামূলমেব চ।

অনামামধ্যপর্ব্বাত্র মেরুং কৃত্বা ন লঙ্ঘয়েৎ ॥২৯৭

তাহার লঙ্ঘন করিবে না। আদিতে অষ্টবর্গ অর্থাৎ অ, ক, চ, ট, ত, প, য, শ প্রয়োগ করিয়া অষ্টোত্তর জপ করিবে। মুণ্ডমালায় বলিয়াছেন—মেরুহীন মালা যেমন অশুদ্ধ বলিয়া নিষ্ফল থাকে, মেরুলঙ্ঘা মালাতেও তেমন কোনরূপ ফললাভ হয় না।২৯০—২৯২

করমালা-যথা, বৃহৎশ্রীক্রমে বলিয়াছেন -যে ব্যক্তি তর্জ্জনীর অগ্রে বা মধ্যে জপ করে, সে পাপ করিয়া থাকে। অনামার তিন পর্ব্ব, কনিষ্ঠার তিন পর্ব্ব, মধ্যমার তিন পর্ব্ব ও তর্জ্জনীর মূলপর্ব্ব—এই সকলেই জপ সুপ্রসিদ্ধ।২৯৩

মুণ্ডমালায় বলিয়াছেন—অঙ্গুলি দ্বারা জপ করিবে। অঙ্গুষ্ঠ ব্যতিরেকে অনুষ্ঠিত কর্ম্মমাত্রই বিফল (নিষ্ফল, নিরর্থক) হইয়া থাকে। অনামিকার মধ্য হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাদক্ষিণ্যক্রমে (দক্ষিণদিগাবর্ত্তক্রমে) তর্জ্জনীর মূল পর্য্যন্ত করমালা বিহিত (বিধি বা বিধানসম্মত) হয়। অনামার মূলপর্ব্বে মেরুপ্রদক্ষিণ করিতে হইবে। মেরু লঙ্ঘন করিলে, সেই দোষে ফলবৈপরীত্য (বিপর্য্যয়) সঙ্ঘটিত হয়। মধ্যমাত্রিতয় ও অনামার মূলপর্ব্ব গ্রহণ করিবে। অনামার

১। পর্ব্ব—আঙ্গুলের দুইগাঁটের মধ্যবর্ত্তী অংশ। ২। তর্জ্জনীমূলপর্ব্বণি।

৩। ইয়ং পঙ্‌ক্তিঃ কচিৎ ন দৃশ্যতে।

তর্জ্জন্যগ্রে তথা মধ্যে যো জপেত্তু ভ্রমান্নরঃ।
চত্বারি তস্য নশ্যন্তি আয়ুর্বিদ্যা যশো বলম্ ॥২৯৮

হংসপারমেশ্বরেঽপি—

পর্ব্বদ্বয়মনামায়াঃ পরিবর্ত্তেন বৈ ক্রমাৎ।
পর্ব্বত্রয়ং মধ্যমায়াস্তর্জ্জন্যেকং সমাহরেৎ ॥২৯৯
শক্তিমালা সমাখ্যাতা সর্ব্বতন্ত্রপ্রদীপিকা।
নিত্যং জপং করে কুর্য্যাৎ ন তু কাম্যং কদাচন ॥৩০০

মুণ্ডমালাতন্ত্রে চ—

জপং নিত্যং করে কুর্য্যাৎ ন তু কাম্যপ্রবোধনাৎ[১] ॥৩০১

অয়ং ক্রমো নিশায়াং[২] করণীয়ঃ।

বলিপূজাদিকং সর্ব্বং নিশায়াং ক্রিয়তে সদা।
তত্তদক্ষয়তাং যাতি কালীবিদ্যাপ্রসাদতঃ ॥৩০২

কুলচূড়ামণৌ চ—

রাত্রৌ পর্য্যটনং কুর্য্যাদ্ রাত্রৌ শক্তিপ্রপূজনম্।
ন করোতি কথং দেব সাধকঃ[৩] কৌলিকো ভবেৎ ॥৩০৩

মধ্যপর্ব্বকে মেরু করিয়া লঙ্ঘন করিবে না। যে-ব্যক্তি ভ্রমবশতঃ তর্জ্জনীর অগ্রে ও মধ্যে জপ করে তাহার আয়ু, বিদ্যা, যশ ও বল—এই চতুষ্টয় বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।২৯৪—২৯৮

হংসপারমেশ্বরেও বলিয়াছেন—পরিবর্ত্তন দ্বারা ক্রমানুসারে অনামার পর্ব্বদ্বয়, মধ্যমার পর্ব্ব-ত্রিতয় ও তর্জ্জনীর এক পর্ব্ব সমাহৃত (একত্রীকৃত, সংমিলিত) করিবে। ইহার নাম সর্ব্বতন্ত্রপ্রদীপিকা গূঢ়ার্থের উদ্ভাসক (প্রকাশক) শক্তিমালা করমালায় নিত্য জপ করিবে, কিন্তু কখনও কাম্য জপ করিবে না।২৯৯—৩০০

মুণ্ডমালাতন্ত্রেও বলিয়াছেন—করে নিত্যজপ করিবে, কাম্যজপ করিবে না। নিশাকালে (গভীর রাত্রিতে) এইরূপ অনুষ্ঠান কবিবে। বলিপূজাদি সমুদয় কর্ম্ম সর্ব্বদা নিশায় (নিশ্ছিদ্র নিবিড় নিস্তব্ধ ভয়প্রদা গভীর মহানিশার, নিঃশব্দ মধ্য প্রহরদ্বয়) করা হইয়া থাকে। কালীবিদ্যা প্রসাদে তাহা অক্ষয় হয়। কুল-

---

১। কাম্যমবোধনাৎ।
২। নিশা বা মহানিশা—মহানিশা তু বিজ্ঞেয়া মধ্যস্থ-প্রহরদ্বয়ম্। মতান্তরে মহানিশা যে দ্বটিকে রাত্রের্মধ্যমযাময়োঃ।
৩। দেবীসাধকঃ।

তদুক্তং, কালিকাপুরাণে—

ছাগন্তু বামতো দদ্যান্মহিষং বিতরেৎ পুনঃ।
দক্ষিণে বামতো দদ্যাদগ্রতো দেহশোণিতম্ ॥৩০৪
নাভেরধস্তাদ্রুধিরং পৃষ্ঠভাগস্থ বা প্রিয়ে।
স্বগাত্ররুধিরং দদ্যান্ন কদাচিত্তু সাধকঃ ॥৩০৫
নোষ্ঠস্য চিবুকস্যাপি নেন্দ্রিয়াণাং তথৈব চ।
কণ্ঠাধো নাভিতশ্চোর্দ্ধং হৃদ্ভাগস্য প্রযত্নতঃ ॥৩০৬
পার্শ্বয়োশ্চাপি রুধিরং দুর্গায়ৈ বিনিবেদয়েৎ।
ন চ রোগাদিকাদঙ্গান্নান্যঘাতাচ্চ ভৈরব ॥৩০৭
সৌবর্ণে রাজতে পাত্রে কাংস্যাধারে চ মানবঃ।
নিধায় দেব্যৈ দদ্যাত্তু তদুক্তং মন্ত্রপূর্ব্বকম্ ॥৩০৮
[যদ্ যদ্ হৃদয়সঞ্জাতং মাংসং রক্তপিধানতঃ।
তিল-মুদ্গ-প্রমাণং বা দেব্যৈ দদ্যাত্তু ভক্তিতঃ ॥*]
ষণ্মাসাভ্যন্তরে ভক্তঃ কামমিষ্টমবাপ্নুয়াৎ ৩০৯ ॥

চূড়ামণিতে বলিয়াছেন—রাত্রিতে পর্য্যটন ও রাত্রিতেই শক্তির পূজা করিবে। ইহা যিনি না করেন, হে দেব! সে (পাঠান্তর মতে—সে দেবীসাধক) কি করিয়া কৌলিক হয় ।৩০১—৩০৩

কালিকাপুরাণে বলিয়াছেন—বামদিকে ছাগ ও মহিষ দিবে ; দক্ষিণে, বামে ও অগ্রে দেহ-শোণিত প্রদান করিবে। হে প্রিয়ে! নাভির অধোভাগের ও পৃষ্ঠদেশের রুধির প্রদান করিবে। কিন্তু নিজদেহের রুধির কখনও প্রদান করিবে না। কণ্ঠের অধঃ ও নাভির ঊর্দ্ধ হৃদ্ভাগের রুধির ও উভয়পার্শ্বের শোণিত যত্নসহকারে দেবী দুর্গাকে নিবেদন করিবে। রোগাদিযুক্ত অঙ্গের রুধির কখন দিবে না। স্বর্ণ রজত অথবা কাংস্যপাত্রে শোণিত সংস্থাপনপূর্ব্বক অভিমন্ত্রিত করিয়া দেবীকে তাহা নিবেদন করিবে। (হৃদয় হইতে উদ্গত তিল বা মুদ্গ (মুগ) পরিমাণ যেটুকু রক্ত মাংস, তাহা ভক্তিভরে দেবীকে দিবে।) ঐরূপে রক্তদান করিলে ভক্ত ছয় মাসের মধ্যেই ইষ্টকামনা লাভ করে ।৩০৪—৩০৯

---

* শ্লোকোঽয়ং জীবানন্দ-সম্পাদিতে গ্রন্থে দৃশ্যতে।

কুমারীকল্পেঽপি—

নরাশ্ছাগাস্তথা মেষা মহিষাঃ শশকাস্তথা।
এতেষাঞ্চৈব রক্তানি দেয়ানি পরমেশ্বরি ॥৩১০

মুণ্ডমালায়াঞ্চ—

ঈষদ্রক্তং ঘৃতেনাক্তং নিশায়াং দিবসেঽপি বা।
বলিং দদ্যাদ্বিশেষেণ কৃষ্ণপক্ষে শুভে দিনে ॥৩১১
ছাগে দত্তে ভবেদ্বাগ্মী মৎস্যে দত্তে কবিধ্রুবম্।
মহিষে ধনবৃদ্ধিঃ স্যান্মৃগে ভোগফলং লভেৎ ॥৩১২
খগে[১] দত্তে সমৃদ্ধিঃ স্যাদ্ গোধিকায়াং মহাফলম্ ॥৩১৩
নরে দত্তে সমৃদ্ধিঃ স্যাদিষ্টসিদ্ধিরনুত্তমা।
ললাটহস্তহৃদয়-শিরোভ্রূমধ্যদেশতঃ ॥৩১৪
স্বদেহরুধিরে দত্তে রুদ্রদেহ ইবাপরঃ।
চাণ্ডালবলিদানেন মহাসিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥৩১৫

ঈষদ্রক্তমিতি মৎস্যমাংসবিশেষণং তৎপ্রকরণস্থলে লিখিতবচনাৎ। নরবলিস্তু ন বিপ্রেণ বিধেয়ঃ।

কুমারীকল্পেও বলিয়াছেন, নর, ছাগ, মেষ, মহিষ, শশক—এই সকলের রক্ত প্রদান করিবে। মুণ্ডমালাতেও বলিয়াছেন—দিবসে বা রাত্রিতে বিশেষত কৃষ্ণপক্ষে শুভদিনে ঈষৎ রক্তবর্ণ ঘৃতাক্ত বলি প্রদান করিবে। ছাগ বলিদান করিলে বাগ্মী হয়, মৎস্য বলিদান করিলে নিশ্চয় কবি হয়, মহিষ বলিদান করিলে ধনবৃদ্ধি হয়, মৃগ বলিদান করিলে ভোগফল লাভ হইয়া থাকে, পক্ষী বলি দান করিলে সমৃদ্ধি সংগ্রহ হয়, গোধিকা বলি দান করিলে মহাফল লাভ হইয়া থাকে, নরবলি প্রদান করিলে সমৃদ্ধি ও অনুত্তম ইষ্টসিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায়। ললাট, হস্ত, হৃদয়, মস্তক, ভ্রূমধ্য—এই সকল স্থান হইতে স্বদেহরুধির প্রদান করিলে, দ্বিতীয় রুদ্রদেহ হইয়া থাকে। চণ্ডাল বলি প্রদান করিলে মহাসিদ্ধি সংঘটন হয় ॥৩১০—৩১৫

১। পক্ষে।

তদুক্তং যামলে—

রাজা নরবলিং দদ্যান্নান্যোঽপি পরমেশ্বরি।
তত্রাপি ন তু বিপ্রেণ ॥৩১৬

ততো বক্ষ্যমাণমন্ত্রেণ দেবীং স্তুত্বা প্রদক্ষিণত্রয়ং বিধায়াষ্টপ্রণামং কুর্য্যাৎ।

তদুক্তং কালীতন্ত্রে—

ততো বৈ শিরসি পুষ্পং দত্ত্বাষ্টাঙ্গং প্রণম্য চ ॥৩১৭

অথ প্রদক্ষিণং, যথা কালিকাপুরাণে—

প্রসার্য্য দক্ষিণং হস্তং স্বয়ং নম্রশিরাঃ পুনঃ।
দক্ষিণং দর্শয়ন্ পার্শ্বং মনসাপি চ দক্ষিণঃ ॥৩১৮
ত্রিধা চ বেষ্টয়েৎ সম্যক্ কালিকায়াঃ প্রদক্ষিণম্।
অষ্টোত্তরশতং যস্তু কালিকায়াঃ প্রদক্ষিণম্[১]।
সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি পশ্চান্মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥৩১৯

উপরে যে ঈষৎ রক্তবর্ণ বলা হইল, তাহা মৎস্যমাংসের বিশেষণ। তৎপ্রকরণে লিখিত বচনানুসারেই তাহা প্রমাণিত হইতেছে। ব্রাহ্মণের নরবলি দেওয়া নিষিদ্ধ। যথা যামলে বলিয়াছেন—হে পরমেশ্বরি! রাজা নরবলি দিবেন আর কেহ নহে। তাহাতেই লিখিত আছে, ব্রাহ্মণের পক্ষে নরবলি প্রদান বিধেয় নহে।৩১৬

অনন্তর বক্ষ্যমাণ (আলোচ্য, উপস্থাপিত) মন্ত্রে দেবীর স্তব ও বারত্রয় প্রদক্ষিণ নিষ্পন্ন করিয়া, অষ্ট প্রণাম করিবে। কালীতন্ত্রে বলিয়াছেন—অনন্তর মস্তকে পুষ্পদান ও অষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া ইত্যাদি।৩১৭

তদনন্তর প্রদক্ষিণ করিবে। যথা কালিকাপুরাণে—দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ ও নম্রশির হইয়া অর্থাৎ মস্তক নত করিয়া দক্ষিণপার্শ্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক মনে মনে কালিকা-দেবীকে প্রদক্ষিণক্রমে তিনবার বেষ্টন করিবে—ইহার নাম প্রদক্ষিণ। যে ব্যক্তি শতবার কলিকাকে প্রদক্ষিণ করেন, তিনি সমুদয় কামনা সিদ্ধি ও পশ্চাৎ মোক্ষলাভ করিয়া থাকে।৩১৮--৩১৯

১। ইয়ং পঙ্‌ক্তিঃ ন সর্বত্র দৃশ্যতে।

অষ্টাঙ্গ-প্রণামো যথা—

দোর্ভ্যাং পদ্ভ্যাঞ্চ পাণিভ্যামুরসা শিরসা দৃশা।
মনসা বচসা চেতি প্রণামোঽষ্টাঙ্গ ঈরিতঃ ॥৩২০

অশক্তৌ পঞ্চাঙ্গ-প্রণামো যথা—

বাহুভ্যাঞ্চ সজানুভ্যাং শিরসা বচসা ধিয়া।
পঞ্চাঙ্গকঃ প্রণামঃ স্যাদুদিতঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥৩২১

ততঃ সাময়িকৈঃ সহ পানাদিকং কুর্য্যাৎ। যথা চক্রাকারেণ পংক্ত্যাকারেণ বা ভিন্নাসনে সাধকৈঃ সহ শক্তিভিশ্চ যুগ্ম-যুগ্মক্রমেণ[১] পদ্মাসনেনোপবিশ্য সাময়িকো ললাটে[২] চন্দনাক্ষতং দত্ত্বা শিবশক্তি-বুদ্ধ্যা পুষ্পং দদ্যাৎ। ততো যদি গুরুস্তিষ্ঠতি, তত্রাদৌ গন্ধচন্দন-পুষ্পাদিনা তং প্রপূজ্য তৎপাত্রে পুষ্পং দত্ত্বা শুদ্ধিসহিতং তস্মৈ সমর্পয়েৎ[৩]। গুরোরভাবে তৎপাত্রং মনসা গুরবে নিবেদ্য জলে ক্ষিপেৎ। ততঃ পাত্রং শুদ্ধিসহিতং শক্ত্যৈ দত্ত্বা সাময়িকেভ্যোঽপি জ্যেষ্ঠানুক্রমেণ বীরপাত্রাৎ পরামৃতং শুদ্ধিসহিতং দদ্যাৎ। ততঃ সাময়িকোঽপি ভক্ত্যা হস্তাভ্যাং গৃহীত্বা মূলমন্ত্রং তত্ত্বপর্য্যন্তধা জপ্ত্বা পূর্ব্ববৎ আনন্দভৈরবানন্দভৈরব্যৌ সন্তর্প্য গুরুং দেবতাঞ্চ তর্পয়েৎ। ততস্তু শুদ্ধিং কুর্য্যাৎ। ততশ্চক্রনায়কস্তৈঃ সহ পাত্রবন্দনঞ্চরেৎ ॥৩২২

অষ্টাঙ্গপ্রণাম—যথা, দুই হস্ত, দুই পদ, দুই জানু (হাঁটু) মস্তক, বক্ষ, চক্ষু, মন, বাক্য—এই অষ্ট অঙ্গ দ্বারা প্রণাম করাকে অষ্টাঙ্গ প্রণাম বলা হইয়া থাকে। অশক্ত হইলে পঞ্চাঙ্গ-প্রণাম যথা—দুই বাহু ও দুই জানু, মস্তক, বাক্য ও বুদ্ধি—এই পঞ্চ অঙ্গ দ্বারা প্রণাম করাকে পঞ্চাঙ্গ প্রণাম বলা হইয়া থাকে।৩২০—৩২১

অনন্তর সাময়িকগণের সহিত পানাদি করিবে। যথা চক্রাকারে বা পঙ্‌ক্তির আকারে ভিন্নাসনে সাধকগণের সহিত সশক্তিক যুগ্ম-যুগ্ম ক্রমে পদ্মাসনে উপবেশন করিয়া ললাটে চন্দন ও অক্ষত প্রদানপূর্ব্বক শিবশক্তি-বুদ্ধিতে পুষ্পদান করিবে। অনন্তর যদি গুরু থাকেন, তাহা হইলে আদিতে অর্থাৎ সর্ব্বপ্রথম গন্ধ, চন্দন ও পুষ্পাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া গুরুর জন্য নির্দিষ্ট পাত্রে পুষ্প দিয়া শুদ্ধিযুক্ত পাত্র তাঁহাকে দান করিয়া প্রণাম করিতে হইবে। গুরুর অভাবে সেই পাত্র জলে নিক্ষেপ করিবে। পরে শুদ্ধি সহিত পাত্র শক্তিকে দান করিয়া সাময়িকদিগকেও

১। যুগ্মাযুগ্মক্রমেণ। ২। সময়িবললাটে। ৩। তৎপাত্রং তস্মৈ দত্ত্বা প্রণমেৎ।

শ্রীমদ্ভৈরবশেখরপ্রবিলসচ্চন্দ্রামৃতপ্লাবিতম্,
ক্ষেত্রাধীশ্বরযোগিনীজনগণৈঃ সিদ্ধৈঃ সমারাধিতম্।
আনন্দার্ণবকং মহাত্মকমিদং সাক্ষাত্রিখণ্ডামৃতম্,
বন্দে শ্রীপ্রথমং করাম্বুজগতং পাত্রং বিশুদ্ধিপ্রদম্ ॥৩২৩

ইত্যভিবন্দ্য বামহস্তেন পাত্রমুত্তোল্য বন্দনং কৃত্বা গৃহ্ণামীতি গুরুশক্তিসাধকাজ্ঞাং গৃহ্নীয়াৎ। তে চ জুষস্ব ইতি ব্রূয়ুঃ। ততো মূলাধারাৎ কুণ্ডলিনীমিষ্টদেবতাস্বরূপাং বিভাব্য গুরুপাদুকাং স্মৃত্বা শিবোঽহমিতি বিচিন্ত্য হস্তাভ্যাং পাত্রং গৃহীত্বা মূলমন্ত্রমুচ্চরন্ কুণ্ডলিনীমুখে দেবতাং তর্পয়েৎ ॥৩২৪

তদুক্তম্ উদয়াকরপদ্ধত্যাম্—

কৃত্বা মন্ত্রতনুং স্মরেদ্ গুরুপদং দেবীকলাং চিন্ময়ীম্,
পশ্চাৎ পাত্রবরং পরামৃতযুতং দীপৈর্যুতং কজ্জলৈঃ[১]।
পুষ্পাদিষ্বভিমন্ত্রিতং চ নিয়তং সম্মোহকঞ্চাসবম্,
যে সংচিন্ত্য পিবন্তি যান্তি খলু তে ভুক্তিঞ্চ মুক্তিং পরাম্ ॥৩২৫

জ্যেষ্ঠানুক্রমে বীরপাত্র হইতে পরামৃত শুদ্ধি-সহিত প্রদান করিবে। অনন্তর সাময়িকও ভক্তিসহকারে দুই হস্ত দ্বারা তাহা গ্রহণ ও তাহার উপরি আটবার মূলমন্ত্রজপ করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় আনন্দভৈরব ও আনন্দভৈরবীর উভয়ের সন্তর্পণ (সাতিশয় যত্ন ও সাবধানতা সহকারে সম্যক্ সন্তোষণ ও সন্তৃপ্তকরণ) সহকারে গুরু ও দেবতার তর্পণ করিবে; তৎপরে শুদ্ধিবিধানে প্রবৃত্ত হইবে। তদনন্তর চক্রাধিনায়ক (চক্রাধীশ্বর) তাহাদের সহিত পাত্রবন্দনা করিবেন।৩২২

তৎকালে এইরূপ বলিতে হইবে—আমি এই করাম্বুজাত বিশুদ্ধিপ্রদ শ্রীপ্রথম পাত্রের বন্দনা করি। শ্রীমদ্ভৈরবের শেখরে (শিরে) সম্যক্‌রূপে শোভমান চন্দ্রের অমৃতে এই পাত্র আপ্লাবিত। ক্ষেত্রের অধীশ্বর যোগিনী জনগণ ও সিদ্ধগণ ইহার আরাধনা করে ইহা আনন্দের সাগর।৩২৩

এইরূপে অভিবন্দনা করিয়া বামহস্তে পাত্র উত্তোলন ও বন্দনা করিয়া, গ্রহণ করিতেছি বলিয়া, গুরু, শক্তি ও সাধকের আজ্ঞা গ্রহণ করিতে হইবে। তাহারাও উপভোগ কর, এইরূপ বলিবেন। অনন্তর মূলাধার

১। প্রোজ্জ্বলৈঃ।

তন্ত্রান্তরে চ—

সিন্দূরতিলকং ভালে পাণৌ চ মদিরারসম্।
কৃত্বা পরগুরুং ধ্যায়েৎ তথা দেবীঞ্চ চিন্ময়ীম্॥ ইতি ॥৩২৬

ততঃ পাত্রমাধারোপরি সংস্থাপ্য পূর্ব্ববৎ পাত্রং গৃহীত্বা পাত্র-বন্দনং কুর্য্যাৎ।

হৈমং মীনরসাবহং দয়িতয়া দত্তঞ্চ পেয়াদিভিঃ,
কিঞ্চিচ্চঞ্চলরক্তপঙ্কজদৃশা তস্মৈ সমাবেদিতম্।
বামে স্বাত্মবিশুদ্ধিশুদ্ধিকরণং পাণৌ বিধায়াত্মকে,
বন্দে পাত্রমহং দ্বিতীয়মধুনানন্দৈকসম্বর্দ্ধনম্॥ ৩২৭

হইতে ইষ্টদেবতাস্বরূপা কুণ্ডলিনীকে ভাবনা করিয়া, গুরুপাদুকার স্মরণ, আপনাকে শিবরূপে ভাবনা, দুইহস্তে পাত্রগ্রহণ ও মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক কুণ্ডলিনীর মুখে অর্পণ করিবে।৩২৪

উদয়াকরপদ্ধতিতে তাহা বলিয়াছেন যথা—মন্ত্রতত্ত্ববিধান পূর্ব্বক গুরুপদ ও চিন্ময়ী দেবকলার স্মরণ করিয়া, তৎপরে দীপ ও কজ্জলযুক্ত পরামৃতসমন্বিত পাত্রবর ও পুষ্পাদিতে অভিমন্ত্রিত সম্মোহক আসব চিন্তা করত তাহা পান করিলে, নিশ্চয়ই ভুক্তি ও মুক্তি লাভ হইয়া থাকে।৩২৫

তন্ত্রান্তরেও বলিয়াছেন—কপালে সিন্দুরের তিলক ও পাণিতে মদিরা রস করিয়া, পরমগুরু ও দেবী চিন্ময়ীর (চৈতন্যস্বরূপা জ্ঞানময়ীর) ধ্যান করিবে।৩২৬

অনন্তর আধারের উপর পাত্র সংস্থাপনপূর্ব্বক এবং পূর্ব্বের ন্যায় পাত্র গ্রহণ করিয়া পাত্রের বন্দনা করিতে হইবে। তৎকালে এইরূপ বলিতে হইবে—আমি নিজের বামপাণিতে এই হেমময় দ্বিতীয় পাত্র বিধান (সম্পাদন বা ব্যাবস্থা) পূর্ব্বক বন্দনা করিতেছি। ইহা মীনরসাবহ ও দয়িতা কর্ত্তৃক প্রদত্ত। পেয়াদি (পানীয় প্রভৃতি) দ্বারা সেই দয়িতার পদ্মবৎ চক্ষু কিঞ্চিৎ চঞ্চল ও রক্তবর্ণ হইয়াছে। আমি তাহাকেই ইহা প্রদান করিলাম। ইহা যেমন বিশুদ্ধি ও শুদ্ধি বিধান করে, সেইরূপ একমাত্র আনন্দ বর্দ্ধিত করিয়া থাকে।৩২৭

ইত্যাদিনা পুনস্তেন চ ক্রমেণ পরামৃতং গৃহীত্বা পাত্রবন্দনং যথা—

সর্ব্বাম্নায়কলাকলাপকলিতং কৌতূহলদ্যোতনম্,
চন্দ্রোপেন্দ্রমহেন্দ্রশম্ভুবরুণব্রহ্মাদিভিঃ সেবিতম্।
ধ্যাতং দেবগণৈঃ পরং মুনিগণৈর্ম্মোক্ষার্থিভিঃ সর্ব্বদা,
বন্দে পাত্রমহং তৃতীয়মধুনা স্বাত্মাববোধক্ষমম্ ॥৩২৮

ইতি তৃতীয়পাত্রমভিবন্দ্যান্যপাত্রবন্দনং কুর্য্যাৎ যথা—

মদ্যং মীনরসাবহং হরিহরব্রহ্মাদিভিঃ পূজিতম্,
মুদ্রামৈথুনধর্ম্মকর্ম্মনিরতং ক্ষারাম্লতিক্তাশ্রয়ম্।
আচার্য্যাষ্টকসিদ্ধভৈরবকলামাংসেন সংশোধিতম্,
পায়াৎ পঞ্চমকারতত্ত্বসহিতং পাত্রং চতুর্থং নমঃ ॥৩২৯

ইতি চতুর্থপাত্রম্।

আধারে ভুজগাধিরাজবলয়ে পাত্রং মহীমণ্ডলম্,
মদ্যং সপ্তসমুদ্রবারিপিষিতং চাষ্টৌ চ দিগ্দন্তিনঃ।
সোঽহং ভৈরবমর্চ্চয়ন্ প্রতিদিনং তারাগণৈরক্ষিত-[১]
শ্চাদিত্যপ্রমুখৈঃ সুরাসুরগণৈ-রাজ্ঞাকরৈঃ কিঙ্করৈঃ ॥৩৩০

ইতি পঞ্চমপাত্রম্ অভিবন্দ্য স্বীকুর্য্যাৎ।

এই বলিয়া তদ্দ্বারা ক্রমে পরামৃত গ্রহণ করিয়া, আলোচ্যমান শাস্ত্রানুশাসন সম্মত উপায়ে তৃতীয় পাত্রের বন্দনা করিবে। বন্দনামন্ত্র যথা—আমি এই তৃতীয় পাত্রের বন্দনা করিতেছি। ইহা সমুদায় বেদ ও চতুঃষষ্টিকলার পরিপুষ্টি এবং কৌতূহল উদ্দীপিত করে। ইন্দ্র, উপেন্দ্র, চন্দ্র, শম্ভু, বরুণ ও ব্রহ্মাদি ইহার সেবক। দেবগণ ও মোক্ষার্থী মুনিগণ সর্ব্বদাই ইহার ধ্যান করেন এবং এতদ্দ্বারা স্বাত্মবোধ (আত্মবিষয়ক জ্ঞানানুভূতি, ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান) লাভ হইয়া থাকে।৩২৮

এইরূপে তৃতীয় পাত্রের বন্দনানন্তর অন্য পাত্র অর্থাৎ চতুর্থ পাত্রের বন্দনা করিবে। যথা—এই পঞ্চমাকারে তত্ত্বসহিত চতুর্থ পাত্র ও মদ্যকে নমস্কার। ইহা সকলকে পালন করুক। হরিহর ব্রহ্মাদি এই মীনরসাবহ পাত্রের ও মদ্যের পূজা করেন। ইহাতে ক্ষার, অম্ল ও তিক্ত তিনই আছে।৩২৯

১। তারাগণৈরন্বিতৈঃ। ২। কিন্নরৈঃ।

ততো যাবন্ন চলতে দৃষ্টির্যাবন্ন চলতে মনঃ।
তাবৎ পানং প্রকুর্ব্বীত পশুপানমতঃ পরম্॥৩৩১

অথাস্য প্রমাণং যথা, তদুক্তং রুদ্রযামলে—

সাধকেভ্যশ্চ শাক্তেভ্যো দদ্যান্নির্ম্মাল্যচন্দনম্।
সাময়িকঃ সমং কুর্য্যাৎ দেবি পানাদিভক্ষণম্॥৩৩২

অন্যত্রাপি—নিবসেচ্চক্ররূপেণ পঙ্‌ক্ত্যাকারেণ বা যথা—

শক্তিযুক্তো বসেদ্বাপি যুগ্মযুগ্মবিধানতঃ।
শিবশক্তিধিয়া সর্ব্বং চক্রমধ্যে সমর্চ্চয়েৎ॥৩৩৩

তন্ত্রান্তরে চ—

ততঃ পুষ্পং সমাদায় গুরোঃ পাত্রে নিবেদয়েৎ।
গুরবে চ নিবেদ্যাথ ভূত্যৈ দত্বা স্বয়ং হরেৎ॥৩৩৪

অনন্তর পঞ্চম পাত্রের বন্দনা করিবে। যথা—এই আধার অনন্তের কুণ্ডল-স্বরূপ, এই পাত্র তাহাতে মহীমণ্ডলস্বরূপ। এই মদ্য তাহাতে সপ্তসাগরের বারিস্বরূপ। আমি প্রতিদিন আজ্ঞাকর ও কিঙ্করের ন্যায় আদিত্য-প্রমুখ সুরাসুরগণ ও তারা কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া ভৈরবের অর্চ্চনা করিতেছি। এই বলিয়া পঞ্চম পাত্রের বন্দনা করিবে।৩৩০

অনন্তর যে পর্য্যন্ত দৃষ্টি চলে (যায়), যতক্ষণ মন বিলোল (অতি চঞ্চল বা কম্পিত) ভাবাপন্ন না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত পান করিতে হইবে। অতঃপর পশুপান হইয়া থাকে।

রুদ্রযামলে ইহার প্রমাণ বলিয়াছেন—যথা, শাক্ত সাধকদিগকে নির্ম্মাল্যচন্দন দান এবং সাময়িকগণের (তান্ত্রিকগণের) সহিত সমভাবে পানাদি ভক্ষণ কার্য্য করিবে।৩৩২

অন্যত্রও বলিয়াছেন—চক্রাকারে বা পংক্তির আকারে শক্তিযুক্ত হইয়া যুগ্ম যুগ্ম বিধানে উপবেশন এবং শিবশক্তিবুদ্ধিতে চক্রমধ্যে সকলের সম্যক্‌রূপে অর্চ্চনা করিবে। তন্ত্রান্তরেও বলিয়াছেন—অনন্তর পুষ্প গ্রহণ করিয়া গুরুর পাত্রে গুরুকে নিবেদন করতঃ, ভূতির (মহাদেব, শিব) উদ্দেশে দানপূর্ব্বক স্বয়ং সংগ্রহ করিবে।৩৩৩—৩৩৪

ভাবচূড়ামণৌ চ—

সাক্ষাদ্ যদি গুরুর্ন স্যাত্তদা তোয়ে বিসর্জ্জয়েৎ ॥৩৩৫

অত্র পাত্রপরিমাণং যথা, তদুক্তং কুলসারে—

নয়নাগ্নিবাণসংখ্যকর্ষৈস্তু পরমেশ্বরি।

হেতুপাত্রং প্রকর্ত্তব্যমিত্যুক্তং কুলশাসনে।

ইতোঽপ্যধিকপাত্রন্তু ন কর্ত্তব্যং হি সাধকৈঃ ॥৩৩৬

কর্ষং লৌকিকমিত্যর্থঃ। তদুক্তং কুলোড্ডীশে—

গুঞ্জা[১] দ্বাদশমাষঃ স্যাত্তদষ্টৌ কর্ষমুচ্যতে ॥৩৩৭

অথোত্তরতন্ত্রে—

অনুজ্ঞাং পুরতো লব্ধ্বা গৃহ্ণামীতি স্বয়ং বদেৎ।

জুষস্বেত্যভ্যনুজ্ঞাতো গুরুণা বা কুলীনকৈঃ।

গৃহ্ণীয়াচ্চ স্বয়ং সিদ্ধো বদ্ধপদ্মাসনঃ সুধীঃ ॥৩৩৮

কুলার্ণবে চ—

একাসননিবিষ্টা যে ভুঞ্জীতাশ্চৈকভাজনে[২]।

একপাত্রে[৩] পিবেদ্ দ্রব্যং তে যান্তি নরকাধমে ॥৩৩৯

ভাবচূড়ামণিতে বলিয়াছেন—সাক্ষাৎ স্বয়ং যদি গুরু না থাকেন, তাহা হইলে তাহা জলে বিসর্জ্জন করিবে।৩৩৫

পাত্রের পরিমাণ, যথা কুলসারে বলিয়াছেন—অয়ি পরমেশ্বরি! একাদশ কর্ষ (আশী রতি=এক তোলা) পরিমাণে হেতু (কারণ) পাত্র প্রস্তুত করিবে। কুলশাসনে এইরূপ বলিয়াছেন—সাধক কখন ইহা অপেক্ষা অধিক পাত্র করিবে না। কুলোড্ডীশে বলিয়াছেন—দ্বাদশ গুঞ্জায় এক মাষা, আটমাষায় এক কর্ষ হয়।৩৩৬—৩৩৭

উত্তরতন্ত্রে বলিয়াছেন—প্রথমে অনুজ্ঞা (আজ্ঞা, অনুমতি) লাভ করিয়া স্বয়ং গ্রহণ করিতেছি, বলিতে হইবে। পরে গুরু বা কুলীনগণ কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া পদ্মাসনবন্ধনপূর্ব্বক স্বয়ং গ্রহণ করিবে। কুলার্ণবে বলিয়াছেন—যাহারা একাসনে উপবিষ্ট, তাহারা একপাত্রে ভোজন ও একপাত্রে দ্রব্য পান করিলে, নিকৃষ্ট নরকে গমন করিয়া থাকে। ৩৩৮—৩৩৯

১। গুঞ্জা (কুঁচ) যুক্ত রক্তবর্ণ বীজে। ১ (এক) রতি ওজন।

২। ভুঞ্জীরন্নেকভাজনে। ৩। নৈকপাত্রে পিবেয়ুশ্চ।

একপাত্র ইতি সর্ব্বৈর্ম্মিলিত্বা একপাত্রেণ পিবেন্ন তু বারং বারং দ্রব্যপানে ভিন্নভিন্নপাত্রং কুর্য্যাৎ। অনুষ্ঠানাপত্তেঃ। ন কুর্য্যাৎ পাত্রসঙ্করমিতি বচনবিরোধাৎ, (তল্লিখিষ্যামঃ) সাম্প্রদায়বিরোধাচ্চ ॥৩৪০

বিনা মন্ত্রেন যা পূজা বিনা মাংসেন তর্পণম্।
বিনা শক্ত্যা চ যৎ পানং তৎ সর্ব্বং নিষ্ফলং ভবেৎ ॥৩৪১
স্বশক্তিং বীরশক্তিং বা দীক্ষিতাং গুরুমর্চ্চনীম্[১]।
পায়য়িত্বা পিবেদ্ দ্রব্যমিতি শক্তেশ্চ[২] নির্ণয়ঃ ॥৩৪২
ন পদ্ভ্যাং চ স্পৃশেৎ পাত্রং ন বিন্দুং পাতয়েদধঃ।
নৈকহস্তেন দাতব্যং ন মুদ্রাবর্জ্জিতং পুনঃ ॥৩৪৩
নার্চ্চয়েদেকহস্তেন ন পিবেদেকপাণিনা।
অন্যোন্যবন্দনং কৃত্বা পিবেত্তদমৃতং পুনঃ ॥৩৪৪
সব্যেনোদ্ধৃত্য পাত্রন্তু মুদ্রাং কৃত্বাপসব্যতঃ।
বিনা সঙ্গেন যোগেন ন কুর্য্যাদ্ দ্রব্যসঙ্গতিম্ ॥৩৪৫
সাধারং নোদ্ধরেৎ পাত্রমাধারে চ বিনিক্ষেপেৎ।
পাত্রং ন চালয়েৎ স্থানাৎ ন কুর্য্যাৎ পাত্রসঙ্করম্ ॥৩৪৬

এখানে একপাত্র শব্দে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, সকলে মিলিয়া একপাত্রে পান করিবে; কিন্তু বারংবার দ্রব্যপানে ভিন্ন ভিন্ন পাত্র করিবে না। কেননা, এই বচনের সহিত বিরোধ ও সম্প্রদায়বিরোধও সংঘটিত হয়।৩৪০

মন্ত্র বিনা পূজা, মাংস বিনা তর্পণ ও শক্তি বিনা পান সর্ব্বথা নিষ্ফল হইয়া থাকে। স্বশক্তি বা বীরশক্তি অথবা গুরুকে পান করাইয়া, স্বয়ং দ্রব্যপান করিবে। ইহাই শক্তির নির্ণয়। পদ দ্বারা পাত্র স্পর্শ বা বিন্দু অধঃপাতিত করিবে না। একহস্তেও কখন দিবে না, আবার মুদ্রাভিন্নও প্রদান করিবে না।৩৪১—৩৪৩

এক হস্তে পূজা বা এক হস্তে পানও করিতে নাই। পরস্পরের বন্দনা করিয়া, পুনরায় সেই অমৃত পান করিবে। সব্য (বাম) হস্তে পাত্র উদ্ধৃত ও অপসব্য হস্তে মুদ্রা বিধান করিয়া, দ্রব্যপান করিতে হইবে। সঙ্গ বিনা ও যোগ বিনা

১। গুরুপূজনীম্। ২। শাক্তস্ত।

সশব্দং ন পিবেদ্ দ্রব্যং তথৈব তং ন পূরয়েৎ।
ন স্থূলং নৈব সূক্ষ্মঞ্চ পাত্রং কুর্য্যান্মনোরমম্ ॥৩৪৭
উচ্ছিষ্টং ন স্পৃশেচ্চক্রে কুলদ্রব্যাণি সুন্দরি।
বহিঃ প্রক্ষাল্য চ করৌ কুলদ্রব্যাণি দাপয়েৎ ॥৩৪৮
নিষ্ঠীবনমধোবায়ুং চক্রমধ্যে বিবর্জ্জয়েৎ।
চক্রমধ্যে ঘটে ভগ্নে পাত্রে চ পতিতে ভুবি ॥৩৪৯
দীপনাশে চ শান্ত্যর্থং শ্রীচক্রং কারয়েৎ সুধীঃ।
স্বপাত্রস্থিতহেতুঞ্চ ন দদ্যাদ্ভৈরবায় চ।
দত্তে চ সিদ্ধিহানিঃ স্যাৎ ক্রুদ্ধা ভবতি যোগিনী ॥৩৫০
পরীহাসং প্রলাপঞ্চ বিতণ্ডাং বহুভাষণম্।
ঔদাসীন্যং ভয়ং ক্রোধং চক্রমধ্যে বিবর্জ্জয়েৎ ॥৩৫১
নান্যোন্যং তাড়য়েৎ পাত্রং ন পাত্রমানয়েদধঃ।
গুরুশক্তিসুতানাঞ্চ গুরুজ্যেষ্ঠকনিষ্ঠয়োঃ ॥৩৫২

পানসঙ্গতি করিবে না। আধারের সহিত পাত্র উদ্ধৃত করিবে না। আধারেই পাত্র নিক্ষেপ করিবে। স্বস্থান হইতে পাত্রের চালনা ও পাত্রসঙ্কর করিবে না।৩৪৪—৩৪৬

সশব্দে দ্রব্য পান বা সশব্দে তাহার পূরণ করিতে নাই। স্থূলও নয়, সূক্ষ্মও নয়, এইরূপ মনোরম পাত্র নির্মাণ করিবে। সুন্দরি! উচ্ছিষ্ট হস্তে চক্রমধ্যস্থ কুলদ্রব্যসকল স্পর্শ করিবে না। বাহিরে হস্ত প্রক্ষালন করিয়া কুলদ্রব্য-সকল দান করিবে।৩৪৭—৩৪৮

নিষ্ঠীবন (থুতু ফেলা) ও অধোবায়ু (গুহ্যদেশস্থ বায়ু) নিক্ষেপণ—এই সকল চক্রমধ্যে করিবে না। চক্রমধ্যে ঘট ভগ্ন, পাত্র পতিত ও দীপ বিনষ্ট হইলে শান্তির জন্য শ্রীচক্র করিতে হইবে। আপনার পাত্রস্থ হেতু (কারণ) ভৈরবকে দিবে না। প্রদান করিলে সিদ্ধির ব্যাঘাত ও যোগিনী ক্রুদ্ধ হইয়া থাকেন।৩৪৯—৩৫০

পরিহাস, প্রলাপ, বিতণ্ডা, বহুভাষণ, ঔদাসীন্য, ভয় ও ক্রোধ এই সকল চক্রমধ্যে করিতে নাই। পরস্পর পাত্রের তাড়না ও পাত্রকে অধস্থ করিবে না।

উচ্ছিষ্টং ভক্ষয়েৎ স্ত্রীণাং তাভ্যো নোচ্ছিষ্টমর্পয়েৎ[১]।
চক্রমধ্যে চ নিয়মং নান্যথা পতনং ভবেৎ ॥৩৫৩
কনিষ্ঠানাং স্বশিষ্যাণাং দদ্যাচ্চোচ্ছিষ্টমেব হি।
দদ্যাৎ স্নেহেন যোঽন্যেভ্যঃ স ভবেদাপদাং পদম্ ॥৩৫৪
অন্যত্রাপি—শক্ত্যুচ্ছিষ্টং পিবেদ্দ্রব্যং বীরোচ্ছিষ্টঞ্চ চর্ব্বণম্ ॥৩৫৫
পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা যাবৎ পততি ভূতলে।
উত্থায় চ পুনঃ পীত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥৩৫৬
ততঃ শান্তিস্তোত্রং পঠেৎ। তদুক্তং ডামরে—
পীত্বা পেয়ং জনৈঃ সার্দ্ধং শান্তিস্তোত্রং ততঃ পঠেৎ।
নশ্যন্তু প্রেতকুষ্মাণ্ডাঃ নশ্যন্তু দূষকা নরাঃ ॥৩৫৭
সাধকানাং শিবাঃ সন্তু আম্নায়পরিপালিনাম্।
জয়ন্তি মাতরঃ সর্ব্বাঃ জয়ন্তি যোগিনীগণাঃ ॥৩৫৮

গুরু এবং তাহার শক্তি ও কন্যা, গুরুর জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ এবং স্ত্রীগণের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিবে, কিন্তু তাহাদিগকে কখন উচ্ছিষ্ট প্রদান করিবে না। চক্রমধ্যে এই সকল নিয়ম পালন করিতে হইবে। পালন না করিলে পতন হইবে। স্বকীয় শিষ্য কনিষ্ঠ হইলে তাহাকে উচ্ছিষ্ট দান করিবে। যে ব্যক্তি স্নেহবশতঃ অন্যকে দান করে, সে আপৎ সকলের আস্পদ হইয়া থাকে।৩৫১—৩৫৪

অন্যত্রও বলিয়াছেন,—শক্তির উচ্ছিষ্ট দ্রব্য পান ও বীরের চর্ব্বণ ভক্ষণ করিবে। বারংবার পান করিয়া, পুনরায় পান করতঃ ভূতলে পতিত হইবে। পুনরায় উত্থিত হইয়া, পুনরায় পান করিলে পুনর্জন্ম নিবৃত্তি হইবে।৩৫৫—৩৫৬

অনন্তর শান্তিস্তোত্র পাঠ করিবে। ডামরে তাহা লিখিত আছে। যথা,—লোকের সহিত পেয় পান করিয়া, নিম্নলিখিত শান্তিস্তোত্র পাঠ করিবে—প্রেত ও কুষ্মাণ্ডসকল বিনষ্ট হউক; দূষক (যে দোষ করে, নিন্দক) লোকসকলও বিনাশ প্রাপ্ত হউক, আম্নায় (তন্ত্রশাস্ত্র, আগম), পথবর্ত্তী (অনুগামী) সাধকগণের মঙ্গল হউক, মাতৃগণের জয় হউক, যোগিনীগণেরও জয় হউক।৩৫৭—৩৫৮

১। নান্যোন্যোচ্ছিষ্টমর্পয়েৎ।

জয়ন্তি সিদ্ধিডাকিন্যো জয়ন্তি গুরুপঙ্‌ক্তয়ঃ।
জয়ন্তি সাধকাঃ সর্ব্বে বিশুদ্ধাঃ কৌলিকাশ্চ যে ॥৩৫৯
সময়াচারসম্পন্না জয়ন্তি পূজকা নরাঃ।
নন্দন্তি চাণিমাসিদ্ধা নন্দন্তি কুলপালকাঃ ॥৩৬০
ইত্যাদ্যা দেবতাঃ সন্তু তৃপ্যন্তু বাস্তুদেবতাঃ।
চন্দ্রসূর্য্যাদয়ো দেবাস্তৃপ্যন্তু মম ভক্তিতঃ ॥৩৬১
নক্ষত্রাণি গ্রহা যোগাঃ করণা রাশয়শ্চ যে।
সর্ব্বে তে সুখিনো যান্তি সর্ব্বা নদ্যশ্চ পক্ষিণঃ ॥৩৬২
পশবস্তরগাশ্চৈব পর্ব্বতাঃ কন্দরা গুহাঃ[১]।
ঋষয়ো ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে শান্তিং কুর্ব্বন্তু সর্ব্বদা।
শুভা মে বিদিতাঃ সন্তু মিত্রাস্তিষ্ঠন্তু পূজকাঃ ॥৩৬৩
যে যে পাপধিয়ঃ স্বপোষণরতাঃ[২] মন্নিন্দকাঃ পূজনে,
দৈবাচারবিমর্দ্দ[৩]-নষ্টহৃদয়া ভ্রষ্টাশ্চ যে সাধকাঃ।
দৃষ্ট্বা চ ক্রমপূর্ব্বমন্দহৃদয়া যে কৌলিকা দূষকা-
স্তে তে যান্তু বিনাশমত্র সময়ে শ্রীভৈরবস্যাজ্ঞয়া ॥৩৬৪

সিদ্ধি-ডাকিনীগণেরও জয় হউক, গুরুপংক্তিগণেরও জয় হউক, সর্ব্বদা শুদ্ধচিত্ত সাধক কৌলিকগণেরও জয় হউক। সময়াচারসম্পন্ন পূজকগণেরও জয় হউক, অণিমাসিদ্ধ ব্যক্তিগণ আনন্দে থাকুন, কুলপালকগণও আহ্লাদে থাকুন। দেবতাগণ অনুকূল হউন, বাস্তুদেবতাগণ তৃপ্ত হউন, সূর্য্যচন্দ্রাদি দেবগণও আমার ভক্তিতে তৃপ্ত হউন।৩৫৯—৩৬১

নক্ষত্রগণ, গ্রহগণ, করণসকল ও রাশিসমূহ তৃপ্ত হউন, সমুদয় নদী, সমুদয় পক্ষী, সমুদয় পশু ও সমুদয় পর্ব্বতকন্দর ও গুহা সুখ সংবিধান করুক, ঋষিগণ ও ব্রাহ্মণগণ সকলে সর্ব্বদা শান্তি সম্পাদন করুন, যাঁহারা ভদ্রপ্রকৃতি, তাঁহারা আমার বিদিত হউন; যাঁহারা পূজক, তাঁহারা আমার মিত্রপক্ষে অবস্থিতি করুন।৩৬২—৩৬৩

১। কন্দরাযুতাঃ। ২। স্বভূষণরতাঃ স্বনিন্দকাঃ। ৩। বিমত্ত।

যে দ্বেষ্টারঃ সাধকানাং সদৈবাম্নায়দূষকাঃ।
ডাকিনীনাং মুখে যান্তু তৃপ্তাস্তৎপিশিতৈস্তু তাঃ॥৩৬৫

পশবো নাশমায়ান্তু মম নিন্দাকরাশ্চ যে।
দ্বেষ্টারঃ সাধকানাঞ্চ তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া॥৩৬৬

ইতি শান্তিস্তোত্রম্।

ততো যথাবিধিনা শিবশক্তিসমাযোগং কৃত্বা দেবীপাদেম্বাত্মানং সমর্প্য শ্রীপাত্রমুত্তোল্য দেব্যা উপরি ত্রিধা ভ্রাময়িত্বা মূলমুচ্চরন্ শ্রীদক্ষিণকালিকে পরাঙ্মুখার্ঘ্যং স্বাহা ইত্যর্ঘ্যং দত্ত্বা তদুপরি পুনঃ সংস্থাপ্য সংহারমুদ্রয়া দেবীং স্বহৃদি সমানীয় শ্রীদক্ষিণকালিকে পূজিতাসি ক্ষমস্বেতি বিসৃজ্য ঐশান্যাং মণ্ডলিকাং কৃত্বা নির্ম্মাল্যেন নির্ম্মাল্যবাসিন্যৈ নমঃ ইতি মণ্ডলে ত্রিঃ সংপূজয়েৎ॥৩৬৭

যাহারা পাপবুদ্ধি, যাহারা আত্মম্ভরি, যাহাঁরা আমার নিন্দক, যাহারা দৈবাচার বিনষ্ট করিতে উদ্যত ও নষ্টহৃদয়, যাহারা ভ্রষ্টাচারবিশিষ্ট তাদৃশ সাধকগণ এবং যাহারা দূষক (যে দোষ দেয় অর্থাৎ নিন্দক), সেই কৌলিকসকল শ্রীভৈরবের আজ্ঞায় এই সময়ে বিনাশপ্রাপ্ত হউক।৩৬৪

যাহারা সাধকগণকে দ্বেষ করে, আম্নায়ের (আগম তন্ত্রসাধনার) নিন্দা করে, তাহারা ডাকিনীগণের মুখে যাউক। ডাকিনীগণ তাহাদের মাংস ভক্ষণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করুক। পশুসকল বিনষ্ট হউক, যাহারা আমার নিন্দা করে, তাহাদেরও বিনাশ হউক এবং যাহারা সাধকগণের দ্বেষ করে, তাহারাও সকলে শ্রীশিবের আজ্ঞায় বিনাশপ্রাপ্ত হউক।৩৬৫—৩৬৬

এইরূপে শান্তিকবচ পাঠ করিয়া যথাবিধি শিবশক্তিসমাযোগ বিধান, দেবীর পদে আত্মাকে সমর্পণ ও শ্রীপাত্র উত্তোলনপূর্ব্বক দেবীর উপরি তিনবার তাহাই ঘুরাইয়া, মূলোচ্চারণ সহকারে অর্ঘ্য প্রদান করিয়া তাঁহার উপরি পুনরায় সংস্থাপন ও সংহারমুদ্রা দ্বারা দেবীকে স্বকীয় হৃদয়ে আনয়নপূর্ব্বক 'শ্রীদক্ষিণকালিকে! তোমার পূজা করিলাম, ক্ষমা কর,' বলিয়া বিসর্জ্জন ও ঈশানকোণে মণ্ডলিকা বিধানপূর্ব্বক তাহাতে নির্ম্মাল্য দ্বারা তিনবার তাঁহার পূজা করিতে হইবে।৩৬৭

তদুক্তং কুমারীকল্পে—

দেবতাগ্রে তু সংভোগে দেবতাপ্রীণনং ভবেৎ।
সংভোগস্তু পরং কৃত্বা দেবীং হৃদি সমানয়েৎ।
কৃতকৃত্যো ভবেন্মন্ত্রী নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥৩৬৮

অথাত্মসমর্পণমন্ত্রো যথা,—ওঁ ইতঃ পূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্ম্মাধিকারতো জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যবস্থাসু কায়েন মনসা বাচা কর্ম্মণা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না যৎ স্মৃতং যদুক্তং যৎ কৃতং তৎ সর্ব্বং ব্রহ্মার্পণং ভবতু স্বাহা। মাং মদীয়ঞ্চ সকলং শ্রীদক্ষিণকালিকাচরণে সমর্পণমস্তু। ওঁ তৎ সৎ॥৩৬৯

অথ কালীতন্ত্রে চ—

বিসৃজ্য পরয়া ভক্ত্যা সন্নিধাপনমুদ্রয়া[১]।
উদ্বাস্য হৃদয়ে দেবীং তন্ময়ো ভবতি ধ্রুবম্।
পুরশ্চরণকালেঽপি পূজা চৈষা প্রকীর্ত্তিতা॥৩৭০

ভৈরবতন্ত্রেঽপি—

হৃদয়ে চ বহির্দ্দেবীং সমর্প্য বিধিবৎ পুনঃ।
নির্ম্মাল্যং বৈ শুচৌ দেশে নৈবেদ্যং ভক্ষয়েত্ততঃ॥৩৭১

কুমারীকল্পে তাহা বলিয়াছেন,—দেবতার অগ্রে সংভোগসময়ে দেবতার প্রীতি সম্পাদন করিতে হইবে। সম্যক্‌রূপে সম্ভোগ করিয়া দেবীকে হৃদয়ে আনয়ন করিবে। তাহা হইলে মন্ত্রী (মন্ত্র সাধক) কৃত্যকৃত্য হইবে। এই বিষয়ে কোন বিচার করিবার প্রয়োজন নাই।৩৬৮

আত্মসমর্পণমন্ত্র, যথা—ইতিপূর্ব্বে প্রাণ, বুদ্ধি, দেহ ও ধর্ম্মাধিকারতঃ জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থায় স্বকীয় শরীর, মন, বাক্য, কর্ম্ম, হস্ত, উদর ও শিশ্ন—এই সকল দ্বারা যাহা ভাবিয়াছি বা যাহা বলিয়াছি, অথবা যাহা করিয়াছি, তৎসমুদয় ব্রহ্মার্পণ হউক, স্বাহা। আমি ও আমার সকল শ্রীদক্ষিণাকালিকার চরণে সমর্পণ হউক। ওঁ তৎ সৎ।৩৬৯

কালীতন্ত্রে বলিয়াছেন—পরমভক্তিসহকারে দেবীকে বিসর্জ্জনপূর্ব্বক

১। সন্নিধাপনী মুদ্রা (সন্নিধিপনী)—"ইহ সন্নিধেহি," এই মন্ত্রে দেবতাকে সন্নিধাপিত অর্থাৎ উপস্থাপিত করিবার মুদ্রা বিশেষ। যথা—উচ্ছ্রিতাঙ্গুষ্ঠমুষ্ট্যোস্তু সংযোগাৎ সন্নিধাপনী। অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠদ্বয় উর্দ্ধ ও মুষ্টিদ্বয় পরস্পর মুখামুখি করিলে এই মুদ্রা হয়।

ততঃ শ্রীপাত্রামৃতং স্বপাত্রে কৃত্বা স্বীকৃত্য ভূমৌ পাত্রং ন্যুব্জীকৃত্য তদুপরি পুষ্পং নিক্ষিপ্য পাত্রপ্রক্ষালনং কৃত্বা গোপয়েৎ ॥৩৭২

তদুক্তং তন্ত্রান্তরে—

অর্ঘ্যাদিবন্দনমাচর্য্য অর্ঘ্যামৃতং পিবেত্ততঃ।
ন্যুব্জীকৃত্য স্বয়ং পাত্রং তত্র পুষ্পং বিনিক্ষেপেৎ।
প্রক্ষাল্য গোপয়েৎ পাত্রং তত্ত্বচিন্তাপরো বুধঃ ॥৩৭৩

ততস্তদমৃতস্নিগ্ধভূমৌ মায়াবীজং বিলিখ্য কনিষ্ঠাঙ্গুলিনা তিলকং কুর্য্যাদনেন—

যং যং স্পৃশতি পাদেন যং যং পশ্যতি চক্ষুষা।
স এব দাসতাং যাতি যদি শক্রসমো ভবেৎ ॥৩৭৪

ততো যন্ত্রলেপং মূর্দ্ধ্নি কৃত্বা নৈবেদ্যং সর্ব্বদেবায় সাধকায় চ দত্ত্বা শেষং স্বীকৃত্য সোঽহমিতি ভাবয়েৎ। বাহ্যতো বৈষ্ণবাচারপরায়ণো নিঃশঙ্কো যথাসুখং বিহরেৎ ॥৩৭৫

সন্নিধাপনী মুদ্রা দ্বারা হৃদয়ে সমাবাসিত (সংস্থাপিতা) করিয়া তন্ময় হইবে। পুরশ্চরণকালেও ঈদৃশ পূজা পরিকীর্ত্তিত (প্রশংসিত বা কথিত) হইয়াছে। ভৈরবতন্ত্রেও বলিয়াছেন—স্বহৃদয়ে বহির্ভাগে দেবীকে পুনরায় যথাবিধি নির্ম্মাল্য অর্পণ করিয়া, পবিত্র প্রদেশে নৈবেদ্য ভক্ষণ করিবে ৩৭০—৩৭১

অনন্তর শ্রীপাত্রস্থ অমৃত স্বপাত্রে করিয়া, স্বীকারপূর্ব্বক ভূমিতে ন্যুব্জভাবে (অধোমুখ, উবুড় করিয়া) রাখিয়া উহার উপরি পুষ্প নিক্ষেপ ও পাত্র প্রক্ষালন করতঃ গোপন রাখিবে।৩৭২

তন্ত্রান্তরে তাহা বলিয়াছেন—যথা, অর্ঘ্যাদিবন্দনাচরণ সমাধানান্তে অর্ঘ্যামৃত পান করিবে। স্বয়ং পাত্র ন্যুব্জীকৃত করিয়া তাহাতে নিক্ষেপ করিতে হইবে। অনন্তর পাত্র প্রক্ষালন করতঃ তত্ত্বচিন্তাপরায়ণ (নিমগ্ন) হইয়া তাহা গোপনে রাখিবে।৩৭৩

তদনন্তর সেই অমৃত সংসর্গে পরমশীতলভাবাপন্ন ভূমিতে মায়াবীজ লিখিয়া, কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা তিলক করিবে। তিলক করিয়া যে যে ব্যক্তিকে পদ দ্বারা স্পর্শ ও যাহার যাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে তাহারা ইন্দ্রসম হইলেও দাস হইবে।৩৭৪

তদুক্তং কুলচূড়ামণৌ—

ব্রহ্মরন্ধ্রে গুপ্তস্থানে যন্ত্রলেপন্তু ধারয়েৎ।
নাস্তিকেভ্যো ন পশুভ্যো ন মূর্খেভ্যো ন বা দ্বিজে॥৩৭৬
কুলীনায় চ দাতব্যং অথবা জলমধ্যতঃ।
ততঃ সোঽহমিতি ধ্যাত্বা বৈষ্ণবাচারতৎপরঃ॥৩৭৭
হরিনাম্না জাতভাবো ভাবাখিলবিচেষ্টিতঃ।
চৌরবদ্বিচরেদেকঃ[1] সদা সঙ্গবির্জ্জিতঃ॥৩৭৮

যামলেঽপি—

নৈবেদ্যং ত্রিপুরাদেব্যা বাঞ্ছন্তি বিবুধাঃ সদা।
তস্মাদ্দেয়ং সুরশ্রেষ্ঠ[2] ব্রাহ্মণে বৈষ্ণবেঽপি চ॥৩৭৯
মহ্যং শুক্রায় সূর্য্যায় গণেশায় যমায় চ।
বহ্নয়ে বরুণায়াপি বায়বে ধনদায় চ।
ঈশানায় মহেশানি সাধকায় প্রদাপয়েৎ॥৩৮০

অনন্তর যন্ত্রলেপ (দেবতাদির অধিষ্ঠানচক্র, পূজাধারযন্ত্র) মস্তকে করিয়া, সর্ব্বদেব ও সাধককে নৈবেদ্য প্রদান এবং অবশিষ্টাংশ স্বয়ং স্বীকারপূর্ব্বক আপনাকে শক্তিরূপে ভাবনা এবং বাহিরে বৈষ্ণবাচারপরায়ণ ও নিঃশঙ্কচিত্ত হইয়া, যথাসুখে বিহার করিবে।৩৭৫

কুলচূড়ামণিতে তাহা বলিয়াছেন—যথা, গুপ্তস্থান ব্রহ্মরন্ধ্রে লেপ ধারণ করিবে। নাস্তিক, পশু বা মূর্খদিগকে দিবে না। কুলীনকেই প্রদান ও জলমধ্যে নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর আপনাকে শক্তিরূপে ভাবনা করিয়া বৈষ্ণবাচারতৎপর ও হরিনামে আবিষ্টচিত্ত হইয়া, সর্ব্বসঙ্গবিসর্জ্জন সহকারে (পরিহারপূর্ব্বক) একাকী চৌরের (চোরের) ন্যায় বিচরণ করিবে।৩৭৬—৩৭৮

যামলেও বলিয়াছেন দেবগণও সর্ব্বদা ত্রিপুরাদেবীর নৈবেদ্য কামনা করিয়া থাকেন। সেইজন্য ব্রাহ্মণকে, বৈষ্ণবকে, আমাকে, শুক্রকে, সূর্য্যকে, গণেশকে, যমকে, অগ্নিকে, বরুণকে, বায়ুকে, কুবেরকে ও সাধককে প্রদান করিতে হইবে।৩৭৯—৩৮০

১। চৌরবদ্বিহরেদেকঃ। ২। সুরশ্রেষ্ঠং!

অথ ত্রিপুরাপদমুপলক্ষিণমিতি[১]।

অথ দেবীবিসর্জ্জনানন্তরং পানাদিকং কুর্য্যাৎ।

তদুক্তং কুলার্ণবে—

দিব্যং দেব্যগ্রতঃ পানং বীরমেকান্তবাসিনম্[২] ॥৩৮১

অন্যত্রাপি—

পানন্তু ত্রিবিধং প্রোক্তং দিব্যবীরপশুক্রমৈঃ।
দিব্যং দেব্যগ্রতো ধ্যায়েদ্ বীরং বীরাসনস্থিতম্।
তৃতীয়ন্তু পশোঃ পানং পাপকৃৎ শোকমোহকৃৎ ॥৩৮২

উদয়াকরপদ্ধত্যাম্—

অসংস্কৃতং বৃথা পানং সংস্কৃতং ভৈরবঃ স্বয়ম্।
চক্রপূজাবিধৌ প্রোক্তং সর্ব্বসিদ্ধিকরং শুভম্ ॥৩৮৩
অসংস্কৃতং পশোঃ পানং কলহোদ্বেগকারকম্।
সংস্কৃতং সিদ্ধিজনকং প্রায়শ্চিত্তাদিশোধনম্[৩] ॥৩৮৪

এখানে ত্রিপুরা শব্দ উপলক্ষণ মাত্র—ইহা দ্বারা সমুদয় দেবীকেই বুঝিতে হইবে। অনন্তর দেবীর বিসর্জনান্তর পানাদি করিবে। কুলার্ণবে তাহা বলিয়াছেন—দেবীর সম্মুখে দিব্য ও বীরপান ইত্যাদি।৩৮১

অন্যত্রও বলিয়াছেন—দিব্য, বীর ও পশু ক্রমানুসারে পান ত্রিবিধ। তন্মধ্যে দেবীর সম্মুখে যে পান করা যায় তাহার নাম দিব্যপান, বীরাসনস্থিত পানকে বীর বলা হইয়া থাকে। আর পশুপান পাপ, শোক ও মোহ সমুদ্ভাবন (উৎপন্ন) করে।৩৮২

উদয়াকরপদ্ধতিতে বলা হইয়াছে—অসংস্কৃত পান বৃথাপান এবং সংস্কৃত পান সাক্ষাৎ ভৈরবস্বরূপ। উহা চক্রপূজা-বিধিতে সর্ব্বসিদ্ধিকর বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। অসংস্কৃত পানই পশুপান। উহাতে কলহ ও উদ্বেগ সমুদ্ভূত হয়। সংস্কৃত পান সিদ্ধিজনক ও প্রায়শ্চিত্তাদির শোধক। এই পান দ্বারাই মন্ত্রাদি

১। উপলক্ষণ—অন্যার্থের জ্ঞাপক (প্রকাশক); অধিকার্থের সূচক, জ্ঞাপকলক্ষণ।

২। বীরমেকান্তবাসিনাং। ৩। প্রায়শ্চিত্তাদিদূষণম্।

মন্ত্রাণাং স্ফুরণং তেন মহাপাতকনাশনম্।
আয়ুঃশ্রীকান্তিসৌভাগ্যং দানং সংস্কৃতপানতঃ[১]।
নষ্টৈশ্বর্য্যং খেচরত্বং পতনং বিধিবর্জ্জনাৎ ॥৩৮৫

ইতি মহামহোপাধ্যায়-শ্রীপরমহংসপরিব্রাজক-শ্রীপূর্ণানন্দগিরি-
বিরচিত-শ্যামারহস্যে সপর্য্যাপর্য্যায়ো নাম
তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ৩ ॥

সকলের স্ফূর্ত্তি (বিকশিত, স্পন্দিত উদ্দীপ্ত প্রকটিত বা প্রকাশিত) হইয়া থাকে এবং মহাপাতকসমূহ বিনষ্ট হয়। সংস্কৃত পান করিয়া দান করিলে যেমন আয়ু, শ্রী, কান্তি ও সৌভাগ্য সংগ্রহ (আহরণ, সঞ্চয়) হয়, বিধিবিবর্জ্জিত পান দ্বারা তেমন ঐশ্বর্য্যভ্রষ্ট, খেচরত্ব (পক্ষি প্রভৃতি যোনি লাভ) ও পতন হইয়া থাকে ।৩৮৩—৩৮৫

শ্রীপূর্ণানন্দ গিরি-বিরচিত শ্যামারহস্যে সপর্য্যা-পর্য্যায় নামক
তৃতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

১। আয়ুঃশ্রীকান্তিসৌভাগ্যং ভবেৎ সংস্কৃতপানতঃ ইতি জীবানন্দবিদ্যাসাগরকৃত-সংস্করণে।

চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ

অথ স্তুতিঃ, যামলে—

কর্পূরং মধ্যমান্ত্যস্বরপরিরহিতং সেন্দুবামাক্ষিযুক্তং,
বীজন্তে মাতরেতত্রিপুরহরবধু ত্রিঃ কৃতং যে জপন্তি।
তেষাং গদ্যানি পদ্যানি চ মুখকুহরাদুল্লসন্ত্যেব বাচঃ,
স্বচ্ছন্দং ধ্বান্তধারাধররুচিরুচিরে সর্ব্বসিদ্ধিং গতানাম্॥১
ঈশানং সেন্দুবামশ্রবণপরিগতং[১] বীজমন্যন্মহেশি,
দ্বন্দ্বং তে মন্দচেতা যদি জপতি জনো বারমেকং কদাচিৎ।
জিত্বা বাচামধীশং ধনদমপি চিরং মোহয়ন্নম্বুজাক্ষী-
বৃন্দং চন্দ্রার্দ্ধচূড়ে প্রভবতি হি মহাঘোরবালাবতংসে ॥২

এখন দেবীর স্তুতি বর্ণিত হইতেছে। যামলে স্তব এইরূপ লিখিত আছে। যথা—'কর্পূর' এই শব্দের মধ্যম অক্ষর 'পূ' এবং অন্ত অক্ষর 'র' রহিত করিলে, যে—'ক' ও 'র' অক্ষর অবশিষ্ট থাকে, তাহাদিগকে স্বরহীন করিলে 'ক্র' এইরূপ পদ নিষ্পন্ন হয়। এই 'ক্র'-তে দীর্ঘ ঈকার ও অনুস্বার যোগ করিলে 'ক্রীং' এই বীজ সমুদ্ধৃত (সমুৎপন্ন) হয়। হে জননি! হে ত্রিপুরহরগৃহিণি! ইহাই তোমার বীজ। যাহারা এই বীজ ত্রিগুণিত করিয়া জপ করে তাহাদের সর্ব্ববিধ সিদ্ধি অঙ্কগামিনী হয় এবং তাহাদের বদনবিবর হইতে গদ্যপদ্যময়ী বচনপরম্পরা অনর্গল বিনির্গত হইয়া থাকে।১

'হ'কারে রেফ, দীর্ঘ ঈকার ও অনুস্বার যোগ করিলে 'হ্রীং', এই যে পদ সমুদ্ভূত (জাত, সমুৎপন্ন) হয়, ইহা তোমার আর একটী বীজ। নিতান্ত স্বল্পবুদ্ধি ব্যক্তিও যদি দ্বিগুণিত করিয়া এই বীজ একবার কদাচিৎ জপ করে, তাহা হইলে সে বৃহস্পতিকে জয়, কুবেরকেও পরাভব এবং পঙ্কজনয়না (কমলনয়না, কমলাক্ষি) ললনাদিগকে বিমোহিত করিয়া সকলের উপরি স্বীয় প্রভুত্ব প্রচারে সমর্থ হয়।২

১। ঈশানঃসেন্দুবাম শ্রবণপরিগতো।

ঈশো বৈশ্বানরস্থঃ শশধরবিলসদ্বামনেত্রেণ যুক্তো,[১]
বীজং তে দ্বন্দ্বমন্যদ্বিগলিতচিকুরে কালিকে যে জপন্তি।
দ্বেষ্টারং ঘ্নন্তি তে চ ত্রিভুবনমপি তে বশ্যভাবং নয়ন্তি,
সৃক্কদ্বন্দ্বাস্রধারাপ্রকটিতবদনে দক্ষিণে কালিকেঽতি ॥৩
ঊর্দ্ধং বামে কৃপাণং করকমলতলে ছিন্নমুণ্ডং তথাধঃ,
সব্যে চাভীর্ব্বরঞ্চ ত্রিজগদঘহরে দক্ষিণে কালিকে চ।
জপ্তৈতন্নামবর্ণং তব মনুবিভবং ভাবয়ন্ত্যেতদম্ব,
তেষামষ্টৌ করস্থাঃ প্রকটিতবদনে সিদ্ধয়স্ত্র্যম্বকস্য ॥৪
বর্গাদ্যং বহ্নিযুক্তং বিধুরতিকলিতং তত্রয়ং কূর্চ্চযুগ্মং,
লজ্জাযুগ্মঞ্চ পশ্চাৎ স্মিতমুখি তদধষ্ঠদ্বয়ং[২] যোজয়িত্বা।
মাতর্যে যে জপন্তি স্মরহরমহিলে! ভাবয়ন্তঃ স্বরূপম্,
তে লক্ষ্মীলাস্যলীলাকমলদলদৃশঃ কামরূপা ভবন্তি ॥৫

হে মুক্তকেশি! হে চন্দ্রার্দ্ধচূড়ে! হ-কারের পর 'র', দীর্ঘ ঈ-কার ও অনুস্বার যোগ করিলে, উল্লিখিতরূপে তোমার যে 'হ্রীং' নামক বীজ উদ্ধৃত হয়, তাহা দ্বিগুণিত করিয়া যাহারা জপ করে, তাহারা বিপক্ষ পক্ষের উন্মূলন ও ত্রিভুবনের বশীকরণে সমর্থ হইয়া থাকে।৩

তুমি দক্ষিণা অর্থাৎ সকলেরই প্রতি অনুগ্রহশালিনী এবং কালিকা অর্থাৎ সকলেরই সৃষ্টি-স্থিতি-লয় করিয়া থাক। তোমার দুই ওষ্ঠপ্রান্ত হইতে দুইটী রুধিরধারা বিগলিত হইতেছে। তোমার বামদিকের ঊর্দ্ধ-কৃপাণ, অধস্থিত কর-কমল-তলে ছিন্নমুণ্ড, আর দক্ষিণ দিকের ঊর্দ্ধহস্তে অভয় ও অধস্থ হস্তে বর বিরাজমান হইতেছে। তুমি ত্রিজগতের পাপহরণ করিয়া থাক। তুমি কালের মহিষী, তোমার অসাধ্য কিছুই নাই। তোমার বদন সর্ব্বদাই উল্লসিত ও সর্ব্বদাই প্রসন্নভাবাপন্ন। যাহারা তোমার নাম জপ করিয়া তোমার মন্ত্রবিভব ভাবনা করে অণিমাদি অষ্টবিধ সিদ্ধি তাহাদের অধিকৃত হইয়া থাকে।৪

তুমি সর্ব্বদাই হাস্যমুখী। তুমি ত্রিভুবনের জননী। তুমি স্মরহরা, অর্থাৎ তোমাকে স্মরণমাত্রেই তুমি দুঃখাদি হরণ করিয়া থাক। তুমি মহিলা (ভদ্রনারী

১। যুক্তং। ২। তথধষ্ঠদ্বয়ং।

প্রত্যেকং বা ত্রয়ং বা দ্বয়মপি চ পরং বীজমত্যন্তগুহ্যম্,
তন্নাম্না যোজয়িত্বা সকলমপি সদা ভাবয়ন্তো জপন্তি।
তেষাং নেত্রারবিন্দে বিহরতি কমলা বক্ত শুভ্রাংশুবিম্বে;
বাগ্দেবী ছিন্নমুণ্ডস্রগতিশয়লসৎকণ্ঠি পীনস্তনাঢ্যে ॥৬

গতাসূনাং বাহুপ্রকরকৃতকাঞ্চীপরিলস-
ন্নিতম্বাং দিগ্বস্ত্রাং ত্রিভুবনবিধাত্রীং ত্রিনয়নাম্।
শ্মশানস্থে তল্পে শবহৃদি মহাকালসুরত-
প্রসক্তাং ত্বাং ধ্যায়ন্ জননি জড়চেতা অপি কবিঃ ॥৭

অর্থাৎ কল্যাণী) সকলেরই পূজনীয়া ও সেবনীয়া। যাহারা ভক্তিভরে তোমার স্বরূপ ভাবনা করতঃ ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং স্বাহা—তোমার এই বীজ জপ করে, তাহারা কমলদলসদৃশ লক্ষ্মীর লাস্যলীলাস্থলী ও কামরূপ হইয়া থাকে।৫

তুমি স্বপ্রকাশস্বরূপা। যাহারা সর্ব্বদা ধ্যানপরায়ণ হইয়া তোমার নামের সহিত যোজনা করিয়া (সংযোজন অর্থাৎ একত্রে সাজাইয়া) উল্লিখিত বীজসমূহের মধ্যে একটী বা দুইটী অথবা তিনটী কিংবা সমুদয় বীজ জপ করে, কমলা তাহাদের নেত্ররূপ অরবিন্দে (কমল, পদ্ম) এবং বাগ দেবী তাহাদের বদনরূপ চন্দ্রবিম্বে সর্ব্বদা বিহার করেন। তোমার কণ্ঠদেশ মুণ্ডমালার সান্নিধ্যবশতঃ অতিশয় বিলসিত (দীপ্ত-উজ্জ্বল শোভিত বা স্ফুরিত) হইয়াছে। তুমি দৈত্যসংহার-সময়ে প্রলয়কালীন মহামেঘের ন্যায় ঘোর গম্ভীর (নিদারুণ ভয়ঙ্কর) নাদ (শব্দ) করিয়া থাক।৬

তুমি সকলের জন্মদাত্রী। শবসমূহের বাহুপরম্পরায় বিরচিত কাঞ্চিদামের সংসর্গে (মিলনে) তোমার নিতম্ববিম্ব সাতিশয় সুশোভিত হইয়াছে। তুমি দিগ্বসনা ও ত্রিনয়না, ত্রিভুবনের বিধাত্রী এবং মহাকালের সহিত প্রকৃতি-পুরুষগত লীলাবিহারে সংসক্তা (সংযুক্তা ও পরিব্যাপ্তা) হইয়া আছে। যে-ব্যক্তি শ্মশান-তল্পে (শয্যা) শবহৃদয়ে আরোহণ করিয়া তোমার ঐ-রূপের ধ্যান করে, সে জড়বুদ্ধি হইলেও কবি হইয়া থাকে।৭

শিবাভির্ঘোরাভিঃ শবনিবহমুণ্ডাস্থিনিকরৈঃ,
পরং সংকীর্ণায়াং প্রকটিতচিতায়াং হরবধূম্।
প্রবিষ্টাং সন্তুষ্টামুপরি সুরতে নাতিযুবতীম্,
সদা ত্বাং ধ্যায়ন্তি ক্বচিদপি ন তেষাং পরিভবঃ ॥৮
বদামস্তে কিংবা জননি বয়মুচ্চৈর্জ্জড়ধিয়ো,
ন ধাতা নাপীশো হরিরপি ন তে বেত্তি পরমম্।
তথাপি ত্বদ্ভক্তির্মুখরয়তি চাস্মাকমপি তে,
তদেতৎ ক্ষন্তব্যং ন খলু পশুরোষঃ[১] সমুচিতঃ ॥৯
সমন্তাদাপীনস্তনজঘনধৃগ্‌যৌবনবতী-
রতাসক্তো[২] নক্তং যদি জপতি ভক্তস্তব মনুম্।
বিবাসাস্ত্বাং ধ্যায়ন্ গলিতচিকুরস্তস্য বশগাঃ,
সমস্তাঃ সিদ্ধৌঘাঃ ভুবি চিরতরং জীবতি কবিঃ ॥১০

ভয়ঙ্করপ্রকৃতি শিবাসকল তোমার চতুর্দ্দিক আকীর্ণ (ব্যাপ্ত) করিয়া আছে। তদবস্থায় তুমি শবসমূহের মুণ্ড ও অস্থিপরম্পরায় পরিবৃত অতিবিস্তৃত চিতাভূমিতে প্রবেশ করিয়া হর্ষযুক্ত পুলকিতহৃদয়ে বিপরীত-বিহারে প্রবৃত্তা হইয়াছ। তোমার যৌবন কোনকালেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা তোমার ঐ রূপের ভাবনা করে, তাহার কোনকালে কোন দেশে কোন অবস্থাতেই পরিভব (পরাভব) ঘটে না।৮

জননি! জড়বুদ্ধি (জ্ঞানবুদ্ধিহীন, মূর্খ) আমরা তোমার বিষয়ে অধিক আর কি বলিব? আমাদের কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং ব্রহ্মা, মহেশ্বর ও বাসুদেবও তোমার বিষয়ে বিশেষ কিছু বিদিত নহেন। অয়ি তমোরূপিণি! তথাপি তোমার প্রতি ভক্তি আমাদিগকে মুখরিত করিতেছে। সেইজন্য আমরা না জানিয়াও, কি বলিতে কি বলিয়া তোমার স্তব করিতেছি; অতএব আমাদিগকে ক্ষমা করিতে হইবে। বলিতে কি, আমরা পশুর সমান। আমাদের প্রতি রোষ প্রকাশ সমুচিত হয় না।৯

১। পশুবোধঃ। ২। রতাশক্তো।

সমাঃ সুস্থীভূতাং[1] জপতি বিপরীতাং যদি সদা,
বিচিন্ত্য ত্বাং ধ্যায়ন্নতিশয়মহাকালসুরতাম্।
তদা তস্য ক্ষৌণীতলবিহরমাণস্য বিদুষঃ,
করাম্ভোজে বশ্যাঃ স্মরহরবধূ মহাসিদ্ধিনিবহাঃ ॥১১
প্রসূতে সংসারং জননি জগতীং পালয়তি চ,
সমস্তং ক্ষিত্যাদি প্রলয়সময়ে সংহরতি চ।
অতস্ত্বং ধাতাপি ত্রিভুবনপতিঃ শ্রীপতিরপি,
মহেশোঽপি প্রায়ঃ সকলমপি কিং স্তৌমি ভবতীম্ ॥১২

তোমার ভক্ত যদি রাত্রিতে পীন (স্থূল উন্নত) পয়োধরা (স্ত্রীলোকের স্তন), শ্রোণি (নিতম্বদেশ)-যুক্তা নবযৌবনশালিনী রমণীর সহিত নিধুবন[2] লীলারসে[3] সংসক্ত (আসক্ত) ও বিবস্ত্র হইয়া তোমার অগ্রে ধ্যানধারণা সমাপনপূর্ব্বক তোমার মন্ত্র জপ করে, তাহা হইলে সমস্ত সিদ্ধমণ্ডলী তাহার বশীভূত হয় এবং সে ব্যক্তি কবি হইয়া চিরকাল বাঁচিয়া থাকে ১০

তুমি সাক্ষাৎ সংহাররূপে সকলকে হরণ ও মায়ারূপে বন্ধন করিয়া থাক। তুমি মহাকালের সহিত বিপরীত অর্থাৎ বিশিষ্ট বিধানে সঙ্গতা (মিলিত ও সংযুক্তা অর্থাৎ দেহের বিশেষ দেহভঙ্গিমায় বিন্যস্ত ও অঙ্গসংযুক্ত) হইয়া সমুদয় সংসারে অনুকূল বিধানে বিহার (সানন্দে বিচরণ) কর। যে ব্যক্তি সুস্থচিত্তে একবৎসর সর্ব্বদা বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া তোমার ধ্যান-ধারণা করে এই পৃথিবীতে বিহার করিতে করিতেই অণিমাদি যাবতীয় মহাসিদ্ধি সেই বিদ্বান্ সাধকের করকমলে বশ্যা (অধিগত অধীন, বশীভূত) হইয়া থাকে।১১

জননি! তুমিই জগতের প্রসব করিয়াছ, তুমিই ইহার পরিপালন করিতেছ, আবার তুমিই প্রলয়কালে ইহার সংহার করিয়া থাক। অতএব তুমিই ব্রহ্মা, তুমিই বিষ্ণু এবং তুমিই মহাদেব। ফলতঃ তুমিই সকল। অতএব আমি আর তোমার কি স্তব করিব ?।১২

১। সুস্থীকৃতঃ।

২। নিধুবন—নি (অত্যন্ত, সম্যক্)+ধুবন (অঙ্গসঞ্চালন) হয় যাহাতে (যে কার্য্যে বা ব্যাপারে) অর্থাৎ রতিক্রিয়া, মৈথুন, কামকেলী, রতিবিলাস, সুরতলীলা।

৩। লীলা—লী (আলিঙ্গন)+লা (গ্রহণে), অর্থাৎ শৃঙ্গার-রসজনিত ক্রিয়া, ভঙ্গী বা হাবভাব, কেলি, ক্রিয়া।

অনেকে সেবন্তে ভবদধিকগীর্ব্বাণনিবহান্,
বিমূঢ়াস্তে মাতঃ কিমপি ন হি জানন্তি পরমম্।
সমারাধ্যামাদ্যাং হরিহরবিরিঞ্চ্যাদিবিবুধৈঃ,
প্রপন্নোঽস্মি স্বৈরং রতিরসমহানন্দনিরতাম্[১] ॥১৩
ধরিত্রী কীলালং শুচিরপি সমীরোঽপি গগনম্,
ত্বমেকা কল্যাণী গিরিশরমণী কালি সকলা[২]।
স্তুতিঃ কা তে মাতস্তব করুণয়া মামগতিকম্,
প্রসন্না ত্বং ভূয়া ভবমনু ন ভূয়ান্মম জনুঃ ॥১৪
শ্মশানস্থঃ সুস্থো গলিতচিকুরো দিক্‌পটধরঃ,
সহস্রং ত্বর্কাণাং নিজগলিতবীর্য্যেণ কুসুমম্।
জপংস্তৎ প্রত্যেকং মনুমপি তব ধ্যাননিরতো,
মহাকালি স্বৈরং স ভবতি ধরিত্রীপরিবৃঢ়ঃ ॥১৫

জননি! অনেকে তোমাকে ত্যাগ করিয়া অপরাপর দেবগণের উপাসনা করে ; তাহারা নিতান্ত মোহাচ্ছন্ন। সেইজন্যই তুমি যে সকলের শ্রেষ্ঠ, তাহা তাহারা জানে না। যাহা হউক আমি স্ব-ইচ্ছায় একমাত্র তোমারই শরণাপন্ন হইলাম। কেননা, আমি জানি, স্বয়ং হরি, হর ও ব্রহ্মাদিপ্রমুখ দেবগণও একমাত্র তোমারই আরাধনা করেন এবং ইহাও জানি যে তুমিই একমাত্র রতি, রস, পরমানন্দ ও সকল রসের নিলয় (আধার) স্বরূপা।১৩

তুমি গিরিশ-পত্নী অর্থাৎ তমোগুণের আশ্রয় মহাকালের সহিত বিহার অর্থাৎ সহর্ষচিত্ত-যুক্ত হইয়া বিচরণ করিয়া থাক। তুমি সকল কল্যাণের আলয় বা নিলয় স্বরূপ। তুমি কালী অর্থাৎ সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকারিণী। তুমি পৃথিবী, তুমি জল, তুমি অগ্নি, তুমি বায়ু ও তুমি আকাশ। এইরূপে তুমি একা হইলেও, সকলই। অতএব, (আশ্রয় ও সহায় সম্বলহীন) আমি তোমার স্তুতি আর কি করিব? জননি! আমি সর্ব্বতোভাবেই গতিহীন (নিরুপায়, অনন্যোপায়)। অতএব নিজগুণে করুণা করিয়া আমার প্রতি প্রসন্না হও, যেন পাপপূর্ণ সংসারে আর আমাকে জন্মগ্রহণ করিতে না হয়।১৪

১। মহানন্দরসিকাম্। ২। সকলং।

গৃহে সম্মার্জ্জন্যা পরিগলিতবীর্য্যং[১] হি চিকুরম্,
সমূলং মধ্যাহ্নে বিতরতি[২] চিতায়াং কুজদিনে।
সমুচ্চার্য্য প্রেম্ণা মনুমপি সকৃৎ কালি সততম্,
গজারূঢ়ো যাতি ক্ষিতিপরিবৃঢ়ঃ সৎকবিবরঃ ॥১৬
স্বপুষ্পৈরাকীর্ণং কুসুমধনুষো মন্দিরমহো,
পুরো ধ্যায়ন্ ধ্যায়ন্ যদি জপতি মাতস্তব মনুম্।
স গন্ধর্ব্বশ্রেণীপতিরপি[৩] কবিত্বামৃতনদী,
ন দীনঃ[৪] পর্য্যন্তে পরমপদলীনঃ প্রভবতি ॥১৭
ত্রিপঞ্চারে পীঠে শবশিবহৃদি স্মেরবদনাং,
মহাকালেনোচ্চৈর্ম্মদনরসলাবণ্যনিরতাম্।
সমাসক্তো নক্তং স্বয়মপি রতানন্দনিরতো,
নরো যো ধ্যায়েৎ ত্বাং ভবজননি স স্যাৎ স্মরহরঃ ॥১৮

যে ব্যক্তি শ্মশানপ্রদেশে অবস্থানপূর্ব্বক মুক্তকেশে নগ্নবেশে আমার বিগলিত বীর্য্যের সহিত সহস্র অর্ককুসুম (আকন্দ ফুল) প্রদানপূর্ব্বক তোমার ধ্যানে মগ্ন হইয়া তোমার প্রত্যেক মন্ত্র জপ করে, সে ইচ্ছামাত্রই সমগ্র পৃথিবীর অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইয়া থাকে।১৫

যে-ব্যক্তি কঙ্কতিকা (কাঁকুই, মোটা দাঁড়ার বড় চিরুণী) দ্বারা পরিষ্কৃত গৃহিণীর সমূল-কেশ লইয়া কুজদিনে (মঙ্গলবারে) মধ্যাহ্নসময়ে শ্মশানে গমনপূর্ব্বক তোমার পূর্ব্বোক্ত কোন একটি মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক ভক্তিভরে চিতানলে নিক্ষেপ করে, সে সমগ্র পৃথিবীর অধিপতি ও সৎকবিগণের অগ্রণীরূপে গজারোহণে গমন করিয়া থাকে।১৬

আহা, তোমার প্রতি ভক্তিপরবশ হইয়া সম্মুখে স্বপুষ্পে সমাকীর্ণ কাম-মন্দিরের বারংবার ধ্যান করতঃ যদি তোমার মন্ত্র জপ করে, তাহা হইলে গন্ধর্ব্বগণের আধিপত্যলাভ হইয়া থাকে, কবিত্বরূপ অমৃতের নদীরূপে আবির্ভূত হওয়া যায়, কোনকালেই দৈন্য আক্রমণ করিতে পারে না, চরমে পরমপদ প্রাপ্তিযোগ সংঘটিত হয় এবং চিরকাল সকলের প্রভু হওয়া যাইতে পারে।১৭

১। বীজং হি কুসুমং। ২। সুমধ্যাহ্নে নিত্যং বিরচয়তি।
৩। পতিরিব। ৪। কবিত্বামৃতনদী-নদীনঃ।

সলোমাস্থি[১] স্বৈরং পললমপি মার্জ্জারমপি তে,
পরং চৌষ্ট্রং মৈষং নরমহিষয়োশ্ছাগমপি বা।
বলিং তে পূজায়ামপি[২] বিরলবক্তে বিতরতাং,
সতাং সিদ্ধিঃ সর্ব্বা প্রতিপদমপূর্ব্বা প্রভবতি ॥১৯

বশী মন্ত্রং[৩] লক্ষং প্রজপতি হবিষ্যাশনরতো,
দিবা মাতর্যুষ্মচ্চরণযুগলধ্যাননিরতঃ।
পরং নক্তং নগ্নো নিধুবনবিনোদেন চ মনুম্,
জপেল্লক্ষং স স্যাৎ স্মরহরসদৃশঃ[৪] ক্ষিতিতলে ॥২০

ইদং স্তোত্রং মাতস্তব মনুসমুদ্ধারণজনুঃ,
স্বরূপাখ্যং পাদাম্বুজযুগলপূজাবিধিযুতম্।
নিশার্দ্ধং বা পূজাসময়মধি বা যস্তু পঠতি,
প্রলাপস্তস্যাপি প্রসরতি কবিত্বামৃতরসঃ ॥২১

হে জননি! তুমি শবরূপ শিবের হৃদয়ে ত্রিপঞ্চার পীঠে স্মেরবদনে (মৃদু ঈষৎ হাস্যযুক্ত মুখে) আরোহণ করিয়া, মহাকালের সহিত নিরতিশয় মদনরসলাবণ্যে অর্থাৎ রতিক্রিয়োদ্ভাসিত কান্তিযুক্ত হইয়া নিরতা (সাতিশয় রতা, ব্যাপৃত বা যুক্ত) হইয়া আছ; যে-ব্যক্তি নিশীথে স্বয়ং সমাসক্তচিত্তে রতানন্দ (রতিসুখানন্দে সমধিক রত) হইয়া তোমাকে ঐরূপ ধ্যান করে, সে শিবত্ব লাভ করে।১৮

যে সকল মর্ত্ত্যবাসী সৎপুরুষ পূজাসময়ে বিড়াল, উষ্ট্র, মেষ, মনুষ্য ও ছাগ—এই সকলের মাংস ও লোমসহিত অস্থি তোমার উদ্দেশে প্রদান করে, অপূর্ব্ব সিদ্ধিসকল প্রতিপদেই তাহাদের বশীভূত হইয়া থাকে।১৯

অয়ি জননি! যে-ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় ও হবিষ্যাশী হইয়া তোমার চরণযুগলের ধ্যানধারণাসহকারে প্রভাত হইতে মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত একতানচিত্তে তোমার মন্ত্র লক্ষ জপ করে এবং রাত্রিতে নগ্ন ও নিধুবনবিনোদে মগ্নভাবাপন্ন (রতিক্রীড়ানন্দে বিভোর) হইয়া, ঐরূপে লক্ষবার জপ করিয়া থাকে, সে ক্ষিতিতলে শিবসাদৃশ্য প্রাপ্ত হয়।২০

১। স লোমাস্থি। ২। পূজায়াময়ি। ৩। বশীমন্ত্রং। ৪। সদৃক্ষঃ।

কুরঙ্গাক্ষীবৃন্দং তমনুসরতি প্রেমতরলং,
বশস্তস্য ক্ষৌণীপতিরপি কুবেরপ্রতিনিধিঃ।
রিপুঃ কারাগারং কলয়তি চ তং কেলিকলয়া,
চিরং জীবন্মুক্তঃ প্রভবতি স ভক্তঃ প্রতিজনুঃ ॥২২
ইতি মহাকালবিরচিতং স্বরূপাখ্যং স্তোত্রং সমাপ্তম্।

অথোত্তরতন্ত্রে কবচং লিখ্যতে—

কৈলাসশিখরারূঢ়ং ভৈরবং চন্দ্রশেখরম্।
বক্ষঃস্থলে সমাসীনা ভৈরবী পরিপৃচ্ছতি ॥২৩

ভৈরব্যুবাচ—

দেবেশ পরমেশান লোকানুগ্রহকারক।
কবচং সূচিতং পূর্ব্বং কিমর্থং ন প্রকাশিতম্ ॥২৪
যদি মে মহতী প্রীতিস্তবাস্তি কুলভৈরব।
কবচং কালিকাদেব্যাঃ কথয়স্বানুকম্পয়া ॥২৫

জননি! যে-ব্যক্তি নিশার্দ্ধে অথবা পূজাসময়ে তোমার পদারবিন্দযুগলের পূজাবিধানে সংসক্ত (একান্ত অনুরক্তচিত্ত) হইয়া তোমার মন্ত্রোদ্ধরণজনিত এই স্বরূপাখ্য স্তব পাঠ করে, তাহার প্রলাপও সাক্ষাৎ কবিত্বরূপ অমৃতরসে পরিণত হইয়া, সর্ব্বত্র প্রসৃত (বিসৃত, নির্গত) হইয়া থাকে।২১

কুরঙ্গনয়না (হরিণ) ললনাগণও প্রেমচঞ্চলা হইয়া তাহার অনুগামী হয়, রাজা স্বয়ং তাহার বশীভূত হয়; সে কুবেরের প্রতিনিধি হইয়া থাকে, তাহার শত্রুগণ কারাগারে বাস করে এবং সে জীবন্মুক্ত ও চিরকাল কেলিকলাসংযুক্ত হইয়া থাকে। অধিক কি, প্রতিজন্মেই তাহার এইরূপ ঘটে।২২

মহাকালবিরচিত স্বরূপাখ্য স্তোত্র সমাপ্ত।

অধুনা উত্তরতন্ত্রোক্ত ভগবতী কালিকার কবচ লিখিত হইতেছে। যথা—চন্দ্রশেখর ভৈরব কৈলাসশিখারূঢ় আছেন। ভৈরবী তদীয় বক্ষঃস্থলে সমাসীনা হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি দেবগণেরও ঈশ্বর, আপনি পরমেশ্বর, আপনি লোকসমূহকে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। ইতিপূর্ব্বে আপনি দেবী

১। বারিতাসি।

শ্রীভৈরব উবাচ—

অপ্রকাশ্যমিদং দেবি নরলোকে বিশেষতঃ।
লক্ষবারং বারিতাপি স্ত্রীস্বভাবাদ্ধি পৃচ্ছসি ॥২৬

দেব্যুবাচ—

সেবকা বহবো নাথ। কুলধর্ম্মপরায়ণাঃ।
যতস্তে ত্যক্তজীবাশাঃ[১] শবোপরি চিতোপরি ॥২৭
তেষাং প্রয়োগসিদ্ধ্যর্থং স্বরক্ষার্থং বিশেষতঃ।
পৃচ্ছামি বহুশো দেব কথয়স্ব দয়ানিধে ॥২৮

কালিকার কবচের সূচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন কারণে আপনি তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিলেন না? হে কুলভৈরব! যদি আমার প্রতি আপনার বিশেষ প্রীতি থাকে, তাহা হইলে কৃপাপূর্ব্বক দেবী কালিকার ঐ কবচ* কীর্ত্তন অর্থাৎ গুণ-মাহাত্ম্য-মহিমাদি ব্যক্ত করুন।২৩—২৫

শ্রীভৈরব কহিলেন—দেবি! এই কবচ প্রকাশ করা কোনমতেই বিধেয় নহে, বিশেষতঃ নরলোকে ইহা প্রকাশ করিতে নাই। এইজন্য তোমাকে লক্ষবার বারণ করিয়াছি। তথাপি, স্ত্রী-স্বভাব বশতঃ তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছ।২৬

দেবী কহিলেন—নাথ! অনেক সেবক আছে যাহারা সকলেই কুলধর্ম্ম-পরায়ণ এবং সকলেই জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া, শব ও চিতার উপর অবস্থিতি করিয়া থাকে। তাহাদের প্রয়োগসিদ্ধি. বিশেষতঃ আত্মরক্ষার জন্যই আমি ইহা বহুবার জিজ্ঞাসা করিয়াছি। আপনি দয়ার সাগর; অতএব কীর্ত্তন (প্রকাশ ও বর্ণনা) করুন।২৭—২৮

১। ত্যক্তজীবা সা।

* কবচ—(i) তন্ত্রোক্ত মন্ত্রসাধনাঙ্গ বাক্যসমূহ; (ii) দেহরক্ষার্থ ভূর্জপত্রে লিখিত দেবতার বীজমন্ত্র বা তৎসদৃশ অলৌকিক-শক্তিসম্পন্ন মন্ত্র; (iii) বিঘ্ন বিনাশনের জন্য ভূর্জপত্রে লিখিত তন্ত্রোক্ত দেবতার মন্ত্রবিশেষ।

ভৈরব উবাচ—

কথয়ামি শৃণু প্রাজ্ঞে কালিকাকবচং পরম্।
গোপনীয়ং পশোরগ্রে স্বযোনিমপরে যথা।
সর্ব্ববিদ্যামহারাজ্ঞী সর্ব্বদেবনমস্কৃতা[১] ॥২৯

কালিকাকবচস্য ভৈরব ঋষিরুষ্ণিক্ ছন্দঃ অদ্বৈতরূপিণী শ্রীদক্ষিণ-কালিকা দেবতা হ্রীং বীজং হুঁ শক্তিঃ[২] ক্রীং কীলকং সর্ব্বার্থসাধন-পুরঃসরমন্ত্রসিদ্ধৌ বিনিযোগঃ ॥৩০

সহস্রারে মহাপদ্মে কর্পূরধবলো গুরুঃ।
বামোরুস্থিততচ্ছক্তিঃ সদা সর্ব্বত্র রক্ষতু।
পরমেশো গুরুঃ[৩] পাতু পরাপরগুরুস্তথা ॥৩১
পরমেষ্ঠী গুরুঃ পাতু দিব্যসিদ্ধশ্চ[৪] মানবঃ।
মহাদেবী সদা পাতু মহাদেবঃ সদাবতু[৫] ॥৩২

ভৈরব কহিলেন—প্রাজ্ঞে! শ্রবণ কর, দেবী কালিকার কবচ কীর্ত্তন করিতেছি। পশুদিগের নিকট কখন ইহা প্রকাশ করিও না—স্বযোনিবৎ ইহা গুপ্ত রাখিবে। ইহা যাবতীয় বিদ্যার মহারাজ্ঞীস্বরূপ। এইজন্য যাবতীয় দেবতা ইহাকে নমস্কার করেন (পাঠান্তরমতে - হে সর্ববিদ্যামহারাজ্ঞি! হে সর্ববিদ্যানমস্কৃতে!) ॥ ২৯ ॥

কালিকাকবচের ঋষি ভৈরব, ছন্দ উষ্ণিক, দেবতা অদ্বৈতরূপিণী শ্রীদক্ষিণ-কালিকা, হ্রীঁ বীজ, হুঁ শক্তি, ক্রীং কীলক এবং বিনিয়োগ সর্ব্বার্থ সাধনপুরঃসর মন্ত্রসিদ্ধিতে।৩০

যিনি সহস্রার মহাপদ্মে আসীন আছেন, যিনি কর্পূরের ন্যায় ধবল (শুভ্র) বর্ণযুতা এবং শক্তি যাঁহার বাম উরু সর্ব্বদা আশ্রয় করিয়া আছেন, সেই গুরুদেব সর্ব্বত্র রক্ষা করুন। পরমেশ গুরু, পরাপর গুরু, পরমেষ্ঠী গুরু, দিব্য ও সিদ্ধ এবং মানব গুরুকুল রক্ষা করুন। মহাদেবী সর্ব্বদা পালন ও মহাদেব সর্ব্বদা রক্ষা করুন।৩১—৩২

১। সর্ববিদ্যামহারাজ্ঞি সর্বদেবনমস্কৃতে।
২। হুঁ বীজং হ্রীং শক্তিঃ ইতি চ পাঠঃ।
৩। পুরঃ। ৪। দিব্যসিদ্ধিশ্চ। ৫। মহাদেবস্তথাবতু।

ত্রিপুরো ভৈরবঃ পাতু দিব্যরূপধরঃ সদা।
ব্রহ্মানন্দঃ সদা পাতু পূর্ণদেবঃ সদাবতু।
চলচ্চিত্তঃ সদা পাতু চেলাঞ্চলশ্চ[১] পাতু মাম্ ॥৩৩
কুমারঃ ক্রোধনশ্চৈব বরদঃ স্মরদীপনঃ।
মায়া মায়াবতী চৈব সিদ্ধৌঘাঃ পান্তু সর্ব্বদা ॥৩৪
বিমলঃ কুশলশ্চৈব ভীমসেনঃ সুধাকরঃ।
মীনো গোরক্ষকশ্চৈব ভোজদেবঃ প্রজাপতিঃ ॥৩৫
কুলদেবো[২] রন্তিদেবো বিঘ্নেশ্বরহুতাশনৌ[৩]।
সন্তোষঃ সময়ানন্দঃ পাতু মাং মানবাঃ সদা ॥৩৬
সর্ব্বেঽপ্যানন্দনাথান্তা অম্বান্তা মাতরঃ ক্রমাৎ।
গণনাথঃ সদা পাতু ভৈরবঃ পাতু মাং সদা ॥৩৭
বটুকেশঃ সদা পাতু দুর্গা মাং পরিরক্ষতু[৪]।
শিরসঃ পাদপর্য্যন্তং পাতু মাং ঘোরদক্ষিণা ॥৩৮
তথা শিরসি মাং কালী হৃদি মূলে চ রক্ষতু।
সম্পূর্ণবিদ্যয়া দেবী সদা সর্ব্বত্র রক্ষতু ॥৩৯

দিব্যরূপধারী ত্রিপুরভৈরব সর্ব্বদা রক্ষা করুন। ব্রহ্মানন্দ সর্ব্বদা রক্ষা করুন। পূর্ণদেব সর্ব্বদা রক্ষা করুন। চলচ্চিত্ত সর্ব্বদা রক্ষা করুন। চেলাঞ্চলা সর্ব্বদা রক্ষা করুন।৩৩

কুমার, ক্রোধন, বরদ স্মরদীপন, মায়া, মায়াবতী ও সিদ্ধৌঘ—ইহাঁরা আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। বিমল, কুশল, ভীমসেন, সুধাকর, মীন, গোরক্ষক, ভোজদেব, প্রজাপতি, কুলদেব, রন্তিদেব, বিঘ্নেশ্বর, হুতাশন, সন্তোষ—ইহাঁরা সকলে আমাকে রক্ষা করুন। সময়ানন্দ হইতে আনন্দনাথ পর্য্যন্ত মানবগণ এবং অম্বান্তা মাতৃগণ যথাক্রমে আমাকে রক্ষা করুন। গণনাথ সর্ব্বদা আমাকে পালন করুন। ভৈরব সর্ব্বদা আমাকে রক্ষা করুন।৩৪—৩৭

বটুক ও দুর্গা সর্ব্বদা আমাকে রক্ষা করুন। ঘোর দক্ষিণা আমার মস্তক

১। চলাঞ্চলশ্চ। ২। মূলদেবো। ৩। বিঘ্নেশ্বরহুতাশনঃ। ৪। বটুকো নঃ সদা পাতু দুর্গা মাং পরিরক্ষতু।

ক্রীং ক্রীং ক্রীং বদনং পাতু হৃদি হুঁ হুঁ সদাবতু।
হ্রীং হ্রীং[১] পাতু সদাধারে দক্ষিণে কালিকে হৃদি ॥৪০
ক্রীং ক্রীং ক্রীং পাতু মে পূর্ব্বে হুঁ হুঁ দক্ষে সদাবতু।
হ্রীং হ্রীং মাং পশ্চিমে পাতু হুঁ হুঁ পাতু সদোত্তরে ॥৪১
পৃষ্ঠে পাতু সদা স্বাহা মূলা সর্ব্বত্র রক্ষতু।
ষড়ঙ্গে যুবতী পাতু ষড়ঙ্গেষু সদৈব মাম্ ॥৪২
মন্ত্ররাজঃ সদা পাতু ঊর্দ্ধাধো দিগ্বিদিক্‌স্থিতঃ।
চক্ররাজঃ[২] স্থিতাশ্চাপি দেবতাঃ পরিপান্তু মাম্ ॥৪৩
উগ্রা উগ্রপ্রভা দীপ্তা পাতু পূর্ব্বে ত্রিকোণকে[৩]।
নীলা ঘনা বলাকা চ তথাপরত্রিকোণকে ॥৪৪
মাত্রা মুদ্রা মিতা চৈব তথা মধ্যত্রিকোণকে।
কালী কপালিনী কুল্লা কুরুকুল্লা বিরোধিনী ॥৪৫

হইতে পাদ পর্য্যন্ত রক্ষা করুন। দেবী কালী আমার মস্তক ও হৃদয় রক্ষা করুন।৩৮—৩৯

দেবী সম্পূর্ণ বিদ্যার সহিত সর্ব্বদা সর্ব্বত্র আমাকে রক্ষা করুন। ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ বদন রক্ষা করুন। হুঁ হুঁ সর্ব্বদা হৃদয়ে রক্ষা করুন। হ্রীঁ হ্রীঁ দক্ষিণাকালিকা আধারের সহিত হৃদয়ে রক্ষা করুন। ক্রীঁ ক্রীঁ আমার পূর্ব্বদিক ও হুঁ হুঁ দক্ষিণ দিক্ এবং হ্রীঁ হ্রীঁ আমার পশ্চিমমর্দিক্ ও হুঁ হুঁ আমার উত্তরদিক্ সর্ব্বদা রক্ষা করুন।৪০—৪১

স্বাহা আমার পৃষ্ঠ ও মূলা আমার সর্ব্বত্র, যুবতী আমার সর্ব্বাঙ্গ এবং মন্ত্ররাজ আমার ঊর্দ্ধ, অধঃ, দিক্ ও বিদিকে অবস্থান করিয়া, সর্ব্বদা রক্ষা করুন। চক্ররাজ এবং দেবতাগণও সকলে ঐরূপে অবস্থিতি করিয়া (পাঠান্তর মতে—চক্ররাজে স্থিত দেবতাগণও) সর্ব্বদা আমাকে রক্ষা করুন।৪২—৪৩

উগ্রা, উগ্রপ্রভা, দীপ্তা আমার পূর্ব্ব ত্রিকোণক, নীলা, ঘনা ও বলাকা আমার অপর ত্রিকোণক; মাত্রা, মুদ্রা ও মিতা আমার মধ্য ত্রিকোণক, কালী,

---

১। অন্যান্তরে সকল হ্রীং মন্ত্রস্থলে হ্রীং এইরূপ পাঠভেদ দৃষ্ট হয়।
২। চক্ররাজে। ৩। পূর্বত্রিকোণকে।

বহিঃ ষট্‌কোণগাঃ[১] পান্তু বিপ্রচিত্তা তথা প্রিয়ে।
সর্ব্বাঃ শ্যামাঃ খড়্গধরা বামহস্তে চ তর্জ্জনাঃ ॥৪৬
ব্রাহ্মী পূর্ব্বদলে পাতু নারায়ণী তথাগ্নিকে।
মাহেশ্বরী দক্ষদলে চামুণ্ডা রাক্ষসেঽবতু ॥৪৭
কৌমারী পশ্চিমে পাতু বায়ব্যে চাপরাজিতা।
বারাহী চোত্তরে পাতু নারসিংহী শিবেঽবতু ॥৪৮
ঐং হ্রীং অসিতাঙ্গঃ পূর্ব্বে ভৈরবঃ পরিরক্ষতু।
ঐং হ্রীং রুরুশ্চাগ্নিকোণে ঐং হ্রীং চণ্ডস্তু দক্ষিণে ॥৪৯
ঐং হ্রীং ক্রোধো নৈঋতেঽব্যাৎ ঐং হ্রীং উন্মত্তকস্তথা।
পশ্চিমে ঐং হ্রীং মাং কপালী বায়ুকোণকে ॥৫০
ঐং হ্রীং ভীষণাখ্যশ্চ উত্তরেঽবতু ভৈরবঃ।
ঐং হ্রীং সংহার ঐশান্যাং মাতৃণামঙ্কগাঃ শিবাঃ ॥৫১
ঐং হেতুকো বটুকঃ[২] পূর্ব্বদলে পাতু সদৈব মাম্‌।
ঐং ত্রিপুরান্তকো বটুক[৩] আগ্নেয্যাং সর্ব্বদাবতু ॥৫২
ঐং বহ্নিবেতালো[৪] বটুকো দক্ষিণে মাং সদাবতু।
ঐং অগ্নিজিহ্ববটুকোঽব্যাৎ নৈঋত্যাং পশ্চিমে তথা ॥৫৩

কপালিনী, কুল্লা, কুরুকুল্লা, বিরোধিনী এবং বিপ্রচিত্তা আমার বহিঃষট্‌কোণক সর্ব্বদা রক্ষা করুন। ইহারা সকলেই শ্যামবর্ণা, সকলেই খড়্গ ও তর্জ্জনীধারিণী।৪৪—৪৬

ব্রাহ্মী আমার পূর্ব্বদল, নারায়ণী অগ্নিদল, মহেশ্বরী দক্ষিণদল, চামুণ্ডা নৈঋতদল, কৌমারী পশ্চিমদল, অপরাজিতা বায়ুদল, ও বারাহী উত্তরদল, হে শিবে! নারসিংহী সর্ব্বদা রক্ষা করুন।৪৭—৪৮

অসিতাঙ্গ ভৈরব আমার পূর্ব্ব, রুরু অগ্নিকোণ, চণ্ড দক্ষিণ, ক্রোধ নৈঋত, উন্মত্ত পশ্চিম, কপালী বায়ুকোণ ভীষণ উত্তর, সংহার ঐশানী, বটুক পূর্ব্বদল,

---

১। ষট্‌কোণকে।
২। হেতুবটুকঃ। ৩। ত্রিপুরান্তবটুকো। ৪। বহ্নিবেতালবটুকো।

ঐং কালবটুকঃ পাতু ঐং করালবটুকস্তথা।
বায়ব্যাং ঐং একপাদ[১] উত্তরে বটুকোঽবতু ॥৫৪
ঐং ভীমবটুকঃ পাতু ঐশান্যাং দিশি মাং সদা।
ঐং হ্রীং হ্রীং[২] হুঁ ফট্ স্বাহান্তাশ্চতুঃষষ্টিমাতরঃ ॥৫৫
ঊর্দ্ধাধো দক্ষবামাগ্রে পৃষ্ঠদেশে তু পান্তু মাম্।
ঐং হুং সিংহব্যাঘ্রমুখী পূর্ব্বে মাং পরিরক্ষতু ॥৫৬
ঐং কাং কীং সর্পস্থমুখী[৩] অগ্নিকোণে সদাবতু।
ঐং মাং মাং মৃগমেষমুখী দক্ষিণে মাং সদাবতু ॥৫৭
ঐং চৌং চৌং গজরাজমুখী নৈঋর্ত্যাং মাং সদাবতু।
ঐং মেং মেং বিড়ালমুখী পশ্চিমে পাতু মাং সদা ॥৫৮
ঐং খৌং খৌং ক্রোষ্টুমুখী বায়ুকোণে সদাবতু।
ঐং হাং হাং হ্রস্বদীর্ঘমুখী লম্বোদরমহোদরী ॥৫৯
পাতু মামুত্তরে কোণে ঐং হ্রীং হ্রীং শিবকোণকে।
হ্রস্বজঙ্ঘ-তালজঙ্ঘ-প্রলম্বোষ্ঠী সদাবতু ॥৬০
এতাঃ শ্মশানবাসিন্যো ভীষণা বিকৃতাননাঃ।
পান্তু মাং সর্ব্বদা দেব্যঃ সাধকাভীষ্টপূরিকাঃ ॥৬১

ত্রিপুরান্তক বটুক আগ্নেয়ী এবং বহ্নিবেতাল বটুক দক্ষিণদল, অগ্নিজিহ্বা বটুক আমার নৈঋর্ত সর্ব্বদা রক্ষা করুন।৪৯—৫৩

কালবটুক পশ্চিম, করাল বটুক বায়ব, এক বটুক উত্তর ও ভীম বটুক ঐশানদল সর্ব্বদা রক্ষা করুন। স্বাহান্তা চতুঃষষ্টি মাতৃকাগণ আমার ঊর্দ্ধ, অধঃ, সম্মুখ ও পশ্চাৎ রক্ষা করুন। সিংহব্যাঘ্রমুখী আমার পূর্ব্ব দিক্, সর্পস্থমুখী আমার অগ্নিকোণ, মৃগ-মেষমুখী আমার দক্ষিণ, গজরাজমুখী আমার নৈঋর্তকোণ, বিড়ালমুখী আমার পশ্চিম, ক্রোষ্টুমুখী আমার বায়ুকোণ, লম্বোদরমহোদরী ও হ্রস্বদীর্ঘমুখী আমার উত্তর ও ঈশানকোণ এবং হ্রস্বজঙ্ঘা, তালজঙ্ঘা ও প্রলম্বোষ্ঠী সর্ব্বদা আমায় রক্ষা করুন।৫৪—৬০

১। একঃ পাতু।

২। ক্লীং ঐং শ্রীং শ্রীং হুঁ ফট্...। ৩। কাং কাং সর্পমুখী।

ইন্দ্রো মাং পূর্ব্বতো রক্ষেদাগ্নেয্যামগ্নিদেবতা।
দক্ষে যমঃ সদা পাতু নৈর্ঋত্যাং নির্ঋতিশ্চ মাম্ ॥৬২
বরুণোঽবতু মাং পশ্চাৎ বায়ুর্মাং বায়বেঽবতু।
কুবেরশ্চোত্তরে পায়াৎ ঐশান্যান্ত সদাশিবঃ ॥৬৩
উর্দ্ধং ব্রহ্মা সদা পাতু অধশ্চানন্তদেবতা।
পূর্ব্বাদিদিক্‌স্থিতা পান্ত বজ্রাদ্যাশ্চায়ুধাশ্চ মাম্ ॥৬৪
কালিকা পাতু[১] শিরসি হৃদয়ে কালিকাবতু।
আধারে কালিকা পাতু পাদয়োঃ কালিকাবতু ॥৬৫
দিক্ষু মাং কালিকা পাতু বিদিক্ষু কালিকাবতু।
উর্দ্ধং মে কালিকা পাতু অধশ্চ কালিকাবতু ॥৬৬
চর্ম্মাসৃঙ্‌মাংসমেদোঽস্থি-মজ্জাশুক্রাণি মেঽবতু।
ইন্দ্রিয়াণি মনশ্চৈব দেহং সিদ্ধিঞ্চ[২] মেঽবতু ॥৬৭

ইহাঁরা সকলেই শ্মশানবাসিনী—সকলে ভীষণপ্রকৃতি ও সকলেই বিকৃতমুখী এবং সকলেই সাধকের অভীষ্ট পূরণ করেন, ইহাঁরা সকলে সর্ব্বদা আমায় রক্ষা করুন।৬১

ইন্দ্র আমার পূর্ব্বদিক, অগ্নিদেবতা আগ্নেয়কোণ, যম দক্ষিণ দিক্‌, নৈর্ঋতি নৈর্ঋতকোণ, বরুণ পশ্চিম, বায়ু বায়ুকোণ, কুবের উত্তর দিক্‌ এবং ঈশান আমার ঐশান কোণ, সর্ব্বদা রক্ষা করুন।৬·—৬৩

ব্রহ্মা আমার উর্দ্ধ্ব, অনন্ত দেবতা আমার অধঃ ও বজ্রাদি আয়ুধসকল পূর্ব্বাদি দিকে অবস্থিতি করিয়া, আমাকে রক্ষা করুন।৬৪

দেবী কালিকা আমার মস্তক, হৃদয়, পাদ, আধার, দিক্‌ ও বিদিক্‌ সমুদয়, অধঃ ও উর্দ্ধ্ব এবং চর্ম্ম, মাংস, শোণিত, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এবং সিদ্ধি আমার ইন্দ্রিয় ও মন সবর্বদা রক্ষা করুন।৬৫ ৬৭

১। কালিকাবতু। ২। সিদ্ধিশ্চ।

আকেশাৎ পাদপর্য্যন্তং কালিকা মে সদাবতু।
বিয়তি কালিকা পাতু পথি মাং কালিকাবতু ॥৬৮
শয়নে কালিকা পাতু সর্ব্বকার্য্যেষু কালিকা।
পুত্রান্ মে কালিকা পাতু ধনং মে পাতু কালিকা ॥৬৯
যত্র মে সংশয়াবিষ্টাস্তান্ নাশয়তু কালিকা[1]।
ইতীদং কবচং দেবি ব্রহ্মলোকেঽপি দুর্ল্লভম্ ॥৭০
তব প্রীত্যা ময়া খ্যাতং গোপনীয়ং স্বযোনিবৎ।
তব নাম্নি স্মৃতে দেবি সর্ব্বযজ্ঞফলং লভেৎ ॥৭১
সর্ব্বপাপং ক্ষয়ং যাতি বাঞ্ছা সর্ব্বত্র সিধ্যতি।
নাম্নঃ শতগুণং স্তোত্রং ধ্যানং তস্মাৎ শতাধিকম্ ॥৭২
তস্মাৎ শতাধিকো মন্ত্রঃ কবচং তচ্ছতাধিকম্।
শুচিঃ সমাহিতো ভূত্বা ভক্তিশ্রদ্ধাসমন্বিতঃ ॥৭৩

দেবী কালিকা আমার কেশ হইতে পাদ পর্য্যন্ত এবং আমাকে আকাশে, পথিমধ্যে, শয়নে ও সর্ব্বকার্য্যে রক্ষা করুন এবং আমার পুত্র এবং ধনও ঐরূপে রক্ষা করুন।৬৮—৬৯

যাহাদের উপর আমার সন্দেহ আছে, দেবীর আজ্ঞায় তাহারা সকলেই বিনষ্ট হউক। দেবি! ইহাই দেবী কালিকার কবচ। ইহা ব্রহ্মলোকেও সুদুর্ল্লভ; স্বযোনিবৎ সর্ব্বদা ইহা গোপনে রাখিবে। কেবল তোমার প্রতি প্রীতিবশতঃই আমি ইহা বর্ণনা করিলাম। দেবি! তোমার নাম স্মরণ করিবামাত্র যাবতীয় যজ্ঞের ফললাভ হইয়া থাকে। ৭০—৭১

সমুদয় পাপরাশি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সমুদায় বাঞ্ছাসিদ্ধি হয়। তোমার নাম অপেক্ষা আবার তোমার স্তোত্র শতগুণে শ্রেষ্ঠ। পুনঃ তোমার ধ্যান সেই স্তোত্র অপেক্ষাও শতগুণে ফলপ্রদ, তোমার মন্ত্র আবার সেই ধ্যান অপেক্ষাও শতগুণে বিশিষ্ট-ভাবাপন্ন এবং তোমার কবচ আবার সেই মন্ত্র অপেক্ষাও শতগুণে ফলপ্রদ।৭২—৭৩

১। যত্র মে সংশয়াবিষ্টাস্তথা নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া।

সংস্থাপ্য বামভাগে তু শক্তিং স্বামিপরায়ণাম্।
রক্তবস্ত্রপরীধানাং শিবমন্ত্রধরাং শুভাম্ ॥৭৪
যা শক্তিঃ সা মহাদেবী হররূপশ্চ সাধকঃ।
অন্যোঽন্যচিন্তনাদ্দেবি দেবত্বমুপজায়তে ॥৭৫
শক্তিযুক্তো যজেদ্দেবীং চক্রে বা মনসাপি বা।
ভোগৈশ্চ মধুপর্কাদ্যৈস্তাম্বূলৈশ্চ সুবাসিতৈঃ ॥৭৬
ততস্তু কবচং দিব্যং পঠেদেকমনাঃ প্রিয়ে।
তস্য সর্ব্বার্থসিদ্ধিঃ স্যান্নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥৭৭
ইদং রহস্যং পরমং পরং স্বস্ত্যয়নং মহৎ।
যঃ সকৃত্তু পঠেদ্দেবি শৃণুয়াদ্বা সমাহিতঃ ॥৭৮
স সর্ব্বান্ লভতে কামান্ পরে দেবীপুরং ব্রজেৎ।
সকৃদ্‌যস্তু পঠেদ্দেবি কবচং দেবদুর্ল্লভম্ ॥৭৯
সর্ব্বযজ্ঞফলং তস্য ভবেদেব ন সংশয়ঃ।
সংগ্রামে চ জয়েৎ শত্রূন্ মাতঙ্গানিব কেশরী ॥৮০

শুচি, সমাহিত ও ভক্তিশ্রদ্ধাসমন্বিত হইয়া বামভাগে পতিপরায়ণা রক্তবস্ত্র-পরীধানা, শিবমন্ত্রে দীক্ষিতা, শুভস্বরূপা শক্তিকে স্থাপন করিবে।৭৩—৭৪

সাধক সাক্ষাৎ হরস্বরূপ এবং শক্তি সাক্ষাৎ মহাদেবী। পরস্পরের চিন্তন দ্বারা দেবত্ব সমুৎপন্ন হইয়া থাকে।৭৫

এই কারণে শক্তিযুক্ত হইয়া, দেবীকে চক্রমধ্যে অথবা মনে মনে সুবাসিত তাম্বূল ও মধুপর্কাদি বিবিধ ভোগ্যবস্তু প্রদান সহ পূজা করিয়া, পরে একমনে এই কবচ পাঠ করিবে। তাহা হইলে, তাহার সমুদায় কামনাসিদ্ধি হয়, এ বিষয়ে সংশয় নাই।৭৬—৭৭

এই রহস্য যেরূপ সকল বিষয়ের শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ পরম মহৎ স্বস্ত্যয়ন-স্বরূপ। দেবি! যে ব্যক্তি সমাহিত চিত্তে একবার এই কবচ পাঠ বা শ্রবণ করে, সে সমুদয় মনোরথসিদ্ধির পার প্রাপ্ত হইয়া, পরিণামে দেবীপুরে গমন করে।৭৮—৭৯

অধিক কি, দেবদুর্লভ কবচ একবার পাঠ করিলে, সমুদায় যজ্ঞের ফললাভ

নাস্ত্রাণি তস্য শস্ত্রাণি শরীরে প্রভবন্তি চ।
তস্য ব্যাধিঃ কদাচিন্ন[1] দুঃখং নাস্তি কদাচন ॥৮১
গতিস্তস্যৈব সর্ব্বত্র বায়ুতুল্যঃ সদা ভবেৎ।
দীর্ঘায়ুঃ কামভোগীশো গুরুভক্তঃ সদা ভবেৎ ॥৮২
অহো কবচমাহাত্ম্যং পঠমানস্য নিত্যশঃ।
বিনাপি নয়যোগেন যোগীশসমতাং[2] ব্রজেৎ ॥৮৩
ভূর্জ্জত্বচি সমালিখ্য চক্রং তন্ত্রবিনির্ম্মিতম্।
মধ্যত্রিকোণে সংলিখ্য সাধ্যসাধকয়োর্লিপিম্ ॥৮৪
উদ্ধরেন্মূলমন্ত্রঞ্চ মাতৃকার্ণেন বেষ্টয়েৎ।
লঘুমিশ্রেণ চন্দ্রেণ চন্দনাভ্যাং সুরেশ্বরি ॥৮৫
এতন্মন্ত্রং মহেশানি সুরাসুরসুদুর্ল্লভম্।
গোরোচনা-কুঙ্কুমাভ্যাং তদ্বাহ্যে কবচং লিখেৎ ॥৮৬

হয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কেশরী যেমন হস্তীদিগকে জয় করে, সে ব্যক্তি তেমন সংগ্রামে শত্রুসকলকে পরাভূত করিয়া থাকে।৮০

অস্ত্র এবং শস্ত্রসমূহও তাহার শরীরে প্রভাব প্রকাশ করতে পারে না। তাহার কখন ব্যাধি থাকে না, তাহার কখন দুঃখ হয় না।৮১

সে ব্যক্তি বায়ুর ন্যায় যেখানে সেখানে গমন করিতে পারে এবং সুদীর্ঘ পরমায়ুযুক্ত ও গুরুভক্তি সমন্বিত হইয়া থাকে এবং ইচ্ছানুসারে যে সে বিষয় ভোগ করিতে পারে।৮২

অহো! এই কবচমাহাত্ম্য নিত্য পাঠ করিলে, লয়যোগ ব্যতিরেকেই যোগীশের সমান হওয়া যায়। ভূর্জ্জ ত্বকে তন্ত্রবিনির্ম্মিত চক্র অঙ্কিত ও মধ্যত্রিকোণকে সাধ্য সাধক উভয়ের লিপিলেখনপূর্ব্বক মূলমন্ত্রে উদ্ধরণ (উল্লেখ) করিয়া, মাতৃকাবর্ণে বেষ্টিত করিবে। অয়ি সুরেশ্বরি! লঘুমিশ্র কর্পূর ও দ্বিবিধ চন্দন দ্বারা এই সুরাসুর-দুর্লভ মন্ত্র লিখিয়া, তাহার বাহ্যে গোরোচনা ও কুঙ্কুম দ্বারা পরিবেষ্টিত কবচ লিখিতে হইবে।৮৩ - ৮৬

১। কদাচিন্ন।　　২। যোগীশঃ সমতাং।

শ্বেতসূত্রেণ সংবেষ্ট্য লাক্ষয়া পরিমণ্ডয়েৎ।
পঞ্চামৃতৈঃ পঞ্চগব্যৈঃ স্নাপয়িত্বা শুভেঽহনি ॥৮৭
সংপূজ্য দেবতারূপং গুটিকাং সর্ব্বকামদাম্।
প্রাণপ্রতিষ্ঠামন্ত্রেণ প্রাণং তত্র নিযোজয়েৎ ॥৮৮
অন্তর্যোনিং ততো ধ্যাত্বা তত্র সংস্থাপয়েদ্বুধঃ।
এষা তু গুটিকা দেবি কণ্ঠলগ্নাখিলপ্রদা ॥৮৯
শীর্ষে বশ্যকরী দেবী নাভৌ স্তম্ভনকারিণী।
বদ্ধা বামভুজে হ্যেষা বৈরিপক্ষক্ষয়ঙ্করী ॥৯০
জঠরে রোগদমনী পুত্রদা হৃদি সংস্থিতা।
বিদ্যাকরী ললাটস্থা শিখায়াস্তু যশঃপ্রদা ॥৯১
সর্ব্বকামপ্রদা দেবী সর্ব্বরোগক্ষয়ঙ্করী।
দক্ষিণে বাহুমূলে বৈ যদি তিষ্ঠতি সর্ব্বদা ॥৯২
তদা সর্ব্বার্থসিদ্ধিঃ স্যাদ্ যদ্‌যন্মনসি বর্ত্ততে।
ত্র্যহাত্তু কবচস্যাস্য পঠনাদ্ধারণাৎ প্রিয়ে ॥৯৩

অনন্তর শ্বেতসূত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া লাক্ষা দ্বারা পরিমণ্ডিত (পরিবেষ্টিত) করিবে। তদনন্তর পঞ্চামৃত ও পঞ্চগব্যে স্নান করাইয়া. শুভদিনে দেবতারূপিণী সকালাভীষ্টসাধনী গুটিকার বিশেষরূপে অভ্যর্চ্চনাসহকারে প্রাণপ্রতিষ্ঠার (প্রতিমদিতে প্রাণসঞ্চার বা দেবতার অধিষ্ঠান কার্য্য সম্পাদন) মন্ত্র দ্বারা তাহাতে প্রাণ নিয়োজিত (প্রবর্ত্তন) করিবে।৮৭—৮৮

অনন্তর অন্তর্যোনির ধ্যান করিয়া তাহাতে স্থাপন করিতে হইবে। দেবি! এই গুটিকা কণ্ঠলগ্না হইলে সকল বিষয় প্রদান করে।৮৯

শীর্ষে (মস্তকে) স্থাপিত হইলে সকলের বশীকরণ সমাধান করিয়া থাকে, নাভিতে রাখিলে সকলকে স্তম্ভিত করে. বামভুজে বন্ধন করিলে বিপক্ষ-পক্ষের ক্ষয়কারিণী হইয়া থাকে, জঠরে রাখিলে রোগদমনী হয়, হৃদয়ে সংস্থাপিতা হইলে পুত্রদায়িনী হইয়া থাকে, ললাটে থাকিলে বিদ্যা প্রদান করে, শিখায় রাখিলে যশঃ বিধান করিয়া থাকে এবং সর্ব্বরোগ ক্ষয় ও সর্ব্ববিধ কামনা সাধন করে।৯০—৯২

সর্ব্বান কামানবাপ্নোতি তব স্নেহাৎ প্রকাশিতম্।
গুরোঃ পাদপ্রসাদেন সদ্বিদ্যা যাদ লভ্যতে।
তথৈব কবচং দেবি ত্রিষু লোকেষু দুর্লভম্ ॥৯৪
[স চ দেবো হরঃ সাক্ষাৎ তৎপত্নী পরমেশ্বরী।
যস্য ভক্তির্গুরৌ নিত্যং বর্ত্ততে দেববৎ প্রিয়ে ॥
তদা যন্ত্রস্য মন্ত্রস্য সিদ্ধির্ভবতি নান্যথা।
কবচস্য তথা সিদ্ধি গুটিকায়াশ্চ সুন্দরি ॥]*
অজ্ঞাত্বা[১] কবচং দেবি ন চেষ্ট্বা গুরুপাদুকাম্।
তৎ ফলং ন সমাপ্নোতি[২] পরে চ নরকং ব্রজেৎ[৩] ॥৯৫
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যং সত্যং পুনঃ পুনঃ।
ন শক্নোমি প্রভাবন্তু কবচস্যাস্য বর্ণিতুম্ ॥৯৬

আর যদি সর্ব্বদা বাহুমূলে থাকে, তাহা হইলে যখন যাহা মনে করা যায়, সে সকল অভীষ্টই সিদ্ধ হয়। প্রিয়ে! এই কবচ ধারণ বা পাঠ করিলে তিন দিনেই সর্ব্ববিধ কামনা সফল করিয়া থাকে। তোমার প্রতি স্নেহবশতঃ ইহা প্রকাশ করিলাম। শ্রীগুরুচরণপ্রসাদে যদি মানব সদ্বিদ্যা এবং ত্রিলোকে দুর্লভ এই কবচ লাভ করতে পারে।৯৩ ৯৪

[তবে সেই ব্যক্তি সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ এবং তৎপত্নীকে পরমেশ্বরীতুল্য জ্ঞান করিবে। হে প্রিয়ে! যাহার দেববৎ গুরুর প্রতি ভক্তি থাকে, তাহার যন্ত্র ও মন্ত্র সিদ্ধি হয়, সন্দেহ নাই। হে সুন্দরি! তাদৃশ ব্যক্তির কবচ-সিদ্ধি এবং গুটিকাসিদ্ধি[৪] হইয়া থাকে।]

যে ব্যক্তি কবচ বিদিত নহে এবং গুরুপাদুকার্চ্চনা করে না, সেই ব্যক্তি তৎসমস্ত ফল অবগত হয় না এবং অন্তে নরকে গমন করে।৯৫

আমি সত্যসত্যই ইহা বলিতেছি, এবং সত্যসত্যই পুনর্ব্বার বলিতেছি। এই কবচের প্রভাব-বর্ণনে আমার ক্ষমতা নাই।৯৬

---

* ইমে শ্লোকাঃ ন সর্বত্র দৃশ্যন্তে।

১। তথৈব ...নাজপ্য। ২। নাপ্নোতি। ৩। পরে নরকমাপ্নুয়াৎ।

৪। অভিপ্রেত সিদ্ধার্থ অভিচারলব্ধ অলৌকিক শক্তি।

যস্মৈ কস্মৈ ন দাতব্যং কবচঞ্চ সুদুর্ল্লভম্।
ন দেয়ং পরশিষ্যেভ্যঃ কৃপণেভ্যঃ সুরেশ্বরি ॥৯৭
শিষ্যায় ভক্তিযুক্তায় সেবকায় তথৈব চ।
গুরুভক্তিবিহীনায় পরদাররতায় চ ॥৯৮
নিন্দকায়াকুলীনায়[১] দাম্ভিকায় চ সুন্দরি।
যো দদাতি নিষিদ্ধেভ্যঃ কবচং মন্মুখোদগতম্[২] ॥৯৯
তস্য নশ্যন্তি দেবেশি আয়ুঃকীর্ত্তিযশঃশ্রিয়ঃ।
ন হিংসন্তি সদা দেবি যোগিন্যো মাতৃমণ্ডলাৎ।
পরে নরকমাপ্নোতি জন্মকোটিশতানি চ ॥১০০
দেয়ং শিষ্যায় শান্তায় গুরুভক্তিপরায় চ।
সর্ব্বলক্ষণযুক্তায় তত্ত্বমন্ত্রযুতায় চ ॥১০১
ইত্যুত্তরতন্ত্রে কালীপ্রস্তাবে কালীভৈরবসংবাদে
শ্রীমদ্দক্ষিণাকালিকাকবচং সম্পূর্ণম্ ॥

ইহা অতিমাত্র দুর্ল্লভ। যাহাকে তাহাকে ইহা প্রদান করিবে না। সুরেশ্বরি! পরকীয় শিষ্য এবং কৃপণদিগকেও ইহা প্রদান করিতে নাই।৯৭

ভক্তিযুক্ত শিষ্য ও সেবককেই ইহা দান করিবে। যে-ব্যক্তি ভক্তিহীন, পরদাররত, নিন্দুক, দাম্ভিক ও অকুলীন, তাহাকে দান করা বিহিত নহে। যে ব্যক্তি আমার মুখে ইহা শ্রবণ করিয়া ঐরূপ নিষিদ্ধ ব্যক্তিদিগকে ইহা প্রদান করে, দেবেশি! তাহার আয়ু, কীর্ত্তি, যশঃ, শ্রী, সমুদায়ই নষ্ট হইয়া থাকে। মরণের পরে তাহাকে শত শত কোটি জন্ম নরকলাভ করিতে হয়।৯৮—১০০

শান্ত-স্বভাব, গুরুভক্তিপরায়ণ, সর্ব্বলক্ষণবিশিষ্ট এবং তত্ত্বৎ-মন্ত্রযুক্ত শিষ্যকেই ইহা প্রদান করিবে।১০১

উত্তরতন্ত্রোক্ত কালীপ্রস্তাবে কালীভৈরবসংবাদে দক্ষিণা কালী-কবচ সমাপ্ত।

১। নিন্দকায় কুলীনায়। ২। মন্মুখাৎ প্রকৃতম্।

[অথ প্রকারান্তরকবচম্। তদুক্তং বিরূপাক্ষেণ।]

বিরূপাক্ষ উবাচ—

নমামি গুরুমক্ষোভ্যং মন্ত্রশক্তিসমন্বিতম্।
প্রসন্নং জ্ঞানবিজ্ঞানহেতুং[১] বুদ্ধিপ্রকাশকম্ ॥১০২

গজেন্দ্রবদনং নৌমি রক্তং বিঘ্নবিদারকম্।
পাশাঙ্কুশবরাভীতি-লসদ্ভুজচতুষ্টয়ম্ ॥১০৩

ভৈরবঃ সর্ব্বদা পাতু ঋষির্মে শিরসোপরি।
মুখে ছন্দঃ সদা পাতু ত্রিষ্টুপ্ চ বিজয়াত্মকম্ ॥১০৪

গুণত্রয়ময়ী শক্তিঃ পরশক্তিস্তু ঈড়িতা।
ব্রহ্মস্বরূপিণী পাতু হৃদয়ে মম কালিকা ॥১০৫

বীজস্বরূপিণী পাতু ক্রীঙ্কারী শক্তিরূপিণী।
হূং-শক্তিঃ সর্ব্বদা পাতু সর্ব্বরক্ষাস্বরূপিণী ॥১০৬

বিরূপাক্ষ কথিত অন্যপ্রকার কবচ কথিত হইতেছে। বিরূপাক্ষ কহিলেন—যাঁহার কোনপ্রকার বিকার বা অবসাদ নাই, যিনি মন্ত্রশক্তিসমন্বিত, যিনি বুদ্ধি প্রকাশ করিয়া থাকেন, যিনি জ্ঞানবিজ্ঞানের কারণস্বরূপ, সেই প্রসন্নস্বরূপ জ্ঞানমূর্ত্তি গুরুকে নমস্কার।১০২

যিনি গজেন্দ্রবদন রক্তবর্ণ ও বিঘ্নবিনাশ এবং পাশ অঙ্কুশ, বর ও অভয় সংসর্গে যাহাঁর ভুজচতুষ্টয় বিশিষ্টরূপ শোভাযুক্ত হইয়াছে সেই গণপতিকে প্রণাম করি।১০৩

ভৈরব ঋষি সর্ব্বদা আমার মস্তকোপরি রক্ষা করুন। বিজয়াত্মক ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ সর্ব্বদা আমার মুখমণ্ডল রক্ষা করুন।১০৪

যিনি গুণত্রয়ময়ী শক্তিস্বরূপা, যিনি সকলের অভ্যর্চ্চিতা সাক্ষাৎ পরশক্তি সেই ব্রহ্মস্বরূপিণী কালিকা আমার হৃদয়দেশ রক্ষা করুন।১০৫

যিনি বীজস্বরূপিণী সেই শক্তিস্বরূপিণী ক্রীঙ্কারী আমাকে রক্ষা করুন। সর্ব্বরক্ষাস্বরূপিণী হূঁ-শক্তি সর্ব্বদা আমাকে রক্ষা করুন।১০৬

১। জ্ঞানমজ্ঞানং হেতুং।

মহাকালঃ সদা পাতু মহাভীমপরাক্রমঃ।
দদাতু মম কামানি সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো যতঃ॥১০৭
আদি ক্ষবর্ণপর্য্যন্তাঃ হৃদয়ে মম মাতৃকাঃ।
এঘান্তা ঙাদি চান্তাশ্চ রক্ষন্তু বাহুযুগ্মকে॥১০৮
নভোমধ্যগতা বর্ণা মাদিক্ষান্তাস্তথৈব চ।
সবিন্দবঃ সদা পান্তু জঙ্ঘয়োরুভয়োর্মম॥১০৯
ভূতপ্রেতপিশাচাদ্যা বিঘ্নদেহাস্তথা পুনঃ।
পৃথগ্‌ভাবাঃ সমধ্যাশ্চ বর্ণা রক্ষন্তু মাং সদা॥১১০
সমস্তরোমকূপেষু মর্ম্মস্থানেষু সন্ধিষু।
নাড়ীধাতুবিকারেষু রক্ষন্তু মম মাতৃকাঃ॥১১১
শক্তিরাধাররূপা যা সা পাতু পরমেশ্বরী।
অনন্তঃ[1] সর্ব্বদা পাতু সর্ব্বদেবময়ঃ স্বয়ম্॥১১২
ফণাগতাবনিঃ পাতু সমুদ্রঃ পাতু মাং সদা।
রত্নদ্বীপঃ সদা পাতু রক্ষন্তু কল্পপাদপাঃ॥১১৩
শ্মশানপীঠকঃ পাতু পাতু মাং মানবেদিকা[2]।
সদাশিবমহাপ্রেতাসনং[3] মাং পরিরক্ষতু॥১১৪

মহাভীমপরাক্রম মহাকালও সর্ব্বদা আমাকে করুন। তিনি সর্ব্বসিদ্ধির অধীশ্বর। অতএব আমার সমুদায় কামনা পূর্ণ করুন।১০৭

অ হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত মাতৃকাগণ আমার হৃদয়, এ হইতে ঘ পর্য্যন্ত এবং ঙ হইতে চ পর্য্যন্ত মাতৃকাগণ আমার দুই বাহু, ণ হইতে ভ পর্য্যন্ত বর্ণসকল এবং ম হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত মাতৃকাসকল বিন্দুর সহিত সর্ব্বদা আমার দুই জঙ্ঘা রক্ষা করুন।১০৮—১০৯

ভূত, প্রেত ও পিশাচাদি বিঘ্নদেহসকল এবং সমধ্য বর্ণসমূহ সর্ব্বদা আমাকে রক্ষা করুন।১১০

মাতৃকাগণ আমার সমস্ত রোমকূপ সমস্ত মর্ম্মস্থান, সমস্ত সন্ধিস্থল, নাড়ী ও ধাতু রক্ষা করুন। যিনি আধাররূপা শক্তি, সেই পরমেশ্বরী আমাকে রক্ষা করুন। স্বয়ং সর্ব্বদেবময় অনন্ত সর্ব্বদা আমাকে রক্ষা করুন।১১০—১১২

ফণাস্থিতা অবনী, সমুদ্র, রত্নদীপ, কল্পপাদপ অভীষ্ট ফলপ্রদাতা বৃক্ষসমূহ,

---

১। অধর্ম্ম। ২। মণিবেদিকা। ৩। সদাশিবমহাপ্রেতাসনো।

দ্বারদেশে দ্বারপালা যোগিন্যঃ পান্তু মাং সদা ।
সিদ্ধয়োঽষ্টৌ সদা পান্তু পূর্ব্বাদি-বস্বদিগ্ গতাঃ ॥১১৫
কালীং কপালিনীং কুল্লাং কুরুকুল্লাং তথৈব চ ।
বিরোধিনীং বিপ্রচিত্তাং নমামি সর্ব্বসিদ্ধয়ে ॥১১৬
এতাস্তু বশযোগিন্যো বহিঃ ষট্কোণকে স্থিতাঃ ।
রক্ষন্তু মাং সদা দেব্যো মাতরো ভক্তবৎসলাঃ ॥১১৭
উগ্রামুগ্রপ্রভাং দীপ্তাং নমাম্যাত্মবিভূতয়ে ।
সর্ব্বসিদ্ধিং প্রযচ্ছন্তু পান্তু মাং পুত্রবৎ সদা ॥১১৮
নীলাং ঘনাং বলাকাঞ্চ প্রণমামি সমুৎসুকঃ ।
সর্ব্ববিঘ্নান্ সমুৎসার্য্য রক্ষন্তু কলুষার্ণবাৎ ॥১১৯
মাত্রামুদ্রামিতানাঞ্চ নমামি চরণাম্বুজম্ ।
দেবীপ্রেমসখীনাঞ্চ শরণং যামি সিদ্ধয়ে ॥১২০

শ্মশানপীঠ মানবেদি, সদাশিব ও মহাপ্রেত শবাসন—ইহারা সর্ব্বদা আমাকে রক্ষা করুন।১১৩—১১৪

দ্বারদেশে দ্বারপাল ও যোগিনীগণ এবং পূর্ব্বাদি অষ্ট-দিক্-সংস্থিতা অষ্টবিধ-সিদ্ধি সর্বদা আমাকে রক্ষা করুন।১১৫

আমি সর্ব্ববিধ সিদ্ধি সাধন কামনায় কালী, কপালিনী, কুল্লা, কুরুকুল্লা, বিরোধিনী, বিপ্রচিত্তা—ইহাদিগকে নমস্কার করিতেছি। এই ছয় বশযোগিনী বাহিরের ষট্কোণে সর্ব্বদা অবস্থিতি করেন। ইহারা সকলেই ভক্তবৎসলা, সকলেই দেবী ও সকলেই জগতের জননীস্বরূপা—সর্ব্বদা আমাকে রক্ষা করুন।১১৬— ১৭

আত্মবিভূতির জন্য উগ্রা, উগ্রপ্রভা, দীপ্তা—ইহাদিগকেও আমি প্রণাম করিতেছি। ইহারা সর্ব্ববিধ সিদ্ধি প্রদান ও পুত্রবৎ সর্ব্বদা পালন করুন।১১৮

আমি সমুৎসুক হৃদয়ে নীলা, ঘনা, বলাকা—ইহাদিগকেও প্রণাম করিতেছি। ইহাঁরা আমার যাবতীয় বিঘ্ন বিদূরিত করিয়া, আমাকে কলুষসাগর হইতে পার (বিপদ ও পাপ হইতে উদ্ধার) করুন।১১৯

আমি মাত্রা মুদ্রা ও মিতা—ইহাদিগেরও চরণাম্বুজে প্রণত হইতেছি। ইহাঁরা সকলেই দেবীর প্রেমসখী। সিদ্ধিলাভবাসনায় ইহাঁদের শরণ গ্রহণ করিতেছি।১২০

এতাঃ পঞ্চদশে কোণে একৈকা বরদা সদা।
তর্জ্জনীং বামহস্তেন খড়্গং দক্ষিণপাণিনা ॥ ১২১
মুণ্ডমালাধরাঃ শীর্ষে নীলাঞ্জনচয়োপমাঃ।
শত্রুভাঃ সিদ্ধিদাশ্চণ্ডাঃ পান্তু মাং কালিকাপ্রিয়াঃ ॥ ১২২
বহিঃপদ্মদলান্তে তু ব্রহ্মাণ্যাদ্যষ্টশক্তয়ঃ।
রক্ষন্তু মে প্রযচ্ছন্তু সর্ব্বসিদ্ধিং দয়ান্বিতাঃ[১] ॥ ১২৩
ব্রহ্মাণী পাতু মাং পূর্ব্বে সর্ব্বা শিববরপ্রদা।
বহ্নৌ নারায়ণী পাতু সর্ব্বকামার্থসিদ্ধিদা ॥ ১২৪
মাহেশী দক্ষিণে পাতু সর্ব্বমঙ্গলকারিণী।
চামুণ্ডা নৈঋর্তে পাতু সর্ব্বশত্রুপ্রমর্দ্দিনী ॥ ১২৫
কৌমারী পশ্চিমে পাতু শক্তিহস্তা বিস্মৃদিনী।
অপরাজিতা চ বায়ব্যাং পাতু মাং জয়দা শুভা ॥ ১২৬
উত্তরে পাতু বারাহী বরদা ঘোররূপিণী।
নারসিংহী সদা পাতু ঐশান্যাং ভয়নাশিনী ॥ ১২৭

ইঁহারা প্রত্যেকেই বরদা, পঞ্চদশকোণে একৈকক্রমে বিরাজ করেন। ইঁহাদের বামহস্তে তর্জ্জনী ও দক্ষিণহস্তে খড়্গ এবং মস্তকে মুণ্ডমালা। ইঁহারা সকলেই নীলাঞ্জনচয়সন্নিভা, সকলেই কালিকার প্রিয় এবং সকলেই প্রচণ্ডপ্রকৃতি ও সকলেই শত্রুদিগকেও সিদ্ধি দান করেন। আমাকে রক্ষা করুন। বাহিরের পদ্মদলান্তে ব্রহ্মাণী প্রভৃতি অষ্টশক্তি দয়ান্বিতা হইয়া আমাকে রক্ষা ও সর্ব্ববিধ সিদ্ধি প্রদান করুন। শিববরপ্রদা ব্রহ্মাণী আমার পূর্ব্বদিক্, সর্ব্বকামার্থসিদ্ধিদা নারায়ণী আগ্নেয়ীকোণ, সর্ব্বমঙ্গলকারিণী মাহেশী আমার দক্ষিণদিক্, সর্ব্বশত্রুপ্রমর্দ্দিনী চামুণ্ডা আমার নৈঋর্তকোণ, শক্তিহস্তা কৌমারী আমার পশ্চিমদিক্, জয়দা ও শুভস্বরূপা অপরাজিতা আমার বায়ুকোণ, ঘোররূপিণী বরদা বারাহী আমার উত্তরদিক্, ভয়নাশিনী নারায়ণী আমার ঈশানকোণ সর্ব্বদা রক্ষা করুন ॥ ১২১—১২৭

১। দয়ান্বিতাম্।

এতাস্তু পরবিদ্যায়াঃ[1] শক্তয়শ্চাষ্টদেবতাঃ।
ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাদীনাং তেজোভিন্নকলেবরাঃ॥ ১২৮
সূর্য্যেন্দুবহ্নিপীঠে তু বৈন্দবে পরমেশ্বরীম্।
নমামি দক্ষিণামূর্ত্তিং কালিকাং পরভৈরবীম্॥ ১২৯
ভিন্নাঞ্জনচয়প্রখ্যাং প্রবীনশবসংস্থিতাম্।
গলচ্ছোণিতধারাভিঃ স্মেরাননসরোরুহাম্॥ ১৩০
পীনোন্নতকুচদ্বন্দ্বাং পীনবক্ষোনিতম্বিনীম্।
দক্ষিণে মুক্তকেশালীং[2] দিগম্বরবিনোদিনীম্॥ ১৩১
মহাকালসমাবিষ্টাং স্মেরানন্দোপরিস্থিতাম্।
সুখসান্দ্রস্মিতামোদ-মোহিনীং মদবিহ্বলাম্॥ ১৩২
আরক্তসুখসান্দ্রাভি[3]র্নেত্রালীভির্ব্বিরাজিতাম্।
শবদ্বয়কৃতোত্তংসাং সিরতিলকোজ্জ্বলন্দুলাম্॥ ১৩৩

ইঁহারা পরবিদ্যাস্বরূপিণী কালিকার অষ্টশক্তি এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাদির তেজ হইতে প্রাদুর্ভূতা হইয়াছেন। স্বয়ং পরমেশ্বরী কালিকা বিন্দুময় সূর্য্যেন্দু বহ্নিপীঠে বিরাজ করিতেছেন। সেই পরভৈরবী দক্ষিণামূর্ত্তিকে নমস্কার করি। তিনি ভিন্নাঞ্জনচয়সদৃশী, প্রবীন শবের উপরি অবস্থিতি করিতেছেন। বিগলিত শোণিতধারার সংসর্গে তাঁহার মুখকমল বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার পয়োধরযুগল পীনোন্নত, তাঁহার বক্ষঃস্থল ও নিতম্ব পীবর, তিনি দক্ষিণে বিগলিত (মুক্ত আলুলায়িত) কেশপাশে দিগম্বরের সহিত বিহার করিতেছেন এবং মহাকালের সহিত সর্ব্বদাই পরমানন্দ রসসম্ভোগে সংসক্তা (আসক্ত) রহিয়াছেন। সুখের প্রৌঢ়তাবশতঃ অর্থাৎ গাঢ় নিবিড় সুরতানন্দ হেতু, তিনি যেমন স্মিতমুখী, সেইরূপ আনন্দমোহিনী ও মদবিহ্বলা হইয়াছেন॥ ১২৮-১৩২

তাঁহার লোচনপরম্পরাও তদ্রূপ সুখের প্রৌঢ়তাবশতঃ রক্তবর্ণ ও তন্নিবন্ধন তাহার নিরতিশয় শোভা সমুদ্ভূত হইয়াছে। তাঁহার শ্রুতিমূল শবযুগলভূষায় অলঙ্কৃত। তিনি সিন্দূরের তিলকসংসর্গে অতিমাত্র উজ্জ্বল মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার করে পঞ্চাশৎ-মূর্ত্তি নির্ম্মিত

১। বরবিদ্যায়াঃ। ২। মুক্তকেশাং চ। ৩। আরক্তসুখসান্দ্রাভি।

পঞ্চাশন্মুণ্ডঘটিতমালাং শোণিতলোহিতাম্।
নানামণিবিশোভাঢ্যাং নানালঙ্কারশোভিতাম্॥ ১৩৪
শবাস্থিকৃতকেয়ূর-শঙ্খকঙ্কণমণ্ডিতাম্।
শববক্ষঃসমারূঢ়াং লেলিহানাং শবং ক্বচিৎ॥ ১৩৫
শবমাংসকৃতগ্রাসাং সাট্টহাসাং মুহুর্মুহুঃ।
খড়্গমুণ্ডধরাং বামে সব্যেঽভয়বরপ্রদাম্॥ ১৩৬
দন্তুরাঞ্চ মহারৌদ্রীং চণ্ডনাদাতিভীষণাম্।
শিবাভির্ঘোররাবাভি র্বেষ্টিতাং ভয়নাশিনীম্॥ ১৩৭
মাভৈ র্মা ভৈঃ স্বভক্তেষু জল্পন্তীং ঘোরনিস্বনৈঃ[১]।
যূয়ং কিমিচ্ছথ ব্রূথ দদামীতি প্রভাষিণীম্॥ ১৩৮
ত্বং গতিঃ শরণং দেবি ত্বং মাতা পরমেশ্বরি।
পাহি মাং করুণাসান্দ্রে[২] নমস্তে পরমেশ্বরি॥ ১৩৯

মালা বিরাজমান। তাঁহার কলেবর শোণিতসংসর্গে লোহিতবর্ণ ধারণ করিয়াছে। বিবিধ মণির সংযোগ-সান্নিধ্যবশতঃ তাঁহার শোভার সীমা নাই। বিবিধ অলঙ্কার পরিধান করায় অপূর্ব শোভা সমুদ্ভূত হইয়াছে। তিনি শবাস্থিনির্ম্মিত কেয়ূর, কঙ্কণ ও শঙ্খে বিমণ্ডিতা এবং শবহৃদয়ে আরোহণ করিয়া, কখন শবলেহন, আবার কখন বা শবমাংস গ্রাস এবং মুহুর্মুহুঃ অট্টহাস্য করিতেছেন। তাঁহার বামহস্তে খড়্গ ও মুণ্ড, দক্ষিণহস্তে অভয় ও বর মুদ্রা। তাঁহার দংষ্ট্রা অতি তীক্ষ্ণ, স্বভাব ও দৃশ্য অতি প্রচণ্ড এবং নিনাদ অতি ভয়ঙ্কর। তদ্দ্বারা তিনি নিরতিশয় ভীষণমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন। শিবাসকল ঘোররবে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বিচরণ করিতেছে। তিনি সকলেরই ভয় বিনাশ করেন। ১৩৩-১৩৭

ঘোর নিঃস্বনে ভক্তদিগকে বারম্বার ভয় নাই বলিয়া আশ্বস্ত করিতেছেন এবং বলিতেছেন—তোমরা কি ইচ্ছা কর, বল—আমি তাহাই দিব। দেবি! তুমিই গতি, তুমিই শরণ। তুমিই পরমেশ্বরী এবং তুমিই জননী। অধিক কি, তুমি সর্ব্বদাই করুণরসে আর্দ্র হইয়া আছ। আমাকে রক্ষা কর। হে

১। জল্পন্তীং নিঃস্বনাম্। ২। করুণাসার্দ্রে।

নমস্তে কালিকে দেবি নমস্তে ভক্তবৎসলে।
মূর্খতাং হর মে দেবি প্রতিভাপ্রতিদায়িকে ॥ ১৪০
গদ্যপদ্যময়ীং বাণীং তর্কব্যাকরণাত্মিকাম্[২]।
অনধীতগতাং বিদ্যাং দেহি দক্ষিণকালিকে ॥ ১৪১
জয়ং দেহি সভামধ্যে ধনং দেহি ধনাগমে।
দেহি মে চিরজীবিত্বং কালিকে রক্ষ দক্ষিণে ॥ ১৪২
রাজ্যং দেহি যশো দেহি পুত্রান্ দারান্ ধনং তথা।
দেহান্তে দেহি মে মুক্তিং জগন্মাতর্নমোঽস্তু তে ॥ ১৪৩
মঙ্গলা ভৈরবী দুর্গা কালিকা ত্রিদশেশ্বরী।
উমা হৈমবতী কন্যা কল্যাণী ভৈরবেশ্বরী ॥ ১৪৪
কালী ব্রাহ্মী চ মাহেশী কৌমারী মধুসূদনী।
বারাহী বাসবী চণ্ডা ত্বাং জগুর্মুনয়ো মুদা ॥ ১৪৫
উগ্রতারেতি তারেতি শিবেত্যেকজটেতি চ।
লোকোত্তরেতি বালেতি গীয়তে কৃতিভিঃ সদা ॥ ১৪৬

পরমেশ্বরি! তোমাকে নমস্কার। তুমি দেবী কালিকা, তোমাকে নমস্কার। তুমি ভক্তবৎসলা, তোমাকে নমস্কার। হে দেবি! আমার মূর্খতা হরণ কর, তুমি সকলকে প্রতিভা প্রদান করিয়া থাক। তুমি দক্ষিণাকালিকা, আমাকে গদ্যপদ্যময়ী তর্কব্যাকরণাদিকা বাণী ও অনধীতগতা বিদ্যা প্রদান কর। আমাকে সভামধ্যে জয় দান কর। ধনাগমে ধন সম্প্রদান কর এবং চিরজীবিত্ব প্রদান কর। হে দক্ষিণে কালিকে! আমাকে রক্ষা কর। ১৩৮—১৪২

তুমি জগতের মাতা, তোমাকে নমস্কার। তুমি আমাকে রাজ্য দাও, যশ দাও, পুত্র দাও, কলত্র দাও, বিত্ত দাও এবং দেহান্তে মুক্তি প্রদান কর। মুনিগণ আহ্লাদসহকারে তোমাকেই মঙ্গলা, ভৈরবী, দুর্গা, কালিকা, ত্রিদশেশ্বরী, উমা, হৈমবতী, কন্যা, কল্যাণী, ভৈরবেশ্বরী, কালী, ব্রাহ্মী, মাহেশী, কৌমারী, মধুসূদনী, বারাহী, বাসবী ও চণ্ডা বলিয়াছেন। আবার কৃতিগণ তোমাকেই উগ্রতারা, তারা, শিবা, একজটা, লোকোত্তরা ও বালা বলিয়া স্তব করিয়া থাকেন। ১৪৩—১৪৬

২। তর্কব্যাকরণাদিকাং।

যথা কালী তথা তারা তথা ছিন্না চ কুল্লুকা।
একমূর্ত্তিশ্চতুর্ভিশ্চ দেবি ত্বং কালিকাপরা ॥ ১৪৭
একা ত্বং ত্রিবিধা[১] দেবি কোটিধাঽনন্তরূপিণী।
অংশাংশৈর্নামভেদৈশ্চ[২] কালিকেতি প্রগীয়তে ॥ ১৪৮
শম্ভুঃ পঞ্চমুখেনৈব গুণান্ বক্তুং ক্ষমো ন তে।
চাপল্যং যৎ কৃতং সর্ব্বং ক্ষমস্ব শুভদা ভব ॥ ১৪৯
প্রাণান্ রক্ষ যশো রক্ষ পুত্রদারধনং তথা।
সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে পাহি দক্ষিণকালিকে ॥ ১৫০
যঃ সংপূজ্য পঠেদ্রক্ষাং দিবা বা নিশি সন্ধ্যয়োঃ[৩]।
অবাপ্য মহতীং প্রজ্ঞাং সর্ব্বকামাংস্ততো লভেৎ ॥ ১৫১
যদ্ যৎ প্রার্থয়তে চিত্তে তত্তদাপ্নোতি কা কথা।
স্বয়ং লক্ষ্মীর্ব্বসেদ্গেহে[৪] মুক্তিঃ করগতা পুনঃ ॥ ১৫২

যিনি কালী, তিনিই তারা, তিনিই ছিন্নমস্তা ও তিনিই কুল্লা। হে দেবি! তুমিই এই চতুষ্টয়ে একমূর্ত্তি কালিকা। তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা বিশিষ্টা আর কেহ নাই এবং কেহই তোমা হইতে ভিন্ন (পৃথক) নহে। সকলই তুমি। তুমিই একা ত্রিবিধা, তুমিই আবার কোটিধা ও অনন্তরূপিণী। তুমি অংশাংশ ও নামভেদে কালিকা বলিয়া গীয়মানা হইয়া থাক। শম্ভু পঞ্চমুখেও তোমার গুণবর্ণনায় সমর্থ নহেন। অতএব, আমি যে চপলতা করিয়াছি তাহা নিজগুণে ক্ষমা করিয়া শুভদা হও এবং আমার প্রাণ রক্ষা কর, যশ রক্ষা কর, স্ত্রী, পুত্র ও ধন রক্ষা কর। হে দক্ষিণকালিকে! আমাকে সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে রক্ষা কর। ১৪৭—১৫০

যে ব্যক্তি সম্যক্‌প্রকারে পূজা করিয়া দিবা, নিশি বা সন্ধ্যা সময়ে এই রক্ষা পাঠ করে, সে মহতী প্রজ্ঞা লাভ করিয়া সর্ব্ববিধ কামনার পার (অন্ত বা শেষ) প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং মনে মনে যাহা প্রার্থনা করে, তাহাই তাহার প্রাপ্তি হয়। এ বিষয়ে আর কথা কি অর্থাৎ আর বিশেষ কিছুই বলিবার নাই। স্বয়ং লক্ষ্মী তাহার গৃহে বাস করেন এবং মুক্তিও তাহার করগামিনী (অর্থাৎ করতলগতা) হয়।

১। একস্ত্রিবিধা। ২। অঙ্গাঙ্গৈর্নামভেদৈঃ।
৩। সন্ধ্যয়োস্তথা। ৪। লক্ষ্মীর্বসেদ্দেহে।

কবচেন বিনা দেব যো জপেৎ কালিকামন্ত্রম্।
জপপূজাদিকং সর্ব্বং নিষ্ফলং তস্য জায়তে* ॥ ১৫৩

ইতি রুদ্রযামলে উত্তরতন্ত্রে দক্ষিণাকালিকাকবচং সমাপ্তম্।

অথ স্তোত্রম্।

মহাকালভৈরব উবাচ—

স্তবরাজং শৃণু রাম সর্ব্বকালমনোহরম্।
যস্য স্মরণমাত্রেণ কালিকা সংপ্রসীদতি ॥ ১৫৪

মদ্ভক্তস্ত্বং যদেবাসি ভৃগুবংশসমুদ্ভব।
গোপনীয়ং প্রযত্নেন পঠনীয়ং পরাৎপরম্ ॥ ১৫৫

কালীস্তোত্রং মম প্রেয়ঃ কস্মৈচিন্ন প্রকাশিতম্।
কথ্যতে ত্বদনুরোধাৎ সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ ১৫৬

শৃণু রাম শৃণু রাম শৃণু রাম সদৈব হি।
গোপনীয়ং গোপনীয়ং গোপনীয়ং ন সংশয়ঃ ॥ ১৫৭

হে দেব! এই কবচ ব্যতিরেকে যে ব্যক্তি কালিকামন্ত্র জপ করে, তাহার জপপূজাদি সমস্তই নিষ্ফল হয় ॥ ১৫১—১৫৩

শ্রীরুদ্রযামলে উত্তরতন্ত্রে দক্ষিণাকালিকা কবচ সমাপ্ত।

অনন্তর স্তোত্র বর্ণনা করা হইতেছে, যথা—মহাকাল ভৈরব বলিলেন, হে রাম! (পরশুরাম) স্তবরাজ শ্রবণ কর। উহা সর্ব্বকালেই মন হরণ করে। উহার স্মরণমাত্র দেবী কালিকা পরমপ্রসন্না হইয়া থাকেন। যেহেতু তুমি ভক্ত এবং তুমি ভৃগুবংশসমুদ্ভব হেতু তোমাকে ইহা বলিতেছি। এই পরাৎপর (শ্রেষ্ঠ হইতেই শ্রেষ্ঠ, পরমশ্রেষ্ঠ) স্তবরাজ অতীব সযত্নে সংগোপনে রাখিবে ও পাঠ করিবে। এই কালীস্তোত্র আমার পরম প্রিয়। সেইজন্য কাহারও নিকট ইহা প্রকাশ করি নাই। কেবল তোমার অনুরোধেই ইহা বলিতেছি। ইহা পাঠ করিলে যাবতীয় পাপ বিনাশ হয়। ১৫৪—১৫৬

হে রাম! তুমি ইহাও শ্রবণ কর; শ্রবণ কর, শ্রবণ কর। সর্ব্বদা ইহা অতীব গোপনে রাখিবে, গোপনে রাখিবে, গোপনে রাখিবে।

---

* শ্লোকোঽয়ং ন সর্বত্র দৃশ্যতে।

গণরাত্রে মুক্তকেশো নগ্নঃ শক্তিসুসঙ্গতঃ।
রক্তচন্দনসিন্দূরৈস্তথা পঞ্চোপচারকৈঃ॥ ১৫৮
মৎস্যমাংসসুরাদ্যৈশ্চ তাম্বূলৈশ্চ বিশেষতঃ।
পূজয়িত্বা মহাকালীং মহাকালরতাতুরাম্॥ ১৫৯
তীর্থপানং বিধায়াদৌ তাম্বূলং ভক্ষয়েত্ততঃ।
ভগলিঙ্গামৃতং মধ্যে নিবেদয়েৎ সুসাধকঃ॥ ১৬০
জপিত্বা চ মহামন্ত্রং কালীরূপং মনোহরম্।
মনসা চিন্তয়েৎ কালীং পঠন্ স্তোত্রন্তু সাধকঃ॥ ১৬১
রক্ষোযক্ষপিশাচেভ্যো নিত্যং রক্ষাকরং পরম্।
প্রসন্না কালিকা তস্য পুত্রত্বেনানুকম্পতে॥ ১৬২
দক্ষিণে কালিকে মাত-র্মুণ্ডমালাবিভূষিতে।
ভক্তত্রাণব্যগ্রচিত্তে যমজাড্যং বিনাশয়॥ ১৬৩
জ্বলচ্চিতাগ্নিমধ্যস্থে পরিবারসমন্বিতে।
ত্বৎ-পদাম্ভোজমাপন্নং রক্ষ মাং পুত্রবৎ সদা॥ ১৬৪

গণরাত্রে শক্তির সহিত নগ্নবেশে মুক্ত-কেশে রক্তচন্দন, সিন্দুর, পঞ্চবিধ উপচার, বিশেষতঃ মৎস্য, মাংস ও সুরাদি তাম্বুল প্রদানপূর্ব্বক মহাকালরতাতুরা মহাকালীর পূজা করিয়া প্রথমে তীর্থপান-বিধান ও তৎপরে তাম্বুল ভক্ষণ এবং মধ্যে ভগলিঙ্গামৃত নিবেদন করিবে। পরে কালীরূপ মনোহর মহামন্ত্র জপ করিয়া, স্তোত্রপাঠ সহকারে মনে মনে দেবী কালিকার চিন্তায় প্রবৃত্ত হইবে। তাঁহার ঐ স্তব নিত্য যক্ষ, রক্ষ ও পিশাচ হইতে রক্ষা করিয়া থাকে। উহা পাঠ করিয়া ধ্যান করিলে, দেবী কালিকা সাধককে পুত্রবৎ অনুগ্রহ করেন ও তাহার প্রতি প্রসন্না হইয়া থাকেন। ১৫৭—১৬২

এইরূপে তাঁহার স্তব করিতে হইবে—হে দক্ষিণে কালিকে! হে মাতঃ! হে মুণ্ডমালাবিভূষিতে! হে ভক্তত্রাণ-ব্যগ্রচিত্তে! আমার যমযন্ত্রণা বিনাশ কর। হে প্রজ্বলিতচিতাগ্নিমধ্যস্থে! হে পরিবারসমন্বিতে! আমি তোমার চরণারবিন্দের শরণাপন্ন হইয়াছি। আমাকে সর্ব্বদা পুত্রবৎ রক্ষা কর। হে মহামেঘবর্ণরূপিণি! হে মুক্তকেশি! হে চতুর্ভুজে!

মহামেঘচ্ছবিন্যাসে মুক্তকেশি চতুর্ভুজে।
পাণ্ডিত্যং কবিতাঞ্চৈব মহ্যং দেহি মহেশ্বরি ॥ ১৬৫
বামোর্দ্ধে চ মহাখড়্গং বিধারয়সি শঙ্করি।
অধোলসচ্ছিন্নমুণ্ডে মম বিঘ্নং বিনাশয় ॥ ১৬৬
অভয়ং দক্ষিণে চোর্দ্ধে তথাধঃপাণিনা বরম্।
কণ্ঠসংযুক্তমুণ্ডালি মহাকালি নমোঽস্তু তে ॥ ১৬৭
সততং ত্বৎস্বরূপং যে স্মরন্তি সাধকোত্তমাঃ।
তেষাং সমস্তশাস্ত্রেষু গতিরব্যাহতা সদা ॥ ১৬৮
চিন্তয়ামি চ তন্নাম রক্ষ মাং সর্ব্বতঃ সদা।
দিগম্বরীং করালাস্যাং ঘোরদংষ্ট্রাং ভয়ানকাম্ ॥ ১৬৯
কর্ণমূলে শবযুগ্মাং স্থূলতুঙ্গপয়োধরাম্।
মহারৌদ্রীং মহাঘোরাং শ্মশানালয়বাসিনীম্ ॥ ১৭০
শবপাণিসমূহৈশ্চ কৃতকাঞ্চীং হসন্মুখীম্।
ওষ্ঠপ্রান্তগলদ্রক্ত-ধারাবিস্ফুরিতাননাম্ ॥ ১৭১

হে মহেশ্বরি! আমাকে পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব প্রদান কর। হে শঙ্করি! তুমি বামোর্দ্ধ করে মহাখড়্গ ধারণ করিতেছ। তাহার অধোভাগে ছিন্নমুণ্ড বিলসিত (প্রকটিত ও প্রকাশ) হইতেছে; আমার বিঘ্ন বিনাশ কর। তোমার দক্ষিণোর্দ্ধ হস্তে অভয় ও তাহার অধোহস্তে বর বিরাজ করিতেছে। তোমার কণ্ঠদেশে মুণ্ডমালা বিলম্বিত হইতেছে। তুমি মহাকালী, তোমাকে নমস্কার করি। ১৬৩—১৬৭

যে সকল সাধকোত্তম সতত তোমার স্বরূপ চিন্তা করে, তাহাদের সর্ব্বশাস্ত্রেই সর্ব্বদা অব্যাহত গতি সঞ্চারিত হইয়া থাকে। এইজন্য আমি তোমার নাম চিন্তা করিতেছি। আমাকে সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বদা রক্ষা কর। তুমি দিগম্বরী, তুমি করাল-বদনা ও ঘোরদশনা। তুমি অতিমাত্র ভীষণস্বরূপা। তোমার কর্ণে শবযুগল বিরাজ করিতেছে। তুমি পীনোন্নতপয়োধরা, তুমি মহারৌদ্রী ও মহাঘোরা, তুমি শ্মশানালয়-নিবাসিনী; তোমার কটিদেশে শবপাণি-বিনির্ম্মিত কাঞ্চীদাম (কটিভূষণ) শোভা পাইতেছে। তোমার বদনমণ্ডল সর্ব্বদা হাস্যবিকশিত, তোমার ওষ্ঠপ্রান্ত হইতে রুধিরধারা বিনির্গলিত হইতেছে। তাহাতে তোমার বদনমণ্ডল বিকসিত হইয়া উঠিয়াছে। ১৬৮—১৭১

মুণ্ডালীসংস্রবদ্রক্তৈঃ সর্ব্বাঙ্গে চারুচর্চ্চিতাম্ ।
শিবাভির্ঘোররাবাভি-শ্চতুর্দ্দিক্ষু সমন্বিতাম্ ॥ ১৭২
পূজাকালে পঠেদ্ যস্তু সদ্ভাবপুলকো বুধঃ ।
স ভবেৎ কালিকাপুত্র ইতি খ্যাতিমুপাগতঃ ॥ ১৭৩
রজস্বলাভগং পশ্যন্ জপ্ত্বা কালীমহামনুম্ ।
স্তবেনানেন সংস্তুত্য সাধকঃ কিং ন সাধয়েৎ ॥ ১৭৪
অষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বা যোনিমামন্ত্র্য মন্ত্রবিৎ ।
সংগম্য পঠনাদস্য সর্ব্ববিদ্যেশ্বরো ভবেৎ ॥ ১৭৫
মাতেব দক্ষিণা তস্য সর্ব্বত্র হিতকারিণী ।
তস্য দেহে সদা কালী বসেদ্ রাম ন সংশয়ঃ । ১৭৬
পূজাজপবিহীনায় স্ত্রীসুরানিন্দকায় চ ।
সন্মার্গস্য চ রুদ্ধায়াগুরুভক্তায়[১] সর্ব্বদা ॥ ১৭৭
শৃণু বৎস প্রযত্নেন স্তবমেনং ন দর্শয়েৎ ।
প্রমাদাদ্দর্শনাদ্বাপি তস্য সিদ্ধির্ভবেন্ন হি ॥ ১৭৮

ইতি কালিকাপরমরহস্যে কালীহৃদয়ে মহাকালভৈরবপরশুরামসংবাদে শ্রীদক্ষিণকালিকাস্তবঃ সমাপ্তঃ ।

তোমার সর্ব্বাঙ্গ শবমুণ্ড হইতে রুধিরধারায় চারুচর্চ্চিত । শিবাগণ তোমার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া ঘোররবে শব্দ করিতেছে । যে ব্যক্তি পূজাসময়ে সদ্ভাবের আবেশবশে পুলকিত হইয়া এই স্তব পাঠ করে, সে কালিকার পুত্র বলিয়া বিখ্যাত হইয়া থাকে । রজঃস্বলার বরাঙ্গ দর্শন করিয়া, কালীর মহামন্ত্র জপ করতঃ এই স্তব দ্বারা স্তব করিলে সাধকের কি না সাধিত হয় ? মন্ত্রবিৎ সাধক অষ্টোত্তরশত জপ ও যোনি আমন্ত্রণ করিয়া, এই স্তব পাঠ করিলে সর্ব্ববিদ্যার অধীশ্বর হইয়া থাকে । ১৭২—১৭৫

দক্ষিণাকালিকা জননীর ন্যায় সর্ব্বদাই তাহার হিতসাধন করেন এবং তাহার দেহে, হে রাম ! তিনি সতত বাস করিয়া থাকেন, এবিষয়ে সন্দেহ নাই । যে ব্যক্তি পূজা করে না, জপ করে না, স্ত্রী ও সুরার নিন্দা করে এবং গুরুর প্রতি ভক্তিশূন্য ও সন্মার্গের বহির্ভূত, বৎস ! শ্রবণ কর,

---

১ । সন্মার্গস্য রোধকায় গুর্বভক্তায় সর্ব্বদা ।

তন্ত্রান্তরোক্ত-কবচম্

ভৈরব উবাচ—

কালিকায়া মহাবিদ্যা কথিতা ভুবি দুর্লভা।
তথাপি হৃদয়ে শল্যমস্তি দেবি কৃপাং কুরু ॥ ১৭৯
কবচস্তু মহাদেবি কথয়স্বানুকম্পয়া।
যদি নো কথ্যতে মাতর্ব্বিমুঞ্চামি তদা তনুম্ ॥ ১৮০

দেব্যুবাচ—

শঙ্কাপি জায়তে বৎস তব স্নেহাৎ প্রকাশ্যতে।
ন বক্তব্যং ন দাতব্যমতিগুহ্যতরং মহৎ ॥ ১৮১
কালিকা জগতাং মাতা শোকদুঃখবিনাশিনী।
বিশেষতঃ কলিযুগে মহাপাতকহারিণী ॥ ১৮২
কালী মে পুরতঃ পাতু পৃষ্ঠতশ্চ কপালিনী।
কুল্লা মে দক্ষিণে পাতু কুরুকুল্লা তথোত্তরে ॥ ১৮৩

তাহাকে কখন এই মন্ত্র উপদেশ করিবে না। প্রমাদবশতঃ উপদেশ করিলে, কখন সিদ্ধিলাভ হইবে না। ১৭৬—১৭৮

কালিকা পরমরহস্যে কালিকাহৃদয়ে মহাকালভৈরব পরশুরামসংবাদে শ্রীদক্ষিণাকালিকাস্তব সমাপ্ত।

অধুনা তন্ত্রান্তরোক্ত কবচ কথিত হইতেছে—ভৈরব কহিলেন, হে দেবি! তুমি ভূমণ্ডলে দুর্লভ কালিকার মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিয়াছ। তথাপি, আমার হৃদয়ে শল্য অর্পিত রহিয়াছে; অতএব কৃপা করিতে হইবে। হে মহাদেবি! অনুগ্রহপূর্ব্বক ঐ কবচ কীর্ত্তন করুন। হে মাতঃ! যদি কীর্ত্তন না করেন, তাহা হইলে, এই দেহ বিসর্জ্জন করিব। ১৭৯-১৮০

দেবী কহিলেন—হে বৎস! আমার শঙ্কা জন্মিতেছে। তথাপি তোমার প্রতি স্নেহপ্রযুক্ত তাহা প্রকাশ করিতেছি। এই অতিগুহ্যতর মহাকবচ কাহাকে বলিতে নাই এবং দিতেও নাই। কালিকা জগতের জননী এবং শোকদুঃখবিনাশিনী। বিশেষতঃ কলিযুগে তিনি মহাপাতকহারিণী। ১৮১—১৮২

কবচ—কালী আমার সম্মুখ রক্ষা করুন; কপালিনী আমার পৃষ্ঠ, কুল্লা আমার দক্ষিণ; কুরুকুল্লা আমার উত্তর, বিরোধিনী আমার মস্তক, বিপ্রচিত্তা

বিরোধিনী শিরঃ পাতু বিপ্রচিত্তা চ চক্ষুষী।
উগ্রা মে নাসিকাং পাতু কর্ণৌ চোগ্রপ্রভা তথা ॥ ১৮৪
বদনং পাতু মে দীপ্তা নীলা চ চিবুকং তথা।
ঘনা গ্রীবাং সদা পাতু বলাকা বাহুযুগ্মকম্ ॥ ১৮৫
মাত্রা পাতু করদ্বন্দ্বং বক্ষো মুদ্রা সদাবতু।
মিতা পাতু স্তনদ্বন্দ্বং যোনিমণ্ডলদেবতাঃ ॥ ১৮৬
ব্রাহ্মী মে জঠরং পাতু নাভিং নারায়ণী তথা।
ঊরূ মাহেশ্বরী নিত্যং চামুণ্ডা পাতু লিঙ্গকম্ ॥ ১৮৭
কৌমারী চ কটীং পাতু জঙ্ঘাযুগ্মং তথৈব চ।
অপরাজিতা চ পাদৌ মে বারাহী পাতু চাঙ্গুলীঃ ॥ ১৮৮
সন্ধিস্থানং নারসিংহী পত্রস্থা দেবতাবতু।
রক্ষাহীনঞ্চ যৎ স্থানং বর্জ্জিতং কবচেন তু ॥ ১৮৯
তৎ সর্ব্বং রক্ষ মে দেবি কালিকে ঘোরদক্ষিণে।
ঊর্দ্ধমধস্তথা দিক্ষু পাতু দেবী স্বয়ং বপুঃ ॥ ১৯০
হিংস্রেভ্যঃ সর্ব্বদা পাতু সাধকঞ্চ জলাধিকাৎ।
দক্ষিণা কালিকা দেবী ব্যাপকং মে সদাবতু ॥ ১৯১

আমার লোচনযুগল, উগ্রা আমার নাসিকা, উগ্রপ্রভা আমার কর্ণযুগল, দীপ্তা আমার বদনমণ্ডল, নীলা আমার চিবুক, ঘনা আমার গ্রীবা, বলাকা আমার বাহুযুগ্ম, মাত্রা করযুগল, মুদ্রা বক্ষঃস্থল ও মিতা স্তনযুগল সর্ব্বদা রক্ষা করুন। ব্রাহ্মী আমার জঠর, নারায়ণী নাভি, মাহেশ্বরী ঊরুযুগল, চামুণ্ডা লিঙ্গ, কৌমারী কটি ও জঙ্ঘাদ্বয়, অপরাজিতা পাদযুগল, বারাহী অঙ্গুলিসকল ও নারসিংহী সন্ধিস্থল রক্ষা করুন। আমার যেস্থান রক্ষাবিহীন ও কবচবর্জ্জিত, ঘোরদক্ষিণা দেবী কালিকা সে সকল স্থান রক্ষা করুন। দেবী স্বয়ং ঊর্দ্ধ, অধঃ ও সর্ব্বদিকে হিংস্রগণ ও জল হইতে আমার কলেবর রক্ষা করুন। দেবী দক্ষিণাকালিকা সর্ব্বদা ব্যাপকভাবে আমাকে রক্ষা করুন। ১৮৩—১৯১

ইদং কবচমজ্ঞাত্বা যো ভজেদ্ ঘোরদক্ষিণাম্।
ন পূজাফলমাপ্নোতি বিঘ্নস্তস্য পদে পদে ॥ ১৯২
কবচেনাবৃতো নিত্যং যত্র তত্রৈব গচ্ছতি।
তত্র তত্রাভয়ং তস্য ন ক্ষোভো বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥ ১৯৩

ইতি দক্ষিণাকালিকাকবচং সমাপ্তম্।

অথ সহস্রনামস্তোত্রম্

শ্রীশিব উবাচ—

কথিতোঽয়ং মহামন্ত্রঃ সর্ব্বমন্ত্রোত্তমোত্তমঃ।
যামাসাদ্য ময়া প্রাপ্তমৈশ্বর্য্যপদমুত্তমম্ ॥ ১৯৪
সংযুক্তঃ পরয়া ভক্ত্যা যথোক্তবিধিনা ভবান্।
কুরুতামর্চ্চনং দেব্যা-স্ত্রৈলোক্যবিজিগীষয়া ॥ ১৯৫

শ্রীরাম উবাচ—

প্রসন্নো যদি মে দেব পরমেশ পুরাতন।
রহস্যং পরমং দেব্যাঃ কৃপয়া কথয় প্রভো ॥ ১৯৬

যে-ব্যক্তি এই কবচ না জানিয়া, ঘোরদক্ষিণার ভজনা করে, তাহার পূজাফলপ্রাপ্তি হয় না এবং পদে পদেই তাহার বিঘ্ন সমুপস্থিত হইয়া থাকে। নিত্য এই কবচে আবৃত হইয়া, যেখানে সেখানে গমন করা যাউক না কেন, সর্ব্বত্রই অভয়লাভ হয় এবং কুত্রাপি ক্ষোভ উপস্থিত হয় না। ১৯২—১৯৩

দক্ষিণাকালিকাকবচ সমাপ্ত।

অধুনা দেবী কালিকার সহস্রনাম স্তোত্র কথিত হইতেছে। শ্রীশিব কহিলেন—কালিকার এই সর্ব্বমন্ত্রোত্তমোত্তম মহামন্ত্র কথিত হইল। আমি এই মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া ঈদৃশ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য্যপদ লাভ করিয়াছি। তুমি পরমভক্তিসহকারে যথোক্তবিধানে ত্রৈলোক্যজয় কামনায় দেবীর আরাধনা কর। ১৯৪—১৯৫

শ্রীরাম (পরশুরাম) কহিলেন—হে পরমেশ! হে পুরাতন! হে দেব! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে বিশিষ্টরূপ অনুগ্রহ-প্রদর্শনপূর্ব্বক দেবী কালিকার রহস্য বর্ণন করুন। বিনা অর্চ্চনায়, বিনা

বিনার্চ্চনং বিনা হোমং বিনা ন্যাসং বিনা বলিম্।
বিনা গন্ধং বিনা পুষ্পং বিনা নিত্যোদিতাং ক্রিয়াম্॥ ১৯৭
প্রাণায়ামং বিনা ধ্যানং বিনা ভূতবিশোধনম্।
বিনা দানং বিনা জাপং যেন কালী প্রসীদতি॥ ১৯৮

শিব উবাচ—

পৃষ্টং ত্বয়োত্তমং প্রাজ্ঞ ভৃগুবংশসমুদ্ভব।
ভক্তানামপি ভক্তোঽসি ত্বমেব সাধয়িষ্যসি॥ ১৯৯
দেবীং দানবকোটিঘ্নীং লীলয়া রুধিরপ্রিয়াম্।
সদা স্তোত্রপ্রিয়ামুগ্রাং কামকৌতুকলালসাম্॥ ২০০
সর্ব্বদানন্দহৃদয়া-মাসবোৎসব-মানসাম্।
মাধ্বীকমৎস্যমাংসাদ্য-রাগিণীং বৈষ্ণবীং পরাম্॥ ২০১
শ্মশানবাসিনীং প্রেত-গণনৃত্যমহোৎসবাম্।
যোগপ্রভাবাং যোগেশীং যোগীন্দ্র-হৃদয়স্থিতাম্॥ ২০২
তামুগ্রকালিকাং রাম প্রসাদয়িতুমর্হসি।
তস্যাঃ স্তোত্রং পরং পুণ্যং স্বয়ং কাল্যা প্রকাশিতম্॥ ২০৩

হোমে, বিনা ন্যাসে, বিনা বলিতে, বিনা গন্ধে, বিনা পুষ্পে, বিনা নিত্যোদিত ক্রিয়াতে, বিনা প্রাণায়ামে, বিনা ধ্যানে, বিনা ভূতশুদ্ধিতে, বিনা দানে ও বিনা জপে যাহাতে কালী প্রসন্না হয়েন, তাহা বলুন। ১৯৬—১৯৮

শিব কহিলেন—অয়ি ভৃগুবংশসমুদ্ভব! তুমি বিশিষ্টরূপ-জ্ঞানসম্পন্ন। সেইজন্যই তুমি অতি উৎকৃষ্ট প্রশ্ন করিয়াছ। তুমি ভক্তগণের মধ্যে উত্তম; এইজন্য তুমি সিদ্ধিলাভ করিবে। সেই দেবী কালিকা অবলীলাক্রমে কোটি-কোটি দানব বিনাশ করেন। তিনি যেমন রুধিরপ্রিয়া, স্তবাদিতেও তিনি আবার অতিমাত্র উল্লাসিতা ও পরিতুষ্টা হন। তিনি প্রচণ্ডপ্রকৃতি ও কামকৌতুক-লালসার অনুবর্ত্তিনী। ১৯৯—২০০

তিনি সর্বদা সানন্দহৃদয়া ও আসবোৎসবমানসা; মধু, মাংস ও মৎস্যপ্রিয়া, পরমাবৈষ্ণবী, শ্মশান-বাসিনী, প্রেতগণের নৃত্যমহোৎসবা, যোগপ্রভবা, যোগেশী ও যোগীন্দ্রের হৃদয় আশ্রয় করিয়া আছেন। হে রাম! তুমি সেই উগ্রকালিকার প্রসাদ সংগ্রহ কর। তাঁহার স্তোত্র পরমপবিত্র; তিনি স্বয়ংই তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। ২০১—২০৩

তব তৎ কথয়িষ্যামি শ্রুত্বা বৎসাবধারয়।
গোপনীয়ং প্রযত্নেন পঠনীয়ং পরাৎপরম্ ॥ ২০৪
যস্যৈককালপঠনাৎ সর্ব্বে বিঘ্নাঃ সমাকুলাঃ।
নশ্যন্তি দহনে দীপ্তে পতঙ্গা ইব সর্ব্বতঃ ॥ ২০৫
গদ্যপদ্যময়ী বাণী তস্য গঙ্গাপ্রবাহবৎ।
তস্য দর্শনমাত্রেণ বাদিনো নিষ্প্রভাং গতাঃ ॥ ২০৬
তস্য হস্তে সদৈবাস্তি সর্ব্বসিদ্ধির্ন সংশয়ঃ।
রাজানোঽপি চ দাসত্বং ভজন্তে কিং পরে জনাঃ ॥ ২০৭
নিশীথে মুক্তকেশস্তু নগ্নঃ শক্তিসমাহিতঃ।
মনসা চিন্তয়েৎ কালীং মহাকালেন লালিতাম্ ॥ ২০৮
পঠেৎ সহস্রনামাখ্যং স্তোত্রং মোক্ষস্য সাধনম্।
প্রসন্না কালিকা তস্য পুত্রত্বেনানুকম্পতে ॥ ২০৯

বৎস! সেই স্তোত্র আমি তোমাকে বলিব। তুমি তাহা অবধারণ কর। তুমি এই পরাৎপর স্তোত্র যত্নাতিশয় সহকারে পাঠ ও সংগোপনে রক্ষা করিবে। এই স্তোত্রের এককালীন (একবার) পঠনমাত্রেই যাবতীয় বিঘ্ন সমাকুল অর্থাৎ অধিকতর হতবুদ্ধি হইয়া থাকে এবং প্রজ্বলিত-পাবক (অগ্নি)-পতিত পতঙ্গের ন্যায় তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়, পাঠকের মুখ হইতে গঙ্গা-প্রবাহের ন্যায় গদ্যপদ্যময়ী বাণী অনর্গল বিনির্গলিত অর্থাৎ বিনির্গত হইতে থাকে; তাহার দর্শনমাত্র বাদী বিপক্ষ প্রতিপক্ষ সকলও নিষ্প্রভ হয়। ২০৪—২০৬

সমুদয় সিদ্ধি নিঃসন্দেহই তাহার করগত হইয়া থাকে। অপর লোকের কথা আর কি বলিব, নরপতিগণও তাহার দাসবৎ বশবর্ত্তী হয়। নিশীথসময়ে শক্তির সহিত সংমিলিত হইয়া, মুক্তকেশে নগ্নবেশে মনে মনে মহাকাল-লালিতা দেবী কালিকার চিন্তা করিবে। ২০৭—২০৮

অনন্তর যাহা মোক্ষপ্রাপ্তির অদ্বিতীয় উপায়, সেই সহস্রনামাখ্য স্তোত্র পাঠে প্রবৃত্ত হইবে। তাহা হইলে দেবী কালিকা প্রসন্না হইয়া পুত্রভাবে অনুকম্পা করিয়া থাকেন। রক্তাক্ত ও রক্তকুসুম দ্বারা পূজা

যথা ব্রহ্মাদ্যৈস্তৈর্ব্রহ্মকুসুমৈঃ পূজিতা পরা।
প্রসীদতি তথানেন স্তুতা কালী প্রসীদতি ॥ ২১০

অস্য শ্রীদক্ষিণকালিকাসহস্রনামস্তোত্রস্য, মহাকালভৈরব ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্মশানকালী দেবতা ধর্ম্মার্থকামমোক্ষার্থে বিনিয়োগঃ।

ওঁ শ্মশানকালিকা কালী ভদ্রকালী কপালিনী।
গুহ্যকালী মহাকালী কুরুকুল্লা বিরোধিনী ॥ ২১১
কালিকা কালরাত্রিশ্চ মহাকালনিতম্বিনী।
কালভৈরবভার্য্যা চ কুলবর্ত্মপ্রকাশিনী ॥ ২১২
কামদা কামিনী কন্যা কমনীয়স্বরূপিণী।
কস্তূরীরসলীপ্তাঙ্গী কুঞ্জরেশ্বরগামিনী ॥ ২১৩
ককারবর্ণসর্ব্বাঙ্গী কামিনী কামসুন্দরী।
কামার্ত্তা কামরূপা চ কামধেনুঃ কলাবতী ॥ ২১৪
কান্তা কামস্বরূপা চ কামাখ্যা কুলকামিনী।
কুলীনা কুলবত্যম্বা দুর্গা দুর্গতিনাশিনী ॥ ২১৫
কৌমারী কুলজা কৃষ্ণা কৃষ্ণদেহা কৃশোদরী।
কৃশাঙ্গী কুলিশাঙ্গী চ ক্রীঙ্কারী কমলা কলা ॥ ২১৬

করিলে, সেই পরা দেবী যেমন প্রসন্না হন, এই স্তব দ্বারা স্তব করিলেও তেমন পরিতুষ্টা হইয়া থাকেন। ২০৯—২১০

শ্রীদক্ষিণকালিকার এই সহস্র-নামস্তোত্রের ঋষি মহাকাল ভৈরব, ছন্দঃ ত্রিষ্টুপ্, দেবতা শ্রীশ্মশানকালিকা, ধর্ম্মার্থকামার্থে বিনিয়োগ হয়। প্রথমে ওঁ উচ্চারণ করিয়া, পরে সহস্রনাম কীর্ত্তন করিবে।

সহস্রনাম যথা—শ্মশানকালিকা, কালী, ভদ্রকালী, কপালিনী, গুহ্যকালী, মহাকালী, কুরুকুল্লা, বিরোধিনী, কালিকা, কালরাত্রি, মহাকালনিতম্বিনী, কালভৈরব-ভার্য্যা, কুলবর্ত্মপ্রকাশিনী, কামদা, কামিনী, কন্যা, কমনীয়-রূপিণী, কস্তূরীরসলিপ্তাঙ্গী, কুঞ্জরেশ্বরগামিনী, ককারবর্ণ-সর্ব্বাঙ্গী, কামিনী, কাম-সুন্দরী, কামার্ত্তা, কামরূপা, কামধেনু, কলাবতী, কান্তা, কামস্বরূপা, কামাখ্যা, কুলকামিনী, কুলীনা, কুলবতী, অম্বা, দুর্গা, দুর্গতিনাশিনী, কৌমারী, কুলজা, কৃষ্ণা, কৃষ্ণদেহা, কৃশোদরী, কৃশাঙ্গী, কুলিশাঙ্গী, ক্রীঙ্কারী, কমলা ও কলা। ২১১—২১৬

---

* কুঞ্জর—কুঞ্জ (হস্তীর দন্ত) + র (অস্ত্যর্থে) ; করী, হস্তী।

করালাস্যা করালী চ কুলকান্তাপরাজিতা।
উগ্রা উগ্রপ্রভা দীপ্তা বিপ্রচিত্তা মহাবলা॥ ২১৭
নীলা ঘনা মেঘনাদা মাত্রা মুদ্রা মিতাসিতা।
ব্রাহ্মী নারায়ণী ভদ্রা সুভদ্রা ভক্তবৎসলা॥ ২১৮
মহেশ্বরী চ চামুণ্ডা বারাহী নারসিংহিকা।
বজ্রাঙ্গী বজ্রকঙ্কালা নৃমুণ্ডস্রগ্বিনী শিবা॥ ২১৯
মালিনী নরমুণ্ডালী-গলদ্রক্তবিভূষণা।
রক্তচন্দনসিক্তাঙ্গী সিন্দুরারুণমস্তকা॥ ২২০
ঘোররূপা ঘোরদংষ্ট্রা ঘোরা ঘোরতরা শুভা।
মহাদংষ্ট্রা মহামায়া সুদতী যুগদন্তরা॥ ২২১
সুলোচনা বিরূপাক্ষী বিশালাক্ষী ত্রিলোচনা।
শারদেন্দু-প্রসন্নাস্যা স্ফুরৎস্মেরাম্বুজেক্ষণা॥ ২২২
অট্টহাসা প্রফুল্লাস্যা স্মেরবক্ত্রা সুভাষিণী।
প্রফুল্লপদ্মবদনা স্মিতাস্যা প্রিয়ভাষিণী॥ ২২৩
কোটরাক্ষী কুলশ্রেষ্ঠা মহতী বহুভাষিণী।
সুমতিঃ কুমতিশ্চণ্ডা চণ্ডমুণ্ডাতিবেগিনী॥ ২২৪
প্রচণ্ডা চণ্ডিকা চণ্ডী চর্চ্চিতা চণ্ডবেগিনী।
সুকেশী মুক্তকেশী চ দীর্ঘকেশী মহাকচা॥ ২২৫

করালাস্যা, করালী কুলকান্তা, অপরাজিতা, উগ্রা, উগ্রপ্রভা, দীপ্তা, বিপ্রচিত্তা, মহাবলা, নীলা, ঘনা, মেঘনাদা, মাত্রা, মুদ্রা, মিতা, অসিতা, ব্রাহ্মী, নারায়ণী, ভদ্রা, সুভদ্রা, ভক্তবৎসলা, মাহেশ্বরী, চামুণ্ডা, বারাহী, নারসিংহী, বজ্রাঙ্গী, বজ্রকঙ্কালা, নৃমুণ্ডমালিনী, শিবা, মালিনী, নরমুণ্ডালী-গলদ্রক্তবিভূষণা, রক্তচন্দনসিক্তাঙ্গী, ও সিন্দুরারুণ-মস্তকা। ২১৭-২২০

ঘোররূপা, ঘোরদংষ্ট্রা, ঘোরা, ঘোরতরা, শুভা, মহাদংষ্ট্রা, মহামায়া, সুদতী, যুগদন্তরা, সুলোচনা, বিরূপাক্ষী, বিশালাক্ষী, ত্রিলোচনা, শরদেন্দু-প্রসন্নাস্যা, স্ফুরৎস্মেরাম্বুজেক্ষণা, অট্টহাস্যা, প্রফুল্লাস্যা, স্মেরবক্ত্রা, সুভাষিণী, প্রফুল্লপদ্মবদনা, স্মিতাস্যা, প্রিয়ভাষিণী, কোটারাক্ষী কুলশ্রেষ্ঠা, মহতী, বহুভাষিণী, সুমতি, কুমতি, চণ্ডা, চণ্ডমুণ্ডা, অতিবেগিনী, প্রচণ্ডা, চণ্ডিকা, চণ্ডী, চর্চ্চিতা, চণ্ডবেগিনী, সুকেশী, মুক্তকেশী, দীর্ঘকেশী ও মহাকচা। ২২১-২২৫

প্রেতদেহকর্ণপূরা প্রেতপাণিসুমেখলা।
প্রেতাসনা প্রিয়প্রেতা প্রেতভূমিকৃতালয়া ॥ ২২৬
শ্মশানবাসিনী পুণ্যা পুণ্যদা কুলপণ্ডিতা।
পুণ্যালয়া পুণ্যদেহা পুণ্যশ্লোকা চ পাবনী ॥ ২২৭
পূতা পবিত্রা পরমা পরা পুণ্যবিভূষণা।
পুণ্যনাম্নী ভীতিহরা বরদা খড়্গপাশিনী ॥ ২২৮
নৃমুণ্ডহস্তা শান্তা চ ছিন্নমস্তা সুনাসিকা।
দক্ষিণা শ্যামলা শ্যামা শান্তা পীনোন্নতস্তনী ॥ ২২৯
দিগম্বরী ঘোররাবা সৃক্কান্তরক্তবাহিনী।
ঘোররাবা শিবাসঙ্গা নিঃসঙ্গা মদনাতুরা ॥ ২৩০
মত্তা প্রমত্তা মদনা সুধাসিন্ধুনিবাসিনী।
অতিমত্তা মহামত্তা সর্ব্বাকর্ষণকারিণী ॥ ২৩১
গীতপ্রিয়া বাদ্যরতা প্রেতনৃত্যপরায়ণা।
চতুর্ভুজা দশভুজা অষ্টাদশভুজা তথা ॥ ২৩২
কাত্যায়নী জগন্মাতা জগতী পরমেশ্বরী।
জগদ্বন্ধুর্জগদ্ধাত্রী জগদানন্দকারিণী ॥ ২৩৩

প্রেতদেহকর্ণপূরা, প্রেতপাণিসুমেখলা, প্রেতাসনা, প্রিয়প্রেতা, প্রেতভূমি-কৃতালয়া, শ্মশানবাসিনী, পুণ্যা, পুণ্যদা, কুলপণ্ডিতা, পুণ্যালয়া, পুণ্যদেহা, পুণ্যশ্লোকা, পাবনী, পূতা, পবিত্রা, পরমা, পরা, পুণ্যবিভূষণা, পুণ্যানাম্নী, ভীতিহরা, বরদা, খড়্গপাণিনী, নৃমুণ্ডহস্তা, শান্তা, ছিন্নমস্তা, সুনাসিকা, দক্ষিণা, শ্যামলা, শ্যামা, শান্তা, পীনোন্নতস্তনী, দিগম্বরী, ঘোররাবা, সৃক্কান্তরক্তবাহিনী, ঘোররাবা, শিবাসঙ্গা, নিঃসঙ্গা ও মদনাতুরা। ২২৬—২৩০

মত্তা, প্রমত্তা, মদনা, সুধাসিন্ধুনিবাসিনী, অতিমত্তা, মহামত্তা, সর্ব্বাকর্ষণকারিণী, গীতপ্রিয়া, বাদ্যরতা, প্রেতনৃত্যপরায়ণা, চতুর্ভুজা, অষ্টাদশভুজা, দশভুজা, কাত্যায়নী, জগন্মাতা, জগতী, পরমেশ্বরী, জগদ্বন্ধু, জগদ্ধাত্রী, জগদানন্দ-কারিণী, জগজ্জীবময়ী, হৈমবতী, মায়া,

জগজ্জীববতী হৈমবতী মায়া মহালয়া।
নাগযজ্ঞোপবীতাঙ্গী নাগিনী নাগশায়িনী ॥ ২৩৪
নাগকন্যা দেবকন্যা গান্ধারী কিন্নরী সুরী।
মোহরাত্রী মহারাত্রী দারুণাভা সুরাসুরী ॥ ২৩৫
বিদ্যাধরী বসুমতী যক্ষিণী যোগিনী জরা।
রাক্ষসী ডাকিনী বেদময়ী বেদবিভূষণা ॥ ২৩৬
শ্রুতিঃ স্মৃতির্মহাবিদ্যা[১] গুহ্যবিদ্যা পুরাতনী।
চিন্তাচিন্তা স্বধা স্বাহা নিদ্রা তন্দ্রা চ পার্ব্বতী ॥ ২৩৭
অপর্ণা নিশ্চলা লোলা সর্ব্ববিদ্যা তপস্বিনী।
গঙ্গা কাশী শচী সীতা সতী সত্যপরায়ণা ॥ ২৩৮
নীতিঃ সুনীতিঃ সুরুচিস্তুষ্টিঃ পুষ্টির্ধৃতিঃ ক্ষমা।
বাণী বুদ্ধির্মহালক্ষ্মী র্লক্ষ্মীর্নীলসরস্বতী ॥ ২৩৯
স্রোতস্বতী স্রোতবতী[২] মাতঙ্গী বিজয়া জয়া।
নদী সিন্ধুঃ সর্ব্বময়ী তারা শূন্যনিবাসিনী ॥ ২৪০
শুদ্ধা তরঙ্গিণী মেধা লাকিনী বহুরূপিণী।
সদানন্দময়ী সত্যা সর্ব্বানন্দস্বরূপিণী ॥ ২৪১

মহালয়া, নাগযজ্ঞোপবীতাঙ্গী, নাগিনী, নাগশায়িনী, নাগকন্যা, দেবকন্যা, গান্ধারী, কিন্নরী, সুরী, মোহরাত্রি, মহারাত্রি, দারুণাভা, সুরাসুরী, বিদ্যাধরী, বসুমতী, যক্ষিণী, যোগিনী, জরা, রাক্ষসী, ডাকিনী, বেদময়ী, বেদবিভূষণা, শ্রুতি, স্মৃতি, মহাবিদ্যা, গুহ্যবিদ্যা, পুরাতনী, চিন্তা, অচিন্তা, স্বধা, স্বাহা, নিদ্রা, তন্দ্রা ও পার্ব্বতী। ২৩১—২৩৭

অপর্ণা, নিশ্চলা, লোলা, সর্ব্ববিদ্যা, তপস্বিনী, গঙ্গা, কাশী, শচী, সীতা, সতী, সত্যপরায়ণা, নীতি, সুনীতি, সুরুচি, তুষ্টি, পুষ্টি, ধৃতি, ক্ষমা, বাণী, বুদ্ধি, মহালক্ষ্মী, লক্ষ্মী, নীলসরস্বতী, স্রোতস্বতী, স্রোতবতী, মাতঙ্গী, বিজয়া, জয়া, নদী, সিন্ধু, সর্ব্বময়ী, তারা, শূন্যনিবাসিনী, শুদ্ধা, তরঙ্গিনী, মেধা, লাকিনী, বহুরূপিণী, সদানন্দময়ী, সত্যা, সর্ব্বানন্দস্বরূপিণী, সুনন্দা,

---

১। শ্রুতিস্মৃতির্মহাবিদ্যা। ২। স্রোতবতী।

সুনন্দা নন্দিনী স্তুত্যা স্তবনীয়া স্বভাবিনী।
রঙ্কিণী টঙ্কিনী চিত্রা বিচিত্রা চিত্ররূপিণী।
পদ্মা পদ্মালয়া পদ্মমুখী পদ্মবিভূষণা ॥ ২৪২
শাকিনী হাকিনী ক্ষান্তা রাকিণী রুধিরপ্রিয়া।
ভ্রান্তির্ভবানী রুদ্রাণী মৃড়ানী শত্রুমর্দ্দিনী ॥ ২৪৩
উপেন্দ্রাণী মহেশানী জ্যোৎস্না চেন্দ্রস্বরূপিণী।
সূর্য্যাত্মিকা রুদ্রপত্নী রৌদ্রী স্ত্রী প্রকৃতিঃ পুমান্ ॥ ২৪৪
শক্তিঃ সূক্তির্ম্মতিমতী ভুক্তির্মুক্তিঃ পতিব্রতা।
সর্ব্বেশ্বরী সর্ব্বমাতা শর্ব্বাণী হরবল্লভা ॥ ২৪৫
সর্ব্বজ্ঞা সিদ্ধিদা সিদ্ধা ভাব্যা ভব্যা ভয়াপহা।
কর্ত্রী হর্ত্রী পালয়িত্রী শর্ব্বরী তামসী দয়া ॥ ২৪৬
তমিস্রা যামিনীস্থা চ স্থিরা ধীরা তপস্বিনী।
চার্ব্বঙ্গী চঞ্চলা লোলজিহ্বা চারুচরিত্রিণী ॥ ২৪৭
ত্রপা ত্রপাবতী লজ্জা নির্লজ্জা হ্রীং[১] রজোবতী।
সত্ত্ববতী ধর্ম্মনিষ্ঠা শ্রেষ্ঠা নিষ্ঠুরবাদিনী ॥ ২৪৮

নন্দিনী, স্তুত্যা, স্তবনীয়া, স্বভাবিনী, রঙ্কিণী, টঙ্কিণী, চিত্রা, বিচিত্রা, চিত্ররূপিণী, পদ্মা, পদ্মালয়া, পদ্মমুখী, পদ্মবিভূষণা, শাকিনী, হাকিনী, ক্ষান্তা, রাকিণী, রুধিরপ্রিয়া, ভ্রান্তি, ভবানী, রুদ্রাণী, মৃড়ানী ও শত্রুমর্দ্দিনী। ২৩৮—২৪৩

উপেন্দ্রাণী, মহেশানী, জ্যোৎস্না, ইন্দ্রস্বরূপিণী, সূর্য্যাত্মিকা, রুদ্রপত্নী, রৌদ্রী, স্ত্রী, প্রকৃতি, পুমান্, শক্তি, সূক্তি, মতিমতী, ভুক্তি, মুক্তি, পতিব্রতা, সর্ব্বেশ্বরী, সর্ব্বমাতা, সর্ব্বাণী, হরবল্লভা, সর্ব্বজ্ঞা, সিদ্ধিদা, সিদ্ধা, ভাব্যা, ভব্যা, ভয়াবহা, কর্ত্রী, হর্ত্রী, পালয়িত্রী, শর্ব্বরী, তামসী, দয়া, তমিস্রা, যামিনীস্থা, স্থিরা, ধীরা, তপস্বিনী, চার্ব্বঙ্গী, চঞ্চলা, লোলজিহ্বা, চারুচরিত্রিণী, ত্রপা, ত্রপাবতী, লজ্জা, নির্লজ্জা, হ্রীং (ত্রীং), রজোবতী, সত্ত্ববতী, ধর্ম্মনিষ্ঠা, শ্রেষ্ঠা, নিষ্ঠুরবাদিনী, গরিষ্ঠা, দুষ্টসংহর্ত্রী,

---

১। ত্রীং

গরিষ্ঠা দুষ্টসংহন্ত্রী বিশিষ্টা শ্রেয়সী ঘৃণা।
ভীমা ভয়ানকা ভীমনাদিনী ভীঃ প্রভাবতী ॥ ২৪৯
বাগীশ্বরী শ্রীর্যমুনা যজ্ঞকর্ত্রী যজুঃপ্রিয়া।
ঋক্‌সামাথর্ব্বনিলয়া রাগিণী শোভনস্বরা ॥ ২৫০
কলকণ্ঠী কম্বুকণ্ঠী বেণুবীণাপরায়ণা।
বংশিনী বৈষ্ণবী স্বচ্ছা ধাত্রী ত্রিজগদীশ্বরী ॥ ২৫১
মধুমতী কুণ্ডলিনী ঋদ্ধিঃ সিদ্ধিঃ শুচিস্মিতা।
রম্ভোর্ব্বশী রতীরামা রোহিণী রেবতী রমা ॥ ২৫২
শঙ্খিনী চক্রিণী কৃষ্ণা গদিনী পদ্মিনী তথা।
শূলিনী পরিঘাস্ত্রা চ পাশিনী শার্ঙ্গপাণিনী ॥ ২৫৩
পিণাকধারিণী ধূম্রা শরভী বনমালিনী।
বজ্রিণী সমরপ্রীতা বেগিনী রণপণ্ডিতা ॥ ২৫৪
জটিনী বিম্বিনী নীলা লাবণ্যাম্বুধিচন্দ্রিকা।
বলপ্রিয়া সদাপূজ্যা পূর্ণা দৈত্যেন্দ্রমাথিনী ॥ ২৫৫
মহিষাসুরসংহন্ত্রী বাসিনী রক্তদন্তিকা।
রক্তপা রুধিরাক্তাঙ্গী রক্তখর্পরহস্তিনী ॥ ২৫৬
রক্তপ্রিয়া মাংসরুচিরাসবাসক্তমানসা।
গলচ্ছোণিতমুণ্ডালী-কণ্ঠমালাবিভূষণা ॥ ২৫৭

বিশিষ্টা, শ্রেয়সী, ঘৃণা, ভীমা, ভয়ানকা, ভীমনাদিনী, ভী, প্রভাবতী, বাগীশ্বরী, শ্রী, যমুনা, যজ্ঞকর্ত্রী, যজুঃপ্রিয়া, ঋক্‌সামাথর্ব্বনিলয়া, রাগিণী, শোভনস্বরা, কলকণ্ঠী, কম্বুকণ্ঠী, বেণুবীণাপরায়ণা, বংশিনী, বৈষ্ণবী, স্বচ্ছা, ধাত্রী ও ত্রিজগদীশ্বরী। ২৪৪—২৫১

মধুমতী, কুণ্ডলিনী, ঋদ্ধি, সিদ্ধি, শুচিস্মিতা, রম্ভা, উর্ব্বশী, রতি, রামা, রোহিনী, রেবতী, রমা, শঙ্খিনী, চক্রিণী, কৃষ্ণা, গদিনী, পদ্মিনী, শূলিনী, পরিঘাস্ত্রা, পাশিনী, শার্ঙ্গপাণিনী, পিনাকধারিণী, ধূম্রা, শরভীবনমালিনী, বজ্রিণী, সমরপ্রীতা, বেগিনী, রণপণ্ডিতা, জটিনী, বিম্বিনী, নীলা, লাবণ্যাম্বুধিচন্দ্রিকা, বলিপ্রিয়া, সদাপূজ্যা, পূর্ণা, দৈত্যেন্দ্রমথিনী, মহিষাসুরসংহন্ত্রী, বাসিনী, রক্তদন্তিকা, রক্তপা, রুধিরাঙ্গী, রক্তখর্পরহস্তিনী, রক্তপ্রিয়া, মাংসরুচি, আসবাসক্তমানসা, গলচ্ছোণিতমুণ্ডালী ও কণ্ঠমালাবিভূষণা। ২৫২—২৫৭

শবাসনা চিতান্তস্থা মাহেশী বৃষবাহিনী।
ব্যাঘ্রত্বগম্বরা চীনচেলিনী সিংহবাহিনী ॥ ২৫৮
বামদেবী মহাদেবী গৌরী সর্ব্বজ্ঞভাবিনী।
বালিকা তরুণী বৃদ্ধা বৃদ্ধমাতা জরাতুরা ॥ ২৫৯
সুভ্রুর্ব্বিলাসিনী ব্রহ্মবাদিনী ব্রাহ্মণী মহী।
স্বপ্নাবতী চিত্ররেখা লোপামুদ্রা সুরেশ্বরী ॥ ২৬০
আমোঘারুন্ধতী তীক্ষ্ণা ভোগবত্যনুবাদিনী।
মন্দাকিনী মন্দহাসা জ্বালামুখ্যসুরান্তকা ॥ ২৬১
মানদা মানিনী মান্যা মাননীয়া মদোদ্ধতা।
মদিরা মদিরোন্মাদা মেধ্যা নব্যা প্রসাদিনী ॥ ২৬২
সুমধ্যানন্তগুণিনী সর্ব্বলোকোত্তমোত্তমা।
জয়দা জিত্বরা জেত্রী জয়শ্রীর্জয়শালিনী ॥ ২৬৩
সুখদা শুভদা সত্যা সভাসংক্ষোভকারিণী।
শিবদূতী ভূতিমতী বিভূতির্ভীষণাননা ॥ ২৬৪
কৌমারী কুলজা কুন্তী কুলস্ত্রী কুলপালিকা।
কীর্ত্তির্যশস্বিনী ভূষা ভূষ্যা ভূতপতিপ্রিয়া ॥ ২৬৫

শবাসনা, চিতান্তস্থা, মাহেশী, বৃষবাহিনী, ব্যাঘ্রত্বগম্বরা, চীনচেলিনী, সিংহবাহিনী, বামদেবী, মহাদেবী, গৌরী, সর্ব্বজ্ঞভাবিনী, বালিকা, তরুণী, বৃদ্ধা, বৃদ্ধমাতা, জরাতুরা, সুভ্রু, বিলাসিনী, ব্রহ্মবাদিনী, ব্রহ্মাণী, মহী, স্বপ্নাবতী, চিত্রলেখা, লোপামুদ্রা, সুরেশ্বরী, অমোঘা, অরুন্ধতী, তীক্ষ্ণা, ভোগবতী, অনুবাদিনী, মন্দাকিনী, মন্দহাসা, জ্বালামুখী ও অসুরান্তকা ॥ ২৫৮-২৬১

মানদা, মানিনী, মান্যা, মাননীয়া, মদোদ্ধতা, মদিরোন্মাদা, মেধ্যা, নব্যা, প্রসাদিনী, সুমধ্যা, অনন্তগুণিনী, সর্ব্বলোকোত্তমা, জয়দা, জিত্বরা, জেত্রী, জয়শ্রী, জয়শালিনী, সুখদা, শুভদা, সত্যা, সভাসংক্ষোভকারিণী, শিবদূতী, ভূতিমতী, বিভূতি, ভীষণাননা, কৌমারী, কুলজা, কুন্তী, কুলস্ত্রী, কুলপালিকা, কীর্ত্তি, যশস্বিনী, ভূষা, ভূষ্যা, ভূতপতিপ্রিয়া, সগুণা, নির্গুণা,

সাগুণা নির্গুণা ধৃষ্টা নিষ্ঠা কাষ্ঠা প্রতিষ্ঠিতা।
ধনিষ্ঠা ধনদা ধন্যা বসুধা স্বপ্রকাশিনী ॥ ২৬৬
উর্ব্বী গুর্ব্বী গুরুশ্রেষ্ঠা সগুণা ত্রিগুণাত্মিকা।
মহাকুলীনা নিষ্কামা সকামা কামজীবনা ॥ ২৬৭
কামদেবকলা রামাভিরামা শিবনর্ত্তকী।
চিন্তামণিকল্পলতা জাগ্রতী দীনবৎসলা ॥ ২৬৮
কার্ত্তিকী কীর্ত্তিকা কৃত্যা অযোধ্যা বিষমা সমা।
সুমন্ত্রা[1] মন্ত্রিণী ঘূর্ণাহ্লাদিনী ক্লেশনাশিনী ॥ ২৬৯
ত্রৈলোক্যজননী হৃষ্টা নির্ম্মাংসা মনোরূপিণী।
তড়াগনিম্নজঠরা শুষ্কমাংসাস্থিমালিনী ॥ ২৭০
অবন্তী মথুরা মায়া ত্রৈলোক্যপাবনীশ্বরী।
ব্যক্তাব্যক্তানেকমূর্ত্তিঃ শর্ব্বরী ভীমনাদিনী ॥ ২৭১
ক্ষেমঙ্করী শঙ্করী চ সর্ব্বসম্মোহকারিণী।
উর্দ্ধতেজস্বিনী ক্লিন্না মহাতেজস্বিনী তথা ॥ ২৭২
অদ্বৈতা ভোগিনী পূজ্যা যুবতী সর্ব্বমঙ্গলা।
সর্ব্বপ্রিয়ঙ্করী ভোগ্যা ধরণী পিশিতাশনা ॥ ২৭৩

ধৃষ্টা, নিষ্ঠা, কাষ্ঠা, প্রতিষ্ঠিতা, ধনিষ্ঠা, ধনদা, ধন্যা, বসুধা ও স্বপ্রকাশিনী ॥ ২৬২-২৬৬

উর্ব্বী, গুর্ব্বী, গুরুশ্রেষ্ঠা, সগুণা, ত্রিগুণাত্মিকা, মহাকুলীনা, নিষ্কামা, সকামা, কামা, কামজীবিনী, কামকলা, রামা, অভিরামা, শিবনর্ত্তকী, চিন্তামণিকল্পলতা, জাগ্রতী, দীনবৎসলা, কার্ত্তিকী, কীর্ত্তিকা, কৃত্যা, অযোধ্যা, বিষমা, সমা, সুমন্ত্রা, মন্ত্রিণী, ঘূর্ণা, হ্লাদিনী, ক্লেশনাশিনী, ত্রৈলোক্যজননী, হৃষ্টা, নির্ম্মাংসা, মনোরূপিণী, তড়াগনিম্নজঠরা, শুষ্কমাংসাস্থি-মালিনী, অবন্তী, মথুরা, মায়া, ত্রৈলোক্যপাবনী, ঈশ্বরী, ব্যক্তাব্যক্তা, অনেকমূর্ত্তি, শর্ব্বরী, ভীমনাদিনী, ক্ষেমঙ্করী, শঙ্করী, সর্ব্বসম্মোহ-কারিণী, উর্দ্ধতেজস্বিনী, ক্লিন্না, মহাতেজস্বিনী, অদ্বৈতা, ভোগিনী, পূজ্যা, যুবতী, সর্ব্বমঙ্গলা, সর্ব্বপ্রিয়ঙ্করী, ভোগ্যা, ধরণী, পিশিতাশনা,

---

১। সুমন্ত্রী।

ভয়ঙ্করী পাপহরা নিষ্কলঙ্কা বশঙ্করী।
আশা তৃষ্ণা চন্দ্রকলা নিদ্রাণ্যা বায়ুবেগিনী ॥ ২৭৪
সহস্রসূর্য্যসঙ্কাশা চন্দ্রকোটিসমপ্রভা।
বহ্নিমণ্ডলসংস্থা চ সর্ব্বতত্ত্বপ্রতিষ্ঠিতা ॥ ২৭৫
সর্ব্বাচারবতী সর্ব্বদেবকন্যাধিদেবতা।
দক্ষকন্যা দক্ষযজ্ঞ-নাশিনী দুর্গতারিকা ॥ ২৭৬
ইজ্যা পূজ্যা বিভীর্ভূতিঃ সৎকীর্ত্তির্ব্রহ্মরূপিণী।
রম্ভোরু-শ্চতুরা রাকা জয়ন্তী করুণা কুহুঃ ॥ ২৭৭
মনস্বিনী বেদমাতা যশস্যা ব্রহ্মচারিণী।
ঋদ্ধিদা বৃদ্ধিদা বৃদ্ধিঃ সর্ব্বাদ্যা সর্ব্বদায়িনী ॥ ২৭৮
আধাররূপিণী ধ্যেয়া মূলাধারনিবাসিনী।
আজ্ঞা প্রজ্ঞা পূর্ণমনা-শ্চন্দ্রমুখ্যনুকূলিনী ॥ ২৭৯
বাবদূকা নিম্ননাভিঃ সত্যা সন্ধ্যা দৃঢ়ব্রতা।
আন্বীক্ষিকী দণ্ডনীতিস্ত্রয়ী ত্রিদিবসুন্দরী ॥ ২৮০
জ্বলিনী জ্বালিনী শৈলতনয়া বিন্ধ্যবাসিনী।
অমেয়া খেচরী ধৈর্য্যা তুরীয়া বিমলাতুরা ॥ ২৮১

ভয়ঙ্করী, পাপহরা, নিষ্কলঙ্কা, বশঙ্করী, আশা, তৃষ্ণা, চন্দ্রকলা, নিদ্রা ও বায়ুবেগিনী ॥ ২৬৭-২৭৪

সহস্রসূর্য্য-সঙ্কাশা, চন্দ্রকোটিসমপ্রভা, বহ্নিমণ্ডলসংস্থা, সর্ব্বতত্ত্বপ্রতিষ্ঠিতা, সর্ব্বাচারবতী, সর্ব্বদেবকন্যা, অধিদেবতা, দক্ষকন্যা, দক্ষযজ্ঞনাশিনী, দুর্গতারিকা, ইজ্যা, পূজ্যা, বিভী, ভূতি, সৎকীর্ত্তি, ব্রহ্মরূপিণী, রম্ভোরু, চতুরা, রাকা, জয়ন্তী, করুণা, কুহু, মনস্বিনী, বেদমাতা, যশস্যা, ব্রহ্মচারিণী, ঋদ্ধিদা, বৃদ্ধিদা, বৃদ্ধি, সর্ব্বাদ্যা, সর্ব্বদায়িনী, আধাররূপিণী, ধ্যেয়া, মূলাধার-নিবাসিনী, আজ্ঞা, প্রজ্ঞা, পূর্ণমনা, চন্দ্রমুখী ও অনুকূলিনী ॥ ২৭৫-২৭৯

বাবদূকা, নিম্ননাভি, সত্যা, সন্ধ্যা, দৃঢ়ব্রতা, আন্বীক্ষিকী, দণ্ডনীতি, ত্রয়ী, ত্রিদিবসুন্দরী, জ্বলিনী, জ্বালিনী, শৈলতনয়া, বিন্ধ্যবাসিনী, অমেয়া, খেচরী, ধৈর্য্যা, তুরীয়া, বিমলাতুরা, প্রগল্ভা, বারুণী, ছায়া,

প্রগল্ভা বারুণীচ্ছায়া শশিনী বিস্ফুলিঙ্গিনী ।
ভুক্তিঃ সিদ্ধিঃ সদাপ্রাপ্তিঃ প্রাকাম্যা মহিমাণিমা ॥ ২৮২
ইচ্ছাসিদ্ধির্ব্বিসিদ্ধা চ বশিত্বোর্দ্ধনিবাসিনী ।
লঘিমা চৈব গায়ত্রী সাবিত্রী ভুবনেশ্বরী ॥ ২৮৩
মনোহরা চিতা দিব্যা দেব্যুদারা মনোরমা ।
পিঙ্গলা কপিলা জিহ্বা রসজ্ঞা রসিকা রসা ॥ ২৮৪
সুষুম্নেড়া ভোগবতী গান্ধারী নরকান্তকা ।
পাঞ্চালী রুক্মিণী রাধারাধ্যা ভীমাধিরাধিকা ॥ ২৮৫
অমৃতা তুলসী বৃন্দা কৈটভী কপটেশ্বরী ।
উগ্রচণ্ডেশ্বরী বীরা জননী বীরসুন্দরী ॥ ২৮৬
উগ্রতারা যশোদাখ্যা দেবকী দেবমানদা[১] ।
নিরঞ্জনা চিত্রদেবী ক্রোধিনী কুলদীপিকা ॥ ২৮৭
কুলবাগীশ্বরী বাণী মাতৃকা দ্রাবিণী দ্রবা ।
যোগেশ্বরী মহামারী ভ্রামরী বিন্দুরূপিণী ॥ ২৮৮
দূতী প্রাণেশ্বরী গুপ্তা বহুলা চামরী প্রভা ।
কুব্জিকা জ্ঞানিনী জ্যেষ্ঠা ভূশুণ্ডী প্রকটাতিথিঃ ॥ ২৮৯

শশিনী, বিস্ফুলিঙ্গিনী, ভুক্তি, সিদ্ধি, সদাপ্রাপ্তি, প্রাকাম্যা, মহিমা, অণিমা, ইচ্ছাসিদ্ধি, বিসিদ্ধা, বশিত্বোর্দ্ধনিবাসিনী, লঘিমা, গায়ত্রী, সাবিত্রী, ভুবনেশ্বরী, মনোহরা, চিতা, দিব্যা, দেবী, উদারা, মনোরমা, পিঙ্গলা, কপিলা, জিহ্বা, রসজ্ঞা, রসিকা, রসা, সুষুম্না, ইড়া, ভোগবতী, গান্ধারী, নরকান্তকা, পাঞ্চালী, রুক্মিণী, রাধা, আরাধ্যা, ভীমা, অধিরাধিকা, অমৃতা, তুলসী, বৃন্দা, কৈটভী, কপটেশ্বরী, উগ্রচণ্ডেশ্বরী, বীরা, জননী ও বীরসুন্দরী ॥ ২৮০-২৮৬

উগ্রতারা, যশোদা, আখ্যা, দেবকী, দেবমানদা, নিরঞ্জনা, চিত্রদেবী, ক্রোধিনী, কুলদীপিকা, কুলবাগীশ্বরী, বাণী, মাতৃকা, দ্রাবিণী, দ্রবা, যোগেশ্বরী, মহামারী, ভ্রামরী, বিন্দুরূপিণী, দূতী, প্রাণেশ্বরী, গুপ্তা, বহুলা, চামরী, প্রভা, কুব্জিকা, জ্ঞানিনী, জ্যেষ্ঠা, ভূশুণ্ডী, প্রকটা, অতিথি,

---

১। দৈবকা দেবমানিতা

দ্রবিণী গোপনী মায়া কামবীজেশ্বরী ক্রিয়া।
শাম্ভবী কেকরা মেনা মূষলাস্ত্রা তিলোত্তমা ॥ ২৯০
অমেয়বিক্রমা ক্রূরা সম্পৎশালা ত্রিলোচনা।
সুস্থী হব্যবহা প্রীতিরুষ্মা ধূম্রার্চ্চিরঙ্গদা ॥ ১৯১
তপিনী তাপিনী বিশ্বা ভোগদা ধারিণী ধরা।
ত্রিখণ্ডা বোধিনী বশ্যা সকলা শব্দরূপিণী ॥ ২৯২
বীজরূপা মহামুদ্রা যোগিনী যোনিরূপিণী।
অনঙ্গকুসুমানঙ্গ-মেখলানঙ্গরূপিণী ॥ ২৯৩
বজ্রেশ্বরী চ জয়িনী সর্ব্বদ্বন্দ্বক্ষয়ঙ্করী।
ষড়ঙ্গযুবতী যোগযুক্তা জ্বালাংশুমালিনী ॥ ২৯৪
দুরাশয়া দুরাধারা দুর্জ্জয়া দুর্গরূপিণী।
দুরন্তা দুষ্কৃতিহরা দুর্ধ্যেয়া দুরতিক্রমা ॥ ১৯৫
হংসেশ্বরী ত্রিকোণস্থা শাকম্ভর্য্যনুকম্পিনী।
ত্রিকোণনিলয়া নিত্যা পরমামৃতরঞ্জিতা ॥ ১৯৬
মহাবিদ্যেশ্বরী শ্বেতা ভেরুণ্ডা কুলসুন্দরী।
ত্বরিতা ভক্তিসংসক্তা ভক্তবশ্যা সনাতনী ॥ ১৯৭

দ্রবিণী, গোপিনী, মায়া, কামবীজেশ্বরী, ক্রিয়া, শাম্ভবী, কেকরা, মেনা, মূষলাস্ত্রা ও তিলোত্তমা ॥ ২৮৭-২৯০

অমেয়বিক্রমা, ক্রূরা, সম্পৎশালা, ত্রিলোচনা, সুস্থী, হব্যবহা, প্রীতি, উষ্মা, ধূম্রার্চ্চি, অঙ্গদা, তপিনী, তাপিনী, বিশ্বা, ভোগদা, ধারিণী, ধরা, ত্রিখণ্ডা, বোধিনী, বশ্যা, সকলা, শব্দরূপিণী, বীজরূপা, মহামুদ্রা, যোগিনী, যোনিরূপিণী, অনঙ্গকুসুমা, অনঙ্গমেখলা, অনঙ্গরূপিণী, বজ্রেশ্বরী, জয়িনী, সর্ব্বদ্বন্দ্বক্ষয়ঙ্করী, ষড়ঙ্গযুবতী, যোগযুক্তা, জ্বালাংশুমালিনী, দুরাশয়া, দুরাধারা, দুর্জ্জয়া, দুর্গরূপিণী, দুরন্তা, দুষ্কৃতিহরা, দুর্ধ্যেয়া, দুরতিক্রমা, হংসেশ্বরী, ত্রিকোণস্থা, শাকম্ভরী, অনুকম্পিনী, ত্রিকোণনিলয়া, নিত্যা ও পরমামৃতরঞ্জিতা ॥ ২৯১-২৯৬

মহাবিদ্যেশ্বরী, শ্বেতা, ভেরুণ্ডা, কুলসুন্দরী, ত্বরিতা, ভক্তিসংসক্তা,

ভক্তানন্দময়ী ভক্তভাবিকা ভক্তশঙ্করী।
সর্ব্বসৌন্দর্য্যনিলয়া সর্ব্বসৌভাগ্যশালিনী ।। ২৯৮
সর্ব্বসংভোগভবনা সর্ব্বসৌখ্যনিরূপিণী।
কুমারীপূজনরতা কুমারীব্রতচারিণী ॥ ২৯৯
কুমারীভক্তিসুখিনী কুমারীরূপধারিণী।
কুমারীপূজকপ্রীতা কুমারীপ্রীতিদা প্রিয়া ॥ ৩০০
কুমারীসেবকাসঙ্গা কুমারীসেবকালয়া।
আনন্দভৈরবী বালা ভৈরবী বটুভৈরবী ॥ ৩০১
শ্মশানভৈরবী কালভৈরবী পুরভৈরবী।
মহাভৈরবপত্নী চ পরমানন্দভৈরবী ॥ ৩০২
সুধানন্দাভৈরবী চ উন্মাদানন্দভৈরবী।
মুক্তানন্দভৈরবী চ তথা তরুণভৈরবী ॥ ৩০৩
জ্ঞানানন্দভৈরবী চ অমৃতানন্দভৈরবী।
মহাভয়ঙ্করী তীব্রা তীব্রবেগা তপস্বিনী ॥ ৩০৪
ত্রিপুরা পরমেশানি সুন্দরী পুরসুন্দরী।
ত্রিপুরেশী পঞ্চদশী পঞ্চমী পুরবাসিনী ॥ ৩০৫

ভক্তবশ্যা, সনাতনী, ভক্তানন্দময়ী, ভক্তভাবিকা, ভক্তশঙ্করী, সর্ব্বসৌন্দর্য্যনিলয়া, সর্ব্বসৌভাগ্যশালিনী, সর্ব্বসংভোগভবনা, সর্ব্বসৌখ্যনিরূপিণী কুমারীপূজনরতা, কুমারীব্রতচারিণী, কুমারীভক্তি-সুখিনী, কুমারীরূপধারিণী, কুমারীপূজকপ্রীতা, কুমারীপ্রীতিদা ও প্রিয়া। ২৯৭-৩০০

কুমারীসেবকাসঙ্গা, কুমারীসেবকালয়া, আনন্দভৈরবী, বালাভৈরবী, বটুভৈরবী, শ্মশানভৈরবী, কালভৈরবী, পুরভৈরবী, মহাভৈরবপত্নী, পরমানন্দভৈরবী, সুধানন্দভৈরবী, উন্মাদানন্দভৈরবী, মুক্তানন্দভৈরবী, তরুণভৈরবী, জ্ঞানানন্দভৈরবী, অমৃতানন্দভৈরবী, মহাভয়ঙ্করী, তীব্রা, তীব্রবেগা, তপস্বিনী, ত্রিপুরা, পরমেশানী, সুন্দরী, পুরসুন্দরী, ত্রিপুরেশী, পঞ্চদশী, পঞ্চমী ও পুরবাসিনী। ৩০১-৩০৫

মহাসপ্তদশী চৈব যোগেশী ত্রিপুরেশ্বরী।
মহাঙ্কুশস্বরূপা চ মহাচক্রেশ্বরী তথা ॥ ৩০৬
নবচক্রেশ্বরী চক্রেশ্বরী ত্রিপুরমালিনী।
রাজরাজেশ্বরী ধীরা মহাত্রিপুরসুন্দরী ॥ ৩০৭
সিন্দূরপূররুচিরা শ্রীমত্রিপুরসুন্দরী।
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রক্তা রক্তবস্ত্রোত্তরীয়িণী ॥ ৩০৮
জবাযাবকসিন্দুর-রক্তচন্দনধারিণী।
জবাযাবকসিন্দুর-রক্ত-চন্দনরূপধৃক্ ॥ ৩০৯
চামরীবালকুটিল-নির্ম্মলশ্যামকেশিনী।
বজ্রমৌক্তিকরত্নাঢ্য-কিরীটমুকুটোজ্জ্বলা ॥ ৩১০
রত্নকুণ্ডলসংসক্ত-স্ফুরদ্‌গণ্ডমনোরমা।
কুঞ্জরেশ্বরকুম্ভোত্থ-মুক্তারঞ্জিতনাসিকা ॥ ৩১১
মুক্তাবিদ্রুমমাণিক্য-হারাঢ্যস্তনমণ্ডলা।
সূর্য্যকান্তেন্দুকান্তাঢ্য-স্পর্শাশ্মকণ্ঠভূষণা ॥ ৩১২
বীজপূরস্ফুরদ্বীজ-দন্তপঙ্‌ক্তিরনুত্তমা।
কামকোদণ্ডকাভুগ্ন-ভ্রূকটাক্ষপ্রবর্ষিণী ॥ ৩১৩

মহাসপ্তদশী, ষোড়শী, ত্রিপুরেশ্বরী, মহাঙ্কুশস্বরূপা, মহাচক্রেশ্বরী, নবচক্রেশ্বরী, চক্রেশ্বরী, ত্রিপুরমালিনী, রাজরাজেশ্বরী, ধীরা, মহাত্রিপুরসুন্দরী, সিন্দূরপূররুচিরা, শ্রীমত্রিপুরসুন্দরী, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, রক্তা, রক্তবস্ত্রোত্তরীয়িণী, জবাযাবকসিন্দূররক্তচন্দনধারিণী, জবাযাবকসিন্দূররক্তচন্দনরূপধৃক্, চামরীবালকুটিলনির্ম্মলশ্যামকেশিনী, বজ্রমৌক্তিকরত্নাঢ্যকিরীটমুকুটোজ্জ্বলা, রত্নকুণ্ডলসংসক্তস্ফুরদ্‌গণ্ডমনোহরা, কুঞ্জরেশ্বরকুম্ভোত্থমুক্তারঞ্জিতনাসিকা, মুক্তাবিদ্রুমমাণিক্য-হারাঢ্যস্তনমণ্ডলা, সূর্য্যকান্তেন্দুকান্তাঢ্য-স্পর্শাশ্মকণ্ঠভূষণা, বীজপূরস্ফুরদ্বীজ-দন্তপংক্তি, অনুত্তমা ও কামকোদণ্ডকাভুগ্ন-ভ্রূকটাক্ষ-প্রবর্ষিণী। ৩০৬-৩১৩

মার্তঙ্গকুম্ভবক্ষোজা লসৎকোকনদেক্ষণা ।
মনোজ্ঞশস্কুলীকর্ণা হংসীগতিবিড়ম্বিনী ॥ ৩১৪
পদ্মরাগাঙ্গদজ্যোতি-র্দোশ্চতুষ্কপ্রকাশিনী ।
নানামণিপরিস্ফূর্জ্জ-চ্ছুদ্ধকাঞ্চনকঙ্কণা ॥ ৩১৫
নাগেন্দ্রদন্তনির্ম্মাণ-বলয়াঙ্কিতপাণিনী ।
অঙ্গুরীয়কচিত্রাঙ্গী বিচিত্রক্ষুদ্রঘন্টিকা ॥ ৩১৬
পট্টাম্বরপরীধানা কলমঞ্জীরশিঞ্জিনী ।
কর্পূরাগুরুকস্তূরী-কুঙ্কুমদ্রবলেপিতা ॥ ৩১৭
বিচিত্ররত্নপৃথিবী-কল্পশাখিতলস্থিতা ।
রত্নদ্বীপস্ফুরদ্রক্ত-সিংহাসনবিলাসিনী ॥ ৩১৮
ষট্চক্রভেদনকরী পরমানন্দরূপিণী ।
সহস্রদলপদ্মান্ত-শ্চন্দ্রমণ্ডলবর্ত্তিনী ॥ ৩১৯
ব্রহ্মরূপশিবক্রোড়-নানাসুখবিলাসিনী ।
হরবিষ্ণুবিরিঞ্চীন্দ্র-গ্রহনায়কসবিতা ॥ ৩২০
শিবা শৈবা চ রুদ্রাণী তথৈব শিবদায়িনী ।
মাতঙ্গিনী শ্রীমতী চ তথৈবানন্দমেখলা ॥ ৩২১

মাতঙ্গকুম্ভবক্ষোজা, লসৎকোকনদেক্ষণা, মনোজ্ঞশস্কুলীকর্ণা, হংসীগতিবিড়ম্বিনী, পদ্মরাগাঙ্গদজ্যোতির্দোশ্চতুষ্কপ্রকাশিনী, নানামণিপরিস্ফুর্জ্জৎশুদ্ধকাঞ্চনকঙ্কণা, নাগেন্দ্রদন্তনির্ম্মাণবলয়াঙ্কিতপাণিনী, অঙ্গুরীয়কচিত্রাঙ্গী, বিচিত্রক্ষুদ্রঘন্টিকা, পট্টাম্বরপরীধানা, কলমঞ্জীরশিঞ্জিনী, কর্পূরাগুরুকস্তূরীকুঙ্কুমদ্রবলেপিতা, বিচিত্ররত্নপৃথিবীকল্পশাখিতলস্থিতা, রত্নদ্বীপস্ফুরদ্রক্তসিংহাসনবিলাসিনী, ষট্চক্রভেদনকরী, পরমানন্দরূপিণী, সহস্রদলপদ্মান্তশ্চন্দ্রমণ্ডলবর্ত্তিনী, ব্রহ্মরূপশিবক্রোড়নানাসুখবিলাসিনী, হরবিষ্ণুবিরিঞ্চীন্দ্রগ্রহনায়কসেবিতা, শিবা, শৈব্যা, রুদ্রাণী, শিবদায়িনী মাতঙ্গিনী, শ্রীমতী ও আনন্দমেখলা । ৩১৪-৩২১

ডাকিনী যোগিনী চৈব তথোপযোগিনী মতা।
মাহেশ্বরী বৈষ্ণবী চ ভ্রামরী শিবরূপিণী ॥ ৩২২
অলম্বুষা বেগবতী ক্রোধরূপা সুমেখলা।
গান্ধারী হস্তিজিহ্বা চ ঈড়া চৈব শুভঙ্করী ॥ ৩২৩
পিঙ্গলা ব্রহ্মদূতী চ সুষুম্না চৈব গন্ধিনী।
আত্মযোনির্ব্রহ্মযোনি র্জ্জগদ্‌যোনিরযোনিজা ॥ ৩২৪
ভগরূপা ভগস্থাত্রী ভগিনী ভগরূপিণী।
ভগাত্মিকা ভগাধার-রূপিণী ভগমালিনী ॥ ৩২৫
লিঙ্গাখ্যা চৈব লিঙ্গেশী ত্রিপুরাভৈরবী তথা।
লিঙ্গাগীতিঃ সুগীতিশ্চ লিঙ্গস্থা লিঙ্গরূপধৃক্ ॥ ৩২৬
লিঙ্গমালা লিঙ্গভাবা লিঙ্গলিঙ্গা চ পার্ব্বতী।
ভগবতী কৌশিকী চ প্রেমা চৈব প্রিয়ংবদা ॥ ৩২৭
গৃধ্ররূপা শিবরূপা চক্রিণী চক্ররূপধৃক্।
লিঙ্গাভিধায়িনী লিঙ্গপ্রিয়া লিঙ্গনিবাসিনী ॥ ৩২৮
লিঙ্গস্থা লিঙ্গিনী লিঙ্গরূপিণী লিঙ্গসুন্দরী।
লিঙ্গগীতির্মহাপ্রীতা ভগগীতির্মহাসুখা ॥ ৩২৯
লিঙ্গনামসদানন্দা ভগনামসদাগতিঃ।
ভগনামসদানন্দা লিঙ্গনামসদাগতিঃ।*
লিঙ্গমালাকণ্ঠভূষা ভগমালাবিভূষণী ॥ ৩৩০

ডাকিনী; যোগিনী; উপযোগিনী; মাহেশ্বরী; বৈষ্ণবী; ভ্রামরী; শিবরূপিণী; অলম্বুষা: বেগবতী; ক্রোধরূপা; সুমেখলা; গান্ধারী; হস্তিজিহ্বা; ঈড়া, শুভঙ্করী; পিঙ্গলা; ব্রহ্মদূতী; সুষুম্না; গন্ধিনী; আত্মযোনি; জগদ্‌যোনি; অযোনিজা; ভগরূপা; ভগস্থাত্রী; ভগিনী, ভগরূপিণী; ভগাধাররূপিণী; ভগমালিনী; লিঙ্গাখ্যা; লিঙ্গেশী; ত্রিপুরাভৈরবী; লিঙ্গগীতি; সুগীতি; লিঙ্গস্থা; লিঙ্গরূপধৃক; লিঙ্গমালা; লিঙ্গভবা; লিঙ্গলিঙ্গা; পার্ব্বতী; ভগবতী; কৌশিকী: প্রেমা; প্রিয়ম্বদা; গৃধ্ররূপা; শিবরূপা; চক্রিণী; চক্ররূপধৃক, লিঙ্গাভিধায়িণী ও লিঙ্গনিবাসিনী। ৩২২-৩২৮

লিঙ্গস্থা, লিঙ্গিনী, লিঙ্গরূপিণী, লিঙ্গসুন্দরী, লিঙ্গগীতি, মহাপ্রীতা, ভগগীতি, মহাসুখা, লিঙ্গনামসদানন্দ, ভগনামসদাগতি, ভগনামসদানন্দা,

---

* ইয়ং পংক্তিঃ ন সর্ব্বত্র দৃশ্যতে।

ভগলিঙ্গামৃতপ্রীতা ভগলিঙ্গামৃতাত্মিকা।
ভগলিঙ্গার্চ্চনপ্রীতা ভগলিঙ্গস্বরূপিণী ॥ ৩৩১

ভগলিঙ্গস্বরূপা চ ভগলিঙ্গসুখাবহা।
স্বয়ম্ভূকুসুমপ্রীতা স্বয়ম্ভূকুসুমার্চ্চিতা ॥ ৩৩২

স্বয়ম্ভূকুসুমপ্রাণা স্বয়ম্ভূকুসুমোত্থিতা।
স্বয়ম্ভূকুসুমস্নাতা স্বয়ম্ভূপুষ্পচর্চ্চিতা ॥ ৩৩৩

স্বয়ম্ভূপুষ্পঘটিতা স্বয়ম্ভূপুষ্পধারিণী।
স্বয়ম্ভূপুষ্পতিলকা স্বয়ম্ভূপুষ্পচর্চ্চিতা ॥ ৩৩৪

স্বয়ম্ভূপুষ্পনিরতা স্বয়ম্ভূকুসুমগ্রহা।
স্বয়ম্ভূপুষ্পযজ্ঞাংশা স্বয়ম্ভূকুসুমাত্মিকা ॥ ৩৩৫

স্বয়ম্ভূপুষ্পনিচিতা স্বয়ম্ভূকুসুমপ্রিয়া।
স্বয়ম্ভূকুসুমাদান-লালসোন্মত্তমানসা ॥ ৩৩৬

স্বয়ম্ভূকুসুমানন্দ-লহরীস্নিগ্ধদেহিনী।
স্বয়ম্ভূকুসুমাধারা স্বয়ম্ভূকুসুমাকুলা ॥ ৩৩৭

স্বয়ম্ভূপুষ্পনিলয়া স্বয়ম্ভূপুষ্পবাসিনী।
স্বয়ম্ভূকুসুমস্নিগ্ধা স্বয়ম্ভূকুসুমাত্মিকা ॥ ৩৩৮

লিঙ্গনামসদাগতি, লিঙ্গমালাকণ্ঠভূষা, ভগমালাবিভূষণা, ভগলিঙ্গামৃতপ্রীতি, ভগলিঙ্গমৃতাত্মিকা, ভগলিঙ্গার্চ্চনপ্রীতা, ভগলিঙ্গস্বরূপিণী, ভগলিঙ্গস্বরূপা, ভগলিঙ্গসুখাবহা, স্বয়ম্ভূকুসুমপ্রীতা, স্বয়ম্ভূকুসুমার্চ্চিতা, স্বয়ম্ভূকুসুমপ্রাণা, স্বয়ম্ভূকুসুমোত্থিতা, স্বয়ম্ভূকুসুমস্নাতা, স্বয়ম্ভূপুষ্পচর্চ্চিতা, স্বয়ম্ভূপুষ্পঘটিতা, স্বয়ম্ভূপুষ্পধারিণী, স্বয়ম্ভূপুষ্পতিলকা, স্বয়ম্ভূপুষ্পচর্চ্চিতা, স্বয়ম্ভূপুষ্পনিরতা, স্বয়ম্ভূকুসুমগ্রহা, স্বয়ম্ভূপুষ্পযজ্ঞাংশা ও স্বয়ম্ভূকুসুমাত্মিকা। ৩২৯-৩৩৫

স্বয়ম্ভূপুষ্পনিচিতা, স্বয়ম্ভূকুসুমপ্রিয়া, স্বয়ম্ভূকুসুমাদান-লালসোন্মত্তমানসা, স্বয়ম্ভূকুসুমানন্দলহরী-স্নিগ্ধদেহিনী, স্বয়ম্ভূকুসুমাধারা, স্বয়ম্ভূকুসুমাকুলা, স্বয়ম্ভূপুষ্পনিলয়া, স্বয়ম্ভূপুষ্পবাসিনী, স্বয়ম্ভূকুসুমস্নিগ্ধা, স্বয়ম্ভূকুসুমাত্মিকা,

স্বয়ম্ভূপুষ্পকরিণী স্বয়ম্ভূপুষ্পপাণিকা।
স্বয়ম্ভূকুসুমধ্যানা স্বয়ম্ভূকুসুমপ্রভা ॥ ৩৩৯
স্বয়ম্ভূকুসুমজ্ঞানা স্বয়ম্ভূপুষ্পভোগিনী।
স্বয়ম্ভূকুসুমোল্লাসা স্বয়ম্ভূপুষ্পবর্ষিণী ॥ ৩৪০
স্বয়ম্ভূকুসুমোৎসাহা স্বয়ম্ভূপুষ্পরূপিণী।
স্বয়ম্ভূকুসুমোন্মাদা স্বয়ম্ভূপুষ্পসুন্দরী ॥ ৩৪১
স্বয়ম্ভূকুসুমারাধ্যা স্বয়ম্ভূকুসুমোদ্ভবা।
স্বয়ম্ভূকুসুমব্যগ্রা স্বয়ম্ভূপুষ্পপূর্ণিতা ॥ ৩৪২
স্বয়ম্ভূপূজকপ্রজ্ঞা স্বয়ম্ভূহোতৃমাতৃকা।
স্বয়ম্ভূদাতৃরক্ষিত্রী স্বয়ম্ভূরক্ততারিকা ॥ ৩৪৩
স্বয়ম্ভূপূজকগ্রস্তা স্বয়ম্ভূপূজকপ্রিয়া।
স্বয়ম্ভূবন্দকাধারা স্বয়ম্ভূনিন্দকান্তকা ॥ ৩৪৪
স্বয়ম্ভূপ্রদসর্ব্বস্বা স্বয়ম্ভূপ্রদপুত্রিণী।
স্বয়ম্ভূপ্রদসস্মেরা স্বয়ম্ভূপ্রদশরীরিণী।
সর্ব্বকালোদ্ভবপ্রীতা সর্ব্বকালোদ্ভবাত্মিকা ॥ ৩৪৫
সর্ব্বকালোদ্ভবোদ্ভাবা সর্ব্বকালোদ্ভবোদ্ভবা।
কুণ্ডপুষ্পসদাপ্রীতি-র্গোলপুষ্পসদারতিঃ ॥ ৩৪৬

স্বয়ম্ভূপুষ্পকরিণী, স্বয়ম্ভূপুষ্পপাণিকা, স্বয়ম্ভূকুসুমধ্যানা, স্বয়ম্ভূকুসুমপ্রভা, স্বয়ম্ভূকুসুমজ্ঞানা, স্বয়ম্ভূপুষ্পভোগিনী, স্বয়ম্ভূকুসুমোল্লাসা, স্বয়ম্ভূপুষ্পবর্ষিণী, স্বয়ম্ভূকুসুমোৎসাহা, স্বয়ম্ভূপুষ্পরূপিণী, স্বয়ম্ভূকুসুমোন্মাদা, স্বয়ম্ভূপুষ্পসুন্দরী, স্বয়ম্ভূকুসুমারাধ্যা, স্বয়ম্ভূকুসুমোদ্ভবা, স্বয়ম্ভূকুসুমব্যগ্রা ও স্বয়ম্ভূ-পুষ্পপূর্ণিতা ॥ ৩৩৯-৩৪২

স্বয়ম্ভূপূজকপ্রজ্ঞা, স্বয়ম্ভূহোতৃমাতৃকা, স্বয়ম্ভূদাতৃরক্ষিত্রী, স্বয়ম্ভূরক্ত-তারিকা, স্বয়ম্ভূপূজকগ্রস্তা, স্বয়ম্ভূপূজকপ্রিয়া, স্বয়ম্ভূবন্দকাধারা, স্বয়ম্ভূনিন্দ-কান্তকা, স্বয়ম্ভূপ্রদসর্ব্বস্বা, স্বয়ম্ভূপ্রদপুত্রিণী, স্বয়ম্ভূপ্রদসস্মেরা, স্বয়ম্ভূপ্রদ-শরীরিণী, সর্ব্বকালোদ্ভবপ্রীতা, সর্ব্বকালোদ্ভবাত্মিকা, সর্ব্বকালোদ্ভবোদ্ভবা, কুণ্ডপুষ্পসদাপ্রীতি, গোলপুষ্পসদারতি, কুণ্ডগোলভব-প্রাণা, কুণ্ডগোলোদ্ভ-

কুণ্ডগোলোদ্ভবপ্রাণা কুণ্ডগোলোদ্ভবাম্বিকা।
স্বয়ম্ভূবা শিবা ধাত্রী পাবনী লোকপাবনী ॥ ৩৪৭
কীর্ত্তির্যশস্বিনী মেধা বিমেধা শুক্রসুন্দরী।
অশ্বিনী কৃত্তিকা পুষ্যা তেজস্কা চন্দ্রমণ্ডলা।
সূক্ষ্মাসূক্ষ্মা বলকা চ বরদা ভয়নাশিনী ॥ ৩৪৮
বরদাভয়দা চৈব মুক্তিবন্ধবিনাশিনী।
কামুকা কামদা কান্তা কামাখ্যা কুলসুন্দরী ॥ ৩৪৯
দুঃখদা সুখদা মোক্ষা মোক্ষদার্থপ্রকাশিনী।
দুষ্টা দুষ্টমতিশ্চৈব সর্ব্বকার্য্যবিনাশিনী ॥ ৩৫০
শুক্রাধারা শুক্ররূপা শুক্রসিন্ধুনিবাসিনী।
শুক্রালয়া শুক্রভোগা শুক্রপূজাসদারতিঃ ॥ ৩৫১
শুক্রপূজ্যা শুক্রহোমসন্তুষ্টা শুক্রবৎসলা।
শুক্রমূর্ত্তিঃ শুক্রদেহা শুক্রপূজকপুত্রিণী ॥ ৩৫২
শুক্রস্থা শুক্রিণী শুক্রসংস্পৃহা শুক্রসুন্দরী।
শুক্রস্নাতা শুক্রকরী শুক্রসেব্যাতিশুক্রিণী ॥ ৩৫৩
মহাশুক্রা শুক্রভবা শুক্রবৃষ্টিবিধায়িনী।
শুক্রাভিধেয়া শুক্রার্হা শুক্রবন্দকবন্দিতা ॥ ৩৫৪

বাম্বিকা, স্বয়ম্ভূবা, শিবা, ধাত্রী, পাবনী, লোকপাবনী, কীর্ত্তি, যশস্বিনী, তেজস্কা, চন্দ্রমণ্ডলা, মেধা, বিমেধা, শুক্রসুন্দরী, অশ্বিনী, কৃত্তিকা, পুষ্যা, সূক্ষ্মাসূক্ষ্ম, বলাকা, বরদা ও ভয়নাশিনী ॥ ৩৪০-৩৪৮

বরদা, অভয়দা, মুক্তিবন্ধবিনাশিনী, কামদা, কান্তা, কামাখ্যা, কুলসুন্দরী, দুঃখদা, সুখদা, মোক্ষা, মোক্ষদার্থপ্রকাশিনী, দুষ্টা, দুষ্টমতি, সর্ব্বকার্য্যবিনাশিনী, শুক্রাধারা, শুক্ররূপা, শুক্রসিন্ধুনিবাসিনী, শুক্রালয়া, শুক্রভোগা, শুক্রপূজাসদারতি, শুক্রপূজ্যা, শুক্রহোমসন্তুষ্টা, শুক্রবৎসলা, শুক্রমূর্ত্তি, শুক্রদেহা, শুক্রপূজকপুত্রিণী, শুক্রস্থা, শুক্রিণী, শুক্রসংস্পৃহা, শুক্রসুন্দরী, শুক্রস্নাতা, শুক্রকরী, শুক্রসেব্যা, অতিশুক্রিণী, মহাশুক্রা, শুক্রভবা, শুক্রবৃষ্টিবিধায়িনী, শুক্রাভিধেয়া; শুক্রার্হা ও শুক্রবন্দকবন্দিতা। ৩৪৯-৩৫৪

শুক্রানন্দকরী শুক্র-সদানন্দাভিধায়িকা।
শুক্রোৎসবা সদাশুক্র-পূর্ণা শুক্রমনোরমা॥ ৩৫৫
শুক্রপূজকসর্ব্বস্বা শুক্রনিন্দকনাশিনী।
শুক্রাত্মিকা শুক্রসম্পৎ শুক্রাকর্ষণকারিণী॥ ৩৫৬
সারদা সাধকপ্রাণা সাধকাসক্তমানসা।
সাধকোত্তমসর্ব্বস্বা সাধকাভক্তরক্তপা॥ ৩৫৭
সাধকানন্দসন্তোষা সাধকানন্দকারিণী।
আত্মবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা পরব্রহ্মস্বরূপিণী॥ ৩৫৮
ত্রিকূটস্থা পঞ্চকূটা সর্ব্বকূটশরীরিণী।
সর্ব্ববর্ণময়ী বর্ণ-জপমালাবিধায়িনী॥ ৩৫৯

শ্রীশিব উবাচ।

ইতি শ্রীকালিকানাম-সহস্রং শিবভাষিতম্।
গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং সাক্ষাৎ মহাপাতকনাশনম্॥ ৩৬০
পূজাকালে নিশীথে চ সন্ধ্যয়োরুভয়োরপি।
লভতে গাণপত্যং স যঃ পঠেৎ সাধকোত্তমঃ॥ ৩৬১
যঃ পঠেৎ পাঠয়েদ্বাপি শৃণোতি শ্রাবয়েদথ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ স যাতি কালিকাপুরম্॥ ৩৬২

শুক্রানন্দকরী; শুক্রসদানন্দাভিধায়িকা; শুক্রোৎসবা; সদাশুক্রপূর্ণা; শুক্রমনোরমা; শুক্রপূজকসর্ব্বস্বা; শুক্রনিন্দকনাশিনী; শুক্রাত্মিকা; শুক্রসম্পৎ; শুক্রাকর্ষণকারিণী; সারদা; সাধকপ্রাণা; সাধকাসক্তমানসা; সাধকোত্তমসর্ব্বস্বা; সাধকাভক্তরক্তপা; সাধকানন্দসন্তোষা; সাধকানন্দ-কারিণী; আত্মবিদ্যা; ব্রহ্মবিদ্যা; পরব্রহ্মস্বরূপিণী; ত্রিকূটস্থা; পঞ্চকূটা; সর্ব্বকূটশরীরিণী; সর্ব্ববর্ণময়ী ও বর্ণজপমালা-বিধায়িনী। ৩৫৫—৩৫৯

মহাদেবের কথিত শ্রীকালিকার এই নামসহস্র গুহ্য হইতেও গুহ্যতর ও সাক্ষাৎ মহাপাতক বিনাশ করে। নিশীথে অথবা উভয় সন্ধ্যায় পূজাকালে ইহা পাঠ করিলে, সাধকোত্তম ও গাণপত্যপ্রাপ্ত হওয়া যায়। যে-ব্যক্তি ইহা পাঠ করে ও করায় এবং যে ব্যক্তি ইহা শ্রবণ করে বা শ্রবণ করায় সে সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত হইয়া কালিকাপুরে গমন করে। ৩৬০—৩৬২

শ্রদ্ধয়াশ্রদ্ধয়া বাপি যঃ কশ্চিন্মানবঃ স্মরেৎ।
দুর্গং দুর্গশতং তীর্ত্বা স যাতি পরমাং গতিম্॥ ৩৬৩
বন্ধ্যা বা কাকবন্ধ্যা বা মৃতবৎসা চ যাঙ্গনা।
শ্রুত্বা স্তোত্রমিদং পুমান্ লভতে চিরজীবিনঃ॥ ৩৬৪
যং যং কাময়তে কামং পঠন্ স্তোত্রমনুত্তমম্।
দেবীপাদপ্রসাদেন তত্তদাপ্নোতি নিশ্চিতম্॥ ৩৬৫
স্বয়ম্ভুকুসুমৈঃ শুক্রৈঃ সুগন্ধিকুসুমান্বিতৈঃ।
জবাযাবকসিন্দূর-রক্তচন্দনসংযুতৈঃ॥ ৩৬৬
মৎস্যমাংসাদিভির্ধীরো মধুভিঃ সাজ্যপায়সৈঃ।
ভক্ত্যোপনীতৈর্ম্মন্ত্রেণ শোধিতৈঃ সহ পঞ্চমৈঃ॥ ৩৬৭
পঞ্চোপচারনৈবেদ্যৈ-র্ব্বলিভির্ব্বহুশোণিতৈঃ।
ধূপদীপৈর্ম্মহাদেবীং পূজয়িত্বা মনোহরৈঃ॥ ৩৬৮
জপ্ত্বা মহামনুস্তোত্রং পঠেদ্ ভক্তিসমন্বিতঃ।
অনন্যচেতাঃ স্থিরধী-র্মুক্তকেশো দিগম্বরঃ॥ ৩৬৯
শবারূঢ়শ্চিতাস্থো বা শ্মশানালয়মাগতঃ।
শূন্যালয়গতো বাপি শয্যাস্থো বা শিবাত্মকঃ॥ ৩৭০

শ্রদ্ধায় হউক, আর অশ্রদ্ধাতেই হউক, যে-কেহ ইহা স্মরণ করে, সে দুর্গ ও দুর্গশত উত্তরণ করিয়া পরমাগতি প্রাপ্ত হয়। যে স্ত্রীলোক বন্ধ্যা অথবা কাকবন্ধ্যা কিংবা মৃতবৎসা, সে এই স্তোত্র শ্রবণ করিয়া চিরজীবী পুত্র-সকল লাভ করে। এই স্তোত্র পাঠ করিলে, যাহা যাহা কামনা করা যায়, দেবীর প্রসাদে নিশ্চয়ই তৎসমস্ত অধিগত হয়। ৩৬৩—৩৬৫

ভক্তিসহকারে স্বয়ম্ভুকুসুম, শুক্র, সুগন্ধিপুষ্পসমন্বিত জবা, যাবক, সিন্দূর, রক্তচন্দন, মৎস্যমাংসাদি, মধু, সঘৃত পায়স, শোধিত পঞ্চমকার সহিত ও পঞ্চোপচার সহকৃত নৈবেদ্য, বহুশোণিতসংযুক্ত বিবিধ বলি এবং মনোহর ধূপ ও দীপসমূহ নিবেদনপূর্ব্বক ভক্তিসমন্বিত হইয়া মহামন্ত্র জপ করিয়া এই স্তোত্র পাঠ করিবে। যে-ব্যক্তি মুক্তকেশে, নগ্নবেশে, স্থিরমানসে ও অনন্যচিত্তে শবে আরোহণ বা চিতাভূমিতে অবস্থান কিংবা শ্মশানালয়ে

স ভবেৎ কালিকাপুত্র ইতি খ্যাতিমুপাগতঃ।
সর্ব্ববিদ্যাবতাং শ্রেষ্ঠো ধনেন চ ধনাধিপঃ॥ ৩৭১
বায়ুতুল্যবলো লোকে দুর্জ্জয়ঃ শত্রুমর্দ্দনঃ।
সর্ব্বসঙ্কটমুত্তীর্ণঃ সর্ব্বসিদ্ধিসমন্বিতঃ॥ ৩৭২
মধুমত্যা স্বয়ং দেব্যা সেব্যমানঃ স্মরোপমঃ।
মহেশ ইব যোগীন্দ্রঃ সর্ব্বসত্ত্বপুরস্কৃতঃ॥ ৩৭৩
কামিনীকামরূপোঽসৌ সর্ব্বাকর্ষণকারকঃ।
জলসূর্য্যেন্দুবায়ূনাং স্তম্ভকো রাজবল্লভঃ॥ ৩৭৪
যশস্বী সৎকবির্ধীমান্ সন্মন্ত্রী কোকিলস্বরঃ।
বহুপুত্রী গজাশ্বানামীশ্বরো ধার্ম্মিকঃ কৃতী॥ ৩৭৫
মার্কণ্ডেয় ইবায়ুষ্মান্ জরাপলিতবর্জ্জিতঃ।
নবযৌবনযুক্তঃ স্যাদপি বর্ষসহস্রভাক্॥ ৩৭৬
বহু কিং কথ্যতে তস্য পঠতঃ স্তোত্রমুত্তমম্।
ন কিঞ্চিদ্ দুর্ল্লভং লোকে যদ্যন্মনসি বর্ত্ততে॥ ৩৭৭

গমন অথবা শূন্যালয়ে অধিবেশন কিংবা শয্যায় শয়ন করিয়া ঐরূপে পাঠ করে সে শিবময় ও কালিকার পুত্র বলিয়া সর্ব্বদা বিখ্যাত হয় এবং বিদ্বৎ মণ্ডলীর মধ্যে অগ্রগণ্য, ধনে কুবেরতুল্য, বায়ুতুল্য-বলবিশিষ্ট ও সকল লোকের দুর্জ্জয় (অপরাজেয়) হইয়া থাকে এবং শত্রুদিগকে মর্দ্দিত, সর্ব্ববিধ সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হয় এবং সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করে। ৩৬৬—৩৭২

স্বয়ং দেবী মধুমতী তাহার সেবায় প্রবৃত্তা হন। সে মহাদেবের ন্যায় যোগীন্দ্র ও সর্ব্বসত্ত্বের অগ্রণী, কামিনীগণের কামরূপ, সকলের আকর্ষণ-কারক, জল, সূর্য্য ও বায়ুর স্তম্ভক, রাজবল্লভ, যশস্বী, সৎকবি, পরমবুদ্ধিমান্, সকল বিষয়ের সুষ্ঠু সুন্দর মন্ত্রণাদানে সক্ষম, কোকিলের ন্যায় কলকণ্ঠ, বহুপুত্রের জনক, গজ ও অশ্ব সকলের অধীশ্বর, ধার্ম্মিক, কৃতী, মার্কণ্ডেয়ের ন্যায় দীর্ঘায়ু, জরাহীন, পলিতবিহীন, নবযৌবনসম্পন্ন ও বর্ষসহস্রজীবী হইয়া থাকে। ৩৭৩—৩৭৬

ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ।
সর্ব্বমাশু নশ্যত্যেব স্তবস্যাস্য প্রসাদতঃ॥ ৩৭৮
রজস্বলাভগং পশ্যন্ জপ্ত্বা কালীং মহামনুম্।
স্তবেনানেন সংস্তুত্য সাধকঃ কিং ন সাধয়েৎ॥ ৩৭৯
পরদারপরো বাপি জপ্ত্বা মন্ত্রং পঠন্ স্তবম্।
কুবের ইব বিত্তাঢ্যো জায়তে সাধকোত্তমঃ॥ ৩৮০
অষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বা যোনিমামন্ত্র্য তত্ত্ববিৎ।
সংগম্য পঠনাদস্য সর্ব্ববিদ্যেশ্বরো ভবেৎ॥ ৩৮১
দিগম্বরো মুক্তকেশঃ শয্যাস্থো মৈথুনী নরঃ।
জপ্ত্বা স্তুত্বা মহাকালীং খেচরো জায়তেঽচিরাৎ॥ ৩৮২
শুক্রোৎসারণকালে চ জপপূজাপরায়ণঃ।
শ্মশানকালিকাং স্তুত্বা বাণীব সৎকবির্ভবেৎ॥ ৩৮৩

আর অধিক বলিয়া কি হইবে? এই উৎকৃষ্ট স্তোত্র পাঠ করিলে মনে মনে যাহা যাহা কামনা করা যায় তাহার কিছুই দুর্লভ হয় না অর্থাৎ অপ্রাপ্ত থাকে না। ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, চৌর্য্য, গুরুপত্নীগমন প্রভৃতি পাতকসমূহ এই স্তবের প্রসাদে (গুণ মাহাত্ম্যে বা প্রভাবে) আশু (তৎক্ষণাৎ বা সঙ্গে সঙ্গে) বিনষ্ট হয়। রজস্বলানারীর কলামন্দির দর্শন করিয়া কালী ও তাঁহার মহামন্ত্রের জপসহকারে এই স্তোত্রে স্তব করিলে সাধক কি না সাধন করিতে পারে? যে ব্যক্তি পরদারপরায়ণ, মন্ত্রজপপুরঃসর এই স্তব পাঠ করিলে, কুবেরের ন্যায় বিত্তাঢ্য ও সাধক-শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকে। ৩৭৭—৩৮০

তত্ত্ববিৎ সাধক অষ্টোত্তর শত জপ করতঃ যোনি আমন্ত্রণ (আবাহন) করিয়া, সঙ্গমনপুরঃসর এই স্তব পাঠ করিলে যাবতীয় বিদ্যার ঈশ্বর হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি দিগম্বর, মুক্তকেশ, শয্যাস্থ ও মৈথুনী হইয়া মহাকালীর জপ ও স্তব করে, সে অচিরাৎ খেচর (আকাশে বিচরণ) করিয়া থাকে। শুক্র উৎসারণসময়ে জপ ও পূজাপরায়ণ হইয়া শ্মশানকালিকার স্তব করিলে সাক্ষাৎ বাণীর ন্যায় সৎকবি হওয়া যায়। ৩৮১—৩৮৩

আলোকয়ন্ চিন্তয়ন্ বা বিবস্ত্রাং পরযোষিতাম্।
জপ্ত্বা স্তুত্বা মহাকালীং সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩৮৪
সুরতেষু মনুং জপ্ত্বা স্তুত্বা ভগবতীং শিবাম্।
সর্ব্বপাপৈঃ পরিত্যক্তো মানবঃ স্যাৎ শুকোপমঃ ॥ ৩৮৫
কুহূপূর্ণেন্দুসংক্রান্তি-চতুর্দ্দশ্যষ্টমীষু চ।
নবম্যাং মঙ্গলদিনে পঠেৎ স্তোত্রং সুসাধকঃ ॥ ৩৮৬
ভৌমাবাস্যাং নিশীথে চ চতুষ্পথগতো নরঃ।
মাসভক্তবলিং দত্ত্বা সদগ্ধমীনশোণিতম্ ॥ ৩৮৭
অষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বা পঠন্নামসহস্রকম্।
সোঽদর্শনো ভবেদাশু দেবগন্ধর্ব্বসেবিতঃ ॥ ৩৮৮
যেন তেন প্রকারেণ কালীস্তুতিপরায়ণঃ।
স্তম্ভয়েদখিলান্ লোকান্ রাজানমপি মোহয়েৎ ॥ ৩৮৯
আকর্ষয়েদ্দেবকন্যাং বশয়েদপি কেশবম্।
মারয়েদখিলান্ দুষ্টানুচ্চাটয়তি শাত্রবান্ ॥ ৩৯০
নরমার্জ্জারমহিষ-চ্ছাগমূষিকশোণিতৈঃ।
সাস্থিমাংসৈঃ সমধুভিঃ সৌবীরৈর্দুগ্ধপায়সৈঃ ॥ ৩৯১

বসনহীনা পরকীয়া ললনাকে দর্শন বা চিন্তন করিয়া মহাকালীর জপ ও স্তব করিলে সর্ববিধ পাপ হইতে বিনির্মুক্ত হওয়া যায়। সুরতসময়ে মন্ত্র জপ ও ভগবতী শিবার স্তব করিলে লোকে শুকের-সদৃশ ও সর্ববিধ-পাপ-পরিবর্জ্জিত (বিমুক্ত) হইয়া থাকে। সুসাধক অমাবস্যা, পৌর্ণমাসী, সংক্রান্তি, চতুর্দ্দশী, অষ্টমী ও নবমী এই সকল তিথিতে মঙ্গলবারে উল্লিখিত স্তব পাঠ করিবে। ৩৮৪—৩৮৬

অমাবস্যার নিশীথ সময়ে চতুষ্পথে গমন করিয়া দগ্ধ মীন (মৎস্য) ও শোণিত সহিত বলিপ্রদান-পূর্ব্বক অষ্টোত্তরশতবার নামসহস্র জপ করিলে অদর্শন (অনিমাসিদ্ধ) হওয়া যায় এবং দেব ও গন্ধর্ব্বগণ সেবা করে। এই প্রকারে কালীস্তুতিপরায়ণ হইয়া ঐ স্তব পাঠ করিলে, অখিললোক স্তম্ভিত, রাজাকেও মোহিত, দেবকন্যাকেও আকর্ষিত, কেশবকেও বশীভূত,

যোনিক্ষালনতোয়েন[১] ভগলিঙ্গামৃতেন চ।
শুক্রৈঃ পূজাজপান্তে তু কালীং সন্তর্প্য সাধকঃ॥ ৩৯২
সহস্রনামভির্দ্দিব্যৈঃ স্তৌতি ভক্তিপরায়ণঃ।
মাতেব দক্ষিণা তস্য সর্ব্বত্র হিতকারিণী॥ ৩৯৩
পরনিন্দাপরদ্রোহ-পরদারপরায় চ।
খলায় পরতন্ত্রায় ভ্রষ্টায়াসাধকায় চ॥ ৩৯৪
শিবাভক্তায় দুষ্টায় দূষকায় দুরাত্মনে।
হরিভক্তিবিহীনায় পরদারপরায় চ॥ ৩৯৫
পূজাজপবিহীনায় স্ত্রীসুরানিন্দকায় চ।
ন স্তবং দর্শয়েদ্দেবি সন্দর্শ্য শিবহা ভবেৎ॥ ৩৯৬
কুলীনায় মহোৎসায় দুর্গাভক্তিপরায় চ।
বৈষ্ণবায় বিশুদ্ধায় ভক্তিযুক্তায় মন্ত্রিণে॥ ৩৯৭
অদ্বৈতানন্দরূপায় নিবেদিতরতায় চ।
দদ্যাৎ স্তোত্রং মহাকাল্যাঃ সাধকায় শিবাজ্ঞয়া॥ ৩৯৮

যাবতীয় দুষ্টকে বিনাশিত ও সমুদয় শত্রুকে উচ্চাটিত করা যায়। যে-ব্যক্তি অস্থি, মাংস, মধু, দুগ্ধ, পায়স ও যোনিপ্রক্ষালিত জল, ভগলিঙ্গামৃত এবং শুক্রপ্রদানসহকারে জপ ও পূজা করিয়া কালীর তর্পণপূর্ব্বক ভক্তিপরায়ণ হইয়া, দিব্য সহস্রনাম দ্বারা স্তব করে, দক্ষিণাকালিকা জননীর ন্যায় তাহার সর্ব্বত্র হিতকারিণী হন। ৩৮৭—৩৯৩

যে ব্যক্তি পরনিন্দুক, পরদ্রোহী, পরদারপরায়ণ, খল, পরতন্ত্র (পরাধীন, পরবশ), ভ্রষ্ট, অসাধক, শিবভক্তিবিহীন, দুষ্টস্বভাব, দূষক, দুরাত্মা, হরিভক্তিবিহীন, পরদারপর, পূজাজপবর্জ্জিত, স্ত্রী-নিন্দক ও সুরা-নিন্দক তাহাকে এই স্তব দেখাইবে না—দেখাইলে শিবঘাতক হইতে হইবে। যে-ব্যক্তি কুলীন, মহোৎসাহ-সম্পন্ন, দুর্গার প্রতি ভক্তিযুক্ত, বৈষ্ণব, বিশুদ্ধস্বভাব, ভক্তিসংযুক্ত, মন্ত্রসাধনতৎপর ও অদ্বৈতানন্দরূপ ও মহাকালীর সাধক, তাহাকেই শিবাজ্ঞায় এই স্তোত্র প্রদান করিবে। ৩৯৪—৩৯৮

১। যোনিলক্ষণতো যেন।

গুরুবিষ্ণুমহেশানা-মভেদেন মহেশ্বরীম্।
স্বমন্ত্রাং ভাবয়েন্মন্ত্রী মহেশঃ স্যান্ন সংশয়ঃ ॥ ৩৯৯
স শাক্তঃ শিবভক্তশ্চ স এব বৈষ্ণবোত্তমঃ।
সংপূজ্য স্তৌতি যঃ কালীমদ্বৈতভাবমাবহন্ ॥ ৪০০
দেব্যানন্দেন সানন্দো দেবীভক্তেন ভক্তিমান্।
স এব ধন্যো যস্যার্থে মহেশো ব্যগ্রমানসঃ ॥ ৪০১
কাময়িত্বা যথাকামং স্তবমেনমুদীরয়েৎ।
সর্ব্বরোগবিনির্ম্মুক্তো জায়তে মদনোপমঃ ॥ ৪০২
চক্রং বা স্তবমেনং বা ধারয়েদঙ্গসঙ্গতম্।
বিলিখ্য বিধিবৎ সাধুঃ স এব কালিকাতনুঃ ॥ ৪০৩
দেব্যৈ নিবেদিতং যদ্যৎ তস্যাংশং ভক্ষয়েন্নরঃ।
দিব্যদেহধরো ভূত্বা দেব্যাঃ পার্শ্বচরো ভবেৎ ॥ ৪০৪
নৈবেদ্যনিন্দকং দৃষ্ট্বা নৃত্যন্তি যোগিনীগণাঃ।
রক্তপানোদ্যতাঃ সর্ব্বে মাংসাস্থিচর্ব্বণোদ্যতাঃ ॥ ৪০৫

গুরু, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের সহিত অভেদজ্ঞানে মহেশ্বরীর ভাবনা করিলে সাক্ষাৎ মহেশ্বরতুল্য হওয়া যায়—ইহাতে সন্দেহ নাই। যে-ব্যক্তি অদ্বৈতভাব অবলম্বনপূর্ব্বক (অদ্বৈতভাবাপন্ন হইয়া) কালীর বিশেষরূপে পূজা করিয়া স্তব করে, সে-ই শাক্ত, সে-ই শিবভক্ত ও সে-ই বৈষ্ণবোত্তম। যে-ব্যক্তি দেবীর আনন্দেই আনন্দবান্ অর্থাৎ আনন্দানু-ভবাপন্ন হন এবং দেবীর প্রতি ভক্তিতেই ভক্তিমান্, সে-ই ধন্য। মহাদেব তাহারই জন্য ব্যগ্রচিত্ত। ৩৯৯—৪০১

যথাকাম কামনা করিয়া, এই স্তব পাঠ করিলে সর্ব্বরোগবিনির্ম্মুক্ত ও মদন-সদৃশ হইয়া থাকে। যে-ব্যক্তি চক্র বা এই স্তব যথাবিধি লিখিয়া অঙ্গে ধারণ করে, সে-ই সাধু এবং সে-ই কালীদেহ হইয়া থাকে। দেবীকে যে-যে বস্তু নিবেদন করা যায়, তাহা অংশমাত্র ভক্ষণ করিলে দিব্যদেহসম ও দেবীর পার্শ্বচর হওয়া যায়। যে ব্যক্তি নৈবেদ্যের নিন্দা করে, যোগিনীগণ তাহাকে দেখিয়া নৃত্য করে এবং তাহার রক্তপানে উদ্যত ও মাংসাস্থিচর্ব্বণে সমুদ্যত হইয়া থাকে। ৪০২—৪০৫

তস্মান্নিবেদিতং দেব্যৈ দৃষ্ট্বা শ্রুত্বা চ মানবঃ।
ন নিন্দেম্মনসা বাচা সর্ব্বব্যাধিপরাঙ্মুখঃ॥ ৪০৬
আত্মানং কালিকাত্মানং ভাবয়ন্ স্তৌতি যঃ শিবাম্।
শিবোপমং গুরুং ধ্যাত্বা স এব শ্রীসদাশিবঃ॥ ৪০৭
যস্যালয়ে তিষ্ঠতি নূনমেতৎ, স্তোত্রং ভবান্যা লিখিতং বিধিজ্ঞৈঃ।
গোরোচনালক্তককুঙ্কুমাক্ত-সিন্দূরকর্পূরমধুদ্রবেণ॥ ৪০৮
ন তস্য চৌরস্য ভয়ং ন দস্যো-র্ন চোরগস্যাশনিবহ্নিভীতিঃ[১]।
উৎপাতবায়োরপি নাত্র শঙ্কা, লক্ষ্মীঃ স্বয়ং তত্র বসেদলোলা॥ ৪০৯
স্তোত্রং পঠন্নেতদনন্তপুণ্যং, কালীপদাম্ভোজ[২]-পরো মনুষ্যঃ।
বিধানপূজাফলমেব সম্যক্, প্রাপ্নোতি সংপূর্ণমনোরথোঽসৌ॥ ৪১০

এইজন্য দেবীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত দ্রব্য দর্শন বা শ্রবণ করিয়া বাক্য বা মন দ্বারা নিন্দা না করিলে, যাবতীয় ব্যাধি বিদূরিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি স্বীয় আত্মাকে কালিকাত্মা অর্থাৎ কালিকাস্বরূপ ভাবিয়া তাঁহার ধ্যানধারণাসহকারে স্তবস্তুতি করে এবং গুরুকে তাঁহার সদৃশ ভাবিয়া থাকে, সেই ব্যক্তিই সাক্ষাৎ শ্রীসদাশিব। ৪০৬—৪০৭

যে ব্যক্তি বিধিজ্ঞ (শাস্ত্রীয় বিধিনিয়মাভিজ্ঞ) ব্যক্তিগণের সহায়তায় গোরোচনা, অলক্তক, কুঙ্কুমাক্ত, সিন্দূর, কর্পূর ও মধুমুদ্রা দ্বারা ভবানীর এই স্তব লিখাইয়া গৃহে প্রতিষ্ঠাপিত করে, তাহার চৌরভয় থাকে না, তাহার দস্যুভয় দূর হয় এবং সর্প, বজ্র ও অগ্নিভয় দূর হইয়া থাকে। তাহার সেই গৃহে স্বয়ং লক্ষ্মী অচঞ্চলা (অচলা, স্থিরা) হইয়া বাস করেন এবং উৎপাতবায়ুর আশঙ্কা ও পদ গ্রহণ করিতে পারে না। ৪০৮—৪০৯

১। মনোরথো নাশনিবহ্নিভীতিঃ।

২। পদাম্ভোজ—পদ+অম্ভোজ অর্থাৎ পদ (চরণ) রূপ যে অম্ভোজ (পদ্ম বা কমল); পদাম্বুজ, পাদপদ্ম।

মুক্তাঃ শ্রীচরণারবিন্দবিমুখাঃ স্বর্গামিনো ভোগিনো,
ব্রহ্মোপেন্দ্র-শিবাদ্যর্চনসুখং লোকেপ্সিনো লেভিরে।
শ্রীমৎসদগুরুভক্তিপূর্বক-মহাকালী-পদধ্যায়িনো।
ভুক্তিমুক্তিঃ স্বয়ং স্তুতিপরা মুক্তিঃ করস্থায়িনী ॥ ৪১১

ইতি কালিকাকুলসর্বস্বে হররামসংবাদে কালিকাসহস্রনাম-স্তোত্রং সমাপ্তম্।

শ্যামারহস্যে চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ সমাপ্তঃ ॥ ৪ ॥

যে-ব্যক্তি দেবী কালিকার পদারবিন্দে (চরণকমলে) একচিত্ত হইয়া এই অনন্তপুণ্যসম্পন্ন বিশিষ্ট স্তোত্র পাঠ করে, সে পূর্ণমনোরথ হইয়া সম্যক্-প্রকারে বিধানপূজাফল অর্থাৎ বিধিসম্মত পূজাফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৪১০

দেবীর চরণাম্বুজে যাঁরা বিমুখ, তাঁরা স্বর্গগামী ও ভোগী হয়, তাঁরা ব্রহ্মা, ইন্দ্র, শিবাদির অর্চনা করে সেই সেই লোকে গমন করে। আর যাঁরা শ্রীমদ্ সদ্গুরুচরণে ভক্তিপূর্বক শ্রীকালিকার পদ ধ্যান করে তাঁর স্তুতিপরায়ণ হন, ভুক্তি ও মুক্তি তাঁদেরই করতলগত হয়। ৪১১

কালিকাকুলসর্বস্বে হররামসংবাদে কালিকাসহস্রনাম-স্তোত্র সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চমঃ পরিচ্ছেদঃ

অথ মন্ত্রসিদ্ধ্যর্থমাদৌ পুরশ্চরণবিধির্লিখ্যতে।

তদুক্তং কালীতন্ত্রে—

আদৌ পুরক্রিয়াং কুর্য্যাৎ নিয়মেন যথাবিধি।
লক্ষমেকং জপেদ্বিদ্যাং হবিষ্যাশী দিবা শুচিঃ[১] ॥ ১
রাত্রৌ তাম্বূলপূরাস্যঃ শয্যায়াং লক্ষমানতঃ।
ততঃ সিদ্ধমনুর্মন্ত্রী প্রয়োগার্হো ন চান্যথা ॥ ২
জীবহীনো যথা দেহী সর্ব্বকর্ম্মসু ন ক্ষমঃ।
পুরশ্চরণহীনোঽপি তথা মন্ত্রপ্রদায়কঃ ॥ ৩
তস্মাদাদৌ পুরশ্চর্য্যাং কুর্য্যাৎ সাধকসত্তমঃ।
নানাচারং ন কর্ত্তব্যং নোচ্চারণমিতস্ততঃ ॥ ৪
ভূতহিংসা ন কর্ত্তব্যা পশুহিংসা বিশেষতঃ।
বলিদানং বিনা দেব্যা হিংসা সর্ব্বত্র বর্জ্জিতা ॥ ৫

অধুনা মন্ত্রসিদ্ধির জন্য প্রথমে কালীতন্ত্রোক্ত পুরশ্চরণবিধি লিখিত হইতেছে। যথা, প্রথমে যথাবিধি নিয়মানুসারে দিবসে হবিষ্যাশী ও শুচি হইয়া পুরশ্চরণ সম্পন্ন করত একলক্ষ জপ করিবে। তদনন্তর রাত্রিতে তাম্বূলপূরিতাননে শয্যায় শয়ন করিয়া ঐরূপ লক্ষ মানে (সংখ্যাসূচক পরিসংখ্যান অনুসারে) জপ করিতে হইবে। তাহা হইলে, সাধক সিদ্ধমন্ত্র ও প্রয়োগযোগ্য হইবে, অন্যথায় নহে। ১—২

জীবনহীন দেহী যেমন কোন কার্য্যই করিতে পারে না, পুরশ্চরণ-বিহীন মন্ত্রদাতাও তদ্রূপ কোনরূপ প্রয়োগসাধনে সমর্থ হয় না। সেইজন্য সাধকসত্তম আদিতে পুরশ্চর্য্যা (পুরশ্চরণ) করিবে। কখন নানাবিধ আচারে প্রবৃত্ত হইবে না; ইতস্ততঃ বিচরণ করিবে না; ভূতহিংসা (প্রাণিহিংসা) করিবে না; বিশেষতঃ পশুহিংসা পরিহার ও পরিবর্জ্জন করিবে। দেবীর উদ্দেশে

১। শুচিম্।

অস্য[১] মন্ত্রপুরস্কারং নিন্দাঞ্চৈব বিবর্জ্জয়েৎ।
প্রয়োগঞ্চ ততঃ কুর্য্যাৎ সর্ব্বদৈব চ তুর্লভম্॥ ৬

স্বতন্ত্রেঽপি—

দিবা লক্ষং শুচির্ভূত্বা হবিষ্যাশী জপেন্নরঃ।
ততস্তু তদ্দশাংশেন হোময়েদ্ধবিষা প্রিয়ে॥ ৭
তর্পয়েৎ তীর্থতোয়েন পয়সা সর্পিষাপি বা।
মধুনাসবমিশ্রেণ[২] তোয়েন পরমেশ্বরি॥ ৮
দেবীঞ্চাভিষিঞ্চেত্তোয়ৈস্তর্পণঞ্চ দশাংশতঃ।
তদ্দশংাশং হবিষ্যান্নং ভোজয়েদ্ভক্তিতঃ প্রিয়ে॥ ৯
কালীমন্ত্রবিচ্চ[৩] বিদ্বান্ দক্ষিণাং গুরবে দদেৎ।
পাশবং কথিতং কল্পং শৃণুষ্বৈবং ততঃ প্রিয়ে॥ ১০

ফেৎকারিণীয়েঽপি—

ভক্ষ্যাদিনিয়মাহারঃ সকৃদ্রাত্রৌ বিধীয়তে।
দিবা চৈব জপং কুর্য্যাৎ পৌরশ্চারণিকো দ্বিজঃ॥ ১১

বলিদান ব্যতিরেকে আর সর্বত্র হিংসা বর্জন (পরিত্যাগ) করিবে। অন্তমন্ত্র পুরস্কারে (পুরশ্চরণ) নিন্দাও বিবর্জ্জন (সম্যক্ বর্জ্জন) করিবে। অনন্তর প্রয়োগে প্রবৃত্ত হইবে। ৩—৬

স্বতন্ত্রেও বলিয়াছেন, দিবসে হবিষ্যাশী ও শুচি হইয়া লক্ষজপ ও তাহার দশাংশের এক-দশমাংশ অর্থাৎ একলক্ষের দশ ভাগের একভাগের (দশ হাজার পরিসংখ্যায়) ঘৃত দ্বারা হোম করিবে। ওগো পরমেশ্বরি! দিবাভাগে তীর্থবারি, দুগ্ধ, মধু, ঘৃত ও মধুবাসিত মিশ্র জল দ্বারা দেবীকে অভিষিক্ত ও সেই জলের দশাংশভাগ জল দ্বারা তাঁহার তর্পণ করিতে হইবে। প্রিয়ে! ভক্তিসহকারে তাহার দশাংশ হবিষ্যান্ন (ব্রাহ্মণকে) ভোজন করাইয়া কালীমন্ত্রবিৎ বিদ্বান্ ব্যক্তি গুরুকে দক্ষিণা দিবে। এই পাশকল্প কথিত হইল, তাহার পর শ্রবণ কর। ৭—১০

ফেৎকারিণীতেও বলিয়াছেন—রাত্রিতেই একবার ভক্ষ্যাদি নিয়মাহার বিহিত হইয়া থাকে। দিবাভাগে পুরশ্চরণ করিয়া কেবল জপ করিতে

১। অন্ত ২। মধুনা বাসিতা মিশ্রতোয়েন ৩। কালীমন্ত্রবিদো।

গব্যেন দুগ্ধযোগেন[১] চরুণা সহ সর্পিষা।
দধ্না মূলফলৈর্ব্বাপি কুর্য্যাদ্দর্শনমন্বহম্॥ ১২
ব্রহ্মচর্য্যং তথৈবোক্তং স্নানং ত্রিসবনন্তথা[২]।
পূর্ব্বাহ্নে দেবতায়াশ্চ পূজাং কৃত্বা বিশেষতঃ।
সর্ব্বে মন্ত্রাঃ প্রযোক্তব্যাঃ প্রায়শ্চ প্রণবাদিকাঃ॥ ১৩

বারাহীতন্ত্রে চ—

ন চাত্র সিদ্ধিমাপ্নোতি হীনে চ প্রণবান্তরে।
ঠদ্বয়ান্তে ঠদ্বয়ঞ্চ নমোঽন্তে চ নমো ন চ॥ ১৪
বাক্ চৈব কামঃ শক্তিশ্চ প্রণবঃ শ্রীশ্চ কথ্যতে।
তদাদ্যেষু চ মন্ত্রেষু প্রণবং নৈব যোজয়েৎ॥ ১৫
বৈষ্ণবে প্রণবং দদ্যাৎ শৈবে শক্তিং নিয়োজয়েৎ।
শক্তৌ কামং গণেশে চ রমাবীজং ন্যসেৎ পুরঃ॥ ১৬
সূর্য্যে চৈব তদান্যেষাং তার্ত্তীয়ং বিনিযোজয়েৎ।
প্রণবাদ্যং গৃহস্থানাং তচ্ছূন্যং নিষ্ফলং ভবেৎ॥ ১৭

হইবে। গব্য (গাভীজাত ঘৃত) সহ চরু, দধি বা ফল মূল এবং শাক ও যাবক (বোরো ধান, অর্দ্ধপক্ব যব) ভক্ষণ করিবে এবং তিন সন্ধ্যা স্নান ও ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হইবে। পূর্ব্বাহ্নে বিশেষরূপে দেবতার পূজা করিয়া প্রণবাদি (প্রণব—ওঁকার আদিতে যার) যুক্ত সমুদয় মন্ত্র প্রয়োগ করিবে। ১১—১৩

বারাহীতন্ত্রে বলিয়াছেন—প্রণবান্তরবিহীন হইলে, সিদ্ধিলাভে সমর্থ হওয়া যায় না। স্বাহা মন্ত্রের পর স্বাহা ও নমঃ শব্দ প্রয়োগ করিবে না। বাক্‌বীজ, শক্তি, রমাবীজ ও প্রণব—ইহারা পরস্পর সমান (সমগুণ প্রভাব সম্পন্ন)। তদাদ্য মন্ত্রে (অর্থাৎ যে মন্ত্রের আদিতে বীজ-মন্ত্র যুক্ত রহিয়াছে) প্রণব যোজনা করিবে না। ১৪—১৫

বৈষ্ণবমন্ত্রে প্রণব দান করিবে, শৈবে শক্তি নিয়োগ করিবে, শক্তিতে কাম ন্যস্ত করিবে, গাণপত্যে রমাবীজ সন্নিবদ্ধ করিবে, সৌরে ও অন্যান্য

১। শাকযাবকভক্ষ্যাণী।
২। দ্বিসবনং তথা ত্রিসবনং—দ্বি (দুই) ত্রি (তিন) + সবন (স্নান) অর্থাৎ ত্রৈকালীন স্নান; দুই অথবা তিন সন্ধ্যা স্নান।

আন্ত্যস্তয়োর্বনস্থানাং যতীনাং মহতামপি।
অনন্যচেতা আসীনো বাগ্‌যতো বিহিতাশনঃ।
জপ্তব্যা মূলমন্ত্রাশ্চ গুরুবন্দনপূর্ব্বকম্‌॥ ১৮

তারাপ্রদীপে চ—

কূর্ম্মচক্রমুখং বীক্ষ্য চাসনং তত্র কল্পয়েৎ।
চৈনাজিনকুশেষ্বেব সুচিত্রকম্বলেষু বা॥ ১৯
আসনানি প্রকল্প্যাথ সংবিশেৎ সাধকোত্তমঃ।
শরৈর্ব্বা কুশদর্ভে বা ন চর্ম্মণি তথা পুনঃ।
মহাশঙ্খোপরি স্থিত্বা সাধয়িত্বা সাধয়েদ্বা প্রযত্নতঃ॥ ২০

অন্যত্রাপি—

দেবতাগুরুমন্ত্রাণামৈক্যং সম্ভাবয়ন্‌ ধিয়া।
জপেদেকমনাঃ প্রাতঃকালমধ্যন্দিনাবধি॥ ২১
যাবৎসংখ্যং সমারব্ধং তৎ কর্ত্তব্যমবশ্যকম্‌।
যদি ন্যূনাধিকং কুর্য্যাদ্‌ ব্রতভ্রষ্টো ভবেন্নরঃ॥ ২২

মন্ত্র সকলে শক্তি বিনিয়োগ করিবে। গৃহস্থগণের পক্ষে প্রণবান্ত প্রশস্ত। প্রণবশূন্য হইলে কোন ফলই হয় না। বনস্থ যতিগণের এবং মহাত্মাগণের পক্ষে বাগ্‌বীজ ও রমাবীজ বিহিত হইয়া থাকে। বিহিত বিধানে অশনপূর্ব্বক বাগ্‌যত অর্থাৎ সংযতবাক্‌ ও অনন্যচিত্তে আসীন হইয়া গুরুবন্দনা করিয়া মূলমন্ত্র সকল জপ করিবে। ১৬—১৮

তারাপ্রদীপে বলিয়াছেন—কূর্ম্মচক্রমুখদর্শন করিয়া উহাতে আসন কল্পনা করিবে। কুশোপরি মৃগচর্ম্ম অথবা সুচিত্র কম্বলে আসন করিয়া তাহাতে উপবেশন করিবে। শর (খোগড়া—reed) কুশ বা চর্ম্মের আসন নিষিদ্ধ। অথবা মহাশঙ্খের উপরি আসীন হইয়া সানুরাগ অধ্যবসায় ও যত্নসহকারে সাধনা করিবে। ১৯—২০

অন্যত্রও বলিয়াছেন—বুদ্ধিসহকারে দেবতা গুরু ও মন্ত্রের অভেদভাব (অভিন্নতা, একত্ব) চিন্তা করিয়া একমনে প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত জপ করিবে। যতসংখ্যক আরম্ভ করিবে, তাহা অবশ্য পূর্ণ করিবে। ন্যূনাধিক করিলে, ব্রতভ্রষ্ট হইবে। ২১—২২

মুণ্ডমালায়াম্—

প্রাতঃকালং সমারভ্য জপেন্মধ্যন্দিনাবধি।
প্রথমেঽহনি যজ্জপ্তং তজ্জপ্তব্যং দিনে দিনে ॥ ২৩
ন্যূনাধিকং ন জপ্তব্যং আসমাপ্তেঃ[1] সদা জপেৎ।
সংখ্যাপূর্ত্তৌ[2] নিজদ্রব্যৈর্জ্জপসংখ্যাদশাংশতঃ ॥ ২৪
যথোক্তকুণ্ডে জুহুয়াদ্ যথাবিধি সমাহিতঃ।
অথবা প্রত্যহং জপ্ত্বা জুহুয়াত্তদ্দশাংশতঃ।
ততো হোমদশাংশস্তু জলে সংপূজ্য দেবতাম্ ॥ ২৫

তর্পণাদিকং কার্য্যমিত্যাদি। কুলসম্ভবেঽপি—

স্নাতঃ শুক্লাম্বরধরঃ শুচিঃ প্রযতমানসঃ।
দিবা চৈবং প্রকর্ত্তব্যং সর্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে ॥ ২৬

তারাপ্রদীপে চ—

বিবেচ্য বিধিবদ্বিদ্বান্ মণ্ডলং সুমনোহরম্।
তস্মিন্ কলসমারোপ্য কাথতোয়ৈঃ প্রপূরয়েৎ ॥ ২৭

মুণ্ডমালায় বলিয়াছেন—প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত জপ করিবে। প্রথমদিন যে জপ অর্থাৎ যতসংখ্যা জপ করিবে, প্রতিদিন তত পরিমাণে জপ করিতে হইবে। ন্যূনধিক জপ করিবে না। অসমাপ্তিতে (যতক্ষণ সংখ্যা পূর্ণ না হয়) সর্ব্বদা জপ করিবে। সংখ্যা পূর্ণ হইলে নিজ দ্রব্য দ্বারা জপসংখ্যার দশাংশতঃ যথোক্ত কুণ্ডে সমাহিত হইয়া যথাবিধি হোম করিবে। অথবা প্রত্যহ জপ করিয়া, তাহার দশাংশ পরিমাণে হোম করিতে হইবে। অনন্তর জলমধ্যে হোমদশাংশের পরিমাণে দেবতার পূজা করিয়া তর্পণাদি করিবে। ২৩—২৫

কুলসম্ভবে বলিয়াছেন—স্নান করিয়া, শুচি হইয়া, শুক্লবস্ত্র পরিধান করিয়া প্রযতচিত্তে অর্থাৎ সংযত ও পবিত্রমনা হইয়া দিবাভাগে সর্ব্বকামার্থসিদ্ধির জন্য বিহিতবিধানে জপ করিবে। ২৬

তারাপ্রদীপেও বলিয়াছেন—বিদ্বান সাধক বিহিতবিধানে পরমমনোহর মণ্ডল রচনা করিয়া তাহাতে কলস স্থাপনপূর্ব্বক কাথ (নির্য্যাস) সলিলে

১। অসমাপ্তে। ২। সংখ্যাপূর্ণে।

নিক্ষিপ্য নবরত্নানি তত্র গন্ধাষ্টকং পুনঃ।
আবাহ্য পূজয়েত্তত্র দেবীমাবরণৈঃ সহ ॥ ২৮
কলসাগ্রে জপেন্মন্ত্রং সংখ্যায়া পূরণাবধি।
ততঃ পূর্ণং সমাগত্য গুরুদেবো বিধানতঃ ॥ ২৯
অভিষিঞ্চেৎ শিষ্যমূর্দ্ধ্নি কলসোদরবারিভিঃ।
ততঃ শিষ্যঃ প্রযত্নেন ধনাদ্যৈস্তোষয়েদ্ গুরুম্ ॥ ৩০

অথৈবং[১] বিধিনা লক্ষং প্রজপ্য তদ্দশাংশহোমং তদ্দশাংশতর্পণং তদ্দশাংশাভিষেকং তদ্দশাংশব্রাহ্মণভোজনং কারয়েৎ। তদশক্তৌ হোমাদি-সংখ্যাদ্বিগুণজপো বিপ্রেণ কার্য্যঃ। ক্ষত্রিয়েণ ত্রিগুণজপঃ বৈশ্যেন চতুর্গুণ-জপঃ। শূদ্রেণ পঞ্চগুণজপঃ কার্য্যঃ॥ ৩১

তদুক্তং কুলপ্রকাশে—
যদ্ যদঙ্গং বিহীয়েত তৎসংখ্যাদ্বিগুণং জপম্।
কুর্ব্বীত ত্রিচতুঃপঞ্চসংখ্যায়া সাধকোত্তমঃ ॥ ৩২

পরিপূর্ণ করিবে। অনন্তর নবরত্ন নিক্ষেপ করিয়া, পুনরায় গন্ধাষ্টক প্রদান-পূর্ব্বক দেবীকে আবরণের (আবরণ দেবতাগণের) সহিত আবাহন ও পূজা করিবে। যতদিন না জপ পূর্ণ হয়, ততদিন কলসাগ্রে সংখ্যানুসারে মন্ত্র জপ করিতে হইবে। অনন্তর জপ পূর্ণ হইলে, গুরুদেব বিধানানুসারে কলসোদক সলিল দ্বারা শিষ্যের মস্তকে অভিষেক (সিঞ্চন) করিবেন। তখন শিষ্য প্রযত্নসহকারে ধনাদি প্রদান করিয়া গুরুদেবের সন্তোষবিধান করিবে। ২৭—৩০

ঐরূপ বিধানানুসারে লক্ষ জপ, জপের দশাংশ হোম, হোমের দশাংশ তর্পণ, তর্পণের দশাংশ অভিষেক ও অভিষেকের দশাংশ ব্রাহ্মণভোজন করাইবে। তাহাতে অশক্ত হইলে, হোমাদি সংখ্যার দ্বিগুণ জপ করিবে। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ত্রিগুণ জপ বিধেয়। বৈশ্যের চতুর্গুণ এবং শূদ্রের পঞ্চগুণ জপ করিতে হইবে। কুলপ্রকাশে বলিয়াছেন, —যে-যে অঙ্গের হানি (অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানের ব্যত্যয় বা ন্যূন) হইবে, সেই সংখ্যার দ্বিগুণ জপ করিবে। অথবা তিন, চারি ও পাঁচগুণও জপ করিতে হইবে। ৩১—৩২

১। তথৈবং।

অন্যত্রাপি—

হোমকর্ম্মণ্যশক্তানাং বিপ্রাণাং দ্বিগুণো জপঃ।
ইতরেষাঞ্চ বর্ণানাং ত্রিগুণাদিঃ সমীরিতঃ।
গুরুং সন্তোষয়েদেবং মন্ত্রাঃ সিদ্ধন্তি মন্ত্রিণঃ॥ ৩৩

মুণ্ডমালায়াঞ্চ—

হোমাদ্যশক্তো দেবেশি কুর্য্যাত্তু দ্বিগুণং জপঃ।
যদি পূজাদ্যশক্তঃ স্যাৎ দ্রব্যাভাবেন সুন্দরি।
কেবলং জপমাত্রেণ পুরশ্চর্য্যা[১] বিধীয়তে॥ ৩৪

অথাত্র ব্রাহ্মণভোজনমবশ্যমেব।

তদুক্তং কুলপ্রকাশে—

একমঙ্গং বিহীয়েত মন্ত্রসিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ।
অন্নৈশ্চতুর্ব্বিধৈর্দ্দেবি পদার্থৈঃ ষড়্রসৈরপি॥ ৩৫
সুভোজিতেষু বিপ্রেষু সর্ব্বং হি সফলং ভবেৎ।
সম্যক্‌সিদ্ধৈকমন্ত্রস্য পঞ্চাঙ্গোপাসনৈব হি।
সর্ব্বে মন্ত্রাশ্চ সিদ্ধন্তি ত্বৎপ্রসাদাৎ কুলেশ্বরি॥ ৩৬

অন্যত্রও বলিয়াছেন—ব্রাহ্মণগণ হোম করিতে অশক্ত হইলে, দ্বিগুণ জপ করিবেন। অন্যান্য বর্ণগণের পক্ষে ত্রিগুণাদি জপ বিহিত। এইরূপে গুরুকে সন্তুষ্ট করিবে। তাহা হইলে মন্ত্রসকল সিদ্ধ হইবে। ৩৩

মুণ্ডমালায় বলিয়াছেন,—দেবেশি! হোমাদি করিতে অশক্ত হইলে দ্বিগুণ জপ করিবে। সুন্দরি! দ্রব্যাভাবে পূজাদিতে অশক্ত হইলে কেবল জপানুসারে পুরশ্চর্য্যা[১] (পুরশ্চরণ) বিধান (অনুষ্ঠান) করিবে। এস্থলে অবশ্যই ব্রাহ্মণভোজন করাইবে। ৩৪

কুলপ্রকাশেও তাহা বলিয়াছেন—দেবি! চতুর্ব্বিধ অন্নে এবং ষড়্‌বিধ রসপদার্থে ব্রাহ্মণদিগকে সুন্দররূপে ভোজন করাইলে, সমুদায় কার্য্যই সফল হইয়া থাকে। একমাত্র মন্ত্র সম্যগ্‌রূপে সিদ্ধ হইলে, পঞ্চাঙ্গ উপাসনাই বিধিবিহিত হয়। হে কুলেশ্বরি! তোমার প্রসাদে অন্যান্য সমুদায় মন্ত্র সিদ্ধ হইয়া থাকে। ৩৫—৩৬

---

[১] পুরশ্চর্য্যা বা পুরশ্চরণ—স্বীয় অভীষ্ট দেবতার মন্ত্রসিদ্ধ্যর্থ ইষ্টদেবতা পূজাপূর্ব্বক মন্ত্রজপ, হোম, তর্পণাভিষেক এবং ব্রাহ্মণভোজনরূপ পঞ্চাঙ্গ সাধনার নাম পুরশ্চরণ।

অন্যত্রাপি—

সর্ব্বদা ভোজয়েদ্বিপ্রান্ কৃতসাঙ্গত্বসিদ্ধয়ে।
বিপ্রারাধনমাত্রেণ ব্যঙ্গং সাঙ্গং ভবেৎ সদা ॥ ৩৭

তন্ত্রান্তরেঽপি—

কৃত্বা মন্ত্রজপং মন্ত্রী পুরস্কারায় সংযতঃ।
দশাংশং জুহুয়াদগ্নৌ যথোক্তবিধিনা তু যঃ ॥ ৩৮
যদ্বা জপচতুর্থাংশং স্বাহান্তং মূলমুচ্চরন্।
ততো হোমদশাংশন্তু স্বাহান্তং তর্পয়েজ্জলৈঃ ॥ ৩৯
তর্পণস্য দশাংশেন নমোঽন্তং মূলমুচ্চরন্।
অভিষিঞ্চেৎ স্বমূর্দ্ধানং জলৈঃ কুম্ভাখ্যমুদ্রয়া ॥ ৪০

ফেৎকারিণ্যাম্—

স্বাহান্তেনৈব মন্ত্রেণ কুর্য্যাদ্ধোমং বলিন্তথা।
মন্ত্রান্তে নাম সংযোজ্য তর্পয়ামীতি তর্পণম্ ॥ ৪১

ইতি পাশবকল্পম্।

অন্যত্রও বলিয়াছেন—কৃতসাঙ্গত্ব (অর্থাৎ কৃত অনুষ্ঠিত বা সম্পাদিত কর্ম্মের সাঙ্গত্ব পূর্ণাঙ্গ নিখুঁত পরিসমাপ্তি) সিদ্ধির জন্য সর্ব্বদা ব্রাহ্মণভোজন করাইবে। বিপ্রগণের আরাধনা করিবামাত্র অঙ্গহীন কর্ম্মানুষ্ঠানও পূর্ণাঙ্গ হইয়া থাকে। ৩৭

তন্ত্রান্তরেও বলিয়াছেন—মন্ত্রসাধক মন্ত্র জপ করিয়া, পুরশ্চরণের জন্য সংযত হইয়া অগ্নিতে যথোক্তবিধানে দশাংশ হোম করিবে। অথবা জপের চতুর্থাংশ স্বাহান্ত মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, জল দ্বারা হোমের দশাংশ স্বাহান্ত তর্পণ করিবে। তর্পণের দশাংশ নমোন্ত মূলোচ্চারণ সহকারে কুম্ভমুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক জল দ্বারা স্ব-মস্তক অভিষিক্ত করিবে। ৩৮—৪০

ফেৎকারিণীতে বলিয়াছেন—স্বাহান্ত মন্ত্র দ্বারাই হোম ও বলি বিধান করিবে। অনন্তর মন্ত্রান্তে নাম সংযোজনা করিয়া তর্পণ করিতেছি বলিয়া তর্পণ করিতে হইবে। ইহার নাম পাশবকল্প। ৪১

অথ একবীরাকল্পে। বিশেষো যথা—

তদুক্তং কুলচূড়ামণৌ –

পুরশ্চরণকালেঽপি পরযোষাং প্রপূজ্য চ।
দীক্ষিতাং বস্ত্রপুষ্পাদ্যৈর্ভোজ্যৈঃ পায়সসম্ভবৈঃ ॥ ৪২
আরম্ভকালে নিয়তং স্বয়ং পক্বান্নভোজনম্।
নানাবিধং পিষ্টকঞ্চ নানারসসমন্বিতম্ ॥ ৪৩
দুগ্ধং দধি ঘৃতং তক্রং নবনীতং সশর্করম্।
উপলাখণ্ডচূর্ণঞ্চ নানাবিধরসায়নম্ ॥ ৪৪
নারিকেলং কপিত্থঞ্চ নাগরঙ্গং সুদর্শনম্।
লিম্পাকং বীজপূরঞ্চ দাড়িমীফলমুত্তমম্ ॥ ৪৫
নাগরঙ্গফলঞ্চৈব নানাগন্ধবিলেপনম্।
চন্দনং মৃগনাভিঞ্চ শ্রীখণ্ডং নবপল্লবম্ ॥ ৪৬
টঙ্কনং লোধ্রকঞ্চৈব জলজং বনজস্তথা।
নানাশৈলসমুদ্ভূতং নানালঙ্কারভূষিতম্ ॥ ৪৭
শূন্যগেহে সমানীয় চার্ঘ্যোদক-বিশোধিতম্[১]।
অমৃতীকরণং কৃত্বা শক্তিঞ্চাভিমুখং নয়েৎ ॥ ৪৮

একবীরা কল্পেও এইরূপ বলিয়াছেন। বিশেষ যথা—কুলচূড়ামণিতে বলিয়াছেন,—পুরশ্চরণসময়েও দীক্ষিতা পরস্ত্রীর অভ্যর্চ্চনা (অর্চ্চনা) করিয়া বস্ত্র, পুষ্পাদি এবং পায়সাদি বিবিধ ভোজ্যদ্রব্য প্রদান করিবে। আরম্ভকালে স্বয়ং নিয়ত পক্বান্ন ভোজন, নানাবিধ পিষ্টক, বিবিধ রস, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, তক্র, নবনীত, শর্করা, উপলাখণ্ডচূর্ণ, নানাবিধ রসায়ন, নারিকেল, কপিত্থ, নাগরঙ্গ, লিম্পাক, বীজপূর, উত্তম দাড়িম ফল, বিবিধ-গন্ধবিলেপন, চন্দন, মৃগনাভি, শ্রীখণ্ড, নবপল্লব, টঙ্কন, জলজ, বনজ ও শৈলজ লোধ্র এবং নানাবিধ অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া শূন্যগৃহে আনয়ন করিয়া, অর্ঘ্যজল দ্বারা বিশুদ্ধ করতঃ অমৃতীকরণপূর্ব্বক শক্তিসকলের অভিমুখীন করিবে। ৪২—৪৮

১। অর্ঘ্যোদকবিভূষিতম্।

শক্তির্যথা। তদুক্তং তত্রৈব—

ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা শূদ্রা চ কুলভূষণা।

বেশ্যা নাপিতকন্যা চ রজকী রঞ্জকী[১] তথা।

বিশেষবৈদগ্ধ্যযুতাঃ সর্ব্বা এব কুলাঙ্গনাঃ ॥ ৪৯

অথ দীক্ষিতাষ্টশক্তীঃ ক্রমেণ সংস্থাপ্য পূর্ব্ববদ্ঘটার্ঘ্যপাত্রাদিকং স্থাপয়িত্বা অর্ঘ্যোদকেন তাঃ অভ্যুক্ষ্যামৃতমন্ত্রেণ ধেনুমুদ্রয়ামৃতীকৃত্যাষ্টশক্তিরূপভেদং জ্ঞাত্বা ব্রাহ্মণ্যাদ্যষ্টশক্তীনাং সংজ্ঞাভির্নামকরণং ক্রমেণ কৃত্বা আসনাদিকং গন্ধপুষ্পং দদ্যাৎ ॥ ৫০

তদুক্তং তত্রৈব—

অষ্টকন্যারূপভেদং বিলোক্যামর্ষচেষ্টিতম্।

ব্রাহ্মণ্যাদ্যষ্টশক্তীনাং নামভিঃ কৃতসংজ্ঞকাঃ ॥ ৫১

আসনং প্রথমং দত্ত্বা স্বাগতঞ্চ বদেৎ পুনঃ[২]।

অর্ঘ্যং পাদ্যঞ্চ পানীয়ং মধুপর্কং জলং ততঃ[৩] ॥ ৫২

কুলচূড়ামণিতে অষ্টবিধ শক্তি কথিত আছে। যথা—কুলভূষণা ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা, শূদ্রা, বেশ্যা, নাপিতকন্যা, রজকী ও রঞ্জকী (বস্ত্রাদির রঞ্জন—রং-কারিণী)—এই আট প্রকার শক্তি। ইহাদের সকলেরই বিশেষরূপে বৈদগ্ধীযুক্তা ও কুলাঙ্গনা হওয়া আবশ্যক। ৪৯

অনন্তর দীক্ষিতা অষ্টশক্তিকে যথাক্রমে স্থাপন করিয়া, পূর্ব্বের ন্যায় ঘট ও অর্ঘ্যপাত্রাদি স্থাপনপূর্ব্বক অর্ঘোদক দ্বারা অভ্যুক্ষণ ও অমৃতকরণ, মন্ত্র দ্বারা ধেনুমুদ্রাসহ অমৃতীকরণ পুরঃসর অষ্টশক্তির রূপভেদ অবগত হইয়া, ব্রাহ্মণ্যাদি অষ্টশক্তির সংজ্ঞা ও নামকরণ যথাক্রমে সমাহিত (অবহিত ও মীমাংসিত) করিয়া আসনাদি গন্ধপুষ্প দান করিতে হইবে। ৫০

কুলচূড়ামণিতে তাহা বলিয়াছেন। যথা—অষ্টকন্যার রূপভেদে ও অমর্ষচেষ্টিত-বিলোকনপূর্ব্বক (সহনশীল অক্রোধ ও ক্ষমাসুন্দর লোচনে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক) ব্রাহ্মণাদি অষ্ট শক্তির নাম দ্বারা সংজ্ঞাসাধন, পুনঃপুনঃ স্বাগতবাক্য সহকারে আসনসহ অর্ঘ্য, পাদ্য, পানীয়, মধুপর্ক ও জলদান করিবে। ৫১—৫২

১। যোগিনী। ২। আসনঞ্চ ততো দত্ত্বা স্বাগতঞ্চ পুনঃ পুনঃ। ৩। তথা।

স্নাপয়েদ্‌গন্ধপুষ্পাদ্যৈঃ কেশসংস্কারমাচরেৎ।
ধূপয়িত্বা ততঃ কেশান্ কৌশেয়ঞ্চ নিবেদয়েৎ॥ ৫৩
ততঃ স্থানান্তরে পীঠমাস্তীর্য্য পাদুকাদ্বয়ম্।
দত্ত্বা তত্র সমাসীনাং নানালঙ্কারভূষণৈঃ।
ভূষয়িত্বানুলেপনঞ্চ গন্ধং মাল্যং[১] নিবেদয়েৎ॥ ৫৪

ততস্তাং তাং শক্তিং পূজাপ্রকরণোক্তক্রমেণ ধ্যাত্বা তাসাং মূর্দ্ধ্নি ব্রহ্মাণ্যাদিমাতৄঃ সমাবাহ্য জীবন্যাসাদিকং গন্ধপুষ্পধূপদীপান্ নানাদ্রব্যানুরঞ্জনাদিকং দত্ত্বা তাসাং সর্ব্বকর্ণে ক্রমেণ স্তোত্রং পঠেৎ॥ ৫৫

তদুক্তং তত্রৈব—

ততস্তাং তাং শক্তিং সমাবাহ্য মূর্দ্ধ্নি তাসাং সমানয়েৎ।
ভোজ্যং মণ্ডলমধ্যে[২] তু স্বর্ণপাত্রে সুশোভনে॥ ৫৬
চর্ব্ব্যং চোষ্যং লেহ্যং পেয়ং ভক্ষ্যং ভোজ্যং নিবেদয়েৎ।
(অদীক্ষিতা যা স্তাস্তত্র ততো মায়াং নিবেদয়েৎ।)
তাসাং সর্ব্বেষু কর্ণেষু ততঃ স্তোত্রং সমাচরেৎ॥ ৫৭

অনন্তর গন্ধপুষ্পাদি যুক্ত জল দ্বারা স্নান করাইয়া, অষ্টশক্তির কেশসংস্কার করিতে হইবে। তৎপরে স্থানান্তরে পীঠ সমাস্তীর্ণ (আচ্ছাদিত) ও পাদুকাদ্বয় দান করিয়া, উক্ত পীঠে আসীনা হইলে, বিবিধ অলঙ্কার ও ভূষণ দ্বারা ভূষিত করিয়া মাল্য, গন্ধ ও অনুলেপন নিবেদন করিবে। ৫৩—৫৪

অনন্তর পূজাপ্রকরণোক্ত ক্রমানুসারে তত্তৎ শক্তির ধ্যান ও তাহাদের মস্তকে ব্রাহ্মী প্রভৃতি মাতৃকাগণের আবাহন করিয়া জীবন্যাসাদি বিধান ও গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ এবং বিবিধ অনুরঞ্জনাদি প্রদানপূর্ব্বক তাহাদের সব্য (বাম দক্ষিণ উভয়) কর্ণে ক্রমানুসারে স্তোত্র পাঠ করিবে। ৫৫

তাহাতেই বলিয়াছেন, যথা—সেই সেই শক্তিকে সম্যক্‌রূপে আবাহন করিয়া তাহাদের মস্তকে আনয়ন এবং মণ্ডলমধ্যে সুশোভন স্বর্ণপাত্রে চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, ভক্ষ্য, ভোজ্য নিবেদন করিবে। [তাহাদের মধ্যে যাহারা অদীক্ষিত; তাহাদের হ্রীং মন্ত্র দিতে হইবে।] অনন্তর তাহাদের সকলের কর্ণে এইরূপ স্তব পাঠ করিবে। ৫৬—৫৭

১। মাল্যং। ২। মণ্ডলমধ্যে।

মাতর্দ্দেবি নমস্তেঽস্তু ব্রহ্মরূপধরেঽনঘে।
কৃপয়া হর বিঘ্নং মে মন্ত্রসিদ্ধিং প্রযচ্ছ মে ॥ ৫৮
মাহেশি বরদে দেবি পরমানন্দরূপিণি।
কৃপয়া হর বিঘ্নং মে মন্ত্রসিদ্ধিং প্রযচ্ছ মে ॥ ৫৯
কৌমারি সর্ব্ববিদ্যেশে কুমারক্রীড়নে পরে।
কৃপয়া হর বিঘ্নং মে মন্ত্রসিদ্ধিং প্রযচ্ছ মে ॥ ৬০
বিষ্ণুরূপধরে দেবি বিনতাসুতবাহিনি।
কৃপয়া হর বিঘ্নং মে মন্ত্রসিদ্ধিং প্রযচ্ছ মে ॥ ৬১
বারাহি বরদে দেবি দংষ্ট্রোদ্ধৃত-বসুন্ধরে।
কৃপয়া হর বিঘ্নং মে মন্ত্রসিদ্ধিং প্রযচ্ছ মে ॥ ৬২
শক্ররূপধরে দেবি শক্রাদিসুরপূজিতে।
কৃপয়া হর বিঘ্নং মে মন্ত্রসিদ্ধিং প্রযচ্ছ মে ॥ ৬৩
চামুণ্ডে মুণ্ডমালাসৃক্-চর্চ্চিতে বিঘ্ননাশিনি।
কৃপয়া হর বিঘ্নং মে মন্ত্রসিদ্ধিং প্রযচ্ছ মে ॥ ৬৪

হে মাতঃ! হে দেবি! হে ব্রহ্মরূপিণি! হে অনঘে! কৃপাপূর্ব্বক আমার বিঘ্ন হরণ এবং আমাকে মন্ত্রসিদ্ধি প্রদান কর। হে মহেশি! হে বরদে! হে দেবি! হে পরমানন্দরূপিণি! কৃপাপূর্ব্বক আমার বিঘ্ন হরণ ও আমাকে মন্ত্রসিদ্ধি প্রদান কর। হে কৌমারি! হে সর্ব্ববিদ্যার ঈশ্বরি! হে কুমারক্রীড়নে! হে সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপিণি! কৃপাপূর্ব্বক আমার বিঘ্ন হরণ কর ও আমাকে মন্ত্রসিদ্ধি প্রদান কর। ৫৮—৫৯

হে বিষ্ণুরূপধরে! হে দেবি! হে বিনতাসুতবাহিনি! কৃপাপূর্ব্বক আমার বিঘ্ন হরণ কর ও আমাকে মন্ত্রসিদ্ধি প্রদান কর। হে বারাহি! হে বরদে! হে দেবি! হে দংষ্ট্রোদ্ধৃত-বসুন্ধরে! কৃপাপূর্ব্বক আমার বিঘ্ন হরণ কর ও আমাকে মন্ত্রসিদ্ধি প্রদান কর। হে শক্ররূপধরে! হে দেবি! হে শক্রাদি-সুর-পূজিতে! কৃপাপূর্ব্বক আমার বিঘ্ন হরণ কর এবং আমাকে মন্ত্রসিদ্ধি প্রদান কর। ৬০—৬৩

হে চামুণ্ডে! হে মুণ্ডমালাবিগলিত-শোণিতচর্চ্চিতে! হে বিঘ্ননাশিনি! কৃপাপূর্ব্বক আমার বিঘ্নসমূহ অপনোদন কর এবং আমাকে মন্ত্রসিদ্ধি প্রদান

মহালক্ষ্মির্ম্মহামায়ে ক্ষোভসন্তাপনাশিনি।
কৃপয়া হর বিঘ্নং মে মন্ত্রসিদ্ধিং প্রযচ্ছ মে ॥ ৬৫
পিতৃমাতৃময়ে দেবি! পিতৃমাতৃবহিষ্কৃতে[১]।
একে বহুবিধে দেবি দিব্যরূপে নমোঽস্তু তে ॥ ৬৬।
এতৎ স্তোত্রং পঠেদ্ যস্তু কর্ম্মারম্ভেষু সংযতঃ।
বিদগ্ধাং[২] বা সমালোক্য তস্য বিঘ্নো ন জায়তে ॥ ৬৭
কুলীনস্য দ্বারদেবাঃ কথিতাস্তব পুত্রক।
দীক্ষাকালে নিত্যপূজা-সময়ে নার্চ্চয়েদ্ যদি।
তস্য পূজাফলং বৎস নীয়তে যক্ষরাক্ষসৈঃ ॥ ৬৮
[যদি ব্রীড়াপরা সা তু ভোজনে তদ্গৃহাদ্বহিঃ।
স্থিতস্তাবৎ পঠেৎ স্তোত্রং যাবৎতৃপ্তিঃ প্রজায়তে।][৩]
আচম্য মুখবাসাদি তাম্বূলঞ্চ নিবেদয়েৎ ॥ ৬৯

কর। হে মহালক্ষ্মি! হে ক্ষোভসন্তাপবিনাশিনি! কৃপাপূর্ব্বক আমার বিঘ্ন-সকল বিদূরিত করতঃ আমাকে মন্ত্রসিদ্ধি প্রদান কর। হে পিতৃমাতৃময়ে (হে মিতি (জ্ঞান) মাতৃময়ে!) হে দেবি! (হে মিতিমাতৃবহিষ্কৃতে!) হে একে! হে বহুবিধে! হে দেবি! দিব্যবিদ্যারূপধারিণি! তোমাকে নমস্কার। কর্ম্মারম্ভকালে যে-ব্যক্তি সংযতচিত্ত হইয়া, অথবা বিদগ্ধাকে দেখিয়া এই স্তোত্র পাঠ করে, তাহার কখনও কোনরূপ বিঘ্ন ঘটে না ॥ ৬৪—৬৭

বৎস! তোমার নিকট কুলীনের (কুলাচারযুক্ত কৌলের) দ্বারদেবতা-সকল বর্ণন করিয়াছি। যদি দীক্ষাকালে ও নিত্যপূজাসময়ে তাহাদের অর্চ্চনা করা না হয়, তবে যক্ষ ও রাক্ষসগণ তাহার পূজাফল অপহরণ (অন্যায়ভাবে অজ্ঞাতসারে অপরের বস্তু হরণ) করে। ৬৮

যদি তিনি (বিদগ্ধা কুলনায়িকা) ভোজন সময়ে ব্রীড়া (লজ্জা) পরায়ণ হন, তাহা হইলে, সেই গৃহের বাহিরে থাকিয়া, যাবৎ (যতক্ষণ) স্তোত্র পাঠ করিবে, তাবৎ (সেই পর্য্যন্ত) তাহার তৃপ্তি জন্মিবে। আচমন করিয়া মুখবাস (আচমনান্তে সেব্য কর্পূরাদি গন্ধদ্রব্য) এবং তাম্বূল নিবেদন করিবে। ৬৯

১। মিতিমাতৃময়ে দেবি মিতিমাতৃবহিষ্কৃতে ইতি চ পাঠঃ। ২। বহুবিদ্বান্; বিদগ্ধানাং।
৩। তৃতীয়-বন্ধনীস্থ-পঙ্‌ক্তিদ্বয়ম্ ন সর্ব্বত্র দৃশ্যতে।

ততো দদ্যাৎ পুনর্ম্মাল্যং গন্ধচন্দনপঙ্কিলম্[১] ।
বিসৃজ্য প্রদক্ষিণীকৃত্য বরং প্রার্থ্য সুখী ভবেৎ ॥ ৭০
অন্যা যদি ন গচ্ছন্তি নিজকন্যা নিজানুজা ।
অগ্রজা মাতুলানী বা মাতা বা তৎসপত্নিকা ॥ ৭১
বয়সো জাতিতো বাপি হীনা বা পরমা কলা ।
পূজ্যা কুলবরৈঃ সর্ব্বৈর্নিজাহঙ্কারবর্জ্জিতৈঃ ॥ ৭২
সর্ব্বাভাবে একতরা পূজনীয়া প্রযত্নতঃ ।
সংস্কৃতাসংস্কৃতা বাপি সপতির্নিষ্পতিশ্চ যা ॥ ৭৩
পূর্ব্বাভাবে পরা পূজ্যা মদংশযোষিতো যতঃ ।
একশ্চেৎ কুলশাস্ত্রজ্ঞঃ পূজার্হস্তত্র ভৈরব ॥ ৭৪
সর্ব্বে সুরাদয়ঃ পূজ্যাঃ সত্যং ব্রহ্মশিবাদয়ঃ ।
একা চেৎ যুবতী তত্র পূজিতা চাবলোকিতা ॥ ৭৫

অনন্তর পুনরায় গন্ধচন্দনচর্চ্চিত মাল্যদান ও প্রদক্ষিণ করতঃ বরপ্রার্থনা-পূর্ব্বক সুখী হইবে। অন্যা অর্থাৎ অন্য নারী যদি গমন না করে, তাহা হইলে নিজের কন্যা, নিজের অনুজা ও অগ্রজা, মাতুলানী, মাতা বা তাঁহার সপত্নী এবং বয়স বা জাতিতে হীনা হইলেও অন্যান্য পরমা কন্যা—ইহাদিগকে কুলবর ব্যক্তি অহংকার বিসর্জ্জনপূর্ব্বক পূজা করিবে। ৭০—৭২

সকলের অভাবে একটিকে অতিশয় যত্নসহকারে পূজা করিতে হইবে। এবিষয়ে সংস্কৃতা বা অসংস্কৃতা, সধবা বা বিধবা বিচার করিবে না। পূর্ব্বার অভাবে পরার পূজা করিবে। যোষিৎ (নারী) মাত্রই আমার অংশ। হে ভৈরব! কুলশাস্ত্রজ্ঞ যদি একজন পূজিত হন, তবে ব্রহ্মা, শিবাদি ও দেবগণ সকলেই পূজিত হইয়া থাকে। কিন্তু একমাত্র যুবতীও উপস্থিতক্ষেত্রে পূজিতা ও অবলোকিতা হইলে, সমুদায় পরমাদেবীর পূজা করা হয়। ৭৩—৭৫

১। গন্ধচন্দনপঙ্কিতম্ ;

সর্ব্বা এব পরা দেব্যঃ পূজিতাঃ কুলভৈরব।
আদাবন্তে চ মধ্যে চ লক্ষপূর্ত্তৌ বিশেষতঃ ॥ ৭৬
ন পূজয়তি চেৎ কান্তাং তদা বিঘ্নৈর্ব্বিলুপ্যতে।
পূর্ব্বার্জ্জিতফলং নাস্তি কা কথা পরজন্মনি ॥ ৭৭
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন যদীচ্ছেদাত্মনো হিতম্।
মমাপি ক্রোধসন্তাপ-শমনং বিঘ্ননাশনম্।
যত্নতঃ পূজনীয়াঃ স্যুঃ কুলাকুলজনাঃ সুত ॥ ৭৮

অথৈতেন ক্রমেণ লক্ষজপাদৌ মধ্যে অন্তে চ শক্তীঃ পূজয়েৎ। ততো রাত্রৌ প্রথমপ্রহরগতে পঞ্চমেনৈব দেবীং সংপূজ্য রহস্যমালয়া গুরুং শিরসি হৃদি দেবীঞ্চ ধ্যাত্বা শিবোঽহমিতি ভাবয়ন্ জপং কুর্য্যাৎ তৃতীয়প্রহরং যাবৎ। ৭৯

তদুক্তং মুণ্ডমালায়াম্—

গতে তু প্রথমে যামে তৃতীয়প্রহরাবধি।
নিশায়াঞ্চ প্রজপ্তব্যং রাত্রিশেষে জপেন্ন হি ॥ ৮০

হে কুলভৈরব! সকলেই পরমা দেবী, অতএব পূজনীয়া। আদি, অন্ত, মধ্য, বিশেষতঃ, লক্ষ পূরণসময়ে যদি কান্তার পূজা করা না হয়, তাহা হইলে বিঘ্নসমূহের আক্রমণে বিলুপ্ত হইতে হয় এবং পূর্ব্বার্জ্জিত ফলও বিনষ্ট হইয়া থাকে, পরজন্মের কথা আর কি বলিব? অতএব যদি স্বীয় কল্যাণকামনা থাকে এবং আমার ক্রোধসন্তাপ-শান্তি ও বিঘ্নবিনাশের অভিলাষ হয়, তাহা হইলে সর্ব্বপ্রযত্নে কুল ও অকুল জন-সকলকে পূজা করিবে। ৭৬—৭৮

তদনন্তর উল্লিখিত ক্রমানুসারে লক্ষজপের আদি, মধ্য ও অবসানে শক্তিসকলের পূজা করিতে হইবে। অনন্তর রাত্রির প্রথম প্রহর অতীত হইলে, পঞ্চ-মকার দ্বারা দেবীর পূজা করিয়া রহস্যমালাসহায়ে মস্তকে গুরুর ও হৃদয়ে দেবীর ধ্যান করতঃ আত্মাকে শিবস্বরূপ ভাবনা করিয়া জপ করিবে। তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত ঐরূপ জপ করিতে হইবে। মুণ্ডমালায় তাহা বলিয়াছেন। যথা—রাত্রির প্রথম যাম অতীত হইলে, তৃতীয় যাম পর্য্যন্ত জপ করিবে। রাত্রিশেষে জপ করিবে না। ৭৯—৮০

স্বতন্ত্রেঽপি—

রাত্রৌ মাংসাসবৈর্দ্দেবীং পূজয়িত্বা বিধানতঃ।
ততো নগ্নাং স্ত্রিয়ং নগ্নো রমন্ ক্লেদযুতোঽপি বা ॥ ৮১
জপেল্লক্ষং ততো দেবি হোময়েজ্জ্বলিতানলে।
যোনিকুণ্ডে স্থিতে সর্পির্ম্মাংস-মৎস্যযুতং ভৃশম্ ॥ ৮২
দশাংশং তর্পয়েন্মদ্যৈ-র্ম্মাংসমিশ্রৈঃ সুসাধকঃ।
তর্পণস্য দশাংশন্তু অভিষিচ্য জগন্ময়ীম্ ॥ ৮৩
দশাংশং ভোজয়েৎ সাধুঃ সাধকং কালিকাপ্রিয়ম্।
মদ্যং মাংসঞ্চ মৎস্যঞ্চ চর্ব্বণঞ্চ প্রদাপয়েৎ ॥ ৮৪
ততস্তু তোষয়েদ্ভক্ত্যা গুরুং স্বর্ণাদিভিঃ প্রিয়ে।
এতৎ কল্পদ্বয়াদ্দেবি মন্ত্রৈঃ সিধ্যতি নিশ্চিতম্ ॥ ৮৫
বিনা পীত্বা সুরাং ভুক্ত্বা মাংসং গত্বা রজস্বলাম্।
যো জপেদ্দক্ষিণাং দেবীং তস্য দুঃখং পদে পদে ॥ ৮৬

কালীতন্ত্রেঽপি—

তর্পণস্য বিধিং বক্ষ্যে যেন কার্য্যাণি সাধয়েৎ।
তর্পয়েচ্চ পয়োভিশ্চ রক্তধারাযুতৈস্তথা ॥ ৮৭

স্বতন্ত্রেও বলিয়াছেন—রাত্রিতে দেবীকে মাংস ও আসব দ্বারা যথাবিধানে পূজা করিয়া, তৎপরে স্বয়ং নগ্ন হইয়া নগ্না স্ত্রীর সহিত সঙ্গত হইয়া ক্লিন্নদেহে লক্ষজপ ও যোনিকুণ্ডস্থিত প্রজ্জলিত অনলে ঘৃত, মাংস ও মৎস্য দ্বারা হোম করিবে। ৮১—৮২

পরে হোমের দশাংশ মদ্য ও মাংস সহায়ে তর্পণ করিতে হইবে। তর্পণের দশাংশে জগন্ময়ীর অভিষেক করিয়া কালিকার প্রিয়পাত্র সাধককে তাহার দশাংশ ভোজন করাইবে এবং মদ্য, মাংস ও চর্ব্বণ প্রদান করিয়া স্বর্ণাদি সম্প্রদানপূর্ব্বক গুরুর সন্তোষসাধনে ভক্তিসহকারে প্রবৃত্ত হইবে। হে দেবি! এবম্বিধ কল্পদ্বয়ের অনুষ্ঠান করিলে, নিশ্চয়ই মন্ত্রসিদ্ধি হইয়া থাকে। সুরাপান, মাংসভোজন ব্যতীত এবং রজস্বলাগমন না করিয়া, দক্ষিণাকালিকার জপ করিলে, পদে পদেই দুঃখগ্রস্ত হইতে হয়। ৮৩—৮৬

কালীতন্ত্রেও বলিয়াছেন—যাহার দ্বারা কার্য্যমাত্রই সিদ্ধি হয়, সেই তর্পণবিধি বলিব। রক্তধারামিশ্রিত সলিল, মজ্জা, স্বকীয় চুল, আকর্ষিত

মজ্জাভিশ্চ তথা তদ্বৎ স্বকীয়েন কচেন চ।
আকর্ষিতায়াঃ কন্যায়াঃ কুলপ্রক্ষালনেন চ ॥ ৮৮
মেষমাহিষরক্তেন নররক্তেন চৈব হি।
মূষমার্জ্জাররক্তেন তর্পয়েৎ পরদেবতাম্ ॥ ৮৯
এবং তর্পণমাত্রেণ সাক্ষাৎ সিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ।
কবিতা জায়তে তস্য দ্রাক্ষারসপরম্পরা ॥ ৯০
বৃহস্পতিসমো ভূত্বা দিবিবদ্ভুবি মোদতে।
ন তস্য পাপপুণ্যানি জীবন্মুক্তো ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ৯১

উত্তরতন্ত্রেঽপি—

যোনিরূপং হি কুণ্ডং বৈ কৃত্বা বিতস্তিমাত্রতঃ।
হস্তবিস্তারিতস্তাবৎ কৃত্বা চাপি তথাপ্যধঃ ॥ ৯২
তত্র কার্য্যা হি মন্ত্রেণ অগ্নিস্থাপনিকা ক্রিয়া।
মহাকালায় দেবায় দদ্যাচ্চ প্রথমাহুতিম্।
এবং মদ্যেন[১] মাংসেন ভক্তেন রুধিরেণ চ ॥ ৯৩
কৃষ্ণপুষ্পেণ সাজ্যেন সরক্তেন বিশেষতঃ।
আমিষাদিভিরপ্যেবং শ্মশানে জুহুয়াৎ সুধীঃ ॥ ৯৪

কন্যার কুলপ্রক্ষালিত জল, মেষ ও মহিষের রক্ত, নরশোণিত, মূষিক ও মার্জ্জারের অসৃক্ (রক্ত)—এই সকল দ্বারা পরদেবতা কালিকার তর্পণ করিবে। ৮৭—৮৯

তর্পণ করিবামাত্র সাক্ষাৎ সিদ্ধীশ্বর হওয়া যায়। মুখ হইতে দ্রাক্ষারস-পরম্পরার ন্যায় কবিতালহরী বিনির্গলিত (বহিঃনিঃসৃত, বহির্গত) হইয়া থাকে; বৃহস্পতির সমান হইয়া স্বর্গের ন্যায় পৃথিবীতেও পরমসুখে বিহার করা যায়; পাপ-পুণ্য কিছুই থাকে না এবং নিশ্চয়ই জীবন্মুক্তি লাভ হয়। ৯০—৯১

উত্তরতন্ত্রেও বলিয়াছেন—অধোদিকে এক-হস্ত বিস্তারিত বিতস্তি (বিঘত, দ্বাদশাঙ্গুলি অর্থাৎ বার অঙ্গুল পরিমাণ অর্থাৎ হাতের বুড়ো আঙুল হইতে কড়ে আঙুল পর্য্যন্ত, মতান্তরে অর্দ্ধহস্ত প্রমাণ) যোনিরূপ কুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া, তাহাতে মন্ত্রানুসারে অগ্নিস্থাপনক্রিয়া করিবে এবং ভগবান্ মহাকালকে প্রথম আহুতি দিবে। এইরূপে উৎকৃষ্ট মাংস, রুধির, ভক্ত, কৃষ্ণপুষ্প, বিশেষতঃ ঘৃত সহিত রক্ত ও আমিষাদি দ্বারা শ্মশানে হোম করিবে। ৯২—৯৪

১। এবমাজ্যেন।

কুলসম্ভবেঽপি—

রাত্রৌ নগ্নো মুক্তকেশো মৈথুনেনাপি তত্ত্বতঃ।
প্রকর্ত্তব্যং প্রযত্নেন সর্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৯৫
দ্বিজাতীনাঞ্চ[১] সর্ব্বেষাং দিবা বিধিরিহোচ্যতে।
শূদ্রাণাঞ্চ তথা প্রোক্তং রাত্রাবিষ্টং মহাফলম্।
যদ্‌যৎ কাময়তে কামং তত্তদাপ্নোতি নিত্যশঃ ॥ ৯৬

কালিকাশ্রুতৌ চ—

অথ হৈনং কালিকামন্ত্রং জপেৎ[২] যঃ সদা। শ্রদ্ধাত্মজ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তঃ শাম্ভবদীক্ষাসু রতঃ। শাক্তেষু বা দিবা ব্রহ্মচারী রাত্রৌ নগ্নঃ সদা মৈথুনাসক্তমানসঃ। জপপূজাদিনিয়মো যোষিৎসু প্রিয়করঃ সুভগোদকেন তর্পণম্। তেনৈব পূজনং সর্ব্বদা কালীরূপমাত্মানং বিভাবয়েৎ। স সর্ব্বযোষিদাসক্তো ভবতি। সর্ব্বহত্যাং তরতি।

অথ পঞ্চমকারেণ সর্ব্বমাপ্নোতি বিদ্যাং পশুং ধনং ধান্যং সর্ব্ববশঞ্চ, কবিত্বঞ্চ। নান্যঃ পন্থাঃ পন্থা বিদ্যতে যোক্ষায়। জ্ঞানায় ধর্মায় তৎ সর্ব্বং ভূতং ভব্যং যৎ কিঞ্চিদ্ দৃশ্যাদৃশ্যমানং স্থাবরজঙ্গমং তৎ সর্ব্বং।

কুলোদ্ভবেও বলিয়াছেন,—রাত্রিতে নগ্নবেশে আলুলায়িত কেশে মিথুনধর্ম্মের অনুসরণপূর্ব্বক যথাতত্ত্ব যত্নসহকারে সর্ব্বকামার্থসিদ্ধির জন্য কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে। সমুদয় দ্বিজাতির এবং শূদ্রগণেরও দিবাবিধি এস্থলে বর্ণিত হইতেছে। তবে রাত্রিতেই অভীষ্ট মহাফল লাভ হইয়া থাকে। যাহা-যাহা কামনা করা যায়, নিত্য তাহাই হইয়া থাকে। ৯৫—৯৬

কালিকাশ্রুতিতেও বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি সর্বদা শ্রদ্ধাত্মা জ্ঞান ও বৈরাগ্যানুযুক্ত এবং শাম্ভব-দীক্ষা পরায়ণ হইয়া দেবী কালিকার মন্ত্র জপ করে এবং দিবাভাগে ব্রহ্মচারী ও রাত্রিতে মৈথুনাসক্তচিত্ত ও নগ্ন হইয়া জপপূজাদি নিয়মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় এবং যোষিৎগণের প্রিয়কারী হইয়া, সুভগ সলিলে তর্পণ, পূজন ও সর্ব্বদা আত্মাকে কালীরূপে চিন্তন করে, সে সর্ব্বযোষিদাসক্ত ও সর্ব্বহত্যা সমুত্তীর্ণ হইয়া থাকে।

১। দ্বিজানাং চৈব। ২। হৈনাং কালিকামনুজাপী।

কালিকাতন্ত্রে তু তৎ প্রোক্তং—বেদেয়ং শ্রুতং[1] মন্ত্রজাপী স পাপ্মানং তরতি। স তু অগম্যাগমনস্তরতি। স ভ্রূণহত্যাং তরতি, সর্ব্বপাপং তরতি। সর্ব্ব-সুখমাপ্নোতি সর্ব্বং জানাতি সর্ব্বন্যাসী ভবতি স বিবিক্তো ভবতি স সর্ব্ব-বেদাধ্যায়ী ভবতি স সর্ব্বমন্ত্রজাপী ভবতি স সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেত্তা ভবতি স সর্ব্ব-যজ্ঞাধিকারী ভবতি। আবয়োর্মিত্রভূতো ভবতি[2]। ইত্যাহ ভগবান্ শিবঃ। নির্ব্বিকল্পেন মনসা যঃ সর্ব্বং করোতি, অথৈবং পুরশ্চারী প্রয়োগার্হো ভবতি ॥ ৯৭

অথাদৌ শক্তিশুদ্ধির্বিলিখ্যতে, অদীক্ষিতাঙ্গনাসঙ্গান্নিন্দাশ্রুতেঃ।

তদুক্তং ভাবচূড়ামণৌ—

অদীক্ষিতাঙ্গনাসঙ্গাৎ সিদ্ধিহানিঃ প্রজায়তে।
তৎকথাশ্রবণং চেৎ স্যাৎ[3] তত্তল্পাগমনং যদি।
স কুলীনঃ কথং দেবীং পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্ ॥ ৯৮

পঞ্চ-মকার দ্বারা বিত্ত, পশু, ধন, ধান্য, সকলের বশীকরণ, কবিত্ব ইত্যাদি সমস্তই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পন্থা আর নাই। ইহা দ্বারা মোক্ষলাভ, জ্ঞানলাভ ও ধর্ম্মলাভ হয়। ভূত, ভবিষ্যৎ, দৃষ্টাদৃষ্ট (দৃশ্য ও অদৃশ্য) স্থাবর, জঙ্গম, যাহা কিছু সে-সকলই ইহার স্বরূপ।

কালিকাতন্ত্রেও তাহা বলিয়াছেন। যথা—যে-ব্যক্তি মন্ত্র জপ করে, সে শ্রুত ও স্মৃত সমুদয় অবগত হয়, সকল পাপ হইতে উত্তীর্ণ হয়, অগম্যাগমন অতিক্রম করিয়া থাকে, ভ্রূণহত্যার পাতক হইতে মুক্ত হয়।

এইরূপে সে সকল পাপ হইতেই মুক্ত হইয়া থাকে এবং সমুদয় সুখলাভ করে। সর্ব্বজ্ঞ হইয়া থাকে, সর্ব্বসন্ন্যাসী ও সর্ব্বশাস্ত্রার্থের অর্থ অবগত হয়, সর্ব্ববেদাধ্যায়ী, সর্ব্বজাপী, সর্ব্বযজ্ঞের অধিকারী ও সর্ব্ব-কলুষবিনির্মুক্ত এবং আমাদের উভয়ের মিত্র হইয়া থাকে। (পাঠান্তরে —শত্রুগণ মিত্রস্থানীয় হয়।) ভগবান্ শিব এইরূপ বলিয়াছেন। যে-ব্যক্তি নির্ব্বিকল্পচিত্তে সমুদয় করিতে পারে এবং পুরশ্চরণ করিয়া থাকে সে প্রয়োগযোগ্য হয়। ৯৭

এক্ষণে প্রথমে শক্তিশুদ্ধি লিখিত হইতেছে। যেহেতু অদীক্ষিতা অঙ্গনার সংসর্গপ্রযুক্ত লোকনিন্দনীয় হইতে হয়, এইরূপ শ্রুতি প্রসিদ্ধ

১। বৈদিকশ্রুতিঃ। ২। অরয়ো মিত্রভূতা ভবন্তি।
৩। তৎকথাশ্রবণে শ্রদ্ধা।

শ্রীক্রমেঽপি—

সংশোধনমনাচর্য্য স্ত্রীষু মর্ত্ত্যাসু[১] সাধকঃ।
কৃতেঽপি সিদ্ধিহানিঃ স্যাৎ ক্রুদ্ধা ভবতি চণ্ডিকা ॥ ৯৯

তস্মাৎ শক্তিশুদ্ধিঃ কার্য্যা। তদুক্তং কৌলতন্ত্রে -

অভিষেকাদ্ ভবেৎ শুদ্ধির্ম্মন্ত্রস্যোচ্চারণাৎ শ্রুতৌ[২]।
রতিকালে মহেশানি দীক্ষাকালে চ[৩] কন্যকা ॥ ১০০
বলাদ্বা যত্নতোঽপ্যর্থাদভিষেকং সমাচরেৎ।
সুরয়া রেতসা বাপি জলেন মধুনাথবা[৪]।
সম্ভোগেঽভিষিচেন্নারীং রণ্ডাং বা মন্ত্রবর্জ্জিতাম্ ॥ ১০১
আদৌ বালাং সমুচ্চার্য্য ত্রিপুরায়ৈ[৫] সমুচ্চরেৎ।
নমঃ-শব্দং সমুচ্চার্য্য ইমাং কান্তাং ততো বদেৎ ॥ ১০২

আছে। ভাবচূড়ামণিতে তাহা বলিয়াছেন। যথা—অদীক্ষিতা স্ত্রীর সংসর্গ করিলে সিদ্ধিহানি হইয়া থাকে। তাদৃশী স্ত্রীর কথাশ্রবণে শ্রদ্ধা ও তাহার শয্যায় গমন করিলে, সে ব্যক্তি কিরূপে পরমেশ্বরীর পূজা করিতে পারে? শ্রীক্রমেও বলিয়াছেন—সাধক, স্ত্রী-পুরুষের সংশোধন না করিয়া প্রবৃত্ত হইলে সিদ্ধির ব্যাঘাত হয় এবং দেবী চণ্ডিকাও ক্রুদ্ধা হইয়া থাকেন। ৯৮ - ৯৯

সেইজন্য শক্তিশুদ্ধি করিবে। কৌলতন্ত্রে তাহা বলিয়াছেন। যথা—কর্ণে মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক অভিষেকে প্রবৃত্ত হইলে শুদ্ধি হইয়া থাকে। হে মহেশ্বরি! রতিকালে এবং দীক্ষাসময়ে বলপূর্ব্বকই হউক আর যত্নপূর্ব্বকই হউক, বালিকার অভিষেক করিবে। সম্ভোগসময়ে সুরা, শুক্র, জল অথবা মধু দ্বারা রণ্ডা (বেশ্যা, রাঁড়ী,) বা মন্ত্রবর্জ্জিতা স্ত্রীকে অভিষিক্তা করিবে। ১০০—১০১

প্রথমে বালাপদ প্রয়োগ করিয়া, পরে ত্রিপুরায়ৈ শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক, নমঃ শব্দ যোজনানন্তর, (সংযোজন বা সংযুক্ত করিয়া) ইমাং কান্তাং— এইরূপ বলিতে হইবে। তৎপরে 'পবিত্রীকুরু' শব্দ প্রয়োগ করিয়া 'মম

১। মর্ত্ত্যেষু। ২। অভিষেকাদ্ ভাবশুদ্ধির্ম্মন্ত্রোচ্চারণাৎ শুচি।
৩। দীক্ষাগানেন। ৪। মধুনাথবা। ৫। ত্রিপুরাঞ্চ।

পবিত্রীকুরু শব্দান্তে মম শক্তিং কুরু প্রিয়ে।
বহ্নিজায়াং সমুচ্চার্য্য শুদ্ধিমন্ত্রং সুরেশ্বরি ॥ ১০৩
অনেন মনুনা দেবি অভিষিক্তাঃ স্ত্রিয়ঃ সদা ॥ ১০৪
রমমাণো ভবেন্নিত্যং[১] সর্ব্বসিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ।
ইহ লোকে পরং ভোগং ভুক্ত্বা সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১০৫

অন্যত্রাপি—

আনীয় কন্যকাং দিব্যাং ঘৃণালজ্জাবিবর্জ্জিতাম্।
স্বকান্তাং পরকান্তাং বা দীক্ষিতাং যৌবনান্বিতাম্ ॥ ১০৬
পূজকঃ পূজয়েন্নিত্যং বামপার্শ্বে নিবেশ্য চ।
স্বীয়কল্পোক্তবিধিনা ন্যাসজালং প্রবিন্যসেৎ।
ততো জপেৎ স্ত্রিয়ং গচ্ছন্ দেবীং ত্রিভুবনেশ্বরীম্ ॥ ১০৭

শক্তিং কুরু', এইরূপ পদ যোজনা সংযুক্ত করিয়া স্বাহা শব্দ সমুচ্চারণ করিবে। ইহাই শুদ্ধিমন্ত্র। ১০২—১০৩

দেবি! এই মন্ত্র দ্বারা স্ত্রীসকলকে অভিষিক্ত করিয়া সর্ব্বদা তাহাদের সহিত বিহার করিলে সর্ব্বসিদ্ধিলাভ ও ঐহিক যাবতীয় ভোগ সম্ভোগ করিয়া, পরলোকেও পরমসিদ্ধি সঞ্চলন করিতে পারা যায়। ১০৪—১০৫

অন্যত্রও বলিয়াছেন,—স্বীয় কান্তাই হউক বা পরকান্তাই হউক, যাহার ঘৃণা নাই, লজ্জা নাই এবং যাহার দীক্ষা হইয়াছে—এরূপ নবযৌবনশালিনী দিব্যস্বরূপিণী কন্যাকাকে আনয়ন করতঃ বামপার্শ্বে স্থাপনপূর্ব্বক পূজক নিত্য পূজা করিবে এবং স্বকীয়-কল্পোক্ত বিধানে (কুলশাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে) তাহার দেহে ন্যাস সকল করিবে। অনন্তর সেই স্ত্রীর সহিত সঙ্গত হইয়া ত্রিভুবনেশ্বরী দেবীর মন্ত্র জপ করিবে। ১০৬—১০৭

১। ভ্রমেন্নিত্যং।

শক্তৌ বিশেষো,

যথা কুমারীতন্ত্রে—

নটী কাপালিকী[1] বেশ্যা রজকী নাপিতাঙ্গনা।
ব্রাহ্মণী শূদ্রকন্যা চ তথা গোপালকন্যকা।
মালাকারস্য কন্যাপি নব কন্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ১০৮
এতাসু কাঞ্চিদানীয় ততস্তদ্‌যোনিমণ্ডলে।
পূজয়িত্বা মহাদেবীং ততো মৈথুনমারভেৎ॥ ১০৯
ধর্ম্মাধর্ম্মহবির্দীপ্তে আত্মাগ্নৌ মনসা স্রুচা।
সুষুম্নাবর্ত্মনা নিত্যমক্ষবৃত্তীর্জুহোম্যহম্[2]॥ ১১০
স্বাহান্তোঽয়ং মহামন্ত্র আরম্ভে পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ১১১
ততো জপেৎ স্ত্রিয়ং গচ্ছন্ দেবীং ত্রিভুবনেশ্বরীম্।
প্রকাশাকাশহস্তাভ্যামবলম্ব্যোন্মনীস্রুচা[3]॥ ১১২
ধর্ম্মাধর্ম্মকলাস্নেহপূর্ণমগ্নৌ জুহোম্যহম্।
স্বাহান্তোঽয়ং মহামন্ত্রঃ শুক্রত্যাগে প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ১১৩

তন্মধ্যে শক্তির বিশেষ আছে। যথা কুমারীতন্ত্রে বলিয়াছেন—নটী, কপালিকী, বেশ্যা, রজকী, নাপিতাঙ্গনা, ব্রাহ্মণী, শূদ্রকন্যা, গোপকন্যা, মালাকার কন্যা—এই নয় প্রকার শ্রেণীর কন্যা প্রকীর্ত্তিতা (বিখ্যাতা, প্রসিদ্ধা) হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কোন কন্যাকে আনয়ন করত তদীয় কুলাগারে অর্থাৎ যোনিদেশে মহাদেবীর পূজা করিয়া তদনন্তর মিথুনধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে। ১০৮—১০৯

ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ হবি দ্বারা প্রজ্বলিত আত্মারূপ অগ্নিতে মনরূপ স্রুচ* দ্বারা সুষুম্নাবর্ত্মযোগে আমি হোম করিতেছি—ইহাই কার্য্যারম্ভের মহামন্ত্র। ১১০—১১১

অনন্তর স্ত্রীর সহিত সঙ্গত হইয়া ত্রিভুবনেশ্বরী দেবীর জপ করিবে। প্রকাশ ও অপ্রকাশরূপ হস্তদ্বয় সাহায্যে উন্মনীরূপ স্রুচপাত্র অবলম্বন করিয়া ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম-কলারূপ স্নেহপূর্ণ অগ্নিতে হোম করিতেছি। ইহাই শুক্রত্যাগের মহামন্ত্র। ১১২—১১৩

১। কপালিনী।
২। নিত্যমক্ষবৃত্তী জুহোম্যহম্।
৩। প্রকাশাকাশহস্তাভ্যামবলম্ব্য মহীস্রুচম্।

* স্রুচ (স্রুক, স্রুব)—কাষ্ঠনির্মিত যজ্ঞীয় পাত্র। পলাশ বা খদির কাষ্ঠের দর্ব্বি (হাতা) বিশিষ্ট পাশাপাশি ডিম্বাকৃতি দুইটি কোষ থাকে। স্রুক ঘৃত ঢালিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। ধারণার্থ স্রুবের দণ্ড বা হাথোল (handle)।

অথাস্য প্রয়োগঃ। নিশায়াং শক্তিং পূর্ব্বোক্তাং স্ববামভাগে সমানীয়, তস্যা গাত্রে স্বকল্পোক্তন্যাসান্ বিধায়, অদীক্ষিতা চেত্তদা পূর্ব্বোক্তাভিষেক-মন্ত্রেণ তীর্থাদিনা অভিষেকং কৃত্বা তস্যাঃ কর্ণে অভেদবুদ্ধ্যা মন্ত্রমুচ্চারয়েদিতি শক্তিশুদ্ধিঃ। ১১৪

ততো মকারপঞ্চমেন দেবীং সংপূজ্য মূলান্তে ধর্ম্মাধর্ম্মেত্যাদি পঠন্ মাতৃপীঠে পিতৃমুখং দত্ত্বা জপং কুর্য্যাৎ। ততো মূলান্তে প্রকাশাকাশে-ত্যাদি পঠন্ তত্ত্বমুৎসৃজেৎ। অথবা মাতৃপীঠে পিতৃমুখং দত্ত্বা জপং কুর্য্যাৎ। সাবরণাং দেবীং ধ্যাত্বা শিবোঽহমিতি ভাবয়ন্ উভয়োঃ সঙ্গমং কৃত্বা পূর্ব্ব-বজ্জপাদিকং কুর্য্যাদিত্যপরপ্রকারঃ। ১১৫

ইতি মহামহোপাধ্যায়-শ্রীপরমহংসপরিব্রাজক-শ্রীপূর্ণানন্দগিরি-বিরচিতে শ্যামারহস্যে পঞ্চমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ৫ ॥

এক্ষণে ইহার প্রয়োগ লিখিত হইতেছে। নিশাযোগে পূর্ব্বোক্ত শক্তিকে আপনার বামভাগে আনয়ন ও তদীয় গাত্রে স্বকল্পোক্ত ন্যাসবিধান এবং অদীক্ষিতা হইলে, পূর্ব্বোক্ত অভিষেকমন্ত্রে তীর্থাদি দ্বারা অভিষেক কার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক তদীয় কর্ণে অভেদবুদ্ধিতে মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। ইহারই নাম শক্তিশুদ্ধি। ১১৪

অনন্তর মকারপঞ্চম দ্বারা দেবীর পূজা করিয়া মূলান্তে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ হবি দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্মহবির্দ্দীপ্তে...ইত্যাদি পাঠ ও মাতৃপীঠে পিতৃমুখ দান করতঃ জপ করিতে হইবে। অনন্তর, মূলান্তে প্রকাশ ও অপ্রকাশরূপ হস্তদ্বয় দ্বারা ইত্যাদি পাঠ করিয়া তত্ত্ব উৎসর্জ্জন অথবা মাতৃপীঠে পিতৃমুখ দান করিয়া জপ করিবে। পরে আবরণসহিত দেবীর ধ্যান ও আপনাকে শিবস্বরূপ ভাবিয়া, উভয়ের সঙ্গম অর্থাৎ সম্মিলন সাধন করিয়া, পূর্ব্বের ন্যায় জপাদি করিতে হইবে। ১১৫

মহামহোপাধ্যায় শ্রীপরমহংসপরিব্রাজক শ্রীপূর্ণানন্দগিরি বিরচিত শ্যামারহস্যে পঞ্চম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠঃ পরিচ্ছেদঃ

অথ মন্ত্রভেদাঃ নিরূপ্যন্তে।

তদুক্তং সিদ্ধেশ্বরতন্ত্রে—

অথ বক্ষ্যামি তে দেবীং কালিকাং ভবদুঃখহাম্।
যাং জ্ঞাত্বা সাধকো ভোগান্ ভুক্ত্বা মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১
মূকোঽপি কবিতামেতি ধনেন চ ধনাধিপঃ।
বলেন পবনঃ সাক্ষাৎ রূপেণ চ মনোহরঃ ॥ ২
মন্ত্রোদ্ধারং শৃণুষ্বেমং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং প্রিয়ে।
বর্গাদি[১] বহ্নিমারূঢ়ং বামনেত্রেণ সংযুতম্ ॥ ৩
[খান্তাদি বামনেত্রস্থং বহ্নিচন্দ্রসমন্বিতম্।
বীজরত্নমিদং প্রোক্তং সাক্ষাৎ কল্পদ্রুমং প্রিয়ে ॥
মাদনং চন্দ্রবীজস্থং সম্পূর্ণং সিদ্ধিদং মনুম্।]
চন্দ্রার্দ্ধবিন্দুনা মূর্দ্ধ্নি ভূষিতং পরমেশ্বরি।[২]
অস্যৈবাশেষমাহাত্ম্যং বক্তুং নাহং মহেশ্বরি ॥ ৪

এক্ষণে দেবী কালিকার ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রসকল নিরূপিত (স্থিরীকৃত, নির্ণীত) হইতেছে। সিদ্ধেশ্বরতন্ত্রে বলিয়াছেন, যথা—এক্ষণে তোমাকে দেবী কালিকার বৃত্তান্ত বলিব। তিনি ভবদুঃখ মোচন করেন। তাঁহাকে জানিলে, সাধক ভোগসকল ভোগ করিয়া মুক্তিলাভ করে; মূকও কবি হইয়া থাকে এবং ধনে কুবের, বলে পবন ও রূপে সাক্ষাৎ সকলেরই মনোহর (রমণীয়, চিত্তাকর্ষক) হয়। ১—২

প্রিয়ে! যাহা গুহ্য হইতেও গুহ্যতর, সেই মন্ত্রোদ্ধার বলিব, শ্রবণ কর। বর্গাদি অর্থাৎ ক, বহ্নি অর্থাৎ র, বামনেত্র অর্থাৎ দীর্ঘ ঈকার এবং চন্দ্রার্দ্ধ বিন্দু অর্থাৎ চন্দ্রবিন্দু (ঁ)। ইহাদের একত্র সমষ্টিভূত যোগফল যোগে ক্রীঁ (ক্+র্+ঈ+ঁ=ক্রীঁ) এই পদ বিনিষ্পন্ন (সম্পাদিত, নিষ্পন্ন) হয়। ইহাই কালিকাদেবীর মন্ত্র। এই মন্ত্রের মাহাত্ম্য (প্রভাব-শক্তি) বর্ণন করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। ৩—৪

১। খান্তাদি। বর্গ—(১) (ব্যাকরণে) ক চ ট ত পবর্গাদির বর্ণশ্রেণী বা বর্ণমালা: (২) (ধর্মশাস্ত্রে) ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ—ইহার প্রত্যেকটি একটি বর্গ। এই চারিটি একত্রে চতুর্বর্গ।

২। মাদনং চন্দ্রবীজস্থং ভূতস্বর-সমন্বিতম্।
চন্দ্রার্দ্ধবিন্দুভূষাঢ্যং সম্পূর্ণং সিদ্ধিদং মনুম্॥

তথাপি কথ্যতে দেবি সংক্ষেপাদস্য যৎ ফলম্।
মোক্ষার্থী লভতে মোক্ষং কৈবল্যং পরমং পদম্।
দেবীরূপং জগৎ পশ্যেদ্ দ্বৈধং তত্র বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৫

অথ মন্ত্রান্তরং তত্রৈব তদুক্তম্—

মন্ত্রান্তরং প্রবক্ষ্যামি শৃণু পার্ব্বতি সাদরম্।
যস্যারাধনমাত্রেণ সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ ॥ ৬
অপ্রকাশ্যং পরং গুহ্যং ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ।
ন কুত্রাপি সমাখ্যাতং তব স্নেহাদিহোচ্যতে ॥ ৭
পূর্ব্বোক্তমন্ত্ররাজস্য শেষবর্ণদ্বয়ং প্রিয়ে।
সংহারসৃষ্টিমার্গেণ বন্ধুভ্যোঽপি ন দর্শয়েৎ ॥ ৮
মন্ত্রস্য স্মরণাদেব সকৃদপ্যস্য সুন্দরি।
কোটিজন্মার্জ্জিতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি ॥ ৯
ন কুত্রাপি সমাখ্যাতং তব স্নেহাদিহোচ্যতে।
পূর্ব্বোক্ত-মন্ত্ররাজস্য শেষবর্ণদ্বয়ং প্রিয়ে ॥ ১০

তথাপি, সংক্ষেপে ইহার ফল বর্ণনা করিতেছি। মোক্ষার্থী মোক্ষ, কৈবল্য ও পরমপদ (মুক্তি, মোক্ষ) প্রাপ্ত হয়। এই জগৎকে দেবীরূপে দর্শন করিবে। ইহাতে কোনরূপ দ্বৈধ (দ্বিধা বা সংশয়) করিবে না। ৫

অনন্তর সিদ্ধেশ্বরতন্ত্রেই মন্ত্রান্তর বলিয়াছেন, যথা—পার্ব্বতি! মন্ত্রান্তর বলিব, সাদরে শ্রবণ কর। ইহার আরাধনামাত্রেই সর্ব্ববিধ সিদ্ধি অধিকার (আয়ত্ত) করা যায়। ইহা পরমগুহ্য; যাহাকে তাহাকে ইহা দিতে বা প্রকাশ করিতে নাই। আমি কোথাও ইহা বলি নাই। কেবল তোমার প্রতি স্নেহবশতঃই বলিতেছি। ৬—৭

প্রিয়ে! পূর্ব্বোক্ত মন্ত্ররাজের শেষবর্ণদ্বয় সংহারসৃষ্টিমার্গক্রমে বন্ধুদিগকেও দেখাইবে না। ওগো সুন্দরি! এই মন্ত্রের সকৃৎ (একবার) স্মরণমাত্রেই তৎক্ষণাৎ কোটিজন্মার্জ্জিত পাতক (পাপ) বিনষ্ট হয়। ৮—১০

সংহারসৃষ্টিমাত্রেণ মূকঃ কাব্যং করোতি চ।
তস্য দর্শনমাত্রেণ বাদিনো মূকসঙ্কুলাঃ ॥ ১১
দ্বন্দ্বভাবং পরিত্যজ্য কিমন্যদ্বহুজল্পিতৈঃ।
যদ্যৎ প্রার্থয়তে চিত্তে তত্তদাপ্নোতি নিত্যশঃ ॥ ১২
ঋষিঃ স্যাদ্ভৈরবো দেবোঽনুষ্টুপ্ ছন্দঃ প্রকীর্ত্তিতম্।
দেবতা কালিকা প্রোক্তা বর্ণবর্গফলপ্রদা।
ধ্যানমস্যাঃ প্রবক্ষ্যামি শৃণু পার্ব্বতি সাদরম্ ॥ ১৩
নীলেন্দীবরসন্নিভাং ত্রিনয়না-মাপীনতুঙ্গস্তনীম্,
ভাস্বন্মৌলিকিরীটভোগিগগনাং[১] বীণাং ভুজৈর্ব্বিভ্রতীম্।
খড়্গং মুণ্ডবরাভয়ং স্মিতমুখীং মোহান্ধকারাপহা।
ধ্যায়েৎ সম্যগনাকুলেন মনসা প্রেতাসনাং কালিকাম্ ॥ ১৪
এবং ধ্যানপরো দেবি সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ।
উক্তপীঠে মহেশানি ততঃ পূজাং সমাচরেৎ ॥ ১৫

এই মন্ত্র মূককেও (বাক্‌শক্তি হীন) কবি করে; তাহার দর্শনমাত্র বাদিগণও মূক ও নিতান্ত আকুলভাবাপন্ন হইয়া থাকে এবং তৎক্ষণাৎ (তখনই, সেইমুহূর্ত্তে) দ্বন্দ্বভাব (সন্দেহ, সংশয়) ত্যাগ করে। অধিক আর কি বলিব? মনে মনে যাহা যাহা প্রার্থনা করা যায়, নিত্য তাহাই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই মন্ত্রের ঋষি ভৈরব, ছন্দ অনুষ্টুপ, দেবতা কালিকা, বর্ণবর্গ ফল অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চতুর্বর্গ ফল প্রদান করেন। ১১—১৩

পার্ব্বতি! ইহার ধ্যান বলিতেছি. সাদরে শ্রবণ কর। তাঁহার আভা নীল ইন্দীবরের (নীলপদ্ম) ন্যায়; তিনটি নয়ন, পীন (স্থূল) ও উন্নত পয়োধর, ভুজপরম্পরায় (পরের পর ধারাবাহিকভাবে) বীণা, খড়্গ, মুণ্ড, বর ও অভয় শোভমান; মুখমণ্ডল সুস্মিত (সহাস্য), তাঁহাকে দেখিলে বা ভাবিলে মোহান্ধকার দূর হইয়া যায়। প্রেত (শব) তাঁহার আসন। সম্যগ্‌রূপ অনাকুল (অব্যাকুল, নিরুদ্বেগ) চিত্তে সেই কালিকার ধ্যান করিলে, সকল কামনা পূর্ণ হয়। ১৪—১৫

১। লসনাং।

রাত্রৌ দ্বিতীয়যামে চ অশক্তৌ দিবসেঽপি চ।
হোমাদিপাত্রমাদায়[১] কুর্য্যান্মন্ত্রং বিচক্ষণঃ ॥ ১৬
অষ্টপত্রং লিখেৎ পদ্মং চতুর্দ্বারসুশোভিতম্।
তন্মধ্যে ত্রিস্ত্রিকোণং স্যাত্তন্মধ্যে বিলিখেন্মনুম্ ॥ ১৭

অথ দক্ষিণাবৎ প্রাতঃকৃত্যাদি ব্যাপকন্যাসং সমাচরেৎ। তত্র বিশেষো যথা তত্রৈবোক্তং—

আচান্তো মূলমন্ত্রেণ শিখাং বদ্ধা তু মন্ত্রতঃ।
স্বাহান্তং মূলমুচ্চার্য্য সর্ব্ববশ্যকরীতি চ ॥ ১৮
মনুনানেন দেবেশি শিখাবন্ধনমাচরেৎ।
তত উক্ত্বা মূলমন্ত্রং সর্ব্বশুদ্ধিং সমানয় ॥ ১৯
অনেন মনুনা দেবি স্থানশুদ্ধিং সমাচরেৎ।
ষড়্‌দীর্ঘযুক্তেনাদ্যেন ষড়ঙ্গানি ন্যসেদ্বুধঃ ॥ ২০

হে মহেশ্বরি! দ্বিতীয় যামে (প্রহর) পূজা করিতে হইবে—অশক্ত হইলে দিবসে করিবে। বিচক্ষণ ব্যক্তি হোমাদি (পাঠান্তর মতে—স্বর্ণাদি) পাত্র গ্রহণ করিয়া মন্ত্রকরণে প্রবৃত্ত হইবে। চতুর্দ্বারসুশোভিত অষ্ট দলবিশিষ্ট পদ্ম লিখিবে। তন্মধ্যে তিনটি ত্রিকোণ অঙ্কিত করিয়া মন্ত্রবিন্যাস করিবে। ১৬—১৭

অনন্তর দক্ষিণাবৎ প্রাতঃকৃত্যাদি ব্যাপকন্যাস করিবে। তন্মধ্যে বিশেষ এই, তাহাতেই বলিয়াছেন; যথা—মূলমন্ত্রে আচমন ও শিখাবন্ধনপূর্ব্বক স্বাহান্ত সহযোগে মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক সর্ব্ববশ্যকরী, এইরূপ পদ প্রয়োগ করিবে। হে দেবশি! উল্লিখিত মন্ত্রে শিখাবন্ধন করিতে হইবে। অনন্তর মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া 'সর্ব্বশুদ্ধিং সমানয়' —এই পদ প্রয়োগ করিবে। দেবি! এই মন্ত্রে স্থানশুদ্ধি করিতে হইবে। বুদ্ধিমান্ সাধক ষড়্‌দীর্ঘযুক্ত আদ্য বীজ দ্বারা ষড়ঙ্গ বিন্যস্ত করিবে। ১৮—২০

১। হেমাদিপাত্রমাদায়।

ততো যন্ত্রং নিধায় দক্ষিণাবৎ পীঠপূজাং কুর্য্যাৎ, কিন্তু পীঠাশক্তৌ বিশেষঃ। তদুক্তং তত্রৈব—

ব্রহ্মাণীং মঙ্গলাং দুর্গাং জয়ন্তীং বিজয়াং জয়াম্।
বারাহীং ভুবনেশীঞ্চ প্রাগাদিষু চ দিক্ষু চ।
সংপূজ্য গন্ধপুষ্পৈস্তু দেবীং ধ্যায়েৎ সমাহিতঃ॥ ২১
গন্ধাদ্যৈরর্চ্চয়েন্মন্ত্রী আত্মানং দেবতাময়ম্।
শ্বাসমার্গক্রমেণৈব যন্ত্রমধ্যে তু সাধকঃ॥ ২২
সমানীয় ততো দেবীং তত্রাবাহ্য চ মুদ্রয়া।
প্রাণপ্রতিষ্ঠাং কৃত্বা তু পাদ্যাদিভিস্তথার্চ্চয়েৎ॥ ২৩
অনুলেপং প্রযত্নেন দদ্যাদ্ গন্ধাদিভির্যুতম্।
নানাবিধঞ্চ নৈবেদ্যং পায়সং শর্করাযুতম্॥ ২৪
দদ্যাৎ প্রযত্নতো মন্ত্রী বলিঞ্চৈব বিধানতঃ।
ষড়ঙ্গানি প্রপূজ্যাথ তথৈবাবরণং যজেৎ॥ ২৫

অনন্তর যন্ত্র নিহিত করিয়া, দক্ষিণাবৎ (দক্ষিণা কালিকা পূজার ন্যায়) পীঠ পূজা করিবে। কিন্তু পীঠপূজাতে অশক্ত হইলে যে বিশেষ বিধি আছে, তাহা তাহাতেই বলিয়াছেন; যথা—ব্রহ্মাণী, মঙ্গলা, দুর্গা, জয়ন্তী, জয়া, বারাহী, ভুবনেশী,—ইহাদিগকে প্রাগাদি দিক্ সমুদায়ে বিজয়া, গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া, সমাহিতচিত্ত হইয়া দেবীর ধ্যান করিবে। ২১

মন্ত্রসাধক তৎকালে দেবতাময় আত্মাকেও গন্ধাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। সাধক শ্বাসমার্গক্রমেই যন্ত্রমধ্যে দেবীকে আনয়ন এবং মুদ্রাসহকারে আবাহন করিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা (প্রতিমাদিতে মন্ত্রশক্তি দ্বারা দেবতার প্রাণসঞ্চার বা অধিষ্ঠান) করিয়া পাদ্যাদি দ্বারা অর্চ্চনা এবং যত্ন (অনুরাগ ও আগ্রহ) সহকারে গন্ধাদিযুক্ত অনুলেপন, নানাবিধ নৈবেদ্য, শর্করাযুক্ত পায়স এবং বলি—এই সকল যথাবিধানে যত্নপূর্ব্বক প্রদান করিবে। অনন্তর ষড়ঙ্গের পূজা করিয়া, আবরণের অর্চ্চনা করিবে। ২২—২৫

ত্রিকোণে পূজয়েদ্দেবীং কামাখ্যাং ভদ্রকালিকাম্।
ত্রিপুরাঞ্চ সমভ্যর্চ্চ্য বামাবর্ত্তক্রমেণ তু ॥ ২৬
উগ্রচণ্ডাং প্রচণ্ডাঞ্চ ভৈরবীঞ্চাপরে ত্রিকে।
মাহেশ্বরীং মহাদুর্গাং বৈষ্ণবীঞ্চাপরে ত্রিকে ॥ ২৭
ততোঽষ্টদলপত্রে তু ব্রাহ্ম্যাদ্যাঃ পূজয়েৎ ক্রমাৎ।
পদ্মাদ্বহিঃ সমভ্যর্চ্চ্য ভৈরবাষ্টকমেব চ ॥ ২৮
তদ্বহিশ্চাপি দেবেশি দিক্‌পালাংস্তু সমর্চ্চয়েৎ।
স্বাহান্তেনৈব মূলেন দেবীং সাবরণাস্ততঃ ॥ ২৯
পদ্মাদ্যৈরর্চ্চয়িত্বা তু যথাশক্তি জপঞ্চরেৎ।
এবং পূজাপরো দেবি সাধকো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৩০

এবং ক্রমেণ লক্ষং প্রজপ্য তদ্দশাংশং হোমাদিকং কুর্যাৎ। এতৎ প্রমাণমেকাক্ষর্য্যাঃ কল্পেঽপি লিখিতমেব (শম্ভুনা)। তত্, অগ্রে লিখিষ্যামঃ। অথান্যঃ প্রকারঃ। তদুক্তং কালিকাশ্রুতৌ—

অথ সর্ব্বাং বিদ্যাং প্রথমমেকং দ্বয়ং ত্রয়ং বা নামত্রয়পুটিতং বা কৃত্বা জপেৎ। গতিস্তস্যাস্তীতি নান্যস্য ইহ গতিঃ। ওঁ সত্যং তৎ সৎ ॥ ৩১

ত্রিকোণে দেবী কামাখ্যা ও ভদ্রকালীর পূজা করিতে হইবে। এইরূপে বামাবর্ত্তক্রমে অপর ত্রিকোণে ত্রিপুরা, উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা ও ভৈরবীর অর্চ্চনা করিয়া অপর ত্রিকোণে মাহেশ্বরী, মহাদুর্গা ও বৈষ্ণবীর এবং অষ্টদলপত্রে ব্রাহ্মী প্রভৃতির পূজা করিবে। পদ্মের বহির্ভাগে অষ্টভৈরবের অর্চ্চনা করিয়া, তাহার বাহিরে দিক্‌পালগণের পূজা করিতে হইবে। পরে স্বাহান্ত মূলমন্ত্রে পদ্মাদির দ্বারা যথাশক্তি আবরণ দেবতাগণ সহিত দেবীর পূজা ও জপ করিবে। দেবি! সাধক ইন্দ্রিয়গ্রাম (ইন্দ্রিয়সমূহ) জয় করিয়া এইরূপে দেবীর পূজাপরায়ণ (একনিষ্ঠ ও তৎপর) হইবে। ২৬—৩০

এবম্বিধ ক্রমানুসারে লক্ষ জপান্তে তদ্দশাংশ হোমাদি করিবে। ইহার প্রমাণ স্বয়ং শম্ভু একাক্ষরীকল্পেও সঙ্কলনপূর্ব্বক তদন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। তাহা পরে লেখা যাইবে।

এক্ষণে প্রকারান্তর বর্ণিত হইতেছে। কালিকাশ্রুতিতে উহা উক্ত হইয়াছে। অনন্তর এক, দুই, তিন অথবা নামত্রয় পুটিত করিয়া প্রথমে সমুদায় বিদ্যার জপ করিবে। ইহলোকে কেবল তাহারই সদগতি হয়, অন্যের নহে। ৩১

অথ চৈনং গুরুং পরিতোষ্য গো-ভূ-হিরণ্যাদিভির্গৃহ্নীয়াৎ মন্ত্ররাজম্। গুরুস্তমপি শিষ্যায় সৎকুলীনায় বিদ্যাভক্তায় শুশ্রূষবে মন্ত্রং দত্ত্বা (স্ত্রিয়ং স্পৃষ্ট্বা) স্বয়ং পরিপূজ্য নিশায়াং বিহরেৎ। একাকী শিবগেহে লক্ষং তদর্দ্ধং বা জপ্ত্বা দেয়ম্। ওঁ তৎ সৎ। সত্যং নান্যপ্রকারেণ সিদ্ধির্ভবতীহ কালিকামনোর্ব্বা ভবতি ত্রিপুরামনোর্ব্বা[১] সর্ব্বস্য দুর্গামনোর্ব্বা (স্বয়ং শিরোপায়) ইতি ওঁ শিবং। ওঁ তৎসৎ ইতি সর্ব্বাং বিদ্যামিতি পূর্ব্বোক্তদ্বাবিংশত্যক্ষর্য্যাঃ প্রথমবীজং বা বীজদ্বয়ং বা বীজত্রয়ং বা কেবলং নাম বা বীজত্রয়পুটিতং নাম বা জপেদিত্যর্থঃ। ৩২

কালীহৃদয়বিদ্যাঞ্চ সিদ্ধবিদ্যাং মহোদয়াম্।
পুরা যেন যথা জপ্ত্বা সিদ্ধিমাপুর্দ্দিবৌকসঃ॥ ৩৩
কামাক্ষরং বহ্নিসংস্থমিন্দিরানাদবিন্দুভিঃ।
মন্ত্ররাজমিদং খ্যাতং দুর্ল্লভং পাপচেতসাম্॥ ৩৪

অনন্তর গুরুকে গো, ভূ ও হিরণ্যাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া মন্ত্ররাজ (দীক্ষামন্ত্র) গ্রহণ করিবে। গুরুও সৎকুলীন (পুর্ব্বপুরুষানুগত অর্থাৎ বংশপরম্পরাগত বীরভাবাক্রান্ত তান্ত্রিক) বিদ্যাভক্ত, শুশ্রূষাপরায়ণ শিষ্যকে তাহা দান ও স্ত্রীকে স্পর্শ করিয়া স্বয়ং বিশেষরূপে তাহার পূজান্তে নিশাযোগে বিহার করিবেন। একাকী শিবগৃহে লক্ষ বা তাহার অর্দ্ধেক জপ করিয়া শিষ্যকে প্রদান করিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন অন্য প্রকারে কালীমন্ত্রের সিদ্ধি হয় না। ত্রিপুরামন্ত্র এবং দুর্গামন্ত্রেরও উক্ত বিধানে সিদ্ধি (আধ্যাত্মিক সাধনায় সফল বা মনস্কামনা পূর্ণ হওয়া) সমাহিত (নিষ্পাদিত) হইয়া থাকে। এখানে সমুদায় বিদ্যা শব্দ দ্বারা ইহাই বুঝিতে হইবে যে, পূর্ব্বোক্ত দ্বাবিংশত্যক্ষরা বিদ্যার প্রথম বীজ বা বীজদ্বয় অথবা বীজত্রয়পুটিত নাম জপ করিবে। ৩২

কালীহৃদয়বিদ্যাই সিদ্ধবিদ্যা। উহার প্রভাবে চতুর্ব্বর্গ লাভ হইয়া থাকে। দেবগণ পূর্ব্বে এই বিদ্যাই জপ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। কামাক্ষর বহ্নি সংস্থ (একত্রস্থিত বা অবস্থিত) এবং রমা ও নাদবিন্দু-সমন্বিত হইলেই, ঐ বিদ্যার উদ্ধার (সংকলন) হইয়া থাকে। ইহার নাম মন্ত্ররাজ। ইহা পাপচেতাগণের পক্ষে অতি দুর্লভ, কিন্তু পুণ্যচিত্ত

১। ভাবেনেতি ত্রিপুর্ব্বা মনোর্ব্বা।

সুলভং পুণ্যচিত্তানাং সাধকানাং মহাত্মনাম্ ।
ত্রিগুণা তু বিশেষেণ সর্ব্বশাস্ত্রে প্রবোধিকা ॥ ৩৫
অনয়া সদৃশী বিদ্যা অনয়া সদৃশো জপঃ ।
অনয়া সদৃশী পূজা নহি সারস্বতপ্রদা ॥ ৩৬
আকর্ষণ-বশীকার-মারণোচ্চাটনং তথা ।
শান্তি-পুষ্ট্যাদি-কর্ম্মাণি সাধয়েদনয়াচিরাৎ ॥ ৩৭
কিং বক্তব্যমজেনাপি বর্ণিতুং নৈব শক্যতে ।
জিহ্বাকোটি-সহস্রৈস্তু বক্ত্রকোটি-শতৈরপি ॥ ৩৮
অনয়া সদৃশী বিদ্যা অনয়া সদৃশো জপঃ ।
অনয়া সদৃশং জ্ঞানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥ ৩৯
ধ্যানপূজাদিকং সর্ব্বং সসাধনপুরস্ক্রিয়াম্ ।
অনিরুদ্ধসরস্বত্যাঃ সমানাং সমুদীরয়েৎ[১] ॥ ৪০

মহাত্মাগণ অনায়াসে লাভ করেন। বিশেষতঃ, এই বিদ্যা ত্রিগুণশালিনী ও সর্ব্বশাস্ত্রের প্রবোধজননী অর্থাৎ প্রজ্ঞা ও বোধির উদ্রেক বা চেতনা সঞ্চার (জাগরণ)-কারিণী শক্তির উদ্বোধক। ৩৩—৩৫

ইহার সদৃশী বিদ্যা বা ইহার সদৃশ জপ অথবা ইহার সদৃশী সারস্বত-(বিদ্যা) প্রদা নাই। এই বিদ্যার প্রভাবে আকর্ষণ, বশীকরণ, মারণ, উচ্চাটন, শান্তি ও পুষ্ট্যাদি কার্য সমুদায় অচিরাৎ সাধন করা যাইতে পারে। অধিক আর কি বলিব? স্বয়ং ব্রহ্মাও জিহ্বাকোটিসহস্র বা বক্ত্রকোটিশত দ্বারাও ইহার বর্ণনা করিতে পারেন না। ইহার সদৃশী যেমন বিদ্যা নাই অথবা জপও নাই, তেমনি ইহার সদৃশ জ্ঞানও নাই—হইবেও না। সাধন, পুরশ্চরণ এবং ধ্যান ও পূজাদি সমুদয় অনিরুদ্ধ সরস্বতীর (প্রজ্ঞান বিদ্যা) সমান। ৩৬—৪০

১। সমানং সমুদীরয়েৎ ; সমুদীরিতম্ ।

অথ কুলচূড়ামণৌ—

ব্রহ্মা সরস্বতী গুপ্তো দেবতাসুখসংযুতঃ।
বীজব্যক্তিসমাকীর্ণঃ কালীমন্ত্র উদাহৃতঃ॥ ৪১
একং বা দ্বিগুণং বাপি ত্রিগুণং বাপি ভৈরব।
জপ্ত্বা কর্ষয়তি স্বৈরং স্থাবরং জঙ্গমাদিকম্।
এষা গুহ্যা মহাকালী গুহ্যাদ্ গুহ্যতরা স্মৃতা॥ ৪২

সিদ্ধেশ্বরতন্ত্রে চ—

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি একাক্ষরমনুং প্রিয়ে।
যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ জীবন্মুক্তশ্চ সাধকঃ॥ ৪৩
গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং মন্ত্রং ন দেয়ং প্রাণসংশয়ে।
খান্তং হি বহ্নিমারূঢ়ং সব্যোতরদৃগন্বিতম্।
চন্দ্রবিন্দুসমাযুক্তং পরং গুহ্যং মহেশ্বরি॥ ৪৪

অথ বিশেষো যথা। তদুক্তং কুলচূড়ামণৌ—

পূর্ব্বং বীজং পরং শক্তিং বীজেন মূর্ত্তিকল্পনা।
ষড়্দীর্ঘভাজা বীজেন কুর্য্যাদঙ্গানি নামতঃ॥ ৪৫

কুলচূড়ামণিতে বলিয়াছেন—ক্রীং এই কালীমন্ত্র এক বা দ্বিগুণ বা ত্রিগুণ জপ করিলে, ইচ্ছানুসারে স্থাবর ও জঙ্গমাদিকে আকর্ষণ করিতে পারা যায়। এই গুহ্য (অতিশয় গোপনীয়) মহাকালী (মন্ত্র) গুহ্য হইতেও গুহ্যতর। ৪১—৪২

সিদ্ধেশ্বরতন্ত্রেও বলিয়াছেন,—প্রিয়ে! একাক্ষর মহামন্ত্র বলিতেছি, শ্রবণ কর, যাহার বিজ্ঞানমাত্র অর্থাৎ অন্তর্নিহিত তত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধিমাত্র সাধক জীবন্মুক্ত হইয়া থাকে। এই মন্ত্র গুহ্য হইতেও গুহ্যতর—প্রাণসংশয় হইলেও অর্থাৎ ইহা প্রাণান্তেও কাহাকে দিবে না। হে মহেশ্বরি! খান্ত অর্থাৎ ক্ বহ্নিসংস্থ অর্থাৎ রকার-যুক্ত, সব্যোতরদৃগন্বিত অর্থাৎ দীর্ঘ ঈকারবিশিষ্ট এবং চন্দ্রবিন্দুসমাযুক্ত হইলেই 'ক্রীং' এই পদ নিষ্পন্ন হয়। ইহাই পরম গুহ্য একাক্ষর মন্ত্র। ৪৩—৪৪

এ বিষয়ের বিশেষ কুলচূড়ামণিতে বলিয়াছেন। পূর্ব্বে বীজ, পরে শক্তি স্থাপন করিয়া, বীজ দ্বারা মূর্ত্তি কল্পনা করতঃ ছয়টি দীর্ঘস্বরযুক্ত বীজ দ্বারা নামানুসারে অঙ্গ বিধান করিবে। ৪৫

অথাস্য ধ্যানম্। তদুক্তং তত্রৈব—

ধায়েৎ কালীং করালাস্যাং দংষ্ট্রাভীম-বিলোচনাম্।
স্ফুরচ্ছবকরশ্রেণী-কৃতকাঞ্চীং দিগম্বরীম্॥ ৪৬
বীরাসনসমাসীনাং মহাকালোপরি স্থিতাম্।
শ্রুতিমূলসমাকীর্ণ-সৃক্কণীং চণ্ডনাদিনীম্॥ ৪৭
মুণ্ডমালাগলদ্রক্ত-চর্চ্চিতাং পীবরস্তনীম্।
মদিরাস্বাদনাস্ফাল-কম্পিতাখিলমেদিনীম্॥ ৪৮
বামহস্তে খড়্গমুণ্ড-ধারিণীং দক্ষিণে করে।
বরাভয়যুতাং ঘোর-বদনাং লোলজিহ্বিকাম্॥ ৪৯
শকুন্তপক্ষসংযুক্ত-বালকর্ণবিভূষণাম্।
শিবাভির্ঘোররাবাভিঃ সেবিতাং প্রণয়োদিতাম্॥ ৫০
চণ্ডহাসচণ্ডনাদ-চণ্ডাস্ফালৈশ্চ[১] ভৈরবৈঃ।
গৃহীত্বা নরকঙ্কালং জয়শব্দ-পরায়ণৈঃ॥ ৫১

ইহার ধ্যান—তাহাতেই অর্থাৎ এই কুলচূড়ামণিতে উক্ত হইয়াছে। কালীর ধ্যান যথা—তিনি করালবদনা, ভীষণদংষ্ট্রা ও বিলোচনা। তাঁহার কাঞ্চী স্ফুবিলসিত শবকরসমূহে বিরচিত হইয়াছে। তিনি দিগম্বরী, বীরাসনে আসীনা ও মহাকালের উপরি অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার ওষ্ঠপ্রান্ত শ্রুতিমূল পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হইয়াছে। তাঁহার নাদ প্রচণ্ড। মুণ্ডমালা হইতে বিগলিত রুধিরধারায় তাঁহার কলেবর চর্চিত হইয়াছে। তাঁহার স্তনযুগল স্থূল ও উন্নত। তিনি মদিরা পানজনিত আস্ফালনবশে অখিল মেদিনী কম্পমান করিয়াছেন। ৪৬—৪৮

তাঁহার বাম হস্তদ্বয়ে খড়্গ ও মুণ্ড, দক্ষিণ করযুগলে বর ও অভয়। তিনি ঘোরবদনা ও লোলরসনা। ঘোররাবা শিবাসকল তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছে। তিনি সকলের প্রতি প্রণয়পরায়ণা। ভৈরবসকল প্রচণ্ড হাস্য, প্রচণ্ড শব্দ ও প্রচণ্ড আস্ফালনসহকারে নরকঙ্কালসমূহ গ্রহণ করতঃ এবং

১। চণ্ডাকালৈশ্চ।

সেবিতাখিলসিদ্ধৌঘাং[১] মুনিভিঃ সেবিতাং পরাম্।
এবং তাং কালিকাং ধ্যাত্বা পূজয়েৎ কুলনায়কঃ ॥ ৫২
সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা দেবী হেলয়াপি চ চিন্তিতা।
ততঃ সা দক্ষিণা নাম্না ত্রিষু লোকেষু গীয়তে ॥ ৫৩

স্বতন্ত্রেঽপি—

ধ্যানং শৃণু বরারোহে সাধকানাং সুদুর্ল্লভম্।
শবারূঢ়াং মহাভীমাং ঘোরদংষ্ট্রাং বরপ্রদাম্ ॥ ৫৪
হাস্যযুক্তাং ত্রিনেত্রাঞ্চ কপাল-কর্ত্রিকা-করাম্।
মুক্তকেশীং ললজ্জিহ্বাং[২] পিবন্তীং রুধিরং মুহুঃ।
চতুর্ব্বাহুযুতাং দেবীং বরাভয়করাং স্মরেদিতি ॥ ৫৫

অথাস্যাঃ পূজনম্। সিদ্ধেশ্বরতন্ত্রমতেন দক্ষিণাবৎ, কিন্তু অব্যবহিত-বিদ্যাবদিতি।

তদুক্তম্—

ঋষিন্যাসং পূজনঞ্চ দেব্যাস্তু পূর্ববত্তবেদিতি।
পুরশ্চরণেঽপি লক্ষসংখ্যজপঃ কার্য্যঃ ॥ ৫৬

অখিল সিদ্ধসঙ্ঘ ও মুনিগণ জয় জয় শব্দে তাঁহার পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কুলনায়ক এইরূপে কালিকার ধ্যান করিয়া পূজা করিবে। অবহেলায়ও কেহ এই ধ্যান করিলে, তিনি সর্ব্ববিধ সিদ্ধি প্রদান করেন। এইজন্যই তাঁহার নাম ত্রিভুবনে দক্ষিণা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ৪১—৫৩

স্বতন্ত্রেও বলিয়াছেন—অয়ি বরারোহে! সাধকগণের সুদুর্লভ ধ্যান শ্রবণ কর। তিনি শবাসনা, মহাভীষণা, ঘোরদশনা, বরপ্রদা, হাস্যশোভনা, ত্রিলোচন, কপাল ও কর্ত্রিকাধরা, মুক্তকেশা, লোলরসনা, চতুর্ভুজা, বরাভয়করা এবং বারংবার রুধির পান করিতেছেন। এইরূপে তাঁহার ধ্যান করিবে। ৫৪—৫৫

এক্ষণে ইহাঁর পূজা লিখিত হইতেছে। সিদ্ধেশ্বরতন্ত্র মতে ইহা দক্ষিণাবৎ, কিন্তু অব্যবহিত বিদ্যাবৎ। তাহাতেই তাহা বলিয়াছেন। যথা—দেবীর ঋষিন্যাস ও পূজা পূর্বের ন্যায় হইবে। পুরশ্চরণেও লক্ষ সংখ্যায় জপ করিতে হইবে। ৫৬

---

১ সেবিতাং কিল সিদ্ধৌঘৈঃ। ২। লোলজিহ্বাং।

তদুক্তং তত্রৈব—

এবং ধ্যাত্বা জপেন্মন্ত্রং লক্ষমেকং বিধানতঃ।
তদ্দশাংশং বিধানেন ততো হোমাদিকল্পনম্ ॥ ৫৭
পূর্ব্বোক্ত-মন্ত্ররাজস্য জপমেবং বরাননে।
অথান্যৎ সংপ্রবক্ষ্যামি কালিকা-মন্ত্রমুত্তমম্ ॥ ৫৮
যেন বিজ্ঞানমাত্রেণ জীবন্মুক্তশ্চ সাধকঃ।
স্কন্ধারূঢ়মহাকালী শিবাদীশ্বরসংযুতা ॥ ৫৯
চন্দ্রার্দ্ধবিন্দুনাক্রান্তা তৎপরো জ্বলনাক্ষরম্।
নাদবিন্দুকলাসার্দ্ধং মহামন্ত্রোদিতঃ প্রিয়ে ॥ ৬০
(ইন্দ্রারূঢ়-দিবানাথো ৬গতুর্য্যঃ স্বরান্বিতঃ।
কলাবিন্দু-সমাযুক্তঃ কথিতঃ কামতঃ প্রিয়ে ॥)
গোপ্তব্যোঽয়ং মহামন্ত্রো ন দেয়ো যস্য কস্যচিৎ।
গুরুভক্তায় শান্তায় দদ্যাদ্দান্তায় চৈব হি ॥ ৬১
ধ্যানং পূজাদিকং দেবি সর্ব্বং পূর্ব্ববদাচরেৎ।
একলক্ষেণ সিদ্ধিঃ স্যাৎ পুরশ্চরণ-কর্ম্মণীতি ॥ ৬২

তাহাতেই তাহা বলিয়াছেন, যথা—এইরূপে ধ্যান করিয়া, যথাবিধানে একলক্ষ জপ ও তদ্দশাংবিধানে হোমাদিকল্পে প্রবৃত্ত হইবে। বরাননে! পূর্ব্বোক্ত মন্ত্ররাজের এইরূপে জপ করিবে। অধুনা দেবী কালিকার অন্যতম উৎকৃষ্ট মন্ত্র বলিতেছি, যাহার বিজ্ঞানমাত্রে সাধক জীবন্মুক্ত হইয়া থাকে। হ্রীং—এই মহামন্ত্রটি গোপনে রাখিবে। যাহাকে তাহাকে এই মন্ত্র প্রদান করিবে না। যে ব্যক্তি গুরুভক্ত, শান্ত ও দান্ত, তাহাকেই ইহা দিবে। দেবি! ইহার ধ্যান ও পূজাদি সমুদয় পূর্ব্বোক্ত বিধানেই সমাধা করিবে। পুরশ্চরণকার্য্যে একলক্ষ জপে সিদ্ধি হইয়া থাকে।৫৭—৬২

অথ প্রকারান্তরম্। তদুক্তং কালীতন্ত্রে—

অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি মন্ত্রং কল্পদ্রুমং পরম্।
যেন জপ্তেন বিধিবৎ সিদ্ধয়োঽষ্টৌ ভবন্তি হি ॥ ৬৩
যস্য[1] স্মরণমাত্রেণ পলায়ন্তে মহাপদঃ।
যস্য স্মরণমাত্রেণ বাচশ্চিত্রায়তে নৃণাম্।
যজ্জ্ঞানাদমরত্বঞ্চ লভেন্মুক্তিং চতুর্ব্বিধাম্ ॥ ৬৪
যে জপন্তি পরাং দেবীং নিয়মেন চ সংস্থিতাঃ।
দেবাঃ সর্ব্বে নমস্যন্তি কিং পুনর্ম্মানবাদয়ঃ ॥ ৬৫
বৃহস্পতিসমো বাগ্মী ধনৈর্ধনপতির্ভবেৎ।
কামতুল্যশ্চ নারীণাং রিপূণাং স যমোপমঃ ॥ ৬৬
তস্য পাদাম্বুজদ্বন্দ্বং রাজ্ঞাং কিরীটভূষণম্।
তস্য ভূতিং বিলোক্যৈব কুবেরোঽপি তিরস্কৃতঃ ॥ ৬৭

অধুনা প্রকারান্তর বর্ণিত হইতেছে। কালীতন্ত্রে তাহা বলিয়াছেন—ইহার পর সাক্ষাৎ কল্পবৃক্ষসদৃশ সর্ব্বোৎকৃষ্ট মন্ত্র কীর্ত্তন করিব। ইহা বিহিতবিধিবৎ জপ করিলে অষ্টবিধ সিদ্ধি করতলগত হইয়া থাকে। ইহার স্মরণমাত্রেই মহা আপদসমূহও পলায়ন করে এবং লোকের বিচিত্র বাক্যাদি সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। ইহার বিজ্ঞানমাত্রে চতুর্ব্বিধ মুক্তি ও অমরত্ব লাভ হয়। ৬৩—৬৪

যাহারা নিয়মানুসারী হইয়া পরাদেবীর জপ করে, অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিপাদিকা আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষকারিণী মহাদেবীর মহামন্ত্র জপ করে, সমুদয় দেবগণ তাহাদিগকে নমস্কার করিয়া থাকেন। মনুষ্যাদির কথা আর কি বলিব? সে ব্যক্তি বৃহস্পতির সমান বাগ্মী, ধনে ধনপতি, নারীগণের কামতুল্য ও রিপুগণের যমসদৃশ হইয়া থাকে। তাহার পাদাম্বুজযুগল রাজগণের কিরীটভূষণ হয়। তদীয় বিভব দর্শন করিয়াই কুবের তিরস্কৃত হন। ৬৫—৬৭

১। অস্য।

য এনাং চিন্তয়েদ্দেবীং নিয়তং পিতৃকাননে* ।
তস্য চাজ্ঞাকরাঃ সর্ব্বে সিদ্ধয়োঽষ্টৌ ভবন্তি হি ॥ ৬৮
তস্যৈব জননী ধন্যা পিতা তস্য সুরোপমঃ ।
সম্প্রদায়ে চ বক্তা স য এনাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥ ৬৯
অস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ কুলকোটীঃ সমুদ্ধরেৎ ।†
নন্দন্তি পিতরঃ সর্ব্বে গাথাং গায়ন্তি তে মুদা ॥ ৭০
অপি নঃ স কুলে কশ্চিৎ কুলজ্ঞানী ভবিষ্যতি ।
স ধন্যঃ স চ বিজ্ঞানী স কবিঃ স চ পণ্ডিতঃ ॥ ৭১
স কুলীনঃ স চ কৃতী স বশী স চ সাধকঃ ।
স ব্রাহ্মণঃ স বেদজ্ঞঃ সোঽগ্নিহোত্রী স দীক্ষিতঃ ॥ ৭২
স তীর্থসেবী পীঠানাং স নিবাসী স সর্ব্বদঃ ।
স সোমপায়ী স ব্রতী স যজ্বা স পরন্তপঃ ॥ ৭৩
স সন্ন্যাসী স যোগী চ স মুক্তো ব্রহ্মবিচ্চ সঃ ।
স বৈষ্ণবঃ স শৈবশ্চ স সৌরঃ স চ গাণপঃ ॥ ৭৪

যে ব্যক্তি সতত পিতৃকাননে (শ্মশানে) নিয়মপরায়ণ হইয়া এই দেবীর অনুক্ষণ চিন্তা করে, অষ্টসিদ্ধি তাহার ইচ্ছাধীন বা আজ্ঞাবহ হয়। তাঁহারই জননী ধন্যা, তাহারই পিতা দেবোপম। ইহার বিজ্ঞানমাত্রেই কুলকোটি উদ্ধার করিতে পারা যায়। তাহার পিতৃগণ আনন্দিত হন এবং আহ্লাদানন্দভরে এইরূপ গাথা (কাহিনীমূলক গীতিকাব্য) গান করেন। ৬৮—৬৯

আমাদের কুলে কি কেহ কুলজ্ঞানী হইবে? যে ব্যক্তি ইহার প্রকৃত স্বরূপ অবগত আছে, সে-ই ধন্য ও সে-ই বিজ্ঞানী, সে-ই কবি, সে-ই পণ্ডিত, সে-ই কুলীন, সে-ই কৃতী, সে-ই সাধক, সে-ই ব্রাহ্মণ, সে-ই বেদজ্ঞ, সে-ই অগ্নিহোত্রী, সে-ই দীক্ষিত, সে-ই তীর্থসেবী, সে-ই পীঠস্থল সমূহের অধি-নিবাসী, সে-ই সর্ব্বদ (সর্ব্বদাতা, শিব), সোমপায়ী, সে-ই ব্রতী, যোগশীল (পরমাত্মা ধ্যানপরায়ণ), পরন্তপ, সন্ন্যাসী, সে-ই যোগী, সে-ই মুক্ত,

---

* পিতৃকানন—পিতৃপুরুষগণের কানন (গৃহ) : এস্থলে শ্মশান।
† কুলকোটি—শতসহস্রাণাং কোটিমাহর্মনীষিণঃ।

স চ বিজ্ঞানবেত্তা চ য এনাং বেত্তি তত্ত্বতঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বদা।
এনাং ধ্যাত্বা জপেন্মন্ত্রী সুখমোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৭৫
বিদ্যারম্ভং প্রবক্ষ্যামি শৃণু কর্ণাবতংসবৎ।
মায়াদ্বন্দ্বং কূর্চ্চযুগ্মমৈন্দ্রাস্তং[১] মাদনত্রয়ম্ ॥ ৭৬
মায়াবিন্দ্বীশ্বরযুতং দক্ষিণে কালিকে পদম্।
সংহারক্রমযোগেন বীজসপ্তকমুদ্ধরেৎ ॥ ৭৭
একবিংশত্যক্ষরাঢ্য-স্তারাদ্যঃ কালিকামনুঃ।
পূর্ব্বোক্ত-মন্ত্ররাজস্য কুর্য্যাৎ পূজাং বিচক্ষণঃ ॥ ৭৮

ভৈরবতন্ত্রেঽপি –

মায়াদ্বয়ং কূর্চ্চযুগ্মমৈন্দ্রাস্তং মাদনত্রয়ম্।
মায়াবহ্নীশ্বরযুতং[২] দক্ষিণে কালিকে পদম্ ॥ ৭৯
সংহারক্রমযোগেন বীজসপ্তকমুদ্ধরেৎ।
একবিংশত্যক্ষরাঢ্য-স্তারাদ্যো বিশ্বপূজিতঃ ॥ ৮০

সে-ই ব্রহ্মজ্ঞ, সে-ই বৈষ্ণব, সে-ই শৈব, সে-ই সৌর (সূর্য্যোপাসক), সে-ই গাণপত্য এবং সে-ই বিজ্ঞানবেত্তা। সেইজন্য সর্ব্বপ্রযত্নে সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় ইহার ধ্যান জপ করিবে। তাহা হইলে সুখী ও মোক্ষভাগী অর্থাৎ ভববন্ধন হইতে নিষ্কৃতি বা কৈবল্য প্রাপ্তি হইবে। ৭০—৭৫

অধুনা উল্লিখিত বিদ্যারম্ভ (অধ্যাত্মবিদ্যা বা তত্ত্বজ্ঞান; এস্থলে কালী-তারা প্রভৃতি মহাবিদ্যারূপ মন্ত্র অর্থাৎ দেবীমন্ত্র) বলিব। ইহা কর্ণের সাক্ষাৎ অবতংস (ভূষণ), শ্রবণ কর। ওঁ হ্রীং হ্রীং হুং হুং ক্রীং ক্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং, এই একবিংশত্যক্ষর মন্ত্র বিশ্বপূজিত। পূর্ব্বোক্ত দ্বাবিংশত্যক্ষর মন্ত্রের ন্যায় সমস্ত অর্চ্চনা করিবে। ৭৬—৭৮

ভৈরবতন্ত্রেও এই একবিংশত্যক্ষর মন্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহার পরে যাহা প্রয়োগ করিলে, ত্রয়োবিংশত্যক্ষর হইয়া থাকে এবং যাহা ও

১। কূর্চ্চযুগং মৈন্দ্রাদ্যং। ২। মায়াবিন্দ্বীশ্বরযুতং।

আকাশং বামকর্ণেন যুতং বিন্দুবিভূষিতম্।
চতুর্থবীজমাখ্যাতং ত্রৈলোক্যবশকারণম্ ॥ ৮১
স্বাহান্তশ্চ ত্রয়োবিংশত্যক্ষরো মন্ত্ররাজকঃ।
বিংশত্যর্ণা মহাবিদ্যা স্বাহা-প্রণববর্জ্জিতা[১]।
ধ্যানপূজাদিকং সর্ব্বং দক্ষিণাবদুপাচরেৎ ॥ ৮২

সিদ্ধসারস্বততন্ত্রেঽপি—

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি কালিকামন্ত্রমুত্তমম্।
মায়াদ্বয়ং কূর্চ্চযুগ্মমৈন্দ্রান্তং[২] মাদনত্রয়ম্ ॥ ৮৩
মায়াবিন্দ্বীশ্বরযুতং দক্ষিণে কালিকে পদম্।
সংহারক্রমযোগেন বীজসপ্তমমুদ্ধরেৎ ॥ ৮৪
দ্বাবিংশত্যক্ষরী বিদ্যা বহ্নিজায়ান্বিতা শুভা।
কালিকেয়ং মহাবিদ্যা সিদ্ধিদা ভুবনত্রয়ে ॥ ৮৫
মায়াবীজৈঃ ষড়ঙ্গানি মহাদেব্যাঃ প্রকল্পয়েৎ।
ভৈরবোঽনুষ্টুপ্ কালিকা ঋষিশ্ছন্দশ্চ দেবতা[৩] ॥ ৮৬

প্রণব বর্জ্জিত করিলে, বিংশত্যক্ষর মহাবিদ্যারূপে পরিণত হয়। ইহার ধ্যানপূজাদি সমুদয়ই দক্ষিণাবৎ অর্থাৎ দক্ষিণাকালিকা পূজাদির ন্যায় উপাচরণ করিবে। ৭৯—৮২

সিদ্ধেশ্বরতন্ত্রেও বলিয়াছেন, দেবি! উৎকৃষ্ট কালিকামন্ত্র কীর্ত্তন করিব, তুমি তাহা শ্রবণ কর। ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ হুং হুং ক্রীং ক্রীং ক্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং স্বাহা। এই দ্বাবিংশত্যক্ষরা বিদ্যা সাক্ষাৎ কালিকা। ইহার নাম মহাবিদ্যা। ইহা ভুবনত্রয়েই সিদ্ধি প্রদান করে। মায়াবীজ দ্বারা মায়াদেবীর ষড়ঙ্গ কল্পনা করিবে। ইহার ঋষি ভৈরব, ছন্দ অনুষ্টুপ্, ও দেবতা কালিকা। ৮৩—৮৬

১। প্রাণবিবর্জ্জিতা।

২। কূর্চ্চযুগ্মং মৈন্দ্রান্তং।

৩। ভৈরবো হি ঋষিশ্ছন্দোঽনুষ্টুপ্ কালী চ দেবতা।

অথান্যপ্রকারম্। তদুক্তং কালীতন্ত্রে—

অথ বক্ষ্যে মহাবিদ্যাং সিদ্ধবিদ্যাং মহোদয়াম্।
ঈশ্বরেণ পুরা প্রোক্তাং দেবীহৃদয়সংস্থিতাম্॥ ৮৭
অস্যা জ্ঞানপ্রভাবেণ কলয়ামি জগত্রয়ম্।
প্রণবং পূর্ব্বমুচ্চার্য্য হৃল্লেখাবীজমুদ্ধরেৎ॥ ৮৮
রতিবীজং সমুদ্ধৃত্য পপঞ্চম-ভগান্বিতম্।
ঠদ্বয়েন সমাযুক্তা বিদ্যারাজ্ঞী প্রকীর্ত্তিতা॥ ৮৯
অনয়া সদৃশী বিদ্যা কালীতন্ত্রে সুগোপিতা।
বীজঞ্চ বীজমস্যাশ্চ হৃল্লেখা শক্তিরুচ্যতে† ॥ ৯০
[ভৈরবোঽস্য ঋষিঃ প্রোক্তো বিরাট্ছন্দ উদাহৃতম্।
সিদ্ধিকালী ব্রহ্মরূপা দেবতা ভুবনেশ্বরী।
রতিবীজং বীজমস্যা হৃল্লেখা শক্তিরুচ্যতে॥]*

কালীতন্ত্রে প্রকারান্তর (অন্যপ্রকার) বলিয়াছেন। যথা—যাহা দ্বারা ইষ্ট লাভ বা নির্ব্বাণমুক্তি লাভ হয়, সেই সিদ্ধবিদ্যা মহাবিদ্যা কীর্ত্তন করিব। দেবীর হৃদয়সংস্থিতা এই বিদ্যা মহাদেব স্বয়ং পূর্ব্বে বলিয়াছেন। আমি ইহারই জ্ঞানপ্রভাবে ত্রিভুবনের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করিয়া থাকি। প্রথমে প্রণব উচ্চারণপূর্ব্বক তৎপরে হৃল্লেখাবীজ অর্থাৎ হ্রীং এই পদ প্রয়োগ করিবে। তদনন্তর রতিবীজ অর্থাৎ ক্রীং বিন্যস্ত করিয়া, ভগান্বিত অর্থাৎ এ-কার সংযুক্ত প-পঞ্চম অর্থাৎ ম যোজনা করিয়া, তাহার সহিত অন্বিত করিবে। ইহার সাকল্যে (সমুদয়, সমষ্টি) প্রয়োগ এই—ওঁ হ্রীং ক্রীঁ মে স্বাহা। ইহার নাম বিদ্যারাজ্ঞী। ৮৭-৮৯

কালীতন্ত্রে ইহার সদৃশী বিদ্যা পরমগোপনে রক্ষিত হইয়াছে। বীজ ইহার বীজ, হৃল্লেখা ইহার শক্তি। [ভৈরব ইহার ঋষি এবং বিরাট্ ছন্দ বলা হইয়াছে। সিদ্ধকালী ব্রহ্মরূপা ভুবনেশ্বরী দেবতা, রতিবীজ ইহার বীজ। হৃল্লেখা ইহার শক্তি।] ৯০

---

† জীবানন্দ-বিদ্যাসাগর-ধৃতঃ পাঠঃ।

* বন্ধনীস্থঃ শ্লোকঃ ন সর্ব্বত্র দৃশ্যতে।

ষড়্দীর্ঘমায়াবীজেন প্রণবাদ্যেন কল্পয়েৎ।
অঙ্গষট্কং[১] ততো ন্যস্য ধ্যাত্বা দেবীং শিবো ভবেৎ ॥ ৯১
খড়্গোস্তিন্নেন্দুবিম্ব-স্রবদমৃতরস-প্লাবিতাঙ্গী ত্রিনেত্রা,
সব্যে পাণৌ কপালোদ্গলদসৃজমথো[২] মুক্তকেশী পিবন্তী।
দিগ্বস্ত্রা বদ্ধকাঞ্চী মণিময়মুকুটাদ্যৈঃ সংযুতা দীপ্তজিহ্বা।
পায়ান্নীলোৎপলাভা রবিশশিবিলসৎ-কুণ্ডলা লীঢ়পাদা ॥ ৯২
জপেদ্বিংশতিসাহস্রং সহস্রেণৈকেণ সংযুতম্।
হোময়েত্তদ্দশাংশেন মধুপুষ্পেণ মন্ত্রবিৎ ॥ ৯৩
ত্রিকোণং কুণ্ডমাসাদ্য সিদ্ধবিদ্যঃ শিবো ভবেৎ।
পূজনঞ্চ প্রয়োগঞ্চ দক্ষিণাবদুপাচরেৎ ॥ ৯৪

ষড়্দীর্ঘ মায়াবীজ দ্বারা প্রণবসংযুক্ত করিয়া কল্পনা করিবে। অনন্তর অষ্টাঙ্গন্যাস করিয়া দেবীর ধ্যান করিলে সাক্ষাৎ শিব হইয়া থাকে। ৯১

ইহার ধ্যান যথা—খড়্গখণ্ডিত ইন্দুখণ্ড হইতে যে অমৃতরস বিগলিত হইতেছে, তদ্দ্বারা তাঁহার তিন নয়ন। সব্য (বাম) হস্তে নরকপাল। সেই কপাল হইতে যে রুধিররাশি উদ্গলিত (বিগলিত, বহির্গত) হইতেছে; তিনি মুক্তকেশে (আলুলায়িত কুন্তলা হইয়া) তাহা পান করিতেছেন। তিনি দিগ্বস্ত্রা। তাঁহার কটিতট (কোমর, নিতম্ব) কাঞ্চীদামে (মেখলা, কটিভূষণ) অলঙ্কৃত। তাঁহার মুকুটাদি মণিময়। তাঁহার জিহ্বা অতীব উজ্জ্বল-ভাবাপন্ন। তাঁহার আভা নীলোৎপলের ন্যায়। তাঁহার পদযুগল প্রত্যালীঢ় (বামপদ প্রসারিত ও দক্ষিণপদ সঙ্কুচিত)। ৯২

এই মন্ত্রে একবিংশতি সহস্র জপ করিবে। তাহার দশাংশ মধুপুষ্প দ্বারা হোম করিবে। ত্রিকোণ কুণ্ড করিয়া ঐরূপে হোম করিলে বিদ্যাসিদ্ধ ও শিবস্বরূপ লাভ হইয়া থাকে। ইহার পূজাদি সমুদয় দক্ষিণা-কালিকার পূজাদির ন্যায়। ৯৩—৯৪

১। অষ্টাঙ্গকং। ২। কপালাদ্ গলদসৃজমথো।

একাক্ষর্য্যা মহাকল্প-সমানং সর্ব্বমেব বা।
রক্তপদ্মস্য হোমেন সাক্ষাদ্ বৈশ্রবণো ভবেৎ॥ ৯৫
বিল্বপত্রস্য হোমেন রাজ্যং ভবতি নিশ্চিতম্।
রক্তপ্রসূনহোমেন বশয়েদখিলং জগৎ॥
পীতপুষ্পস্য হোমেন স্তম্ভয়েৎ বিশ্বমপ্যথ।
মালতীপুষ্পহোমেন সাক্ষাদ্বাক্পতিসন্নিভঃ॥ ৯৭
কৃষ্ণপুষ্পস্য হোমেন শত্রূন্ মারয়তেঽচিরাৎ।
অত্র সর্ব্বস্য হোমস্য সংখ্যা স্যাদযুক্তাবধিঃ[1] ॥ ৯৮
অস্যাঃ স্মরণমাত্রেণ মহাপাতককোটয়ঃ।
সদ্যঃ প্রলয়মায়ান্তি সাধকঃ খেচরো ভবেৎ॥ ৯৯

অথ কালিকামন্ত্রান্তরং, তদুক্তং স্বতন্ত্রে—

শ্মশানকালিকামন্ত্রং শৃণুষ্বাবহিতা শিবে।
বাণীং মায়াং ততো লক্ষ্মীং কামবীজং ততঃ পরম্॥ ১০০
কালিকে[2] সংপুটত্বেন চতুষ্কং বীজমালিখেৎ।
একাদশার্ণা দেবেশি চতুর্বর্গপ্রদায়িনী। ১০১

রক্তপদ্মের হোম করিলে সাক্ষাৎ বৈশ্রবণ (বৈশ্রবামুনির পুত্র কুবের সদৃশ হওয়া যায়। বিল্বপত্রের হোম করিলে নিশ্চয়ই রাজ্যলাভ হয়। রক্তপুষ্পের হোম করিলে নিশ্চয়ই অখিলজগৎ বশীভূত করা যায়। পীতপুষ্পের হোম করিলে বিশ্বসংসার স্তম্ভিত হইয়া থাকে। মালতীপুষ্পের হোম করিলে সাক্ষাৎ বাক্পতিসাদৃশ্য লাভ হয়। কৃষ্ণপুষ্পের হোম করিলে শত্রুকুল অচিরেই নির্ম্মূল করিতে পারা যায়। এখানে সকলেরই হোম-সংখ্যা অযুত—ইহার স্মরণমাত্রেই কোটি কোটি মহাপাতক তৎক্ষণাৎ প্রলয় (ধ্বংস) প্রাপ্ত হয় এবং সাধক খেচরত্ব (আকাশচারী হইবার ক্ষমতা) লাভ করে। ৯৫—৯৯

স্বতন্ত্রে কালিকার মন্ত্রান্তর কথিত হইয়াছে। যথা—হে শিবে! শ্মশানকালিকার মন্ত্র অভিনিবেশ সহকারে শ্রবণ কর। ঐং হ্রীং শ্রীং ক্লীং কালিকে ঐং শ্রীং হ্রীং ক্লীং এই একাদশাক্ষর মন্ত্র, শ্মশান কালিকার মন্ত্র। ইহা দ্বারা চতুর্ব্বর্গপ্রাপ্তি হয়। ১০০—১০১

১। অত্র সর্ব্বস্য হোমেন সংখ্যা স্যাদযুতং কিল: স্যাদযুতং বিধিঃ।
২। কালিকা।

ঋষির্ভৃগুর্বৃহচ্ছন্দো দেবতা কালিকা পরা।
শ্মশানাখ্যা চ বাঙ্মায়ে[1] বীজশক্তী মহেশ্বরি ॥ ১০২
কীলকং কামবীজন্তু শৃণু পূজাবিধিং প্রিয়ে।
চতুর্ভিস্ত্রিশ্চতুর্ব্বর্ণৈর্ব্বিদ্যামন্ত্রৈঃ[2] ষড়ঙ্গকম্ ॥ ১০৩
বিন্যস্য ধ্যানং কুর্ব্বীত কালিকায়াঃ সমাহিতঃ।
অঞ্জনাদ্রিনিভাং[3] দেবীং শ্মশানালয়বাসিনীম্ ॥ ১০৪
ত্রিনেত্রাং মুক্তকেশীঞ্চ শুষ্কমাংসাতিভীষণাম্।
পিঙ্গাক্ষীং বামহস্তেন মদ্যপূর্ণকপালকম্ ॥ ১০৫
সদ্যঃ কৃত্তশিরো দক্ষ-হস্তেন দধতীং শিবাম্।
স্মিতবক্ত্রাং সদা চাম-মাংস[4]-চর্ব্বণতৎপরাম্ ॥ ১০৬
নানালঙ্কারভূষাঙ্গীং নৃত্যোন্মত্তাং সদাসবৈঃ।
এবং ধ্যাত্বা জপেদ্দেবীং শ্মশানে তু বিশেষতঃ ॥ ১০৭

ইহার ঋষি ভৃগু, ছন্দ বৃহৎ, দেবতা পরাৎপররূপিণী কালিকা। বাক্ বীজ ও মায়া শক্তি এবং কীলক কামবীজ। প্রিয়ে! ইহার পূজাবিধি বলিতেছি, শ্রবণ কর। দুই, চারি, তিন অথবা বর্ণচতুষ্টয় দ্বারা ষড়ঙ্গ বিদ্যাঙ্গয় বিন্যস্ত করিয়া, সমাহিত হইয়া দেবী কালিকার ধ্যান করিবে। ধ্যান যথা—তিনি অঞ্জনপর্ব্বতের সদৃশী শ্মশানালয়বাসিনী, ত্রিনেত্রা, মুক্তকেশী, শুষ্কমাংসা, অতিভীষণা এবং পিঙ্গাক্ষী। তাঁহার বামহস্তে মদ্যপূর্ণ কপাল, দক্ষিণ হস্তে সদ্যশ্ছিন্ন মস্তক, বদনমণ্ডল স্মিতবিকসিত। তিনি সর্ব্বদা আম (কাঁচা) মাংস চর্ব্বণ করিতেছেন। তিনি নানালঙ্কারে ভূষিতাঙ্গী এবং রাশি রাশি আম মাংস ও আসব পান করিয়া সর্ব্বদা নৃত্যোন্মত্তা। এইরূপে ধ্যান করিয়া জপ করিবে। বিশেষতঃ শ্মশান আশ্রয় করিয়া জপ করিবে। ১০২—১০৭

১। বাং মায়ে। ২। বিদ্যামন্ত্রং।

৩। অঞ্জনাদ্রিনিভাং—(১) অঞ্জন=কজ্জল, কাজল। (২) দীপ্ত শিখার কালিমা বা ভুষা।

৩। অদ্রি=পর্ব্বত। নিভা=নিভ=সদৃশ=সন্নিভ=তুল্য।

৪। আমমাংসং—আম=অপক; কাঁচা (raw) অর্থাৎ অরক্ষিত মাংস

গৃহে বাপি গৃহস্থশ্চ মৎস্যৈর্ম্মাংসৈঃ সুশোভনৈঃ।
নগ্নো ভূত্বা মহাপূজাং কুর্য্যাদ্রাত্রৌ বিশেষতঃ॥ ১০৮
পদ্মং চাষ্টদলং বৃত্তং তদ্বাহ্যে ধরণীতলম্।
চতুর্দ্বারসমাযুক্তং মধ্যে মূলং সমালিখেৎ॥ ১০৯
দলেষষ্টাসু বিলিখেৎ কবর্গাদ্যষ্টবর্গকম্।
ধরণ্যাং বিলিখেদাদ্যং চতুষ্কঞ্চ চতুর্দলে[১]॥ ১১০
পূর্ব্বাদি উত্তরান্তাশাং[২] মধ্যে দেবীং প্রপূজয়েৎ।
ব্রহ্মাদ্যাঃ[৩] পূজয়েন্মাতৃদলেষষ্টাসু পূর্ব্ববৎ।
ভৈরবানসিতাঙ্গাদ্যান্ ধরণ্যাং পূজয়েৎ প্রিয়ে॥ ১১১

অথ **পুরশ্চরণনিয়মো** যথা। তদুক্তং স্বতন্ত্রে—

বর্ণলক্ষং জপেন্মন্ত্রং তদ্দশাংশেন হোময়েৎ॥ ১১২
বর্ণলক্ষং মন্ত্রবর্ণসংখ্যাজপমিত্যর্থঃ।
রজস্বলাং স্ত্রিয়ং গত্বা রেতোরুধিরসংযুতম্॥
মদ্যং চাষ্টবিধং মাংসং মৎস্যং বহুবিধং প্রিয়ে॥ ১১৩
নৈবেদ্যং চাত্মসাৎ কৃত্বা কালীভক্তিপরায়ণঃ।
তদা ভোগঞ্চ মোক্ষঞ্চ লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ১১৪

অথবা গৃহস্থ গৃহেও সুশোভন মৎস্য ও মাংস প্রদানপূর্ব্বক নগ্ন হইয়া মহাপূজা করিবে। রাত্রিতে ঐরূপ পূজা করাই বিশেষ বিধি। অষ্টদলপদ্ম ও তাহার বাহিরে চতুর্দ্বারসমাযুক্ত ধরণীতলমধ্যে মূল অঙ্কিত করিবে। অষ্টদলে কবর্গাদি অষ্টবর্গ লিখিয়া, ধরণীতলে আদ্য চতুষ্ক প্রত্যেকে অঙ্কিত করিবে। মধ্যে পূর্ব্বাদি উত্তরদিকে দেবীর পূজা করিতে হইবে। পূর্ব্বের ন্যায় অষ্টমাতৃ-দলে ব্রাহ্মী প্রভৃতির অর্চ্চনা করিবে। প্রিয়ে! ধরণীতলে অসিতাঙ্গ প্রভৃতি ভৈরবগণের পূজনে প্রবৃত্ত হইবে। ১০৮—১১১

অধুনা পুরশ্চরণনিয়ম কথিত হইতেছে। যথা, স্বতন্ত্রে তাহা বলিয়াছেন,—বর্ণলক্ষমন্ত্র জপ করিয়া তাহার দশাংশ হোম করিবে। বর্ণলক্ষশব্দে মন্ত্রবর্ণের সংখ্যানুসারে জপ। রজস্বলা স্ত্রীর সহিত সঙ্গত ও কালীর প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া, শুক্রশোণিতসংযুক্ত মদ্য, অষ্টবিধ মাংস, বহুবিধ মৎস্য ও নৈবেদ্য আত্মসাৎ করিলে ভুক্তিমুক্তিলাভ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। ১১২—১১৪

১। চতুষ্ককম্। ২। চোত্তরান্তাশাং। ৩। ব্রাহ্ম্যাদ্যাঃ।

অথ মন্ত্রান্তরম্—

কামবীজং সমালিখ্য কালিকায়ৈ পদং লিখেৎ।
নমোঽন্তেন চ দেবেশি সপ্তার্ণো মন্ত্রুত্তমঃ ॥ ১১৫
সর্ব্বাঙ্গকালিকা দেবী অন্যৎ সর্ব্বন্তু পূর্ব্ববৎ।
গুরোশ্চাপি কৃপাং লব্ধ্বা সর্ব্বসিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১১৬

ইতি মহামহোপাধ্যায়-শ্রীপরমহংসপরিব্রাজক-শ্রীপূর্ণানন্দগিরি-বিরচিত-শ্যামারহস্যে মন্ত্রভেদবিবরণং নাম ষষ্ঠঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ৬ ॥

এক্ষণে মন্ত্রান্তর লিখিত হইতেছে। প্রথমে ক্লীং, পরে কালিকায়ৈ, তৎপরে নমঃ শব্দ প্রয়োগ করিবে। অর্থাৎ ক্লীং কালিকায়ৈ নমঃ, এই সপ্তাক্ষর মন্ত্র গুরুর কৃপাসহকারে লাভ করিলে, সর্ব্ববিধ-সিদ্ধিলাভে সমর্থ হওয়া যায়। ১১৫—১১৬

মহামহোপাধ্যায় শ্রীপরমহংসপরিব্রাজক শ্রীপূর্ণানন্দগিরি-বিরচিত শ্যামারহস্যে মন্ত্রভেদবিবরণ নাম ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তমঃ পরিচ্ছেদঃ

অথ বিদ্যামাহাত্ম্যম্

তদুক্তং কালীতন্ত্রে—

এবং[1] সমস্তবিদ্যানাং রাজ্ঞী[2] স্তোতুং ন শক্যতে।
বক্ত্রকোটিসহস্রৈস্তু জিহ্বাকোটিশতৈরপি ॥ ১
সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা ভূমিরনিরুদ্ধসরস্বতী।
তস্মাদস্যা[3] জ্ঞানমাত্রাৎ সিদ্ধয়োঽষ্টৌ ভবন্তি হি ॥ ২
অনিরুদ্ধসরস্বত্যা জ্ঞানমাত্রেণ সাধকঃ।
পাণ্ডিত্যে চ কবিত্বে চ বাগীশসমতাং ব্রজেৎ ॥ ৩
তস্য পাণ্ডিত্যবৈদগ্ধ্য-বিচিত্রপদজল্পনাৎ[4]।
দেবা অপি বিলজ্জন্তে কিং পুনর্ম্মানুষাদয়ঃ ॥ ৪
অপি চেৎ ত্বৎসমা নারী মৎসমঃ পুরুষোঽস্তি চেৎ।
অনিরুদ্ধসরস্বত্যা[5] সমানো নাস্তি বৈ তদা[6] ॥ ৫

এক্ষণে কালীতন্ত্রে বিদ্যামাহাত্ম্য কথিত হইতেছে। যথা—বক্ত্রকোটিসহস্র ও জিহ্বাকোটিশত প্রাপ্ত হইলেও, সকল বিদ্যারাজ্ঞী এই অনিরুদ্ধ-সরস্বতী মন্ত্রের স্তব করিতে পারা যায় না। অনিরুদ্ধ-সরস্বতী সর্ব্ববিধ সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন। সেইজন্য তাঁহার জ্ঞানমাত্রে অষ্টবিধ সিদ্ধি সংগ্রহ হইয়া থাকে। অধিক কি, সাধক অনিরুদ্ধ সরস্বতীর জ্ঞান-মাত্রেই পাণ্ডিত্যে ও কবিত্বে স্বয়ং বাক্‌পতির সমান হইয়া থাকে। তাহার পাণ্ডিত্যবৈদগ্ধ্য ও বিচিত্র পদজল্পনায় দেবতারাও বিলক্ষণ লজ্জিত হন, মনুষ্যাদির কথা কি বলিব। ১—৪

তোমার সমান স্ত্রী ও আমার সমান পুরুষ থাকিতে পারে; কিন্তু অনিরুদ্ধ-সরস্বতীর সমান কেহই নাই। ইহার জপ সাক্ষাৎ ব্রহ্মজপ।৫

১। স্তবং ২। বাগ্‌ভিঃ ৩। তস্মাৎ তস্যা।
৪। তস্য পাণ্ডিত্যবৈদগ্ধ্যং বিচিত্রপদজল্পনাৎ ইত্যপি পাঠঃ।
৫। অনিরুদ্ধসরস্বত্যাঃ। ৬। ভুবি।

অস্যা জপো ব্রহ্মজপো জ্ঞানমস্যাত্মচিন্তনম্[১] ।
[মহামোহে মহাসৌখ্যে মহাদারিদ্র্যসঙ্কটে] ॥ ৬
যোগসাধারণং[২] সম্যগ্ ধ্যানমস্যা ন সংশয়ঃ ।
মহাপদি মহাপাপে মহাগ্রহনিবারণে ॥ ৭
মহাভয়ে মহোৎপাতে মহাশোকে মহোৎসবে ।
মহামোহে মহাসৌখ্যে মহাদারিদ্র্যসঙ্কটে ॥ ৮
মহারণ্যে মহাশূন্যে মহাজ্ঞানে মহারণে ।
দুরাপদি দুরাবাসে দুর্ভিক্ষে দুর্নিমিত্তকে ।
সমস্তক্লেশসংঘাতে স্মরণাদেব নাশয়েৎ ॥ ৯
অস্যা জ্ঞানং মহাজ্ঞানং ধ্যানমস্যাত্মচিন্তনম্[৩] ।
তস্মাদস্যাঃ সমা বিদ্যা নাস্তি তন্ত্রে ন সংশয়ঃ ॥ ১০
শ্মশানশয়নে[৪] বীরঃ কুলস্ত্রীভির্ব্বিহারবান্ ।
কুলামৃতনিষেবী চ কালীতত্ত্বার্থচিন্তকঃ ॥ ১১

জ্ঞান, শোক, মহোৎসব, মহামোহ, মহাসৌখ্য ও মহাদারিদ্র্যসঙ্কট সর্ব্বত্রই ঐ জপ ব্রহ্মজপ হইয়া থাকে। ইঁহার ধ্যান ও সর্ব্বতোভাবে সমুদয় যোগস্বরূপ, সন্দেহ নাই। মহা আপদে, মহাপাপে মহাগ্রহনিবারণে, মহাভয়ে, মহোৎপাতে, মহাশোকে, মহোৎসবে, মহামোহে, মহাসৌখ্যে, মহাদারিদ্র্যসঙ্কটে, মহারণ্যে, মহাশূন্যে, মহাজ্ঞানে, মহারণে, দুরাবাসে, দুর্ভিক্ষে, দুর্নিমিত্তে এবং যাবতীয় ক্লেশসজ্ঘাতে ইহার স্মরণ করিবে। ৫—৯

ইহারই জ্ঞান—মহাজ্ঞান, ইহারই ধ্যান আত্মচিন্তন ; সেইজন্য তন্ত্রে ইঁহার সমান বিদ্যা নাই। যে ব্যক্তি শ্মশানে শয়ন করিয়া, বীরাচার অবলম্বন ও কুলস্ত্রীগণের সমভিব্যাহারে বিহরণ এবং কুলামৃতনিষেবণপূর্ব্বক

১। মহাশোকে মহোৎসবে। তস্যা জপো ব্রহ্মজপো জ্ঞানশোকে মহোৎসবে ইত্যপি পাঠান্তরম্।

২। যোগসংসাধনং।

৩। অস্যা জ্ঞানং জ্ঞানমেব ধ্যানমস্যাশ্চ চিন্তনম্।

৪। শ্মশানশয়নো।

ব্রহ্মাদির্ভুবনে তস্য সমো নাস্তি কুতঃ পরঃ।
স এব সুকৃতী লোকে স এব কুলভূষণঃ॥ ১২
ধন্যা চ জননী তস্য যেন দেবী সমর্চ্চিতা।
[বক্ত্রে সরস্বতী তস্য লক্ষ্মীস্তস্য সদা গৃহে।
তীর্থানি দেহে সংসন্তি যেন দেবী সমর্চ্চিতা* ॥] ১৩
ধনেন ধননাথশ্চ তেজসা ভাস্করোপমঃ।
বেগেন পবনো হ্যেষ যেন দেবী সমর্চ্চিতা॥ ১৪
গানেন তুম্বুরুঃ সাক্ষাৎ দানেন বাসবো যথা।
দত্তাত্রেয়সমো জ্ঞানী যেন দেবী সমর্চ্চিতা॥ ১৫
বহ্নিরিব রিপোর্হন্তা গঙ্গেব মলনাশকঃ।
শুচৌ শুচিসমঃ[১] সাক্ষাদিন্দোরিব সুখপ্রদঃ॥ ১৬
পিতৃদেবসমঃ শংস্তা[২] কালস্যেব দুরাসদঃ।
বাগীশ[৩] ইব গম্ভীরো নির্ঋতেরিব দুর্দ্ধরঃ॥ ১৭

কালীতত্ত্বার্থ চিন্তা করে, ব্রহ্মাদিও তাহার সমান হইতে পারেন না, অন্যের কথা আর কি বলিব? সেই ব্যক্তিই সুকৃতী, সে-ই কুলভূষণ, তাহারই জননী ধন্যা, যে ব্যক্তি দেবীর অর্চনায় নিরত, তাহার বদনমণ্ডলে সরস্বতী, গৃহে লক্ষ্মী এবং দেহে নিখিল তীর্থ অধিষ্ঠিত অর্থাৎ অবস্থিতি করে। ১০—১৩

যে সাধক দেবীর পূজা করেন, তিনি ধনে কুবেরের সমান, তেজে সূর্য্যের তুল্য, বেগে পবনের সমান, গানে তুম্বুরুর (সঙ্গীত-বিদ্যাবিশারদ গন্ধর্ব্ব বিশেষ) সমান, দানে বাসবের সমান ও জ্ঞানে দত্তাত্রেয়ের সমান এবং সেই ব্যক্তি বহ্নির ন্যায় শত্রুবিনাশ করে, গঙ্গার ন্যায় মলনাশ করে, ইন্দুর (চন্দ্র) ন্যায় সুখ সংবিধান করে, অগ্নির ন্যায় পবিত্রতা সাধন করে। সেই ব্যক্তি যমের ন্যায় শাসনকর্ত্তা, কালেরও দুরাক্রম্য, (যাহা আক্রমণ করা দুঃসাধ্য), বাগীশের ন্যায় গম্ভীর, নৈর্ঋতির (নৈঋতকোণের

---

* [ ] বন্ধনীস্থঃ শ্লোকঃ সর্ব্বত্র ন দৃশ্যতে।

১। ভুবি সূর্য্যসমঃ সাক্ষাদিন্দোরিব সুখপ্রদঃ।

২। সাক্ষাৎ। ৩। সমুদ্র।

বৃহস্পতিসমো বক্তা ধরণীসদৃশঃ ক্ষমী।
কন্দর্পসদৃশঃ স্ত্রীণাং[১] যেন দেবী সমর্চ্চিতা ॥ ১৮
অহো ভাগ্যমহো[২] লোকে কুলজ্ঞানী ভবিষ্যতি।
তেষাং মধ্যেঽপি যঃ কোঽপি কালীসাধনতৎপরঃ ॥ ১৯
ত্যজসি ত্বং ন কদাচিৎ পুমাংসং পরমং প্রিয়ম্।
মাদৃশস্তু কচিৎকালে ত্যজসি ত্বং শুচিস্মিতে ॥ ২০
তথা[৩] কালীজ্ঞানিনঞ্চ ত্যক্ষ্যসি ন কদাচন।
ন হি কালীসমা পূজা ন হি কালীসমং ফলম্[৪] ॥ ২১
ন হি কালীসমং জ্ঞানং ন হি কালীসমস্তপঃ।
যে গুণাঃ পরমেশস্য পঞ্চকৃত্যবিধায়িনঃ ॥ ২২
তে গুণাঃ সন্তি সর্ব্বেঽপি কালিতত্ত্বস্য নান্যথা[৫]।
কালিকাহৃদয়জ্ঞানী লতাসাধন[৬]-তৎপরঃ ॥ ২৩

অধিপতি) ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ ও দুর্দ্দান্ত, বৃহস্পতির ন্যায় বক্তা, ধরণীর সমান ক্ষমাশীল এবং কন্দর্পের সমান স্ত্রীগণের মনোহর। ১৪—১৮

আহা, সংসারে ইহাই সৌভাগ্য যে, লোকে কুলজ্ঞানী হইবে এবং তাহাদের মধ্যেই আবার যে কেহ কালীসাধনতৎপর হইবে। অয়ি শুচিস্মিতে! তুমি বরং মাদৃশ ব্যক্তিকে কোন সময় ত্যাগ করিয়া থাক, তথাপি নিজের পরমপ্রিয় পুরুষকে কখনও ত্যাগ কর না। আবার, যে ব্যক্তি কালীজ্ঞানসম্পন্ন, তাহাকেও তুমি কদাচ ত্যাগ কর না। ১৯—২১

কালীর সমান পূজা নাই, কালীর সমান ফল নাই, কালীর সমান জ্ঞান নাই, কালীর সমান তপস্যা নাই। সাক্ষাৎ পরমেশ্বরের পঞ্চকৃত্য বিধান করিলে, যে-সকল গুণ সমুৎপন্ন হয়, কালীতত্ত্বেরও সেই সকল গুণ আছে, তাহাতে অন্যথা (ভিন্নরূপ, অন্যপ্রকার) নাই। যে ব্যক্তি কালীহৃদয়জ্ঞানী ও লতাসাধনতৎপর, সে মানুষ হইলেও দেববৎ হইয়া

১। শ্রীমান্। ২। ভাগ্যমদো; সর্ব্বভাগ্যযুতো। ৩। কিন্তু।
৪। ইয়ং পঙ্‌ক্তিঃ ন সর্ব্বত্র। ৫। জ্ঞানিনঃ। ৬। কালীসাধন।

দেববন্মানুষো ভূত্বা লভেন্মুক্তিং চতুর্ব্বিধাম্ ।
ইতি তে কথিতং সম্যক্ কালিকাতত্ত্বমুত্তমম্ ।
অনেন[১] সম্যগাস্থায় সর্ব্বকামফলং লভেৎ ॥ ২৪

ইতি মহামহোপাধ্যায়-শ্রীপরমহংসপরিব্রাজক-শ্রীপূর্ণানন্দগিরি-
বিরচিত-শ্যামারহস্যে বিদ্যামাহাত্ম্যকথনং নাম
সপ্তমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ৭ ॥

চতুর্ব্বিধ মুক্তি লাভ করে। আমি তোমার নিকট এই কালিকাতত্ত্ব কীর্ত্তন করিলাম। ইহাতে সম্যক্ আস্থা থাকিলে সমস্ত কাম্য ফল লাভ করা যায়। ২২—২৪

মহামহোপাধ্যায় শ্রীপরমহংসপরিব্রাজক শ্রীপূর্ণানন্দগিরি-
বিরচিত শ্যামারহস্যে বিদ্যামাহাত্ম্যকথন নাম
সপ্তম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

১। অস্মেন।

অষ্টমঃ পরিচ্ছেদঃ

অথাচারক্রমো লিখ্যতে, তদুক্তং কালীতন্ত্রে।

ঈশ্বর উবাচ—

অথাচারং প্রবক্ষ্যামি যৎকৃতেঽমৃতমশ্নুতে।
সর্ব্বভূতহিতে যুক্তঃ সময়াচারপারগঃ॥ ১
অনিত্যকর্ম্মসংত্যাগী নিত্যানুষ্ঠানতৎপরঃ।
পরায়াং[১] দেবতায়াঞ্চ সর্ব্বকর্ম্মনিবেদকঃ॥ ২
অন্যমন্ত্রার্চ্চনশ্রদ্ধা-মন্যমন্ত্রপ্রপূজনম্।
কুলস্ত্রীবীরনিন্দাঞ্চ তদ্ দ্রব্যস্যাপহারণম্[২]॥ ৩
স্ত্রীষু রোষং প্রহারঞ্চ বর্জ্জয়েন্মতিমান্ সদা।
স্ত্রীময়ঞ্চ জগৎ সর্ব্বং স্বয়ঞ্চৈব তথা ভবেৎ[৩]॥ ৪

একণে আচারক্রম লিখিত হইতেছে। কালীতন্ত্রে তাহা বলিয়াছেন। যথা,— ঈশ্বর কহিলেন, অনন্তর যাহা দ্বারা অমৃত ভোগ করা যায়, সেই আচারক্রম কীর্ত্তন করিব। সর্ব্বভূতের হিতানুষ্ঠানে সংসক্ত ও সময়াচার-পারগ হইবে, অনিত্য কর্ম্ম ত্যাগ ও নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে তৎপরতা অবলম্বন করিবে; পরদেবতায় সমুদায় কর্ম্ম নিবেদন করিবে। ১—২

অন্য মন্ত্রের অর্চ্চনায় শ্রদ্ধা, অন্য মন্ত্রের পূজা, কুলস্ত্রী ও বীরজনের নিন্দা এবং উঁহাদের দ্রব্যাপহরণ, স্ত্রীলোকের প্রতি রোষ প্রদর্শন ও তাহাদিগকে প্রহরণ, এই সকল সর্ব্বদা ত্যাগ করিবে; সমুদায় জগৎ স্ত্রীময় দর্শন করিবে ও স্বয়ংও স্ত্রীময় (নারীপ্রকৃতি, স্ত্রীস্বভাব; স্ত্রীরূপ) হইবে। ৩—৪

১। পরস্যাং।

২। বেশ্যোপসঙ্গমম্; বেশ্যোপহারণম্।

৩। চিন্তয়েৎ সাধকোত্তমঃ।

স্ত্রীদ্বেষো নৈব কর্ত্তব্যো বিশেষাৎ পূজনং স্ত্রিয়াঃ।
জপস্থানে মহাশঙ্খং নিবেশ্যোর্দ্ধং জপঞ্চরেৎ ॥ ৫
স্ত্রিয়ং গচ্ছন্ স্পৃশন্ পশ্যন বিশেষাৎ কুলজাং শুভাম্।
ভক্ষংস্তাম্বূলমদ্যাংশ্চ ভক্ষ্যদ্রব্যান্ যথারুচীন্।
মাংসমৎস্যাদধিক্ষৌদ্র-পয়ঃশাকাদ্যমৈক্ষবম্ ॥ ৬
ভক্তাদ্যশেষভক্ষ্যাণি দত্ত্বা ভক্ষং[১] জপঞ্চরেৎ।
দিক্‌কালনিয়মো নাস্তি স্থিত্যাদির্নিয়মো যথা[২] ॥ ৭
ন জপে কালনিয়মো নার্চ্চাদিষু বলিষ্বপি।
[স্বেচ্ছানিয়ম উক্তো হি মহামন্ত্রস্য সাধনে ॥ ৮
বস্ত্রাসনস্থানদেহ-স্পর্শাদিগেহবাধনাৎ।][৩]
শুদ্ধিং ন চাচরেদত্র[৪] নির্ব্বিকল্পং মনশ্চরেৎ ॥ ৯

স্ত্রীর প্রতি দ্বেষ ত্যাগ করিবে, বিশেষরূপে তাহার পূজা করিবে, জপস্থানে উর্দ্ধভাগে মহাশঙ্খ নিবেশিত (সংস্থাপিত, বিন্যস্ত) করিয়া, জপ করিবে, স্ত্রীর বিশেষতঃ কুলজা (সৎকুলজাতা সদ্বংশজাতা) ও শুভস্বভাবা (মঙ্গলসূচক লক্ষণযুক্ত) স্ত্রীর সহিত সঙ্গত হইয়া তাহাকে স্পর্শ করিয়া, তাম্বূল, মদ্য, যথারুচি ভক্ষ্যদ্রব্য, মাংস, দধি, মধু, দুগ্ধ, শাক, শর্করা ও ভক্তাদি (সিদ্ধান্ন, ভাত) এবং অশেষবিধ (বহুপ্রকার) খাদ্য স্বয়ং ভক্ষণ ও তাহাকে দান করিয়া জপ করিবে। এবিষয়ে দিক্‌কালনিয়ম নাই, স্থিত্যাদিরও ব্যবস্থা নাই। ৫—৭

বলি এবং পূজাতেও ঐরূপ কালাদির নিয়ম নাই। (মহামন্ত্রের সাধনে স্বেচ্ছানিয়মই বলা হইয়াছে। বস্ত্র, আসন, স্থান, দেহ, স্পর্শাদি গৃহবন্ধন প্রভৃতির শুদ্ধির কোন প্রয়োজন নাই।) কেবল মনকে নির্ব্বিকল্প (জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়ম্ব জ্ঞানাদি ভেদজ্ঞান রহিত) করিতে হইবে, কোনরূপ দ্বৈধ (দ্বি-প্রকার, ভেদ বা সংশয়) ভাব আশ্রয় করিবে না।

১। ভক্ত। ২। নিরমতথা। ৩। বন্ধনীস্থঃ শ্লোকঃ ন সর্ব্বত্র দৃশ্যতে।
৪। শুদ্ধিং ন চার্চ্চয়েদত্র ; নাস্ত্যশুদ্ধিরিহ কাপি।

সুগন্ধিশ্বেতলৌহিত্য-কুসুমৈরর্চ্চয়েদ্দলৈঃ[১] ।
বিল্বৈ[২]র্ম্মরুবকাদ্যৈশ্চ তুলসীবর্জ্জিতৈঃ শুভৈঃ ॥ ১০
পেয়ং চর্ব্ব্যং তথা চোষ্যং ভক্ষ্যং লেহ্যং গৃহং সুখম্[৩] ।
সর্ব্বঞ্চ যুবতীরূপং ভাবয়েদ্ যতমানসঃ ॥ ১১
কুলজাং যুবতীং বীক্ষ্য নমস্কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ ।
যদি ভাগ্যবশেনৈব কুলদৃষ্টিস্তু জায়তে ॥ ১২
তদৈব মানসীং পূজাং তত্র তাসাং প্রকল্পয়েৎ ।
বালাং বা যৌবনোন্মত্তাং বৃদ্ধাং বা সুন্দরীন্তথা ॥ ১৩
কুৎসিতাং বা মহাদুষ্টাং নমস্কৃত্য বিভাবয়েৎ ।
তাসাং প্রহারং নিন্দাঞ্চ কৌটিল্যমপ্রিয়ং তথা ॥ ১৪
সর্ব্বথা ন চ কর্ত্তব্যমন্যথা সিদ্ধিরোধকৃৎ ।
স্ত্রিয়ো দেবাঃ[৪] স্ত্রিয়ঃ প্রাণাঃ স্ত্রিয়ঃ এব বিভূষণম্ ॥ ১৫

সুন্দরগন্ধবিশিষ্ট, শ্বেত ও লোহিতবর্ণ কুলকুসুমসমূহে এবং বিল্ব ও মরুবকাদি পুষ্পসকল দ্বারা অর্চ্চনা করিবে, তুলসী বর্জ্জন করিতে হইবে। ৯—১০

চর্ব্ব, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, ভোগ, সুখ, গৃহ—যাহাতে মন আসক্ত, (অতিশয় অনুরক্ত) তৎসমস্ত যুবতীরূপ ভাবনা করিবে। কুলজা (সদৃশজাতা) যুবতী দৃষ্টিপথে পতিতা হইলে, সমাহিত হইয়া, তাহাকে নমস্কার করিবে। যদি ভাগ্যবশে কুলদৃষ্টি সংঘটিত হয়, তাহা হইলে, সকলেই তাহাদের মনে মনে পূজা করিবে। বালাই হউক, যৌবনোন্মত্তাই হউক, বৃদ্ধাই হউক, সুন্দরীই হউক, কুৎসিতাই হউক, আর দুষ্টাই হউক, নমস্কার করিয়া চিন্তা করিবে। ১১—১৪

তাহাদিগকে কখন প্রহার করিবে না, নিন্দা করিবে না, কৌটিল্য প্রদর্শন করিবে না, ঐ সকল সর্ব্বতোভাবেই পরিহার করিবে, না করিলে, সিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিবে। স্ত্রীগণই দেবতা, স্ত্রীগণই প্রাণ, স্ত্রীগণই বিভূষণ (শোভা, অলঙ্কার)। এই কারণে সর্ব্বদা স্ত্রীসঙ্গী হইবে। অন্যথা

১। শুভ্রঃ। ২। বর্জ্জ্যৈঃ।
৩। পেয়ং চর্ব্ব্যং তথা চোষ্যং ভক্ষ্যং ভোগং গৃহং সুখম্। ৪। দেব্যাঃ।

স্ত্রীসঙ্গিনা সদা ভাব্যমন্যথা স্বস্ত্রিয়া অপি[1]।
বিপরীতরতা সা তু ভবিতা হৃদয়োপরি ॥ ১৬
নাধর্ম্মো জয়তে সুভ্রু কিঞ্চ ধর্ম্মো মহান্ ভবেৎ।
স্বেচ্ছাচারোঽত্র গদিতঃ প্রচরেৎ হৃষ্টমানসঃ ॥ ১৭
ইত্যাচারপরঃ শ্রীমান্ জপপূজাদিতৎপরঃ।
পালকঃ কুলতত্ত্বানাং[2] পরতত্ত্বে প্রলীয়তে ॥ ১৮

কৌলতন্ত্রেঽপি—

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি কৌলিকাচরণং যথা।
পানে ভ্রান্তির্ভবেদ্‌যস্য ঘৃণা স্যাদ্রক্তরেতসোঃ ॥ ১৯
শুদ্ধৌ চাশুদ্ধতাভ্রান্তিঃ পাপশঙ্কা চ মৈথুনে।
স ভ্রষ্টঃ পূজয়েদ্দেবীং চণ্ডীমন্ত্রং কথং জপেৎ ॥ ২০
রোগী দুঃখী ভবেদ্দেবি রৌরবে নরকে বসেৎ।
পঞ্চমাত্তু পরং নাস্তি শাক্তানাং সুখমোক্ষয়োঃ ॥ ২১

স্বস্ত্রীর সংসর্গী হইবে। সেই স্ত্রী যেন হৃদয়ের উপরি বিপরীতরতা হয়। ১৫—১৬

তাহাতে অধর্ম্ম হইবে না, প্রত্যুত, মহান্ ধর্ম্ম সঞ্চিত হইবে। এবিষয়ে স্বেচ্ছাচার উল্লিখিত হইয়াছে, পরমহৃষ্টচিত্তে আচরণ করিবে। এইরূপে আচারপরায়ণ ও জপপূজাদিতৎপর হইয়া, কুলতত্ত্বের পালন করিলে, পরতত্ত্বে লয়প্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ১৭—১৮

'কৌলতন্ত্রেও বলিয়াছেন,—দেবি! শ্রবণ কর, কৌলকাচরণ কীর্ত্তন করিব।' পানে ভ্রান্তিমান্, শোণিত শুক্রে ঘৃণাবান্, শুদ্ধিতে অশুদ্ধি-জ্ঞানবান্ ও মৈথুনে পাপশঙ্কাবান্ হইলে, সর্ব্বদা ভ্রষ্ট হইতে হয়, দেবীর পূজায় ও তদীয় মন্ত্রজপে আর অধিকার থাকে না, রোগ ও দুঃখসকল সতত আক্রমণ করে, রৌরবনরকে বাস হইয়া থাকে। পঞ্চ-মকার অপেক্ষা শাক্তগণের সুখ ও মোক্ষসাধনের অন্য উপায় নাই। ১৯-২১

১। স্বস্ত্রিয় প। ২। পানতঃ কুলতত্ত্বানাং।

ভগরূপা চ যা দেবী রেতঃপ্রীতা সদানঘে।
রেতসা তর্পণং তস্যা মদ্যৈর্মাংসৈঃ সমং প্রিয়ে ॥ ২২
কেবলৈঃ পঞ্চমৈর্দ্দেবি সিদ্ধো ভবতি সাধকঃ।
ধ্যাত্বা কুণ্ডলিনীং শক্তিং রমন্ রেতো বিমুঞ্চয়েৎ ॥ ২৩
অমন্ত্রা চ যদা নারী বলাদ্[১] যত্নাত্তু লভ্যতে।
আত্মদেহস্বরূপেণ তৎকর্ণে মন্ত্রমুচ্চরেৎ ॥ ২৪
ততশ্চ শক্তিরূপা স্যাৎ ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়িনী।
রম্ভা চ উর্ব্বশী মুখ্যা যা নারী গগনে ভুবি ॥ ২৫
পাতালে বা স্থিতা যা চ তস্যা নাথস্তু কৌলিকঃ।
তস্যাপি বর্জ্জ্যা যা নার্য-স্তস্যাঃ শৃণু বিধিং প্রিয়ে ॥ ২৬
গুরুরেব শিবঃ সাক্ষাৎ তৎপত্নী পরমেশ্বরী।
মনসা কর্ম্মণা বাচা রমণং তত্র বর্জ্জয়েৎ ॥ ২৭
তস্যা বরপদে[২] ভক্তো মুক্তিং প্রাপ্য পরাং ব্রজেৎ।
গুরোঃ স্নুষা গুরোঃ কন্যা তথা চ মন্ত্রপুত্রিকা ॥ ২৮

অনঘে! (পবিত্র নির্ম্মল) দেবী চণ্ডিকা ভাবরূপা। এইজন্য, সর্ব্বদাই রেতঃপ্রীতা। এই জন্য মদ্য ও মাংসের সহিত রেতঃ দ্বারা তাঁহার তর্পণ করিবে। দেবি! সাধক কেবল পঞ্চমকারতত্ত্ব দ্বারাই সিদ্ধি লাভ করে। কুণ্ডলিনীশক্তির ধ্যান করিয়া, রমমাণ হইয়া রেতঃ বিসর্জ্জন করিবে। মন্ত্রহীনা রমণীকে বল বা যত্নবলে প্রাপ্ত হইলে, আত্মদেহস্বরূপে তদীয় কর্ণে মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। তাহা হইলে, সে শক্তিরূপা হইয়া, ভুক্তি-মুক্তি প্রদান করিয়া থাকে। ২২—২৪

আকাশে, পাতালে অথবা পৃথিবীতে রম্ভা ও উর্ব্বশীপ্রমুখ যে সকল বরাঙ্গনা আছে, কৌলিকই তাহাদের নাথ। তন্মধ্যে, তাহার বর্জ্জনীয়া রমণীর বিধি শ্রবণ কর। গুরুই সাক্ষাৎ শিব। তদীয় পত্নীই সাক্ষাৎ পরমেশ্বরী। সুতরাং, কায়-মনোবাক্যে তাঁহার সহিত সংসর্গ (সঙ্গ, সংস্রব) ত্যাগ করিবে। গুরুর পুত্রবধূ, গুরুর কন্যা, অথবা গুরুর মন্ত্রপুত্রিকা,

---

১। রসাৎ। ২। দেবপদে।

এতস্যা রমণং বর্জ্যং ব্রহ্মঘ্নং মানসেঽপি চ।
কৌলিকস্য চ পত্নী চ সা সাক্ষাদীশ্বরী শিবে ॥ ২৯
তস্যা রমণমাত্রেণ কৌলিকো নারকী ভবেৎ।
মাতাপি গৌরবাদ্বর্জ্জ্যা অন্যা বা বিহিতাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ৩০
দূতিযাগে[১] চ কর্ত্তব্যো বিচারো মন্ত্রবিত্তমৈঃ।
অন্যস্থানে বিচারে চ দেবীশাপঃ[২] প্রজায়তে ॥ ৩১
শিবহীনা চ যা শক্তির্দ্দূরং তাং পরিবর্জ্জয়েৎ।
অভিষেকাদ্ ভবেৎ শুদ্ধির্মন্ত্রোচ্চরণতঃ শ্রুতৌ ॥ ৩২
পঞ্চমেন চ দেবেশি সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
কেবলেনাদ্যযোগেন সাধকো ভৈরবো ভবেৎ ॥ ৩৩
দ্বিতীয়েন মহেশানি পূজকো ব্রহ্মরূপভাক্।
কেবলেন তৃতীয়েন মহাভৈরবতাং ব্রজেৎ ॥ ৩৪
চতুর্থেন তু তত্ত্বেন ভুবি পূজ্যৈকনায়কঃ।
পরে চ পরতাং যাতি মম তুল্যঃ পরমেশ্বরি ॥ ৩৫

ইহাদের সংসর্গ (সহবাস) বর্জ্জন করিবে। মনে মনেও সংসর্গী হইলে, ব্রহ্মহত্যার পাতকভাগী হইতে হয়। শিবে! কৌলিকের পত্নীও সাক্ষাৎ ঈশ্বরী, সুতরাং, তাহার সংসর্গ (সঙ্গম) মাত্রে কৌলিককে নরকগামী হইতে হয়। জননীকেও গৌরববশতঃ বর্জ্জন করিবে। জননীর ন্যায়, অন্যান্য বিহিতা স্ত্রীসকলও সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়া। ২৫-৩০

দূতিযাগ-সময়েই বিচার করিবে। অন্যস্থলে বিচার করিলে, দেবী শাপ দিয়া থাকেন। যে শক্তি শিবহীনা, তাহাকে দূরে বর্জ্জন করিবে। অভিষেক ও কর্ণে মন্ত্রদান করিলেই শুদ্ধি সংঘটিত হইয়া থাকে। দেবেশি! পঞ্চ-মকারতত্ত্ব দ্বারাই সর্ব্ববিধ পাপের পরিহার হয়। ৩১-৩২

কেবল আদ্য তত্ত্ব (মদ্য) দ্বারা সাধক ভৈরব হইয়া থাকে। দ্বিতীয় তত্ত্ব (মাংস) দ্বারা পূজা করিলে ব্রহ্মস্বরূপ হয়। কেবল তৃতীয় তত্ত্ব (মৎস্য) দ্বারা আরাধনা করিলে মহাভৈরব হইয়া থাকে। চতুর্থ তত্ত্ব (মুদ্রা) দ্বারা পূজা করিলে একনায়ক এবং আমার সমান হইয়া থাকে।

১। ভূতিযাগে। ২। দেবশাপঃ।

পঞ্চমেন ভবেদ্ যোগী সর্ব্বসিদ্ধিপরায়ণঃ।
ইতীদং কথিতং দেবি সুগোপ্যমতিযত্নতঃ।
ন দেয়ং পশবে দেবি কুলনিন্দাপরায় চ ॥ ৩৬

কুলার্ণবে চ—

কুলাচারগৃহং গত্বা ভক্ত্যা পাপবিশুদ্ধয়ে।
যাচয়েদমৃতং জ্ঞানং তদভাবে জলং পিবেৎ ॥ ৩৭
কুলাচারো[১] যচ্ছক্ত্যা দত্তং পাত্রন্তু ভক্তিতঃ।
নমস্কৃত্য প্রগৃহ্নীয়াদন্যথা নরকং ব্রজেৎ ॥ ৩৮

অন্যত্রাপি—

বৃথা কালং ন গময়েৎ দ্যূতক্রীড়াদিনা সুধীঃ।
গময়েদ্দেবতাপূজা-জপযাগস্তবাদিনা ॥ ৩৯
গুরোঃ কৃপালাপকথা-স্তোত্রাগমবিলোকনৈঃ।
গময়েদনিশং কালং ন বদেৎ পরদূষণম্ ॥ ৪০

পঞ্চমতত্ত্ব (মৈথুন) দ্বারা পূজা করিলে, সর্ব্বসিদ্ধিপরায়ণ যোগী হয়। দেবি! আমি এই যাহা বলিলাম, অতি যত্নে ও অতীব গোপনে তাহা রক্ষা করিবে। দেবি! পশু ও কুলনিন্দককে ইহা দিবে না। ৩৩—৩৬

কুলাচারগৃহে গমন করিয়া, পাপশুদ্ধির জন্য ভক্তিসহকারে জ্ঞানরূপ অমৃত প্রার্থনা করিবে। তাহা না পাইলে, জল পান করিবে। কুলাচার-পরায়ণ ব্যক্তি, শক্তি যে পাত্র দান করিবে, নমস্কার-পুরস্কারে তাহা ভক্তিপূর্ব্বক শ্রদ্ধাসহকারে গ্রহণ করিবে। ইহার অন্যথা করিলে নরকে গমন করিতে হইবে। ৩৭—৩৮

অন্যত্রও বলিয়াছেন—সুবুদ্ধি ব্যক্তি দ্যূতক্রীড়াদি দ্বারা বৃথা কাল অতীত করিবে না; দেবতাপূজা, জপ, যাগ ও স্তবাদি দ্বারাই তাহা অতীত করিবে। অধিক কি, গুরুর কৃপা, আলাপকথা, স্তোত্র ও আগম, বিলোকন ইত্যাদি দ্বারা সর্ব্বদা কালযাপনে প্রবৃত্ত হইবে, পরদূষণ (অপরের প্রতি দোষারোপ) পরিহার করিবে। ৩৯—৪০

১। কুলাচারেণ।

প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে বা প্রত্যহং প্রণমেদ্ গুরুম্।
গুরোরগ্রে পৃথক্ পূজামৌদ্ধত্যঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৪১
দীক্ষাং ব্যাখ্যাং প্রভুত্বঞ্চ গুরোরগ্রে ন কারয়েৎ।
গুরুশয্যাসনং যানং পাদুকোপানহৌ তথা ॥ ৪২
স্নানোদকং তথা চ্ছায়াং লঙ্ঘয়েন্ন কদাচন।
শ্রীগুরুং কুলশাস্ত্রাণি পূজাস্থানানি যানি চ ॥ ৪৩
ভক্ত্যা শ্রীপূর্ব্বকং দেবি প্রণম্য পরিকীর্ত্তয়েৎ।
গুরুনাম্না[1] ন ভাষেত জপকালাদৃতে প্রিয়ে ॥ ৪৪
শ্রীনাথদেবস্বামীতি বিবাদে সাধনে বদেৎ।
উৎপাদক-ব্রহ্মদাত্রো-র্গরীয়ান্ মন্ত্রদঃ পিতা ॥ ৪৫
তস্মান্মন্যে চ সততং পিতুরপ্যধিকং গুরুম্।
কুলাচারং গুরুং দেবং মনসাপি ন নিন্দয়েৎ ॥ ৪৬
কুলস্ত্রীবীরনিন্দাঞ্চ বর্জ্জয়েন্মতিমান্ সদা।
অন্তঃ শাক্তা বহিঃ শৈবাঃ সভায়াং বৈষ্ণবা মতাঃ।
নানামূর্ত্তিধরাঃ কৌলাঃ বিচরন্তি মহীতলে ॥ ৪৭

প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে প্রতিদিন গুরুকে প্রণাম করিবে। গুরুর সম্মুখে পৃথক পূজা ও ঔদ্ধত্য ত্যাগ করিবে এবং কখন, দীক্ষা, ব্যাখ্যা ও প্রভুত্ব প্রকাশ করিবে না। গুরুর শয্যা, আসন, যান, কাষ্ঠপাদুকা, চর্ম্মপাদুকা, স্নানোদক, ছায়া, এই সকল কখন লঙ্ঘন করিবে না। ৪১—৪২

শ্রীগুরু কুলশাস্ত্র, পূজাস্থান—এই সকল ভক্তি সহকারে প্রণাম করিয়া, শ্রীপূর্ব্বক (অর্থাৎ ইহাদের নামের পূর্ব্বে শ্রী-শব্দ যুক্ত করিয়া) পরিকীর্ত্তন করিবে। প্রিয়ে! জপের সময় ভিন্ন আর কোন সময়েই গুরুর নাম করিবে না। বিবাদ ও সাধন-সময়ে শ্রীনাথ, দেবস্বামী—এইরূপ বলিতে হইবে। জনক ও মন্ত্রদাতা এতদুভয়ের মধ্যে মন্ত্রদাতাই শ্রেষ্ঠ। সেইজন্য সতত গুরুকে পিতা অপেক্ষাও অধিক মনে করিবে। কুলাচার ও গুরু—ইহাদিগকে মনে মনেও নিন্দা করিবে না। ৪৩—৪৬

মতিমান্ ব্যক্তি সর্ব্বদা কুলস্ত্রী ও বীরগণের নিন্দা পরিহার করিবে। কৌলগণ অন্তরে শাক্ত, বাহিরে শৈব ও সভায় বৈষ্ণব—এইরূপে বিবিধ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পৃথিবীতে বিচরণ করেন। ৪৭

১। গুরুনাম

নিগমে তু—

গুরুণালোকিতঃ শিষ্য উত্তিষ্ঠেদাসনং ত্যজেৎ।
গুরুণা সদসদ্বাপি যদুক্তং তন্ন লঙ্ঘয়েৎ ॥ ৪৮
রভসং মৈথুনং মিথ্যা যো বদেদন্তিকে গুরোঃ।
স যাতি নরকং ঘোরং ভৈরবেণাপি[১] ভাষিতম্ ॥ ৪৯
সংক্রান্তির্নবমী পূর্ণা চাষ্টমী চ চতুর্দ্দশী।
একাদশী ব্যতীপাতে* কর্ম্মলোপং ন কারয়েৎ ॥ ৫০
তত্ত্বহীনং কৃতং কর্ম্ম জপকর্ম্ম চ নিষ্ফলম্।
শাম্ভবী কুপ্যতে তেভ্যো ব্রহ্মহত্যা দিনে দিনে ॥ ৫১

ভাবচূড়ামণৌ চ—

একাকী নির্জ্জনে দেশে শ্মশানে নির্জ্জনে বনে।
শূন্যাগারে নদীতীরে নিঃশঙ্কো বিহরেন্মুদা ॥ ৫২

নিগমে বলিয়াছেন—গুরুকে দর্শনমাত্রেই শিষ্য আসন পরিত্যাগ করিয়া উত্থিত হইবে। গুরু যাহা বলেন, সৎ বা অসৎ হইলেও লঙ্ঘন করিবে না। গুরুর নিকটে রভস অর্থাৎ হঠকারিতা, অতি হর্ষসূচক বাক্য, মৈথুন ও মিথ্যা বলিলে ঘোর নরকে গমন করিতে হয়। স্বয়ং ভৈরবও ইহা বলিয়াছেন। ৪৮—৪৯

সংক্রান্তি, নবমী, পৌর্ণমাসী, অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, একাদশী ও ব্যতীপাত—এই সকলে কর্তব্য কর্মের লোপ করিবে না। তত্ত্বহীন কর্ম ও ফলহীন জপ করিলে, শাম্ভবী দেবী (শম্ভুশক্তি দুর্গা) কুপিতা হইয়া থাকেন এবং দিন দিন ব্রহ্মহত্যারও পাতক সঞ্চিত হয়। ৫০—৫১

ভাবচূড়ামণিতে বলিয়াছেন—একাকী নির্জ্জন স্থানে, নির্জ্জন শ্মশানে, শূন্য নিকেতনে, নদীপুলিনে, নিঃশঙ্কে ও মনের আনন্দে বিহার

১। ভৈরবেণ চ।

* ব্যতীপাত—মহাবিপদসূচক দুর্লক্ষণ। যথা—ধূমকেতু, ভূমিকম্প, উল্কাপাত ইত্যাদি, অশুভযোগ।

বীরাণাং জপকালস্তু সর্ব্বকালৈঃ প্রশস্যতে।
সর্ব্বদেশে সর্ব্বপীঠে কর্ত্তব্যং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৩

অন্যচ্চুক্তম্ তত্রৈব—

স্বকার্য্যান্তে[1] পুরশ্চর্য্যা কার্য্যা রাত্রৌ চ নান্যথা।
বেদহীনে দ্বিজে দেবি যথা ন শ্রুতিসংস্ক্রিয়া ॥ ৫৪
বিষ্ণুভক্তিং বিনা দেবি ভক্তির্নৈব যথা ভবেৎ।
শক্তিজ্ঞানং বিনা মুক্তির্যথা হাস্যায় কল্পতে ॥ ৫৫
গুরুং বিনা তথা তন্ত্রে নাধিকারঃ কথঞ্চন।
পতিহীনা যথা নারী সর্ব্বকর্ম্মবিবর্জিতা ॥ ৫৬
কুলং বিনা তথা দিব্যো বীরো বা মম সাধকঃ।
নাধিকারীতি কৌলেষু তস্মাদ্ যত্নপরো ভবেৎ[2] ॥ ৫৭
অবিনীতং কুলং যস্য স কথং মম পূজকঃ।
তস্মাদ্ যত্নাৎ তথা কার্য্যং যথা স্যাদ্ বিনয়ান্বিতম্ ॥ ৫৮

করিবে। বীরদিগের জপকাল সকল কালেই প্রশস্ত এবং সকল স্থানে ও সকল পীঠেই করিতে হইবে, সন্দেহ নাই। ৫২—৫৩

প্রকারান্তরও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—স্বকুলান্তে পুরশ্চরণ করিবে। রাত্রিতে তাহা করিতে হইবে। ইহার অন্যথা করিবে না। বেদহীন ব্রাহ্মণে যেমন শ্রুতিসংস্কার অর্থাৎ দেহ-মন হৃদয় ও আত্মার উৎকর্ষ হয় না, বিষ্ণুভক্তিহীন ব্যক্তিতে যেরূপ ভক্তি হয় না, শক্তিজ্ঞান বিনা যেমন মুক্তি হাস্যের নিমিত্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ গুরু ব্যতিরেকে তন্ত্রেও কোনরূপেই অধিকার জন্মে না। ৫৪—৫৬

পতিহীনা নারী যেমন কোন কার্য্যেরই নহে, বীর অথবা আমার সাধক সেইরূপ কুল বিনা ভ্রষ্ট হইয়া থাকে; কোনমতেই কৌলে অধিকারী হয় না। সেইজন্য যত্নপরায়ণ হইবে। যাহার কুল বিনয়হীন, সে কিরূপে আমার পূজক হইতে পারে? অতএব যাহাতে বিনয়ান্বিত হওয়া যায়, যত্নপূর্ব্বক তাহাই করিবে। ৫৭—৫৮

১। স্বকুলান্তে। ২। ভব।

তন্ত্রচূড়ামণৌ চ—

বিষ্ণুভক্তো যদা দেব কুলদীক্ষাপরো ভবেৎ।
পুত্রদারধনং তস্য নাশয়ামি ন সংশয়ঃ ॥ ৫৯
কুলদেবং[১] দ্বিজং হিত্বা বৈষ্ণবং দেশিকং যদি।
করোতি কুলশিষ্যোঽসৌ ভ্রষ্টো ভবতি সাধকঃ ॥ ৬০
হবিরারোপমাত্রেণ বহ্নির্দ্দীপ্তো যথা ভবেৎ।
কুলদেবমুখাৎ বৎস[২] তথা দীপ্তো ভবাম্যহম্ ॥ ৬১
[দীক্ষণাৎ পূজনাদ্ হোমাত্তথা দৃষ্ট্যবলোকনাৎ।
যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞানমাত্রেণ পশুনা নির্জ্জিতোমৃতঃ।
সাধকস্য মহাপাপং দত্ত্বা তস্য হরাম্যহম্।][৩]
পশোর্ব্বিদ্যাং সমাসাদ্য যদি পূজাপরো ভবেৎ।
তস্য বক্ত্রং সমালোক্য কুলবক্ত্রং বিলোকয়েৎ ॥ ৬২
পশূপদিষ্টং যৎকিঞ্চিৎ ক্রিয়তে কুলসাধকৈঃ।
তত্তৎ কর্ম্ম মহাদেব অভিচারায় কল্প্যতে ॥ ৬৩

তন্ত্রচূড়ামণিতে বলিয়াছেন—দেব! বিষ্ণুভক্ত কুলদীক্ষাপরায়ণ হইলে, আমি নিঃসন্দেহই তাহার স্ত্রী, পুত্র ও ধন বিনাশ করি। কুলশিষ্য কুলদেব ব্রাহ্মণকে ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবকে গুরু করিলে, নিশ্চয়ই তাহাকে ভ্রষ্ট হইতে হয়। ঘৃতের আরোপণমাত্রেই অগ্নি যেমন প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, আমি কুলদেবমুখেই তদ্রূপ জাগ্রত হইয়া থাকি। (পশু সাধকের দ্বারা দীক্ষা, পূজা, হোম, তাহাদের দৃষ্টি ও জ্ঞানপূর্ব্বক যাহা কিছু অবলোকনের ফলে পরাজিত ও মৃত হইতে হয়। এরূপ সাধককে মহাপাপ দিয়া আমি হরণ করিয়া থাকি)। ৫৯—৬১

পশুর নিকট বিদ্যা গ্রহণ করিয়া পূজাপরায়ণ হইলে, তদীয় বদন দর্শন করিয়া কুলবক্ত্র অবলোকন করিবে। কুলসাধকেরা পশুগণের উপদিষ্ট যাহা কিছু করে, হে মহাদেব! সে সমস্তও অভিচাররূপে পরিণত হইয়া

১। কুলং দেবং। ২। তদ্বৎ। ৩। [ ] বন্ধনীস্থঃ পাঠঃ জীবানন্দ-ধৃতঃ।

যদি দৈবাৎ পশোর্বিদ্যাং লভাতে কুলজৈর্বুধৈঃ।
দ্বিজস্থ কৌলিকীং প্রাপ্য পুনর্বিদ্যামুপালভেৎ ॥ ৬৪
অজ্ঞানাদ্ যৎ কৃতং কর্ম্ম নালোচ্য কুল-কৌলিকীম্।
ক্ষমস্ব দেবি তৎ পাপং হর দেবি! কৃপাং কুরু।
এবং প্রার্থ্য পুনর্দীক্ষাং কুর্যাৎ সাধকসত্তমঃ ॥ ৬৫

অন্যত্রক্তং তত্রৈব—

মনসা বচসা দেব কুলাকুলগুরুং যদি।
নিন্দাং করোতি পাপো যস্তস্যোপরি চ জায়তে ॥ ৬৬
এতৎ শাস্ত্রপ্রসঙ্গস্তু এতৎ পুস্তকদর্শনম্।
পশোরগ্রে ন কর্ত্তব্যং প্রাণান্তেঽপি কদাচন ॥ ৬৭
কৃত্বা সূর্য মুখং দৃষ্ট্বা স্মর্ত্তব্যঃ কুলনায়কঃ॥
পশুনা যঃ সহালাপঃ সহশয্যা সহাসনম্ ॥ ৬৮
সংসর্গশ্চৈবমেবাত্র কুলীনস্য মহাত্মনঃ।
পাতকং ন তু চৈতেষাং সংক্ষয়ে পুণ্যরাশয়ঃ ॥ ৬৯

থাকে। যদি দৈবাৎ কুলজ ব্যক্তিগণ পশুর নিকট বিদ্যালাভ করে, তাহা হইলে পুনরায় কৌলিক ব্রাহ্মণের আশ্রয়ে বিদ্যা গ্রহণ করিবে। অজ্ঞানবশতঃ কুল-কৌলিক আলোচনা করিয়া যাহা করিয়াছি, দেবি! ক্ষমা করিয়া সেই পাপ হরণপূর্ব্বক কৃপা বিতরণ কর, এইরূপ প্রার্থনা করিয়া পুনরায় দীক্ষিত হইতে হইবে। ৬২—৬৫

তাহাতেই প্রাকারান্তর বলিয়াছেন। যথা—মন ও বাক্য দ্বারা কুলাকুল গুরুর নিন্দা করিলে, তাহার পাতক জন্মিয়া থাকে। এই শাস্ত্র-প্রসঙ্গ এবং এই পুস্তকে বর্ণিত বিষয় পশুর সম্মুখে প্রাণান্তেও প্রকাশ করিবেনা; করিলে, সূর্য্যমুখ দর্শন করিয়া মহাত্মা কুলীন কুলনায়কের স্মরণ করিবে। পশুর সহিত আলাপ, শয়ন, অবস্থান ও সংসর্গ করিলে তাহাদের উভয়ের যে পাতক জন্মে, তাহা ক্ষয় হইয়া কোনক্রমে পুণ্যরাশি উপচিত (পুষ্ট ও সমৃদ্ধ) হয় না। ৬৬—৬৯

প্রভবন্তি ন তীর্থানি ন গঙ্গা ন চ কাশিকা।
মহাবিদ্যাজপাদেব চত্বারি পাতকানি চ ॥ ৭০
নশ্যন্তি চ ন সংসর্গঃ ক্ষয়ং যাতি কদাচন।
অজ্ঞানাৎ পশুসংসর্গো যদি দৈবাৎ প্রজায়তে ॥ ৭১
তদা দ্বাদশবর্ষাখ্যং ব্রতার্থং যত্নমাচরেৎ।
কুলীনায়াঃ সমীপস্থঃ কুলসেবাপরায়ণঃ ॥ ৭২
উচ্ছিষ্টভোজী তন্নামজাপী চ তৎপতেরপি।
তদা হ্যেতাং সমভ্যর্চ্চ্য যত্নেশ্চ পরিতোষ্য চ ॥ ৭৩
শুচির্ভূত্বা পরাং বিদ্যাং গৃহীত্বা শুদ্ধিমাপ্নুয়াৎ।
ব্রতাশক্তো যদি ভবেৎ সুবর্ণং কুলতোষকৃৎ ॥ ৭৪
দদ্যাৎ কুলায় পাপানাং ক্ষয়ার্থং কুলসাধকঃ।
জ্ঞানাৎ সংসর্গমাসাদ্য শুদ্ধিং প্রাপ্নোতি নৈব চ ॥ ৭৫
পশুভ্যো ভাষণাচ্চৈব যোনিমালক্ষ্য[১] সাধকঃ।
নানাক্লেশসমাযুক্তো নরকান্ প্রতিপদ্যতে ॥ ৭৬
[ন চৈবং দীক্ষয়েন্নাম ন চান্যদর্শনঞ্চরেৎ।
মম শাস্ত্রকথাঞ্চাগ্রে প্রযত্নেন বিবর্জ্জয়েৎ ॥

তীর্থ, গঙ্গা, কাশীও তাহার ক্ষয় করিতে পারে না। অধিক কি, মহাবিদ্যার জপ করিলেও উল্লিখিত পাতকচতুষ্টয় ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। অজ্ঞানবশতঃ দৈবাৎ যদি পশুর সংসর্গ সংঘটিত হয়, তাহা হইলে দ্বাদশ-বর্ষাখ্য ব্রত চরণার্থ (আচরণ, অনুষ্ঠান), যত্ন, (উদ্যম, চেষ্টা) করিবে। ৭১—৭২

কুলীনার সমীপস্থ ও কুলসেবাপরায়ণ হইয়া এবং তাহার ও তাহার পতিরও উচ্ছিষ্ট ভোজন ও নামজপ সহকারে যত্নপূর্ব্বক তাহার পূজা ও পরিতোষবিধান করতঃ শুচি হইয়া, পরবিদ্যা গ্রহণ করিলে শুদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। ব্রতে অশক্ত হইলে, কুলসাধক কুল ও পাপক্ষয়ার্থ সুবর্ণ দান করিবে। জ্ঞানপূর্ব্বক সংসর্গ করিলে, কোনমতেই শুদ্ধিলাভ হয় না। ৭৩—৭৫

সাধক পশুর সহিত সম্ভাষণ (আলাপ ও কথাবার্ত্তা) করিলে, পশুযোনি দর্শন করিলে নানা ক্লেশ ভোগ করিয়া নরকপরম্পরা প্রাপ্ত হয়।

১। যোনিমালভ্যঃ। ২। ইত্যাধিকো জীবানন্দ-সংস্করণে দৃশ্যতে।

কর্ম্মণা মনসা বাচা পশুশাস্ত্রাঙ্গপূজনম্ ।
প্রকুর্ব্বন্তি মহাপাপা-স্ত্যাজ্যাশ্চ কুলপাংশুলাঃ ॥ ৭৭
নির্জীবকাষ্ঠে লোষ্ট্রে বা শর্করায়াং তৃণেঽপি বা ।
সর্ব্বত্র চিন্তিতা চাহং ন পশোর্মিত্রবিগ্রহে[১] ॥ ৭৮
[চেতনাধিষ্ঠিতং সর্ব্বসুখং দুঃখং প্রকল্পিতম্ ।
তত্রৈব চেতনাভাবান্নিয়মো নাস্তি তাদৃশঃ ।
প্রসন্না তেন গোপ্তব্যা কুলীনৈঃ সিদ্ধিহেতবে ।][২]

অন্যদুক্তং তত্রৈব—

দীক্ষায়াং কুলপূজায়াং শিষ্যত্বে যদি বা গুরৌ ।
লজ্জাপরং কুলং তত্র বিদ্যাপি নিত্যনিদ্রিতা ॥ ৭৯
অধস্তাদ্ দৃষ্টিমাত্রেণ তস্য বিদ্যা হ্যধোমুখী ।
নিমীলনান্মৃতা বিদ্যা বোধনান্মারয়েদ্ ধ্রুবম্ ॥ ৮০
পার্শ্বাবলোকনেনৈব ব্যাধিদারিদ্র্যপীড়িতা ।
চতুর্দ্দিগবলোকেন উচ্চাটনগতা ভবেৎ ॥ ৮১

[এইপ্রকার পশুকে দীক্ষা দিবে না, অন্য কিছু দেখিবে না। তাহাদের সামনে যত্নসহকারে আমার কথা পরিত্যাগ করিবে।] কায়-মন-বাক্য দ্বারা'ও পশুশাস্ত্রাঙ্গপূজা করিলে মহাপাপী, কুলপাংশুল (কুলের কলঙ্ক) ও ত্যাজ্য হইতে হয়। নির্জীব (নিষ্প্রাণ) কাষ্ঠ, লোষ্ট্র, শর্করা, তৃণ, সর্ব্বত্রই আমি চিন্তিতা (চিন্তনীয়) হইয়া থাকি—কেবল পশুর মিত্রবিগ্রহে নহি। ৭৬—৭৮

(চেতনাধিষ্ঠিত সমস্ত সুখকে দুঃখ বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। সেখানে চেতনার অভাবে সেরূপ কোন নিয়ম নাই। কুলীনগণ সিদ্ধির নিমিত্ত সুখজনক সমস্ত কিছু গোপন করিবেন।) দীক্ষা, কুলপূজা, শিষ্যত্ব ও গুরু এই সকলে কুল যদি লজ্জা বা সঙ্কোচযুক্ত হইয়া অধোদৃষ্টি করে, তাহা হইলে, তাহার বিদ্যা অধোমুখী হয়। নেত্র নিমীলন করিলে বিদ্যা মৃতা হইয়া থাকে, বোধন অর্থাৎ আত্মগৌরব অবলম্বন করিলে বিনষ্ট হইতে হয়, পার্শ্বাবলোকন করিলে ব্যাধি, দারিদ্র্য ও পীড়া উপস্থিত হইয়া থাকে, চতুর্দিক অবলোকন করিলে উচ্চাটনগত হইতে হয়। ৭৯—৮১

১। পশোর্ম্মন্ত্রবিগ্রহে। ২। ইত্যধিকো জীবানন্দ-ধৃতঃ পাঠঃ।

এতাদৃশং কুলং দেব যদি কুর্য্যাৎ কথঞ্চন।
তদা কুলগুরুং প্রার্থ্য কারয়েদ্দীক্ষণং ততঃ ॥ ৮২
উপদেষ্টা যদা দেব তদা পুত্রী তু কন্যকা।
পূজার্হা চ তদা দেবী তদা মাতা ন সংশয়ঃ ॥ ৮৩
সর্ব্বথা পিতৃপুত্রীভ্যাং মূলযোগেন দৃশ্যতে।
তৎকৃতে পাপবুদ্ধ্যা বৈ উভৌ নরকগামিনৌ ॥ ৮৪
চুম্বকে অন্যশাস্ত্রজ্ঞে পশুগ্রামে চ ভৈরব।
ন বক্তব্যং ন কর্ত্তব্যং ন চ বাচ্যং কথঞ্চন।
এবং কৃতে গুরৌ শিষ্যে মম শাপো ভবিষ্যতি ॥ ৮৫

শিবাগমে চ তদুক্তম্—

শক্ত্যুচ্ছিষ্টমবিচার্য্য পিবেচ্চক্রেশ্বরো যদি।
ঘোরঞ্চ নরকং যাতি কুলমার্গে পতেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ৮৬
তস্মাদ্বিচার্য্য যত্নেন শক্ত্যুচ্ছিষ্টং পিবেৎ সুধীঃ।
আনন্দং কারয়েদ্বীরস্তত্ত্বং[১] নির্ভ্রান্তিতঃ পিবেৎ ॥ ৮৭

দেব! যদি কোনরূপে এইরূপ ঘটনা হয়, তাহা হইলে কুলগুরুর প্রার্থনা করিয়া তাঁহার দীক্ষণ করিবে। পুত্রী উপদেশের বিষয় হইলে কন্যা থাকে, যখন পূজার যোগ্য হয়, তখন মাতার মত; এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। সর্ব্বদা পিতা ও কন্যার ব্যবহার দেখা যায়, তাহাতে পাপবুদ্ধি হইলে উভয়ে নরকগামী হইবে। চুম্বক (কামুক, শঠ ও ধূর্ত্ত), অন্যশাস্ত্রজ্ঞ ও পশু—ইহাদিগকে কখন বলিবে না; বলিলে, গুরু শিষ্য উভয়কেই আমি শাপ দিয়া থাকি। ৮২—৮৫

শিবাগমে বলিয়াছেন—চক্রেশ্বর বিচারবিহীন হইয়া শক্তির উচ্ছিষ্ট পান করিলে, ঘোর নরকে গমন করে এবং কুলমার্গে পতিত হইয়া থাকে। সেইজন্য বিচারপূর্ব্বক শক্তির উচ্ছিষ্ট যত্নসহকারে পান করিবে। নির্ভ্রান্ত

১। তোক্ষং।

শক্তিঃ শিবঃ শিবঃ শক্তিঃ শক্তির্ব্রহ্মা জনার্দ্দনঃ।
শক্তিরিন্দ্রাবধিঃ[১] শক্তিঃ শক্তিশ্চন্দ্রো গ্রহো ধ্রুবম্।
শক্তিরূপং জগৎ সর্ব্বং যো ন জানাতি নারকী ॥ ৮৮

বীরতন্ত্রেঽপি—

স্নানাদি মানসং শৌচং মানসঃ প্রবরো জপঃ।
পূজনং মানসং দিব্যং মানসং তর্পণাদিকম্ ॥ ৮৯
সর্ব্ব এব শুভঃ কালো নাশুভো বিদ্যতে ক্বচিৎ।
ন বিশেষো দিবারাত্রৌ ন সন্ধ্যায়াং মহানিশি ॥ ৯০
সর্ব্বদা পূজয়েদ্দেবীমস্নাতঃ[২] কৃতভোজনঃ।
মহানিশ্যশুচৌ দেয়ে বলিং মন্ত্রেণ দাপয়েৎ ॥ ৯১

এতেন দিবসেঽপি পঞ্চতত্ত্বেন সংপূজনং কার্য্যমিতি সূচিতম্। যত্তু

রাত্রাবেব মহাপূজা কর্ত্তব্যা বীরবন্দিতে।
ন দিনে সর্ব্বথা কার্য্যা শাসনাৎ মম সুব্রতে[৩] ॥ ৯২

(নিঃসন্দেহ) হইয়া তত্ত্বপান ও আনন্দ করিতে হইবে। শক্তিই শিব, শিবই শক্তি। আবার শক্তিই ব্রহ্মা, শক্তিই বিষ্ণু, শক্তিই ইন্দ্রাদি দেবগণ, শক্তিই চন্দ্র ও গ্রহ সমুদয়। ফলতঃ সমুদয় জগৎ শক্তিরূপ। যে ব্যক্তি ইহা জানে না, সে-ই নারকী। ৮৬—৮৮

বীরতন্ত্রে বলিয়াছেন—মানসজপই শ্রেষ্ঠ জপ, মানস স্নানই স্নান, মানস-শৌচই শৌচ, মানস-পূজাই পূজা, মানস-তর্পণাদিই তর্পণ। সমুদয় কালই শুভকাল, অশুভকাল কস্মিন্‌কালেও নাই। দিবা ও রাত্রি, সন্ধ্যা ও মহানিশি কিছুতেই বিশেষ (উৎকর্ষ বা অপকর্ষ) নাই। অস্নাত ও কৃতভোজন হইয়া, সর্ব্বদাই দেবীকে পূজা করিবে। মহানিশাতে অশুচি প্রদেশে মন্ত্রোচ্চারণসহকারে বলি প্রদান করিবে। ৮৯—৯১

ইহা দ্বারা সূচিত হইতেছে যে, দিবসেও পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা পূজা করিতে পারা যায়। তবে যে বলিয়াছেন,—অয়ি বীরবন্দিতে! রাত্রিতেই মহাপূজা করিবে, ইহা স্বতন্ত্রের বচন। স্বতন্ত্রে ইহাও বলিয়াছেন,—

১। রবিঃ। ২। সুস্নাত। ৩। মমসুব্রতে।

হবিষ্যাশী দিবা লক্ষং পুরশ্চারী তু যো জপেৎ।
তত্র মাত্রং দিবা পূজা পশুবদ্ধ্ধবন্দিতে ॥ ৯৩

ইতি স্বতন্ত্রতন্ত্রবচনম্। তত্তু পুরশ্চরণবিষয়ে বোদ্ধব্যমিতি। তত্র রাত্রাবেব ইতি শব্দস্বরসাৎ সামান্যাধিকারপর ইতি ক্রমঃ। কালীতন্ত্রাদিস্বরসাচ্চ। তত্তু জপে ন কালনিয়মঃ ইতি পূর্বৈব লিখিতম্। এবং ছিন্নমস্তাতন্ত্রেঽপি—

সিদ্ধমন্ত্রে ন দোষঃ স্যান্নাশৌচে নিয়মেঽপি চ।
ন কল্পনা দিবারাত্রৌ ন চ সন্ধ্যাবসানকম্।
সদৈব পূজয়েন্মন্ত্রী মৈথুনে তু বিশেষতঃ ॥ ৯৪

কিন্তু—ন পশ্যেৎ পতিতাং নগ্নামুন্মত্তাং প্রকটস্তনীম্।
দিবসে ন রমেন্নারীং তদ্‌যোনিং নৈব বীক্ষয়েৎ ॥ ৯৫

কুলার্ণবেঽপ্যেবম্। তৎপ্রকরণত্বাৎ পুরশ্চরণপরং বা ইতি।

অথ রুদ্রযামলে—

পশোঃ সম্ভাষণাদ্দেবি মন্ত্রসিদ্ধির্ন জায়তে।
পশুস্তু দ্বিবিধো দেবি দীক্ষিতোঽপি ভবেৎ পশুঃ ॥ ৯৬

শাসনবশতঃ দিবাভাগে পূজা করিবে না। হবিষ্যাশী ও পুরশ্চারী হইয়া যে ব্যক্তি লক্ষ জপ করে, তাহাতে দিবাপূজা মাত্র পশুবৎ। ৯২—৯৩

স্বতন্ত্রের এই বচন পুরশ্চরণবিষয়ক; সেখানে রাত্রিতেই এই শব্দ থাকায় উহা সামান্য অধিকারপর—ইহা বলিব। কালীতন্ত্রাদিরও ঐরূপ মত। জপে কোন কাল নিয়ম নাই—ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ছিন্নমস্তাতন্ত্রে বলিয়াছেন—সিদ্ধমন্ত্রে অশৌচ বা অনিয়ম হইলে দোষ নাই। উহাতে দিবা রাত্রি বা সন্ধ্যাবসান কল্পনাও নাই। সর্ব্বদাই পূজা করিবে এবং মৈথুন সময়ে বিশেষ করিয়া অর্চ্চনা করিবে। পতিতা, নগ্না এবং সুব্যক্তস্তনী নারীকে দর্শন করিবে না এবং দিবসে রমণ ও স্ত্রীযোনি দর্শন করিবে না—কুলার্ণব তন্ত্রোক্ত এই বচন স্ত্রীবিদ্যাপ্রকরণীয়। অতএব স্ত্রীবিদ্যা (শক্তি) উপাসনায়ই এই সকল নিষেধ, কিংবা পুরশ্চরণবিষয়ে এই সকল নিষেধ—ইহাই আমাদের মত। ৯৪—৯৫

রুদ্রযামলে বলিয়াছেন—দেবি! পশুর সহিত সম্ভাষণ করিলে মন্ত্রসিদ্ধি হয় না। পশু দ্বিবিধ। দীক্ষিতও পশু হইয়া থাকে। পশু দুই

দীক্ষিতশ্চ কুলাচারনিন্দকো দ্বিবিধঃ পশুঃ।
গোলকেন সহালাপাৎ স্পর্শাৎ সদ্ভাবসংস্কৃতাৎ[১]।
ন সিধ্যতি মহেশানি সত্যং সত্যং বদাম্যহম্ ॥ ৯৭
বিকল্পিতা ন সিধ্যন্তি জপাৎ সিদ্ধ্যন্তি লোকপাঃ।
তস্মাদেতৎ পরিত্যজ্য সিদ্ধিঃ স্যাৎ কেবলাজ্জপাৎ ॥ ৯৮
বীরহত্যা বৃথাপানং বীরজায়ানিষেবণম্।
মহাপাতকমিত্যাহুঃ কৌলিকানাং কুলেশ্বরি ॥ ৯৯
অর্থাদ্বা কামতো বাপি লৌল্যাদপি চ যো নরঃ।
লিঙ্গযোনিরতো মন্ত্রী রৌরবং নরকং ব্রজেৎ ॥ ১০০

ইতি মহামহোপাধ্যায়-পরমহংসপরিব্রাজক-শ্রীপূর্ণানন্দগিরি-বিরচিতে শ্যামারহস্যে পুরুষার্থসাধনাচার-বিবরণং নামাষ্টমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ৮ ॥

প্রকার—দীক্ষিত ও কুলাচারনিন্দক। মহেশানি! গোলকের (বিধবা-গর্ভজ জারজ পুত্রের) সহিত আলাপ, তাহাকে স্পর্শ ও তাহার সহিত সদ্ভাব করিলেও, সত্য সত্য বলিতেছি, সাধকের সিদ্ধিলাভ হয় না। ৯৬—৯৭

যাহাদের মনে দ্বিধা বা সংশয় আছে, তাহারাও সিদ্ধ হয় না। জপ করিলেই সিদ্ধ হইয়া থাকে। সেইজন্য ইহা পরিত্যাগ করিয়া জপ করিবে, সিদ্ধিলাভ হইবে। কুলেশ্বরি! বীরহত্যা, বৃথা পান, বীরপত্নীগমন—এই কয়টী কৌলিকগণের মহাপাপ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি অর্থ, কাম ও লোলতা (আসক্তি) বশতঃ লিঙ্গযোনি রত হয়, সে রৌরব নরকে গমন করিয়া থাকে। ৯৮—১০০

মহামহোপাধ্যায় পরমহংসপরিব্রাজক শ্রীপূর্ণানন্দগিরি বিরচিত শ্যামারহস্যে পুরুষার্থসাধনাচার-বিবরণ নামক অষ্টম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

১। সদ্ভাব-সংস্কৃতাৎ।

নবমঃ পরিচ্ছেদঃ।

অথ কুণ্ডগোলোদ্ভবাদি*গ্রহণবিধিঃ।

তদুক্তং তন্ত্রান্তরে—

আনীয় প্রমদাং মত্তাং দীক্ষিতাং যৌবনান্বিতাম্।
স্বকান্তাং পরকান্তাং বা ঘৃণালজ্জাবিবর্জ্জিতাম্ ॥ ১
প্রাঙ্মুখেনোপবিষ্টস্ত[1] নিশায়ামর্দ্ধরাত্রকে।
হেতুযুক্তং সতাম্বুলং দত্ত্বা ন্যাসান্ বিধায় চ ॥ ২
মৌলৌ কুন্তলকর্ষণং নয়নয়োরাচুম্বনং গণ্ডয়ো-
র্দ্দন্তেনাধরপীড়নং হৃদি হতির্মুষ্ট্যা চ নাভৌ ভগে।
কক্ষাকণ্ঠকপোলমণ্ডলকুচশ্রোণীষু দেয়া নখাঃ,
সীমন্তে লিখনং নখৈরুরসিজং গৃহ্নীত গাঢ়ং ততঃ ॥ ৩
কুর্ব্বীতাভিরতং মনোভবগৃহে মাতঙ্গলীলায়িতং[2]।
জঙ্ঘাঙ্গুষ্ঠপদোরুগুল্ফহননং চান্যোন্যতঃ কামিনোঃ ॥ ৪

একণে, কুণ্ডগোলোদ্ভবাদি গ্রহণবিধি কথিত হইতেছে। তন্ত্রান্তরে তাহা বলিয়াছেন। যথা—স্বকান্তাই হউক, আর পরকান্তাই হউক, মত্তা, দীক্ষিতা, যৌবনসম্পন্না ও ঘৃণালজ্জাবিবর্জ্জিতা প্রমদাকে আনয়ন করিয়া অর্দ্ধরাত্রিতে সম্মুখে (পাঠান্তরে পরাঙ্মুখে, যে মুখ ফিরাইয়া আছে; স্পৃহাহীন, বাম) উপবেশনপূর্ব্বক হেতুযুক্ত তাম্বুল দানকরতঃ বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে, যথা—আং, ঈং

---

*কুণ্ডগোলোদ্ভব—মিশ্রিত শুক্র-শোণিতের নাম অবস্থাভেদে কুণ্ডোত্থ ও গোলোত্থ। কুণ্ডগোলোত্থ দ্রব্য দেবতার অর্ঘ্যে প্রদান করিবার বিধান আছে। অবস্থাবিশেষে স্ত্রী শোণিতের নাম স্বয়ম্ভু-কুসুম। ইহাও দেবতার অর্চ্চনায় নিবেদন বিহিত আছে। মুখ্য কুণ্ডগোলোত্থ দ্রব্য ও স্বয়ম্ভু-কুসুম অথবা ইহাদের প্রতিনিধি [অনুকল্প—অনু = হীন + কল্প = মুখ্যবিধি অর্থাৎ মুখ্যবিধির পরিবর্ত্ত (substitute) বা বদলে বিহিত বিধান] জিতেন্দ্রিয় যোগী ভিন্ন সাধারণ সাধক এই সকলের কিছুই দেবতাকে প্রদান করিবেন না। কলির তিন সহস্র বৎসর পরে যোগীগণও ইহা কখন প্রদান করিবেন না। ইহা কল্পসূত্রে ভাষ্যকার (ব্যাখ্যাতা) রামেশ্বরেরও অভিমত। যে কৌল-সাধক মল-মূত্র-শুক্র-শোণিত প্রভৃতিতে ঘৃণা বা অপবিত্রতা-বুদ্ধি পরিত্যাগপূর্ব্বক ইহাদিগকে পবিত্র বলিয়া ধারণা বা অনুভব করিতে পারিয়াছেন কেবলমাত্র (একমাত্র) তিনিই অর্ঘ্যপাত্রে কুণ্ড-গোলোত্থ দ্রব্য প্রদানের প্রকৃত অধিকারী।

১। পরাঙ্মুখোপবিষ্টস্ত। ২। মাতঙ্গলীলাস্থিতি।

আং ঈং ক্লীং ব্লেং[1] অমুকীং দ্রাবয় স্বাহা ইতি বিন্যসেৎ। ঐং হ্রীং চপলে চলচ্চিত্তে[2] রেতো মুঞ্চ দ্বয়ং পঠেৎ।

ব্লূং ক্লীং স্ত্রীং ক্লীং দেবেশি দ্রাবিণীবীজমুত্তমম্।
তস্যাং যোনৌ ন্যসেদ্বিদ্যাং মৈথুনং কারয়েৎ প্রিয়ে ॥ ৫
শুদ্ধমন্ত্রৌষধৈনৈব যোনিপ্রমথনং চরেৎ।
মথ্যমানে পুনস্তস্যাং জায়তে তত্ত্বমুত্তমম্ ॥ ৬
গৃহ্লীয়াৎ তৎ প্রযত্নেন দ্রব্যং কুণ্ডোদ্ভবং শুভম্।
নিঃশঙ্কমাহিতং দ্রব্যং গৃহীত্বা তেন পূজয়েৎ ॥ ৭
সান্নিধ্যং জায়তে দেবি সর্ব্বকামমুপালভেৎ।
কুণ্ডোদ্ভবামৃতং দ্রব্যং কথিতং দুর্ল্লভং ময়া ॥ ৮

পঞ্চমীযামলেঽপি—

চর্ব্ব্যং চোষ্যং নিবেদ্যাথ বস্ত্রালঙ্করণাদিকম্।
পূজয়েদক্ষতৈঃ শুদ্ধৈ স্তস্যা মদনমন্দিরম্ ॥ ৯
ভাবয়েৎ কামভাবেন[4] তাস্থু তত্ত্বং ন চোৎসৃজেৎ।
শুদ্ধমন্ত্রৌষধৈ*নৈব মথয়েন্মদনালয়ম্ ॥ ১০

হস্তাদি ন্যাস বিধান করিবে। তদীয় যোনিতে ব্লূঁ ক্লীং স্ত্রী ক্লীং এই বীজ (বিদ্যা) ন্যাস করিয়া মধু ধর্ম্মে যুক্ত হইবে। শুদ্ধমন্ত্রৌষধ দ্বারা সেই রতিগৃহ অর্থাৎ যোনি প্রমথিত (মর্দ্দিত) করিবে। মথিত (বিমর্দ্দিত বা বিলোড়িত) করিলে তাহাতে উত্তম তত্ত্ব (বস্তু) উৎপন্ন হয়। উহারই নাম কুণ্ডোদ্ভব দ্রব্য। —৬

ঐ পবিত্র দ্রব্য অতিশয় যত্নসহকারে গ্রহণ করিবে। তাহাতে কোনরূপ শঙ্কা করিবে না। উহা গ্রহণ করিয়া উহা দ্বারা পূজা করিলে, দেবীর সান্নিধ্য লাভ ও সর্ববিধ কামনা পূর্ণ হইয়া থাকে। আমি এই কুণ্ডোদ্ভব অমৃত কীর্ত্তন করিলাম। ইহা অতি দুর্ল্লভ পদার্থ। ৭—৮

পঞ্চমীযামলেও বলিয়াছেন—চর্ব্ব্য, চোষ্য, বস্ত্র ও অলঙ্করণাদি নিবেদন করিয়া, শুদ্ধ অক্ষত দ্বারা তদীয় যোনিমন্দিরের পূজা ও কামতত্ত্ব

১। আং ঈং হ্রং স্ত্রী ব্লেং। ২। চলচ্চিত্তায়। ৩। শুক্রে। ৪। কামতন্ত্রেণ।

*শুদ্ধমন্ত্রৌষধি—সাধন তন্ত্রোক্ত মন্ত্রবর্ণ ও ঔষধ দ্রব্য (ঔষধীর উদ্ভিজ্জ অর্থাৎ ঔষধের উপকরণ গাছ-গাছড়া বল্কল ঔষধিমূল লতাদি) দ্রব্য।

মথ্যমানে পুনস্তস্যা জায়তে তত্ত্বমুত্তমম্।
গৃহ্নীয়াৎ তৎ প্রযত্নেন দ্রব্যং কুণ্ডোদ্ভবং শুভম্॥ ১১

অথ শুক্লমন্ত্রৌষধং যথা, তদুক্তং কুলোড্ডীশে—

মায়াগচ্ছ পদং শুক্র-স্তম্ভনকারিণি ঠদ্বয়ম্।
অনেনার্কোপরাগে চ জাতীমূলং সমানয়েৎ।
এতদ্ধৃত্বা সাধকেন্দ্রঃ শুক্রস্তম্ভনমাচরেদিতি॥ ১২
গোলোদ্ভবং তথা দেব গৃহ্যতে চ বিধানবিৎ।
কুলজাং দীক্ষিতাং মত্তাং পতিহীনাং বিচক্ষণাম্॥ ১৩
শক্তিযোগ্যাং সুরূপাঞ্চ অনপত্যাং সমানয়েৎ।
সুন্দরীং শোভনাং দিব্যাং পীনোন্নতপয়োধরাম্॥ ১৪
দ্বিরষ্টবর্ষদেশীয়াং সদা কামাভিলাষিণীম্।
পূর্ব্বোক্তক্রমযোগেন কৃত্বা ন্যাসাদিকং ততঃ॥ ১৫

দ্বারা ভাবনা করিবে। তাহাতে কখন তত্ত্ব উৎসর্জ্জন উৎসর্গ করিবে না। শুক্লমন্ত্রৌষধ দ্বারা তদীয় কুলগৃহ মথিত করিবে। মথিত (বিমর্দ্দিত) করিলে পুনরায় তাহার উত্তম তত্ত্ব সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। সেই কুণ্ডোদ্ভব শুভ দ্রব্য যত্নপূর্ব্বক গ্রহণ করিবে। ৯—১১

এক্ষণে শুক্ল মন্ত্রৌষধ বৃত্তান্ত লিখিত হইতেছে। কুলোড্ডীশে তাহা বলিয়াছেন—হ্রীং আগচ্ছ শুক্রস্তম্ভনকারিণি স্বাহা, এই মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে সূর্য্যের উপরাগ (গ্রহণ, রাহুগ্রাস) সময়ে জাতী[১]মূল আনয়ন করিবে। অনন্তর ধারণ করিয়া শুক্রস্তম্ভন সমাচরণ (সম্যক অনুষ্ঠান ও আচরণ) করিবে। কুলজা, দীক্ষিতা, মত্তা, পতিহীনা, বিচক্ষণা, শক্তিযোগ্যা, সুরূপা, অনপত্যা (যাহার সন্তান হয় নাই বা জীবিত নাই), সুন্দরী, শোভনা, দিব্যা, পীনোন্নতপয়োধরা, ষোড়শবর্ষদেশীয়া ও সর্ব্বদা কামাভিলাষিণী রমণীকে আনয়নপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত ক্রমযোগানুসারে ন্যাসাদি বিধান ও পরে পূজার্থ

১। জাতী—জাতীপুষ্প বৃক্ষ, জাতীপুষ্প, চামেলী, মালতী।

তত্ত্বং প্রগৃহ্য যত্নেন পূজার্থং সাধকোত্তমঃ।
ইদং গোলোদ্ভবং দ্রব্যং দেবতাতুষ্টি-[১]কারকম্ ॥
অনেন পূজয়েদ্ যো হি সর্ব্বকামমুপালভেৎ ॥ ১৬
স্বয়ম্ভুং কথয়িষ্যামি পূজার্থং সাধকোত্তমঃ।
[আনীয় প্রমদাং দিব্যাং প্রমত্তাং যৌবনোন্নতাম্।
দীক্ষিতাং মূলমন্ত্রেণ সুনাসাং চারুহাসিনীম্ ॥
সর্ব্বদানন্দহৃদয়াং ঘৃণালজ্জাবিবর্জ্জিতাম্।
গুরুভক্তাং সুবেশাঞ্চ দেবতাপূজনে রতাম্ ॥][২]
পূর্ব্ববন্ন্যাসবর্য্যস্তু কারয়েদ্দেবি সুন্দরি।
তস্যাস্তু মদনাগারে পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্ ॥ ১৭
স্বয়মক্ষোভিতো ভূত্বা সাধকঃ পঞ্চমীং যজেৎ[৩]।
স্বেচ্ছা ঋতুমতী শক্তিঃ সাক্ষাদ্দেবী সুরেশ্বরি ॥ ১৮

যত্নপূর্ব্বক তত্ত্ব গ্রহণ করিবে। ইহারই নাম গোলোদ্ভব দ্রব্য। ইহা দেবতারও তুষ্টিকারক। যে ব্যক্তি ইহা দ্বারা পূজা করে, তাহার সকল কামনাই পূর্ণ হইয়া থাকে। ১২—১৬

একণে স্বয়ম্ভু (স্ত্রীরজঃ) কীর্ত্তন করিব। হে সুন্দরি দেবি! সাধকোত্তম পূজার্থ মনোরমা, প্রমত্তা, যৌবনবতী, মূলমন্ত্রে দীক্ষিতা, সুন্দরনাসিকাযুক্তা, চারুহাসিনী, সর্ব্বদা হর্ষ ঘৃণা লজ্জাহীনা, গুরুভক্তা, সুন্দরবেশশালিনী এবং দেবার্চ্চন-নিরতা নারীকে আনয়ন করতঃ পূর্ব্বের ন্যায় ন্যাসচর্য্যা বিধান করিয়া তদীয় যোনিতে পরমেশ্বরীর পূজা ও স্বয়ং ক্ষোভ (মনঃকষ্ট, উদ্বেগ, চাঞ্চল্য ও আলোড়ন) রহিত হইয়া পঞ্চমীর (তন্ত্রোক্ত বিদ্যাবিশেষ অর্থাৎ তন্ত্রোক্ত দেবী) অর্চ্চনা করিবে। দেবী শক্তি স্বেচ্ছাক্রমে ঋতুমতী হইয়া থাকেন। তাঁহার সেই পুষ্প (স্ত্রীরজঃ) স্বয়ং অতিশয় যত্ন সহকারে রক্ষা করিবে। ১৭—১৮

১। তুষ্টিকারকম্। ২। [ ] বন্ধনীস্থশ্লোকাঃ ন সর্ব্বত্র দৃশ্যন্তে। ৩। পঞ্চমং চরেৎ।

তস্যাঃ পুষ্পং স্বয়ং যত্নাদ্রক্ষণীয়ং প্রযত্নতঃ।
বস্ত্রালঙ্কারপুষ্পেণ শক্তিঞ্চ পূজয়েৎ সদা॥ ১৯

যথাকালে তথা পুষ্পং স্বয়ং যদ্‌যোগ্যরূপতঃ।[১]
গৃহীত্বা তৎ প্রযত্নেন স্বয়ম্ভুকুসুমং চরেৎ॥ ২০

স্বয়ম্ভুপুষ্পযোগেন সাক্ষতেন সমর্চ্চয়েৎ।
বিদ্যাং স্বপ্নাবতীং* জপ্ত্বা ক্ষিপ্রমাকর্ষণাদিকম্॥ ২১

দেবতাশ্চ মহানাগা রাক্ষসা দানবাশ্চ যে।
রাজানশ্চ স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বা নিত্যং বশ্যা ভবন্তি হি॥ ২২

মুণ্ডমালায়াম্—

স্বয়ম্ভুকুসুমং দেবি ত্রিবিধং ভুবি জায়তে।
আষোড়শাদনূঢ়া[২] যা উত্তমা সর্ব্বসিদ্ধিদা॥ ২৩

বলাৎকারেণ ঊঢ়া যা[৩] মধ্যমা ভোগবর্দ্ধিনী।
রজোযোগবশাদন্যা চাধমা ফলদায়িনী॥ ২৪

বস্ত্র, অলঙ্কার ও পুষ্প দ্বারা সর্ব্বদা শক্তির পূজা করিতে হইবে। শক্তি স্বয়ং যথাকালে সেই পুষ্প সকৃৎ (একবার) গোপন করিবে। যত্নসহকারে তাহা গ্রহণ করিয়া স্বয়ম্ভুকুসুমরূপে ব্যবহার করিবে। সত্বর আকর্ষণাদি জপ করিয়া অক্ষতের (আতপ তণ্ডুল) সহিত স্বয়ম্ভুকুসুম দ্বারা স্বপ্নাবতী বিদ্যার অভ্যর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইবে। তাহা হইলে দেবগণ, মহানাগগণ, রাক্ষসগণ, দানবগণ, রাজগণ ও স্ত্রীগণ সকলেই নিত্য বশীভূত হইয়া থাকে। ১৯—২২

মুণ্ডমালায় বলিয়াছেন—দেবি! পৃথিবীতে তিন প্রকারে স্বয়ম্ভুকুসুম সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রথম—ষোড়শবর্ষ পর্য্যন্ত অনূঢ়া। ইহা দ্বারা উত্তমা সিদ্ধি লাভ হয়। দ্বিতীয়—বলাৎকার সহকারে ঊঢ়া (বিবাহিতা)। ইহা মধ্যমা সিদ্ধি বিধান করে। তৃতীয়—রজোযোগবশে সমুদ্ভূতা। ইহা দ্বারা অধম সিদ্ধি লাভ হয়। ২৩—২৪

১। তদ্ গোপয়েৎ সকৃৎ। ২। অনূঢ়ায়া। ৩। ঊঢ়ায়া।

* স্বপ্নাবতী—তান্ত্রিক যোগিনী বিশেষ। যথাবিধি তাঁহার সাধনা করিলে সর্ব্ববশকরী 'সিদ্ধি (অলৌকিক দৈবশক্তি) প্রাপ্ত হয়। দেব-দানব-রাক্ষস, রাজা ও স্ত্রীগণ সকলেই সাধকের সর্ব্বদা বশীভূত হয়।

তন্ত্রচূড়ামণৌ চ—

শৃণু বৎস কুলদ্রব্য-মাহাত্ম্যং পরমং শুভম্।
যৎ প্রাপ্য কুলদেবেন লভ্যতে বাঞ্ছিতং মহৎ ॥ ২৫
অমাবস্যাতিথৌ দেবি সুষুম্নামধ্যবর্ত্মনা[১]।
অমৃতং বর্ষতে যা তু ত্রিদিনং পৃথিবীতলে ॥ ২৬
[তস্যাং তিথৌ কুলে দেবি যদি বিদ্যাং সমুচ্চরেৎ।
পূর্বসেবা ভবত্যেব প্রত্যুচ্চারণমেব হি ॥ ২৭
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন কুলং বীক্ষ্য জপং কুরু।]*
দৃষ্ট্যা তদমৃতং দেবগলিতং পরিগৃহ্য চ ॥ ২৮
সাধয়েৎ সাধনং সর্ব্বং কুলাচারস্য সিদ্ধয়ে।
শিবহীনা যদা শক্তিঃ সর্গাদৌ বর্ষতে হি যৎ[২] ॥ ২৯
তদেব পরমং দ্রব্যং স্বয়ম্ভুকুসুমাখ্যকম্।
স্বয়ম্ভুকুসুমং দ্রব্যং ত্রৈলোক্যে চাপি দুর্ল্লভম্ ॥ ৩০

তন্ত্রচূড়ামণিতে বলিয়াছেন—বৎস! কুলদ্রব্যের মাহাত্ম্য শ্রবণ কর, যাহা প্রাপ্ত হইলে কুলদেব মহৎ বাঞ্ছিত লাভ করে। হে দেবি! অমাবস্যা তিথিতে স্বয়ং ভ্রূমধ্যবর্ত্তিনী হইয়া তিন দিন পৃথিবীতলে অমৃতবর্ষণ করেন। হে দেবি, সেই অমাবস্যা তিথিতে যদি বিদ্যার উচ্চারণ করা যায়, তাহা হইলে পূর্ব্বসেবা হইবে। অতএব দেখিয়া জপ করিবে, দৃষ্টি দ্বারা সেই গলিত অমৃত গ্রহণ করিয়া কুলাচারসিদ্ধির জন্য সমুদায় সাধন করিবে। শক্তি শিবহীনা হইয়া সৃষ্টির আদিতে বর্ষণ করেন। সেইজন্য সেই পরমদ্রব্যকে স্বয়ম্ভুকুসুম বলা হইয়া থাকে। এই স্বয়ম্ভুকুসুম ত্রিভুবনে দুর্ল্লভ। ২৫—৩০

১। দেবী স্বয়ম্ভুমধ্যবর্ত্তিনী। ২। বর্ষতে যতঃ।

* সার্দ্ধঃ শ্লোকো জীবানন্দ-ধৃতঃ।

কচিদ্‌গন্ধর্ব্বরাজেন লভ্যতে বা ন বা বিভো[১] ।

যদি তল্লভ্যতে দেব লাক্ষারসসমন্বিতম্ ॥ ৩১

কস্তূরীকুঙ্কুমাক্তঞ্চ বটীং কৃত্বা সুগোপয়েৎ ।

যন্ত্ররাজং[২] সমালিখ্য পূজয়েদ্ যদি সাধকঃ ॥ ৩২

এতেনাক্ষতযোগেন মধুমতী*সিদ্ধমানয়েৎ[৩] ।

সুপ্তাদিদোষযুক্তা যে মন্ত্রা বিদ্যাশ্চ কীর্ত্তিতাঃ ॥ ৩৩

প্রবুদ্ধাস্তৎপ্রয়োগেণ যাবৎ সা পুনরাগতা ।

ততঃ প্রয়োগং বিদ্যানাং মন্ত্রাদীনাঞ্চ কারয়েৎ ॥ ৩৪

এবং প্রবুদ্ধা ভবতি নৈব তাদৃক্ কদাচন ।

এতৎ ত্রয়াণাং মধ্যে তু স্বয়ম্ভূকুসুমং মহৎ ॥ ৩৫

গন্ধর্ব্বরাজ অথবা নরাধিপগণ কচিৎ তাহা প্রাপ্ত হন। দেব! যদি লাভ করা যায় তাহা হইলে লাক্ষারস, কস্তূরী ও কুঙ্কুমে সংযুক্ত করিয়া বটী তৈয়ার করিয়া অতীব গোপনে রক্ষা করিবে। সাধক মন্ত্ররাজ লিখিয়া যদি ইহার পূজা করে, তাহা হইলে দেবী মধুমতী-সিদ্ধি সমাধান করেন। অধিক কি, যে সকল মন্ত্র ও বিদ্যা সুপ্তাদি-দোষবিশিষ্ট বলিয়া পরিগণিত, তৎপ্রয়োগ দ্বারা তৎসমস্ত প্রবুদ্ধ হইয়া থাকে। এইজন্য বিদ্যা ও মন্ত্র সকলের প্রয়োগ করিতে হয়। তাহা হইলে, তৎসমস্ত ঐরূপে প্রবুদ্ধ হয়। এই তিনের মধ্যে স্বয়ম্ভূকুসুমই প্রধান। ৩১-৩৫

১। লভ্যন্তে বা নরাধিপৈঃ। ২। মন্ত্ররাজং। ৩। সিদ্ধিমানয়েৎ।

* মধুমতীসিদ্ধি—এতন্নাম্নী তান্ত্রিক যোগিনী বিশেষ। সাধক যথাবিধি তাঁহার সাধনা করিলে দেবী তাঁহাকে দেবদানব গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধর যক্ষ রাক্ষস কন্যা এবং বিবিধ উপভোগ্য বস্তু প্রদান করেন। এতদ্বিষয়ে প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী প্রকাশিত বৃহৎ তন্ত্রসারঃ প্রথম ভাগ (পৃঃ ৩৭০), ও বামদেব শাস্ত্রী প্রকাশিত সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ (পৃঃ ৫৮৪) দ্রষ্টব্য। অভিচার-লব্ধ অলৌকিক শক্তিবলে উক্ত বিষয়সমূহ সাধকের করতলগত হয়।

শ্রীক্রমেঽপি—

কস্তূরীকুঙ্কুমং রক্ত-চন্দনাগুরুকাদিকম্।
নানাসুগন্ধিকং দত্ত্বা একীকৃত্য তু সাধকঃ॥ ৩৬
এতেনাক্ষতযোগেন পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্।
স্বয়ম্ভূকুসুমৈঃ পূজাং প্রত্যহং যঃ সমাচরেৎ।
তস্য মধুমতীসিদ্ধিরধীনা দেবি জায়তে॥ ৩৭

অথ দূতীযজনবিধিঃ—

যামমাত্রগতে রাত্রৌ কুলগেহগতঃ পুমান্।
তাম্বূলপূরিতমুখো ধূপামোদসুগন্ধিভিঃ॥ ৩৮
রক্তচন্দনলিপ্তাঙ্গো রক্তমাল্যানুলেপিতঃ।
রক্তবস্ত্রপরীধানো লাক্ষারুণগৃহে স্থিতঃ॥ ৩৯
রক্তমাল্যেন সংবীতো রক্তপুষ্পবিভূষিতঃ।
পঞ্চীকরণ*সঙ্কেতৈঃ পূজয়েৎ কুলনায়িকাম্॥ ৪০

শ্রীক্রমেও বলিয়াছেন—কস্তূরী, কুঙ্কুম, রক্তচন্দন, অগুরু প্রভৃতি নানাবিধ সুগন্ধিক একত্রীকৃত ও দান করিয়া অক্ষতযোগে পরমেশ্বরীর পূজা করিবে। যে ব্যক্তি (সাধক) যথাবিধি তাঁহার সাধনা করে, প্রতিদিন স্বয়ম্ভূকুসুম দ্বারা পূজা করে, হে দেবি! মধুমতী সিদ্ধি তাহার অধীনা হইয়া থাকে। ৩৬-৩৭

অতঃপর দূতীপূজাবিধি লিখিত হইতেছে। রাত্রি যাম (অহোরাত্রের অষ্টমাংশ অর্থাৎ প্রহর=তিন ঘণ্টা) মাত্র হইলে, ধূমামোদ-সুগন্ধি-সহকৃত তাম্বূল মুখে পূরিয়া রক্তচন্দনে লিপ্তাঙ্গ, রক্তমাল্যে অনুলেপিত, রক্তপুষ্পে অলঙ্কৃত ও রক্তবস্ত্রে পরিবৃত হইয়া কুলগৃহে গমন করত, লাক্ষারুণ গৃহে অবস্থানপূর্ব্বক পঞ্চীকরণসঙ্কেত দ্বারা কুলনায়িকার পূজা করিবে। ৩৮—৪০

---

* অপঞ্চাত্মকতা মহাভূতের পঞ্চাত্মক সম্পাদন। আকাশাদি পঞ্চমহাভূত সমান দুই অংশে বিভক্ত করিয়া ঐ দশাংশের প্রথম পাঁচ অংশ পুনর্ব্বার সমান চার ভাগ করিয়া, ঐ চার-ভাগের এক-এক ভাগ, স্ব-স্ব অপর দ্বিতীয়াংশ ছাড়া অন্য চার-ভূতের অবশিষ্ট চার দ্বিতীয়াংশের প্রত্যেকের সহিত সংযোজন—পঞ্চীকরণ। যথা—দ্বিধা বিধায় চৈকৈকং চতুর্দ্ধা প্রথমং পুনঃ। স্বস্বেতর-দ্বিতীয়াংশৈর্যো জনাৎ পঞ্চ পঞ্চ তে।

কুলনায়িকা যথা। তদুক্তং তত্রৈব—
নটী কাপালিনী বেশ্যা* পুক্কশী নাপিতাঙ্গনা।
রজকী রঞ্জকী চৈব সৈরিন্ধ্রী চ সুভাষিণী ॥ ৪১
খটিকা[১] ঘটিকা চৈব তথা গোপালকন্যকা।
বিশেষবৈদগ্ধ্যযুতাঃ সর্ব্বা এব কুলাঙ্গনাঃ[২] ॥ ৪২

কুলনায়িকা যথা, তাহাতেই তাহা বলিয়াছেন—নটী, কাপালিনী (কাপালিকজাতীয়া রমণী), বেশ্যা, পুক্কশী (চণ্ডালজাতীয়), চণ্ডালী, নাপিতাঙ্গনা, রজকী, রঞ্জকী, সৈরিন্ধ্রী (রসিকতা, কৃষক, চাষা), খটিকা,‡ ঘটিকা (গণৎকারজাতীয়া নারী) ও গোপাল কন্যা। ইহারা সকলেই বেন বিশেষরূপ বৈদগ্ধ্যযুক্তা (রসিকতা, চাতুর্য্য ও বুদ্ধিমত্তা সমন্বিতা), কুলাঙ্গনা,

১। খটিকা। ২। বরাঙ্গনা।

*বেশ্যা—এই 'বেশ্যা' লৌকিকভাষায় ব্যবহৃত অর্থে গ্রহীতব্য নহে। এই বেশ্যা তান্ত্রিক পরিভাষিক বেশ্যা। তান্ত্রিক বীরভাবের সাধক যে-সকল বিশেষ বিশেষ সাধিকা-স্ত্রীগণকে পূজাদি করিয়া থাকেন এবং যে-সকল সাধিকা স্ত্রী-সাধিকাগণ সাধক পুরুষকে ভৈরবরূপে ভাবনা করিয়া নিজেরাও সাধন করতঃ সিদ্ধি লাভ করেন, সেই প্রকারের (শ্রেণীর) স্ত্রী বা রমণীগণকে তন্ত্রে বেশ্যা বলা হয়। পরমপূজ্যপাদ সাধকপ্রবর শ্রীমৎ জগন্মোহন তর্কালঙ্কার মহোদয় সম্পাদিত মহানির্ব্বাণতন্ত্রের ৮ম সংস্করণ, ২য় খণ্ডের ৭২৫ পৃষ্ঠায় ৩৫৭ সংখ্যক পাদটীকায় উক্ত হইয়াছে যে পূর্ণাভিষিক্তা শক্তিকে তন্ত্রে বেশ্যা বলা হয়। এই বেশ্যা কালী, তারা প্রভৃতির আবরণ দেবতা। ফলতঃ পূর্ণাভিষিক্তা স্ত্রীলোক কালী, তারা প্রভৃতির আবরণরূপে পূজিতা হন।

নিরুত্তরতন্ত্রের চতুর্দ্দশ পটলের ৮ম শ্লোকে উক্ত আছে 'বেশ্যাবৎ ভ্রমতে যস্মাৎ তস্মাৎ বেশ্যা প্রকীর্ত্তিতা'। অর্থাৎ যেহেতু (ইঁহারা) বেশ্যার মত ভ্রমণ করেন, সেইহেতু (ইঁহারা) বেশ্যা বলিয়া কীর্ত্তিতা। উক্ত পটলের ৭ম শ্লোকে আছে 'দিব্যশক্তির্বীরশক্তি স্তাসাং সংজ্ঞা প্রকীর্ত্তিতা।' সেই বেশ্যাগণকে আবার দিব্যশক্তি ও বীরশক্তি নামে অভিহিত করা হয়। পুনঃ এই নিরুত্তরতন্ত্রেরই চতুর্দ্দশ পটলের ষোড়শ শ্লোকে বলা হইয়াছে—'এবম্বিধা পুরশ্চর্য্যা বেশ্যায়াশ্চ কুলেশ্বরী। এবম্বিধা ভবেদ্বেশ্যা ন বেশ্যা কুলটা প্রিয়ে।' শিব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন 'হে কুলেশ্বরি! বেশ্যার এইরূপ (অঙ্গাদি ন্যাস ধ্যান, জপ ও প্রাণায়াম প্রভৃতিরূপ) পুরশ্চরণ কীর্ত্তিত হইয়াছে। আর এইরূপ (পূর্ব্বোক্ত) স্ত্রীগণ এখানে বেশ্যা নামে কথিত হইয়াছেন—হে প্রিয়ে! ইহারা কুলটারূপ (পরপুরুষগামিনী) বেশ্যা নহে।

‡উত্তর-পশ্চিম ভারতের জাতিবিশেষ। ইঁহারা হাঁস, মুরগী পারাবত ইত্যাদি পক্ষিপালন ও ক্রয়-বিক্রয় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

গুরুভক্তা দেবভক্তা ঘৃণালজ্জাবিবর্জ্জিতাঃ।
সংগোপনরতাঃ প্রায়স্তরুণ্যঃ সর্ব্বসিদ্ধিদাঃ ॥ ৪৩

এবং যথোদিতাং প্রসূনতুলিকোপরি সংস্থাপ্য পূজামারভেৎ।

তদুক্তং তত্রৈব—

অদ্বৈতাচারসম্পন্নাং ঘৃণালজ্জাবিবর্জ্জিতাম্।
সদনুষ্ঠাননিরতাং সাত্ত্বিকীং ভক্তিসংযুতাম্ ॥ ৪৪
দেবতাভাবসংযুক্তাং গুরুভক্তাং দৃঢ়ব্রতাম্।
ঈর্ষ্যালস্যেন রহিতাং সদয়াং[১] ভক্তবৎসলাম্। ৪৫
চাতুর্য্যৌদার্য্যদাক্ষিণ্য-করুণাদিগুণান্বিতাম্[২]।
রূপযৌবনসম্পন্নাং শীলসৌভাগ্যশালিনীম্ ॥ ৪৬
সদা পরিগৃহীতাং বা যদ্বা সঙ্কেতমাগতাম্।
অথবা তৎক্ষণায়াতাং মদনানলতাপিতাম্ ॥ ৪৭
বিলিপ্তাং রক্তগন্ধেন রক্তাম্বরবিভূষিতাম্।
সুগন্ধিকুসুমবদ্ধাং[৩] সর্ব্বাভরণভূষিতাম্ ॥ ৪৮
সুধূপধূপিতাং তন্বীং দূতীকর্ম্মণি যোজয়েৎ।
এবম্ভূতাং যজেত্তাঞ্চ প্রসূনতুলিকোপরি ॥ ৪৯

গুরুভক্তা, দেবভক্তা, ঘৃণা-লজ্জা বিবর্জ্জিতা, সংগোপনরতা ও প্রায় তরুণী এবং সকলেই যেন সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা হয়। এইরূপে পুষ্পশয্যার উপরি সংস্থাপন করিয়া যথোক্তবিধানে পূজা আরম্ভ করিবে। ৪১—৪৩

তাহাতেই তাহা বলা হইয়াছে। যথা—অদ্বৈতাচারসম্পন্না, ঘৃণা-লজ্জা বিহীনা, সদনুষ্ঠাননিরতা, স্বত্বগুণান্বিতা, ভক্তিসম্পন্না, দেবতার প্রতি সদ্ভাবশালিনী, গুরুভক্তিপরায়ণা, দৃঢ়ব্রতা, ঈর্ষ্যাহীনা, আলস্যবিহীনা, ভক্তবৎসলা, চাতুর্য্য, ঔদার্য্য, দাক্ষিণ্য ও কারুণ্যাদিসম্পন্ন, রূপযৌবনবিশিষ্টা, শীলসৌভাগ্যশালিনী, সর্ব্বদা পরিগৃহীতা অথবা সঙ্কেতপ্রাপ্তা কিম্বা তৎক্ষণাৎ উপস্থিতা, কামানল-সন্তাপিতা, রক্তগন্ধবিলিপ্তা, রক্তবস্ত্রে বিভূষিতা, সুগন্ধিকুসুমবদ্ধা, সর্ব্বাভরণ-সুশোভিতা, সুধূপধূপিতা, কৃশতনু, এবম্ভূতা রমণীকে দূতীকার্য্যে নিয়োজিতা ও প্রসূনতুলিকার (পুষ্পশয্যায়) উপরি পূজা করিবে। ৪৪—৪৯

১। সময়াং। ২। করুণাদিকলান্বিতাম্। ৩। সুগন্ধিবদ্ধকুসুমাং।

ব্যঙ্গাঙ্গীং বিকৃতাঙ্গীং বা সবিকল্পকমানসাম্ ।
বর্ষীয়সীং[১] পাপরতাং ক্রূরামত্যন্তলোলুপাম্ ॥ ৫০
অভক্তমনসাং[২] দীনাং বর্জ্জয়েৎ সাধকোত্তমঃ ।
সমানীয় কুলং সোঽপি গুরুভক্তমনন্তরম্ ॥ ৫১
স্নাতং শুদ্ধদুকুলাদি অনুলেপনশোভিতম্ ।
স্বলঙ্কৃতং গতং শ্রান্তিং স্বাগতং চাসনস্তথা ॥ ৫২
নিবেশ্য[৩] তুলিকামধ্যে প্রসূনেন সুগন্ধিনা ।
চন্দনাগুরুকর্পূরকস্তূরীকুঙ্কুমাদিভিঃ ।
সমাকীর্ণে স্বপর্য্যঙ্কে পূজয়েৎ কুলনায়িকাম্ ॥ ৫৩
অঙ্গন্যাস-করন্যাসৌ প্রাণায়ামস্ততঃপরম্ ।
বিধায় মাতৃকান্যাসং কুলাঙ্গেঽপি প্রবিন্যসেৎ ॥ ৫৪
ততঃ পূর্ব্বোক্তবিধিনা ঘটার্ঘ্যস্থাপনাদিকম্ ।
বিধায় তদ্বরাঙ্গেষু পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্ ॥ ৫৫

যাহার অঙ্গ বিকৃত বা ব্যঙ্গভাবাপন্ন, যাহার মন দ্বৈধ (দ্বিধা), বা সংশয়ভাববিশিষ্ট, যাহার লোভ অতিপ্রবল, যাহার প্রবৃত্তি পাপে সংযুক্ত, যাহার হৃদয় কুটিল, যাহার ভক্তি নাই, যাহার মন অতি হীন এবং যাহার বয়স অধিক হইয়াছে, এরূপ রমণীকে বর্জ্জন করিবে। অনন্তর গুরুভক্তা কুলনায়িকাকে আনয়ন করিতে হইবে এবং তিনি স্নান করিয়া অলঙ্কৃত এবং বিশুদ্ধ দুকূলাদি অনুলেপনে সুশোভিত হইয়া শ্রান্তি দূর করিলে, তাঁহাকে স্বাগতবাদসহকারে অর্থাৎ আনন্দ সরকারে সম্বর্দ্ধনা ও অভ্যর্থনা জ্ঞাপন-পূর্ব্বক আসনে উপবেশন করাইবে। তৎপরে তুলিকামধ্যে নিবেশিত করিয়া, সুগন্ধি কুসুম, চন্দন, অগুরু, কর্পূর, কস্তুরী ও কুঙ্কুমাদি দ্বারা সমাকীর্ণ (ব্যাপ্ত) পর্য্যঙ্কে (পালঙ্ক, খাট) কুলনায়িকার পূজনে প্রবৃত্ত হইবে। ৫০—৫৩

প্রথমে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস, তৎপর প্রাণায়াম, পরে মাতৃকান্যাস বিধান করিয়া কুলাঙ্গেও ন্যাস করিবে। অনন্তর পূর্ব্বোক্ত বিধানে বিধান করিয়া তদীয় বরাঙ্গে (মস্তকে) পরমেশ্বরীর পূজা করিতে হইবে। ৫৪—৫৫

১। বর্ষীয়সাং। ২। অভক্তাং মনসা। ৩। নিবিশ্য।

তদুক্তং তত্রৈব—

পূজয়েদপি পর্য্যঙ্ক-[১] মধ্যে মণ্ডূকমগ্রতঃ।
কালাগ্নিরুদ্রমাধার-শক্তিং কূর্ম্মমনন্তকম্ ॥ ৫৬
বরাহং পৃথিবীং কন্দং মৃণালং কেশরাণ্যপি।
পদ্মঞ্চ কর্ণিকাঞ্চৈব মণ্ডলঞ্চ সমর্চ্চয়েৎ ॥ ৫৭
ধর্ম্মং বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যং জ্ঞানমজ্ঞানমেব চ।
অনৈশ্বর্য্যমবৈরাগ্য-মধর্ম্মমপি পূজয়েৎ ॥ ৫৮
আত্মতত্ত্বং জ্ঞানতত্ত্বং পরতত্ত্বঞ্চ পূজয়েৎ।
গন্ধপুষ্পাক্ষতাদীনি দত্ত্বা তত্রৈব পূজয়েৎ[২] ॥ ৫৯
তস্যোপরি কুলং স্থাপ্যং পূজানুষ্ঠানমেব চ।
পূজয়েচ্চ ততস্তস্যাং পঞ্চকামান্ সমাহিতঃ ॥ ৬০
হ্রীং চৈব কামরাজঞ্চ ক্লীং কন্দর্পো ঐং চ মন্মথঃ[৩]।
ব্লূং মকরধ্বজশ্চৈব[৪] স্ত্রীং চৈব হি মনোভবঃ ॥ ৬১
ওঁ কারাদি-নমোঽন্তঞ্চ কুসুমৈর্গন্ধসংযুতৈঃ।
অর্চ্চয়িত্বা চতুর্দ্দিক্ষু পূজয়েৎ কুলনায়কঃ[৫]।
বটুকং ভৈরবঞ্চৈব দুর্গাঞ্চ ক্ষেত্রপালকম্ ॥ ৬২

তাহাতেই তাহা বলিয়াছেন। যথা—পর্য্যঙ্কমধ্যে প্রথমে মণ্ডূকের, পরে কালাগ্নিরুদ্র, আধারশক্তি কূর্ম্ম, অনন্ত, বরাহ, পৃথিবী, কন্দ, মৃণাল, কেশর-সমূহ, পদ্ম, কর্ণিকাও মণ্ডল—এই সকলের অর্চ্চনা এবং ধর্ম্ম, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান, অজ্ঞান, অনৈশ্বর্য্য, অবৈরাগ্য ও অধর্ম্ম—ইহাদেরও পূজা করিবে। অতঃপর আত্মতত্ত্ব (আত্মার স্বরূপজ্ঞান) জ্ঞানতত্ত্ব ও পরতত্ত্বের পূজা করিয়া গন্ধ, পুষ্প ও অক্ষতাদি দান করিয়া, তাহাতেই পূজা করিবে। ৫৬-৫৯

তদনন্তর তাহার উপরি কুল ও পূজানুষ্ঠান স্থাপন করিয়া, সমাহিত (একাগ্রচিত্ত) হইয়া তাহাতে পঞ্চকামের অর্চ্চনা করিতে হইবে। হ্রী ক্লীং...ইত্যাদি মন্ত্রে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিয়া চতুর্দ্দিকে বটুক, ভৈরব, দুর্গা ও ক্ষেত্রপালাদির পূজা করিবে। ৬০-৬২

১। পল্যঙ্ক। ২। ধূপয়েৎ॥
৩। হ্রীঞ্চৈব কামবীজং ক্লীং কন্দর্পো হুং চ মন্মথঃ। ৪। মকরকেতন ৫। কুলনায়কম্।

তন্ত্রান্তরে চ—

বাগ্ভবং কামবীজঞ্চ স্ত্রীবীজং কামরাজকম্ ।
ব্রূমাত্মকং ততো[1] দত্ত্বা আধারশক্তিমুচ্চরেৎ ॥ ৬৩
শ্রীপাদুকাং ততো দত্ত্বা পূজয়ামি বদেত্ততঃ ।
অনেন মনুনা তস্যা ললাটে সুমনোহরম্ ।
ত্রিকোণং তত্র সংলিখ্য সিন্দূরাদ্যৈর্ব্বরাননে ॥ ৬৪

উত্তরতন্ত্রে চ—

তস্যা মূর্দ্ধ্নি ত্রিকোণঞ্চ যন্ত্রমালিখ্য সাধকঃ ।
মহাপ্রেতাসনং মধ্যে ততো বালাঞ্চ[2] পূজয়েৎ ॥ ৬৫
মৌলৌ গণেশং কেশাগ্রে কুলাধ্যক্ষং ললাটকে ।
দুর্গাং ভ্রুবোস্তথা লক্ষ্মীং রসনায়াং সরস্বতীম্ ॥ ৬৬
স্তনদ্বয়ে বসন্তঞ্চ মদনঞ্চ প্রপূজয়েৎ ।
মুখে সুধাকরং পৃষ্ঠে গ্লূং বীজানন্তরোদিতে ॥ ৬৭
দক্ষিণাংশং সমাশ্রিত্য আশিরশ্চরণাবধি ।
পূজ্যাঃ কামকলাস্তস্যাঃ সাধকাঙ্গেষু সাধকঃ ॥ ৬৮

তন্ত্রান্তরেও বলিয়াছেন—প্রথমে ঐং ক্লীং...ইত্যাদি মন্ত্র প্রয়োগ করিয়া আধারশক্তির উচ্চারণ করতঃ শ্রীপাদুকাপদ উল্লেখপূর্ব্বক 'পূজয়ামি' বলিবে। এই মন্ত্রে তদীয় ললাটে সিন্দূরাদি দ্বারা সুমনোহর ত্রিকোণ লিখিয়া ইত্যাদি। ৬৩-৬৪

উত্তরতন্ত্রেও বলিয়াছেন—সাধক স্বীয় মস্তকে ত্রিকোণযন্ত্র লিখিয়া (অঙ্কন করতঃ), মধ্যে প্রেতাসনের, তারপর অধোভাগে বালার, মৌলিতে গণেশের, কেশাগ্রে কুলাধ্যক্ষের, ললাটে দুর্গার, ভ্রূদ্বয়ে লক্ষ্মীর, জিহ্বায় সরস্বতী, স্তনদ্বয়ে বসন্তের ও মদনের, মুখে সুধাকরের পূজা করিবে এবং পৃষ্ঠে গ্লূং বীজের উচ্চারণ করিতে হইবে। অনন্তর তাহার দক্ষিণাংশ আশ্রয় করিয়া চরণ হইতে মস্তিষ্ক পর্যন্ত কামকলাসকলের পূজা করিবে। ৬৫-৬৮

১। হসত্রেমাত্মকং। ২। অধো বালাঞ্চ।

শ্রদ্ধা প্রীতী রতিশ্চৈব ভূতিঃ কান্তির্মনোরমা।
বিমলা মোদিনী ঘোরা মদনোৎপাদিনী মদা ॥ ৬৯
মোহিনী দীপনী চৈব শোধিনী শাঙ্করী তথা।
রঞ্জনী চৈব মদনকলা[১] স্বরবিভূষিতা ॥ ৭০
ততশ্চন্দ্রকলাঃ পূজ্যাঃ আশিরশ্চরণাবধি।
পুষা[২] বশা চ সুমনা রতিঃ প্রীতির্ধৃতিস্তথা ॥ ৭১
শুদ্ধিঃ[৩] সৌম্যা মরীচিশ্চ তথা চৈবাংশুমালিনী।
মদিরা বশিনীচ্ছায়া[৪] তথা সম্পূর্ণমণ্ডলা ॥ ৭২
তুষ্টিশ্চ অমৃতা চৈব পূজ্যাশ্চন্দ্রকলা ইমাঃ।
স্বরৈরেব প্রপূজ্যা হি সর্ব্বকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৭৩

ললিতাব্যাপ্তিদীপিকায়াস্ত—

ভগে তদীয়ে বিদ্যতে নাড্যস্তিস্রঃ প্রধানিকাঃ।
একা তু বাহিকা* সৌরী চান্দ্রী চান্যা চ বাহিকা* ॥ ৭৪
আগ্নেয়ী চাপরা জ্ঞেয়া পূজয়েত্তাশ্চ সাধকঃ।
অম্বু স্রবতি চান্দ্রী হি পুষ্পং স্রবতি ভানবী ॥ ৭৫

শ্রদ্ধা, প্রীতি, রতি, ভূতি, কান্তি, বিমলা, মোদিনী, ঘোরা, মদনোৎপাদিনী, মদা, মোহিনী, দীপনী, শোধনী, শঙ্করী, রঞ্জনী ও মদনা—ইঁহাদের নাম কলা। চরণাবধি মস্তক পর্য্যন্ত তদ্বৎ চন্দ্রকলারও পূজা করিতে হইবে। পুষা, বশা, সুমনা, রতি, প্রীতি, ধৃতি, শুদ্ধি, সৌম্যা, মরীচি, অংশুমালিনী, মদিরা, বশিনী, ছায়া, সম্পূর্ণমণ্ডলা, তুষ্টি, অমৃতা—ইঁহারা চন্দ্রকলা। সর্ব্বকার্য্যার্থ-সিদ্ধির জন্য স্বর দ্বারাই ইঁহাদের পূজা করিবে। ৬৯-৭৩

ললিতা-ব্যাপ্তিদীপিকায় বলিয়াছেন—তদীয় বরাঙ্গে তিনটি প্রধান নাড়ী আছে। প্রথমার নাম চান্দ্রী, দ্বিতীয়ার নাম সৌরী ও তৃতীয়ার নাম আগ্নেয়ী। সাধক তাঁহার পূজা করিবে। চান্দ্রী নাড়ী জল, সৌরী

১। মদনা কলা। ২। পুষ্টা। ৩। সিদ্ধিঃ। ৪। শশিনীচ্ছায়া। * নাড়িকা।

বীজং স্রবতি চাগ্নেয়ী তাস্তু নামভিরর্চ্চয়েৎ।
বাগ্‌ভবাদ্যৈর্নমোযুক্তৈঃ পূজয়েৎ সুপ্রসন্নধীঃ ॥ ৭৬

উত্তরতন্ত্রেঽপি—

পূজয়েন্মদনাগারে রক্তগন্ধেন চর্চ্চিতে।
ভগমালামনুং প্রোচ্য ত্রিতারানন্তরং তথা ॥ ৭৭
ঐং হ্রীং শ্রীং ঐঁ জং ব্লূং[১] ক্লিন্নে ততঃ পরম্।
সর্ব্বাণীতি ভগানীতি বশমানয় মে ততঃ।
ক্রীঁং হ্রীং ক্লীং ব্লূ[২] ভগমালিন্যৈ নমঃ ॥ ৭৮
পূজয়িত্বা তু তচ্চক্রং গন্ধৈঃ পুষ্পৈস্তথাক্ষতৈঃ।
ধূপৈর্দীপৈশ্চ নৈবেদ্যৈর্বিবিধৈঃ কুলসাধকঃ ॥ ৭৯
বিধায় নন্দিতাং তাঞ্চ তদুচ্ছিষ্টং স্বয়ং হরেৎ।
অর্চ্চয়েদ্গন্ধপুষ্পাদ্যৈঃ স্বশিরস্তদনন্তরম্[৩] ॥ ৮০
মূলমন্ত্রং ততঃ ওঁ হ্রীঁ নমঃ শিবায় ততঃ পরম্।
যজেত্তৎপুরুষাঘোর-[৪] সদ্যোজাতেশ্বরানপি ॥ ৮১

পুষ্প ও আগ্নেয়ী বীজ নিঃস্রবণ (তরল দ্রব্যের নিঃসরণ বা ক্ষরণ, নির্গমন) করিয়া থাকে। প্রত্যেকের নাম করিয়া পূজা করিবে। সুপ্রসন্নচিত্তে অর্থাৎ অতীব প্রসন্ন (পরিতুষ্ট) ও হৃষ্টান্তঃকরণে বাগ্বীজাদি নমঃ শব্দ সহযোগে পূজা করিতে হইবে। ৭৪-৭৬

উত্তরতন্ত্রেও উক্ত হইয়াছে—তদীয় বরাঙ্গ রক্তগন্ধ দ্বারা চর্চ্চিত করিয়া, তাহাতে ভগমালামন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক ঐং হ্রীং...ইত্যাদি মন্ত্র প্রয়োগ (উল্লেখ) সহকারে অর্থাৎ উচ্চারণ করতঃ পূজা করিবে। এইরূপে গন্ধ, পুষ্প, অক্ষত, ধূপ, দীপ ও বিবিধ নৈবেদ্য দ্বারা তদীয় চক্রের পূজা ও তাঁহাকে আনন্দিতা করিয়া তাঁহার উচ্ছিষ্ট স্বয়ং হরণ করিবে। তদনন্তর গন্ধ ও পুষ্পাদি দ্বারা স্বকীয় মস্তক অর্চ্চিত করিবে। অনন্তর মূলমন্ত্র বলিয়া 'ওঁ হ্রীং নমঃ শিবায়' বলিয়া পূজা করিবে। তৎপরে তৎপুরুষ, অঘোর, সদ্যোজাত এবং ঈশ্বরদিগেরও পূজা করিবে। অতঃপর নিবৃত্তি,

---

১। ঐঃ হ্রী শ্রাং হ্রং ব্লূ। ২। স্ত্রীঃ হ্রীং ক্লীং ব্লীং ক্লীং ভগমালিন্যৈ নমঃ স্বাহা।
৩। সশিবং তদনন্তরম্। ৪। যজেত্তৎপুরা ঘোরে।

নিবৃত্তিশ্চ প্রতিষ্ঠা চ বিদ্যা চ তদনন্তরম্ ।
শান্তিশ্চ শান্ত্যতীতা চ ষড়ঙ্গং তদনন্তরম্ ।
সমগ্রবিদ্যামুচ্চার্য্য[1] ত্রিকোণঞ্চৈব পূজয়েৎ ॥ ৮২

অন্যত্রাপি—

ইহাপ্যাবাহনং নাস্তি জীবন্যাসোঽপি নৈব চ ॥ ৮৩
অথৈনাং বিধনা[2] ষোড়শোপচারৈঃ ইষ্টদেবীং প্রপূজয়েৎ ।

তদুক্তং উত্তরতন্ত্রে—

অবধূতেশ্বরীং কুব্জাং কামাখ্যাং সময়ামপি ।
চক্রেশ্বরীং[3] কালিকাঞ্চ তথা দিক্করবাসিনীম্ ॥ ৮৪
মহাচণ্ডেশ্বরীং তারাং পূজয়েত্তত্র সাধকঃ ।
তদনুজ্ঞাং ততো লব্ধা দত্বা তাম্বূলমুত্তমম্ ।
শিবঞ্চ তত্র নিঃক্ষিপ্য গজতুণ্ডাখ্যমুদ্রয়া ॥ ৮৫

গজতুণ্ডা মুদ্রা যথা—

অঙ্গুষ্ঠানামিকামধ্যা যোন্যাকারেণ যোজয়েৎ ।
গজতুণ্ডাকৃতির্দ্দেবীমিত্যাহ ভগবান্ হরঃ ॥ ৮৬

প্রতিষ্ঠা, বিদ্যা, শান্তি, শান্ত্যতীতা, ষড়ঙ্গ ও ত্রিকোণ এই সকলের অর্চ্চনা করিতে হইবে। ৭৭-৮২

অন্যত্রও বলা হইয়াছে—ইহাতে আবাহনও নাই, জীবন্যাসও নাই। অনন্তর যথাবিধি ষোড়শ উপচার দ্বারা ইষ্টদেবীর পূজা করিবে। ৮৩

উত্তরতন্ত্রেও তাহা বলা হইয়াছে—অবধূতেশ্বরী, কুব্জা, কামাখ্যা, সময়া, চক্রেশ্বরী, কালিকা, দিক্করবাসিনী, মহাচণ্ডেশ্বরী ও তারা—ইহাদিগের পূজা করিবে। অনন্তর তদীয় অনুজ্ঞা গ্রহণ ও উৎকৃষ্ট তাম্বূল দান করিয়া, তাহাতে গজতুণ্ডাখ্য মুদ্রা দ্বারা শিব নিক্ষেপ করিবে। ৮৪-৮৫

গজতুণ্ড মুদ্রা যথা,—অঙ্গুষ্ঠ, অনামিকা ও মধ্যা (মধ্যমা) যোনির আকারে যোজনা করিবে। তাহা হইলেই, গজতুণ্ডাকৃতি হইবে। ভগবান শিব দেবীকে এইরূপ বলিয়াছেন। ৮৬

১। সমগ্রমবিদ্যামর্চ্চায্য। ২। অথৈবং বিধিনা। ৩। রাজেশ্বরীং।

অত্রাপ্যারম্ভে ত্যাগে চ ধর্ম্মাধর্ম্মহবিরিত্যাদি মন্ত্রদ্বয়ং গুপ্তরচনান্তর-দর্শনাত্তদ্যথা।

শিবশক্তিসমাযোগো যত্র যত্র প্রজায়তে।
তত্র তত্র স্বয়ং গ্রাহ্যো ধর্ম্মাধর্ম্মাদিকো মনুরিতি ॥ ৮৭

ততোঽষ্টোত্তরসহস্রমষ্টোত্তরশতং বা অক্ষুব্ধো জপেৎ।

তদুক্তং উত্তরতন্ত্রে—

প্রজপেৎ ক্ষোভরহিতশ্চাষ্টোত্তরসহস্রকম্।
শতমষ্টোত্তরং বাপি অক্ষুব্ধ-স্থিরমানসঃ ॥ ৮৮
জপান্তে তজ্জপং দেব্যৈ সমর্প্য তদনন্তরম্।
ক্ষুব্ধাং মনোভবসুখৈঃ পূজয়েৎ সুচিরং[১] রসাৎ ॥ ৮৯
গলচ্চন্দ্রদ্রবং[২] তস্মাদ্ গৃহীত্বা কুণ্ডগোলকম্।
অর্ঘ্যাস্থাপনযন্ত্রাঙ্কং চন্দনাদিষু যোজয়েৎ ॥ ৯০

এখানেও আরম্ভে এবং ত্যাগে, ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ হবির দ্বারা......ইত্যাদি মন্ত্রের উচ্চারণ করিতে হইবে। গুপ্তরচনান্তর দর্শন করিয়াই এইরূপ বলা হইতেছে। যথা—যে-যে স্থলে শিবশক্তির সমাযোগ হইবে, সেই-সেই স্থলেই ধর্ম্মাধর্ম্মাদি মন্ত্র প্রয়োগ করিবে। অনন্তর ক্ষোভরহিত হইয়া (অব্যাকুলিত চিত্তে) অষ্টোত্তর সহস্র বা অষ্টোত্তর শত জপ করিতে হইবে।

উত্তরতন্ত্রে বলিয়াছেন—ক্ষোভরহিত হইয়া অবিকৃত ও স্থিরচিত্তে সহস্র বা অষ্টোত্তরশত জপ করিবে। জপান্তে সেই জপ দেবীকে সমর্পণ করিয়া, পরে মনোভব সুখের আবেশ বশতঃ ক্ষুব্ধভাবা কুলনায়িকার পূজায় বহুকাল প্রবৃত্ত হইবে। তদনন্তর কামরসে গলিতচন্দ্রবৎ শ্বেত দ্রব্য গ্রহণ করিবে। এইরূপে কুণ্ডগোলজাত দ্রব্য অর্ঘ্য, যন্ত্র এবং চন্দনাদিতে মিশ্রিত করিবে। ৮৭-৯০

১। সুচিরাং। ২। গলচ্চন্দ্রদ্রবকং।

জ্ঞানার্ণবে বিশেষো যথা—

শিবশক্তিসমাযোগো যোগ এব ন সংশয়ঃ।
শীৎকারো[1] * মন্ত্রজপস্তু[2] বচনং স্তবনং ভবেৎ॥ ৯১
আলিঙ্গনন্তু কস্তূরী কর্পূরং চুম্বনং ভবেৎ।
নখদন্তক্ষতান্যত্র পুষ্পাণি বিবিধানি চ।
মৈথুনং তর্পণং বিদ্ধি বীর্য্যপাতো বিসর্জ্জনম্। ইতি॥ ৯২

জ্ঞানার্ণবে বিশেষভাবে নির্দ্দেশিত করিয়াছেন। যথা—শিবশক্তির সমাযোগই যোগ, তাহাতে কোন প্রকার সন্দেহ বা সংশয় নাই। শীৎকার সাক্ষাৎ মন্ত্রজপ, বচন স্তব, কস্তুরী আলিঙ্গন, কর্পূর চুম্বন, বিবিধ পুষ্প নখদন্তক্ষত এবং তর্পণ মৈথুন ও বীর্য্যপাত বিসর্জ্জন, জানিবে। ৯১-৯২

*সহিতঃ সূর্য্যভেদশ্চ উজ্জায়ী শীতলী তথা। ভস্ত্রিকা ভ্রামরী মূর্চ্ছা কেবলী চাষ্টকুম্ভিকাঃ॥
—গোরক্ষ সংহিতা, ১।১৯৫

অর্থাৎ সহিত, সূর্য্যভেদ, উজ্জায়ী, শীতলী, ভস্ত্রিকা, ভ্রামরী, মূর্চ্ছা ও কেবলী—এই আট প্রকার প্রাণায়াম। [শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিরোধঃ প্রাণায়ামঃ। অর্থাৎ প্রাণের (শ্বাস-প্রশ্বাসের)+ আয়াম= নিরোধ)]।

কোন কোন যোগশাস্ত্রানুসারে 'সহিত'-প্রাণায়ামের অপর নাম উড্ডাখ্য, বা উড্ডীয়ান প্রাণায়াম; উজ্জায়ী প্রাণায়ামের আর এক নাম শীৎকার (সীৎকার) এবং কেবলী প্রাণায়ামের নামান্তর প্লাবনী প্রাণায়াম। প্রাণায়ামের অনুষ্ঠানের সহিত মুদ্রানুষ্ঠান বা অভ্যাস যথাশক্তি করা কর্ত্তব্য; কারণ, মুদ্রানুষ্ঠান পরাশক্তি কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণের সহায়ক। শীৎকার বা উজ্জায়ী প্রাণায়াম কি? নাসাভ্যাং বায়ুমাকৃষ্য বক্ত্রেণ বায়ুং ধারয়েৎ। হৃদ্গলাভ্যাং সমাকৃষ্য মুখমধ্যে চ ধারয়েৎ॥ মুখং প্রক্ষাল্য সংবন্দ্য কুর্য্যাজ্জলন্ধরং ততঃ। আশক্তি কুম্ভকং কৃত্বা ধারয়েদবিরোধতঃ॥
—ঘেরণ্ড সংহিতা, ৫।৬৮—৬৯

অর্থাৎ বহিস্থিত বায়ু নাসিকাদ্বয় দ্বারা এবং অন্তঃস্থ বায়ু হৃদয় ও গলদেশ দ্বারা সমাকর্ষণপূর্ব্বক কুম্ভকযোগে মুখ মধ্যে ধারণ করিবে। তদনন্তর জালন্ধর মুদ্রার অনুষ্ঠানান্তে যথাশক্তি কুম্ভক করিয়া নির্ব্বিরোধে (অবিরোধে, অবাধে) বায়ু ধারণ করিবে।

উভয় নাসাপথে বহিঃস্থ বায়ু আকর্ষণ করত চিবুক বক্ষস্থলে সংস্থাপনপূর্ব্বক প্রপূরিত বায়ুকে মুখের মধ্যে ধারণপূর্ব্বক কুম্ভক করিয়া অবস্থিত থাকিতে হইবে। কুম্ভক শেষে মুখ জল দ্বারা ধৌত করিয়া খুব প্রযত্ন সহকারে জিহ্বাকে তালুমূলে সংস্থাপিত করিয়া অবিরোধে বায়ু ধারণ করতঃ আপন শক্ত্যানুসারে কুম্ভক করিবে। **শীৎকার (সীৎকার)** বিষয়ে হঠযোগপ্রদীপিকাধৃত দ্বিতীয়োপদেশান্তর্গত ষট্-ত্রিংশৎ সংখ্যক শ্লোকটি সবিশেষ অনুধাবনীয়। যথা—সীৎকারং কুর্য্যাত্তথা বক্ত্রে প্রাণেনৈব বিজৃম্ভিকাম্। এবমভ্যাসযোগেন কামদেবো দ্বিতীয়কঃ॥ অস্য সরলার্থঃ যথা—(বায়ুপ্রবেশেন) বক্ত্রে সীৎকারং (সীৎকার শব্দম্) কুর্য্যাৎ, তথা—প্রাণেনৈব (নাসিকারন্ধ্রদ্বয়েন) বিজৃম্ভিকাম্ (অত্রাস্যার্থঃ রেচকস্তথা)। অর্থাৎ বায়ু সাহায্যে মুখ (ওষ্ঠদ্বয়) দ্বারা 'সাৎ, সীৎ' (প্রাণায়ামাদি অনুষ্ঠানকালে সঞ্জাত তদনুরাগজনিত সুখব্যঞ্জক অস্ফুটধ্বনি বিশেষ) এই শব্দপূর্ব্বক পূরক করিয়া উভয় নাসারন্ধ্র দ্বারা রেচক করিবে। এইরূপ অভ্যাসযোগ দ্বারা প্রাণায়ামপরায়ণ সাধক দ্বিতীয় কামদেবতুল্য রূপবান হয়। পাদটীকার স্বল্প পরিসরে প্রাণায়াম তত্ত্বের বিশদালোচনা সম্ভব নহে, বলিয়া হঠযোগপ্রদীপিকা, ঘেরণ্ডসংহিতা, গোরক্ষসংহিতা, শিবসংহিতা প্রভৃতি যোগশাস্ত্রাদি দ্রষ্টব্য।

১। চীৎকারো ২। মন্ত্ররূপস্তু।

কুলার্ণবে—

আলিঙ্গনং চুম্বনঞ্চ স্তনয়োর্মর্দ্দনস্তথা[১] ।
দর্শনং স্পর্শনং যোনের্বিকারো[২] লিঙ্গঘর্ষণম্ ।
প্রবেশঃ স্থাপনং শক্তের্নবপুষ্পাণি পূজনে[৩] ॥ ৯৩

রুদ্রযামলেঽপি—

সংযোগাজ্জায়তে সৌখ্যং পরমানন্দলক্ষণম্ ।
কুলামৃতং প্রযত্নেন গৃহ্নীয়াদ্ দুর্ল্লভং নরঃ ॥ ৯৪
তেনামৃতেন দিব্যেন তর্পয়েত্ত্রিপুরাং পরাম্ ।
সান্নিধ্যাৎ তৎক্ষণাদ্ যাতি প্রীতা সিদ্ধিং প্রযচ্ছতি ॥ ৯৫
সমস্তদেবতানাঞ্চ তর্পণঞ্চ সদামৃতৈঃ ।
গুরূণাং সাধকানাঞ্চ সর্ব্বেষাং তর্পণং ভবেৎ ॥ ৯৬
তেনামৃতেন দিব্যেন সর্ব্বে তুষ্টা ভবন্তি চ ।
যৎ কামং কুরুতে মন্ত্রী তৎক্ষণাদেব সিধ্যতি ॥ ৯৭

সময়াচারে চ—

কুলামৃতং সমাদায় তদর্ঘ্যে[১] বা নিক্ষিপেত্ততঃ[২] ॥ ৯৮

ইতি মহামহোপাধ্যায়-শ্রী পরমহংস-পরিব্রাজক-শ্রীপূর্ণানন্দগিরি-বিরচিতে-
শ্যামারহস্যে বিদ্যামাহাত্ম্য কথনং নাম নবমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ৯

কুলার্ণবে বলিয়াছেন—আলিঙ্গন, দর্শন, স্পর্শন...ইত্যাদি নব পুষ্পই (নয়টি পুষ্পই) পূজার পুষ্প ৯৩

রুদ্রযামলেও বলিয়াছেন—সংযোগ হইতেই পরমানন্দস্বরূপ সৌখ্য সমুৎপন্ন হয়। প্রযত্নসহকারে কুলামৃত গ্রহণ করিবে। কেননা, উহা দুর্ল্লভ অর্থাৎ সহজলভ্য নহে। সেই দিব্য অমৃত দ্বারা দেবী ত্রিপুরার তর্পণ করিবে। তাহা হইলে দেবীর সান্নিধ্যবশতঃ তৎক্ষণাৎ সিদ্ধিলাভ করিবে। অধিক কি, ঐ অমৃত দ্বারা সমস্ত দেবতার, গুরুগণের ও সাধকগণের সর্ব্বদা তর্পণ হইয়া থাকে। সেই অমৃত দ্বারাই সকলে তুষ্ট হন। সাধক যে কামনা করে, তৎক্ষণাৎ তাহাই সিদ্ধ করিতে পারে। ৯৪-৯৭

সময়াচারেও বলিয়াছেন—কুলামৃত গ্রহণ করিয়া অর্ঘ্যে নিক্ষেপ করিবে। ৯৮

মহামহোপাধ্যায় শ্রীপরমহংসপরিব্রাজক শ্রীপূর্ণানন্দগিরি বিরচিত শ্যামারহস্যে বিদ্যামাহাত্ম্য-কথন নামক নবম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

১। ততঃ। ২। যোনের্বিকাশং। ৩। বর্জয়েৎ।
১। ততোঽর্ঘ্যে। ২। ক্ষিপেৎ বুধঃ।

দশমঃ পরিচ্ছেদঃ।

অথ সামান্যসাধনম্।

তদুক্তং কালীতন্ত্রে—

অথোচ্যতে কালিকায়াঃ সামান্যসাধনং[১] প্রিয়ে।
কৃতেন যেন বিধিনা পলায়ন্তে মহাপদঃ॥ ১
শিবাবলিশ্চ দাতব্যঃ সর্ব্বসিদ্ধিমভীপ্সুভিঃ।
মহোৎপাতে মহারোগে[২] মহাদোষে মহাগ্রহে॥ ২
মহাপদি মহাযুদ্ধে মহাবিগ্রহসঙ্কুলে।
মহাদারিদ্র্যশমনে মহাদুঃস্বপ্নদর্শনে॥ ৩
মহাশান্তৌ মহারণ্যে মহাস্বস্ত্যয়নে তথা।
ঘোরাভিচারশমনে ঘোরোপদ্রবনাশনে॥ ৪
কূটযুদ্ধাদিশমনে কূটশত্রুনিবারণে।
রাজাদিভয়শান্ত্যর্থং রাজক্রোধোপশান্তয়ে॥ ৫
ন দদাতি বলিং যস্তু শিবায়াঃ শিবতৃপ্তয়ে।
স পাপিষ্ঠো নাধিকারী কুলদেব্যাঃ প্রপূজনে॥ ৬

এক্ষণে সামান্যসাধন কথিত হইতেছে। তাহা কালীতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—প্রিয়ে! অধুনা কালিকার সামান্যসাধন কথিত হইতেছে। ইহা বিধিপূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিলে, মহা আপদসমূহ পলায়ন করে। যাবতীয় সিদ্ধিকাম ব্যক্তিগণ শিবাবলি প্রদান করিবে। মহোৎপাত, মহারোগ, মহাদোষ, মহাগ্রহ, মহাপৎ, মহাযুদ্ধ, মহাবিগ্রহ, মহাদারিদ্র্য, মহাদুঃস্বপ্ন, মহাশান্তি, মহারণ্য, মহাস্বস্ত্যয়ন, ঘোর অভিচার, ঘোর উপদ্রব, কূটযুদ্ধাদি, কূটশত্রু, রাজাদির ভয় বা রাজাদির ক্রোধ—এই সকলের শান্তি ও নিরাকরণ অর্থাৎ দূরীকরণ বা নিবারণের জন্য শিবাবলি প্রদান করিতে হইবে। যে ব্যক্তি শিবের তৃপ্তির জন্য শিবাবলি প্রদান না করে, কুলদেবতার অর্চ্চনায় সেই পাপিষ্ঠের কোন অধিকার হয় না। ১—৬

১। সামান্যং সাধনং। ২। মহাযোগে।

কুলীনং নাবমন্যেত কুলজ্ঞাং পরিপূজয়েৎ।
কুলজেষু প্রসন্নেষু কালিকাসন্নিধির্ভবেৎ ॥ ৭
অহো ধন্যবতাং লোকে জানাতি কুলদর্শনম্।
তেষাং মধ্যে চ যঃ কোঽপি কুলদেবীং সমর্চ্চয়েৎ ॥ ৮
কুলাচারবিহীনো যঃ পূজয়েৎ কালিকাং নরঃ।
স স্বর্গমোক্ষভাগী চ ন স্যাৎ সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ৯
আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্য্যং বলং পুষ্টির্ম্মহদ্ যশঃ।
কবিতা ভুক্তিমুক্তী চ কালিকাপদপূজনাৎ ॥ ১০

কুলচূড়ামণৌ—

কুলবারে কুলাষ্টম্যাং চতুর্দ্দশ্যাং বিশেষতঃ।
যোগিনীপূজনং তত্র প্রধানং কুলপূজনম্ ॥ ১১
যথা বিষ্ণুতিথৌ বিষ্ণুঃ পূজিতো বাঞ্ছিতপ্রদঃ।
তথা কুলতিথৌ দুর্গা পূজিতা বরদায়িনী ॥ ১২

কুলীনের অবমাননা করিবে না, কুলজ্ঞার পূজা করিবে। কুলজ্ঞাগণ প্রসন্ন হইলে, দেবী কালিকার সান্নিধ্যলাভ হয়। অহো! যে ব্যক্তি কুলদর্শন অবগত, সে-ই সংসারে ধন্যবানগণের (ভাগ্যবানদিগের) মধ্যে পরিগণিত। আবার, তাহাদের মধ্যে যে কেহ কুলদেবীর অর্চ্চনা করে, সে-ই শ্রেষ্ঠ। কুলাচারবিহীন হইয়া কালিকার পূজা করিলে স্বর্গ ও অপবর্গ (মুক্তি ও মোক্ষ) লাভে বঞ্চিত হইতে হয়। আমি ইহা সত্যই বলিতেছি, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কালিকার পদ পূজা করিলে আয়ু, আরোগ্য, ঐশ্বর্য্য বল, পুষ্টি, মহাযশ, কবিতা, ভোগ ও মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। ১-১০

কুলচূড়ামণিতে বলা হইয়াছে—কুলবারে, কুলাষ্টমীতে, বিশেষতঃ চতুর্দ্দশীতে যোগিনীর পূজাই প্রধান কুলপূজা। বিষ্ণুতিথিতে বিষ্ণুর পূজা করিলে, তিনি যেমন বাঞ্ছিত (প্রার্থিত) ফল প্রদান করেন, কুলতিথিতে দুর্গার পূজা করিলে, তিনি তেমন বরদায়িনী হইয়া থাকেন। ১১-১২

অথ কুলবারাদয়ো যথা। তদুক্তং যামলে—

রবিশ্চন্দ্রো গুরুঃ সৌরিশ্চত্বারশ্চাকুলা[1] মতাঃ।
ভৌমশুক্রৌ কুলাখ্যৌ তু বুধবারঃ কুলাকুলঃ।
দ্বিতীয়া দশমী ষষ্ঠী কুলাকুলমুদাহৃতম্॥ ১৩

বিষমাশ্চাকুলাঃ সর্ব্বাঃ শেষাশ্চ তিথয়ঃ কুলাঃ।
বারুণার্দ্রাভিজিন্মূলং কুলাকুলমুদাহৃতম্॥ ১৪

কুলানি সমধিষ্ঠানি শেষভান্যকুলানি চ।
[তিথিবারে চ নক্ষত্রে অকুলস্থায়িনো জনাঃ।
কুলাখ্যে জাপকো নিত্যং সাম্যঞ্চৈব কুলাকুলম্।
এবং কুলবারাদিকং জ্ঞাত্বা সাধকঃ কর্ম্ম কুর্য্যাৎ॥] ১৫

অথ শিবাবলি*প্রকারঃ। তদুক্তং কুলচূড়ামণৌ—

বিল্বমূলে প্রান্তরে বা শ্মশানে বাপি সাধকঃ।
মাংসপ্রধানং নৈবেদ্যং সন্ধ্যাকালে নিবেদয়েৎ॥ ১৬

কুলবারাদি যথা। যামলে বলিয়াছেন—রবি, চন্দ্র, গুরু, শনি—এই চারি বার অকুলবার [পাঠান্তর মতে কুলবার] বলিয়া পরিগণিত। ভৌম ও শুক্রবারকেও কুলবার বলা যায়। বুধবার কুলাকুল বলিয়া বিখ্যাত। দ্বিতীয়া, দশমী, ষষ্ঠী,—এই তিথি কয়টিও কুলাকুলশব্দে নির্দ্দিষ্ট হয়। অবশিষ্ট তিথিসকল কুলতিথি। ইহাদের মধ্যে যাহারা বিষম—যেমন তৃতীয়া ও পঞ্চমী, তাহারা সকলেই অকুল। বারুণ, অভিজিৎ, আর্দ্রা, মূলা—এই সকল নক্ষত্রকে কুলাকুল বলে। সাধক এইরূপে কুলবারাদি অবগত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে। ১৩-১৫

এক্ষণে শিবাবলির প্রকার বলা হইতেছে। কুলচূড়ামণিতেও তাহা বিবৃত হইয়াছে। বিল্বমূল, প্রান্তর, শ্মশান—এই সকলস্থানে সন্ধ্যাকালে মাংস-প্রধান নৈবেদ্য নিবেদন করিতে হইবে। তৎকালে "কালি কালি"

১। কুলা মতাঃ। [ ] তৃতীয়বন্ধনীস্থঃ পাঠঃ জীবানন্দ-ধৃতঃ।

* শিবাবলি—রাত্রিতে শৃগালীরূপা শিবাকে দেয় সমাংস বা মাংসপ্রধান নৈবেদ্য। সাধক বিল্বমূলে, প্রান্তরে অথবা শ্মশানে সায়ংসন্ধ্যায় এই মাংসপ্রধান নৈবেদ্য 'কালি, কালি' রবে ডাকিয়া নিবেদন করিলে, দেবী কালিকা শিবারূপে পরিবারগণ সহিত আবির্ভূতা হইয়া ঐ 'বলি' ভোজন-পূর্ব্বক মুখ তুলিয়া রব (শব্দ) করেন। ঈশানে মুখ তুলিয়া রব করিলে সাধকের মঙ্গল হয়।

কালিকালীতি বক্তব্যে তত্রোমা শিবরূপিণী।
পশুরূপা সমায়াতি পরিবারগণৈঃ সহ ॥ ১৭
ভুক্ত্বা রৌতি যদৈশান্যাং মুখমুত্তোল্য সুস্বরম্।
তদেব মঙ্গলং তস্য নান্যথা কুলদূষণম্ ॥ ১৮
অবশ্যমন্নদানেন নিয়তা তোষয়েৎ শিবাম্।
নিত্যশ্রাদ্ধং তথা সন্ধ্যাবন্দনং পিতৃতর্পণম্ ॥ ১৯
তত্রৈব কুলদেবীনাং[1] নিত্যতা কুলপূজনে।
পশুরূপাং শিবাং দেবীং যো নার্চ্চয়তি নির্জ্জনে ॥ ২০
শিবারাবেন [2] তস্যাশু সর্ব্বং নশ্যতি নিশ্চিতম্।
জপপূজাবিধানানি যৎকিঞ্চিৎ সুকৃতানি চ ॥ ২১
গৃহীত্বা শাপমাদায় শিবা রোদিতি নির্জ্জনে।
একয়া ভুজ্যতে যত্র শিবয়া দেব ভৈরব ॥ ২২

এইরূপ বাক্য উচ্চারণ করিলে, শিবরূপিণী উমা পশুরূপে পরিবারগণসমন্বিত হইয়া তথায় সমুপস্থিত হইবেন। তিনি তৎসমস্ত ভক্ষণ করিয়া ঐশান দিকে মুখ উত্তোলনপূর্ব্বক সুস্বরে শব্দ করিলেই মঙ্গল, নতুবা কুলদোষ ঘটে। নিয়ত অন্নদান দ্বারা অবশ্য শিবার সন্তোষ বিধান করিবে। নিত্য-শ্রাদ্ধ. সন্ধ্যাবন্দন, পিতৃতর্পণ, কুলদেবীগণের পূজা—এই সকল কার্য্য নিত্য সমাধান করিবে। ১৬-১৯

যে ব্যক্তি নির্জ্জনে পশুরূপা দেবী শিবার অর্চ্চনা না করে এবং যে স্থলে একমাত্র শিবা ভক্ষণ করে, শিবাশব্দে তাহার সমুদয় বিনষ্ট হইয়া থাকে; তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অধিক কি, শিবা তাহার জপ, পূজা ও বিধান এবং সুকৃতি প্রভৃতি যাহা কিছু আছে, তৎসমুদয় গ্রহণ (হরণ) ও অভিশাপ প্রদান করিয়া নির্জ্জনে রোদন করেন। ২০-২১

একটি শিবা যথায় ভোজন করে, তথায় সমস্ত দেবতার পরমদুর্লভা তৃপ্তি হয়। পশুশক্তি, নরশক্তি ও পক্ষিশক্তির অর্চ্চনা করিলে ব্যঙ্গকর্ম্মও সাঙ্গত্ব লাভ

১। কুলদেব্যানাং। ২। শিবাভাবেন।

তত্রৈব সর্ব্বদেবানাং প্রীতিঃ পরমদুর্ল্লভা।
পশুশক্তির্নরশক্তিঃ পক্ষিশক্তিশ্চ ভৈরব।
পূজনাদ্দ্বিগুণং[১] কর্ম্ম সগুণং সাধয়েদ্ যতঃ॥ ২৩
তেন সর্ব্বপ্রযত্নেন কর্ত্তব্যং পূজনং মহৎ।
রাজাদিভয়মাপন্নে দেশান্তর-ভয়াদিকে॥ ২৪
শুভাশুভানি কার্য্যাণি বিচিন্ত্য বলিমাহরেৎ।
গৃহ্ণ দেবি মহাভাগে শিবে কালাগ্নিরূপিণি॥ ২৫
শুভাশুভফলং ব্যক্তং ব্রূহি গৃহ্ণ বলিং তব।
এবমুচ্চার্য্য দাতব্যো বলিঃ কুলজন'প্রিয়ঃ॥ ২৬
যদি ন গৃহ্ণতে বৎস তদা নৈব শুভং ভবেৎ।
শুভং যদি ভবেত্তস্য ভুজ্যতে তদশেষতঃ॥ ২৭
এবং জ্ঞাত্বা মহাদেব শান্তিস্বস্ত্যয়নং চরেৎ।
কুলাচারং দক্ষিণাখ্যং কথিতং তব সুব্রত[২]॥ ২৮

করে, এইজন্য সর্ব্বপ্রযত্নে শিবার পূজা করিবে। রাজাদি ভয় উপস্থিত ও দেশান্তর-ভয় সংঘটিত হইলে শুভাশুভ কার্য্য সকল বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া বলি আহরণ করিবে। হে শিবে! তুমি কালাগ্নিস্বরূপিণি! তুমি মহাভাগা এবং শুভাশুভ ফল ব্যক্ত করিয়া বল, তোমার এই বলি গ্রহণ কর। এইপ্রকার উচ্চারণ করিয়া বলিপ্রদান করিতে হইবে। ২২-২৪

বৎস! শিবা যদি বলি গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে তাহার শুভ হইবে না। আর যদি তাহা নিঃশেষে ভক্ষণ করেন, তাহা হইলে তাহার মঙ্গল হইবে। হে মহাদেব! এইপ্রকার অবগত হইয়া, শান্তিস্বস্ত্যয়ন (ক্রূর বা কুপিত গ্রহের প্রশমন বা শান্তকরণের জন্য, জপ, পূজা হোমাদি) করিবে। হে সুব্রত! তোমার নিকট এই দক্ষিণাখ্য কুলাচার কীর্ত্তন করিলাম। ২৫-২৮

১। বাঞ্ছনাদ্দ্বিগুণং ২। সুব্রতম্।

ন কস্মৈচিৎ প্রবক্তব্যং যদীচ্ছেচ্ছুভমাত্মনঃ।
নির্জ্জনে চৈব কর্ত্তব্যং ন চৈবং জনসন্নিধৌ॥ ২৯
ন পিতুঃ সন্নিধানে বা ন মাতুঃ সুতসন্নিধৌ।
কিংবা পক্ষিপতঙ্গাদিদর্শনে নৈব কারয়েৎ॥ ৩০
পাতালে মণ্ডলে বাপি গহ্বরে বা সুযন্ত্রিতে* ।
কুলপুষ্পং কুলদ্রব্যং কুলপূজাং কুলে জপম্॥ ৩১
কুলং কুলপতিঞ্চাপি কুলমালাং কুলাকুলম্* ।
কুলচক্রং কুলধ্যানং সর্ব্বথা ন প্রকাশয়েৎ॥ ৩২
প্রকাশাৎ সিদ্ধিহানিঃ স্যাৎ প্রকাশাদ্ বন্ধনাদিকম্।
প্রকাশান্মন্ত্রনাশঃ স্যাৎ প্রকাশাদেব হিংসনম্॥ ৩৩
প্রকাশান্মৃত্যুলাভঃ স্যাৎ ন প্রকাশ্যং কদাচন।
পূজাকালে চ দেবেশি যদি কোঽপ্যত্র গচ্ছতি॥ ৩৪
দর্শয়েদ্বৈষ্ণবীং মুদ্রাং বিষ্ণুন্যাসং তথান্তরম্।
প্রকাশাদ্ যদি গুপ্তিঃ স্যাৎ তৎপ্রকাশে ন দূষণম্॥ ৩৫

আপনার হিতকামনায় অভিলাষ থাকিলে, কাহাকেও ইহা বলিবে না, নির্জ্জনেই তাহা বিধান করিবে; লোকের সান্নিধ্যে ও সমক্ষে করিবে না। অধিক কি, পিতার সন্নিধানেও করিবে না, মাতার এবং পুত্রের সান্নিধ্যেও করিবে না। অথবা পক্ষী ও পতঙ্গাদির সাক্ষাতেও ইহা করিবে না। কুল-পুষ্প, কুলপূজা, কুলদ্রব্য, কুলজপ, কুলশক্তি, কুলপতি, কুলমালা, কুলাকুল, কুলচক্র, কুলধ্যান—এই সকল বিষয় কোনমতেই প্রকাশ করিবে না। প্রকাশ করিলে, সিদ্ধির ব্যাঘাত হয়, বন্ধনাদি সংঘটিত হয়—মন্ত্র বিনষ্ট হয় ও হিংসা এবং মৃত্যু আপতিত হয়। সেইজন্যই কোনমতেই ইহা প্রকাশ করিবে না। ২৯-৩৩

দেবেশি! যদি কেহ পূজাকালে তথায় গমন করে, তাহাকে বৈষ্ণবী মুদ্রা (দেবারাধনাকালে দেবতার প্রীত্যর্থে করাঙ্গুলি বিন্যাস বা রচনা-পদ্ধতি বিশেষ) ও বৈষ্ণবীন্যাস (শ্বাসপূরণ, ধারণ ও রেচনপূর্ব্বক মন্ত্রজপ) দেখাইবে। বিষ্ণু-মুদ্রাদি প্রদর্শনে যদি আচার সুগুপ্ত (স্পর্শ রহিত) হয়, তাহাতে কোন

---

* জীবানন্দ-বিদ্যাসাগরধৃতঃ পাঠঃ।

গোপনাদ্ যদি ব্যক্তঃ স্যাৎ ন গুপ্তিঃ সাভিধীয়তে।
কদাচিদঙ্গহানিস্তু ন চ ব্যক্তিঃ কদাচন।
বরং পূজা ন কর্ত্তব্যা ন চ ব্যক্তিঃ কদাচন[১] ॥ ৩৬

অথ সময়াচারঃ। তদুক্তং তত্রৈব—

শৃণু পুত্র রহস্যং মে সময়াচারসম্ভবম্।
যেন হীনা ন সিধ্যন্তি জন্মকোটিসহস্রশঃ॥ ৩৭
মানবঃ কুলশাস্ত্রাণাং কুলচর্য্যানুসারিণাম্।
উদারচিত্তঃ সর্ব্বত্র বৈষ্ণবাচারতৎপরঃ॥ ৩৮
পরনিন্দাসহিষ্ণুঃ স্যাদুপকাররতঃ সদা।
পর্ব্বতে বিপিনে চৈব নির্জ্জনে শূন্যমণ্ডপে॥ ৩৯
চতুষ্পথে কলামধ্যে যদি দৈবাদ্ গতির্ভবেৎ।
ক্ষণং স্থিত্বা[২] মন্ত্রং জপ্ত্বা নত্বা গচ্ছেদ্ যথাসুখম্॥ ৪০

দোষের বিষয় হইতে পারে না। আবার গোপন করিলে যদি প্রকাশ হইয়া পড়ে, তাহা হইলে গোপন করিবে না। কদাচিৎ অঙ্গহানি হইলেও প্রকাশ করিবে না। যদি নিতান্তই গোপন করা অসম্ভব হয়, তবে পূজা ত্যাগ করিবে, তথাপি আচার ত্যাগ করিবে না। ৩৪-৩৬

এক্ষণে সময়াচার লিখিত হইতেছে। কুলচূড়ামণিতে উক্ত হইয়াছে। হে পুত্র! আমার নিকট সময়াচার-রহস্য শ্রবণ কর। ইহা ব্যতীত জন্ম-কোটিসহস্রেও সিদ্ধিলাভে সামর্থ্য জন্মে না। যে ব্যক্তি কুলশাস্ত্র ও কুলাচারে অনুসৃত (তৎপর) হইবে, সে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র উদারচিত্ত ও বৈষ্ণবাচারপরায়ণ হইবে; কেহ নিন্দা করিলে তাহা সহ্য করিবে, সর্ব্বদা লোকের উপকারে রত হইবে; পর্ব্বতে, নির্জ্জনে, বনমধ্যে, শূন্যমণ্ডপে ও চতুষ্পথে যদি দৈবাৎ গমন করিতে হয়, তাহা হইলে ক্ষণকাল ধ্যান করিয়া, মন্ত্রজপ ও প্রণামপুরঃসর যথাসুখে গমন করিবে। ৩৭-৪০

১। ইয়ং পংক্তিঃ সর্ব্বত্র ন দৃশ্যতে। ২। ধ্যাত্বা।

গৃধ্রং বীক্ষ্য মহাকালীং নমস্কুর্য্যাদলক্ষিতম্ ।
ক্ষেমঙ্করীং তথা বীক্ষ্য জম্বুকীং যমদূতিকাম্ ॥ ৪১
কুররং শ্যেনকাকৌ চ[১] কৃষ্ণমার্জ্জারমেব চ ।
কৃশোদরি[২] মহাচণ্ডে মুক্তকেশি বলিপ্রিয়ে ॥ ৪২
কুলাচারপ্রসন্নাস্যে নমস্তে শঙ্করপ্রিয়ে ।
শ্মশানঞ্চ[৩] শবং দৃষ্ট্বা প্রদক্ষিণমনুব্রজন্ ॥ ৪৩
প্রণম্যানেন মন্ত্রেণ মন্ত্রী সুখমবাপ্নুয়াৎ ।
ঘোরদ্রংষ্ট্রে কঠোরাক্ষি কিচিশব্দপ্রণাদিনি ॥ ৪৪
ঘুষ্টঘোররবাস্ফালে নমস্তে চিতিবাসিনি ।
রক্তবস্ত্রাং তথাপুষ্পাং[৪] বিলোক্য ত্রিপুরাত্মিকাম্ ॥ ৪৫
প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমাবিমং মন্ত্রমুদীরয়ন্ ।
বন্ধুকপুষ্পসংকাশে ত্রিপুরে ভয়নাশিনি ॥ ৪৬
ভাগ্যোদয়সমুৎপন্নে নমস্তে বরবর্ণিনি ।
কৃষ্ণবস্ত্রং তথা পুষ্পং রাজানং রাজপুত্রকম্ ॥ ৪৭

গৃধ্র দর্শন করিলে, দেবী মহাকালীকে অলক্ষিতে নমস্কার করিবে। ক্ষেমঙ্করী, জম্বুকী, যমদূতিকা, কুররী, শ্যেন, ভূকাক ও কৃষ্ণমার্জ্জার দর্শন করিলে, "হে কৃশোদরি! তুমি মহাচণ্ডা, মুক্তকেশী, বলিপ্রিয়া ও শঙ্করের প্রিয়া এবং তুমি কুলাচার-প্রসন্নাননা, তোমাকে নমস্কার" এইরূপ মন্ত্রোচ্চারণাদি করিবে। শ্মশান ও শব দর্শন হইলে, প্রদক্ষিণক্রমে অনুগমন করিয়া প্রণামপূর্ব্বক "হে চিতিবাসিনি! তোমার দংষ্ট্রা অতি ভয়ঙ্কর; তোমার চক্ষু অতি কঠোর। তুমি কিচিশব্দে গর্জ্জন এবং ঘোরঘোররবে আস্ফালন করিয়া থাক। তোমাকে নমস্কার" এই মন্ত্রোচ্চারণ করিলে সুখলাভ হয়। রক্তবস্ত্র, ও রক্তপুষ্প দর্শন করিলে "হে ত্রিপুরে! তুমি ভয়নাশিনি। বন্ধুক কুসুমের ন্যায় তোমার আভা। অয়ি বরবর্ণিনি! ভাগ্যোদয়বশতই তোমার আবির্ভাব হইয়াছে। তোমাকে নমস্কার।"—এই মন্ত্রযোগে ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। ৪১-৪৬

কৃষ্ণ বস্ত্র, পুষ্প, রাজা, রাজপুত্র, হস্তী, অশ্ব, রথ, শস্ত্র, ফলক, বীরপুরুষ,

---

১। শ্যেনভূকাকৌ। ২। পূর্ণোদরি। ৩। শ্মশানস্থং। ৪। রক্তপুষ্পাং।

হস্ত্যশ্বরথশস্ত্রাণি ফলকান্ বীরপুরুষান্[১]।
মহিষং কুলদেবঞ্চ দৃষ্ট্বা মহিষমর্দ্দিনীম্ ॥ ৪৮
জয়দুর্গাং স্মরেন্মন্ত্রী শতবিঘ্নৈর্ন লিপ্যতে।
জয়দেবি জগদ্ধাত্রি ত্রিপুরাদ্যে ত্রিদৈবতে ॥ ৪৯
ভক্তেভ্যো বরদে দেবি মহিষঘ্নি নমোঽস্তু তে।
মদ্যভাণ্ডং সমালোক্য মৎস্যং মাংসং বরস্ত্রিয়ম্।
দৃষ্ট্বা চ ভৈরবীং দেবীং প্রণম্য বিমৃষেন্মনুম্ ॥ ৫০
ঘোরবিঘ্নবিনাশায় কুলাচারসমৃদ্ধয়ে।
নমামি বরদে দেবি মুণ্ডমালাবিভূষিতে ॥ ৫১
রক্তধারাসমাকীর্ণবদনে ত্বাং নমাম্যহম্।
সর্ব্ববিঘ্নহরে দেবি নমস্তে হরবল্লভে[২] ॥ ৫২
এতেষাং দর্শনে দেবি যদি নৈবং প্রকুর্ব্বতে।
শক্তিমন্ত্রং পুরস্কৃত্য তস্য সিদ্ধির্ন জায়তে।
এতেষাং মারণোচ্চাটৌ হিংসনং বাগ্ভবাদিভিঃ ॥ ৫৩

মহিষ প্রভৃতি দর্শন হইলে, মহিষমর্দ্দিনী জয়দুর্গার স্মরণ করিবে; শতবিঘ্নেও আক্রান্ত হইবে না। এবং তৎকালে 'হে দেবি জগদ্ধাত্রি! তোমার জয়। হে ত্রিপুরে! তুমিই আদ্য দেবতা। তুমিই ত্রিদৈবত। তুমিই ভক্তগণকে বর প্রদান করিয়া থাক। তুমি মহিষাসুরকে বিনাশ করিয়াছ। তোমাকে নমস্কার,' এইরূপ মন্ত্র বলিবে। মদ্যভাণ্ড, মৎস্য, মাংস, ও বরস্ত্রীর দর্শন হইলে, দেবী ভৈরবীকে প্রণাম করিয়া "হে দেবি বরদে! হে মুণ্ডমালাবিভূষিতে! আমি ঘোরবিঘ্নবিনাশ ও কুলাচার সমৃদ্ধির জন্য তোমাকে নমস্কার করিতেছি। ৪৭-৫১

দেবি! তোমার বদনমণ্ডল রুধিরধারায় সমাকীর্ণ। তোমাকে নমস্কার করিতেছি"—এই মন্ত্র বলিবে। হে দেবি! ইহাদের দর্শন হইলে যদি শক্তিমন্ত্র পুরস্কৃত (পুরশ্চরণ পূজন) করিয়া ঐরূপ অনুষ্ঠান না করে, তাহা হইলে তাহার সিদ্ধির হানি হইয়া থাকে। যদি পাপাত্মা বাগ্ভবাদি দ্বারা ইহাদের মারণ, উচ্চাটন ও হিংসন করে, তাহা হইলে সে কিরূপে আমার ভক্ত হইতে

১। বীরপৌরুষান্। ২। ইয়ং পংক্তির্ন সর্ব্বত্র।

কুরুতে যদি পাপাত্মা মদ্ভক্তঃ স কথং ভবেৎ।
প্রধানাংশসমুদ্ভূতা এতে কুলজনপ্রিয়াঃ ॥ ৫৪
ডাকিন্যশ্চ তথা সর্ব্বা মদংশাঃ শৃণু ভৈরব।
সর্ব্বসিদ্ধিসমাযোগাৎ ডাকিনীহিংসনং যদি ॥ ৫৫
অথবা দানবানাঞ্চ মদ্ভক্তানাং বিশেষতঃ।
বটুকানাং ভৈরবানাং তস্য সিদ্ধির্ন জায়তে ॥ ৫৬

ইতি মহামহোপাধ্যায়-শ্রীপরমহংস-পরিব্রাজক-শ্রীপূর্ণানন্দগিরি-বিরচিত-
শ্যামারহস্যে মন্ত্রভেদ-বিবরণং নাম দশমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ১০ ॥

পারে? হে ভৈরব! শ্রবণ কর। কুলজনপ্রিয় ব্যক্তিগণ সকলে আমার প্রধান অংশে (শ্রেষ্ঠাংশে) সমুদ্ভূত, আর ডাকিনীসকলও আমার অংশ। সিদ্ধি-সমাযোগ প্রাপ্ত হইলে, যদি কেহ ডাকিনীগণের অথবা দানবগণের, বিশেষতঃ আমার ভক্তগণের, বটুকগণের ও ভৈরবগণের হিংসা করে, তাহা হইলে সে সিদ্ধিলাভে বঞ্চিত হইয়া থাকে। ৫২-৫৬

মহামহোপাধ্যায় শ্রীপরমহংসপরিব্রাজক শ্রীপূর্ণানন্দগিরি বিরচিত
শ্যামারহস্যে মন্ত্রভেদ বিবরণ সামান্যসাধন নামক
দশম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

অথ পুরশ্চরণ ব্যতিরেকেণ মন্ত্রসিদ্ধিপ্রকারো লিখ্যতে।

তদুক্তং বীরতন্ত্রে—

অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি গুরুসিদ্ধিপরম্পরাম্।
রহস্যং মন্ত্রসিদ্ধেস্তু পুরশ্চর্য্যাদিভির্বিনা ॥ ১
গোপিতং কোটিশাস্ত্রেষু ইদানীং প্রকটীকৃতম্।
এবং জ্ঞাত্বা বিশেষজ্ঞো গোপয়েৎ প্রীতয়ে মম।
এতৎপ্রকাশনাৎ লোকে মহাহানিঃ পদে পদে ॥ ২
শিবশিখিসিতভানুং পঞ্চমান্ত্যস্বরাঢ্যং,
দ্বিতয়মিদমপূর্ব্বং বীজমুগ্রপ্রভায়াঃ।
ক্ষণমপি স্বমণীনাং মণ্ডলান্তর্ব্বিভাব্য,
ক্ষপয়তি দুরদৃষ্টং বাদিরাট্ জায়তে সঃ ॥ ৩
স জয়তি রিপুবর্গান্ বাদিরাজান্[১] বিবাদে,
লসতি চ রমণীনাং চিত্তচৌরশ্চিরায়ুঃ।
কলয়তি কবিরাজৈরপ্যদৃষ্টং সুকাব্যং,
মধুমতিরপি হেয়া কিং পুনঃ সিদ্ধসংঘাঃ ॥ ৪

এক্ষণে পুরশ্চরণ ভিন্ন মন্ত্রসিদ্ধির উপায় লিখিত হইতেছে। বীরতন্ত্রে বর্ণিত আছে—অতঃপর পুরচর্য্যাদি ব্যতীত (পুরশ্চরণাদি না করিয়াই) যাহাতে মন্ত্রসিদ্ধি হয়, আমি সেই রহস্য বর্ণন করিব। এই রহস্য কোটি শাস্ত্রেই গোপনে রহিয়াছে। এক্ষণে আমি ইহা ব্যক্ত করিতেছি। বিশেষজ্ঞ সাধক ইহা বিদিত হইয়া মৎপ্রীত্যর্থ সংগোপনে রাখিবে। ইহা প্রকাশ করিলে পদে পদে মহাহানি হয়। ১-২

হূঁ, হ্রূঁ—এই উগ্রপ্রভাব অপূর্ব্ব মন্ত্র যে সাধক স্বীয় মণিমণ্ডলের মধ্যে ধ্যান করে, সেই ব্যক্তিই দুরদৃষ্ট ধ্বংস করিতে সক্ষম হয় এবং বাদিগণের

১। বাদিরাজো।

কুলযুবতিসুযোনৌ মন্ত্রবর্ণান্ বিলিখ্য
নিখিলনিগমবর্ণান্ সুপ্তদোষাদিদুষ্টান্[১]।
বিদিতগুরুকুলান্তর্ব্বাহ্যবর্ত্মা বিধিজ্ঞো
মনুপুটিতপটীয়ান্[২] সাধয়েদ্দান্তচেতাঃ ॥ ৫
কুলপথমনুসন্ধ্যায়াস্মি[৩] তাসাং স্বভূমৌ
তব জননি জনো যস্তর্পয়েত্তীর্থতোয়ৈঃ[৪]।
রুধিরভবসুপুষ্পৈর্গন্ধমাল্যানুলেপৈ-
রচিতযুবতিবেশস্তদ্ধিয়া ধ্যায়তে সঃ ॥ ৬
পরিচরতি সমস্তৈর্ন্যাসপূর্ব্বৈঃ প্রসিদ্ধৈ-
স্তব পরিকরজালৈর্যোনিচক্রে প্রপূজ্য।
সুবিমলকুলজাং স্বাং হ্রীঘৃণাবর্জ্জিতাং যঃ,
স্বয়মপি রচিতাঙ্গঃ ক্ষোভকৃদ্‌যোগিনীনাম্ ॥ ৭

সকাশে অক্ষুব্ধভাবে (অবিচলিত চিত্তে) বিরাজ করে। সেই সাধক শত্রুকুল জয় করিতে পারে, বিবাদকালে শ্রেষ্ঠ বাদিগণকে পরাভব করিতে সক্ষম হয় এবং দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হইয়া রমণীগণের মনোহরণ করিতে পারে। সেই সাধক শ্রেষ্ঠ কবিগণেরও অদৃষ্ট সুন্দর কাব্য রচনা করিতে পারে। তাহার নিকট মধুমতী দেবীও হেয়া, অন্য সিদ্ধগণের কথা আর কি বলিব! ৩-৪

যিনি গুরুকুলের আন্তর ও বাহ্যপন্থা বিদিত আছেন, যিনি বিধিদর্শী, সেই মন্ত্র-পুটিতকরণে অতিশয় পটু, সংযতমনা সাধক নিখিল আগমোক্ত সুপ্তদোষাদিদুষ্ট মন্ত্রবর্ণ সকল কুলযুবতীর যোনিদেশে লিখিয়া এই মন্ত্র দ্বারা পুটিত করিয়া সাধনা করিবে। হে মাতঃ! যে সাধক গন্ধ, মাল্য এবং অনুলেপনাদি দ্বারা স্বয়ং যুবতীবেশ ধারণ করিয়া কুলজার কুলপথ অনুসন্ধান করতঃ তাহাতে তীর্থসলিল দ্বারা ত্বদীয় তর্পণ করে এবং সুবিমল-কুলজাতা ঘৃণালজ্জাবিহীনা যুবতীকে ত্বদীয় স্বরূপ জ্ঞান করিয়া তদীয় অঙ্গে নানাবিধ ন্যাস-বিন্যাস করতঃ অর্চ্চনা করে, সেই ব্যক্তি যোগিনীগণের ক্ষোভকারী হয়। ৫-৭

১। সুপ্তদোষাদিদুষ্টান্। ২। মনুপুটিতসুধীবান্।
৩। কুলপথমনুসন্ধ্যাং যোঽপি। ৪। যঃ তর্পয়েত্তীর্থতোয়ৈঃ।

পঞ্চরিপুকুলচক্রং সংস্পৃশন্মধ্যশাখং[১]
(সুরতরুসুরনাথ পাপভ্রষ্টঃ সুবেশঃ।)
কুলপতিকুলনাথষষ্ঠদ্বয়ং যোজয়িত্বা।
মনুপুটিতবিম্বগ্যং যোজয়েত্তদ্বহি র্যঃ[২]
জননি তব কলানাং কোবিদাং কামরূপঃ॥ ৮
কুমতিরহিতচিত্তঃ সংলিখেত্তাং ত্রিধা মে,
বিগতভয়বিবাদধ্বান্তজালঃ সুধাংশুঃ।
তব চরণতলান্তর্ধূলিজালৈর্বিশালৈঃ,
পরিকলিত[৩]বপুস্তদ্ধর্ম্মভির্দ্দেবপূজ্যঃ॥ ৯
পরিচরতি স বিজ্ঞো মোক্ষচর্য্যাধিপশ্চ,
মদনমদরধূনাং বীজমুদ্ধৃত্য শক্তিম্।
তদনু কঠিনবীজং লোকধাত্রীং[৪] তদন্ত-
র্যদি জপতি মদন্তর্ভাবমাসাদ্য সদ্যঃ॥ ১০
সুরনগরগতিজ্ঞৈঃ সিদ্ধবৃন্দৈঃ প্রপূজ্যঃ,
শিবভৃগুমদপৃথ্বীশক্তিযুক্তং সুসিদ্ধম্[৫]।
হরিহরচতুরাস্যস্বস্তিভূতং প্রশস্তম্[৬],
পরমপুরুষসংজ্ঞঃ[৭] ক্ষোভকৃৎ কামিনীনাম্॥ ১১

হে মাতঃ! যে কুলপতি ব্যক্তি উক্ত মন্ত্রের শেষে 'স্বাহা' মন্ত্র যোগ করিয়া জপ করে, সেই সাধক চতুঃষষ্টি কলাতে পণ্ডিত, কামরূপী এবং কুমতিরহিত-চিত্ত হইয়া থাকে। সেই ব্যক্তি চন্দ্রের ন্যায় ভয় ও বিবাদরূপ অন্ধকার বিদূরিত করিয়া দেয় এবং সেই ব্যক্তি ত্বদীয় পদধূলি-সংলিপ্তাঙ্গ হইয়া বিহার করে ও সেই সুধী ব্যক্তি মোক্ষচর্য্যাধিপতিত্ব লাভ করে। যে সাধক মন্ত্রাবযুক্ত হইয়া এই চতুর্থ-শ্লোকোক্ত মন্ত্র জপ করে, সে সুরনগরগামী অর্থাৎ স্বর্গগামী সিদ্ধবৃন্দ কর্ত্তৃক অর্চ্চিত (সম্বর্দ্ধিত) হয়। ৮-১০

যে সাধক এই পঞ্চম-শ্লোকোক্ত 'গুপ্তমন্ত্র জপ করে, সে রমণীকুলের চিত্তক্ষোভকারী হয় এবং বাক্‌পতি সুরগুরু (দেবগুরু বৃহস্পতি) এবং লক্ষ্মীপতি বিষ্ণুতুল্য হয় অথবা সার্ব্বভৌম নৃপতি হইয়া থাকে। ১১

১। সংস্পৃশন্মধ্যশাখাং। ২। যোজয়েত্তদ্বহির্যো। ৩। চিরকলিত। ৪। জ্ঞানচক্রং। ৫। শক্তিযুক্তঃ স্বসিদ্ধম্। ৬। হরিহরচতুরাস্য-স্বস্বভূতিং প্রবৃত্তং। ৭। পরমবর-রসজ্ঞঃ।

রতিপতিরপি[1] বাচাং শ্রীপতিঃ সার্ব্বভৌমঃ
ভৃগুমদকঠিনাধঃ[2] কামবীজং তদগ্রে।
ভুবনভয়বিনাশঃ ক্ষোভিণীঃ যোজয়িত্বা,
জপতি যদি সকৃদ্বা-চিন্তুতে বীরসিংহঃ॥
(কুলযুবতিকুলান্তঃক্ষোভকৃৎ কালভাবঃ)॥ ১২
মদনমদতলাধঃ[3] শক্তিবীজং নিযোজ্য,
স্মরহরহরিরূপী কামরূপঃ কুবেরঃ।
রিপুকুলহরিণাক্ষী-লোচনাম্ভোজবিপ্রুড়্-
বিপুলজলনিষেকাৎ খণ্ডিতান্তস্তাপঃ॥ ১৩
শিবভৃগুমদমূলং[4] লোভমূলং সমূলং
ভজতি যদি গুরূণাং বর্ত্মমূলং বিমৃগ্যম্।
নিধিপতিরতিনাথো[5] গীষ্পতিঃ ক্ষুদ্রচেতাঃ
যদি ভবতি তদেতন্মুখ্যমুর্ব্বীপতিত্বম্॥ ১৪
বরুণরণবিবর্জ্জ্য-প্রাণমেকং বিবর্জ্জ্যং
তদুপরি মৃগচিহ্নং দ্বন্দ্বমেতদ্ভবোগ্রাঃ।
নিখিলমনুবরেণ্যং মোক্ষদানৈকদক্ষং
সদসদময়ধর্ম্মাক্ষেপশূন্যমন্ত্ররাজম্॥ ১৫

যে বীরসাধক এই ষষ্ঠ শ্লোকোক্ত মন্ত্র জপ করে, সে কুলযুবতীগণের চিত্ত-ক্ষোভকারী এবং ইচ্ছানুসারে কালবিভাগকর্ত্তা হইতে পারে। ১২

যে সাধক এই সকল শ্লোকোক্ত মন্ত্র জপ করে, সে শিবত্ব ও বিষ্ণুত্ব প্রাপ্ত হয় এবং কামদেব কুবের সমতুল্য হয়। পরন্তু সেই সাধক শত্রুস্ত্রীগণের নেত্রকমল বিগলিত বারিবিন্দু দ্বারা তাহাদের অন্তর্নিহিত তাপ বিদূরিত করিয়া দেয়। ১৩

যে ব্যক্তি এই অষ্টম শ্লোকোক্ত মন্ত্র জপ করে, সে ক্ষুদ্রচিত্ত হইলেও কুবের, কামদেব এবং বৃহস্পতি তুল্য হয় এবং পৃথিবীপতিত্ব লাভ করে। ১৪

নবম ও দশম শ্লোকোক্ত গুপ্তমন্ত্রের মাহাত্ম্য ব্রহ্মাও সহস্র জন্মে বলিতে

১। অধিপতিরপি। ২। মৃগমদকঠিনাধঃ। ৩। মদনমদলতাধঃ।
৪। শিবমৃগমদমূলং। ৫। নিধিরপি নিশিনাথো।

অনলশিরসি ঘর্ম্মং বাদিরাজং স্বতন্ত্রং
ভবসমনয়যুক্তং বীজমেতদ্ভবান্যাঃ।
দ্বিতীয়মপি বিমানং বক্তুমীশো মহেশঃ
কিমিহ কমলজন্মা জন্মধারাসহস্রৈঃ ॥ ১৬
ইহ ভজতি য এনং মন্ত্ররাজং সুভাগ্যৈঃ
ভবতি জননি যুষ্মৎপাদপদ্মোত্থজন্মা।
ত্যজসি পরপুমাংসং মাদৃশং ক্বাপি কালে
ন খলু ন পুনরর্ঘাং তস্য কিঞ্চিৎ কদাচিৎ ॥ ১৭
বিহিতগুরুমুখাদ্বা বালকাদ্বা পশোর্ব্বা
লিখিতমপি সুবুদ্ধ্যা প্রাপ্য কস্মাদকস্মাৎ।
স্মররিপুপুরপারে মোক্ষচর্য্যাশ্চ পারে
পরমপদবিলীনঃ সর্ব্বসৌভাগ্যভোগৈঃ ॥ ১৮
অনলপুরবিভাগে কালিকাবক্ত্রবীজং,
তদপি যদি বিদধ্যাদক্ষতং[১] সান্তবর্ণম্।
নয়নযুতলকারং মস্তকে নামযুক্তং,
তদনু বিকটদংষ্ট্রাসোৎকটং বীজযুক্তম্।
জপতি যদি সমস্তং গুহ্যগুহ্যাতিগুহ্যং,
ত্রিজগতি কিমিহাস্তে ক্লেশলভ্যং কথঞ্চিৎ ॥ ১৯

সক্ষম নহেন। সাধক যদি এই মন্ত্ররাজের ভজনা করে, তবে অতিশয় সৌভাগ্যশালী হয়। হে মাতঃ! তুমি মাদৃশ শ্রেষ্ঠ পুরুষকেও কখন পরিত্যাগ করিয়া থাক, কিন্তু এই মন্ত্রসাধক ব্যক্তিকে কখনও পরিত্যাগ কর না। ১৫-১৭

বিহিত-গুরুমুখারবিন্দ হইতে, বালক বা পশু ভাবাপন্ন লোক হইতে কিংবা যে কোনরূপে এই মন্ত্র অকস্মাৎ প্রাপ্ত হইয়া মানব সর্ব্বসৌভাগ্য ভোগ করতঃ পরমপদে বিলীন হইয়া শিবপুরে গমন করে। ১৮

যে ব্যক্তি ত্রয়োদশ-শ্লোকোক্ত গুহ্যাতিগুহ্য মন্ত্র জপ করে, ত্রিজগতে তাহার সবকিছুই অক্লেশলভ্য হয়। ১৯

১। বিদধ্যাদ্বিন্দুতং।

ক্রমপঠিতমপূর্ব্বং সর্ব্বমেবানুবধ্যং
মনুমপি পরবাচ্যং তস্য মধ্যস্থরূপম্।
ভজতি যদি চিদানন্দাত্মধৃক্কেবলোঽহংসৌ
বিপিনভুবি মনুষ্যঃ কৌতুকী কামদেবঃ ॥ ২০
ইতি তে কথিতং সর্ব্বং রহস্যং পরমাদ্ভুতম্।
যথানুক্রমতো লোকে কিং ন সাধয়তি যোগিরাট্ ॥ ২১

ইতি মহামহোপাধ্যায়-শ্রীপরমহংস পরিব্রাজক-শ্রীপূর্ণানন্দগিরি-বিরচিত-
শ্যামারহস্যে মন্ত্রশোধনোপায়-কথনং নাম একাদশঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ১১ ॥

যে ব্যক্তি এই ক্রমপঠিত অপূর্ব্ব মন্ত্রের ভজনা করে, সে চিদানন্দরূপী আত্মসাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হয় এবং কামদেবসদৃশ কৌতুকী হয়। ২০

আমি তোমার নিকট এই পরমাদ্ভুত যাবতীয় রহস্য কীর্ত্তন করিলাম। যে যোগিরাজ যথাবিহিতানুক্রমে ইহা বিদিত হয়েন, তাঁহার ইহলোকে কিছুই অসাধ্য থাকে না। ২১

মহামহোপাধ্যায় শ্রীপরমহংসপরিব্রাজক শ্রীপূর্ণানন্দগিরিবিরচিত শ্যামারহস্যে
মন্ত্রশোধনোপায়কথন নাম একাদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশঃ পরিচ্ছেদঃ

অথ কাম্যপ্রয়োগো লিখ্যতে।

তদুক্তং কালীতন্ত্রে—

অথ কাম্যবিধিং বক্ষ্যে যেন সর্ব্বত্র সর্ব্বগঃ।
সাধকঃ সাধয়েৎ সিদ্ধিং দেবানামপি দুর্ল্লভাম্‌॥ ১
কুলাগারং পুষ্পিতায়া দৃষ্ট্বা যো জপতে নরঃ।
অযুতৈক-প্রমাণেন সাধকঃ স্থিরমানসঃ।
কেবলং গুপ্তভাবেন স তু বিদ্যানিধির্ভবেৎ॥ ২

অযুতৈকপ্রমাণেতি দিনত্রয়ং ব্যাপ্যাযুতং জপেদিত্যর্থঃ। ইদন্তু রাত্রাবেব কর্ত্তব্যং ন তু দিবসে বিবিধবিধিনিন্দাশ্রুতেরিতি।

সংস্কৃতাঃ প্রাকৃতাঃ সর্ব্বা লৌকিকা বৈদিকাস্তথা।
বশমায়ান্তি তে সর্ব্বে সাধকস্য ন চান্যথা॥ ৩

এক্ষণে কাম্যপ্রয়োগ লিখিত হইতেছে। অতঃপর কালীতন্ত্রে যে কাম্যবিধি বলা হইয়াছে তাহা বলিব, তদ্দ্বারা সাধক সর্ব্বত্র সর্ব্বগ হইয়া, সর্ব্বদেবগণের পক্ষেও অতীব দুর্লভ-সিদ্ধি সাধন করিয়া থাকে। যে সাধক ঋতুমতী নারীর কুলাগার দর্শন করিয়া, স্থিরচিত্তে অযুতৈক প্রমাণ কেবল গুপ্তভাবে জপ করে, সে বিদ্যানিধি হইয়া থাকে। ১—২

এখানে অযুতৈক প্রমাণ শব্দ দ্বারা দিনত্রয় ব্যাপিয়া অযুত সংখ্যক জপ বুঝায়। উহা রাত্রিতেই করিতে হইবে, দিবসে নহে। কেননা, দিবসে বিধিনিন্দাশ্রুতি আছে। ঐরূপ জপ করিলে, সংস্কৃত, প্রাকৃত, লৌকিক, বৈদিক, সকলেই সাধকের বশে আগমন করে, ইহাতে কখনও অন্যথা হয় না। ৩

কুলসর্ব্বস্বেঽপি—

ঋতুমত্যা ভগং পশ্যন্ যো জপেদযুতং নরঃ।
অনুকূলাপি[1] তদ্বাণী গদ্যপদ্যময়ী ভবেৎ।
ছন্দোবদ্ধা পরা বাণী তস্য বক্ত্রাৎ প্রজায়তে ॥ ৪

অথ কালীতন্ত্রে—

অথবা মুক্তকেশশ্চ হবিষ্যং ভক্ষয়েন্নরঃ।
প্রজপ্য চাযুতং প্রাজ্ঞ এতদেব ফলং লভেৎ ॥ ৫
নগ্নাং পররতাং পশ্যন্ অযুতং যস্তু সাধকঃ।
প্রজপেৎ স ভবেৎ সদ্যো বিদ্যায়াঃ বল্লভঃ স্বয়ম্ ॥ ৬
তস্য দর্শনমাত্রেণ বাদিনঃ কুণ্ঠতাং গতাঃ।
গদ্যপদ্যময়ী বাণী সভায়াং তস্য জায়তে ॥ ৭
তন্নাম্না সুধিয়ঃ সর্ব্বে প্রণমন্তি মুদান্বিতাঃ।
তস্য বাক্যপরিচয়াৎ জড়া ভবন্তি বাগ্মিনঃ ॥ ৮

কুলসর্ব্বস্বেও উক্ত হইয়াছে যে ঋতুমতীর কুলাগার দর্শন করিয়া অযুত জপ করিলে, গদ্যপদ্যময়ী, ছন্দোবদ্ধা, উৎকৃষ্টা ও অনুকূলা বাণী বক্ত্র হইতে বিগলিত অর্থাৎ ধারার ন্যায় বিনির্গত হইয়া থাকে। ৪

কালীতন্ত্রেও উক্ত হইয়াছে—মুক্তকেশ হইয়া হবিষ্য ভক্ষণ করত অযুত জপ করিলে, এইরূপ (পূর্ব্বোক্ত) ফললাভ হইয়া থাকে। যে সাধক নগ্না পররতাকে দর্শন করিয়া অযুত জপ করে, সে সদ্য বিদ্যাবল্লভ হইয়া থাকে। তাহার দর্শনমাত্রেই বাদিগণ কুণ্ঠিত হয়। সভামধ্যে তাহার মুখ হইতে গদ্যপদ্যময়ী বাণী প্রাদুর্ভূত (জাত, আবির্ভূত বা প্রকাশিত) হইয়া থাকে। তাহার নামমাত্রে সুধীগণ সানন্দচিত্তে প্রণাম করিয়া থাকে। তাহার বাক্যপরিচয় মাত্রেই বাগ্মীগণও জড় (মূক ও নিষ্ক্রিয়) হয়। ৫—৮

১। অনুকলা হি।

সারসর্ব্বস্বেঽপি—

নগ্নাং পরস্ত্রিয়ং বীক্ষ্য যো জপেদযুতং নরঃ।
স ভবেৎ সর্ব্ববিদ্যানাং পারগঃ সর্ব্বদৈব হি ॥ ৯
কবিত্বং জায়তে তস্য বাচা জীবসমো ভবেৎ।
অথবা মুক্তকেশশ্চ হবিষ্যং ভক্ষয়েন্নরঃ ॥ ১০
প্রজপেদযুতং তাবদেবং প্রতিনিধির্ভবেৎ।
ধনকামস্তু যো বিদ্বান্ মহদৈশ্বর্য্যকামুকঃ ॥ ১১
বৃহস্পতিসমো যস্তু কবিত্বং কাময়েন্নরঃ।
অষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বা কুলমামন্ত্র্য মন্ত্রবিৎ ॥ ১২
মৈথুনং যঃ প্রয়াত্যেষঃ স তু সর্ব্বফলং লভেৎ।
লতারতেষু জপ্তব্যং মহাপাতকমুক্তয়ে ॥ ১৩
লতা যদি ন সংসর্গে[১] তদা রেতঃ প্রযত্নতঃ।
সমুৎসার্য্য জপেন্মন্ত্রী ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধয়ে ॥ ১৪
মহাচীনক্রমলতা-বেষ্টিতঃ সাধকোত্তমঃ।
রাত্রৌ যদি জপেন্মন্ত্রং সৈব কল্পলতা ভবেৎ ॥ ১৫

সারসর্ব্বস্বেও বলা হইয়াছে—নগ্না (বিবসনা) পরস্ত্রীকে দর্শন করিয়া অযুত (দশ সহস্র) জপ করিলে সর্ব্বদাই সকল বিদ্যায় পারঙ্গম, কবি এবং বৃহস্পতির সমতুল্য হওয়া যায়। অথবা মুক্তকেশ হইয়া হবিষ্য ভক্ষণ করিয়া অযুত জপ করিলে, উক্তরূপ প্রতিনিধিত্ব (তুল্যরূপ, সদৃশ) লাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ধনকাম ও অতিশয় ঐশ্বর্য্যকাম এবং বৃহস্পতির সমান কবিত্বকাম হইয়া অষ্টোত্তরশত জপ ও কুল আমন্ত্রণপূর্ব্বক মিথুনভাবে বদ্ধ হয়, তাহার সকল বাসনা-কামনাই সফল হইয়া থাকে। লতারতে মহাপাতকমুক্তির জন্য জপ করিতে হইবে। লতা (তান্ত্রিক বীরাচার সাধনসঙ্গিনী বা নায়িকা) যদি নিকটে না থাকে তাহা হইলে সাতিশয় সাদরে (যত্ন ও অধ্যবসায় সহকারে) শুক্রসমুৎসারণপূর্ব্বক ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধির জন্য জপ করিবে। সাধকোত্তম নিশাযোগে মহাচীনক্রমলতাবেষ্টিত (এখানে মহাচীনক্রমলতা

১। সংসর্গঃ।

মহাচীনক্রমলতাবেষ্টনেন চ যৎ ফলম্।
তস্যাপি ষোড়শাংশেন কলাং নার্হন্তি চেশ্বরাঃ।[১]
শবাসনাধিকফলং লতাগেহপ্রবেশনম্॥ ১৬

অথ বিশেষো যথা। তদুক্তং কুলচূড়ামণৌ—

রজোঽবস্থাং সমালোক্য তন্মূলেষিষ্টদেবতাম্।
পূজয়িত্বা মহারাত্রৌ ত্রিদিনং পূজয়েন্মনুম্॥ ১৭
লক্ষপীঠফলং দেব লভতে নাত্র সংশয়ঃ।
বেতালপাদুকাসিদ্ধিং খড়্গসিদ্ধিঞ্চ ভৈরব।
অঞ্জনং তিলকং গুপ্তিং সাধয়েৎ সাধকোত্তমঃ॥ ১৮

প্রজপেদিতি। প্রতিদিনমষ্টোত্তরসহস্রমিত্যর্থঃ।

তদুক্তং মন্ত্রচূড়ামণৌ—

যত্র জাপে চ হোমে চ সংখ্যা নোক্তা মনীষিভি।
তত্রেয়ং গণনা প্রোক্তা অষ্টোত্তরসহস্রকম্॥ ১৯
পৃথ্বীমৃতুমতীং বীক্ষ্য সহস্রং যদি নিত্যশঃ।
তদা বাদী সুসিদ্ধান্তঃ হতঃ ক্ষিতিভঙ্গং বিশেৎ॥ ২০

বলিতে কুলনারীকে বুঝিতে হইবে) হইয়া যদি মন্ত্র জপ করে তাহাই কল্পলতা হইয়া থাকে। মহাচীনক্রমলতাবেষ্টন দ্বারা যে ফললাভ হয়, শবসকল তাহার ষোড়শাংশেরও একাংশ হইতে পারে না। লতাগেহে প্রবেশ করিলে শবাসন অপেক্ষা অধিক ফলপ্রাপ্তি হয়। ৯—১৬

এবিষয়ে কুলচূড়ামণিতে বিশেষরূপে বলিয়াছেন—রজোবস্থায় রমণীকে অবলোকন করিয়া মহানিশায় তদীয় (মহাচীনক্রম) মূলে ইষ্টদেবতার পূজা করিয়া তিনদিন মন্ত্রের আরাধনা করিবে। দেব! ইহাতে লক্ষপীঠ ফল লাভ হয়, সন্দেহ নাই। এতদ্দ্বারা সাধক বেতালসিদ্ধি, পাদুকাসিদ্ধি, খড়্গাদিসিদ্ধি, অঞ্জন, তিলক ও গুপ্তিসাধন করিয়া থাকে। ১৭—১৮

প্রতিদিন অষ্টোত্তরসহস্র জপ করিতে হইবে—এস্থলে ইহাই অভিপ্রেত অর্থাৎ উদ্দিষ্ট বিষয় বা তাৎপর্য্য। ১৯

যে জপে বা হোমে মনীষিগণ জপসংখ্যা নির্দ্দেশ করেন নাই, তাহাতে অষ্টোত্তরসহস্র জপ করিতে হইবে, বলিয়া বুঝিতে হইবে। পৃথ্বীকে ঋতুমতী দর্শন করিয়া নিত্য সহস্রজপ করিলে, সুসিদ্ধান্তবাদী অর্থাৎ স্থিরনিশ্চয়বাদীও

১। তে শবাঃ।

পর্ব্বতে হস্তমারোপ্য নির্ভয়ঃ শুদ্ধমানসঃ।
কবিতাং লভতে সোঽপি অমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি ॥ ২১
পদ্মং দৃষ্ট্বা তথা বিম্বং[১] খঞ্জনং শিখিনং তথা।
চামরং রবিবিম্বঞ্চ তিলপুষ্পং সরোবরম্ ॥ ২২
ত্রিশূলং বীক্ষ্য জপ্ত্বা চ শতশঃ শুদ্ধভাবতঃ।
সুপ্রসাদং সুবচনং সুলোচনং সুহাস্যকম্।
সুবেশং সুভগং গন্ধং সুজনং সুখমেব চ ॥ ২৩
লভতে চ যথাসংখ্যং শৃণু পার্ব্বতি সাদরম্।
মহাচীনক্রমেণৈব দেবীং ধ্যাত্বা প্রপূজ্য চ ॥ ২৪
তদ্দ্রুমোদ্ভবপুষ্পেণ পূজয়েদ্ভক্তিভাবতঃ।
স ভবেৎ কুলদেবশ্চ কুলক্রমগতঃ শুচিঃ ॥ ২৫
ব্রহ্মতরোর্ম্মহামূলে[২] দেবীং ধ্যাত্বা যথাবিধি।
তৎসুধারসধারেণ তর্পয়েৎ পিতৃকাননে[৩] ॥ ২৬
তিথিক্রমেণ সংখ্যাভির্লতাভির্ব্বেষ্টিতো যদি।
তদা মাসেন সিদ্ধিঃ স্যাৎ সহস্রজপমানতঃ ॥ ২৭

পরাহত (পরাজিত) হইয়া ক্ষিতিমধ্যে প্রবেশ করে এবং পর্ব্বতে হস্ত আরোপণপূর্ব্বক নির্ভর ও শুদ্ধচিত্ত হইয়া কবিত্ব ও অমৃতত্ব লাভ করা যায়। পদ্ম, বিন্দু, খঞ্জন, শিখী, চামর, রবিবিম্ব, তিলপুষ্প, সরোবর ও ত্রিশূল দর্শন করিয়া শতশঃ (শত শত করিয়া) শুদ্ধচিত্তে যথাসংখ্য অর্থাৎ বিহিত সংখ্যায় জপ করিলে সুপ্রসাদ, সুবচন, সুলোচন, সুহাস্য, সুবেশ, সুভগ, সুগন্ধ, সুজন ও সুখ লাভ করা যায়। দেবি! সাদরে (সযতনে, সাবধানে) শ্রবণ কর। মহাচীনাচারক্রমানুসারে দেবীর ধ্যান ও পূজা করিয়া সেই বৃক্ষোদ্ভব পুষ্প দ্বারা ভক্তিভাবে পূজা করিতে হইবে। তাহা হইলে, কুলদেব, কুলক্রমগত ও সর্ব্বথা শুদ্ধসত্ত্ব হওয়া যায়। ২০—২৫

ব্রহ্মতরুর (ষট্‌চক্রস্থিত ব্রহ্মনাড়ীর) মহাপদ্মে দেবীর যথাবিধি ধ্যান করিয়া তদীয় সুধারসধারায় পিতৃকাননে তর্পণ করিবে। তিথিক্রমানুসারে লতাসকলে বেষ্টিত হইয়া সংখ্যাক্রমে সহস্রজপ করিলে মাসমধ্যেই সিদ্ধিলাভ

১। বিন্দুং। ২। ব্রহ্মতরোর্ম্মহাপদ্মে। ৩। মাতৃকাননে।

অষ্টম্যাং চ চতুর্দ্দশ্যাং দ্বিগুণং যদি দৃশ্যতে।
তদৈব মহতী সিদ্ধির্দ্দেবানামপি দুর্লভা ॥ ২৮

জপকল্পং মহাদেবি শৃণুষ্ব কমলাননে।
স্বয়ং কর্ত্তুমশক্তশ্চেৎ সম্প্রদায়বিদোঽথবা।
দেশিকেন পুরশ্চর্য্যাং কারয়েন্মন্ত্রসিদ্ধয়ে ॥ ২৯

তথা চ যোগিনীহৃদয়ে—

তস্মাজ্জপং স্বয়ং কুর্য্যাদ্ গুরুং বা কারয়েদ্বুধঃ।
গুরোরভাবে বিপ্রঞ্চ সর্ব্বপ্রাণিহিতে রতম্ ॥ ৩০
গৃহীত্বা ভাগ্যতো মন্ত্রমিমং সদ্গুরুবক্ত্রতঃ।
পুরশ্চর্য্যামবশ্যং হি কুর্ব্বীত বিজিতাত্মনঃ ॥ ৩১

উত্তরতন্ত্রেঽপি—

সর্ব্বস্বেনাপি কর্ত্তব্যং পুরশ্চরণমুত্তমম্।
অন্যথা নাধিকারঃ স্যাৎ তস্য পূজাদিষু প্রিয়ে ॥ ৩২
কারয়িত্বা পুরশ্চর্য্যাং মন্ত্রিণং শাস্ত্রবেদিনম্।
বস্ত্রালঙ্কারবস্তুভিঃ প্রীণয়েদ্দেবতাধিয়া।
ততোঽস্য মন্ত্রসিদ্ধিঃ স্যাদ্দেবতা চ প্রসীদতি ॥ ৩৩

হইয়া থাকে। অষ্টমী ও চতুর্দ্দশীতে দ্বিগুণ-প্রমাণ মুখ্য জপ করিলে দেবগণেরও দুর্লভ মহতী-সিদ্ধি (অণিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য) প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহাদেবি! জপকল্প (কল্প=বিধি, নিয়ম) শ্রবণ কর। স্বয়ং জপ করিতে অশক্ত হইলে মন্ত্রসিদ্ধির জন্য গুরুর দ্বারা পুরশ্চরণ করিয়া লইবে। ২৬—২৯

যোগিনীহৃদয়ে বলা হইয়াছে—সেইজন্য স্বয়ং জপ করিবে, অথবা গুরু দ্বারা করাইবে। গুরুর অভাবে প্রাণীমণ্ডলের হিত-নিরত ব্রাহ্মণ দ্বারা উহা সম্পন্ন করাইয়া লইবে। সৌভাগ্যবশতঃ সদ্গুরুর প্রমুখাৎ (মুখ হইতে) এই মন্ত্র গ্রহণ করিয়া অবশ্য পুরশ্চরণ করিবে। ৩০—৩১

উত্তরতন্ত্রেও উক্ত হইয়াছে—সর্ব্বস্ব দিয়া বিহিতবিধানে পুরশ্চরণ করিবে—না করিলে পূজাদিতে অধিকার জন্মে না। শাস্ত্রবিৎ মন্ত্রী দ্বারা পুরশ্চরণ করাইয়া দেবতাবুদ্ধিতে বস্ত্র, অলঙ্কার ও ধন দ্বারা তাঁহার প্রীতি-বিধান করিবে। তাহা হইলেই মন্ত্রসিদ্ধি এবং দেবতাও প্রসন্ন হইয়া থাকেন। ৩২—৩৩

অথ কুলসারে—

এবংবিধবিধানেন পুরশ্চারী ভবেন্নরঃ।
লক্ষসংখ্যং জপেদ্দেবি হোমং কুর্য্যাদ্দশাংশতঃ ॥ ৩৪
বিল্বপত্রেণ বা দেবি তথা নীলাম্বুজেন চ।
শর্করাঘৃতযুক্তেন মধুযুক্তেন বা পুনঃ ॥ ৩৫
এবং হুত্বা ততো দেবি তর্পণঞ্চ তথা পুনঃ।
তর্পয়েৎ শুদ্ধদুগ্ধৈশ্চ তথা চ বিমলৈর্জ্জলৈঃ ॥ ৩৬
কুম্ভাখ্যমুদ্রয়া দেবি অভিষেকং স্বমূর্দ্ধনি।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েদ্ দ্রব্যৈঃ পদার্থৈঃ ষড়্‌রসৈরপি ॥ ৩৭
বিপ্রারাধনমাত্রেণ ব্যঙ্গং সাঙ্গং ভবেদ্ যতঃ।
গোভূহিরণ্যবস্তুভিস্তর্পয়েদ্দেশিকং সুধীঃ ॥ ৩৮
দেশিকায় ততো দেবি দক্ষিণাং বিভবাবধি।
দাতব্যা পরমপ্রীত্যা কার্য্যসিদ্ধিমভীপ্সুভিঃ ॥ ৩৯
দেশিকে পরিতুষ্টে চ তুষ্টাঃ স্যুঃ সর্ব্বদেবতাঃ।
এবংবিধং জপং কৃত্বা সর্ব্বসিদ্ধিমুপালভেৎ ॥ ৪০

কুলসারে উক্ত হইয়াছে,—এবম্বিধ বিধানানুসারে পুরশ্চরণ করিয়া লক্ষসংখ্যায় জপ ও তাহার দশাংশ হোম করিবে। বিল্বপত্র অথবা নীলপদ্ম, শর্করা, ঘৃত ও মধু সংযুক্ত করিয়া হোম করিতে হইবে। হে দেবি! এইরূপে হোম ও তর্পণ করিয়া পুনরায় শুদ্ধ দুগ্ধ দ্বারা তর্পণ ও বিমল সলিল দ্বারা কুম্ভমুদ্রা সহযোগে স্বকীয় মস্তকে অভিষেক এবং ষড়্‌বিধ-রসযুক্ত দ্রব্য দ্বারা ব্রাহ্মণভোজন সমাধান করিবে ৩৪—৩৭

ব্রাহ্মণগণের আরাধনামাত্রে অঙ্গহীনও সাঙ্গ (অঙ্গযুক্ত) হইয়া থাকে। গো, ভূমি, হিরণ্য ও ধন দ্বারা তর্পণ করিতে হইবে। অনন্তর গুরুকে স্বীয় বিভবানুসারে কার্য্যসিদ্ধির অভিলাষে পরমপ্রীতি-পূর্ব্বক দক্ষিণা দিবে। গুরু পরিতুষ্ট হইলে, সমুদয় দেবতা তুষ্ট হইয়া থাকেন। এবংবিধ জপ করিলে মানব সর্ব্বসিদ্ধি-প্রাপ্ত হয়। ৩৮—৪০

অথ জপনিয়মঃ। তদুক্তং কুলার্ণবে—

লক্ষমাত্রং জপেদ্ যস্তু মহাপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
লক্ষদ্বয়েন পাপানি সপ্তজন্মভবান্যপি।
মহাপাতকমুখ্যানি নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪১
চতুর্লক্ষং জপেদ্দেবি মহাবাগীশ্বরো ভবেৎ।
কুবের ইব দেবেশি পঞ্চলক্ষান্ন সংশয়ঃ ॥ ৪২
ষড়্লক্ষজপমাত্রেণ মহাবিদ্যাধরো ভবেৎ।
সপ্তলক্ষজপান্মন্ত্রী খেচরীমেলকো ভবেৎ ॥ ৪৩
অষ্টলক্ষং জপেন্মন্ত্রী দেবপূজ্যো ভবেন্নরঃ।
অণিমাদ্যষ্টসিদ্ধানাং নায়কো ভবতি প্রিয়ে ॥ ৪৪
বশগাস্তস্য[1] রাজানো যোষিতস্তু বিশেষতঃ।
নবলক্ষপ্রমাণানি যো জপেৎ কালিকামনুম্ ॥ ৪৫
রুদ্রমূর্ত্তিঃ স্বয়ং কর্ত্তা হর্ত্তা সাক্ষান্ন সংশয়ঃ।
সর্ব্বৈর্বন্দ্যঃ সদা সুস্থঃ সর্ব্বসৌভাগ্যবান্ ভবেৎ ॥ ৪৬

অতঃপর কুলার্ণবোক্ত জপনিয়ম কথিত হইতেছে। লক্ষমাত্র জপ করিলে মহাপাতক সকল বিদূরিত হয়, দুইলক্ষ জপ করিলে মহাপাপ প্রভৃতি সপ্তজন্মকৃত পাতক বিনাশ প্রাপ্ত হয়—এবিষয়ে সন্দেহ নাই। হে দেবি! চতুর্লক্ষ জপ করিলে মহাবাগীশ্বর হওয়া যায়। পঞ্চলক্ষ জপ করিলে কুবের-সাদৃশ্য লাভ হয়, সন্দেহ নাই। ছয়লক্ষ জপ করিলে মহাবিদ্যাসম্পন্ন হয়। সাতলক্ষ জপে মন্ত্রীর খেচরীদিগের সহিত মিলন হয়। ৪১—৪৩

অষ্টলক্ষ জপ করিলে দেবগণও সেই জপ-কারীকে পূজা করিয়া থাকেন এবং অণিমাদি অষ্টসিদ্ধির নায়ক হওয়া যায়। পরন্তু নরপতিগণ, বিশেষতঃ রমণীগণ বরদান করে। নব (নয়) লক্ষ এই কালিকামন্ত্র জপ করিলে সাক্ষাৎ স্বয়ং হর্ত্তাকর্ত্তা রুদ্রমূর্ত্তি হওয়া যায়, ইহাতে সন্দেহ নাই, আর সকলেই বন্দনা করে, সর্ব্বদাই স্বাস্থ্য-সুখভোগ হয় ও সর্ব্ববিধ সৌভাগ্যই সংগৃহীত (একত্রে আহরিত) হইয়া থাকে। লিঙ্গ,

১। বরদাস্তস্য।

যত্র বা কুত্রচিদ্ভাগে লিঙ্গং স্যাৎ পশ্চিমামুখম্ ।
স্বয়ম্ভূর্ব্বাণলিঙ্গং বা বৃষশূন্যং জলস্থিতম্ ॥ ৪৭
পশ্চিমায়তনং বাত্র ইতরাদ্যাপি সুব্রতে ।
শক্তিক্ষেত্রেষু গঙ্গায়াং নদ্যাং পর্ব্বতমস্তকে ।
পবিত্রে সুস্থলে দেবি জপেদ্বিদ্যাং প্রসন্নধীঃ ॥ ৪৮

অথ যামলে—

এবং কৃতপুরশ্চর্য্যঃ স্বয়ং বা গুরুণাথবা ।
সর্ব্বকামসমৃদ্ধিঃ স্যাৎ প্রয়োগানথ চাচরেৎ[1] ॥ ৪৯

ভৈরবতন্ত্রেঽপি—

মহাপীঠে শিবক্ষেত্রে শূন্যাগারে চতুষ্পথে ।
পূজয়িত্বা গন্ধপুষ্পৈর্ধূপদীপানুলেপনৈঃ ॥ ৫০
কালিকাং পরমেশানীং জপেদযুতমানকম্ ।
অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং সংক্রান্ত্যাং পূর্ণিমাতিথৌ ॥ ৫১
ভৌমকুহ্বাং বিশেষেণ স্বয়ং বা গুরুণাথবা ।
জপেৎ সহস্রমানন্তু সাষ্টং শতমথাপি বা ।
হোমযেন্মধুরোপেতৈঃ পায়সৈঃ সর্ব্বসিদ্ধয়ে ॥ ৫২

বাণলিঙ্গ অথবা স্বয়ম্ভুলিঙ্গ পশ্চিমমুখে বিরাজ করেন, এরূপ যে কোন স্থানেই হউক এবং শক্তিক্ষেত্রে, গঙ্গাতীরে, পর্ব্বতশিখরে ও পবিত্র সুস্থলে—প্রসন্নচিত্তে মন্ত্র জপ করিবে। ৪৪—৪৮

যামলে বলিয়াছেন,—এইরূপে স্বয়ং বা গুরুসহায়ে কৃতপুরশ্চরণ হইয়া সর্ব্বসিদ্ধির কামসমৃদ্ধি সংগ্রহ করিয়া প্রয়োগসকলে প্রবৃত্ত হইবে। ৪৯

ভৈরবতন্ত্রেও বলিয়াছেন, মহাপীঠে, শিবক্ষেত্রে, শূন্যাগারে ও চতুষ্পথে, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও অনুলেপন দ্বারা পরমেশ্বরী কালিকার পূজা করিয়া অযুত পরিমাণে জপ করিবে। অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, সংক্রান্তি, পূর্ণিমা ও বিশেষতঃ ভৌম অমাবস্যা—এই সকল তিথিতে স্বয়ং বা গুরুসহায়ে অষ্টোত্তরশত জপ ও সর্ব্ব-সিদ্ধির জন্য মধুরযুক্ত পায়স দ্বারা হোম করিবে। ৫০—৫২

১। চারয়েৎ।

কুলসর্ব্বস্বেঽপি—

কারয়িত্বা স্বস্ত্যয়নং দ্বিজেনাগমবেদিনা।
প্রতোষ্য দক্ষিণাভিস্তং বসেৎ কল্পাযুতং দিবি ॥ ৫৩

কুলসারসংগ্রহে—

পুণ্যকালে যুগাদ্যায়াং পুষ্যে মূলোত্তরাসু চ।
সুগন্ধিকুসুমৈর্দ্দেবীমর্চ্চয়িত্বা বরাননে ॥ ৫৪
জপেৎ সাষ্টসহস্রৈস্তু তর্পয়েদ্ দুগ্ধখণ্ডকৈঃ।
মহতীং শ্রিয়মাপ্নোতি রাজানস্তস্য কিঙ্করাঃ ॥ ৫৫

ততো বীরতন্ত্রে চ—

আনীয় দেশিকং শুদ্ধং জিতেন্দ্রিয়ঞ্চ যং[1] দ্বিজম্।
কারয়ীত জপং রাত্রৌ পূজয়িত্বা মহেশ্বরীম্ ॥ ৫৬
গন্ধতাম্বূলধূপাদ্যৈর্নৈবেদ্যৈশ্চ পৃথগ্বিধৈঃ।
অষ্টোত্তরসহস্রন্তু সাষ্টং শতমথাপি বা ॥ ৫৭
প্রত্যহং কারয়েদ্ধীমান্ যাবত্রিংশদ্দিনং ভবেৎ।
পূর্ণমাসে তু মন্ত্রজ্ঞং তোষয়েদ্ধনধান্যকৈঃ ॥ ৫৮

কুলসর্ব্বস্বেও বলিয়াছেন,—শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ দ্বারা স্বস্ত্যয়ন করাইয়া দক্ষিণা দ্বারা তাঁহার পরিতোষ বিধান করিলে কল্পযুত অর্থাৎ অযুতকল্প কাল স্বর্গে বাস করিতে পারা যায়। ৫৩

কুলসারসংগ্রহে বলিয়াছেন—পুণ্যকাল, যুগাদ্যা (যুগারম্ভক), পুষ্যা, মূলা বা উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে সুগন্ধি কুসুমসমূহ দ্বারা দেবীর অর্চ্চনা করিয়া অষ্টসহস্র জপ এবং দুগ্ধ দ্বারা তর্পণ করিলে মহাসমৃদ্ধি ও সুখ লাভ হয় এবং নৃপগণও তাঁহার কিঙ্কর (অনুচর) হইয়া থাকে। ৫৪—৫৫

বীরতন্ত্রে বলিয়াছেন—জিতেন্দ্রিয়, শুদ্ধস্বভাব গুরুকে আনয়ন করতঃ মহেশ্বরীর পূজা করিয়া রাত্রিতে জপ করাইবে। গন্ধতাম্বুল, ধূপ, দীপাদি পৃথগ্‌বিধ নৈবেদ্য দ্বারা পূজা করিয়া একমাস প্রতিদিন অষ্টোত্তরসহস্র (১০০৮) বা সাষ্টশত (১০৮) জপ করাইতে হইবে। মাস পূর্ণ হইলে ধন ও ধান্য দ্বারা

১। জিতেন্দ্রিয়ঞ্চপি।

পুত্রবৎ পালয়ত্যেষা কালিকা সাধকং সদা।
অবশ্যং কালিকামন্ত্রে জপো রাত্রৌ মতঃ প্রিয়ে ॥ ৫৯
পূজ্যো গুরুঃ সদা চাস্মিন্ পরমোঽপি গুরুস্তথা।
পরমেষ্ঠিগুরুশ্চৈব পরাপরগুরুস্তথা ॥ ৬০
উত্তরোত্তরতশ্চৈষাং প্রশস্তা জপকর্ম্মণি।
গুরুর্ন রুক্ষো দ্রষ্টব্যো নাপি ক্ষুব্ধস্তথৈব চ ॥ ৬১
ইদং রহস্যং দেবেশি নাভক্তায় প্রদর্শয়েৎ।
কুলজ্ঞায় সুশীলায় বদান্যায় মহাত্মনে ॥ ৬২
গুরুভক্তায় শান্তায় সর্ব্বভূতহিতায় চ।
প্রদদ্যাদ্দেশিকো দেবি বিধানং কালিকামতম্ ॥ ৬৩

অথ নিশায়াং দীক্ষিতায়াং কুলনায়িকাং সমানীয় ব্যাপকন্যাসং কুর্য্যাৎ।

প্রথমং সাধকশ্রেষ্ঠো দেবীকূটস্য মস্তকে[১]।
বিলিখ্য মন্ত্রং পূর্ব্বোক্তং পূজয়েৎ কুলবর্ত্মনা ॥ ৬৪
পীঠদেবীং প্রথমে চ পূজয়েদ্ গন্ধপুষ্পকৈঃ।
মহাভাগং ততো মূলদেবীমাবরণৈঃ সহ ॥ ৬৫

সেই মন্ত্রজ্ঞকে সন্তুষ্ট করিলে, দেবী কালিকা সাধককে পুত্রবৎ পালন করেন। প্রিয়ে! রাত্রিতে কালিকামন্ত্রে অবশ্য জপ করিবে। জপসময়ে গুরু, পরমগুরু, পরাপর গুরু ও পরমেষ্ঠী গুরু—সকলের সর্ব্বদা পূজা করিতে হইবে। জপকার্য্যে ইঁহাদের উত্তরোত্তরতা [অনুক্রম (order), যথাক্রম, ক্রমান্বয় অর্থাৎ একের পর এক পর্য্যায়ক্রম] প্রশস্ত। গুরুকে রুক্ষও দেখিবে না, ক্ষুব্ধও দেখিবে না। হে দেবি! এই রহস্য অভক্তকে বলিতে নাই। কুলজ্ঞ, সুশীল, বদান্য, মহাত্মা, গুরুভক্ত, শান্ত ও সর্ব্বভূত-হিতনিরত—এরূপ ব্যক্তিকেই বিধানানুসারে এই কালিকামত প্রদান করিবে। ৫৬—৬৩

অনন্তর যামিনী (রজনীর নিশীথরাত্রি) যোগে দীক্ষিতা কুলনায়িকাকে আনয়ন করিয়া ব্যাপকন্যাস (সর্ব্বাঙ্গব্যাপক ন্যাস বিশেষ) করিবে। প্রথমে সাধকশ্রেষ্ঠ দেবীর কূটাগ্রে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র লিখিয়া কুলবর্ত্ম অনুসারে পূজা করিবে। গন্ধপুষ্প দ্বারা আদিতে পীঠদেবীর অর্চ্চনা করিয়া, তৎপরে আবরণ-

---

১। মস্তকে।

লক্ষৈকং তত্র জপ্ত্বা তু চোড্ডীয়ানং ততো বিশেৎ।

তৎপীঠে যোগনিদ্রাখ্যাং পূজয়িত্বা ততো জপেৎ ॥ ৬৬

দেবীকূটস্থেতি পাদপদ্মোপরি। উড্ডীয়ানমূরুযুগমিত্যর্থঃ।

নিজেষ্টদেবতাং তত্র জপেল্লক্ষং সমাহিতঃ।

কামরূপং ততো গত্বা[১] তত্র কাত্যায়নীং জপেৎ ॥ ৬৭

কামরূপং প্রজাপতিমিত্যর্থঃ।

তত্রাপি লক্ষমানেন জপ্ত্বা মন্ত্রং সমাহিতঃ।

ততঃ পূর্ণগরৌ[২] গত্বা যজেচ্চণ্ডীং ততো জপেৎ ॥ ৬৮

পূর্ণগিরৌ শিরসি ইত্যর্থঃ। যজেদিতি মূলদেবীং সাবরণাং প্রপূজ্য লক্ষং জপেদিত্যর্থঃ।

কামরূপান্তরে বৎস! কামাখ্যাং প্রথমং যজেৎ।

কামরূপং বিন্দুচক্রং জপ্ত্বা রাত্রৌ সমাহিতঃ।

কামরূপান্তরে বিন্দুচক্রান্তরে ইত্যর্থঃ।

[ততশ্চক্রান্তরে দেবীং যজেদ্দিক্করবাসিনীম্।

এবং পীঠেশ্বরীং জপ্ত্বা পূজয়েদিষ্টদেবতাম্।

সপ্তপীঠে সপ্তলক্ষং জপ্ত্বা রাত্রৌ সমাহিতঃ ॥]* ৬৯

দেবতাগণের সহিত মূল দেবীর পূজা করিবে। তথায় লক্ষ জপ করিয়া উরুযুগে প্রবেশ ও সেই পীঠে যোগনিদ্রাখ্যার (মহামায়া দুর্গার) পূজা করিয়া জপ করিতে হইবে। তথায় সমাহিত (একাগ্রচিত্ত) হইয়া নিজ ইষ্টদেবতার অর্চ্চনাসহকারে লক্ষ জপ করিবে। দেবীকূট শব্দ দ্বারা পাদপদ্মের উপরিদেশ এবং উড্ডীয়ান শব্দে উরুদ্বয় বুঝিতে হইবে। অনন্তর কামরূপ স্থানে গমনপূর্ব্বক কাত্যায়নীর মন্ত্র জপ করিবে। ৬৪—৬৭

কামরূপ শব্দে প্রজাপতিমুখ (যোনিদ্বার), তথায় লক্ষ সংখ্যায় জপ করিবে। পূর্ণগিরি শব্দ দ্বারা মস্তক উদ্দিষ্ট বা লক্ষিত হইতেছে। বৎস! কামরূপান্তরে (বিন্দুচক্রাভ্যন্তরে), প্রথমে কামাখ্যার আরাধনা করতঃ তৎপরে চক্রের মধ্যদেশে দিক্করবাসিনীদেবীর অর্চ্চনা করিয়া তন্মন্ত্র জপ করিবে। এইরূপে পীঠদেবীর মন্ত্র জপ করতঃ ইষ্টদেবীর অর্চ্চনা করিবে। নিশাভাগে (মহানিশায়) সমাহিত হইয়া এইরূপ সপ্তপীঠে জপ করিয়া জপসংখ্যা পূর্ণ

১। ধাত্বা। ২। পূর্ণগৃহঃ।

* শ্লোকোহয়ং সর্ব্বত্র ন দৃশ্যতে।

সংখ্যাপূর্ত্তৌ পুনঃ পৃচ্ছেৎ কা ত্বং দেবি কুলোত্তমে!
এবং কৃতে বিস্মিতা চেৎ[১] স্বনামগোত্রকান্যপি ॥ ৭০
তত্রেষ্টদৈবতৈবাহ[২] শৃণুষ্ব বরমুত্তমম্।
ততঃ প্রণম্য দেবেশীং শৃণুয়াদ্বরমুত্তমম্ ॥ ৭১
যদৈবং নৈব সা দেবী পুনঃ পূর্ব্বোক্তমাচরেৎ[৩]।
অক্ষোভিতকুলাচার-পরিচর্য্যাপরায়ণঃ।
অথবা সর্ব্বপীঠেষু যজেন্মহিষমর্দ্দিনীম্ ॥ ৭২
ততঃ প্রসন্না ভবতি স্বৈরং কুলবরপ্রিয়া[৪]।
ততো জপ্ত্বা মূলমন্ত্রং সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ ॥ ৭৩

ইতি মহামহোপাধ্যায়-শ্রীপরমহংস-পরিব্রাজক-শ্রীপূর্ণানন্দগিরি-
বিরচিত-শ্যামারহস্যে বিদ্যামাহাত্ম্যকথনং নাম
দ্বাদশঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ১২ ॥

হইলে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিবে—"অয়ি দেবি কুলোত্তমে! তুমি কে?" এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি যদি বিস্মিতা হন, তাহা হইলে আপনার নাম ও গোত্র বলিবেন। অথবা অক্ষোভিতচিত্তে কুলাচার পরিচর্য্যা-পরায়ণ হইয়া সকল পীঠেই দেবী মহিষমর্দ্দিনীর পূজা করিবে। তাহা হইলে তিনি ইচ্ছামত কুলবরের প্রতি প্রসন্না হন। অনন্তর মূলমন্ত্র জপ করিলে সর্ব্বসিদ্ধির ঈশ্বর হইয়া থাকে। ৬৮—৭৩

মহামহোপাধ্যায় শ্রীপরমহংসপরিব্রাজক শ্রীপূর্ণানন্দগিরি-বিরচিত
শ্যামারহস্যে বিদ্যামাহাত্ম্যকথন নামক দ্বাদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

১। বিস্মৃতশ্চেৎ। ২। তত্রেষ্টদৈবতৈরেব। ৩। এবং জপবশাদেব পুনঃ পূর্ব্বোক্তমাচরেৎ।
৪। কুলবরঃ প্রিয়ে।

ত্রয়োদশঃ পরিচ্ছেদঃ

অথ গ্রন্থগৌরবভয়ান্মহাভয়াদিপীঠক্রমো ন লিখিতঃ। কিন্তু সর্ব্বপীঠে মহিষমর্দ্দিনীপূজা-প্রাপ্তত্বাৎ তৎক্রমো লিখ্যতে[১]। তদুক্তং কুলচূড়ামণৌ—

ভৈরব উবাচ—

মাতর্মহিষমর্দ্দিন্যাঃ সঙ্কেতং কথয়স্ব নঃ।
কুলাচারস্য সংসিদ্ধৌ ভুক্তিমুক্তিপ্রসিদ্ধয়ে॥ ১

শ্রীদেব্যুবাচ—

সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানামাদিভূতা মহেশ্বরী।
গোপ্যা সর্ব্বপ্রযত্নেন শৃণু তাং কথয়ামি তে॥ ২
ত্রৈলোক্যবীজভূতান্তে সম্বোধনপদন্ততঃ।
সৃষ্টিসংহারবর্ণৌ দ্বৌ বিদ্যা[২] মহিষমর্দ্দিনী॥ ৩

অস্যার্থঃ। মদনরিপুশক্তিবীজান্তে মহিষমর্দ্দিনীপদমাভিমুখ্যার্থেনোদ্ধৃত্য বহ্নিললনামুদ্ধরেদিতি।

অতিগুহ্যতরা বিদ্যা সৃষ্টিস্থিতিবিধায়িনী।
সর্ব্বদেবসর্ব্বসিদ্ধি-বীজভূতা সনাতনী॥ ৪

গ্রন্থ বাহুল্যভয়ে মহাভয়াদি পীঠক্রম লিখিত হইল না। কিন্তু সমুদয় পীঠে মহিষমর্দ্দিনীর পূজা প্রাপ্ত হওয়াহেতু তাহারই ক্রম লিখিত হইতেছে। কুলচূড়ামণিতে তাহা বলা হইয়াছে। ভৈরব কহিলেন,—হে মাতঃ! কুলাচারসংসিদ্ধি (সাধনা দ্বারা ইষ্টলাভ) ও ভুক্তিমুক্তিপ্রসিদ্ধির জন্য মহিষমর্দ্দিনীর সঙ্কেত নির্দ্দেশ করুন। ১

শ্রীদেবী কহিলেন,—সৃষ্টিস্থিতি-বিনাশের আদিভূতা মহেশ্বরীকে সর্ব্ব-প্রযত্নে গোপন রাখিবে। শ্রবণ কর, আমি তোমার নিকট বলিতেছি,—তুমি তাহা শ্রবণ কর। 'হ্রীং মহিষমর্দ্দিনী স্বাহা' এই অতি গুহ্যতরা বিদ্যা সৃষ্টিস্থিতি বিধান (সম্পাদন) করেন এবং সমুদয় দেবতা ও সমুদয় সিদ্ধির বীজস্বরূপা।

১। মহিষমর্দ্দিনীপূজায়াঃ বিহিতত্বাৎ। ২। নিষ্ঠা।

ন কস্মৈচিৎ প্রদাতব্যা[১] কথিতা সিদ্ধিদায়িনী।
অত্যন্তগুরুভক্তায় শিষ্যায় যদি কথ্যতে।
তদাষ্টবর্ণং বক্তব্যং ন বীজং নাপি সাধনম্ ॥ ৫
সাধারণী প্রাণবিদ্যা হৃল্লেখা সিদ্ধিগোচরা।
এতৎ পূর্ব্বস্থিতা দেবী গুরুসিদ্ধিপ্রণাশিনী ॥ ৬
বিশেষতঃ কলিযুগে মহাসিদ্ধ্যোঘদায়িনী।
গুরূণাং কুলনাথানাং মহাশাপপ্রদায়িনী ॥ ৭
[ভৎদুর্গা ত্বয়া প্রোক্তা পরমা সিংহবাহিনী।
ত্রৈলোক্যবীজভূতান্তে সা পরা মর্দ্দিনী কুলম্ ॥ ৮
বরং বহ্নিপ্রিয়াযুক্তা দেবানন-সমন্বিতা।
দত্তা তে পরমা বিদ্যা ঙে-যুক্তা হৃদয়ান্বিতা ॥ ৯
সর্ব্বত্র কুলশাস্ত্রজ্ঞে মহাশাপ-প্রদায়িনী।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গোপ্তব্যেয়ং নবাক্ষরী ॥]*১০
অষ্টলক্ষং জপেন্মন্ত্রং তদ্দশাংশং হুনেত্ততঃ ॥ ১১

অথাস্যাঃ পূজাক্রমঃ। প্রাতঃকৃত্যাদি স্নানাদিকং বিধায় দ্বারদেবতাঃ পূজয়েৎ।

আমি যে তোমার নিকট এই সিদ্ধিদায়িনী সনাতনী বিদ্যা কীর্ত্তন করিলাম, কাহাকেও ইহা প্রদান করিবে না। যে ব্যক্তি অত্যন্ত গুরুভক্ত, তাহাকে যদি বলিতে হয়, তাহা হইলে অষ্টবর্ণ (অষ্টাক্ষরযুক্ত) মন্ত্র বলিবে, মন্ত্রের বীজ বা সাধন বলিবে না। এই বিদ্যা কলিযুগে মহাসিদ্ধিসমূহ বিধান করে এবং কুলনাথ গুরুগণের মহাশাপ প্রদান করিয়া থাকে। এই মন্ত্র অষ্টলক্ষ জপ করিবে। জপের দশাংশ হোম করিতে হইবে। ২—১১

নারদ ইহার ঋষি, গায়ত্রী ইহার ছন্দ, মহিষমর্দ্দিনী ইহার দেবতা এবং পরাপরা ইহার পূর্ব্ববীজ।

ইহার পূজাক্রম যথা—প্রাতঃকৃত্যাদি ও স্নানাদি সমাপন করতঃ দ্বারদেবতাগণের পূজা করিবে।

১। প্রবোক্তব্যা। * তৃতীয়বন্ধনীস্থঃ [ ] পাঠঃ জীবানন্দ-ধৃতঃ।

তদুক্তং তন্ত্রান্তরে—

ঊর্দ্ধ্বোডুম্বরকে বিঘ্নং মহালক্ষ্মীং সরস্বতীম্ ।
ততো দক্ষিণশাখায়াং বিঘ্নং ক্ষেত্রেশমধ্যতঃ ॥ ১২
ততো পার্শ্বগতে গঙ্গাযমুনে পুষ্পবারিভিঃ ।
দেহল্যা[১]মর্চ্চয়েদস্ত্রং প্রতিদ্বারমিতি ক্রমাৎ ॥ ১৩

ততস্ত্রিবিধবিঘ্নোৎসারণাসনস্থাপনং ভূতশুদ্ধিং প্রাণায়ামঞ্চ পূর্ব্ববৎ কৃত্বা ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ। তদুক্তং কুলচূড়ামণৌ—

নারদোঽস্য ঋষিঃ প্রোক্তশ্ছন্দো গায়ত্র্যমীরিতম্ ।
দেবতা মহিষঘ্নীয়ং পূর্ব্বং বীজং পরাপরা ॥ ১৪

অস্যায়ং ক্রমঃ। নারদঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীমহিষমর্দ্দিনী দেবতা হ্রীং বীজং স্বাহা শক্তির্মহিষমর্দ্দিনী কীলকং চতুর্ব্বর্গসিদ্ধ্যর্থজপে বিনিয়োগ ইত্যভিলপ্য পূর্ব্ববন্ন্যাসেৎ। ততঃ[১] করন্যাসং কুর্য্যাদ্ যথা—ওঁ মহিষহিংসকে হুঁ ফট্ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ মহিষশত্রো শার্ব্বি[২] হুঁ ফট্ তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। ওঁ মহিষং হেসয়[৩] হুঁ ফট্ মধ্যমাভ্যাং বষট্। ওঁ মহিষং হন হন দেবি হুঁ ফট্ অনামিকাভ্যাং হুঁ। ওঁ মহিষসূদনি হুঁ ফট্ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ওঁ মহিষমর্দ্দিনী হুঁ ফট্ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্। ইতি ন্যস্ত এবং পঞ্চাঙ্গেষ্বন্যাসং কৃত্বা ঊর্দ্ধোর্দ্ধতালত্রয়ং কৃত্বা দশদিগ্বন্ধনং কুর্য্যাৎ।

তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন—উডুম্বরের ঊর্দ্ধশাখায় বিঘ্ন, মহালক্ষ্মীর ও সরস্বতীর, দক্ষিণ শাখায় ক্ষেত্রেশের, মধ্যে বিঘ্নের এবং তাহাদের পার্শ্বগতা গঙ্গা ও যমুনার পুষ্প-বারি দ্বারা পূজা করিয়া দেহলীতে[৪] অস্ত্রের অর্চ্চনা করিবে। এইরূপে ক্রমানুসারে প্রতি দ্বারে পূজা করিতে হইবে। ১২–১৩

অনন্তর ত্রিবিধ বিঘ্নের উৎসারণ, অপসারণ, স্থাপন, ভূতশুদ্ধি ও প্রাণায়াম পূর্ব্ববৎ বিধান (সম্পাদন) করিয়া ঋষ্যাদিন্যাসে প্রবৃত্ত হইবে। যথা,—নারদ ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ, শ্রীমহিষমর্দ্দিনী কীলক এবং চতুর্ব্বর্গ

১। তদা। ২। সর্ব্বে। ৩। হিংসয়।

৪। দেহলী—গৃহদ্বারের বাহিরের দাওয়া বা রক; চৌকাঠের উপরের বা নিচের কাষ্ঠফলক (কাঠ)।

তদুক্তং তত্রৈব—

ওঁ মহিষহিংসকে হুঁ ফট্ হৃদয়ায় নমো হৃদি। ওঁ মহিষশত্রো শূলিনি[1] হুঁ ফট্ শিরঃ উদীরিতম্। ওঁ মহিষং হেসয় ক্ষয়ং হুঁ ফড়ন্তঃ শিখামন্ত্রঃ[2]॥ ওঁ মহিষং হন হুম্মাত্তে দেবি হুঁ ফট্ তনুচ্ছদম্[3]। ওঁ মহিষাস্তে স্বদনি হুঁ ফড়ন্তং অস্ত্রমীরিতম্[4]। ততঃ পূর্ব্ববন্মাতৃকান্যাসব্যাপকন্যাসৌ কৃত্বা কুল-কুসুমাদিনা বৃত্তষোড়শদলকেশরাষ্টদলাষ্টবর্ণযুক্তং বৃত্তচতুরস্রং চতুর্দ্বার-কর্ণিকাঢ্যবীজাত্মকং যন্ত্রং নির্ম্মায় পুরতঃ সিংহাসনে সংস্থাপ্য তত্রাধার-শক্ত্যাদিপীঠদেবতাং চ সংপূজ্য পূর্ব্ববদর্ঘ্যস্থাপনাদিকং কৃত্বা দেবীং ধ্যায়েৎ।

তদুক্তং তত্রৈব—

ধ্যায়েৎ কালীং মহাদৈত্যযুদ্ধাসবরসোন্মুখীম্[5]।
দক্ষিণে চক্রখড়্গৌ চ বাণং শূলং তথৈব চ॥ ১৫
বামে শঙ্খং তথা চর্ম্ম ধনুস্তর্জ্জনমেব চ।
বিভ্রতীং বাণভিন্নোরু[6]-মহিষাঙ্গনিষেদুষীম্॥ ১৬
পীতাম্বরধরাং দেবীং পীনোন্নতকুচদ্বয়াম্।
জটামুকুটশোভাঢ্যাং পিতৃভূমিসুখাবহাম্॥ ১৭

বিনিয়োগ, এই প্রকার কহিয়া পূর্ব্ববৎ ন্যাস করিবে। তৎকালে করন্যাস করিতে হইবে। যথা,—ওঁ মহিষহিংসকে ইত্যাদি মূলে লিখিত মন্ত্রে ন্যাস নিষ্পন্ন করিতে হইবে। তদনন্তর পূর্ব্ববন্মাতৃকান্যাস ও ব্যাপকন্যাস করিয়া কুলকুসুমাদি দ্বারা বৃত্তষোড়শদল কেশরাষ্টদলাষ্টবর্ণযুক্ত বৃত্তচতুরস্র চতুর্দ্বার কর্ণিকাঢ্য বীজাত্মক যন্ত্র নির্ম্মাণ ও সম্মুখে সিংহাসনে স্থাপনপূর্ব্বক তাহাতে আধারশক্ত্যাদি পীঠদেবতার পূজা ও পূর্ব্ববৎ অর্ঘ্যাদি স্থাপন সহকারে দেবীর ধ্যান করিবে।

তাহাতেই বলিয়াছেন। যথা,—মহাদৈত্যের সহিত যুদ্ধাসব-রসোন্মুখী দেবী কালিকার ধ্যান করিবে। তাঁহার দক্ষিণ হস্তে চক্র, খড়্গ, শূল ও শর, বামহস্তে শঙ্খ, চর্ম্ম, ধনু ও তর্জ্জন। তিনি কালের ন্যায় তীব্রপ্রকৃতি ও বিপুল পরাক্রম মহিষের অঙ্গে পদ ন্যস্ত করিয়া আছেন। তাঁহার পরিধেয় পীতবর্ণ। তাঁহার কুচযুগ পীনোন্নত। জটা ও মুকুটসংসর্গে তাঁহার অতিশয় শোভা প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। তিনি পিতৃভূমির সুখসংবিধান করেন। ১৪—১৭

১। সর্ব্বে। ২। ত্রিংশদ্ধ হুঁ ফট্ শিখামন্ত্র উদীরিতম্। ৩। কবচ ইত্যাদি।
৪। ওঁ মহিষমর্দ্দিনি হুঁ ফট্ অস্ত্রাদি পূর্ব্ব ভৈরব। ৫। যুদ্ধাসবরসোন্মুখীম্। ৬। কালতীব্রোরু।

এবং ধ্যাত্বা মানসোপচারৈঃ সংপূজ্য আবাহনাদিকং কৃত্বা ষোড়শোপচারৈঃ দেবীং পূজয়েৎ। অঙ্গমন্ত্রৈরঙ্গানি সংপূজ্য কামাখ্যাং দিশি পর্য্যন্তং পূর্ব্বোক্তপ্রহ্লাদানন্দনাথাদিগুরুপংক্তিং গুরুপরমগুরুপরমেষ্ঠিগুরূংশ্চ পূজয়েৎ। পূর্ব্বাদ্যষ্টদলে আং দুর্গায়ৈ ঈং বরবর্ণিন্যৈ ঊং আর্য্যায়ৈ[১] ঋৃং কনকপ্রভায়ৈ ৯ৢং কৃত্তিকায়ৈ ঐং অভয়প্রদায়ৈ[২] ঔঁ কন্যায়ৈ অঃ স্বরূপায়ৈ নমঃ ইতি পূজয়েৎ।

তদুক্তং তন্ত্রান্তরে—

আদৌ দুর্গাং ততো বর্ণাং ততোঽপি আর্য্যাকাহ্বয়াম্[৩]।
ততঃ কনকপ্রভাঞ্চৈব কৃত্তিকামভয়প্রদাম্।
কন্যকাঞ্চ স্বরূপাঞ্চ যজেৎ পূর্ব্বাদিতঃ সুধীঃ ॥ ১৮

কুলচূড়ামণৌ—

অষ্টপত্রে যজেদ্দেবীং দুর্গাদ্যাং দীর্ঘপূর্ব্বিকাম্ ॥ ১৯

দীর্ঘশব্দেনাত্র পারিভাষিকগ্রহণম্। তেন আ ঈ ঊ ঋৃ ৯ৢ[৪] ঐ ঔ অঃ ইতি শারদাটীকাকারেণোক্তম্। ততো দেব্যা দক্ষোর্দ্ধহস্ততঃ পত্রাগ্রে বং[৫] চক্রায় নমঃ, বং খড়্গায় নমঃ, পং[৬] বাণায় নমঃ, বং শূলায় নমঃ। বামোর্দ্ধতঃ শং শঙ্খায় নমঃ, চং চর্ম্মণে নমঃ, হং তর্জ্জনায় নমঃ, সং ধনুষে নমঃ ইতি পূজয়েৎ।

এইরূপ ধ্যান করিয়া মানস উপচারে পূজা করতঃ আবাহনাদি বিধান (সম্পাদন) সহকারে ষোড়শ উপচারে অর্চ্চনা করিবে। অঙ্গমন্ত্র দ্বারা অঙ্গসকলের আরাধনা করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রহ্লাদানন্দনাথাদি গুরুপংক্তি, গুরু, পরমগুরু ও পরমেষ্ঠী গুরুর পূজা করিবে। পূর্ব্বাদি অষ্টদলে আং দুর্গায়ৈ··· ইত্যাদি মূলে লিখিত বিধানে অর্চ্চনা করিতে হইবে।

তন্ত্রান্তরে তাহা বলিয়াছেন,—আদিতে দুর্গার, পরে বর্ণার, পরে আর্য্যার, পরে যথাক্রমে কনকপ্রভা, কৃত্তিকা, অভয়প্রদা, কন্যকা ও স্বরূপার পূর্ব্বাদিক্রমে পূজা করিবে।

কুলচূড়ামণিতে বলিয়াছেন—অষ্টপত্রে দীর্ঘস্বরসহকারে দুর্গাদির অর্চ্চনা করিতে হইবে। ১৮—১৯

১। আদ্যায়ৈ। ২। এঃ কনকপ্রভায়ৈ। ঐঁ কৃত্তিকায়ৈ। ঔ অভয়প্রদায়ৈ। ৩। আদ্যকাহ্বয়াম্। ৪। এ ঐ। ৫। খং। ৬। নং

তদুক্তং তত্রৈব—

আয়ুধানি পলাশাগ্রে স্বাখ্যাভিঃ ক্রমশো যজেৎ ॥ ২০

অতোঽষ্টদলবাহ্যে ব্রহ্মাণ্যাদ্যষ্টশক্তীঃ প্রপূজ্য চতুরস্রে পূর্ব্বাদিক্রমেণ লোকপালান্ তদ্বহিস্তদস্ত্রাণি পূজয়েৎ।

তদুক্তং তত্রৈব—

ব্রহ্মাণ্যাদ্যাস্ততঃ পশ্চাৎ লোকপালান্ ততো বহিঃ।

তদস্ত্রাণি সিদ্ধমন্ত্রী প্রয়োগঞ্চ সমাচরেৎ ॥ ২১

ততঃ পুনর্দ্দেবীং সংপূজ্য যথাশক্তি জপং কৃত্বা অর্ঘ্যজলপুষ্পাভ্যাং গুহ্যাতিগুহ্যমন্ত্রেণ দেব্যা বামকরে জপং সমর্প্য স্তুতিং কৃত্বা প্রদক্ষিণাষ্টাঙ্গপ্রণামং বিধায় দেবীং স্বহৃদি বিসর্জ্জয়েদিতি। ২২

অথ পুরশ্চরণনিয়মো যথা—

অষ্টলক্ষং জপেন্মন্ত্রং তদ্দশাংশং হুনেত্ততঃ ॥ ২৩

হুতো হোমদশাংশতর্পণং তদ্দশাংশাভিষেকং তদ্দশাংশব্রাহ্মণভোজনমিতি পুরশ্চরণাঙ্গত্বাদ্ দক্ষিণা।

অনন্তর দেবীর দক্ষিণ হস্তের উর্দ্ধে পত্রাগ্রে বং চক্রায় ইত্যাদি বলিয়া পূজা করিবে। তাহাতেই তাহা বলিয়াছেন। যথা,—পত্রাগ্রে বং···ইত্যাদি মূলে লিখিত মন্ত্রাদি উচ্চারণ সহকারে আয়ুধসকলের ক্রমানুসারে পূজা করিবে। ২০

অনন্তর অষ্টদলের বাহিরে ব্রহ্মাণী প্রভৃতি অষ্টশক্তির পূজা করিয়া চতুরস্রে পূর্ব্বাদিক্রমে লোকপালসকলের ও তাহার বাহিরে অস্ত্রসমূহের অর্চ্চনা করিবে। তাহাতেই তাহা বলিয়াছেন। যথা,—প্রথমে ব্রহ্মাণী প্রভৃতির, পরে বাহিরে লোকপালসকলের ও তাহাদের অস্ত্রসমূহের প্রয়োগ সংবিধান করিবে। ২১

অনন্তর পুনরায় দেবীর পূজা করিয়া যথাশক্তি জপসহকারে অর্ঘ্যজল ও পুষ্প দ্বারা গুহ্যাতিগুহ্য ইত্যাদি মন্ত্রে দেবীর বামহস্তে সেই জপ সমর্পণ ও স্তব করিয়া প্রদক্ষিণ সহকারে অষ্টাঙ্গপ্রণাম পুরঃসর দেবীকে স্বকীয় হৃদয়ে বিসর্জন করিবে। ২২

পুরশ্চরণ নিয়ম :—যথা, অষ্টলক্ষ মন্ত্রে জপ ও তাহার দশাংশ হোম করিয়া হোমের দশাংশ তর্পণ, তর্পণের দশাংশ অভিষেক, অভিষেকের দশাংশ ব্রাহ্মণভোজন করাইবে। ইহাই পুরশ্চরণের অঙ্গবশতঃ দক্ষিণা। ২৩

হোমদ্রব্যনিয়মো যথা—

বশয়েত্তিলহোমেন নরান্নরপতীনপি।
সিদ্ধার্থৈর্হুয়ান্মন্ত্রী রোগৈর্মুচ্যেত তৎক্ষণাৎ ॥ ২৪
পদ্মং হুত্বা জয়েচ্ছত্রূন্ দূর্ব্বাভিঃ শান্তিমেব চ।
পলাশকুসুমৈঃ পুষ্টির্ধান্যৈর্ধান্যশ্রিয়ং লভেৎ ॥ ২৫
কাকপক্ষৈঃ কৃতো হোমো দ্বেষং বিতনুতে নৃণাম্।
মরীচহোমৈর্ম্মরণং রিপুরাপ্নোতি সর্ব্বদা।
ক্ষুদ্রাভিচারভূতাদীন্ ধ্যাত্বা দেবীং বিনাশয়েৎ ॥ ২৬

কুলচূড়ামণৌ—

প্রয়োগো হোমসংশয়ে[১] সহস্রবসুসংখ্যকম্[২]।
এষা বিদ্যা মহাবিদ্যা ন দেয়া যস্য কস্যচিৎ ॥ ২৭
যদি ভাগ্যবশাদ্দেবি কুলদেবী কুলোত্তমৈঃ।
দীক্ষিতা কুলজাতিস্তু[৩] সিদ্ধিদা সৈব নান্যথা ॥ ২৮

হোমদ্রব্যের নিয়ম, যথা—তিল দ্বারা হোম করিলে রাজাদিগকেও বশ করিতে পারা যায়। সর্ষপ দ্বারা হোম করিলে মন্ত্রজ্ঞ সাধক অনন্ত রোগ হইতে মুক্ত হয়। পদ্ম দ্বারা হোম করিলে শত্রুসকল জয় করা যায়। দূর্ব্বা দ্বারা হোম করিলে শান্তি লাভ হয়। পলাশকুসুমে পুষ্টি ও ধান্যে ধান্যসমৃদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। কাকপক্ষ দ্বারা হোম করিলে লোকের প্রতি বিদ্বেষ বিস্তৃত করা যায়, মরীচ দ্বারা হোম করিলে শত্রুর সর্ব্বদা মৃত্যু হইয়া থাকে এবং দেবীর ধ্যান করিলে ক্ষুদ্রাভিচার ভূতাদি বিনাশ করা যায়। ২৪—২৬

কুলচূড়ামণিতে বলিয়াছেন—প্রয়োগ ও হোমসংশয়ে অষ্টসহস্র জপ করিবে। এই বিদ্যা মহাবিদ্যা। যাহাকে তাহাকে দিবে না। দেবি! যদি ভাগ্যবশে কুলোত্তম ও কুলজাগণ কুলদেবীকে দীক্ষিতা করেন, তাহা হইলে তিনিই সিদ্ধিদান করেন, ইহার অন্যথা হয় না। ২৭—২৮

১। প্রয়োগহোমসংশয়ে। ২। সংজ্ঞকম্। ৩। কুলজাতিজ্ঞ।

গুপ্তরহস্যোক্তমহিষমর্দ্দিন্যাঃ কবচং লিখ্যতে।

ভৈরব উবাচ—

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি মর্দ্দিন্যাঃ কবচং শুভম্।
যস্যারাধনমাত্রেণ মহাভৈরবতাং ব্রজেৎ॥ ২৯
দেবৈর্দ্দেবত্ব বিষয়ে সিদ্ধৈঃ খেচরসিদ্ধয়ে।
পন্নগৈ রাক্ষসৈর্মর্ত্ত্যৈর্মুনিভিঃ সেবিতং সদা॥ ৩০
অস্যাঃ কবচং মহাপুণ্যং স্বয়ং বক্ত্রাদ্ বিনিঃসৃতম্।
ভূপ্রদেশে সমে শুদ্ধে পুষ্পপ্রকরসঙ্কুলে॥
কল্পয়েদাসনং ধীমান্ কোমলং কম্বলাসনম্॥ ৩১
বামে গুরুং পুনর্নত্বা দক্ষিণে চ গণাধিপম্।
মধ্যে তু মর্দ্দিনীং নত্বা সর্ব্বে রক্ষন্তু মাং সদা॥ ৩২
আগ্নেয্যাং নৈর্ঋতে পাতু চৈশান্যাং বায়বে তথা।
উত্তরে পাতু ললিতা জিহ্বাললনভীষণা॥ ৩৩
কৌমারী পশ্চিমে পাতু ধনদা চ দিশো দশঃ।
শাকিনী ডাকিনী পাতু মর্দ্দিনী পাতু সর্ব্বদা॥ ৩৪
কল্পবৃক্ষঃ সদা পাতু বিঘ্নে চ রক্তদন্তিকা।
এতাস্তু বরযোগিন্যো রক্ষন্তু সাধকাগ্রতঃ॥ ৩৫

অধুনা গুপ্তরহস্যকথিত মহিষমর্দ্দিনীর কবচ লিখিত হইতেছে।

ভৈরব কহিলেন—দেবি! শ্রবণ কর, মহিষমর্দ্দিনীর পরমপবিত্র কবচ বলিতেছি। যাহার আরাধনামাত্রে মহাভৈরব হওয়া যায়। দেবগণ দেবত্ব-সিদ্ধির জন্য, সিদ্ধগণ খেচরত্বসাধন নিমিত্ত এবং পন্নগ, রাক্ষস, মর্ত্ত্য ও মুনিগণ স্ব স্ব অভিলাষ সম্পাদনার্থ সর্ব্বদা ইহাদের সেবা করেন। এই মহাপুণ্য কবচ স্বয়ং ইহাঁর মুখ হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছে। ধীমান্ সাধক সম, শুদ্ধ ও পুষ্পসমূহে সমাকীর্ণ ভূপ্রদেশে কোমল কম্বলাসন করিয়া বামে গুরু, দক্ষিণে গণাধিপ ও মধ্যে মর্দ্দিনীকে প্রণাম করত বলিবে– সকলে আমায় সর্ব্বদা রক্ষা করুন। জিহ্বাললনাভীষণা ললিতা আমাকে আগ্নেয়ী, নৈর্ঋত, ঐশান, বায়ব ও উত্তরে রক্ষা করুন। কৌমারী পশ্চিমে ও ধনদা দশদিকে রক্ষা করুন। শাকিনী, ডাকিনী ও মর্দ্দিনী আমায় সর্ব্বদা রক্ষা করুন। কল্পবৃক্ষ ও রক্তদন্তিকা বিঘ্নসময়ে আমাকে রক্ষা করুন। ২৯—৩৫

পঠিত্বা পাঠয়িত্বা চ কবচং সিদ্ধিদায়কম্।
পঠেন্মাসত্রয়ং মন্ত্রী বারমেকং তথা নিশি॥ ৩৬
রাত্রৌ বারত্রয়ং জপ্ত্বা নাশয়েদ্বিঘ্নমেব চ।
জপেন্মাসত্রয়ং বিদ্যাং রাজানং বশমানয়েৎ॥ ৩৭
ভীতো ভয়াৎ প্রমুচ্যেত দেবি সত্যং ন সংশয়ঃ।
অপ্রকাশ্যমিদং গুহ্যং ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ॥ ৩৮
সৎকুলীনায় শান্তায় সুজনে দম্ভবর্জ্জিতে।
দদ্যাৎ স্তোত্রমিদং পুণ্যং সর্ব্বকর্ম্মফলপ্রদম্॥ ৩৯
কবচং যো ন জানাতি জপেন্মহিষমর্দ্দিনীম্।
দরিদ্রত্বং[১] ভবেত্তস্য সত্যং সত্যং বদাম্যহম্।
অনয়া সদৃশী বিদ্যা নাস্তি তন্ত্রেষু গোপিতা॥ ৪০
ইতি কবচং সমাপ্তম্।

এই সিদ্ধিদায়ক কবচ পাঠ করিয়া ও পাঠ করাইয়া মাসত্রয় রাত্রিতে একবার পাঠ করিবে। নিশাযোগে বারত্রয় জপ করিলে বিঘ্নবিনাশ হইয়া থাকে। মাসত্রয় ঐরূপে জপ করিলে রাজাকেও বশ করা যায় এবং ভয় হইতে মুক্তি হইয়া থাকে। সত্য বলিতেছি, ইহাতে কোন্ সংশয় নাই। এই কবচ গোপনে রাখিবে, প্রকাশ করিবে না এবং যাহাকে তাহাকে দিবে না। সৎকুলীন, শান্ত, সুজন ও দম্ভবর্জ্জিত ব্যক্তিকেই এই সর্ব্বকর্ম্মফলপ্রদ পবিত্র স্তোত্র প্রদান করিবে। যে ব্যক্তি কবচ না জানিয়া মহিষমর্দ্দিনীর জপ করে, সত্য সত্য বলিতেছি তাহার দারিদ্র্য দুঃখ উপনীত হয়। ইহার সমান সমুদয় তন্ত্রশাস্ত্রে গোপিতা বিদ্যা দ্বিতীয় নাই। ৩৬—৪০

১। দারিদ্র্যং।

কবচ সমাপ্ত।

অথ স্তুতিঃ।

তদুক্তং কুলচূড়ামণৌ—

ভৈরব উবাচ—

মচ্চিত্তে চর চণ্ডি চূর্ণিতদুরাচারপ্রচণ্ডাসুরে

স্বৈরং দারয় ভুবি দুর্দ্ধরদবদ্রোহোর্ম্মিমর্ম্মাস্পদঃ।

তেনায়ং নিরুপদ্রুতো নিরুপমশ্রীপাদপদ্মাটবী-

প্রাপ্তানন্তরসার্ণবে[১] মম মনোহংসশ্চিরং নন্দতু॥ ১

হিত্বা চণ্ডি হিরণ্যদারণপটুপ্রোদ্দামহস্তাঙ্গুলিঃ[২]।

স্ফায়ৎকভ্র[৩]সুমেরুসোদর[৪]সটাটোপং নৃসিংহং সুরাঃ॥

মাতস্তৎপশুপাশপেষণ[৫]পটু-শ্রীপাদসংসেবিনং

সেবন্তে করিবৈরিণং কিমরিভি-র্ভীতির্ভবৎসেবিনঃ[৬]॥ ২

অনন্তর কুলচূড়ামণ্যুক্ত স্তুতি বিবৃত হইতেছে। ভৈরব কহিলেন—হে চণ্ডিকে! তুমি দুরাচার প্রচণ্ডাসুরকে বিচূর্ণিত করিয়াছ, তুমি আমার মনোমন্দিরে বিচরণ করিয়া আমার জিঘাংসারূপ মর্ম্মস্থানীয় আপদ্রাশি দূরীভূত কর। আমার মানস-হংস যেন দ্রোহোর্ম্মির উন্মূলন বশতঃ নিরুপদ্রবে তদীয় নিরুপম শ্রীপাদ-পদ্ম-বন-প্রাপ্তিজনিত আনন্দরসসাগরে চিরদিন আনন্দিত হয়।১

হে মাতঃ চণ্ডিকে! তুমি হিরণ্যকশিপুর বক্ষোবিদারণপটু হস্তাঙ্গুলি-বিশিষ্ট সুমেরু-সংস্পর্শী জটাভারসম্পন্ন নৃসিংহমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিলে, সুরগণ ঐ মূর্ত্তির উপাসনা না করিয়া তোমার পশু-পাশ-পেষণ-দক্ষ গজাসুর-বিমর্দ্দক আকারের সেবা করিয়া থাকেন। হে জননি! যাহারা যে কোন আকারে তোমার সেবা করে, তাহাদিগের শত্রুভয় হইতে পারে না।২

১। প্রাপ্তানন্তরসান্তরে। ২। প্রোদ্দামহস্তাঙ্গুলিঃ। ৩। স্ফায়ৎকভ্র। ৪। সোদর। ৫। পেষণ। ৬। কিমরিভির্ভীতির্ভবৎসেবিনাং।

চণ্ডি! তদ্বিষয়ান্তরক্ষরপদং[১] শ্রোত্রান্তরং চোদগতং[২]
তত্তত্বং পুরুষপ্রকৃত্যনুগতং ব্রহ্মাদিভির্গীয়তে।
তস্মাদ্দেবি সমস্তদৈবতসুধা-সারৈকধামস্ফুরৎ-
শ্রীমৎপাদসরোজচুম্বনপরঃ মামদ্য সংভাবয়॥ ৩

মন্নিন্দা যদি বাস্তু তে[৩] কুলপথাচারাদ্বরং মাস্তু বা
কীর্ত্তিঃ কেশবকৌশিকার্চ্চনকরী নৈবাস্তু সৎসন্নিধিঃ।
মাতর্ব্রহ্মহরিস্মরারিহুতভুগ্-দৈত্যারিসেবাস্পদ[৪]-
শ্রীমৎপাদসরোজচিন্তনবিধৌ চিত্তং সদৈবাস্তু নঃ॥ ৪

নির্দ্দিষ্টোঽস্মি যদি ত্বদীয়পদযুক্-পূর্ব্বাশরীভাবনে
নির্দ্দিষ্টস্য তদা মমাপি বিরলং কিংবাস্তু সিদ্ধাস্পদম্।
তস্মাদ্দেবি! কৃপাভরাঞ্চিততরং[৫] শ্রীপাদপদ্মদ্বয়ং
মচ্চিত্তেঽক্ষতসম্পদং[৬] প্রসরতু ক্ষেমঙ্করি ক্ষম্যতাম্॥ ৫

হে চণ্ডি! তুমি পুরুষপ্রকৃতিরস্বরূপিণী—এই কথা ব্রহ্মাদি সুরগণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। আমি যেন নিখিল দেবগণ-সাগর-শোভমান তোমার শ্রীপাদ-কমল-সমাশ্লেষে সক্ষম হই। ৩

হে মাতঃ! কৌলধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলে যদি আমাকে নিন্দা করে, করুক, এ জগতে আমার কীর্ত্তি না হউক এবং কেশব-কৌশিকাদি দেবগণ সেবক আমার নিকটস্থ না হয়, না হউক, তাহাতে আমার কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু হে জননি! ব্রহ্মা, ইন্দ্র, শিব, বহ্নি এবং বিষ্ণু-সংসেবিত তোমার পাদ-পদ্ম-চিন্তনবিষয়ে যেন আমার চিত্ত সর্ব্বদা সমাসক্ত থাকে। ৪

হে মাতঃ! আমি তোমার পাদপদ্মদ্বয়-ধ্যানে নিরত আছি। অতএব আমার সিদ্ধ ক্ষেত্রাদির আবশ্যক কি? আমি এই প্রার্থনা করি যে, সর্ব্বদা আমার মনে যেন তোমার পাদপদ্মদ্বয় সংস্থিত থাকে। মাতঃ! তুমি ক্ষেমঙ্করি, আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর। ৫

১। তদ্বিষয়ান্তরক্ষপদং। ২। চোদ্ভতং। ৩। তৎ। ৪। সেবাপদ। ৫। কৃপাভরাঞ্চিতভবং।
৬। মচ্চিত্তে ক্ষতসম্পদি।

স্বাত্মানং পরিরভ্য ভূতপতিরপ্যাস্বাদমাসাদিতঃ
নৈবায়ং জীবনরক্ষণে ন চ[১] কৃতী নৈবাভবিষ্যৎ প্রভুঃ।
নৈবাবিচ্যুতচন্দ্রচন্দনবন-প্রাগল্ভ্যগর্ভস্রব-
স্মাধ্বীপূর্ণভবৎপদৈককমলামোদেন নাস্বাদিতঃ ॥ ৬

হাহা মাতরনাদিমোহজলধি-ব্যাহারবদ্ধাখিল[২]-
ব্রহ্মানন্দরসাভিষেকবিরস[৩]-স্বান্তোদরৈর্ম্মাদৃশঃ।
সুস্মাকং[৪] সুরবৃন্দনির্ভরমন-স্তাপাভিভূতিক্ষম-
শ্রীমদ্ভক্তিরসাভিতহ্লাদিনপরী-বাহঃ[৫] সদা সর্পতু ॥ ৭

ত্বৎপাদ[৬]াঙ্কুরদংশুজালজঠরা-চণ্ডাংশুকোটিস্খলৎ-
স্বান্তধ্বান্তবিদারিনির্ম্মল-চিদানন্দত্রয়ং দৈবতম্।
সর্গং সংস্কুরুতে[৭] স্থিতিং বিতনুতে সৃষ্টিং পুনর্লুম্পতে
প্রোদ্ভিন্নাঞ্জননীলনীরদ-[৮]মহচ্চিত্তে সদৈবাস্তু[৯] নঃ ॥ ৮

হে মাতঃ! উন্মত্ত ভূতপতিও কর্পূর ও চন্দনরসস্রাবি মধুপূর্ণ তোমার পাদপদ্মের আস্বাদ না করিয়া জীবনধারণ করিতে পারেন না, অর্থাৎ তোমাকে আশ্রয় করিয়াই তিনি পরমেশ্বরত্ব লাভ করিয়াছেন; নচেৎ তিনি জীবন-ধারণে সক্ষম নহেন। ৬

হে মাতঃ! আমরা অনাদি মোহ-সাগরে নিমগ্ন আছি। আমাদের অন্তঃকরণ ব্রহ্মানন্দ-রসাস্বাদে অসমর্থ; অতএব যে ভক্তিরসের আস্বাদ করিয়া দেবগণের অতিশয় মনস্তাপ বিদূরিত হইয়াছে, সেই ভক্তিরসাস্বাদ আমাদের মনে উপস্থিত হউক। ৭

হে মাতঃ! তোমার যে পাদকমলের নির্ম্মল অংশুজাল হইতে নির্ম্মল চিদানন্দমূর্ত্তি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র আবির্ভূত হইয়া সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারকার্য্য করিয়া থাকেন, সেই প্রোদ্ভিন্নাঞ্জনবৎ নীরদকান্তি চরণযুগল আমার চিত্তে নিরন্তর সংস্থিত হউক। ৮

১। সচ। ২। সিদ্ধাখিল। ৩। নিরস। ৪। অস্মাকং। ৫। পদ্মীবাহঃ।
৬। [illegible]। ৭। সংহরতি। ৮। প্রোদ্ভিন্নাঞ্জননীলনীরদ। ৯। তদেবাস্তু।

যা শঙ্খমহিষচ্ছলস্ফুট[১]-মিলদ্‌গর্জ্জদ্বিধারৎস্খল-
দ্রক্তাক্তঃ প্রসরত্তমস্তমশিরো দৈত্যং সমালম্বতে।
সা দুর্গা ভয়দুর্গদুর্গতিহরা লম্বাম্বরত্রাসিনী[২]
দৃপ্যদ্দৈবতবৈরিদারণ[৩]পটু র্জীয়াজ্জয়াহ্লাদিনী ॥ ৯

নৃত্যৎখেটকচামরাঞ্চল-চল-চ্চক্রাগ্রখর্ব্বাবর-
স্ফায়ৎসৈন্যশিলীমুখোচ্ছলদনন্তাজিস্ফুতাস্রামুখী[৪]।
ঝঞ্ঝাবাতবিসর্পিনর্ত্তিতশিরঃ-সাটোপদুষ্টাসুর-
ক্রুট্যৎখণ্ডবিখণ্ডিতাখিলশকু-স্তক্ষুৎপিপাসোজ্জ্বলে[৫] ॥ ১০

চঞ্চৎকঙ্ক-বিরামকালকলতীব্রাস্ফালসম্পাদকো-
ন্মাদ্যন্মাহিষতির্য্যগানতশিরঃ-শৃঙ্গান্তরালে স্থলে[৬]।
বস্বৈর্নবস্রপত্রমধ্যকলিতৈর্ব্বধ্বা শ্রুতিমাতৃভিঃ[৭]।
সেব্যে চারুরণাঙ্গণে[৮] রণমুদা ঘূর্ণায়মানং[৯] স্মরেৎ ॥ ১১

ঊর্দ্ধাধঃক্রমসব্যবামকরয়োশ্চক্রং দরং কর্ত্তৃকাং
খেটং বাণধনুস্ত্রিশূলভয়দমুদ্রাং[১০] দধানাং শিবাম্।
শ্যামাং নীলঘনোচ্চকুন্তলচয়-প্রোন্নদ্ধজূটাস্ফল-
দ্বীরাস্ফালনসংকরালবদনাং ঘোরাট্টহাসোদ্ভটাম্[১১] ॥ ১২

এবং যে তব দেবি[১২] মূর্ত্তিমনঘাং ধ্যায়ন্তি দুর্গাদিভিঃ
শক্রাদ্যৈরপি পূজিতাং পরপুরক্ষোভাদিকং কুর্ব্বতে।
রাজ্যং শত্রুজয়ঃ সদর্থধিষণা[১৩] কাব্যামৃতাদর্শন-[১৪]
স্তম্ভোচ্চাটনমারণাদিকৃতিনাং তেষাং স্বয়ং জায়তে ॥ ১৩

হে জননি! যাহারা শক্রাদিসম্পূজিতা তোমার এইরূপ বিমলা মূর্ত্তির ধ্যান করে, তাহারা পরপুরের সংক্ষোভাদি করিতে সক্ষম এবং রাজ্যলাভ ও শত্রু জয় করিতে সমর্থ হয়। তাহাদিগের বুদ্ধি সদর্থে প্রসৃতা (বিনির্গত-ও বিস্তারযুক্ত) হয়, তাহারা কাব্যামৃত আস্বাদনে সক্ষম হয় এবং অক্লেশে ও অনায়াসে স্তম্ভন, উচ্চাটন ও মারণাদি কর্ম্ম করিতে পারে। ৯-১৩

১। শঙ্খমহিষচ্ছলস্ফুরন্মিলদ্‌গর্জদ্বিধারস্ফুরদ্রক্তাক্তঃ। ২। লম্বাম্বরত্রাসিনী।
৩। বৈরিবারণ; বৈরিসারেণ। ৪। নৃত্যৎখেটক-চামরাঞ্চল-চলচ্চক্রাগ্র-খড়্গাবর-স্ফায়ৎচ্ছল-শিলীমুখোচ্ছলদনন্তাজিস্ফুতাস্রামুখী। ৫। ক্ষুৎপিপাসাকুলৈঃ।
৬। কাকাকঙ্কবিরামকালকলিতাঃ তীব্রাস্ফসম্পাদকো-ন্মাদ্যন্মাহিষতির্য্যগানতশিরঃ-শৃঙ্গান্তরালস্থলে।
৭। বস্বৈর্ব্বর্ণস্রপত্রমধ্যকলিতে রক্তাক্রান্তী মাতৃভিঃ। ৮। চারুবরাঙ্গনে। ৯। চূর্ণায়মানাং।
১০। কুমুদ্রাং। ১১। নীলঘনোচ্চকুন্তলচয়প্রোন্নদ্ধজূটাং . ঘনধীরাস্ফাল-সসংকরালবদনাং ঘোরাট্টহাসোদ্ভটীং। ১২। এবং চ ভবদেবি।... ১৩। সদার্থধিষণ। ১৪। কব্যামৃতং দেশিকঃ।

স্তোত্রং তে চরণারবিন্দযুগল-ধ্যানাবধানান্বয়া
মন্ত্রোদ্ধারকুলোপচারচরিতং গূঢ়াপদিষ্টং[১] যদি।
যে শৃণ্বন্তি পঠন্তি দেবি তরসা[২] শ্রীমোক্ষকামাদয়-
স্তেষাং হস্তগতা ভবন্তি জগতাং মাতর্নমস্তে জয়ঃ ॥ ১৪

ইতি স্তুতিঃ সমাপ্তা।

ইতি পরমহংস-পরিব্রাজক শ্রীপূর্ণানন্দগিরি-বিরচিতে শ্যামারহস্যে
ত্রয়োদশঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ১৩ ॥

হে জননি! আমি তোমার চরণপদ্মদ্বয় ধ্যান করিয়া এই স্তোত্র রচনা করিলাম। হে দেবি! যাহারা ইহা শ্রবণ বা পাঠ করে, তাহাদিগের হঠাৎ সম্পদ্‌কামাদি পূর্ণ হয় এবং অন্তিমে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। তুমি জগতের মাতা, আমি তোমাকে প্রণাম করি। তোমার জয় হউক। ১৪

মহামহোপাধ্যায় শ্রীপরমহংসপরিব্রাজক শ্রীপূর্ণানন্দগিরি-বিরচিত
শ্যামারহস্যে ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

১। রচিতং গুপোপদেষ্টা। ২। সহসা।

চতুর্দশঃ পরিচ্ছেদঃ

অথ চীনক্রমঃ।

তদুক্তং নীলতন্ত্রে—

মহাচীনক্রমং দেব সূচিতং ন প্রকাশিতম্।
কথয়স্ব মহাদেব সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদং মহৎ॥ ১

ভৈরব উবাচ—

সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদং সাক্ষাৎ সর্ব্বদেবনমস্কৃতম্।
সর্ব্বপাপহরং দেবি সর্ব্বরোগবিনাশনম্॥ ২
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদীনাং দিক্‌পালানাঞ্চ তারিণি।
ভৈরবাণাঞ্চ সর্ব্বেষাং গন্ধর্ব্বাণাঞ্চ যোগিনি॥ ৩
স্বস্বসিদ্ধিপ্রদং দেবি সর্ব্বেষামালয়ং মহৎ।
নান্যৎ সিদ্ধিপ্রদং দেবি বীরসাধনবর্জ্জিতম্॥ ৪
মহাবলো মহাবুদ্ধির্মহাসাহসিকঃ শুচিঃ।
মহাস্বচ্ছো দয়াবাংশ্চ সর্ব্বভূতহিতে রতঃ॥ ৫

অনন্তর চীনক্রম লিখিত হইতেছে। নীলতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—হে দেব! আপনি পূর্ব্বে মহাচীন-ক্রম সূচনা করিয়াছেন কিন্তু প্রকাশ করেন নাই। এক্ষণে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ মহাচীন-ক্রম ব্যক্ত করুন। ১

ভৈরব কহিলেন—দেবি! সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ, সর্ব্বদেবগণ-পূজিত, সকল-পাপহারী, সর্ব্বরোগ-বিনাশক, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাদি সুরগণের, দিক্‌পালসমূহের, ভৈরবগণের এবং সকল গন্ধর্ব্বগণের সিদ্ধিপ্রদ এবং সকলের আশ্রয়স্বরূপ চীনক্রম বলিব। এই বীরসাধন ব্যতীত সিদ্ধিপ্রদ সাধন আর নাই। ২—৪

হে মহাদেবি! যিনি মহাবল, মহাবুদ্ধি অত্যন্ত সাহসী, পবিত্রমনা, নির্ম্মলস্বভাব, দয়ালু ও সর্ব্বজীবের প্রতি হিতকারী, তাঁহার জন্য এই

তেষাং কৃতে মহাদেবি কথ্যতে বীরসাধনম্ ।
অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং পক্ষয়োরুভয়োরপি ॥ ৬
কৃষ্ণপক্ষে বিশেষেণ সাধয়েদিদমাহিতম্ ।
ভৌমবারে তমিস্রায়াং যামে যাতে চ ভাবিনি ॥ ৭
তদর্দ্ধাভ্যন্তরে সম্যক্ পূজোপকরণং বলিম্ ।
সামিষান্নং গুড়ং ছাগং সুরা-পিষ্টক-পায়সম্ ॥ ৮
নানাফলঞ্চ নৈবেদ্যং স্বস্বকল্পোক্তসাধিতম্ ।
চিতাস্থানং সমানীয় সুহৃদ্ভিঃ শস্ত্রপাণিভিঃ ॥ ৯
সমানগুণসম্পন্নৈঃ সাধকো বীতভীঃ স্বয়ম্ ।
পুরদ্বারে চতুর্দিক্ষু দেবতাধ্যানতৎপরঃ ॥ ১০
ভীতশ্চেৎ সাধকস্তত্র চতুর্দ্দিক্ষু চ সাধকাঃ ।
ন চেৎ স্বয়ং কেবলোঽসৌ ভৈরবঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ১১
বস্ত্রালঙ্কারভূষাদ্যৈর্ভূষিতঃ পূর্ব্বসম্মুখঃ ।
অস্ত্রান্তে মূলমন্ত্রেণ প্রোক্ষণং যাগভূমিষু ॥ ১২
গুরুপাদরজো ধ্যাত্বা গণেশবটুকস্ততঃ ।
যোগিনীমাতৃকাংশ্চৈব বামপাদপুরঃসরঃ ॥ ১৩

বীরসাধন বলিতেছি। শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয়পক্ষেরই অষ্টমী বা চতুর্দ্দশী তিথিতে, বিশেষতঃ কৃষ্ণপক্ষেই এই সাধন করিবে। হে ভাবিনি! কুজ (মঙ্গল) বারে রাত্রির এক প্রহর গত হইলে দ্বিপ্রহরের মধ্যে সম্যকরূপে পূজোপকরণ, বলি, সামিষান্ন, গুড়, ছাগল, সুরা, পিষ্টক, পায়স, নানারূপ ফল ও স্ব-স্ব কল্পোক্ত নৈবেদ্য চিতাস্থানে আনয়নপূর্ব্বক সাধক শস্ত্রপাণি আত্মতুল্য গুণবিশিষ্ট সুহৃদগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া নিভয়চিত্তে দেবতা-ধ্যানে নিরত হইবে। ৫—১০

সাধক যদি ভীত হয়েন, তবে চতুর্দ্দিকে অন্যান্য সাধকগণ থাকিবেন। যদি সাধক ভীত না হয়েন, তাহা হইলে তিনি একাকীই ভৈরববেশে বসনভূষণে বিভূষিত হইয়া পূর্ব্বমুখে বসিয়া মূলমন্ত্রের শেষে 'ফট্' উচ্চারণ সহকারে যাগভূমি জলের দ্বারা প্রোক্ষণ করিবেন। তৎপরে গুরুদেবের পদরজ ধ্যান করতঃ বটুক, যোগিনী ও মাতৃকাগণের অর্চনা করিয়া বামপাদ

যে চাত্র সংস্থিতা দেবা রাক্ষসাশ্চ ভয়ানকাঃ।
পিশাচসিদ্ধযক্ষাশ্চ গন্ধর্ব্বাপ্সরসাঙ্গনাঃ॥ ১৪
যোগিন্যো মাতরো ভূতা সর্ব্বাশ্চ খেচরস্ত্রিয়ঃ।
সিদ্ধিদাস্তা ভবন্ত্বত্র তথা চ মম রক্ষকাঃ॥ ১৫
প্রণম্য মনুনানেন পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং ক্ষিপেৎ।
শ্মশানাধিপতিং পশ্চাৎ ভৈরবং কালভৈরবম্॥ ১৬
মহাকালং যজেদ্ যত্নাৎ পূর্ব্বাদি-দিক্চতুষ্টয়ে।
পাদ্যাদিভিশ্চ মন্ত্রজ্ঞো বলিং পশ্চান্নিবেশয়েৎ॥ ১৭
শব্দবীজং ততঃ পশ্চাৎ শ্মশানাধিপ তৎপরম্।
ইমমন্তে সামিষান্নবলিং গৃহ্ণ ততঃ পরম্॥ ১৮
গৃহ্ণ গৃহ্ণাপয়দ্বন্দ্বং বিঘ্ননিবারণং ততঃ।
কুরু সিদ্ধিং মমান্তঞ্চ প্রযচ্ছ স্বাহয়ান্বিতম্॥ ১৯
প্রণবাদ্যেন মনুনা প্রথমো বলিরীরিতঃ।
মায়ান্তে ভৈরবাৎ পশ্চাৎ ভয়ানক ততঃ পরম্॥ ২০
পূর্ব্ববদ্বলিমুদ্ধৃত্য দক্ষিণে বলিমাহরেৎ।
পশ্চিমে কালদেবায় প্রণবাদ্যেন কল্পয়েৎ॥ ২১
শব্দান্তে কালশব্দান্তে ভৈরবেতি ততঃ পরম্।
শ্মশানাধিপ ইত্যেবং পূর্ব্ববচ্চোত্তরে হরেৎ॥ ২২

অগ্রে অর্থাৎ সম্মুখে স্থাপন করতঃ "যে চাত্র" ইত্যাদি মন্ত্রে প্রণামপূর্ব্বক তিনবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে। ১১—১৫

পরে পূর্ব্বাদি চতুর্দ্দিকে প্রথমে শ্মশানাধিপতি, ভৈরব, কালভৈরব ও মহাকালের পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া মন্ত্রজ্ঞ সাধক পূর্ব্বদিকে বলি স্থাপিত করিবে এবং "ওঁ হুঁ শ্মশানাধিপ ইমং সামিষান্নবলিং গৃহ্ণ গৃহ্ণ গৃহ্ণাপয় গৃহ্ণাপয় বিঘ্ননিবারণং কুরু মম সিদ্ধিং প্রযচ্ছ স্বাহা"—এই মন্ত্রে প্রথম বলি নিবেদন করিবে। তদনন্তর "হ্রীঁ ভৈরব ভয়ানক ইমং সামিষান্নবলিং…ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত স্বাহা" যাবৎ (পর্যন্ত) মন্ত্র বলিয়া দক্ষিণভাগে দ্বিতীয় বলি প্রদান করতঃ পশ্চিমভাগে "ওঁ হুঁ কালভৈরব শ্মশানাধিপ ইমং সামিষান্নবলিং"…ইত্যাদি স্বাহান্ত মন্ত্রে তৃতীয়বলি প্রদান করিবে। পরে "হুঁ মহাকাল ভৈরব শ্মশানাধিপ

হুঁ মন্ত্রং চ মহাকালাৎ পশ্চাৎ পূর্ব্ববদুচ্চরেৎ।
শ্মশানাধিপ ইত্যেবং পূর্ব্ববৎ বলিমাহরেৎ ॥ ২৩
চিতামধ্যে ততো[১] দদ্যাদ্ বলিত্রয়মনুত্তমাম্[২]।
কালরাত্রি! মহাকালি! কালিকে! ঘোরনিস্বনে! ॥ ২৪
গৃহাণেমং বলিং মাতর্দ্দেহি সিদ্ধিমনুত্তমাম্।
কালিকায়ৈ বলিং দত্ত্বা ভূতনাথায় দাপয়েৎ ॥ ২৫
শব্দান্তে ভূতনাথান্তে শ্মশানাধিপ ইত্যপি।
প্রণবাদ্যেন মনুনা দাপয়েৎ বলিমুত্তমম্ ॥ ২৬
শব্দান্তে তু সর্ব্বগণনাথান্তে চাধিপায় চ।
শ্মশানমস্তকে দত্ত্বা পূর্ব্ববচ্চ সমুদ্ধরেৎ ॥ ২৭
তারাদ্যেন[৩] বলিং দত্ত্বা পঞ্চগব্যেন সুন্দরি।
অদ্ভিশ্চ প্রোক্ষণং কৃত্বা পীতবস্ত্রং ন্যসেত্ততঃ ॥ ২৮
ভূর্জ্জে বা বটপত্রে বা তত্র পীঠমনুং ন্যসেৎ।
পীঠমাস্তীর্য্য তস্মিন্ বৈ বদ্ধবীরাসনস্ততঃ[৪] ॥ ২৯
বীরার্দ্দনেন মনুনা[৫] রক্ষাং দিক্ষু প্রকল্পয়েৎ।
কূর্চ্চযুগ্মদ্বয়ং দেবি মায়াযুগ্মং ততঃ পরম্ ॥ ৩০

ইমং সামিষান্নবলিং”……ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত স্বাহান্ত মন্ত্রে চতুর্থ বলি দিবে। ১৬—২৩

এইরূপে বলি নিবেদনপূর্ব্বক চিতার মধ্যস্থলে তিনটি বলি প্রদান করিবে। যথা—‘কালরাত্রি মহাকালি’…ইত্যাদি মন্ত্রে কালীকে প্রথম বলি নিবেদন পূর্ব্বক “ওঁ হূঁ ভূতনাথ শ্মশানাধিপ ইমং সামিষান্নং বলিং”…ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত স্বাহান্ত মন্ত্রে ভূতনাথের বলি দিবে। তৎপরে “ওঁ হূঁ সর্ব্বগণনাথাধিপায়”…ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত স্বাহান্ত মন্ত্রে বলি প্রদান করিবে। অতঃপর পঞ্চগব্য এবং জল দ্বারা প্রোক্ষণপূর্ব্বক পীতবর্ণ বস্ত্র বিন্যস্ত করতঃ ভূর্জ্জপত্র বা বটপত্রে পীঠমন্ত্র লিখিয়া তথায় আসন স্থাপন করতঃ বীরাসন করিয়া তদুপরি উপবেশন করতঃ বক্ষ্যমাণ বীরার্দ্দন মন্ত্রে চতুর্দ্দিকে রক্ষা বিধান করিবে। ২৪—২৯

১। চযো। ২। বলিত্রিতয়মুত্তমম্। ৩। কালিকায়ৈ। ৪। ন্যসেৎ বীরাসনং ততঃ।
৫। বীরনাদেন দেবেশি।

কালিকে ঘোরদংষ্ট্রে চ প্রচণ্ডে চণ্ডনায়িকে।
দানবান্ দ্রাবয়েত্যুক্ত্বা হনেতি দ্বিতয়ং ততঃ॥ ৩১
শবশরীরে[১] মহাবিঘ্নং ছেদয় দ্বিতয়ং ততঃ।
দ্বিঠান্তো[২] বর্ম্মশস্ত্রান্তো[৩] বীরার্দ্দনমনুর্ম্মতঃ[৪]॥ ৩২
অনেন মন্ত্রিতং[৫] লোষ্ট্রং দশদিক্ষু[৬] বিনিঃক্ষিপেৎ।
তন্মধ্যে ভৈরবো দেবো ন বিঘ্নৈঃ পরিভূয়তে॥ ৩৩
যদি প্রমাদাদ্দেবেশি সাধকো ভয়বিহ্বলঃ।
ততস্তৈস্তৈঃ সুহৃদ্বর্গৈ রক্ষিতো[৭] নাভিভূয়তে॥[৮] ৩৪
অর্কেন্দুসিতবাট্যালমূলৈর্নির্ম্মিতবর্ত্তিকম্[৯]।
প্রদীপং তত্র সংস্থাপ্য অস্ত্রং তত্র প্রপূজয়েৎ॥ ৩৫
হতে তস্মিন্ মহাদীপে বিঘ্নৈশ্চ পরিভূয়তে।
তদধশ্চাস্ত্রমন্ত্রেণ নিখনেৎ কুলদীপকম্॥
তত্তৎকল্পবিধানেন ভূতশুদ্ধ্যাদিকং চরেৎ॥ ৩৬
ষোঢ়াং বা তারকং বাপি বিন্যস্য পূজনং ততঃ।
মন্ত্রধ্যানপরো ভূত্বা জপেন্মন্ত্রমনন্যধীঃ॥ ৩৭

বীরার্দ্দন মন্ত্র যথা—"হূঁ হূঁ হ্রীঁ হ্রীঁ কালিকে ঘোরদংষ্ট্রে প্রচণ্ডে চণ্ডনায়িকে দানবান্ দ্রাবয় হন হন শবশরীরে মহাবিঘ্নং ছেদয় ছেদয় হূঁ ফট্ স্বাহা।"—এই মন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত লোষ্ট্র চারিদিকে নিক্ষিপ্ত করিবে। এইরূপ করিলে এতন্মধ্যস্থ ভৈরব সাধক বিঘ্ন দ্বারা আক্রান্ত হইবে না। ৩০—৩৩

হে দেবেশি! সাধক যদি প্রমাদবশতঃ ভয়বিহ্বল হয়, তাহা হইলে সেই সেই সুহৃদ্বর্গ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া থাকে, আর অভিভূত হয় না। সেই সময় অর্কেন্দুসিতবাট্যালের বর্ত্তিকা, প্রদীপ ও অস্ত্র তথায় সংস্থাপন করিয়া পূজা করিতে হইবে। তাহার অধোভাগে অস্ত্রমন্ত্রে কুলদীপ খনিত ও তত্তৎ কল্প-বিধানানুসারে ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি করিবে এবং ষোঢ়া অথবা তারক বিন্যাস

১। শবশরীর। ২। দ্বিঠান্তে। ৩। বর্ম্মশস্ত্রান্তে। ৪। বীরান্তরোহয়ং। ৫। মন্ত্রেণ। ৬। পার্শ্বে দিক্ষু। ৭। রক্ষিতাঃ। ৮। নাভিভূতয়ঃ। ৯। মূলৈর্নির্ম্মিতবর্ত্তিকাং।

একাক্ষরং[১] যদি ভবেৎ দিক্‌সহস্রং ততো জপেৎ।
দ্ব্যক্ষরে চাষ্টসাহস্রং ত্র্যক্ষরে ত্বযুতার্দ্ধকম্ ॥ ৩৮
অতঃপরস্তু মন্ত্রজ্ঞো গজাষ্টকসহস্রকম্।
নিশায়াং বা[২] সমারভ্য উদয়ান্তং সমাচরেৎ ॥ ৩৯

অন্যত্রাপি—

ততঃ পঞ্চোপচারেণ দেবতাং[৩] পরিপূজয়েৎ।
নিমীল্য চক্ষুষী পশ্চাৎ দেবং ধ্যায়ন্ মনুং জপেৎ[৪]।
যদ্যসহ্যভয়ং কর্ণে[৫] নেত্রে বস্ত্রেণ বন্ধয়েৎ ॥ ৪০
ততোঽর্দ্ধরাত্রিপর্য্যন্তং যদি কিঞ্চিন্ন পশ্যতি।
জয়দুর্গাখ্যমনুনা[৬] তেনৈব সর্ষপান্ ক্ষিপেৎ ॥ ৪১

জয়দুর্গামন্ত্রো যথা, তদুক্তং বৃহন্মৎস্যসূক্তে—

তারো দুর্গে যুগং রক্ষি ততো ঢান্তং সলোচনম্।
দ্বিঠান্তা জয়দুর্গেয়ং বিদ্যা বেদ্যা দশাক্ষরী ॥ ৪২

করিয়া, তৎপরে পূজায় প্রবৃত্ত ও মন্ত্রধ্যানপরায়ণ হইয়া অনন্যচিত্তে জপ করিবে। একাক্ষরী মন্ত্র হইলে কুড়ি হাজার জপ করিবে; দ্ব্যক্ষরী হইলে অষ্টসহস্র, ত্র্যক্ষরী হইলে অযুতার্দ্ধ এবং অতঃপর আট হাজার জপ করিবে। রাত্রিকাল হইতে উদয় পর্য্যন্ত জপ করিতে হইবে। ৩৪—৩৯

অন্যত্র বলিয়াছেন—পঞ্চ উপচারে প্রথমে দেবীর বিশিষ্টরূপ পূজা করিবে। তৎপরে নেত্র নিমীলিত করিয়া দেবতার ধ্যান করতঃ মন্ত্র জপ করিবে। যদি অসহ্য ভয় হয়, তাহা হইলে বস্ত্র দ্বারা নেত্রদ্বয় বন্ধন করিবে। অনন্তর যদি অর্দ্ধরাত্রি পর্যন্ত কিছু দেখা না যায়, তাহা হইলে জয়দুর্গার মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তদ্দ্বারা অর্ঘ্যদান সহকারে সর্ষপসকল বিকিরণ করিবে। ৪০—৪১

জয়দুর্গার মন্ত্র—যথা। বৃহৎমৎস্যসূক্তে বলিয়াছেন—প্রথমে তার অর্থাৎ ওঁ, তৎপরে দুর্গে যুগ্ম অর্থাৎ দুর্গে দুর্গে, তদনন্তর সলোচন অর্থাৎ হ্রস্ব-ইকারযুক্ত ঢান্ত অর্থাৎ মূর্দ্ধন্য ণ-কার সহ রক্ষি-পদ প্রয়োগ

১। একাক্ষরী। ২। নিশাপ্রান্তং। ৩। পঞ্চোপচারেণ পুরতো দেবতাং পরিপূজয়েৎ।
৪। শ্লোকার্দ্ধোঽয়ং ন সর্বত্র দৃশ্যতে। ৫। যদ্যসত্যভয়ং বাপি। ৬। জয়দুর্গামনুনার্ঘ্যং।

ওঁ তিলোঽসি সোমদৈবত্যো গোসবস্তৃপ্তিকারকঃ[১]।
পিতৃণাং স্বর্গদাতা ত্বং মর্ত্ত্যানাং মম রক্ষকঃ[২] ॥ ৪৩
ভূতপ্রেতপিশাচানাং বিঘ্নেষু শান্তিকারকঃ।
ইতি ক্ষিপ্ত্বা তিলানাত্মচতুর্ভাগে শিবাদিতঃ ॥ ৪৪
ততঃ সপ্তপদং গত্বা পুনস্তত্রৈব সংবিশেৎ।
দেবং তত্রাপি সংপূজ্য পূজয়েন্মনুমুত্তমম্ ॥ ৪৫
নির্ভয়ঃ প্রজপেদ্ যাবৎ সিদ্ধিমালভতে নরঃ[৩]।
তং সত্যং কারয়িত্বা চ বরয়েদ্বরমুত্তমম্ ॥ ৪৬
যদা বলিং প্রার্থয়তে নরং কুঞ্জরমেব বা
দিনান্তরে চ দাস্যামি স্বীকৃত্য চ গৃহং ব্রজেৎ।
পরেঽহ্নি চ ততো দদ্যাৎ পিষ্টেন নবকুঞ্জরান্ ॥ ৪৭
পিষ্টেনেতি যবোদ্ভবেন ধান্যোদ্ভবেন বা ইত্যর্থঃ।

করিয়া পরে, দ্বিঠান্তা অর্থাৎ স্বাহা শব্দ প্রয়োগ করিবে। তাহা হইলে, মন্ত্রটি এইরূপ দাঁড়াইল—'ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষিণি স্বাহা'। ইহাই জয়দুর্গার দশাক্ষর মন্ত্র। ৪২

এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তিল সকল বিকিরণ (চারিদিকে ইতস্ততঃ) নিক্ষেপ করিবে। তৎকালে ওঁ তিলোঽসি···ইত্যাদি মন্ত্র বলিয়া ঈশানাদি-দিক্-ক্রমে নিজের চতুর্ভাগে তিলসকল নিক্ষেপ করিয়া সপ্তপদ গমনপূর্ব্বক পুনর্ব্বায় সেই স্থানেই প্রবেশ এবং দেবতার পূজা করিয়া মন্ত্রের পূজা করিবে। ৪৩—৪৫

অনন্তর নির্ভয় (নিঃশঙ্ক) হইয়া যাবৎ সিদ্ধি সম্মুখীনা না হন, তাবৎ জপ করিতে হইবে। সিদ্ধি সম্মুখীনা হইলে তাহাকে সত্যপাশে বদ্ধ করিয়া বর প্রার্থনা করিবে। ৪৬

তৎকালে সেই সিদ্ধি নর বা হস্তী যে কোন বলি প্রার্থনা করিবেন। দিনান্তরে উহা দিব-এবম্প্রকার স্বীকার করিয়া গৃহে গমন করিবে। পরদিবস যব বা ধান্যের পিষ্টক দ্বারা বিনির্ম্মিত নয়টি কুঞ্জর (হস্তী) প্রদান করিবে। ৪৭

১। গোসবঃ সৃষ্টিকারকঃ। ২। পিতৃণাং স্বর্গতুষ্ট্যর্থং মর্ত্ত্যানাঞ্চ স রক্ষকঃ।
৩। সিদ্ধিরগ্রে ভবেন্নরঃ।

তদুক্তং তন্ত্রান্তরে—

যবক্ষোদময়ং বাপি শালিক্ষোদময়ং তথা[1]।
চন্দ্রহাসেন বিধিবৎ তত্তন্মন্ত্রেণ ঘাতয়েৎ ॥ ৪৮

চন্দ্রহাসেনার্দ্ধচন্দ্রাকৃতিখড়্গেন ইত্যর্থঃ।

নীলতন্ত্রেঽপি—

জপাদৌ তু বলিং দদ্যাৎ পশ্চাদপি বলিং হরেৎ।
জপান্তে জপমধ্যে বা দেহি দেহীতি ভাষতে ॥ ৪৯
তদাপি চ বলিং দদ্যাৎ মহিষং ছাগমেব বা।
ন দিক্ষু বীক্ষণং কিঞ্চিন্ন চ বন্ধুসমাগমঃ ॥ ৫০
পক্ষিকীট-পিশাচানাং যদ্ যদ্বা মনসি স্থিতম্।
তৎ সর্ব্বং স্বপ্নবুদ্ধ্যা বৈ ভয়ং সর্ব্বত্র বর্জ্জয়েৎ ॥ ৫১
সমাপ্য সাধনং দেবি দক্ষিণাং বিভবাবধি[2]।
গুরবে গুরুপুত্রায় তৎপত্ন্যৈ বা প্রদাপয়েৎ ॥ ৫২

তন্ত্রান্তরে তাহা বলিয়াছেন—যথা। চন্দ্রহাস অর্থাৎ অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি খড়্গ দ্বারা ক্ষেত্রময় বা শালিধান্যময় তক্ত হন্ত্যাদি যথাবিধানে মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক নিপাতিত (বিনাশ, বধসাধন) করিবে। ৪৮

নীলতন্ত্রে বলিয়াছেন—জপের আদিতে বলিপ্রদান করতঃ জপের শেষেও বলিদান করিবে। আবার জপান্তে বা জপমধ্যে যখন দাও দাও বলিবে, তখনও ছাগ বা মেষ বলি প্রদান করিবে। কোনদিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে না, অথবা বন্ধুবান্ধবের সহিত সম্মিলিত হইবে না। একাকীই কার্য্য করিবে। ৪৯—৫০

পক্ষী, কীট এবং পিশাচগণ হইতে কোনরূপ ভয় উপস্থিত হইলে তাহা স্বপ্ন বা কল্পনামাত্র জ্ঞান করিয়া সর্ব্বত্র ভয় পরিহার করিবে। যেমন বিভব, তদনুসারে গুরুকে অথবা গুরুপুত্রকে অথবা গুরুপত্নীকে দক্ষিণা দিতে হইবে। ৫১—৫২

১। যত্র ক্ষেত্রময়ং বাপি শালিধান্যোস্তবক বা।

২। জলাবিদুর্গসর্পাণাং দক্ষিণাং বিভবাবধি।

সম্যক্‌সিদ্ধৈকমন্ত্রস্য নাসাধ্যমিহ কিঞ্চন।
বহুমন্ত্রবতঃ[1] পুংসঃ কা কথা শিব এব সঃ ॥ ৫৩

শ্মশানবিশেষো যথা। তদুক্তং কুলসদ্ভাবে—

শ্মশানালয়মাগত্য মুক্তকেশো দিগম্বরঃ।
জপেদযুতসংখ্যন্তু সর্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৫৪
তত্রৈব প্রেতমারুহ্য প্রজপেন্মন্ত্রমুত্তমম্।
অযুতং মৈথুনীভূত্বা বিভীঃ সত্যপরায়ণঃ ॥ ৫৫
স যাতি পরমাং সিদ্ধিং দেবৈরপি সুদুর্লভাম্ ॥ ৫৬
আকর্ষণ-বশীকার-মারণোচ্চাটনাদিকম্।
স্তম্ভনং মোহনঞ্চৈব দ্রাবণং ত্রাসনং তথা।
বাগ্মিত্বঞ্চ ধনিত্বঞ্চ বহুপুত্রত্বমেব চ ॥ ৫৭
বহুবল্লভতামেতি সর্ব্বপ্রিয়ত্বমেব হি।
স যাতি খেচরত্বঞ্চ দেবৈরপি সুদুর্ল্লভম্ ॥ ৫৮

যদি একমাত্র মন্ত্র সম্যক্‌রূপে সিদ্ধ হয়, তাহা হইলেও কিছুই অসাধ্য থাকে না। এরূপস্থলে, বহুমন্ত্রে সিদ্ধ বা সিদ্ধিপ্রাপ্ত পুরুষের কথা আর কি বলিব? সে ব্যক্তি সাক্ষাৎ শিব। ৫৩

শ্মশানের মধ্যে আবার বিশেষ বিধি আছে। যে-সে রূপে (যেমন-তেমন করিয়া) মন্ত্রসাধন হয় না। কুলসদ্ভাবে তাহা বলিয়াছেন। শ্মশানালয়ে আগমন করতঃ মুক্তকেশ ও দিগম্বর হইয়া সর্ব্বকামার্থসিদ্ধির নিমিত্ত অযুত সংখ্যক জপ করিবে। প্রেতের উপরি আরোহণ করিয়া ঐরূপ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে। মৈথুনী-ভূত ও সত্যপরায়ণ হইয়া, ভয় পরিহারপূর্ব্বক ঐরূপে অযুত জপ করিলে দেবগণেরও সুদুর্ল্লভ পরমসিদ্ধি লাভ হয়। ৫৪—৫৬

অধিক কি, আকর্ষণ, বশীকরণ, মারণ, উচ্চাটন, স্তম্ভন, মোহন, দ্রাবণ, ত্রাসন, বাগ্মিত্ব, ধনিত্ব, বহু পুত্র ও বহু বল্লভা—এই সকলের প্রাপ্তি হইয়া থাকে। তদ্ব্যতীত সকলের প্রিয় হওয়া যায় এবং দেবগণেরও সুদুর্ল্লভ খেচরত্ব লাভ হইয়া থাকে। ৫৭—৫৮

১। বহুমন্ত্ররতঃ।

ন জরা ন চ মৃত্যুশ্চ ন রোগো ন চ ঘাতনম্।
অথবা স ভবেন্নিত্যং চতুর্ব্বিংশতি[১] সিদ্ধিযুক্ ॥ ৫৯
স্বদেহরুধিরাক্তৈশ্চ বিল্বপত্রৈঃ সহস্রশঃ।
শ্মশানেঽভ্যর্চ্চ্য দেবীঞ্চ বাগীশসমতাং ব্রজেৎ ॥ ৬০

কালীতন্ত্রে চ—

মহাচীনক্রমলতা-মজ্জাভির্ব্বিল্বপত্রকম্।
সহস্রং দেবীমভ্যর্চ্চ্য শ্মশানে সাধকোত্তমঃ ॥ ৬১
তদা রাজ্যমবাপ্নোতি যদি নৈবং পলায়তে।
অলঙ্কৃতাং[২] যথা দৃষ্ট্বা লক্ষং জপতি ভূমিপঃ ॥ ৬২
নির্ম্মলাঞ্চ ততো দৃষ্ট্বা বশ্যার্থমযুতং জপেৎ ॥ ৬৩

ভৈরবতন্ত্রেঽপি—

শ্মশানে যোষিতং মন্ত্রী সংপূজ্য ঋতুগাং শুভাম্।
রক্তচন্দনসিক্তাঙ্গীং রক্তবস্ত্রৈরলঙ্কৃতাম্ ॥ ৬৪
তাবৎ পুষ্পৈর্ম্মনুং প্রোচ্য[৩] ততো ধ্যায়েচ্চ চণ্ডিকাম্।
পূজয়িত্বা লভেৎ রাজ্যং যদি সা ন পলায়তে[৪] ॥ ৬৫

জরা আক্রমণ করিতে পারে না ; মৃত্যুও আর হয় না ; রোগসকলও আর ত্রিসীমায় আসিতে পারে না। শোকদুঃখাদিও দূর হইয়া যায়। শ্মশানে ঐরূপে শবারোহণপূর্ব্বক স্বদেহ-শোণিতাক্ত সহস্র বিল্বপত্রে দেবীর আরাধনা করিলে বাগীশের (বৃহস্পতির) সমান হওয়া যায়। ৫৯—৬০

কালীতন্ত্রেও বলিয়াছেন,—মহাচীনক্রমলতার মজ্জা সহযোগে সহস্র বিল্বপত্র দ্বারা শ্মশানে দেবীর অভ্যর্চ্চনা (অর্চ্চনা) করিয়া যদি পলায়ন করা না যায়, তাহা হইলে রাজ্যলাভ হইয়া থাকে। অলঙ্কৃতা রমণীকে অবলোকন করিয়া লক্ষ জপ করিলে যেমন রাজা হওয়া যায়, নির্ম্মলা স্ত্রীকে দর্শন করিয়া তেমনি সকলের বশীকরণ জন্য অযুত জপ করিবে। ৬১—৬৩

ভৈরবতন্ত্রেও বলিয়াছেন—সাধক শ্মশানে ঋতুগামিনী সংস্বভাবা রমণীকে বিশিষ্ট বিধানে পূজা করিয়া রক্তচন্দনসিক্তাঙ্গী, রক্তবস্ত্রমণ্ডিতা চণ্ডিকার ধ্যানে প্রবৃত্ত হইবে। তাহা হইলে রাজ্যলাভে সমর্থ হইয়া থাকে, যদি সে রমণী পলায়ন না করে। ৬৪—৬৫

১। কর্ত্তৃর্ব্বিংশতি। ২। অনাদিতাং। ৩। প্রোক্ষ্য। ৪। ত্রিতয়ায়তে।

মেষমাহিষরক্তেন বাগ্মিত্বং তস্য জায়তে।
ধনিত্বং জায়তে তস্য সর্ব্বসিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ ৬৬
বচসা স ভবেজ্জীবো ধনেন চ ধনাধিপঃ।
আজ্ঞয়া দেবরাজোঽসৌ রূপেণৈব মনোভবঃ ॥ ৬৭
বলেন পবনো হ্যেষ সর্ব্বতত্ত্বার্থসাধকঃ।
সাধিতং শোধিতং মাংসং সাস্থি দদ্যাৎ সদা বলিম্ ॥ ৬৮
মূষমাংসং ছাগমাংসং মৈষং মাহিষমেব চ।
সর্ব্বং সাস্থি প্রদাতব্যং তথা লোমসমন্বিতম্ ॥ ৬৯
অজীবং স্বনখচ্ছিন্নং কেশং সম্মার্জ্জনাস্পদম্।
নিবেদয়েৎ শ্মশানে চ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদং ভবেৎ ॥ ৭০
নারীরজোঽন্বিতং কৃত্বা পত্রাণাং শতমুত্তমম্।
প্রত্যেকং প্রজপেন্মন্ত্রং ততো হোমং সমাচরেৎ ॥ ৭১
যুগানামযুতং দেবি পূজিতা দক্ষিণা ভবেৎ।
সর্ব্বসিদ্ধির্ভবেত্তস্য বাগ্মী ধীরশ্চ জায়তে ॥
ন তস্য দুর্ল্লভং কিঞ্চিৎ পৃথিব্যাং তস্য জায়তে ॥ ৭২

মেষ ও মহিষের রক্ত দ্বারা পূজা করিলে বাগ্মিত্ব লাভ হয়, ধনিত্বপ্রাপ্তি হয় এবং সর্ব্বসিদ্ধি সমুৎপন্ন হয়। অধিক কি, সে বাক্যে বাক্‌পতির সমান হয়; ধনে কুবের হয়; আজ্ঞায় দেবরাজ হয়; রূপে মদনতুল্য হয়, বলে পবনসম হয়। এইরূপে সে সর্ব্ববিধ-তত্ত্বার্থসাধক হইয়া থাকে। সাধিত ও শোধিত করিয়া অস্থির সহিত মাংসবলি প্রদান করিবে। ৬৬—৬৮

মূষিক-মাংস, ছাগমাংস—সমস্তই লোম ও অস্থির সহিত প্রদান করিতে হইবে। আপনার নখ দ্বারা ছিন্ন ও সম্মার্জ্জনাস্পদ কেশ শ্মশানে নিবেদন করিলে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ হইয়া থাকে। নারীর রজোযুক্ত করিয়া শত বিল্বপত্র প্রদানপূর্ব্বক হোম করিবে। প্রত্যেক পত্র প্রদান কালে (সময়েই) মন্ত্র প্রয়োগ করিতে হইবে। ৬৯—৭১

যদি দক্ষিণাকালী চত্বারিংশৎ সহস্রবার অর্চ্চিতা হয়েন, তবে সাধকের সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয় এবং তিনি বাগ্মী ও পণ্ডিত হয়েন এবং পৃথিবীতে তাঁহার পক্ষে আর কিছু দুর্লভ হয় না। ৭২

কুলসম্ভাবেঽপি—

রেতোযুক্তেন পুষ্পেণ চার্কস্তেন সহস্রশঃ।
শ্মশানেঽভ্যর্চ্চ্য কালীন্তু সর্ব্বসিদ্ধিং স বিন্দতি ॥ ৭৩
ধনবান্ বলবান্ বাগ্মী সর্ব্বযোষিৎপ্রিয়ঃ সুখী।
জায়তে নাত্র সন্দেহো মহাকালবচো যথা ॥ ৭৪
শ্মশাননিলয়ে চৈব শবাসনগতঃ পুনঃ[১]।
অসকৃচ্চ জপেন্মন্ত্রং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদো ভবেৎ ॥ ৭৫
তর্পয়েচ্চ শবাস্যে তু রক্তমাংসাদিভিস্তথা।
ত্রিভির্ম্মন্ত্রমুদীর্য্যৈবং সর্ব্বসিদ্ধির্ভবেত্ততঃ ॥ ৭৬
তর্পয়েচ্চ পয়োভিশ্চ রক্তধারাযুতৈস্তথা।
রেতোভিশ্চ তথা তদ্বৎ স্বকীয়েন কচেন চ ॥ ৭৭
মৈথুনায়িতযোষায়াঃ[২] কুলপ্রক্ষালনেন চ।
মেষমাহিষরক্তেন নররক্তেন চৈব হি ॥ ৭৮
মূষমার্জ্জাররক্তেন বাগ্মিত্বং তস্য জায়তে।
ধনিত্বং[৩] জায়তে তস্য সর্ব্বসিদ্ধিশ্চ জায়তে ॥ ৭৯

কুলসম্ভাবেও বলিয়াছেন—শুক্র-সংযুক্ত সহস্র অর্কপুষ্প দ্বারা শ্মশানে দেবী কালিকার অভ্যর্চ্চনা করিলে সর্ব্ববিধ সিদ্ধিলাভ হয় এবং ধনবান্, বলবান্, বাগ্মী, যাবতীয় রমণীগণের প্রিয় ও সুখী হওয়া যায়। মহাকাল স্বয়ং ইহা বলিয়াছেন। সুতরাং এবিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ বা সংশয় নাই। ৭৩—৭৪

যে ব্যক্তি শবকে আসন ও শ্মশানে শয়ন করিয়া বারংবার মন্ত্র জপ করে, সে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ হইয়া থাকে। তিনটি মন্ত্র উচ্চারণ সহকারে রক্ত ও মাংসাদি দ্বারা শবমুখে তর্পণ করিলে সর্ববিধ সিদ্ধি লাভ হয়। অধিক কি, রক্তধারাযুক্ত দুগ্ধ দ্বারা, শুক্র দ্বারা, মৈথুন-প্রসক্ত রমণীর কুলপ্রক্ষালন দ্বারা, মেষ, মহিষ ও মনুষ্য রক্ত দ্বারা এবং মূষিক ও মার্জ্জারের শোণিত দ্বারা তর্পণ করিলে বাগ্মিত্ব, ধনশালিত্ব ও সর্ব্বসিদ্ধির অধীশ্বরত্ব জন্মিয়া থাকে। ৭৭—৭৯

১। শ্মশানে শয়নং যস্য শবাসনগতঃ পুমান্। ২। মৈথুনাজিতযোষায়াঃ। ৩। বলিত্বং।

অথ শবসাধণী— ভাবচূড়ামণৌ—

সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদং সাক্ষম্। তকনাশনম্।
সর্ব্বপাপহরঞ্চৈব স্॥ ৮০ বিনাশনম্॥ ৮০
নান্যৎ সিদ্ধিপ্রদং র্জ্জিতম্ সাধনবর্জ্জিতম্।
মহাবলো মহাবুদ্ধিক্ষ্ণঃ॥ ৮ সিকঃ শুচিঃ॥ ৮১
মহাস্বচ্ছো দয়াবাংশরতঃ। ভূতহিতে রতঃ।
তেষাং কৃতে মহাদ্ধেম্॥ চসাধনমুত্তমম্॥ ৮২

বৃহৎ-শ্রীক্রমঃ াম্—

নাস্মাৎ পরতরং কিদায়কম্রং সিদ্ধিদায়কম্।
সর্ব্বসিদ্ধির্ভবত্যেবা যুগে ত্রে কলৌ যুগে॥ ৮৩
দ্বাপরে তচ্চ মাসে রেণ চ য়াং বৎসরেণ চ।
কৃতে চ দশভির্ব্বর্ষৈ সংশয়ঃ[১] সিদ্ধির্ন সংশয়ঃ॥ ৮৪

অথাষ্টম্যাং চতুর্দ্দশ্যাং কুজহরাভ্যা প্রথমপ্রহরাভ্যন্তরে গুরুং দেবীঞ্চ নত্বা বীরবেশো যাত্রাং কুর্য্যাৎ।

ভাবচূড়ামণিতেও উক্ত বীরসা—দেবি! বীরসাধন যেমন সাক্ষাৎ (প্রত্যক্ষ) ভাবে সর্ব্বসিদ্ধি প্রদ পাতক সিমস্ত মহাপাতক বিনাশ করে, সমুদয় পাপ হরণ করে, যাবতীয় রোগরূপ অা করে, এরূপ অন্য কোন সিদ্ধিতে সম্ভব নহে। মহাবল, মহাবুদ্ধিচি, মহাহস্কিক, শুচি, মহাস্বচ্ছ, দয়াবান্ ও সর্ব্বভূতহিতে রত ব্যক্তিগণের ভক্তি হইয়াসাধনের সৃষ্টি হইয়াছে। ৮০—৮২

বৃহৎ শ্রীক্রমসংহিতাতেও উক্ত অপেক্ষাছে—ইহা অপেক্ষা সত্বর সিদ্ধিদায়ক আর কিছুই নাই। দ্বাপরে এ এক বৎ, ত্রেতায় এক বৎসরে, সত্যযুগে দশ বৎসরে এবং কলিযুগে অহোধ সিদ্ধিই সর্ব্বাবধ সিদ্ধিলাভ হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। ৮৩—৮৪

অনন্তর অষ্টমীতে বা চতুর্দ্দশীতে, কুজ (মঙ্গলবারে) প্রথম প্রহরের মধ্যেই গুরু ও দেবীকে প্রণাম করিয়া বেশে যাত্রা করিবে।

১। সত্যে।

তদুক্তং তন্ত্রান্তরে—

ধটীবন্ধনবস্ত্রঞ্চ মূলেন পরিধায় চ।
তৎবাহ্যে চ[1] পুনর্ব্বস্ত্রং মূলেনাঙ্গবিলেপনম্ ॥ ৮৫
কৃতোষ্ণীষশ্চ মূলেন সিন্দূরেণোর্দ্ধপুণ্ড্রকম্।
ইষ্টদেবীং[2] গুরুং নত্বা যাত্রা প্রহরমধ্যতঃ ॥ ৮৬
কার্য্যা চ সাধকৈঃ সার্দ্ধং হৃদি মন্ত্রং পরামৃষন্।
অক্ষুব্ধো ভুক্তভোজ্যস্তু যদি স্যাদ্বীরসাধকঃ।
দিব্যো বা পশুভাবো বা ভুক্ত্বা সাধনমাচরেৎ ॥ ৮৭

অথ সাধনস্থানং। তদুক্তং ভাবচূড়ামণৌ—

শূন্যাগারে নদীতীরে পর্ব্বতে নির্জ্জনেঽপি বা।
বিল্বমূলে শ্মশানে বা তৎসমীপে বনস্থলে ॥ ৮৮
অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং পক্ষয়োরুভয়োরপি।
ভৌমবারে তমিস্রায়াং সাধয়েৎ সিদ্ধিমুত্তমাম্ ॥ ৮৯
উপচারং সমাদায় কুলামৃতরসন্তথা।
গুড়ার্দ্রকরসেনৈব সুরা তু ব্রাহ্মণস্য চ ॥ ৯০
গৌড়ী চ ক্ষত্রিয়স্যৈব মাধ্বী বৈশ্যস্য তত্র বৈ।
কদলীমধুসংমিশ্রশ্বানত্বাচ[3] রসৈঃ সুরা ॥ ৯১

তন্ত্রান্তরে তাহা বলিয়াছেন—মূলমন্ত্রে ধটীবন্ধনবস্ত্র পরিধান, মূলমন্ত্রে অঙ্গ বিলেপন, মূলমন্ত্রে উষ্ণীষ (পাগড়ী) বন্ধন ও মূলমন্ত্রেই সিন্দুরের উর্দ্ধপুণ্ড্রক (তিলক) বিধান (সম্পাদন, সমাপন) করিয়া ইষ্টদেবতা ও গুরুকে প্রণাম এবং হৃদয়ে মন্ত্র পরামর্শনপূর্বক সাধকগণের সমভিব্যাহারে প্রহরমধ্যেই যাত্রা করিবে। যদি বীরসাধক হয়, তাহা হইলে কোনরূপ ক্ষুব্ধ হইবে না। ভোজন করিয়া লইবে। দিব্যই হউক, আর পশুভাবই হউক, ভোজন করিয়া সাধনে প্রবৃত্ত হইবে। ৮৫—৮৭

সাধনস্থান বিষয়ে ভাবচূড়ামণিতে বলিয়াছেন—শূন্যাগার, নদীতীর, পর্বত, নির্জন, বিল্ববৃক্ষমূল, শ্মশান, তৎসমীপ প্রদেশে, অথবা বনস্থল প্রভৃতি স্থানে উভয় পক্ষেরই অষ্টমী বা চতুর্দ্দশীতে ভৌম (মঙ্গল) বারে রজনীতে উৎকৃষ্ট সিদ্ধি সাধনে প্রবৃত্ত হইবে। ৮৮–৮৯

উপচার ও কুলামৃতরস লইবে। ব্রাহ্মণ হইলে, গুড় ও আর্দ্রকরস নির্ম্মিত সুরা এবং ক্ষত্রিয় গৌড়ী ও বৈশ্য মাধ্বী সুরা সমভিব্যাহারে লইবে। শূদ্রের

১। তবার্থেন। ২। ইষ্টদেবং। ৩। কদলীমধুসংমিশ্রশালত্বক্ স্বরসৈঃ।

সর্ব্বং শূদ্রস্য সংপ্রোক্তং যত্র বা তক্রচির্ভবেৎ।
গৃহীত্বা তত্র দাতব্যং সর্ব্বং নৈব চ সংস্পৃশেৎ ॥ ৯২

অন্যত্রাপি—

দ্বিজানামনুকল্পস্তু ন সাক্ষাচ্চ বিকল্পিতম্ ॥ ৯৩

তদুক্তং রুদ্রযামলে—

সত্যক্রমাচ্চতুর্ব্বর্ণৈঃ ক্ষীরাজ্যমধুপিষ্টকৈঃ।
ত্রেতায়াং পূজিতা দেবী ঘৃতেন সর্ব্ববর্ণভিঃ ॥ ৯৪
মধুভিঃ সর্ব্ববর্ণৈশ্চ পূজয়েদ্ দ্বাপরে যুগে।
পূজনীয়া কলৌ দেবি কেবলৈর্ব্বাসবৈশ্চ তৈঃ ॥ ৯৫
মাষভক্তং শুদ্ধান্নং ধূপদীপাদিকং তথা[১]।
তিলাঃ কুশাঃ সর্ষপাশ্চ স্থাপনীয়াঃ প্রযত্নতঃ ॥ ৯৬

অথ পূর্ব্বোক্তান্যতমস্থানং গত্বা সামান্যার্ঘ্যং বিধায় পূর্ব্বমুখো মূলান্তে ফট্কারং দত্বা যাগভূমিং প্রোক্ষ্য গুরু-গণেশ-বটুক-যোগিনীভ্যঃ পূর্ব্বাদিতঃ সংপূজ্য পূর্ব্বোক্তবিধানেন মন্ত্রং ভূমৌ বিলিখ্য যে চাত্রেত্যাদি পূর্ব্বোক্ত-মন্ত্রেণ ভূমৌ পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং দত্বা প্রণম্য শ্মশানাধিপতিভ্যঃ পূর্ব্ববদ্বলিং

পক্ষে কদলী ও মধু-সংমিশ্র কুক্কুরত্বকে রসনির্ম্মিত সুরা প্রশস্ত। এই সমস্ত গ্রহণ করিয়া তথায় দিতে হইবে। নিজে কিছুই স্পর্শ করিবে না। ৯০—৯২

অন্যত্রও বলিয়াছেন—দ্বিজগণের অনুকল্প [মুখ্যবিধি বা নিয়মের বিকল্প (alternative)] ব্যবস্থা, সাক্ষাৎ বিকল্পিত (পরিবর্ত্ত, অন্য) নহে ॥ ৯৩

রুদ্রযামলে বলিয়াছেন—সত্য যুগে চতুর্ব্বর্ণ যথাক্রমে ক্ষীর, আজ্য (যজ্ঞীয় হবি, ঘৃতাদি) মধু ও পিষ্টক দ্বারা, ত্রেতাযুগে সমুদয় বর্ণই ঘৃত দ্বারা, দ্বাপরে মধু দ্বারা এবং কলিতে সকল বর্ণ কেবল আসব (সুরা) দ্বারা দেবীর পূজা করিবে। মাষভক্ত [পাঠান্তরে-মাংসভক্ত অর্থাৎ মাংসমিশ্রিত অন্ন], শুদ্ধান্ন, ধূপ ও দীপাদি এবং তিল ও কুশসমূহ প্রযত্নসহকারে স্থাপন করিতে হইবে। ৯৪—৯৫

অনন্তর (সামান্যার্ঘ্যাদি অনুষ্ঠান সমাপনান্তে) পূর্ব্বকথিত অন্যতম স্থানে গমন করিয়া সামান্যার্ঘ্যবিধান-সহকারে পূর্ব্বমুখে আসীন হইয়া, মূলান্তে ফট্কার দানপূর্ব্বক যাগভূমি প্রক্ষালন এবং পূর্ব্বাদি দিক্‌সমূহে গুরু, গণেশ, বটুক ও যোগিনীদিগকে পূজা করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিধানানুসারে ভূমিতে।

১। মাংসভক্তং বলার্থং ধূপদীপাদিকং তথা। তিলাঃ কুশাশ্চ সর্ব্বাশ্চ স্থাপনীয়াঃ প্রযত্নতঃ।

দত্ত্বা অঘোরমন্ত্রেণ শিখাবন্ধনং বিধায় সুদর্শনমন্ত্রান্তে[১] আত্মানং রক্ষ রক্ষেতি হৃদি হস্তং দত্ত্বা হৃদ্রক্ষাং বিধায় পূর্ব্বোক্তক্রমেণ ভূতশুদ্ধ্যাদিকং বিধায় জয়দুর্গামন্ত্রেণ দিক্ষু সর্ষপং বিকীর্য্য তিলোঽসীত্যাদিনা তিলান্ বিকীর্য্য বিহিতশবসমীপং[২] গচ্ছেৎ ॥ ৯৭

তদুক্তং তন্ত্রান্তরে—

গুরুপূজাদিকং সর্ব্বং পূর্ব্বোক্তমন্ত্রমুচ্চরেৎ[৩]।
যে চাত্রেত্যাদি মন্ত্রেণ ভূমৌ পুষ্পাঞ্জলিং ক্ষিপেৎ ॥ ৯৮
শ্মশানাধিপতীনাস্তু পূর্ব্ববদ্বলিমাহরেৎ।
অঘোরাখ্যেন[৪] মন্ত্রেণ শিখাবন্ধনমাচরেৎ। ৯৯
সুদর্শনেন[৫] বা রক্ষামুভাভ্যাং পরিকল্পয়েৎ।
মায়াস্ফুরদ্বয়ং ভূয়ঃ[৬] প্রস্ফুরদ্বিতয়ং পুনঃ ॥ ১০০
ঘোরঘোরতরেত্যন্তে তন্মুরূপপদং ততঃ।
চটযুগ্মং তদন্তে চ প্রচটদ্বিতয়ং পুনঃ ॥ ১০১
কহযুগ্মং বমদ্বন্দ্বং ততো বন্ধযুগং পুনঃ।
ঘাতয় দ্বিতয়ং বর্ম্ম ফড়ন্তঃ সমুদাহৃতঃ।
একপঞ্চাশৎ বর্ণোঽয়মঘোরাস্ত্রময়ো মনুঃ ॥ ১০২

পুষ্পাঞ্জলিত্রয় প্রদান ও প্রণাম করিবে। তৎপরে শ্মশানের অধিপতিদিগকে পূর্ব্ববৎ বলি প্রদানান্তে অঘোরমন্ত্রে শিখাবন্ধন বিধান ও সুদর্শনমন্ত্রান্তে আত্মাকে রক্ষা কর, ইত্যাদি বলিয়া হৃদয়ে হস্তদানানন্তর রক্ষা করিবে। পরে পূর্ব্বোক্তক্রমে ভূতশুদ্ধ্যাদি বিধান ও জয়দুর্গামন্ত্রে দশদিকে সর্ষপ বিকিরণপূর্ব্বক 'তিলোঽসি …' ইত্যাদি মন্ত্রে তিলসমূহ বিক্ষিপ্ত করিয়া (চারি দিকে ছড়াইয়া) বিহিতাসনসমীপে গমন করিবে। ৯৬—৯৭

তন্ত্রান্তরে তাহা বলিয়াছেন—গুরুপূজাদি সমুদয় পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ [পাঠান্তরে পূর্ব্বোক্ত মত অনুসারে আচরণ করিবে।] ও 'যে চাত্র…' ইত্যাদি মন্ত্রে ভূমিতে পুষ্পাঞ্জলি নিক্ষেপ এবং শ্মশানাধিপতি-গণের উদ্দেশে পূর্ব্ববৎ বলি আহরণ, অঘোরাস্ত্র মন্ত্রে শিখাবন্ধন সমাচরণ (সমাপন) ও সুদর্শনমন্ত্রে রক্ষা

১। স্বদর্শনমন্ত্রান্তে। ২। বিহিতাসনসমীপং। ৩। পূর্ব্বোক্তমতমাচরেৎ।
৪। অঘোরাস্ত্রেণ। ৫। স্বদর্শনেন। ৬। বর্ম্ম।

হলাহলং সমুদ্ধৃত্য সহস্রারস্বরূপকম্।
বর্ম্মাস্ত্রান্তং মহামন্ত্রং সুদর্শনস্য কীর্ত্তিতম্[১] ॥ ১০৩

ভূতশুদ্ধিং* ততঃ কৃত্বা ন্যাসজালং প্রবিন্যসেৎ।
জয়দুর্গাখ্য[২]মনুনা সর্ষপান্ দিক্ষু নিঃক্ষিপেৎ॥ ১০৪

অথ বিহিতশবো যথা। তদুক্তং ভাবচূড়ামণৌ—

যষ্টিবিদ্ধং শূলবিদ্ধং খড়্গবিদ্ধং পয়োমৃতম্।
রজ্জুবদ্ধং সর্পদষ্টং চণ্ডালং চাভিভূতকম্[৩] ॥ ১০৫

তরুণং সুন্দরং শূরং[৪] রণে নষ্টং সমুজ্জ্বলম্।
পলায়নবিশূন্যন্তু সম্মুখে রণবর্ত্তিনম্॥ ১০৬

এতেষামন্যতমং গ্রাহ্যমিত্যর্থঃ।

কল্পনা করিতে হইবে। হ্রীং হ্রীং স্ফুর স্ফুর হুং হুং প্রস্ফুর প্রস্ফুর ঘোর ঘোরতর। চট চট প্রচট প্রচট হন হন ফট্। ইহারই নাম সুদর্শন মহামন্ত্র। ৯৮—১০৩

অনন্তর ভূতশুদ্ধি ন্যাসজাল প্রবিন্যস্ত (শ্বাসপূরণ, ধারণ ও রেচন অর্থাৎ প্রাণায়ামাদি বিধান পূর্ব্বক মন্ত্রাদি জপানুষ্ঠান সমাচরণ) করিয়া জয়দুর্গামন্ত্রে সর্ষপসকল দশদিকে নিক্ষেপ করিবে। ১০৪

বিহিত শববিষয়ে ভাবচূড়ামণিতে বলিয়াছেন—যষ্টিবিদ্ধ, শূলবিদ্ধ, খড়্গবিদ্ধ, জলমৃত, রজ্জুবদ্ধ, সর্পদষ্ট, চণ্ডাল, তরুণ সুন্দর শূদ্র, পলায়ন না করিয়া সম্মুখসমরে সংগ্রাম করিয়া বিনষ্ট হইয়াছে, এরূপ ব্যক্তি, ইহাদের মধ্যে অন্যতমকে আসনার্থ গ্রহণ করিবে। ১০৫—১০৬

১। হনযুগ্মং সমুদ্ধৃত্য সহস্রারস্বরূপকং। বর্ম্মাস্ত্রান্তং মহামন্ত্রং সুদর্শনং প্রকীর্ত্তিতম্॥ ১০৩
২। জয়দুর্গাখ্যেন। ৩। চাভিভূতিকং। ৪। শূদ্রং।

* ভূতশুদ্ধি—পূজাদি কার্য্যারম্ভে মন্ত্রদ্বারা ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, এই যে পঞ্চভূত (তত্ত্ব) দ্বারা দেহ নির্ম্মিত হইয়াছে তাহার শুদ্ধিবিধান বা সংশোধন। অর্থাৎ পূজারম্ভে বীজ-বিশেষ দ্বারা বামকুক্ষির পাপপুরুষ দহনপূর্ব্বক দেহের সংস্কার দ্বারা দেবরূপত্ব সম্পাদন। ইহাতে পূজক মূলাধারস্থ কুলকুণ্ডলিনীর সহিত হৃদয়স্থ দীপ-কলিকার সংযুক্তিসাধন করেন—জীবাত্মাকে সুষুম্নাপথে ষট্চক্রভেদপূর্ব্বক শিরস্থ সহস্রারে পরমাত্মার সহিত সংযুক্ত করেন। তখন ইষ্টদেবতার সাক্ষাৎকার লাভ হয়।

অথ নিষিদ্ধশবো যথা। তদুক্তং তত্রৈব—

স্বেচ্ছামৃতং দ্বিবর্ষঞ্চ বৃদ্ধং স্ত্রিয়ং দ্বিজং তথা।
অন্নাভাবে মৃতং কুষ্ঠী[১] সপ্তবর্ষার্দ্ধকং তথা॥ ১০৭
এবং চাষ্ট শবং[২] ত্যক্ত্বা পূর্ব্বোক্তান্যতমং শবম্।
গৃহীত্বা মূলমন্ত্রেণ পূজাস্থানং সমানয়েৎ॥ ১০৮

নীলতন্ত্রে চ—

চাণ্ডালং চাভিভূতং বা শীঘ্রং সিদ্ধিফলপ্রদম্॥ ১০৯

কালীতন্ত্রেঽপি—

ব্রাহ্মণং গোময়ং ত্যক্ত্বা সাধয়েদ্বীরসাধনম্॥ ১১০

অথ শবসমীপং গত্বা ওঁ ফট্ ইতি শবমভ্যুক্ষ্য ওঁ হুঁ মৃতকায় নমঃ ফট্ ইতি শবোপরি পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং দত্বা স্পর্শপূর্ব্বকং বক্ষ্যমাণমন্ত্রেণ প্রণমেৎ।

নিষিদ্ধ শব যথা—তাহাতেই (ভাবচূড়ামণিতে) তাহা বলিয়াছেন,—স্বেচ্ছা-মৃত, দ্বিবর্ষ, বৃদ্ধ, স্ত্রী, দ্বিজ, অন্নাভাবে মৃত কুষ্ঠী, সপ্তবর্ষার্দ্ধক—এই অষ্টবিধ শব ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বোক্ত অন্যতম শব গ্রহণ ও মূলমন্ত্রে পূজাস্থানে আনয়ন করিবে। ১০৭—১০৮

নীলতন্ত্রে বলিয়াছেন—চাণ্ডাল অথবা অভিভূত (বিহ্বল, সংজ্ঞাশূন্য, এবং এলোমেলো অবস্থাপন্ন)—এই দ্বিবিধ শব শীঘ্র সিদ্ধিফল প্রদান করে। ১০৯

কালীতন্ত্রেও বলিয়াছেন—ব্রাহ্মণ ও গোময় বর্জ্জন করিয়া বীরসাধনে প্রবৃত্ত হইবে। ১১০

অনন্তর শবসমীপে গমন এবং ওঁ ফট্ মন্ত্রে শবকে অভ্যুক্ষণ (জল সিঞ্চন) এবং ওঁ হুং মৃতকায়···ইত্যাদি মন্ত্রে শবের উপরি পুষ্পাঞ্জলিত্রয় প্রদান ও স্পর্শপূর্ব্বক বক্ষ্যমাণ (পরে যাহা বলা হইবে) মন্ত্রে প্রণাম করিবে।

১। কুষ্ঠিনং। ২। চাষ্টশতং।

তদুক্তং ভাবচূড়ামণৌ—

প্রণবাদ্যস্ত্রমন্ত্রেণ শবস্য প্রোক্ষণঞ্চরেৎ[১]।
প্রণবং কূর্চ্চবীজঞ্চ মৃতকায় নমশ্চ ফট্ ॥
পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং দত্ত্বা প্রণমেৎ স্পর্শপূর্ব্বকম্ ॥ ১১১
হে বীর পরমানন্দ শিবানন্দ কুলেশ্বর।
আনন্দভৈরবাকার দেবীপর্য্যঙ্কসংস্থিত ॥ ১১২
বীরোঽহং ত্বাং প্রপদ্যামি উত্তিষ্ঠ চণ্ডিকার্চ্চনে।
প্রণম্যানেন মন্ত্রেণ ক্ষালয়েৎ তদনন্তরম্ ॥ ১১৩

অথ সুগন্ধিজলেন শবং স্নাপ্য বাসসা জলমুদ্ধৃত্য ধূপৈর্ধূপিতং কৃত্বা গন্ধচন্দনাদিভিঃ (শবং) প্রলিপ্য তৎকটিদেশং[২] ধৃত্বা পূজাস্থানং সমানয়েৎ।

তদুক্তং নীলতন্ত্রে—

তারং কূর্চ্চং মৃতকায় নমোঽন্তং মন্ত্রমুদ্ধরেৎ ॥ ১১৪
শবস্নপনমন্ত্রোঽয়ং ইত্যাদি।

ভাবচূড়ামণিতে তাহা বলিয়াছেন। যথা—প্রণবাদি অস্ত্রমন্ত্রে শবকে প্রোক্ষণ ওঁ হুং···ইত্যাদি মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলিত্রয় প্রদান ও স্পর্শ পূর্ব্বক প্রণাম করিবে। হে বীর! হে পরমানন্দ! হে শিবানন্দ! হে আনন্দভৈরবাকার! তুমি বীর ও কুলেশ্বর, দেবীর পর্য্যঙ্কে অবস্থিতি করিয়া আছ, আমি বীর তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি। তুমি চণ্ডিকার অর্চ্চনায় উত্থান কর। এই মন্ত্রে প্রণাম করিয়া তাহার পর তাহার অভ্যুক্ষণ করিবে। ১১১--১১৩

অনন্তর সুগন্ধি সলিলে শবকে সুন্দররূপে স্নান করাইয়া ও বস্ত্র দ্বারা উত্তমরূপে মুছাইয়া দিয়া, ধূপ দ্বারা ধূপিত ও গন্ধচন্দনাদি দ্বারা প্রবিলিপ্ত করতঃ তাহার কটিদেশ ধারণপূর্ব্বক পূজাস্থানে আনয়ন করিবে।

নীলতন্ত্রে তাহা বলিয়াছেন। যথা—ওঁ হুঁ কূর্চ্চমৃতকায় নমঃ—এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। ইহাই শবকে স্নান করাইবার মন্ত্র। ১১৪

১। প্রণবাদ্যস্ত্রমন্ত্রেণ শবক প্রোক্ষণঞ্চরেৎ। ২। তৎকটিদেশে।

ধূপৈঃ সুধূপিতং কৃত্বা গন্ধাদিনা প্রলিপ্য চ।
রক্তাক্তো যদি দেবেশ ভক্ষয়েৎ কুলসাধকম্[১] ॥ ১১৫

ততঃ কুশশয্যাং কৃত্বা পূর্ব্বশিরঃ[২] শবং স্থাপয়েৎ। তদুক্তং তত্রৈব—

কুশশয্যাং পরিষ্কৃত্য তত্র সংস্থাপয়েৎ শবম্।
এলালবঙ্গকর্পূরজাতীখদিরসারকৈঃ।
তাম্বূলং তন্মুখে দত্ত্বা শবং কুর্য্যাদধোমুখম্ ॥ ১১৬
স্থাপয়িত্বা তস্য পৃষ্ঠং চন্দনেন বিলেপয়েৎ।
বাহুমূলাদি কট্যন্তং চতুরস্রং বিভাব্য চ ॥ ১১৭
মধ্যে পদ্মং চতুর্দ্বারং দলাষ্টকসমন্বিতম্।
ততশ্চৈনেয়মজিনং কম্বলান্তরিতং ন্যসেৎ ॥ ১১৮

তন্ত্রান্তরে চ—

গত্বা শবস্য সান্নিধ্যং ধারয়েৎ কটিদেশতঃ।
যদ্যুপদ্রাবয়েদস্য দত্ত্বান্নিষ্ঠীবনং শবে।
পুনঃ প্রক্ষালনং কৃত্বা জপস্থানং সমানয়েৎ ॥ ১১৯

ততো দ্বাদশাঙ্গুলমানানি যজ্ঞকাষ্ঠানি দশদিক্ষু সংস্থাপ্য তত্র ক্রমেণ ইন্দ্রাদিদশদেবতাঃ সংপূজ্য সামিষান্নবলিং দদ্যাৎ।

ধূপ দ্বারা সুধূপিত ও গন্ধাদি দ্বারা প্রবিলিপ্ত করিলে যদি রক্তাক্ত হয়, তাহা হইলে কুলসাধককে ভক্ষণ করিয়া থাকে [পাঠান্তরে কুলসাধন বিনষ্ট করে।] ১১৫

অনন্তর কুশশয্যায় শবকে পূর্ব্বশিরা করিয়া স্থাপন করিবে।

তাহাতেই (নীলতন্ত্রেই) তাহা বলিয়াছেন। যথা—কুশশয্যা পরিষ্কার করিয়া তাহাতে শবস্থাপন করতঃ এলাচ, লবঙ্গ, কর্পূর, জাতী ও খদিরসার দ্বারা তাম্বূল প্রস্তুত করিয়া, তাহা শবের মুখে দিয়া তাহাকে অধোমুখ এবং উহার পৃষ্ঠদেশে চন্দন দ্বারা অনুলিপ্ত করিবে। অনন্তর বাহুমূল হইতে কটিপর্য্যন্ত চতুরস্র ভাবনা করিয়া, মধ্যে দলাষ্টক (অষ্টদল) সমন্বিত চতুর্দ্বার পদ্ম আঁকিয়া ও কম্বলান্তরিত অজিন (কৃষ্ণসার মৃগচর্ম) বিন্যস্ত করিতে হইবে। ১১৬—১১৮

তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন,—শবের সান্নিধ্যে (নিকটে) গমন করিয়া কটিদেশ ধারণ করিবে। যদি উপদ্রব করে, তাহা হইলে তাহার গাত্রে নিষ্ঠীবন (থুথু) দিবে। পুনরায় প্রক্ষালনপূর্ব্বক জপস্থানে আনয়ন করিবে। ১১৯

পরে দ্বাদশাঙ্গুল-প্রমাণ যজ্ঞকাষ্ঠ দশদিকে সংস্থাপনপূর্ব্বক তাহাতে ক্রমে ইন্দ্রাদি দশদিক্-পালের অর্চ্চনা করিয়া সামিষান্ন বলি প্রদান করিবে।

১। কুলসাধনম্। ২। কুশশয্যায়াং পূর্ব্বশিরঃ কৃত্বা।

তদুক্তং তন্ত্রান্তরে—

দ্বাদশাঙ্গুলমানানি যজ্ঞকাষ্ঠানি দিক্ষু চ।
সংস্থাপ্য পূজয়েত্তত্র ইন্দ্রাদিদশদেবতাঃ॥ ১২০
বীজমিন্দ্রায়[১] সংলিখ্য সুরাধিপতয়ে ততঃ।
ইমং বলিং গৃহ্ণ-যুগ্মং গৃহ্ণাপয়যুগং ততঃ॥ ১২১
বিঘ্ননিবারণং কৃত্বা সিদ্ধিং প্রযচ্ছ ঠদ্বয়ং।
অনেন মনুনা পূর্ব্বে বলিং দদ্যাচ্চ সামিষম্॥ ১২২
স্বস্বনামাদিকং[২] কৃত্বা পূর্ব্ববদ্বলিমাহরেৎ।
সর্ব্বেষাং লোকপালানাং ততঃ সাধকসত্তমঃ॥ ১২৩

অত্রায়ং ক্রমঃ। লং ইন্দ্রায় সুরাধিপতয়ে ঐরাবতবাহনায় বজ্রহস্তায় শক্তিপারিষদায় সপরিবারায় নমঃ। ইতি সংপূজ্য বলিং দদ্যাদ্, যথা—ওঁ লং ইন্দ্রায় সুরাধিপতয়ে ইমং বলিং গৃহ্ন গৃহ্ন গৃহ্নাপয় গৃহ্নাপয় বিঘ্ননিবারণং কৃত্বা সিদ্ধিং প্রযচ্ছ স্বাহা এষ বলিঃ ইন্দ্রায় নমঃ। ওঁ বং বহ্নয়ে তেজোঽধিপতয়ে মেষারূঢ়ায় শক্তিহস্তায় ইত্যাদি পূর্ব্ববং। ষং যমায় প্রেতাধিপতয়ে দণ্ডহস্তায় মহিষবাহনায় ইত্যাদিনা সংপূজ্য বলিং দদ্যাদনেন ওঁ ষং যমায় প্রেতাধিপতয়ে ইত্যাদি পূর্ব্ববং। ওঁ ক্ষাং নিঋৃতয়ে রক্ষোঽধিপতয়ে শ্ববাহনায় খড়্গহস্তায় ইত্যাদি পূর্ব্ববং সংপূজ্য বলিং দদ্যাদনেন ওঁ ক্ষাং নিঋৃতয়ে রক্ষোঽধিপতয়ে ইত্যাদি পূর্ব্ববং। ওঁ বং বরুণায় জলাধিপতয়ে মকরবাহনায় পাশহস্তায় ইত্যাদিনা পূর্ব্ববং। যং বায়বে বায়ধিপতয়ে অঙ্কুশহস্তায়

তন্ত্রান্তরে উক্ত হইয়াছে—অনন্তর দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমাণ যজ্ঞকাষ্ঠসকল দশ দিকে সংস্থাপন করিয়া, তাহাতে ইন্দ্রাদি দশ দেবতার পূজা করিতে হইবে। বীজং ইন্দ্রায়···ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ব্বদিকে আমিষ সহিত বলি দিবে। সাধ্যনামাদি করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় সমুদায় লোকপালগণের (দশদিক্‌পালের) উদ্দেশে বলি প্রদান করিতে হইবে। ১২০—১২৩

বলিদানের মন্ত্র এই—লং ইন্দ্রায়···ইত্যাদি। এইরূপে সমুদায় লোকপালের বলি আহরণ করিয়া শবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদিগকেও বলি প্রদান করিবে।

১। বিষমিন্দ্রায়। ২। সাধ্যনামাদিকং।

মৃগ-বাহনায় ইত্যাদিনা পূর্ব্ববৎ সংপূজ্য বলিং দত্তাদনেন। ওঁ যং বায়বে বায়ধিপতয়ে ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। ওঁ কুং কুবেরায় যক্ষাধিপতয়ে গদাহস্তায় নরবাহনায় ইত্যাদিনা সংপূজ্য বলিং দত্তাদনেন। ওঁ কুং কুবেরায় যক্ষাধিপতয়ে ইত্যাদিনা পূর্ব্ববৎ। ওঁ হাং[1] ঈশানায় ভূতাধিপতয়ে শূলহস্তায় বৃষবাহনায় ইত্যাদিনা পূর্ব্ববৎ। নিঋ্ঋতিবরুণয়োর্মধ্যে ওঁ অনন্তায় নাগাধিপতয়ে চক্রহস্তায় রথবাহনায় ইত্যাদিনা পূর্ব্ববৎ সংপূজ্য বলিং দত্তাদনেন ওঁ অনন্তায় ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। ইন্দ্রেশানয়োর্মধ্যে আং ব্রহ্মণে লোকাধি-পতয়ে পদ্মহস্তায় হংসবাহনায় ইত্যাদিনা পূর্ব্ববৎ সংপূজ্য আং ব্রহ্মণে ইত্যাদিনা [পূর্ব্ববৎ]। শবাধিষ্ঠাতৃদেবতাভ্যো বলিং দত্তাৎ চতুঃষষ্টি-যোগিনীভ্যো নমঃ। ডাকিনীভ্যো নমঃ॥ ১২৪

অথ পূজাসামগ্রীং সমীপে দূরে[2] চোত্তরসাধকঞ্চ সংস্থাপ্য মূলান্তে হ্রীং ফট্ শবাসনায় নমঃ ইতি শবং[3] সংপূজ্য মূলমুচ্চরন্ অশ্বারোহণক্রমেণ শবোপর্য্যুপবিশ্য স্বপাদতলে কুশান্ দত্ত্বা শবকেশান্ প্রসার্য্য ঝুটিকাং বদ্ধা গুরুং (গণপতিং) দেবীঞ্চ নমস্কৃত্য প্রাণায়ামষড়ঙ্গন্যাসান্ কৃত্বা পূর্ব্বোক্ত-বীরার্দ্দনমন্ত্রেণ দশদিক্ষু[4] লোষ্ট্রাণি নিঃক্ষিপ্য সংকল্পং কুর্য্যাৎ॥ ১২৫

তদুক্তং ভাবচূড়ামণৌ—

পূজাদ্রব্যঃ সন্নিধৌ চ দূরে চোত্তরসাধকম্।
সমানগুণসম্পন্নং মান্ত্রিকং বিজিতেন্দ্রিয়ম্॥ ১২৬

তাহার মন্ত্র এই — চতুঃষষ্টিযোগিনীভ্যো নমঃ··· ইত্যাদি।

অনন্তর নিকটে পূজাসামগ্রী ও দূরে উত্তর সাধককে সংস্থাপনপূর্ব্বক মূলমন্ত্রের পর হ্রীং ফট্···ইত্যাদি মন্ত্রে আসনের পূজা, মূলোচ্চারণ সহকারে অশ্বারোহণক্রমে শবের উপরি উপবেশন, স্বকীয় পাদতলে কুশসকল দান, শবের কেশপাশ প্রসারণ, ঝুটিকাবন্ধন, গুরু ও দেবীকে নমস্কার, প্রাণায়াম ও ষড়ঙ্গন্যাস সমাধান, পূর্ব্বোক্ত বীরার্দ্দন মন্ত্রে এবং দশদিকে মন্ত্র দ্বারা লোষ্ট্র নিক্ষেপ করতঃ সঙ্কল্প করিতে হইবে। ১২৪—১২৫

ভাবচূড়ামণিতে বলিয়াছেন। যথা—সান্নিধ্যে পূজাদ্রব্য ও দূরে উত্তরসাধক যেন সমানগুণসম্পন্ন, মন্ত্রবিৎ ও বিজিতেন্দ্রিয় হন।

১। হৈ। ২ ভুবি। ৩। শবায় নমঃ ইত্যাদিনা আসনং।
৪। পূর্ব্বোক্তবীরাসনং দশদিক্ষু মনুনা।

(অভিষেকবিধিং জ্ঞাত্বা দেবতাং ভাবয়েৎ পরাম্ ।)
সংস্থাপ্যাত্মানমভ্যর্চ্চ্য স্বমন্ত্রান্তে ততঃ পরম্ ।
ফড়িত্যনেন মন্ত্রেণ তত্রাশ্বারোহণং বিশেৎ ॥ ১২৭
কুশান্ পাদতলে দত্ত্বা শবকেশান্ প্রসার্য্য চ ।
দৃঢ়ং নিবধ্য ঝুটিকাং[1] কৃতসঙ্কল্পসাধকঃ ॥ ১২৮

তন্ত্রান্তরে—

শবোপরি সমারুহ্য গুরুপূজাদিকং চরেৎ ।
প্রাণায়ামং বিধায়াথ দিক্ষু লোষ্ট্রাণি নিঃক্ষিপেৎ ॥ ১২৯

ততঃ স্ববামে শবসমীপে অর্ঘ্যপাত্রাদিকং সংস্থাপ্য শবঝুটিকায়াং[2] পীঠপূজাদিকং কৃত্বা ষোড়শোপচারৈঃ দেবীং সংপূজ্য শবমুখে দেবীং কারণেন ত্রিঃ সন্তর্পয়েৎ ।

তদুক্তং ভাবচূড়ামণৌ—

তত্র দেবীং সুসংপূজ্য উপচারৈঃ সুবিস্তরৈঃ ॥ ১৩০

(অভিষেকবিধি জানিয়া পরদেবতার ভাবনা করিবে ।) অনন্তর স্বমন্ত্রান্তে আত্মাকে অভ্যর্চ্চনা করিয়া পরে ফট্ ইতি মন্ত্রে উপবেশন, পাদতলে অশ্বারোহণক্রমে কুশসকল দান, শবের কেশকলাপ প্রসারণ ও দৃঢ়রূপে ঝুটিবন্ধন করিয়া কৃতসঙ্কল্প হইবে । ১২৭—১২৮

তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন,—শবের উপরি আরোহণ ও গুরুপূজাদি সমাচরণ এবং প্রাণায়াম সমাপন করিয়া দিক্‌সকলে লোষ্ট্রসকল নিক্ষেপ করিবে । ১২৯

অনন্তর স্ব-বামে (আপন বামে) শবসমীপে অর্ঘ্যপাত্রাদি স্থাপন ও শবের পীঠপূজাদি সংবিধান (সম্পাদন), ষোড়শ উপচারে দেবীর আরাধনান্তে শবের মুখে কারণ দ্বারা তিনবার দেবীর তর্পণ করিবে ।

ভাবচূড়ামণিতে তাহা বলিয়াছেন । যথা—তথায় দেবীকে সুবিস্তর প্রচুর) উপাচার দ্বারা সম্যক্ সম্যক্ প্রকারে (সর্ব্বপ্রকারে, উত্তমরূপে) পূজা করিয়া ইত্যাদি । ১৩০

---

১ । চূটিকাং । ২ । শবচূটিকায়াং ।

নীলতন্ত্রে চ—

শবাস্যে কারণেনৈব[১] দেবতাপ্যায়নং ততঃ ॥ ১৩১

ততঃ শবাদুত্থায় তস্য সম্মুখং গত্বা বক্ষ্যমাণমন্ত্রং পঠেৎ।

তদুক্তং ভাবচূড়ামণৌ—

উত্থায় সম্মুখে স্থিত্বা পঠেদ্ভক্তিপরায়ণঃ।
ওঁ বশো মে ভব দেবেশ মমামুকপদং ততঃ।
সিদ্ধিং দেহি মহাভাগ কৃতাশ্রয়পরায়ণঃ[২] ॥ ১৩২

ততো মূলমন্ত্রং পঠন্ পট্টসূত্রেণ শবপাদদ্বয়ং দৃঢ়ং নিবধ্য বক্ষ্যমাণমন্ত্রেণ রক্তচন্দনাদিনা ত্রিকোণচক্রং বিলিখেৎ।

তদুক্তং তন্ত্রান্তরে—

মূলমন্ত্রমুচ্চরন্ মন্ত্রী শবপাদদ্বয়ং ততঃ।
পট্টসূত্রেণ বধ্নীয়াৎ তদোত্থাতুং ন শক্যতে ॥ ১৩৩

নীলতন্ত্রেও তাহা বলিয়াছেন—শবের মুখে যথাবিধানে কারণ দ্বারা দেবতার আপ্যায়ন করতঃ শব হইতে উত্থিত হইয়া তদীয় সম্মুখে গমন করিয়া বক্ষ্যমাণ (ওঁ বশো মে ইত্যাদি) মন্ত্র পাঠ করিবে। ১৩১

ভাবচূড়ামণিতেও তাহা বলিয়াছেন। যথা—উত্থান ও সম্মুখে অবস্থান করতঃ ভক্তিপরায়ণ হইয়া ওঁ বশো মে···ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। অনন্তর মূলমন্ত্রপাঠান্তে পট্টসূত্র দ্বারা শবের পাদদ্বয় দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া বক্ষ্যমাণ (ওঁ ভীমভীরু ইত্যাদি) মন্ত্রে রক্তচন্দনাদি দ্বারা ত্রিকোণ চক্র লিখিতে (অঙ্কন করিতে) হইবে। ১৩২

তন্ত্রান্তরে তাহা বলিয়াছেন, যথা—সাধক মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক পরে পট্টসূত্র দ্বারা শবের পাদদ্বয় বন্ধন করিবে। তাহা হইলে শব আর উঠিতে পারিবে না। ১৩৩

১। বিধিবদ্দেবীং। ২। কৃতাশ্রমপদাং বর।

তদুক্তং ভাবচূড়ামণৌ—

ওঁ ভীমভীরুভয়াভাব ভবমোচনভাবুকঃ[1]।
ত্রাহি মাং দেবদেবেশ শবানামধিপাধিপঃ ॥ ১৩৪
ইতি পাদতলে তস্য ত্রিকোণং চক্রমুল্লিখেৎ।
তদোত্থাতুং ন শক্নোতি শবশ্চ নিশ্চলো ভবেৎ ॥ ১৩৫

শবহস্তদ্বয়ং পার্শ্বয়োঃ প্রসার্য্য তদুপরি কুশান্ দত্ত্বা তত্র স্বপাদৌ নিধায় পুনঃ প্রাণায়ামং কৃত্বা শিরসি গুরুং হৃদি দেবীঞ্চ ধ্যাত্বা ওষ্ঠৌ সংপুটৌ কৃত্বা[2] বিহিতমালয়া বিভীর্জ্জপেৎ। ১৩৬

তদুক্তং তত্রৈব—

উপবিশ্য পুনস্তস্য বাহূ নিঃসার্য্য পার্শ্বয়োঃ।
হস্তয়োঃ কুশমাস্তীর্য্য পাদৌ তত্র নিধাপয়েৎ ॥ ১৩৭
ওষ্ঠৌ সংপুটকৌ কৃত্বা স্থিরচিত্তঃ স্থিরেন্দ্রিয়ঃ।
সদা দেবীং হৃদি ধ্যাত্বা মৌনী[3] জপমথাচরেৎ ॥ ১৩৮

ভাবচূড়ামণিতেও বলিয়াছেন—ওঁ ভীমভীরুভয়া···ইত্যাদি মন্ত্রে শবের পদতলে ত্রিকোণ চক্র লিখিবে। তাহা হইলে শব উঠিতে পারিবে না এবং চলিতে পারিবে না। ১৩৪—১৩৫

শবের দুইহস্ত দুই পার্শ্বে প্রসারিত ও তদুপরি কুশসকল সংস্থাপিত এবং তাহাতে নিজের পদদ্বয় সন্নিহিত করিয়া পুনরায় প্রাণায়াম সহকারে মস্তকে গুরুর ও হৃদয়ে দেবীর ধ্যান এবং ওষ্ঠাধর সংপুটিত করতঃ নির্ভয়ে জপ করিতে হইবে। ১৩৬

ঐ ভাবচূড়ামণিতেই তাহা বলিয়াছেন, যথা,—পুনরায় উপবিষ্ট হইয়া পার্শ্বদ্বয়ে বাহুদ্বয় প্রসারিত ও হস্তদ্বয়ে কুশ আস্তৃত (বিস্তৃত, আচ্ছাদিত) করিয়া তাহাতে পদযুগল সন্নিধাপিত (সমীপে রক্ষা বা সংস্থাপন) করিবে এবং স্থিরচিত্ত ও স্থিরেন্দ্রিয় হইয়া অধর ও ওষ্ঠ সংপুটিত করিয়া দেবীর ধ্যানসহকারে মৌনী হইয়া জপে প্রবৃত্ত হইবে। ১৩৭—১৩৮

১। ওঁ ভীমভীরুভয়ত্রাব ত্রব্যালোচনভাবকঃ। ২। ওষ্ঠাধরসংপুটৌ। ৩। মৌলী।

অত্রাপি শ্মশানসাধনক্রমেণ জপঃ কার্য্যঃ। যদ্যর্দ্ধরাত্রিপর্য্যন্তং কিঞ্চিন্ন লক্ষ্যতে। তদা পূর্ব্ববৎ সর্ষপতিলবিকিরণং[1] সপ্তপাদগমনাদিকং কৃত্বা জপং কুর্য্যাদিতি। ১৩৯

চলচ্ছবাস্তয়ং[2] নাস্তি ভয়ে জাতে বদেত্ততঃ।
যদ্ যৎ প্রার্থয়সি দেবেশি[3] দাতব্যং কুঞ্জরাদিকম্ ॥ ১৪০
দিনান্তরে তু দাস্যামি স্বনাম কথয়স্ব মে।
ইত্যুক্ত্বা সংস্কৃতেনৈব নির্ভয়স্তু পুনর্জ্জপেৎ ॥ ১৪১
ততশ্চেন্মধুরং বক্তি বক্তব্যং মধুরং ততঃ।
ততঃ সত্যং কারয়িত্বা বরন্তু প্রার্থয়েত্ততঃ ॥ ১৪২
যদি সত্যং ন করোতি বরং বা ন প্রযচ্ছতি।
তদা পুনর্জ্জপেদ্ধীমান্ একাগ্রমানসস্তথা ॥ ১৪৩
নররূপং বিনা তত্র দেবোঽপি নাপসর্পতি।
যত্নতস্তেন বোদ্ধব্যং নরো বা দেবযোনয়ঃ ॥ ১৪৪

এস্থলে শ্মশানসাধন-ক্রমানুসারে জপ করা কর্তব্য। যদি অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত কিছু দেখা না দেয়, তাহা হইলে পূর্ব্ববৎ সর্ষপ ও তিল বিকিরণ ও সপ্তপদ গমন করিয়া জপ করিবে। ১৩৯

আসন চলিত হইলে ভয় করিবে না। তৎকালে এইরূপ বলিবে, 'দেবি! হস্তী প্রভৃতি যাহা যাহা প্রার্থনা করিতেছেন, তাহা দিনান্তরে দান করিব। এক্ষণে আপনার নাম কি, বলুন।' সংস্কৃতে (সংস্কৃত ভাষায়) এইরূপ বলিয়া পুনরায় নির্ভয় হইয়া অর্থাৎ নিঃশঙ্ক চিত্ত হইয়া জপ করিবে। ১৪০—১৪১

পুনরায় যদি মধুর-ভাবে কথা বলেন, মধুরভাবে তাহার উত্তর দান করিতে হইবে। অনন্তর সত্য (শপথ বা দিব্বি প্রতিজ্ঞা) করাইয়া বরপ্রদান প্রার্থনা করিবে। যদি সত্য (প্রতিজ্ঞা) না করেন এবং বরও না দেন, পুনরায় একাগ্রচিত্তে জপে বসিবে। ১৪২—১৪৩

নররূপ ব্যতিরেকে তথায় দেবতাও আগমন করিবে না। সেইজন্য সর্ব্বপ্রথমে সর্ব্বপ্রযত্নে অর্থাৎ অতিশয় যত্নসহকারে বুঝিতে হইবে, মনুষ্য অথবা দেবযোনি কি না। ১৪৪

১। অর্থাৎ তিলান্ বিকিরন্। ২। চলাসনে ভয়ং। ৩। প্রার্থয়সে দেবি।

মাতা মাতৃস্বসা বাপি মাতুলানী তথৈব চ।
আগত্য বিঘ্নং[1] কুরুতে মায়য়াচ্ছাদ্য বিগ্রহম্॥ ১৪৫
উত্তিষ্ঠ বৎস তে কার্য্যং সর্ব্বং যাতু ন সংশয়ঃ।
প্রভাতসময়ো জাতস্ত্বৎপিতা ক্রোশতে গৃহে॥ ১৪৬
প্রায়ো হি মৎসরা[2] লোকা রাজানো দণ্ডধারিণঃ।
কদাচিৎ কেন বা দৃষ্টস্তদা কিঞ্চিদ্ ভবিষ্যতি॥ ১৪৭
ইত্যাদি বিবিধৈর্ব্বাক্যৈর্ন চ জাপং পরিত্যজেৎ॥ ১৪৮
মৃতাঃ পিতৃগণাস্তত্র দূরদেশনিবাসিনঃ।
বান্ধবাস্তত্র গচ্ছন্তি দেবরূপধরাস্তথা। ১৪৯
স্ত্রীপুত্রসেবকাদীংশ্চ গৃহীত্বা নিয়তৈঃ পরৈঃ।
রুদন্তঃ[3] পুত্রকাঃ সর্ব্বে ভ্রাতা বানুজশিষ্যকাঃ॥ ১৫০
নিজকান্তাঙ্গসংস্পর্শ[4]-বস্ত্রাদ্যাভরণাদিকম্।
গৃহীত্বা নীয়তে পত্তি-পালকৈস্তদ্ভয়ং[5] ত্যজেৎ॥ ১৫১

তৎকালে মাতা, মাতৃস্বসা অথবা মাতুলানি—এই সকলের বেশে আগমন করিয়া বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়া বলেন, 'বৎস! উত্থান কর। তোমার সকল কার্য্য নিঃসন্দেহেই নষ্ট হইল। ঐ দেখ প্রাতঃকাল হইয়াছে; তদীয় পিতা গৃহে আক্রোশ প্রকাশ করিতেছেন। লোকসকলও প্রায় মৎসর (রোষ, ক্রোধ) বিশিষ্ট এবং রাজারাও দণ্ড প্রযোগ করিয়া থাকেন। কদাচিৎ কেহ দেখিয়া ফেলিলে কি হইবে?' প্রভৃতি বাক্য ব্যবহার বা প্রয়োগ করিলেও জপ পরিত্যাগ করিবে না। ১৪৫—১৪৮

মৃত পিতৃগণ ও দূরদেশবাসী মৃত বন্ধুগণ দেবরূপ ধারণ করিয়া তথায় আগমন করেন। অথবা পুত্রগণ রোদন করিতে করিতে এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও শিষ্যগণ আগমন করিয়া থাকে। কখন কখন এইরূপও দেখা যায় যে পত্তিপালকগণ (পদাতিকসৈন্য) স্বীয় পত্নীর অঙ্গ স্পর্শপূর্ব্বক তাহার বস্ত্রাদি এবং অলঙ্কারাদি লইয়া যাইতেছে। প্রকৃতপক্ষে ঐ সমস্তই মিথ্যা; সুতরাং সাধক ঐ সকল হইতে ভয়ে বিহ্বল বা বিচলিত হইবেন না। ১৪৯—১৫১

১। চিহ্নং। ২। বিমৎসরী। ৩। রুদন্তী। ৪। নিজকান্তাঙ্গসংস্পর্শং।
৫। নীয়তে তত্র পানকৈস্তদ্ভয়ং।

বান্ধবৈস্তত্র দিবসে শঙ্কা তত্র প্রজায়তে।
যদি ন ক্ষুভ্যতে তত্র তদা কিংবা ন লভ্যতে।
স্ত্রীরূপধারিণী দেবী দ্বিজরূপধরঃ পুমান্॥ ১৫২
বরং গৃহ্ণেতি শব্দে বৈ ত্রিরাত্রান্তে বরং লভেৎ।
সাধুনাসাধুনা বাপি যোষিচ্ছেদ্ বরদায়িনী॥
তদা বীরপতেস্তস্য কিং ন সিধ্যতি ভূতলে। ১৫৩
নিষ্পাপপুরুষেণৈব কুলীনেনৈব সংস্কৃতা॥ ১৫৪
অসংস্কৃতবরা দেবী পাপং যুঙ্ক্তে ন সংশয়ঃ।
সম্মুখেঽসম্মুখে চাপি সংস্কৃতং বক্তি চাপরম্॥ ১৫৫
সৈব দেবী ন সন্দেহঃ স দেবো ভৈরবঃ স্বয়ম্।
ন চেদেবং ভবেচ্চৈব মায়াঘটিতবিগ্রহঃ॥ ১৫৬
বরং ন বরয়েত্তত্র ন কিঞ্চিৎ প্রবদেত্ততঃ।
স চেৎ সংস্কৃতমাখ্যানং বক্তি বক্তব্যমীদৃশম্॥ ১৫৭
ন চেৎ স্বয়ং কৌলিকোঽপি বরং গ্রাহ্যং নিরাকুলম্।
অথবা উৎকটং কিঞ্চিৎ জ্যোতির্ব্বা নীললোহিতম্॥ ১৫৮

এই বীরসাধন দিবসে বান্ধবের দ্বারা নানা প্রকার ভয় সমুৎপন্ন হয়। ইহাতে যদি সাধকের ক্ষোভ না হয়, তবে বাঞ্ছিত ফললাভ করিতে পারেন। দেবী স্ত্রী-রূপ ধারণ অথবা দ্বিজরূপধর পুরুষ বেশ পরিগ্রহ করিয়া তথায় আগমনপূর্ব্বক 'বরগ্রহণ কর' বলিলে ত্রি-রাত্রির অবসানে বর গ্রহণ করিবে। এইরূপে ভাল বা মন্দ যাহা হউক, দেবী স্ত্রীবেশে বর দিতে উদ্যত হইলে, বীরপতির কি না সাধিত হয়? ১৫২—১৫৩

সম্মুখে (সামনে) অথবা অসম্মুখে (মুখামুখি উপস্থিত না হইয়া) যদি সংস্কৃত করিয়া (সংস্কৃত ভাষায়) কথা বলেন, তাহা হইলে সেই স্ত্রী নিঃসন্দেহে স্বয়ং দেবী এবং সেই পুরুষ নিঃসংশয়ই সাক্ষাৎ ভৈরব। যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে মায়াঘটিত কপট বিগ্রহ (দেহ) বুঝিতে হইবে। ১৫৪—১৫৬

তাহা হইলে, কোনরূপ বরই প্রার্থনা করিবে না এবং কোনরূপ কথাও বলিবে না। পুরুষ যদি সংস্কৃতে কথা বলেন, তাহা হইলেই ঐরূপ বলিবে। অথবা, যদি কিছু নীল-লোহিতবর্ণ বিশিষ্ট উৎকট জ্যোতি আবির্ভূত,

শব্দো বা জায়তে সম্যাগমৃতং বাপি লভ্যতে।
বিচার্য্য তদ্গৃহীতব্যমেবং শিবেন ভাষিতম্ ॥ ১৫৯

দেবকৃত্যা[১] তু বহুধা ন চাকৃতবিবুদ্ধয়ঃ।
অবশ্যং তত্র দাতব্যং ন চ প্রত্যাক্ষতাং ক্বচিৎ ॥ ১৬০

ভৈরবা বটুকাশ্চৈব কুলশাস্ত্রপরায়ণাঃ।
এতচ্ছাস্ত্রপ্রসঙ্গেন কৃত্যাকুটিলবিগ্রহাঃ ॥ ১৬১

পুত্রো ভূত্বা হরেদ্বিদ্যাং নারী ভূত্বা বিমোহয়েৎ।
তস্মাত্তত্র ভবেদ্দোষো[২] বিচারে যত্নমাচরেৎ ॥ ১৬২

সত্যে কৃতে বরং লব্ধা সংত্যজেচ্চ জপাদিকম্।
ফলং জাতমিতি জ্ঞাত্বা ঝুটিকাং[৩] মোচয়েত্ততঃ ॥ ১৬৩

অন্যত্রাপি—

শবং প্রক্ষাল্য সংস্থাপ্য মোচয়েৎ পদবন্ধনম্[৪]।
পাদচক্রং[৫] মার্জ্জয়িত্বা পূজাদ্রব্যং[৬] জলে ক্ষিপেৎ ॥ ১৬৪

কোনরূপ শব্দ সমুদ্ভূত এবং সম্যক্প্রকারে অমৃত লাভ হয়, তাহা বিচার করিয়া গ্রহণ করিবে। স্বয়ং শিব এই কথা বলিয়াছেন। ১৫৭—১৫৯

কেননা, দেবগণের কার্য্য অনেক প্রকার। তাহা সহজে বুঝাও দুষ্কর। ভৈরবগণ ও বটুকসকল কুলশাস্ত্রপরায়ণ। তাহারা কখন পুত্র হইয়া বিদ্যাহরণ করে এবং কখনও বা স্ত্রী হইয়া মোহিত করিয়া থাকে। সেইজন্য পরিণামে দোষ জন্মিতে পারে বলিয়া, যত্নপূর্ব্বক বিচার করিবে। সত্য (প্রতিজ্ঞা, শপথ) করিলে, বরলাভ করিয়া জপাদি ত্যাগ করিতে হইবে এবং ফল হইয়াছে, জানিতে পারিলে ঝুটিকাও ছাড়িয়া দিবে। ১৬০—১৬৩

অন্যত্রও বলিয়াছেন। যথা,—শবকে প্রক্ষালন ও সংস্থাপন করিয়া বন্ধন খুলিয়া দিবে এবং পদস্থিত চক্র মার্জ্জনা করিয়া পূজা করতঃ জলে

১। এবং কৃত্বা। ২। ভবেদ্দোষাৎ। ৩। ঝুটিকাং।
৪। শবং প্রক্ষাল্য সংস্থাপ্য বন্ধনং মোচয়েৎ পদম্। ৫। পদে চক্রং। ৬। পূজয়িত্বা।

শবং জলেঽথ গর্ত্তে বা নিঃক্ষিপ্য স্নানমাচরেৎ।
ততস্তু স্বগৃহং গত্বা বলিং দদ্যাৎ দিনান্তরে ॥ ১৬৫

অস্মিন্ রাত্রৌ যেষাং দেবানাং যজমানোঽহং তে গৃহ্ণন্তু ইমং বলিম ইতি।

ভাবচূড়ামণৌ—

অথ তৈস্তু চিৎশ্মশান[1]-নরকুঞ্জরশূকরান্।
দত্বা পিষ্টময়ানেব কর্ত্তব্যং সমুপোষণম্ ॥ ১৬৬
পরেঽহ্নি নিত্যমাচর্য্য পঞ্চগব্যং পিবেত্ততঃ।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েত্তত্র পঞ্চবিংশতিসংখ্যকান্ ॥ ১৬৭
সপ্ত[2] পঞ্চ বিহীনান্ বা ক্রমাচ্চৈব দশাবধি।
ততঃ স্নাত্বা চ ভুক্ত্বা চ নিবসেদুত্তমস্থলে ॥ ১৬৮
যদি ন স্যাদ্বিপ্রভোজ্যং তদা নির্ধনতাং ব্রজেৎ।
তেন চেন্নির্ধনস্তস্য তদা দেবঃ প্রকুপ্যতি ॥ ১৬৯
ত্রিরাত্রং বাথ ষড়্‌রাত্রং নবরাত্রন্তু গোপয়েৎ[3]।
স্ত্রীশয্যাং যদি গচ্ছেদ্বৈ তদা ব্যাধিং বিনির্দ্দিশেৎ[4] ॥ ১৭০

নিক্ষেপ করিয়া স্নান করিবে। অনন্তর স্বগৃহে গমন করিয়া দিনান্তরে বলি প্রদান করিবে। তাহার মন্ত্র এই—অস্মিন্ রাত্রৌ ইত্যাদি। ১৬৪—১৬৫

ভাবচূড়ামণিতেও এইরূপ বলিয়াছেন। অনন্তর পিষ্টকনির্ম্মিত পূর্ব্ব-যাচিত নর, কুঞ্জর (হস্তী) ও শূকরসকল দান করিয়া সেদিন উপবাস করিতে হইবে। পরদিবস নিত্যকর্ম্মসমাধানান্তে পঞ্চগব্য পান করিয়া, পঞ্চবিংশতি-সংখ্যক ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে। কুড়িজন, আঠার জন বা দশ জন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলেও ক্ষতি নাই। ১৬৬—১৬৮

ব্রাহ্মণভোজনের পর স্নান ও ভোজন করিয়া উত্তম স্থলে অবস্থিতি করিবে। ব্রাহ্মণভোজন না করাইলে সাধককে নির্ধন হইতে হয়। আবার যদি নির্ধন হয়, তাহা হইলে দেবতা রুষ্ট হইয়া থাকেন। তিন রাত্রি বা ছয় রাত্রি অথবা নয় রাত্রি গোপন থাকিতে হইবে। স্ত্রী-শয্যায় শয়ন করিলে ব্যাধিগ্রস্ত হইতে হয়। ১৬৯—১৭০

১। অথ তৈর্যাচিত্তানশান। ২। পঞ্চ। ৩। সংযমেৎ। ৪। ব্যাধি র্ভবেৎ চ হি।

গীতং শ্রুত্বা চ বধিরো নিশ্চক্ষুর্নৃত্যদর্শনাৎ।
যদি বক্তি দিনে বাক্যং তদাস্য মূকতাং ব্রজেৎ[১] ॥ ১৭১
পঞ্চদশদিনান্তে তু দেহে দেবস্য সংস্থিতিঃ।
গোব্রাহ্মণানাং নিন্দাঞ্চ ন কুর্য্যাচ্চ কদাচন ॥ ১৭২
দেবগোব্রাহ্মণাদীংশ্চ প্রত্যহং সংস্পৃশেৎ শুচিঃ।
প্রাতর্নিত্যক্রিয়ান্তে তু বিল্বপত্রোদকং পিবেৎ ॥ ১৭৩
ততঃ স্নায়াচ্চ গঙ্গায়াং প্রাপ্তে ষোড়শবাসরে।
স্বাহান্তমূলমুচ্চার্য্য তর্পণান্তে নমঃ পদম্ ॥ ১৭৪
এবং শতত্রয়াদূর্দ্ধং দেবান্ বৈ তর্পয়েজ্জলৈঃ।
স্নানতর্পণশূন্যস্য ন সাদ্দেবস্য তর্পণম্ ॥ ১৭৫
ইত্যনেন বিধানেন সিদ্ধিং প্রাপ্নোতি মানবঃ।
ইহ ভুক্ত্বা বরান্ ভোগান্ অন্তে যাতি হরেঃ পদম্ ॥ ১৭৬

গীত শ্রবণ করিলে বধির হইয়া থাকে; নৃত্য দর্শন করিলে চক্ষুহীন হয়; দিবসে কথা বলিলে মূক হইতে হইবে। পঞ্চদশ দিবসের পর দেহে দেবতার অধিষ্ঠান হইয়া থাকে। গো-ব্রাহ্মণের নিন্দা কখন করিবে না। ১৭১—১৭২

শুচি হইয়া প্রত্যহ দেব, গো ও ব্রাহ্মণদিগকে স্পর্শ করিতে হইবে। প্রাতঃকালে নিত্যক্রিয়ার পর বিল্বপত্রোদক পান করিবে। পরে ষোড়শ বাসর (দিবস) উপস্থিত হইলে গঙ্গায় স্নান করিতে হইবে। তৎকালে স্বাহান্ত মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তর্পণান্তে নমঃ শব্দ প্রযোগ করিবে। এইরূপে জল দ্বারা শতত্রয়ের উর্দ্ধ অর্থাৎ তিনশতাধিক দেবগণের তর্পণ করিতে হইবে। স্নান ও তর্পণ শূন্য হইলে, দেবতর্পণের অধিকার হয় না। এই প্রকার বিধানানুসারেই লোকে সিদ্ধ হইয়া থাকে এবং ইহলোকে উৎকৃষ্ট ভোগসকল ভোগ করিয়া পরলোক হরিপদে লীন হয়। ১৭৩—১৭৬

এই সাধন অসাঙ্গ হউক আর সাঙ্গ হউক, সফল হউক আর বিফল হউক, [এই সাধন অসঙ্গ (অঙ্গহানি বা অসমাপ্ত) হইলেও সাঙ্গ (সম্পূর্ণ) হয়, নিষ্ফল হইলেও সফল হয়।] ইহার অনুষ্ঠান করিলে সাধক শক্তির

১। মূকতা ভবেৎ।

অসাঙ্গং বাপি সাঙ্গং স্যাৎ নিষ্ফলং সকলং[1] ভবেৎ।
কৃত্বা সাধনমেবৈতৎ শক্তেঃ প্রিয়তরো ভবেৎ।
শবাভাবে শ্মশানে বা কার্য্যং বৈ বীরসাধনম্ ॥ ১৭৭
যো ভাবো যস্য বৈ প্রোক্তস্তৈর্ভাবৈর্যদি নার্চ্চয়েৎ।
দশাহক্রমযোগেন ভ্রষ্টো ভবতি সাধকঃ ॥ ১৭৮
নোপদিশেত্তত্র ভাবং ন পূজাং[2] তত্র সন্দিশেৎ।
কুলান্মন্ত্রং গৃহীত্বা তু যাবচ্ছুদ্ধিঃ[3] প্রজায়তে ॥ ১৭৯

ইতি মহামহোপাধ্যায়-শ্রীপরমহংস-পরিব্রাজক-শ্রীপূর্ণানন্দগিরিবিরচিত-
শ্যামারহস্যে চতুর্দ্দশঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ১৪ ॥

প্রিয়পাত্র হইতে পারে। শবের অভাব হইলে শ্মশানে বীরসাধন করিতে হইবে। ১৭৭।

যাহার যে-ভাব কথিত আছে, সে যদি সেই ভাবে অর্চ্চনা না করে, তাহা হইলে দশাহক্রমযোগেই ভ্রষ্ট হইয়া থাকে। এ বিষয়ে ভাব বা পূজার বিষয় উপদেশ করিতে নাই; রূপও নির্দ্দেশ করিবে না, কুল হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিয়া যেমন বুঝিবে, সেইভাবে প্রবৃত্ত হইবে। ১৭৮—১৭৯

মহামহোপাধ্যায় শ্রীপরমহংসপরিব্রাজক শ্রীপূর্ণানন্দগিরি-বিরচিত
শ্যামারহস্যে চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

১। সকলং নিষ্কলং বা। ২। রূপং গিরি। ৩। বুদ্ধিঃ।

পঞ্চদশঃ পরিচ্ছেদঃ

অথ প্রকারান্তর-শবসাধনম্

তদুক্তং কালীতন্ত্রে—

শৃণু দেবি! বরারোহে! বীরসাধনমুত্তমম্।
নৃণাং শীঘ্রফলাবাপ্ত্যৈ[1] প্রকারান্তরমুচ্যতে॥ ১
চতুষ্পথে চতুর্দ্দিক্ষু পুরুষং হৃদয়ং খনেৎ।
জীবিতং ব্রহ্মরন্ধ্রে বৈ দীপং প্রজ্বালয়েদিতি[২]॥ ২
মধ্যে তথা খনেদেকং তত্র শুদ্ধাসনং ভবেৎ।
পূর্ব্বোক্তেন চ মার্গেণ তত্র সংস্কারমারভেৎ॥ ৩
মহাকালাদিদেবেভ্যো বলিং পূর্ব্ববদাহরেৎ।
কল্পোক্তপূজাং সংপূজ্য জপেৎ প্রযতমানসঃ॥ ৪

অধুনা, প্রকারান্তর শবসাধন কথিত হইতেছে। কালীতন্ত্রে তাহা বলিয়াছেন। হে দেবি! শ্রবণ কর, সকল প্রকার সাধনের শ্রেষ্ঠ বীরসাধন কীর্ত্তন করিব। লোকে ফলপ্রাপ্তির জন্য প্রকারান্তর বর্ণিত হইতেছে। ১

চতুষ্পথে চতুর্দ্দিকে পুরুষ ও হৃদয় খনন এবং ব্রহ্মরন্ধ্রে জীবিত প্রদীপ প্রজ্বলিত করিবে। মধ্যভাগে আর একটী খনন করিতে হইবে। তাহাতেই শুদ্ধাসন হইবে। পূর্ব্বোক্ত মার্গানুসারে তাহাতে সংস্কার আরম্ভ করিতে হইবে। ৩

মহাকালাদি দেবগণকে পূর্ব্ববৎ বলি প্রদান করিবে। কল্পোক্ত পূজা করিয়া প্রযত (পবিত্র, নিয়মযুক্ত ও সংযত) চিত্তে জপ করিতে হইবে। নব

১। শীঘ্রফলাবাপ্ত্যৈ। ২। প্রজ্বালয়েৎ।

দন্তাক্ষমালয়া[১] চৈব রাজদন্তেন[২] মেরুণা।
দিগ্বাসাঃ প্রজপেন্মন্ত্রমযুতং সর্ব্বদৈবতম্ ॥ ৫
জপান্তে চ বলিং দত্ত্বা দক্ষিণাং বিভবাবধি।
সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো বিদ্বান্ সর্ব্বদেবনমস্কৃতঃ ॥ ৬
অথবা বিজনেঽরণ্যে অস্থিশয্যাসনো নরঃ।
উদয়াস্তং দিবা জপ্ত্বা সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ। ৭
বিল্ববৃক্ষে নিজক্রোড়ে শবমারোপ্য যত্নতঃ।
নৃসিংহমুদ্রয়া বীক্ষ্য জপেন্মাতৃকয়া যদি ॥ ৮
সহস্রং তত্র বৈ জপ্ত্বা সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ।
বটমূলে শবং নীত্বা তত্র দেবীং প্রপূজ্য চ।
সুপ্ত্বা তত্র মন্ত্রং জপ্ত্বা সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ ॥ ৯

হইয়া দন্ত ও অক্ষমালা এবং রাজদন্ত ও মেরুমালা দ্বারা সর্ব্বদৈবত মন্ত্র অযুতবার জপ করিবে। ৪—৫

জপান্তে বলিপ্রদানপূর্ব্বক স্বীয় বিভবানুসারে দক্ষিণা দান করিলে সর্ব্বসিদ্ধির অধীশ্বর, বিদ্বান্ ও সকল দেবতার নমস্কৃত্য হওয়া যায়। ৬

অথবা বিজন অরণ্যে অস্থির শয্যা ও অস্থির আসন করিয়া, উদয়াস্ত দিনমান জপ করিলে সর্ব্বসিদ্ধির অধীশ্বরত্ব সংগ্রহ হইয়া থাকে। ৭

অথবা বিল্ববৃক্ষমূলে নিজের ক্রোড়দেশে শবকে যত্নপূর্ব্বক আরোপিত করিয়া নৃসিংহমুদ্রা প্রদর্শনসহকারে মাতৃকা দ্বারা জপ করিবে। ঐরূপে সহস্রজপ করিলে সর্ব্ববিধ সিদ্ধি আয়ত্ত হইয়া থাকে। অথবা বটবৃক্ষের মূলদেশে শব আনয়নপূর্ব্বক দেবীর পূজা করিয়া তাহাতে শয়ন করতঃ মন্ত্র জপ করিলেও সর্ব্বসিদ্ধীশ্বর হওয়া যায়। ৮—৯

১। দন্তাখ্যমালয়া।

১। **অক্ষমালা**—অক্ষ—(ক) পদ্মবীজ: (২) রুদ্রাক্ষবীজ, রুদ্রাক্ষমালা অর্থাৎ রুদ্রাক্ষাদি রচিত জপমালা। স্বর্ণমণিমুক্তাদি রচিত জপমালা। 'স্বর্ণ-মণি-মুক্তা-স্ফটিক-পদ্মপত্র-বীজাক্ষাণামক্ষত্তমেবাক্ষমালাং কুর্য্যাৎ'। তন্ত্রে জপকর্মে লিখিত অক্ষের (আকারাদি-ক্ষকারান্ত পঞ্চাশদ্বর্ণের) মালা। 'অ-কারাদি ক্ষ-কারান্তা অক্ষমালা প্রকীর্তিতা।' অন্যমতে ১৬ (ষোল) স্বর ও ৩৪ (চৌত্রিশ) ব্যঞ্জন বর্ণের সংক্ষিপ্ত নাম। অর্থাৎ স্বরাদ্য ও ব্যঞ্জনান্ত বর্ণদ্বয়ের সমন্বয়-সমাহারে (অ—ক্ষ) হয়। পঞ্চাশদ্-বর্ণের প্রতিনিধিভূত স্ফটিকাদি কৃত বাহ্যমালা।

২। **রাজদন্ত**—দন্তের রাজা (শ্রেষ্ঠ)। অথবা রাজ (শোভমান) যে দন্ত অর্থাৎ উপর পঙ্‌ক্তির সম্মুখবর্তী দন্তদ্বয় বা সম্মুখের দন্তচতুষ্টয়।

করকাঞ্চীং সমাদায় মুণ্ডমালাবিভূষিতঃ ॥ ১০
তেনৈব তিলকং কৃত্বা তত্তস্মবিভূষিতঃ।
শ্মশানে চ সকৃজ্জপ্ত্বা সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ ॥ ১১
কুঙ্কুমাগুরুকস্তূরী-রোচনাঘনচন্দনম্ ॥
কর্পূরং পদ্মরাগঞ্চ কেশরং হরিচন্দনম্ ॥ ১২
একত্র সাধিতং কৃত্বা প্রত্যেকং সাধয়েৎ সুধীঃ।
(জিহ্বাগ্রে রুধিরং বীর আকাশে চ সমাহরেৎ)* ॥ ১৩
তেনৈব বটিকাং কৃত্বা ভদ্রকালীং ততো জপেৎ।
নীলাং নীলপতাকাঞ্চ ললজ্জিহ্বাং করালিকাম্।
ললাটে তিলকং কৃত্বা সাধকো বীরভীঃ[১] স্বয়ম্ ॥ ১৪
মহাষ্টমী-নবম্যোস্তু সংযোগে পুরতঃ স্থিতঃ ॥ ১৫
ছাগমহিষমেষাণাং চতুর্দ্দিক্ষু শবান্ ক্ষিপেৎ।
কবন্ধান্ মুণ্ডপুঞ্জঞ্চ[২] দীপাদিভিরলঙ্কৃতাম্ ॥ ১৬

অথবা শবগণের করনির্ম্মিত কাঞ্চী (মেখলা, কটিভূষণ) গ্রহণ করিয়া মুণ্ডমালায় বিভূষিত হইয়া তাহাতেই তিলক ও তাহার ভস্মেই অঙ্গ বিলিপ্ত করিবে। তদবস্থায় শ্মশানে একবার মাত্র জপ করিলে সর্ব্বসিদ্ধির অধীশ্বর হওয়া যায়। ১০—১১

কুঙ্কুম, অগুরু, কস্তূরী, রোচনা, ঘনচন্দন, কর্পূর, পদ্মরাগ, কেশর, হরিচন্দন একত্র করিয়া তদ্দ্বারা বটিকা করিয়া পরে ভদ্রকালী, নীলা, নীলপতাকা, ললজ্জিহ্বা ও করালিকার জপ করতঃ ললাটে তিলক করিলে বীরগণেরও ভয়োৎপাদন করা যায়। ১২—১৪

মহাষ্টমী ও নবমীর সন্ধিতে সম্মুখে অবস্থিতি করিয়া চতুর্দ্দিকে ছাগ, মহিষ ও মেষ সকলের শবসকল নিক্ষেপ করিবে। তৎকালে কবন্ধসকল (মস্তকবিহীন দেহ) ও দীপাদিসমূহে অলঙ্কৃত মুণ্ডসকল ঐরূপে নিক্ষেপ করিতে হইবে। ১৫—১৬

---

* ( )-বন্ধনীমধ্যস্থঃ শ্লোকার্দ্ধঃ জীবানন্দ-ধৃতঃ পাঠঃ।

১। বীরভীঃ। ২। মুণ্ডপুঞ্জাঙ্ক।

মধ্যে কবন্ধমাস্তীর্য্য তত্র গন্ধর্ব্বরূপধৃক্।
তাম্বূলপূররক্তাস্য-মঞ্জনাঙ্কিতলোচনম্।
কৃত্বা তত্র মন্ত্রং জপ্ত্বা সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ ॥ ১৭
বিয়ত্রয়যুতং দেবি নেত্রাস্তং চন্দ্রভূষিতম্। ১৮
বীজং প্রত্যেকদেবানামিতি তাসাঞ্চ পার্ব্বতি।
মূলমন্ত্রেণ মন্ত্রজ্ঞো জপেৎ সার্দ্ধং শতত্রয়ম্[১] ॥ ১৯
জিহ্বাগ্রে রুধিরং গৃহ্ণ চামুণ্ডে ঘোরনিঃস্বনে।
বিঘ্নং[২] ছিত্ত্বা বরং দেহি রুধিরং গগনেঽমলে[৩] ॥ ২০
কালি কালি প্রচণ্ডোগ্রে ততোঽস্ত্রং কবচং ততঃ।
কালিকেয়ং সমাখ্যাতা বীরাণাং হিতকাম্যয়া ॥ ২১
[কূর্চযুগ্মং মহাদেবি! লীলয়া কথিতং তব।
চন্দ্রখণ্ডসমাযুক্তং ততো নীলপদং ততঃ॥
পতাকে হূঁ ফড়ন্তে চ পূর্ব্বকূটমনুর্মতঃ।
সুগুপ্তেয়ং মহাবিদ্যা তব স্নেহাদিহোদিতা]* ॥
জয়শ্রীকরণী দেবী পতাকেব রণস্থলে।
তেন নীলপতাকেয়ং যোজ্যা বৈ নীলসাধনে।
উগ্রচণ্ডা মহাবিদ্যা যা পুরা কথিতা প্রিয়ে ॥ ২২

মধ্যে কবন্ধ আস্তরণপূর্ব্বক (আচ্ছাদন করতঃ) তাম্বূলপূর দ্বারা বদনমণ্ডল রক্তবর্ণ ও লোচনযুগল অঞ্জনাঙ্কিত করিয়া মন্ত্র জপ করিলে সর্ব্বসিদ্ধির অধীশ্বর হওয়া যায়। ১৭

নেত্রান্ত ও চন্দ্রভূষিত আকাশত্রয় প্রত্যেক দেবতারই বীজ। মূলমন্ত্র-সহকারে ঐ বীজ সার্দ্ধশত জপ করিবে। ১৮—১৯

তৎকালে এইরূপ বলিতে হইবে, হে চামুণ্ডে! হে ঘোরনিস্বনে! জিহ্বাগ্রে রুধির গ্রহণ কর। বিঘ্ন বিনাশ করিয়া বর প্রদান কর। বীরগণের হিতকামনায় দেবী কালিকার বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। ২০—২১

দেবী কালিকা রণস্থলে পতাকার ন্যায় জয়শ্রী বিধান করেন। এইজন্য নীলসাধনে নীল পতাকা যোজনা করিতে হইবে। প্রিয়ে! আমি যে

---

*[ ] বন্ধনীস্থাঃ শ্লোকাঃ জীবানন্দ-ধৃতাঃ।

১। শতত্রয়ম্। ২। বলিং। ৩। গগনোঽমলে।

ললজিহ্বা তু সা প্রোক্তা সংযোজ্যা নীলসাধনে।
যা সা বিদ্যা মহাতারা সা করালেতি কীর্ত্তিতা ॥ ২৩
ভূমিপুত্র[1]-সমাযুক্তা সামাবস্যা শুভোদয়া।
ভাদ্রে পুষ্করযোগে চ তস্যাং বীরবরোত্তমঃ ॥ ২৪
বিষ্ণুক্রান্তাং সমানীয় নিঃক্ষিপেন্মৃতভূমিষু[2]।
তত্র তাং সাধিতাং কৃত্বা তদ্দিনে মৃতহট্টকে ॥ ২৫
তত্র প্রসারিতং মৎস্যমেকমূল্যেন দাপয়েৎ।
তজ্জলেনাভিষেকঞ্চ পূর্ব্ববচ্চ শবোপরি ॥ ২৬
সাধিতাং বিজয়াং তস্য উদরে মুখবর্ত্মনা।
ক্ষিপ্ত্বা তত্র খনেন্মৎস্যমঞ্জনাঙ্কিতলোচনঃ ॥ ২৭
তিলকী পূর্ব্বদ্রব্যেণ উত্থায় চ মন্ত্রং জপেৎ।
স্বয়ং বৈ তত্র ভগবান্ ভৈরবো লগুড়াঙ্কিতঃ ॥ ২৮

পূর্ব্বে মহাবিদ্যা উগ্রচণ্ডার বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছি, তাহাকে ললজিহ্বা বলা হইয়া থাকে। নীলসাধনে তাহার যোজনা করিতে হইবে। আর মহাতারাবিদ্যাকে করালা বলা হইয়া থাকে। ২২—২৩

ভাদ্রমাসে পুষ্করযোগে বিষ্ণুক্রান্তা পুষ্প আনয়ন করিয়া মৃতভূমিতে নিক্ষেপ এবং তাহাতে তাহাকে সাধিত করিয়া সেইদিনে মৃতহট্টকে একটী প্রসারিত মৎস্য একদরে কিনিয়া প্রদান করিবে। অনন্তর সেই জলে পূর্ব্বের ন্যায় শবের উপরি অভিষেক করিবে। ২৪—২৬

তদীয় উদরে মুখমার্গযোগে সাধিত বিজয়া নিক্ষেপ করতঃ অঞ্জনাঙ্কিত-লোচনে মৎস্যকে প্রোথিত করিবে। পরে পূর্ব্ব দ্রব্যে তিলক করিয়া উত্থানপূর্ব্বক মন্ত্রজপে প্রবৃত্ত হইবে। স্বয়ং ভগবান্ ভৈরব লগুড়াঙ্কিত

১। ভূমিপুত্র।
২। নিঃক্ষিপেৎ মন্ত্রভূমিষু।

গতভীতিস্ততো[1] বীর-স্তং বিলোক্য জপেন্মনুম্।
যদি ভাগ্যবশাদ্দেবি লগুড়স্তত্র লভ্যতে।
তদা স্বয়ং ভৈরবোঽসৌ স্বয়ং বীরেশ্বরো ভবেৎ॥ ২৯
মৎস্যমানীয় দেবেশি! নিঃক্ষিপেৎ পিতৃকাননে।
অত্রাসকৃজ্জপিত্বা চ দেবতামেলনং ভবেৎ॥ ৩০
তত্র নত্বা মহাদেবং মহাদেবীঞ্চ ভাবিনি।
তদ্ভস্ম-তিলকং কৃত্বা স্বয়ং বীরেশ্বরো ভবেৎ॥ ৩১
নিশায়াং মৃতহট্টে চ উন্মত্তানন্দভৈরবঃ॥ ৩২
দিগ্বাসা বিমলী ভস্মভূষণো মুক্তকেশকঃ।
কপালী[2] খড়্গহস্তশ্চ জপেন্মাতৃকয়া যদি॥ ৩৩
তদা তস্য মহাদেবি সর্ব্বসিদ্ধিঃ প্রজায়তে।
ডাকিনীং যোগিনীং বাপি অন্যাং বা ভূতলাঙ্গনাম্[3]॥ ৩৪

হইয়া তথায় আবির্ভূত হইবেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া নির্ভয়ে মন্ত্র জপ করিবে। হে দেবি! যদি তথায় ভাগ্যবশে লগুড় লাভ হয়, তাহা হইলে সাধক স্বয়ং ভৈরব হইয়া থাকে। ২৭—২৯

হে দেবেশি! উল্লিখিত মৎস্য আনয়ন করিয়া পিতৃকাননে নিক্ষেপপূর্ব্বক তথায় পুনঃ পুনঃ জপ করিলে দেবতার সহিত মিলন হইয়া থাকে। হে ভাবিনি! তথায় মহাদেব ও মহাদেবীকে নমস্কার করিয়া তদ্ভস্মে তিলক করিলে স্বয়ং বীরেশ্বর হওয়া যায়। ৩০—৩১

হে দেবি! নিশাযোগেই শ্মশানপ্রদেশে নগ্নবেশে মুক্তকেশে ভস্মভূষিত-কলেবরে শুদ্ধমানসে কৃপাণ ও খড়্গহস্তে যদি মাতৃকামালা দ্বারা জপ করা যায়, তাহা হইলে সমুদয় সিদ্ধিই সম্পন্ন (আয়ত্ত) হইয়া থাকে। ডাকিনী, যোগিনী অথবা অন্যতর ভূতলাঙ্গনাকে তথায় আনয়ন করিয়া পূজা করিলে সর্ব্ববিধ সিদ্ধির অধীশ্বর হওয়া যায়। ৩২—৩৪

১। গতাতীতভয়ো। ২। কৃপাণ। ৩। ভূতকাঙ্গনাম্

তত্র চানীয় সংপূজ্য সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ।
সর্ব্বেষাং জীবহীনানাং জন্তূনাং নীলসাধনে ॥ ৩৫
ব্রাহ্মণং গোময়ং ত্যক্ত্বা সাধয়েদ্বীরসাধনম্।
মৃতাসনং বিনা দেবি পূজয়েৎ পার্ব্বতীং শিবাম্ ॥ ৩৬
তাবৎকালং বসেদ্ ঘোরে যাবদাহূতসংপ্লবম্।
মহাশবাঃ প্রশস্তাঃ স্যুঃ কালীকাবীরসাধনে ॥ ৩৭
ক্ষুদ্রাঃ প্রয়োগ[১] কর্ত্তৃণাং প্রশস্তাঃ সর্ব্বসিদ্ধিদাঃ।
এবং নীলক্রমং দেবি কথিতঞ্চ তবানঘে ॥ ৩৮
ন কস্যচিৎ প্রবক্তব্যং মম প্রীত্যা মহেশ্বরি ॥ ৩৯

শ্রীদেব্যুবাচ—

জ্ঞাতমেতন্ময়া দেব ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বর।
অশক্তানাস্তু মে দেব পুরশ্চরণমুচ্যতাম্ ॥ ৪০

ভৈরব উবাচ—

শ্মশানেষু পুরশ্চর্য্যা কথিতা দেবি দুর্ল্লভা।
অথবান্যপ্রকারেণ পুরশ্চরণমুচ্যতে ॥ ৪১

নীলসাধনে ব্রাহ্মণ ও গোময় বর্জ্জন করিয়া অন্যান্য সমুদয় জন্তুর শব লইয়া বীরসাধন করিবে। মৃতাসন ব্যতিরেকে দেবী পার্ব্বতীর পূজা করিলে প্রলয়কাল পর্যন্ত ঘোর নরকে বাস করিতে হয়। কালিকা ও বীরসাধন বিষয়ে মহাশবই প্রশস্ত। আর ক্ষুদ্র শবসমূহ প্রয়োগ সময়ে প্রশস্ত এবং সর্ব্বসিদ্ধির হেতু হইয়া থাকে। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট নীলক্রম কীর্ত্তন করিলাম। হে মহেশ্বরি! আমার প্রতি প্রীতিবশতঃ ইহা আর কাহাকেও বলিবে না। ৩৫—৩৯

শ্রীদেবী কহিলেন—হে দেব মহেশ্বর! আমি আপনার প্রসাদে ইহা অবগত হইলাম; এক্ষণে অশক্ত পক্ষের পুরশ্চরণ কীর্ত্তন করুন। ৪০

ভৈরব কহিলেন—দেবি! শ্মশানেই দুর্লভ পুরশ্চর্য্যা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অথবা অন্য প্রকারেও পুরশ্চরণ হইয়া থাকে। তাহা বলিতেছি।

১। প্রয়োগে।

কুজে বা শনিবারে বা নরমুণ্ডং সমাহৃতম্[১]।
পঞ্চগব্যেন মিলিতং চন্দনাদ্যৈর্ব্বিশেষতঃ।
নিক্ষিপ্য ভূমৌ হস্তার্দ্ধ-মানতঃ পিতৃকাননে[২] ॥ ৪২
তত্র তদ্দিবসে রাত্রৌ সহস্রং যদি মানবঃ।
একাকী প্রজপেন্মন্ত্রং স ভবেৎ কল্পপাদপঃ ॥ ৪৩
অথবান্যপ্রকারেণ পুরশ্চরণমিষ্যতে।
শবমানীয় তদ্দ্বারি তেনৈব পরিখন্যতে ॥ ৪৪
তদ্দিনাৎ তদ্দিনং যাবৎ জপেদষ্টোত্তরং শতম্।
স ভবেৎ সর্ব্বসিদ্ধীশো নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৪৫
অথবান্যপ্রকারেণ পুরশ্চরণমিষ্যতে।
অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং পক্ষয়োরুভয়োরপি ॥ ৪৬
সূর্য্যোদয়াৎ সমারভ্য যাবৎ সূর্য্যোদয়ান্তরম্।
তাবজ্জপ্‌ত্বা নিরাতঙ্কঃ সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ ॥ ৪৭

শ্রবণ কর। কুজবারে (মঙ্গলবারে) বা শনিবারে নরমুণ্ড আনিয়া পঞ্চগব্য, বিশেষতঃ চন্দনাদি দ্বারা মিলিত ও সংযুক্ত ভূমিতে অথবা কাননে হস্তার্দ্ধ পরিমাণে নিক্ষেপ করিয়া যদি সেই দিবস রাত্রিতে একাকী সহস্র জপ করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি কল্পপাদপ হইয়া থাকে। ৪১—৪৩

অথবা অন্যপ্রকারেও পুরশ্চরণ করা যাইতে পারে। শব আনয়ন করিয়া সেই দ্বারে প্রোথিত করিয়া সেই দিন অষ্টোত্তর জপ করিলে সর্ব্ববিধ সিদ্ধির অধীশ্বর হওয়া যায়। ইহাতে দ্বিধা করিবার আবশ্যকতা নাই। ৪৪—৪৫

অথবা অন্যপ্রকারেও পুরশ্চরণ করা যাইতে পারে। উভয় পক্ষেরই অষ্টমী ও চতুর্দ্দশীতে সূর্য্যোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া পুনরায় সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত নিরাতঙ্ক (নিঃশঙ্ক ও নির্ভয়) হইয়া জপ করিলে সর্ব্বসিদ্ধির অধিনায়ক হওয়া যায়। ৪৬—৪৭

১। সমাযুতং। ২। কাননে বনে।

অথবান্যপ্রকারেণ পুরশ্চরণমিষ্যতে ।
চন্দ্রসূর্য্যগ্রহে চৈব গ্রাসাবধি বিমুক্তিতঃ । ৪৮
যাবৎসংখ্যং মন্ত্রং জপ্ত্বা তাবদ্ধোমাদিকং চরেৎ ।
সূর্য্যগ্রহণকালাদ্ধি নান্যঃ কালঃ প্রশস্যতে ॥ ৪৯
অত্র যদ্ যৎ কৃতং সর্ব্বমনন্তফলদং ভবেৎ ।
তাবদিতি জপদশাংশহোমাদিকমিত্যর্থঃ ॥ ৫০
গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যস্য শুচিঃ পূর্ব্বমুপোষিতঃ ।
নদ্যাং সমুদ্রগামিন্যাং নাভিমাত্রোদকে স্থিতঃ ॥ ৫১
যদা শুদ্ধোদকে স্নাত্বা শুচৌ দেশে সমাহিতঃ ।
স্পর্শাদ্বিমুক্তিপর্য্যন্তং জপং কুর্য্যাদনন্যধীঃ ॥ ৫২
অনন্তরং দশাংশেন ক্রমাদ্ধোমাদিকং চরেৎ ।
তদন্তে মহতীং পূজাং কুর্য্যাদ্ ব্রাহ্মণভোজনম্ ॥ ৫৩
ততো মন্ত্রস্য সিদ্ধ্যর্থং গুরুং সংপূজ্য তোষয়েৎ ॥ ৫৪

অথবা অন্যপ্রকারেও পুরশ্চরণ করা যাইতে পারে। চন্দ্র ও সূর্য্যের গ্রহণসময়ে গ্রাস হইতে বিমুক্তি পর্য্যন্ত যাবৎসংখ্য (যতসংখ্য) মন্ত্র জপ করিয়া জপের দশাংশ পরিমাণে হোম করিবে। সূর্য্য-গ্রহণকাল অপেক্ষা অন্যকাল প্রশস্ত নহে। ঐ সময়ে যে-যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করা যায়, সমস্তই অনন্ত ফল প্রসব করিয়া থাকে। ৪৮—৫০

চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণের পূর্ব্বদিবস উপবাস করিয়া শুচি হইয়া, সমুদ্রগামিনী নদীতে নাভি পর্য্যন্ত জলে অবস্থিতি করিয়া সমাহিতচিত্তে শুদ্ধোদকে স্নান করিয়া শুচি প্রদেশে স্পর্শ-বিমুক্তি পর্য্যন্ত অনন্যচিত্তে জপ করিবে। অনন্তর দশাংশ পরিমাণ ক্রমে হোমাদি সম্পাদন করিয়া শেষে দেবীর বিশিষ্টরূপ পূজা করতঃ ব্রাহ্মণভোজন করাইবে। অনন্তর মন্ত্রসিদ্ধির জন্য গুরুর অভ্যর্চ্চনা করিয়া তাঁহার পরিতোষ (সন্তোষ ও আনন্দ) বিধান করিবে ॥ ৫১—৫৪

অথ কালীতন্ত্রে—

শরৎকালে চতুর্থ্যাদি নবম্যন্তং বিশেষতঃ।
ভক্তিতঃ পূজয়িত্বা চ রাত্রৌ তাবৎ সহস্রকম্॥ ৫৫
জপেদেকাকী বিজনে কেবলং তিমিরালয়ে।
অষ্টম্যাদিনবম্যন্তমুপবাসপরো ভবেৎ।
অন্যত্র গুরুমার্গস্য লঙ্ঘনং নৈব কারয়েৎ॥ ৫৬
অথবান্যপ্রকারেণ পুরশ্চরণমিষ্যতে॥ ৫৭
অষ্টমীসন্ধিবেলায়াং অষ্টোত্তরলতাগৃহম্।
প্রবিশ্য মন্ত্রী বিধিবৎ তাঃ সমভ্যর্চ্চ্য যত্নতঃ॥ ৫৮
পূর্ব্বোক্তফলমাসাদ্য পূজাদিকং সমাচরেৎ।
কেবলং কামদেবোঽসৌ জপেদষ্টোত্তরং শতম্॥ ৫৯
তাসান্তু পত্রমূলেন উগ্রাং সংপূজ্য কর্ণিকে।
মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেৎ সদ্যো লতাদর্শনপূজনাৎ॥ ৬০
অথবান্যপ্রকারেণ পুরশ্চরণমিষ্যতে।
আকৃষ্ণায়াঃ[১] কুলাগারে ভাবয়েন্মন্ত্রমেব চ॥ ৬১

কালীতন্ত্রে বলিয়াছেন—শরৎকালে চতুর্থী হইতে নবমী পর্য্যন্ত ভক্তি-সহকারে বিশেষরূপে পূজা করিয়া রাত্রিতে একাকী কেবল তিমিরালয়ে (অন্ধকার গৃহে) উপবেশনপূর্ব্বক সহস্র জপ করিবে। অষ্টমী হইতে নবমী পর্য্যন্ত উপবাসপরায়ণ হইবে। অন্যত্র গুরুমার্গের লঙ্ঘন করিবে না। ৫৫—৫৬

অথবা অন্য প্রকারেও পুরশ্চরণ করা যাইতে পারে। অষ্টমী সন্ধিবেলায় অষ্টোত্তর লতা (শক্তি) গৃহে প্রবেশ ও যথাবিধানে যত্নসহকারে সে সকলের পূজা করিয়া পূর্ব্বোক্ত ফললাভ হইলে পূজা দিতে প্রবৃত্ত হইবে। অষ্টোত্তর শত জপ করিলে কেবল কামদেব (মদন, কন্দর্প) হইয়া থাকে। তাহাদের পত্রমূল দ্বারা উগ্রার অর্চনা করিলে লতাদর্শন ও তাহার পূজন-প্রযুক্ত মন্ত্রসিদ্ধি সদ্য সংঘটিত হয়। ৫৭—৬০

অথবা, অন্য প্রকারেও পুরশ্চরণ হইয়া থাকে। কৃষ্ণবর্ণা রমণীর

১। আকৃষ্ণয়েঃ।

প্রপূজ্য তত্র সংস্কারং কৃত্বা তস্যৈ[1] নিবেদ্য চ।
কিঞ্চিৎ জপন্ মনুং নীত্বা দেবতাভাবতৎপরঃ ॥ ৬২
তাং বিসৃজ্য নমস্কৃত্য স্বয়ং জপ্ত্বা সুসংযতঃ।
প্রাতঃ স্ত্রীভ্যো বলিং দত্ত্বা মন্ত্রসিদ্ধির্ন সংশয়ঃ ॥ ৬৩
অথবান্যপ্রকারেণ পুরশ্চরণমিষ্যতে।
গুরুমানীয় সংস্থাপ্য দেববৎ পূজনং বিভোঃ ॥ ৬৪
বস্ত্রালঙ্কারহেমাদ্যৈঃ সন্তোষ্য গুরুমেব চ।
তৎসুতং তৎসুতাঞ্চৈব তৎপত্নীঞ্চ বিশেষতঃ।
পূজয়িত্বা মনুং জপ্ত্বা সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ ॥ ৬৫
অথবান্যপ্রকারেণ পুরশ্চরণমিষ্যতে ॥ ৬৬
সহস্রারে গুরোঃ পাদপদ্মং ধ্যাত্বা প্রপূজ্য চ।
কেবলং দেবভাবেন জপ্ত্বা সিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ ॥ ৬৭
গুরবে দক্ষিণাং দদ্যাদ্ যথাবিভবমাত্মনঃ।
গুরোরনুজ্ঞামাত্রেণ দুষ্টমন্ত্রোঽপি সিধ্যতি ॥ ৬৮

কুলাগারে মন্ত্র ভাবনা এবং তাহাতে পূজা ও সংস্কার বিধান করিয়া সেই রমণীকে নিবেদনপূর্ব্বক কিয়ৎ পরিমাণে মন্ত্র জপ করিবে। পরে দেবভাব-তৎপর হইয়া সেই রমণীকে নমস্কার করিয়া বিদায় দিয়া স্বয়ং সম্যগ্‌রূপ সংযম সহকারে জপসাধনান্তে প্রাতঃকালে স্ত্রীগণের উদ্দেশে বলি প্রদান করিলে নিঃসন্দেহ-ই মন্ত্রসিদ্ধি হইয়া থাকে। ৬১—৬৩

অথবা, অন্যপ্রকারেও পুরশ্চরণ করা যাইতে পারে। গুরুকে আনয়ন, সংস্থাপন, দেববৎ পূজন ও বস্ত্রালঙ্কার ও হোমাদি দ্বারা তাঁহার সন্তোষ সম্পাদন এবং তাঁহার পুত্র, কন্যা, বিশেষতঃ পত্নীর অর্চ্চনা করিয়া মন্ত্র জপ করিলে সমুদয় সিদ্ধিই সাধকের আয়ত্তাধীন হয়। ৬৪—৬৫

অথবা, এতদ্ভিন্ন অন্যপ্রকারেও পুরশ্চরণ করা যাইতে পারে। সহস্রারে গুরুর পাদপদ্মের ধ্যান ও পূজা করিয়া কেবল দেবভাবে জপ করিলে সিদ্ধীশ্বর হওয়া যায়। গুরুকে স্বীয় বিভব ও বিত্তানুরূপে দক্ষিণা দিতে হইবে। গুরুর অনুজ্ঞামাত্রে দুষ্টমন্ত্রও সিদ্ধ হইয়া থাকে। ৬৬—৬৮

১। তস্মৈ।

গুরুং বিলঙ্ঘ্য শাস্ত্রেঽস্মিন্ নাধিকারঃ সুরৈরপি।
এবাঞ্চ মন্ত্রতন্ত্রাণাং প্রয়োগঃ ক্রিয়তে যদি ॥ ৬৯
গুরুবক্ত্রং বিনা দেবি সিদ্ধিহানিঃ প্রজায়তে।
এতত্তন্ত্রঞ্চ মন্ত্রঞ্চ শিষ্যেভ্যোঽপি ন দর্শয়েৎ।
অন্যথা প্রেতরাজস্য ভবনং যাতি নিশ্চিতম্ ॥ ৭০

অথ কালিকাদর্শনার্থং সাধনান্তরমালিখ্যতে। প্রদোষে শূন্যগৃহং গত্বা উত্তরাভিমুখ উপবিশ্য ভূতশুদ্ধ্যাদিকং ন্যাসান্তং বিধায় সিন্দূরেণ নবকোণ-বৃত্তাষ্টদলবৃত্ত-চতুরস্রচতুর্দ্বারাত্মকং যন্ত্রং বিলিখ্য সম্মুখে কুমার্য্যাঃ শক্তিবীজং লিখিত্বা পুরতঃ সংস্থাপ্য তত্র পীঠপূজাং বিধায় দ্বাদশ প্রাণায়ামং কৃত্বা দেবীং ধ্যায়েদ্ যথা ॥ ৭১

নৃকপালসমারূঢ়াং নরমালাবিরাজিতাম্।
কৃষ্ণাভ্রসন্নিভাং রক্তবাসসা চ প্রদীপিতাম্[১] ॥ ৭২

গুরুকে লঙ্ঘন করিয়া সুরগণেরও এই শাস্ত্রে অধিকার জন্মিতে পারে না। দেবি! গুরুমুখ ব্যতিরেকে এই সকল মন্ত্রতন্ত্রের প্রয়োগ করিলে সিদ্ধিহানি হইয়া থাকে। এই তন্ত্র ও মন্ত্র শিষ্যদিগকে দেখাইবে না। দেখাইলে নিশ্চয়ই প্রেতরাজের ভবনে গমন করিতে হয়। ৬৯—৭০

কালিকার দর্শনার্থ সাধনান্তর লিখিত হইতেছে। প্রদোষকালে শূন্য গৃহে গমন ও উত্তরাভিমুখে উপবেশন করিয়া, ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি হইতে ন্যাস পর্যন্ত বিধান (সম্পন্ন) ও সিন্দূর দ্বারা নবকোণ বৃত্ত, অষ্টদলবৃত্ত চতুরস্র ও চতুর্দ্বারাত্মক যন্ত্র অঙ্কিত করিবে। পরে সম্মুখে কুমারীর শক্তিবীজ লিখিয়া পুরোভাগে স্থাপন ও তাহাতে পীঠপূজা বিধান (সম্পাদন) এবং দ্বাদশ প্রাণায়াম সমাধান করিয়া দেবীর ধ্যান করিতে হইবে, যথা। ৭১

নরকপালে অধিরূঢ়া, নরমালায় বিভূষিতা, কৃষ্ণাভ্রসন্নিভা, রক্তবস্ত্রের

১। রক্তবাসোপরি বিভূষিতাম্।

চতুর্ব্বাহুধরাং দেবীং দিব্যালঙ্কারশোভিতাম্ ।
নিশামুখং সমারুহ্য যাবদ্ যামদ্বয়ং ভবেৎ ।
তাবৎকালং জপেন্মন্ত্রং কালিকাদর্শনোৎস্নুকঃ ॥ ৭৩
চন্দনাবীতনুশিরঃ-শবোপরি বিরাজিতঃ ॥ ৭৪
ঘৃতপ্রদীপমালাভি-স্তথৈব পরিবেষ্টিতঃ ।
মুণ্ডোপরি ভবেন্মুণ্ডো ভয়মোহবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৭৫
ঊর্দ্ধাস্যঃ প্রজপেন্মন্ত্রং দীপালোকনতৎপরঃ ।
মুণ্ডোপরি ভবেন্মুণ্ডস্তদ্দীপঞ্চ নিধাপয়েৎ ॥ ৭৬
পূজয়েন্মূলমন্ত্রেণ কুর্য্যাদ্দেব্যা বিলোকনম্[১] ।
সিন্দূরমণ্ডলং কৃত্বা নবকোণসমন্বিতম্ ॥ ৭৭
শক্তিবীজন্তু তন্মধ্যে লিখিত্বান্যৈঃ সমাবৃতম্ ।
বহিরষ্টদলং পদ্মং তেনৈব কারয়েদ্ বুধঃ ॥ ৭৮
তত্রাবাহ্য জগদ্ধাত্রীং কালিকাং কৃষ্ণবিগ্রহাম্ ।
পূজয়েদ্বিধিবদ্দ্রব্যৈ র্নবরাত্রং সমাহিতঃ ॥ ৭৯

উপরি বিরাজিতা, চতুর্ব্বাহুধরা, দিব্যালঙ্কারশোভিতা দেবীকে নিশামুখে যামদ্বয় পর্য্যন্ত পূজা ও ধ্যান করিয়া তদীয় দর্শনোৎসুক হইয়া মন্ত্রজপে প্রবৃত্ত হইবে। ৭২—৭৩

তৎকালে চতুর্দ্দিকে ঘৃতের প্রদীপ রাখিয়া শবের উপরি বসিয়া ভয় ও মোহ বিসর্জনপূর্ব্বক সাধক দীপালোকনে তৎপর হইয়া ঊর্দ্ধমুখে জপ করিবে। মুণ্ডের উপরে মুণ্ড রাখিয়া তদুপরি দীপ সন্নিবিষ্ট করিবে এবং মূলমন্ত্রে পূজা করিয়া দেবীর বিলোকনে প্রবৃত্ত হইবে। পরে নবকোণসমন্বিত সিন্দূরমণ্ডল বিধান করিয়া তন্মধ্যে শক্তিবীজ বিন্যস্ত ও অন্য বীজসমূহে সেই শক্তিবীজকে পরিবৃত (বেষ্টিত) করিবে। অনন্তর সিন্দূর দ্বারাই বাহিরে অষ্টদল পদ্ম লিখিয়া তাহাতে জগদ্ধাত্রী কৃষ্ণবিগ্রহা কালিকার আবাহন করিয়া, সমাহিত হইয়া নব (নয়) রাত্রি যথাবিধানে তাঁহার পূজা করিতে হইবে। ৭৪—৭৯

১। বিলক্ষণঃ।

ততস্তুষ্টা জগদ্ধাত্রী কালিকা পরমেশ্বরী।
সর্ব্বসম্পত্তিদা দেবী সাধকস্যানুকম্পয়া ॥ ৮০
নেদং প্রকাশয়েদ্ধীমান্[১] প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি।
ন বদেদ্ভক্তিহীনায় ভৈরবেনেতি ভাষিতম্[২] ॥ ৮১

ইতি মহামহোপাধ্যায়-পরমহংস-পরিব্রাজক-শ্রীপূর্ণানন্দগিরি-বিরচিতে
শ্যামারহস্যে পঞ্চদশঃ পটলঃ ॥ ১৫ ॥

তাহা হইলে জগদ্ধাত্রী পরমেশ্বরী কালিকা তুষ্টা হইয়া অনুকম্পাপ্রকাশপূর্ব্বক সাধককে সর্ব্ববিধ সম্পৎ (ধন, বিভব) প্রদান করেন। প্রাণ কণ্ঠাগত হইলেও ইহা প্রকাশ করিবে না এবং ভক্তিহীন ব্যক্তির নিকটে বলিবে না। স্বয়ং ভৈরবদেব ইহা বলিয়াছেন।

মহামহোপধ্যায় পরমহংস পরিব্রাজক শ্রীপূর্ণানন্দগিরি-বিরচিতে
শ্যামারহস্যে পঞ্চদশ পটল সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

১। প্রকাশয়েদ্ বস্তু ; প্রকাশয়েৎ মন্ত্রং।

২। শিষ্যায় ভক্তিহীনায় : ভৈরবেন হি ভাষিতম্।

ষোড়শঃ পরিচ্ছেদঃ

অথ কাম্যহোমার্থং কুণ্ডনিয়মো যথা।

তদুক্তং যামলে—

শান্ত্যৈ চোক্তং তথারোগ্যে কুণ্ডঞ্চ চতুরস্রকম্।
আকর্ষণে ত্রিকোণঃ স্যাৎ উচ্চাটে বর্ত্তুলং তথা।
মারণে চ তথা যোজ্যং বর্ত্তুলং মন্ত্রিভিঃ[১] সদা॥ ১

তন্ত্রান্তরে---

উদীচ্যাং পৌষ্টিকে কুণ্ডং বারুণ্যাং শান্তিকাদিষু।
উচ্চাটে চানিলে কুণ্ডং যাম্যে চ মারণে ভবেৎ॥ ২
কুণ্ডনির্ম্মাণপরিপাটী তু মৎকৃতশ্রীতত্ত্বচিন্তামণাবনুসন্ধেয়া।

অথ হোমরহস্য-দ্রব্যম্, কালীতন্ত্রে—

ততো হোমবিধিং বক্ষ্যে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কম্।
লতাপুষ্পান্বিতং কৃত্বা পর্ণানাং শতকং সুধীঃ॥ ৩

একণে, কাম্য হোমার্থ কুণ্ডনিয়ম লিখিত হইতেছে। যামলে উহা এইরূপ উক্ত হইয়াছে, যথা—শান্তি ও আরোগ্য-কামনায় হোম করিলে চতুষ্কোণ কুণ্ড করিবে। আকর্ষণে ত্রিকোণ, উচ্চাটনে এবং মারণকার্য্যে মন্ত্রবিৎ ব্যক্তি বর্ত্তুল কুণ্ড করিবে। ১

তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন, পুষ্টিকর্ম্মে উত্তরদিকে, শান্তি প্রভৃতি কর্ম্মে পশ্চিমদিকে, উচ্চাটনে বায়ুকোণে, মারণকর্ম্মে দক্ষিণদিকে কুণ্ড নির্ম্মাণ করিবে। কুণ্ড-নির্ম্মাণ পরিপাটী (কৌশল-নৈপুণ্য) মৎকৃত (আমার বিরচিত অর্থাৎ পূর্ণানন্দগিরি কৃত) শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। ২

হোমীয়-দ্রব্যরহস্য বিষয়ে কালীতন্ত্রে বলিয়াছেন। একণে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ-

---

১। মন্ত্রভিঃ।

তানি সংমন্ত্র্য বিধিবদসকৃৎ সাধকোত্তমঃ।
ততশ্চ হোময়েত্তানি সংস্কৃতেঽগ্নৌ যথাবিধি।
যুগানামযুতং তেন পূজনং জায়তে নরঃ॥ ৪

লতাপুষ্পান্বিতমিতি নারীরক্তযুতমিত্যর্থঃ।

তদুক্তং উত্তরতন্ত্রে—

নারীরজোঙ্কিতং কৃত্বা পর্ণানাং শতমুত্তমম্॥ ৫

অসকৃদিতি শতকং জুহুয়াদিত্যর্থঃ।

অনেন ক্রমযোগেন যশ্চরেদ্ভুবি মানবঃ।
ন তস্য দুর্ল্লভং কিঞ্চিৎ ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে॥ ৬
বীরো ভবতি বাগ্মীশঃ সর্ব্বসিদ্ধিমুপালভেৎ।
জুহুয়াদাজ্যেন ভক্তেন মাংসেন রুধিরেণ চ॥ ৭
রক্তপুষ্পেণ সাজ্যেন রক্তেন চ বিশেষতঃ।
আমিষাদিভিরপ্যেবং শ্মশানে জুহুয়াৎ সুধীঃ॥ ৮
মহাকালং যজেদ্ যত্নাৎ পশ্চাদ্দেবীং প্রযত্নতঃ।
ত্রিধা বিভজ্য বিদ্যাং বৈ সাধকঃ শুদ্ধমানসঃ॥ ৯

হোমবিধি বলিব। সুধী ব্যক্তি নারীরক্তযুক্ত শতপত্র দ্বারা সংস্কৃত বহ্নিতে বিধিপূর্ব্বক শতসংখ্যক হোম করিবে। ৩—৪

উত্তরতন্ত্রে বলিয়াছেন—নারীরজোযুক্ত করিয়া শতপত্র দ্বারা হোম করিবে। যে ব্যক্তি এই প্রণালীর অনুষ্ঠান করে, তাহার ত্রিভুবনে কিছুই দুঃসাধ্য (অসাধ্য) থাকে না। সেই সাধক বাগ্মিত্ব, বীরেশ্বরত্ব ও সর্ব্বসিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সাধক ঘৃত, অন্ন, মাংস, পুষ্প, বিশেষত রক্ত অথবা আমিষাদি দ্বারা শ্মশানে হোম করিবে। ৫—৮

যত্নসহকারে প্রথমে মহাকালের পূজা করিয়া তৎপরে দেবীকে অর্চ্চনা করিবে। মূলমন্ত্রকে ত্রিধা বিভক্ত করিয়া শুদ্ধমনা (বিশুদ্ধচিত্ত) সাধক

মাংসং রক্তং তিলং কেশং নখং ভক্তঞ্চ পায়সম্।
আজ্যাঞ্চৈব বিশেষেণ জুহুয়াৎ সর্ব্বসিদ্ধয়ে।
এবং কৃতেন সর্ব্বত্র লভতে সিদ্ধিমুত্তমাম্ ॥ ১০
যদ্ যৎ কাময়তে কামং তত্তদাপ্নোতি নিশ্চিতম্।
দেববন্মানুষো ভূত্বা ভুনক্তি বহুসং শুভম্ ॥ ১১

কেংকারীয়েঽপি—

বিদ্যাকামেন হোতব্যং পদ্মৈর্মধুসমন্বিতৈঃ।
ধনকামেন হোতব্যং তিলাজ্যমধুসংযুতম্ ॥ ১২

সিদ্ধসারস্বতেঽপি—

বন্ধূকপুষ্পহোমেন দাসবৎ কুরুতে নৃপান্।
সর্পির্লবণহোমেন সদাকর্ষতে কামিনীম্ ॥ ১৩
বকুলহোমমাত্রেণ সৌভাগ্যং লভতে নরঃ।
মল্লিকাজাতিপুন্নাগকদম্বৈঃ পুষ্টিমাপ্নুয়াৎ।
রাজবৃক্ষপ্রসূনৈশ্চ হোমাৎ সম্পদমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৩

রাজবৃক্ষঃ শ্মশানবিম্বেতি প্রসিদ্ধম্।

মাংস, রক্ত, তিল, কেশ, নখ, অন্ন, পায়স, এবং বিশেষতঃ আজ্য (যজ্ঞীয় ঘৃতাদি) দ্বারা সর্ব্বসিদ্ধার্থ হোম করিবে। এইরূপ করিলে সর্ব্বত্র উত্তম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে। সাধক যাহা অভিলাষ (ইচ্ছা) করে, তৎসমুদয়ই নিশ্চিত প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই সাধক মানব হইয়াও দেবতার ন্যায় বহু কল্যাণাস্পদ হইতে পারে। ৯ ১১

কেংকারিণীতন্ত্রে বলিয়াছেন—বিদ্যার্থী ব্যক্তি মধুযুক্ত পদ্ম দ্বারা হোম করিবে। ধনার্থী ব্যক্তি তিল, আজ্য ও মধু দ্বারা হোম করিবে। ১২

সিদ্ধসারস্বত তন্ত্রে বলিয়াছেন—বন্ধূককুসুম (রক্তবর্ণ পুষ্প বিশেষ; বাঁধুলি ফুল) দ্বারা হোম করিলে নৃপগণ সাধকের দাসতুল্য হয়। ঘৃতযুক্ত লবণ দ্বারা হোম করিলে রমণীগণকে আকর্ষণ করিতে পারে। মানব বকুলপুষ্প দ্বারা হোম করিলে সৌভাগ্য এবং মল্লিকা, জাতি, পুন্নাগ (নাগকেশর জাতীয় বৃক্ষের ফল) ও কদম্বপুষ্পের হোমে পুষ্টি-প্রাপ্ত হয়। রাজবৃক্ষ-পুষ্পহোমে সম্পত্তি লাভ হয়। রাজবৃক্ষ শ্মশানবিল্বকে কহে। ১৩-১৪

দূর্ব্বাতিলাজ্যহোমেন দীর্ঘমায়ুষমবাপ্নুয়াৎ।
ক্ষীরাক্তভগরৈর্হোমান্মহতীং কবিতাং লভেৎ॥ ১৫
চন্দনাগুরুকাশ্মীর-কর্পূরৈর্হোমতঃ পুনঃ।
মন্ত্রনীলসরস্বত্যাং সর্ব্বাভীষ্টমুপালভেৎ॥ ১৬

নীলসরস্বতীপদমাত্রোপলক্ষণম্। অনিরুদ্ধসরস্বতীবিষয়েঽপি বোদ্ধব্যম্। অত্রোক্তমাচরেত্তত্র তত্রোক্তমত্র চাচরেদিতি বচনাৎ॥ ১৭

বীরতন্ত্রে চ—

কর্পূরহোমতো মন্ত্রী সর্ব্বাভীষ্টানি সাধয়েৎ।
সংপূজ্য মধুসংমিশ্রৈর্বিল্বপত্রৈর্ঘৃতান্বিতৈঃ।
সহস্রং প্রত্যহং হুত্বা প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্॥ ১৮

প্রত্যহমিতি সংবৎসরং যাবদিত্যর্থঃ। ঘৃতাক্তমালিপুষ্পেণ হোমাৎ দ্রুতকবির্ভবেৎ। অত্র যত্র যত্র হোমসংখ্যা নোক্তা, তত্র তত্রাযুতসংখ্যা বোদ্ধব্যা॥ ১৯

যে ব্যক্তি দূর্ব্বা, তিল ও ঘৃত দ্বারা হোম করেন, তিনি দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হন, ক্ষীরযুক্ত তগরপুষ্পের হোমে অতিশয় কবিত্বশক্তি এবং চন্দন, অগুরু, পদ্মমূল ও কর্পূর দ্বারা নীলসারস্বত মন্ত্রে হোম করিলে সর্ব্বাভীষ্টলাভ হয়। ১৫—১৬

এই স্থলে নীলসরস্বতী পদ উপলক্ষ্য মাত্র। অনিরুদ্ধসরস্বতী বিষয়েও এইরূপ জানিবে। যেহেতু অন্য বচনে লিখিত আছে যে, নীলসরস্বতী প্রকরণোক্ত অনুষ্ঠান অনিরুদ্ধসরস্বতী বিষয়ে এবং অনিরুদ্ধ প্রকরণোক্ত অনুষ্ঠান নীলসরস্বতী বিষয়ে করিবে। ১৭

বীরতন্ত্রে বলা হইয়াছে—সাধক কর্পূরহোমে সর্ব্বাভীষ্ট লাভ করেন। সাধক দেবীর পূজা করিয়া মধু ও ঘৃত মিশ্রিত বিল্বপত্র দ্বারা যদি এক বৎসর পর্য্যন্ত প্রতিদিন সহস্রসংখ্যক হোম করেন, তবে মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। ১৮

ঘৃতাক্ত মালিপুষ্পহোমে সাধক দ্রুতকবি হয়েন। এই হোমবিষয়ে যে-যে স্থলে হোমসংখ্যা উল্লিখিত হয় নাই, তত্তৎস্থলে অযুতসংখ্যক হোম করিতে হইবে, ইহাও বীরতন্ত্রেই লিখিত আছে। হোমদ্রব্য, তৎপরিমাণ এবং

তদুক্তং তত্রৈব—

অত্র সর্ব্বস্য হোমস্য নিয়মোঽযুতসংখ্যক ইতি।

হোমদ্রব্যং পরিমাণং সম্যক্-বরণীয়দ্রব্যঞ্চ শ্রীতত্ত্বচিন্তামণাবনুসন্ধেয়ং, অত্র নোক্তং গ্রন্থগৌরবাৎ। ২০

অথাকর্ষণাদিপ্রয়োগঃ।

তত্রাদৌ পূজাপ্রকরণোক্তবলিমন্ত্রেণ রাত্রৌ চতুষ্পথে সর্ব্বসিদ্ধয়ে সামিষান্নবলিং দদ্যাৎ।

তদুক্তং তন্ত্রে—

উপচারবিশেষেণ রাজপত্নীং বশং নয়েৎ।
রাজানং জপমাত্রেণ বলিনাং সকলং জগৎ॥ ২১
প্রয়োগে বলিমন্ত্রোঽয়ং প্রয়োগান্ সাধয়েদ্ যদি।
অন্ধরাত্রৌ তদা নিত্যং বলিং দদ্যাৎ চতুষ্পথে।
পরসৈন্যগ্রহারিষ্টরোগকৃত্যানিবারণে॥ ২২

অথবা রাত্রৌ সিন্দূরাদিনা চক্রং কৃত্বা রক্তপুষ্পৈর্দেবীং সংপূজ্য বক্ষ্যমাণক্রমেণ জপং কুর্য্যাৎ।

বরণীয় দ্রব্যের বিষয় শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। এস্থলে গ্রন্থের বাহুল্য ভয়ে লিখিত হইল না। ১৯-২০

অধুনা আকর্ষণাদি প্রয়োগ লিখিত হইতেছে। প্রথমে নিশাভাগে চতুষ্পথস্থানে অর্চ্চনা-প্রকরণোক্ত বলিদান মন্ত্রে সামিষান্ন বলি প্রদান করিবে।

ইহার প্রমাণ তন্ত্রে উল্লিখিত আছে,—উপচার বিশেষের দ্বারা রাজপত্নীকে বশীভূত করিবে। জপমাত্রে রাজাকে এবং বলশালী সাধক সকল জগৎ বশীভূত করেন। পরসৈন্য, দুষ্টগ্রহ, অরিষ্ট, রোগ ও কৃত্যানিবারণার্থে চতুষ্পথ স্থানে অন্ধকার রাত্রিতে প্রতিদিন বলি প্রদান করিবে। কিংবা রাত্রিতে সিন্দূরাদি দ্বারা যন্ত্র অঙ্কন করিয়া রক্তপুষ্প দ্বারা দেবীর পূজা করতঃ বক্ষ্যমাণ-রূপে জপ করিবে। ২১-২২

তদুক্তং কুলসদ্ভাবে—

নাগযজ্ঞোপবীতাঞ্চ চন্দ্রার্দ্ধকৃতশেখরাম্‌।
জটাজুটসমাযুক্তাং মহাকালসমীপগাম্‌।
এবং সঞ্চিন্ত্য দেবীন্তু রক্তপুষ্পৈঃ সমর্চ্চয়েৎ ॥ ২৩
কূর্চ্চলজ্জাযুগং বীজং দ্বয়ং চাস্তে তথৈব চ।
যোজয়িত্বা জপেদ্বিদ্যামযুতং বা সমানয়েৎ ॥ ২৪
কামবাণসমাবিদ্ধা নির্লজ্জা নির্ভয়াঃ স্ত্রিয়ঃ।
স্বয়ং সন্ত্যজ্য ভর্ত্তারমালিঙ্গন্তি সদৈব হি ॥ ২৫

যোজয়িত্বেতি দক্ষিণে কালিকে চেত্যর্থঃ।

কালীতন্ত্রেঽপি—

রক্তৈরাকর্ষণে পুষ্পৈঃ পীতৈঃ স্তম্ভনকর্ম্মণি।
মারণে কৃষ্ণপুষ্পৈস্তু পূজয়েদ্‌ ঘোরদক্ষিণামিতি ॥ ২৬
আদ্যে চৈকবর্ণবীজানাং তথৈবান্তে চ একক্‌ম্‌।
দক্ষিণে কালিকে চেতি মধ্যে সংযোজ্য মন্ত্রবিৎ।
স্বাহান্তং মন্ত্রমুচ্চার্য্য ভবেদাকর্ষণং মহৎ ॥ ২৭

বীজানামিতি ত্র্যক্ষরবিদ্যায়া একং বীজং আদ্যে অপরং চান্তে যোজনীয়মিত্যর্থঃ।

কুলসদ্ভাবে বলা হইয়াছে—নাগযজ্ঞোপবীতাঙ্গী, অর্দ্ধচন্দ্রমণ্ডিত শিখা, জটাজুটযুক্তা, মহাকালের নিকটবর্ত্তিনী দেবীর ধ্যান করিয়া রক্তপুষ্প দ্বারা পূজা করিবে। তৎপরে "হূঁ হ্রীঁ হ্রীঁ দক্ষিণে কালিকে হূঁ হ্রীঁ হ্রীঁ" এই মন্ত্র অযুতসংখ্যক (সহস্রবার) জপ করিলে কামিনীগণ মদনবাণে বিদ্ধ হইয়া লজ্জা ও ভয় পরিত্যাগ করতঃ স্ব-ভর্ত্তাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক সাধককে আলিঙ্গন করে। ২০—২৫

কালীতন্ত্রেও বলিয়াছেন—আকর্ষণ কর্ম্মে রক্তপুষ্প, স্তম্ভন কর্ম্মে পীতপুষ্প এবং মারণে কৃষ্ণপুষ্প দ্বারা দক্ষিণা-কালিকার পূজা করিবে। "হূঁ দক্ষিণে কালিকে হ্রীঁ স্বাহা"—এই মন্ত্রে পূজা করিলে আকর্ষণকার্য্য সিদ্ধ হয়।

লোহিতানলহস্তাং তামেকশূলধরাং তথা।
মহাকালাগ্রে আসীনাং ধ্যাত্বা চাকর্ষণং চরেৎ ॥ ২৮
স্থাবরং জঙ্গমঞ্চৈব পাতালতলগং তথা।
আকর্ষয়তি মন্ত্রজ্ঞঃ কিমন্যদ্ভুবি যোষিতঃ।
অযুতৈকজপঃ প্রোক্তঃ সমাকর্ষণকর্ম্মণি ॥ ২৯

কুলসদ্ভাবেঽপি—

লোহিতানলহস্তাঞ্চ একশূলধরাস্তথা।
মহাকালাগ্রতস্থাঞ্চ ধ্যাত্বা পুষ্পৈঃ সপীতকৈঃ ॥ ৩০
অভ্যর্চ্চ্যৈকৈকশশ্চান্তে অথবাস্তে নিযোজয়েৎ।
আকর্ষণং ভবত্যেব সদা স্থাবরজঙ্গমম্ ॥ ৩১
পাতালতলগঞ্চাপি কিমন্যদ্ভুবি যোষিতম্।
আকর্ষয়তি মন্ত্রজ্ঞো মহাকালবচো যথা ॥ ৩২

ভাবচূড়ামণৌ—

রাত্রৌ বীরবরো বাপি দেবো বা সাধকোত্তমঃ।
নৈজং কুলং সমাদায় তৎকুলস্থানযন্ত্রকে ॥ ৩৩
বিলিখ্য মণিনা কালং কালীঞ্চ রমণোজ্জ্বলাম্।
নিজবামোরুমধ্যে চ কালীমন্ত্রবিদর্ভিতম্ ॥ ৩৪
মণিনা সাধ্যনামাথং বিলিখ্য দেবমধ্যতঃ।
স্বয়ং কামকলারূপ-স্তত্রাবাহ্য মহেশ্বরীম্ ॥ ৩৫

জলদনলহস্তা একশূলধারিণী মহাকালের সম্মুখে উপবিষ্টা দেবীকে ধ্যান করিলে স্থাবর, জঙ্গম এবং পাতালদেশস্থ প্রাণীকে আকর্ষণ করিতে পারে। পৃথিবীর অপরাপর নারীগণের কথা আর কি বলিব। এই আকর্ষণকর্ম্মে এক অযুতসংখ্যক জপ করিবে। কুলসদ্ভাবেও এইরূপ লিখিত আছে ॥ ২৬—৩২

ভাবচূড়ামণিগ্রন্থে বলিয়াছেন—সাধকশ্রেষ্ঠ বীরবর (শূদ্রশ্রেষ্ঠ) ব্যক্তি নিশাভাগে স্বীয় কুল লইয়া তাহার কুলস্থানে মণির দ্বারা মহাকাল এবং রমণোজ্জ্বলা দেবীকে অঙ্কিত করতঃ নিজ বাম-উরুমধ্যে কালীমন্ত্র-পুটিত

মহাকালেন সংযুক্তাং পূর্ব্বোক্তধ্যানযোগতঃ।
পূজয়িত্বা ততো মধ্যমষ্টোত্তরং স্বমন্ত্রিতম্‌॥ ৩৬
যন্নাম্না দীয়তে বৎস সোহবশ্যং প্রতিপদ্যতে।
এতদ্বিধানলোপে তু প্রভবন্তি ন দেবতাঃ॥ ৩৭
যোগিন্যোঽপ্সরসশ্চাপি পরে চ নরকিঙ্করাঃ।
স্বয়ং দেববরো বাপি কিংবা বীরবরোত্তমঃ॥ ৩৮
ইতি চেজ্জ্ঞায়তে লোকৈস্তদা ভ্রষ্টো ভবিষ্যতি।
তস্মাদ্‌ যত্নাদ্‌ গোপিতব্যং ন প্রকাশ্যং কদাচন॥ ৩৯
চতুষ্পথে কলাস্থানে গত্বা তৎকুলমন্ত্রকম্‌।
অষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বা বিঘ্নঃ পথি ন বর্ত্ততে॥ ৪০

কুলচূড়ামণৌ—

অথ তত্রাত্রিসময়ে স্বকুলং তুলিকোপরি।
বামভাগে সমাসীনং রক্তবস্ত্রবিভূষিতম্‌॥ ৪১
স্বর্ণালঙ্কারভূষাঙ্গং রক্তগন্ধবিভূষিতম্‌।
গন্ধপুষ্পধূপদীপ-নৈবেদ্যং সুমনোহরম্‌॥ ৪৩

সাধ্য নাম এবং অভীষ্ট বিষয় লিখিয়া নিজে পূর্ব্বকথিত কামকলারূপী হইয়া সেই কুলস্থানে মহাকালসমন্বিতা মহেশ্বরীকে পূর্ব্বোক্ত ধ্যানক্রমে অর্চ্চনা করত যাহার নাম মধ্যে লিখিয়া মন্ত্র অষ্টোত্তরশত জপ করেন সে বশীভূত হইয়া থাকে। ৩৩—৩৭

দেব, যোগিনী, অপ্সরা, মানব, স্বয়ং মহাদেব বা বীরবরও এই বিধি লোপ করিতে পারেন না। যদি এই বিধি লোকে বিদিত হয়, তবে সাধক ভ্রষ্ট হইয়া থাকে। অতএব ইহা অতি সযত্নে সুগুপ্ত রাখিবে, কদাচ প্রকাশ করিবে না। চতুষ্পথে অথবা কলামধ্যে গমন করিয়া কুলমন্ত্র অষ্টোত্তরশত জপ করিলে পথে সাধকের কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় না। ৩৮—৪০

কুলচূড়ামণিতেও বলিয়াছেন—নিশাভাগে রক্তবস্ত্র-বিভূষিত, স্বর্ণালঙ্কার ভূষিতাঙ্গ, রক্তগন্ধে লিপ্তাঙ্গ, যাবতীয় শৃঙ্গারবেশযুক্ত, প্রস্ফুরচ্চকিত-নয়না বিশাল করিকুম্ভের ন্যায় উন্নতস্তনী, স্বকুল (স্বভার্য্যা) স্বীয় বামভাগে তুলিকোপরি স্থাপিত করিয়া মনোরম গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য তাহাকে

সর্ব্বশৃঙ্গারবেশাঢ্যং স্ফুরচ্চকিতলোচনম্ ।
জিতামিতকুচদ্বন্দ্বং বিশালকরিকুম্ভকম্ । ৪৩
ললাটে যন্ত্রমালিখ্য সাধ্যনাম-বিদর্ভিতম্ ।
তৎস্কন্ধে বাহুমাধায় ভঙ্গ্যা ধৃতকুচাচলঃ ॥ ৪৪
তাম্বূলপূরিতমুখঃ কুলং তত্রাভিসংহিতম্ ।
কুলাকুলং জপং কৃত্বা সমানয়তি তৎক্ষণাৎ ॥ ৪৫
যান্নাম্না লিখিতং যন্ত্রং সমানয়তি সাধকঃ ।
শতযোজনদূরস্থাং নদীপর্ব্বতমধ্যগাম্ ॥ ৪৬
দ্বীপান্তরসহস্রেষু রক্ষিতাং নিম্নগা দভিঃ ।
পয়োধরভরক্ষুব্ধ-মধ্যমাং লোললোচনাম্ ॥ ৪৭
নিতম্ববিম্বমধস্থাং স্ফুরজ্জঘনমণ্ডলাম্ ।
সাধকাকাঙ্ক্ষহৃদয়াং বিবরান্তঃ-প্রসর্পিণীম্ ॥ ৪৮
কপাটলোহসংবদ্ধ-প্রাকারবিবরান্তরে ।
সাধকান্তঃ সমাসীনাং দেবতামিব চারিণীম্ ।
এবমাকৃষ্টিবুদ্ধিশ্চেৎ সাধকঃ কৌলিকো ভবেৎ ॥ ৪৯

প্রদান করতঃ তাহার ললাটে সাধ্যনামযুক্ত যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া তদীয় স্কন্ধে বাহু অর্পিত করতঃ ভঙ্গীক্রমে তাহার কুচাচল ধারণপূর্ব্বক সাধক তাম্বূল-পূর্ণাস্য হইয়া মন্ত্র জপ করিবে। ৪১—৪৫

সাধক যাহার নামে যন্ত্র অঙ্কিত করিবে, তাহাকে আকর্ষণ করিতে পারেন। শতযোজনদূরবর্ত্তিনী, নদী-পর্ব্বত-মধ্যবর্ত্তিনী অথবা নদনদী প্রভৃতি পরিবেষ্টিত সহস্র দ্বীপমধ্যে রক্ষিতা নারীকেও সাধক আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়েন। যদি লৌহ কপাট-সংবদ্ধ প্রাকার-মধ্যে অথবা গর্ত্তের অভ্যন্তরেও নারীগণ রক্ষিত হয়, তাহা হইলেও স্তনভারাবনতমধ্যা, চঞ্চলনয়না, স্ফুরজ্জঘনমণ্ডলা রমণীবৃন্দ সাধকের প্রতি সমাসক্তহৃদয়ে তৎসকাশে আগমন করত দেবতার ন্যায় বিচরণ করে। সাধক যদি এইরূপে আকর্ষণ করিতে অধ্যবসায়ী হয়, তবে কৌলিক হইতে পারে। ৪৬—৪৯

গন্ধর্ব্বতন্ত্রে—

মহাচীনক্রমে বীজং লিখিত্বা কুঙ্কুমেন চ।
তৎপার্শ্বে সাধ্যমালিখ্য তাড়য়েদ্দৃষ্টিবৃষ্টিভিঃ।
তত্র গচ্ছতি কামার্ত্তা যত্র দেশে স পূজকঃ॥ ৫০

কুলচূড়ামণৌ—

ঈশানে কুঙ্কুমেনৈব যন্ত্রং তত্র বিলিখ্য চ।
অষ্টমীরাত্রিমারভ্য চতুর্দ্দশ্যাং সমাপয়েৎ॥ ৫১
অষ্টোত্তরশতং মর্ত্ত্যো মন্ত্রয়িত্বা সুসংযতঃ।
নগ্নস্তাম্বূলপূরাস্যো মুক্তকেশো জিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ৫২
মদিরাঘূর্ণনয়নঃ পরযোষিৎসমাগমে।
পূজয়েদ্ গন্ধপুষ্পেণ দিগ্বাসাঃ কুলভূষণঃ। ৫৩
যন্নাম্না দর্ভিতং যন্ত্রং পূজয়েদ্বীরবল্লভঃ।
সা সমায়াতি কামার্ত্তা যত্র দেশে স পূজকঃ॥ ৫৪
মদ্যং মাংসং তথা বৎস যৎকিঞ্চিৎ কুলসাধনম্।
তস্যৈ দত্ত্বা ততঃ শেষং গুরবে বিনিবেদয়েৎ॥ ৫৫

গন্ধর্ব্বতন্ত্রেও বলিয়াছেন—মহাচীনক্রমে কুঙ্কুম দ্বারা বীজমন্ত্র লিখিয়া তাহার পার্শ্বদেশে সাধ্য-নাম লিখিয়া পুনঃ পুনঃ দৃষ্টি করিবে। এইরূপ করিলে যেখানে সেই পূজক থাকেন, রমণীগণ কামার্ত্তা হইয়া সেস্থানে উপস্থিত হইয়া থাকে। ৫০

কুলচূড়ামণিতেও বলিয়াছেন—ঈশানকোণে কুঙ্কুম দ্বারা যন্ত্র অঙ্কনপূর্ব্বক অষ্টমীর রাত্রি হইতে চতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত সাধক সুসংযতহৃদয়ে অষ্টোত্তরশত মন্ত্র জপ করিবে। সাধক জপকালে নগ্ন, তাম্বূলপূরিতমুখ, মুক্তকেশ, সংযতেন্দ্রিয় এবং মদিরাপানে আঘূর্ণিতলোচন হইয়া কার্য্য করিবে। সাধক যাহার নাম যুক্ত করিয়া যন্ত্রের অর্চ্চনা করিবে, সেই রমণী মদনাতুরা হইয়া সেই সাধকের নিকটে আগমন করিবে। ৫১ - ৫৪

তখন মীন, মাংস এবং অপরাপর যাহা কিছু কুলসাধন দ্রব্য, সেই সকল প্রথমে সেই রমণীকে প্রদানপূর্ব্বক শেষভাগে গুরুকে নিবেদন করিবে।

তদনুজ্ঞাং মূর্দ্ধ্নি কৃত্বা শেষমাত্মনি যোজয়েৎ।
মদ্যং মাংসং বিনা বৎস কুলপূজাং চরেত্তু যঃ।
জন্মান্তরসহস্রস্য সুকৃতং তস্য নশ্যতি ॥ ৫৬

অথ নিগ্রহাদ্যুপায়-স্তদুক্তং কালীতন্ত্রে—

অথান্যৎ সংপ্রবক্ষ্যামি প্রয়োগং শত্রুনিগ্রহে।
সর্ব্বান্তে বহ্নিললনাং যোজয়িত্বাযুতং জপেৎ ॥ ৫৭
কালিকাং দ্বিভুজাং কর্ত্রী-কপালসব্যদক্ষিণাম্।
এবং ধ্যাত্বা স শত্রূণাং মারণং সমুপাচরেৎ ॥ ৫৮

গন্ধর্ব্বতন্ত্রেঽপি—

মহাচীনক্রমরসেনাক্তং পিণ্ডং বিধায় চ।
যন্নাম্না দীয়তে দেবি সোঽচিরান্মৃত্যুমর্হতি ॥ ৫৯

বীরতন্ত্রেঽপি—

নরাস্থিনি লিখেন্মন্ত্রং ক্ষারযুক্তহরিদ্রয়া।
সহস্রং পরিসংজপ্য নিশায়াং শনিবাসরে ॥ ৬০

তৎপরে সেই রমণীর আদেশ লইয়া নিজে তৎসমস্ত দ্রব্য গ্রহণ করিবে। হে বৎস! যে ব্যক্তি মদ্য, মাংস ভিন্ন অন্য দ্রব্য দ্বারা কুলপূজা করে, তাহার সহস্র-জন্মার্জ্জিত পুণ্য বিনষ্ট হইয়া যায়। ৫৫—৫৬

এক্ষণে কালীতন্ত্রোক্ত নিগ্রহাদি কার্য্যের উপায় লিখিত হইতেছে। অতঃপর শত্রুর নিগ্রহাদি উপায় বলিব। যে সাধক দ্বিভুজা, বামে কর্ত্রী ও দক্ষিণে কপালধারিণী কালিকার ধ্যান করতঃ পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রের শেষে স্বাহা যোগ করিয়া অযুতসংখ্যক জপ করে, সে শত্রুকে বিনষ্ট করিতে সক্ষম হয়। ৫৭ ৫৮

গন্ধর্ব্বতন্ত্রেও বলিয়াছেন—মহাচীনক্রম-রসের দ্বারা ম্রক্ষিত (মিশ্রিত) করিয়া যাহার নাম উচ্চারণ করত পিণ্ড দেওয়া যায়, সেই ব্যক্তি শীঘ্র মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ৫৯

বীরতন্ত্রেও উক্ত আছে—মনুষ্যাস্থিতে লবণযুক্ত হরিদ্রা দ্বারা মন্ত্র লিখিবে; তদনন্তর সেই মন্ত্র সহস্র জপ করিয়া শনিবার নিশাভাগে যাহার গৃহে নিখিতে

নিক্ষিপ্যতে যস্য গেহে তস্য মৃত্যুস্ত্রিমাসতঃ ।
ক্ষেত্রে তু শস্যহানিঃ স্যাদশ্বহানিস্তুরঙ্গমে ॥ ৬১
ধনহানির্ধনাগারে গ্রামমধ্যে তু তৎক্ষয়ঃ ।
দ্বেষ্যদ্বেষকয়োর্নাম্নি তস্য দ্বেষো মহান্ ভবেৎ ॥ ৬২

লিখেন্মন্ত্রমিতি মূলান্তে অমুকং মারয় মারয় সাধ্যসহিতমিত্যর্থঃ । সংজপেৎ অমুকং মারয় মারয় ইত্যন্তান্তে মন্ত্রম্ । প্রোচ্য তু অমুকামুকয়োর্দ্বেষং কুরু কুরু ইত্যন্তান্তে মন্ত্রং জপেৎ । ক্ষারযুক্তং সলবণম্ ॥ ৬৩

অথোচ্চাটনম্—তদুক্তং বীরতন্ত্রে—

শ্মশানাঙ্গারমাদায় মঙ্গলে বাসরে নিশি ।
কৃষ্ণবস্ত্রেণ সংবেষ্ট্য বধ্নীয়াদ্রক্তভন্তুনা ॥ ৬৪
শতাভিমন্ত্রিতং তস্য নিক্ষিপেদ্দেবি বেশ্মনি ।
সপ্তাহাভ্যন্তরে তস্য উচ্চাটনমিদং মহৎ ॥ ৬৫

সেই অস্থি নিক্ষিপ্ত করিবে, তিনমাসের মধ্যে তাহার মৃত্যু হইবে। যদি ঐ অস্থি ক্ষেত্রে নিক্ষেপ করে, তবে ফসল হানি হইবে, অশ্বোপরি নিক্ষেপ করিলে অশ্বের বংশ নষ্ট, ধনাগারে নিক্ষেপ করিলে ধননাশ, গ্রামমধ্যে নিক্ষেপ করিলে গ্রামক্ষয় এবং দ্বেষ্য-দ্বেষকের নামোল্লেখ করিয়া নিক্ষেপ করিলে উভয়ের মহাবিদ্বেষভাব উপস্থিত হয়। ৬০—৬২

মন্ত্র লিখিবার নিয়ম যথা—প্রথমে মূলমন্ত্র লিখিয়া "অমুকং মারয় মারয়" লিখিবে। জপসময়ে "অমুকং মারয় মারয়" মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া "অমুকামুকয়োর্দ্বেষং কুরু কুরু" বলিয়া পরে মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। ক্ষারযুক্ত অর্থ লবণের সহিত। ৬৩

এক্ষণে বীরতন্ত্রোক্ত উচ্চাটনপ্রক্রিয়া লিখিত হইতেছে। কুজবারে নিশাকালে শ্মশানের অঙ্গার লইয়া কৃষ্ণবস্ত্র দ্বারা উহা বেষ্টনপূর্ব্বক রক্তসূত্র দ্বারা বন্ধন করিয়া শতবার অভিমন্ত্রিত করতঃ যাহার গৃহে নিক্ষেপ করিবে, সপ্তাহমধ্যে তাহার উচ্চাটন হইবে। ৬৪—৬৫

অথ ধ্যানরহস্যম্, তদুক্তং তত্রৈব—

শুক্লেন ধ্যানযোগেন কবিতা বশবর্ত্তিনী।
পীতেন ধ্যানযোগেন স্তম্ভয়েদখিলং জগৎ।
কৃষ্ণাভা শত্রুমারণে ধূম্রাভা বৈরিনিগ্রহে॥ ৬৬

অথ জপবিশেষো যথা—তদুক্তং তন্ত্রান্তরে—

মধ্যমায়া মধ্যভাগে মালাং সংস্থাপ্য মন্ত্রবিৎ।
শান্ত্যাদিস্তম্ভবশ্যেষু বৃদ্ধাগ্রেণ প্রচালয়েৎ॥ ৬৭
তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠযোগেন বিদ্বেষোচ্চাটয়োর্জপঃ।
কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠযোগেন মারণে জপ ঈরিতঃ॥ ৬৮

ইতি পরমহংস-পরিব্রাজক-শ্রীপূর্ণানন্দগিরি-বিরচিতে শ্যামারহস্যে ষোড়শঃ পরিচ্ছেদঃ॥ ১৬॥

অনন্তর ধ্যান রহস্য লিখিত হইতেছে। শুক্লবর্ণ ধ্যান করিলে কবিত্ব শক্তি আয়ত্ত হয়, পীতবর্ণ ধ্যান করিলে সমগ্র জগৎ স্তম্ভিত হয়, শত্রুর মারণকার্য্যে কৃষ্ণবর্ণ ও শত্রু-নিগ্রহকার্য্যে ধূম্রবর্ণ ধ্যান করিবে। ৬৬

তন্ত্রান্তরে জপবিশেষ বলিয়াছেন—শান্তি, স্তম্ভন এবং বশ্য (বশীকরণ) কার্য্যে মধ্যমার মধ্যভাগে মালা লইয়া অঙ্গুষ্ঠের মধ্যদেশ দ্বারা ঐ মালা চালিত করিবে। বিদ্বেষ ও উচ্চাটনকার্য্যে তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠযোগে এবং মারণকার্য্যে কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠাযোগে জপ করিবে। ৬৭—৬৮

মহামহোপাধ্যায় পরমহংসপরিব্রাজক শ্রীপূর্ণানন্দগিরি-বিরচিত শ্যামারহস্যে ষোড়শ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত॥ ১৬॥

সপ্তদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

অথ বেতালসিদ্ধিঃ।

তদুক্তং কুলচূড়ামণৌ—

ভৈরব উবাচ

বেতালাদি-মহাসিদ্ধিঃ কথং ভবতি চণ্ডিকে।
তন্মে কথয় দেবেশি যদি স্নেহোঽস্তি মাং প্রতি॥ ১

দেব্যুবাচ—

নিম্ববৃক্ষোদ্ভবং কাষ্ঠং শ্মশানে সাধকোত্তমঃ।
ভৌমবারে মধ্যরাত্রৌ গত্বা কুলযুগান্বিতঃ। ২
খনিত্বা চাষ্টলক্ষং বৈ জপেন্মহিষমর্দ্দিনীম্।
তৎসহস্রং হুনেদ্বৎস তত্রৈব পিতৃকাননে॥ ৩
কাষ্ঠমুদ্ধৃত্য তস্মিন্ বৈ দণ্ডং পাদুকচিহ্নিতম্।
কৃত্বা দুর্গাষ্টমীরাত্রৌ শ্মশানে নিক্ষিপেত্ততঃ॥ ৪
নিতম্ববিম্বমধ্যস্থাং স্ফুরজ্জঘনমণ্ডলাম্।
তস্যোপরি শবং কৃত্বা পূজয়িত্বা যথাবিধি।
শবাসনগতো বীরো জপেদষ্টসহস্রকম্॥ ৫

এক্ষণে কুলচূড়ামণিগ্রন্থোক্ত বেতালসিদ্ধি প্রক্রিয়া লিখিত হইতেছে। ভৈরব কহিলেন—হে দেবেশি চণ্ডিকে! যদি আমার প্রতি তোমার স্নেহ থাকে, তবে বেতালাদি মহাসিদ্ধি আমার নিকট ব্যক্ত কর। ১

দেবী কহিলেন—সাধকশ্রেষ্ঠ! কুলদ্বয়ান্বিত হইয়া মঙ্গলবার মধ্যরাত্রে নিম্ববৃক্ষের কাষ্ঠ-শ্মশানে নিখাত করিয়া মহিষমর্দ্দিনীর মন্ত্র অষ্টলক্ষ জপ করিবে। তৎপরে সেই শ্মশানেই অষ্টসহস্র হোম করিবে। পরে সেই কাষ্ঠ তুলিয়া তদ্দ্বারা পাদুকা-চিহ্নিত দণ্ড করিয়া দুর্গাষ্টমী-রাত্রিতে শ্মশানে ফেলিবে। তৎপরে সেই কাষ্ঠের উপরিভাগে শব রাখিয়া বিধিবৎ অর্চ্চনা করিয়া বীরসাধক সেই শবাসনে বসিয়া অষ্টসহস্র জপ করিবে। ২—৫

ততো মাতৃবলিং দত্ত্বা কাষ্ঠমামন্ত্রয়েত্ততঃ।
ফেঁ ফেঁ দণ্ড মহাভাগ যোগিনীহৃদয়প্রিয় ॥ ৬
মম হস্তস্থিতো নাম মমাজ্ঞাং পরিপালয়।
এবমামন্ত্র্য বেতালং যত্র তত্র প্রযুজ্যতে ॥ ৭
তং তং চূর্ণীবিধায়াথ পুনরায়াতি কৌলিকম্।
গচ্ছ গচ্ছ দ্রুতং গচ্ছ পাদুকে বরবর্ণিনি ॥ ৮
মৎপাদস্পর্শমাত্রেণ গচ্ছ ত্বং শতযোজনম্।
অষ্টলৌহং সমাসাদ্য পঞ্চাশদঙ্গুলাকৃতিম্ ॥ ৯
খড়্গং কৃত্বা তত্র মন্ত্রং লিখিত্বা প্রজপেন্মনুম্।
তৎসহস্রং ততো হুত্বা মহাশবকলেবরে ॥ ১০
খনিত্বা জীববৃক্ষাগ্রে বদ্ধা শুষ্কন্তু ভাবয়েৎ।
কুলাষ্টম্যামর্দ্ধরাত্রৌ চিতামধ্যে সমাহিতঃ ॥ ১১
প্রতিপর্ব্ব সমামন্ত্র্য হুনেৎ পিতৃবনে ততঃ।
মধুরত্রয়সংযুক্তং বিল্বপত্রেণ সংযুতম্ ॥ ১২

পরে মাতৃগণোদ্দেশ্যে বলি দিয়া "ফেঁ ফেঁ"...ইত্যাদি মন্ত্রে সেই কাষ্ঠের আমন্ত্রণপূর্ব্বক সেই বেতালরূপী কাষ্ঠকে যে-যে স্থানে মুক্ত করা যায়, সেই-সেই স্থান চূর্ণ করিয়া পুনরায় কৌলিক সাধকের সকাশে উপস্থিত হয়। অথবা "গচ্ছ গচ্ছ"...ইত্যাদি মন্ত্রে আমন্ত্রণ করিবে। অষ্টলৌহ দ্বারা পঞ্চাশং অঙ্গুলি প্রমাণ খড়্গ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে মন্ত্র লিখিয়া জপ করবে। তৎপরে মহাশব-দেহে সহস্র হোম করিয়া সেই দিবস ঐ মহাশব ভূমধ্যে প্রোথিত করিয়া রাখিবে। ৬—১০

পরদিবস ঐ শব তুলিয়া সজীব বৃক্ষের অগ্রদেশে বন্ধন করতঃ উহা শুষ্ক করিবে। তৎপর প্রতি পর্ব্বে (সংক্রান্তি, অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, পূর্ণিমা বা অমাবস্যায়) শ্মশানে গমন করিয়া ঐ শবের আমন্ত্রণ করতঃ কুলাষ্টমী দিবসে অর্দ্ধরাত্রিকালে সমাহিতচিত্তে চিতামধ্যে উহার হোম করিবে। ঐ শবের পাদ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত বিল্বপত্র ও মধুরত্রয় সংযুক্ত করিয়া হোম করিবে।

পাদাদিমূর্দ্ধপর্য্যন্তং হোমান্তে বলিমাহরেৎ।
বল্যন্তে পরমা মায়া দেবী মহিষমর্দ্দিনী ॥ ১৩
আয়াতি বলিপূর্ণাস্যা বরহস্তা হসন্মুখী।
গৃহ্ণু বৎসেতি খড়্গং বৈ খড়্গমুত্তোল্য ধারয়েৎ ॥ ১৪
ঘোরদংষ্ট্রে মহাকালি করবালস্বরূপিণি।
আং স্রাং স্রীং স্রূং ঈং উং কুরু কল্যাণং ॥ ১৫
বিপক্ষচ্ছেদবিস্তরম্।
এবমামন্ত্র্য খড়্গন্তু যমুদ্দিশ্য ক্ষিপেন্নরঃ।
ছিত্ত্বা ছিত্ত্বা পুনশ্ছিত্ত্বা গচ্ছত্যাকৃষ্যতে পুনঃ ॥ ১৬
অথবা কৃষ্ণমার্জ্জারমেকঘাতেন ঘাতয়েৎ।
কুজে চতুষ্পথে রাত্রৌ নিখনেন্মন্ত্রিতং ততঃ ॥ ১৭
তত্র মোচাং সমারোপ্য যাবৎ পত্রং প্রজায়তে।
তাবদ্ভুক্ত্বা হবিষ্যান্নং প্রতিরাত্রং জপেন্মনুম্ ॥ ১৮
অষ্টোত্তরসহস্রন্তু একাকী দীপবর্জ্জিতঃ।
উৎপন্নং পত্রমালোক্য ছিত্ত্বা নিশ্ছিদ্রমানয়েৎ ॥ ১৯

হোম শেষ হইলে বলি প্রদান করিবে। বলি সমাপ্ত হইলে বলিপূর্ণবদনা বরহস্তা হসন্মুখী পরমা মহিষমর্দিনী দেবী তথায় উপস্থিত হইবেন এবং সেই খড়্গ তুলিয়া সাধকের হস্তে দিয়া বলিবেন, 'বৎস! ইহা গ্রহণ কর।' ১১—১৪

তৎপরে সাধক ঐ খড়্গ লইয়া 'ঘোরদংষ্ট্রে মহাকালি'···ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা আমন্ত্রণ করতঃ যে ব্যক্তির উদ্দেশে ঐ খড়্গ নিক্ষেপ করিবেন, সেই ব্যক্তিকেই খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদনপূর্ব্বক খড়্গ পুনরায় সাধকের হস্তে আসিয়া উপস্থিত হইবে। ১৫—১৬

কিংবা এক আঘাতে কৃষ্ণবর্ণ মার্জ্জার ছেদনপূর্ব্বক মঙ্গলবারে রাত্রিকালে মন্ত্রপাঠ করতঃ উহা চতুষ্পথে প্রোথিত করিবে। তাহার উপরে কদলীবৃক্ষ রোপনপূর্ব্বক তাহার পত্র উৎপন্ন হওয়া পর্য্যন্ত হবিষ্যাশী হইয়া একাকী প্রদীপহীন স্থানে প্রত্যহ রাত্রিতে অষ্টোত্তরসহস্র জপ করিবে। তৎপরে পুনরায় পত্র উৎপন্ন হইলে সেই ছিদ্ররহিত পত্র ছেদন করিয়া আনয়ন করিবে। ১৭—১৯

তত্র ভুক্ত্বা হবিষ্যাশী তদ্দিনে তটিনীতটে।
তমানীয় সুহৃৎসঙ্গঃ ক্ষালয়েন্মন্ত্রমুচ্চরন্ ॥ ২০
ততঃ স্রোতোমুখং বৎস যদস্থি প্রতিগচ্ছতি।
তদানীয় যজেত্তত্র কালিকাং ঘোরনিস্বনাম্ ॥ ২১
অভিমন্ত্র্য সহস্রন্তু কালীমন্ত্রং প্রযত্নতঃ।
সিদ্ধাঞ্জনে ভবেন্মন্ত্রী নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ২২
চন্দনাগুরুকস্তুরীমিশ্রিতঞ্চাস্থিঘর্ষিতম্।
কৃত্বা তিলকমাদায় সর্ব্বং জয়তি সাধকঃ ॥ ২৩
কুলমীনং কুলান্নঞ্চ কুলমদ্যং কুলেশ্বর।
কুলস্থানে সমানীয় দত্বা দেব্যৈ প্রযত্নতঃ ॥ ২৪
অষ্টোত্তরসহস্রন্তু জপ্ত্বা ভূমিতলে স্থিতঃ।
ভূমৌ ফুৎকারমাত্রেণ বিবরং তত্র জায়তে ॥ ২৫
শতযোজনদূরে বা যত্র সাধ্যস্থিতির্ভবেৎ।
তত্রৈব গমনং তস্য ভূতলান্তঃপ্রসর্পিণঃ ॥ ২৬

অনন্তর হবিষ্যান্ন ভক্ষণপূর্ব্বক তাহাতে সেই দিবস কৃষ্ণমার্জ্জারের অস্থি উত্তোলন করিবে। তৎপরে উহা লইয়া সুহৃজ্জনের সহিত নদীতীরে যাইয়া মন্ত্রপাঠ করতঃ ক্ষালিত করিবে। ঐ অস্থিসমূহের মধ্যে যে অস্থি স্রোতের প্রতিকূলে গমন করে, তাহাই আনিয়া তাহাতে ঘোররবা কালিকার পূজা করিবে। ২০—২১

তৎপরে যত্নপূর্ব্বক সহস্র সংখ্যক কালীমন্ত্র দ্বারা উহা অভিমন্ত্রিত করিবে। এইরূপ করিলে সাধক সিদ্ধাঞ্জন হইবে, সংশয় নাই। চন্দন, অগুরু ও কস্তুরীর সহিত ঐ অস্থি মিশ্রিত করিয়া তিলক ধারণ করিলে সাধক সকলকেই জয় করিতে পারে। হে কুলেশ্বর! কুলমীন, কুলান্ন ও কুলমদ্য কুলস্থানে আনয়ন করিয়া যত্নপূর্ব্বক দেবীকে প্রদান করতঃ ভূতলে বসিয়া অষ্টোত্তর-সহস্র জপ করিবে। এইরূপ করিয়া ভূমিতে ফুৎকার করিবামাত্র গর্ত্ত হইয়া যাইবে। যদি সাধ্য ব্যক্তি শত যোজন দূরেও থাকে, তাহা হইলে ঐ গর্ত্ত দ্বারা সেই স্থানে গমন করিবে। ২২—২৬

এবং বিবরমধ্যে তু গবাক্ষকুহরেঽপি বা।
কায়সঙ্কোচমাসাদ্য গচ্ছত্যবিকলো নরঃ॥ ২৭
দুর্গামন্ত্রং বিনা বৎস কালীমন্ত্রং তথৈব চ।
সিদ্ধয়ঃ কুলনাথেশ জায়ন্তে ন কথঞ্চন॥ ২৮

অথ **বালসংস্কারো** যথা। মধুলাজাভ্যাং নাড়ীচ্ছেদাৎ প্রাক্ স্বর্ণশলাকয়া শ্বেতদূর্ব্বয়া যজ্ঞদারুশিখয়া বা মাণবকস্য জিহ্বামোষ্ঠং দক্ষিণ-পাণিনা ত্রিবারং সম্মার্জ্য তত্র পিতা পংক্ত্যাকারেণ মূলমন্ত্রং বিলিখ্য দেবীং পূজয়েৎ।

মৎস্যসূক্তে—

অথবা মধুলাজাভ্যাং জিহ্বায়াঃ বালকস্য চ।
নাড়ীচ্ছেদাদ্ যথা পূর্ব্বং লিখেৎ স্বর্ণশলাকয়া॥ ৩০
মূলমন্ত্রং লিখেন্মন্ত্রী যস্যোষ্ঠে শ্বেতদূর্ব্বয়া।
বাক্যোচ্চারণতো বালো বাগ্মী দ্রুতকবির্ভবেৎ॥ ৩১

মহোগ্রতারাকল্পে তু—

নৈমিত্তিকসংস্কারানন্তরমেব মন্ত্রলিখনং কার্য্যম্॥ ৩২

এইরূপ বিবরমধ্যে বা গবাক্ষমধ্যে সাধক শরীর সঙ্কোচিত করিয়া গমন করিতে পারিবে, তাহাতে কোন কষ্ট হইবে না। হে কুলনাথেশ! দুর্গামন্ত্রী ও কালীমন্ত্রী ভিন্ন অন্য কোন মন্ত্রোপাসকের এই বিষয়ে সিদ্ধি হইবে না। ২৭—২৮

এক্ষণে বালকসংস্কার লিখিত হইতেছে। মৎস্যসূক্তে বলিয়াছেন—নাড়ীচ্ছেদনের পূর্ব্বে স্বর্ণশলাকা, শ্বেতদূর্ব্বা বা যজ্ঞদারু-শিখা দ্বারা জাত-বালকের রসনা ও ওষ্ঠ দক্ষিণ-হস্ত দ্বারা বারত্রয় মার্জ্জিত করিয়া পিতা পঙ্‌ক্তিক্রমে মূলমন্ত্র লিখিয়া দেবীর পূজা করিবেন। এইরূপ করিলে বালক জাতমাত্র কবিত্ব শক্তিমান্ হয়। ২৯—৩১

মহোগ্রতারাকল্পেও বলিয়াছেন—নৈমিত্তিক সংস্কারপূর্ব্বক পরে মন্ত্র লিখিবে। দক্ষিণহস্তযোগে তিনবার জিহ্বা মার্জ্জনা করতঃ মূলমন্ত্র উচ্চারণ

তদুক্তম্—

জন্মসংস্কারকং নাম পুত্রে জাতে প্রশস্যতে।
জিহ্বায়াস্তু লিখেন্মন্ত্রং যজ্ঞদারুশলাকয়া ॥ ৩৩
বারত্রয়ন্তু সম্মার্জ্য দক্ষিণেনৈব পাণিনা।
মূলমুচ্চার্য্য প্রত্যেকং পংক্তিং কুর্য্যাৎ সুশোভনাম্ । ৩৪
আদৌ সংস্কারঃ কর্ত্তব্যস্তদন্তে বিলিখেন্মনুম্।
গন্ধচন্দনপুষ্পৈশ্চ পূজয়েত্তত্র বৈ শিবাম্। ৩৫
উত্তরাভিমুখো ভূত্বা স্থাপয়েৎ পীঠমুত্তমম্।
পূজয়েত্তারিণীং দেবীং নানাভক্ষ্যৈঃ সুশোভনৈঃ।
কবির্বাগ্মী ভবেৎ পুত্রঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৩৬

অত্র তারিণীপদমুপলক্ষণং দেবীমাত্রমেব বোদ্ধব্যম্। বৃহচ্ছ্রীক্রমাদি-তন্ত্রেষু বালক-সংস্কারদর্শনাৎ। তদুক্তং তত্রৈব—

বালকস্য তু জিহ্বায়াং ত্রিদিনাভ্যন্তরে লিখেৎ।
মধুনা শ্বেতদূর্ব্বাভির্লিখেৎ স্বর্ণশলাকয়া ॥ ৩৭
অমুকং বাগ ভবকূটঞ্চ লিখেদ্ বৈ জননান্তরম্।
এতেন তদ্দিনাশক্তৌ ত্রিরাত্রাভ্যন্তর ইতি সূচিতম্ ॥ ৩৮

সহকারে সুন্দর পঙ্‌ক্তিক্রমে উহা লিখিবে। অগ্রে জাতকর্ম্মরূপ সংস্কার করিয়া পরে মন্ত্র লিখিবে। তৎপরে গন্ধ, চন্দন ও পুষ্প দ্বারা শিবার অর্চ্চনা করিবে। পিতা উত্তরাস্য হইয়া আসন স্থাপনপূর্ব্বক নানাবিধ মনোরম ভক্ষ্যদ্রব্য দ্বারা তারিণীদেবীর অর্চ্চনা করিবে। এইরূপ করিলে বালক কবি, বাগ্মী, সত্যবাদী, এবং জিতেন্দ্রিয় হয়। এইস্থলে তারিণীপদ উপলক্ষণমাত্র অর্থাৎ যিনি যাহার উপাসক, তিনি সেই দেবতার পূজা করিবেন। ৩২—৩৬

বৃহৎশ্রীক্রমাদি তন্ত্রেও বালকসংস্কার উক্ত আছে। তথায় বর্ণিত আছে— ত্রিদিনমধ্যে বালকের জিহ্বামধ্যে মধু, শ্বেতদূর্ব্বা, স্বর্ণশলাকা দ্বারা ভৈরবীর বাগ্‌ভবকূট (হ্‌স্‌রৈং) লিখিবে। এই বচন দ্বারা বুঝাইতেছে যে, জন্মদিবসে না পারিলে তিন দিনের মধ্যে মন্ত্র লিখিবে। আবার কেহ বলেন, একাদশাহে

অমুমিতি ভৈরব্যা বাগ্‌ভবকূটমিত্যর্থঃ। অথৈকাদশাহে দেবতাং সংপূজ্য মন্ত্রং লিখেদিতি কশ্চিৎ। অথ যদি পিতা দূরস্থো ভবতি তদা পিতৃব্যো মাতুলো বা লিখেদিতি।

তদুক্তং মহোগ্রে—

পিতুর্ভ্রাতা লিখেন্মন্ত্রং মাতুর্ভ্রাতাঽথবা পুনঃ।
পিতা বা বিলিখেন্মন্ত্রং নান্য এব কদাচন ॥ ৩৯
মাতুঃ ক্রোড়েঽপি সংস্থাপ্য দর্ভানাস্তীর্য্য যত্নতঃ।
শান্তিং কুর্য্যাদ্ বালকস্য ব্রাহ্মণৈঃ সহ সাধকঃ ॥ ৪০

অথ **শান্তিমন্ত্রো**, যথা

ইমং পুত্রং কাময়তঃ কামজানামিহৈব হি ॥ ৪১

দেবেভ্যঃ পুষ্পাতি সর্ব্বমিদং মজ্জননং শিবশান্তিস্তারায়ৈ কেশবেভ্যস্তারায়ৈ রুদ্রেভ্য উমায়ৈ শিবায় শিবযশসে। ইত্যনেন কুশোদকেন শান্তিং কুর্য্যাৎ।

অথ **কুলদীক্ষাপ্রকারো** লিখ্যতে।

তদুক্তং কুলচূড়ামণৌ—

নিজকান্তাং সমানীয় সুশীলাং সুযশস্বিনীম্।
কুলভক্তং গুরুং প্রার্থ্য দীক্ষয়েৎ কুলদীক্ষয়া ॥ ৪৩
পরানন্দরসাঘূর্ণালোচনং কুলজাং সতীম্।
তাম্বূলগ্রাসপূর্ণাস্যো গুরুরক্ষোভিতঃ সুখী ॥ ৪৪

দেবতার অর্চ্চনা করিয়া মন্ত্র লিখিবে। যদি পিতা দূরদেশে থাকেন, তবে বালকের পিতৃব্য বা মাতুল মন্ত্র লিখিবে, অপর কেহ লিখিবে না। কারণ মহোগ্রে (মহোগ্র তারাকল্পে) ইহার প্রমাণ উক্ত আছে। বালককে মাতৃ-অঙ্কে দর্ভোপরি সংস্থাপিত করিয়া পিতা ব্রাহ্মণগণের সহিত মিলিত হইয়া 'ইমং পুত্রং' ইত্যাদি মূলে লিখিত শান্তিমন্ত্রে কুশোদক দ্বারা শান্তি বিধান করিবে। ৩৭—৪২

এক্ষণে কুলদীক্ষাবিধি লিখিত হইতেছে। কুলচূড়ামণিতেও বলিয়াছেন — সুশীলা যশস্বিনী নিজ পত্নীকে আনয়ন করতঃ সাধক কুলভক্ত গুরুর নিকটে প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে কুলদীক্ষায় দীক্ষিত করিবে। তাম্বূল-

নিজপুত্রীবদাচার্য্যঃ তদ্ভালপট্টকে লিখেৎ।
শক্তিচক্রং ত্রিরাবৃত্ত্যা লিখেৎ কামকলাং ততঃ ॥ ৪৫
তন্মধ্যে দেবমন্ত্রেণ দভিতং নামলাঞ্ছিতম্।
তত্র দেবীং সমাবাহ্য ধ্যাত্বা তত্র প্রপূজ্য চ ॥ ৪৬
ততস্তৎপুত্রিকাকর্ণে ঋষিচ্ছন্দঃসমন্বিতম্।
মূলমন্ত্রং ত্রিরাবৃত্ত্যা কথয়েদ্বামকর্ণকে ॥ ৪৭
অদ্য প্রভৃতি পুত্রি ত্বং কুলপূজার্চ্চনে রতা।
অথোপদিষ্টবিধিনা মামবশ্যং সমানয় ॥ ৪৮
ইত্যনুজ্ঞাং গুরোর্লব্ধা প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভুবি।
ত্রাহি নাথ কুলাচার-পদ্মিনী-পদ্মনায়ক।
ত্বৎপদাম্ভোরুহচ্ছায়াং দেহি মূর্দ্ধ্নি যশোধন ॥ ৪৯
গুরবে দক্ষিণাং দত্ত্বা তাম্বূলারুণলোচনা।
স্বকুলং পরমীকৃত্য যথাদিষ্টং সমাচরেৎ ॥ ৫০

পূর্ণবদন গুরু সুখী ও অক্ষুব্ধমনে পরমানন্দরসে আঘূর্ণিতলোচনা কুলজা সতী শিষ্যাকে নিজ কন্যাবৎ ব্যবহার করিয়া তাহার ললাটে ত্রিপঙ্ক্তিতে শক্তিচক্র এবং কামকলা লিখিয়া তন্মধ্যে দেবতার নামযুক্ত মন্ত্র লিখিবে। তৎপরে সেই স্থানে দেবীর আবাহন করতঃ ধ্যান ও অর্চ্চনা করিয়া সেই পুত্রিকার বামকর্ণে ঋষি ও ছন্দযুক্ত মূলমন্ত্র তিনবার বলিবে। ৪৩—৪৭

তদনন্তর গুরু শিষ্যাকে বলিবেন, 'হে পুত্রি! অদ্য হইতে তুমি কুলপূজাতে নিযুক্ত থাক এবং উপদিষ্ট নিয়মে আমাকে অবশ্য প্রীত কর।' শিষ্যা এইরূপ আদেশ প্রাপ্ত হইয়া ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক নিবেদন করিবে, 'হে নাথ! তুমি কুলাচার-পদ্মের প্রকাশক সূর্য্যস্বরূপ, তুমি আমাকে ত্রাণ কর। হে যশোধন! তোমার পাদপদ্মচ্ছায়া আমার মস্তকে প্রদান কর'। পরে গুরুকে দক্ষিণা দিয়া তাম্বূলপূর্ণবদনে স্বকুলকে পরমীকৃত করিয়া গুরুর

অশক্তাবরণপূজাদৌ যদি ন ক্ষমতে কুলম্ ।
তদা মূর্দ্ধ্নি গুরুং ধ্যাত্বা কুলামৃতরসেন চ ।
তর্পয়িত্বা কুলং ধ্যাত্বা জপেন্মন্ত্রী নিরাকুলম্ ॥ ৫১

মহামহোপাধ্যায়-পরমহংসপরিব্রাজক-শ্রীপূর্ণানন্দগিরি-বিরচিতে
শ্যামারহস্যে সপ্তদশঃ পরিচ্ছেদঃ সমাপ্তঃ ॥ ১৭ ॥

আদেশানুসারে কর্ম্ম করিবে। কুল যদি অক্ষ এবং আবরণপূজাতে সক্ষম না হয়, তবে সহস্রারে গুরুর ধ্যান করিয়া কুলামৃত রসের দ্বারা কুলদেবের তর্পণ করতঃ নিরাকুলভাবে মন্ত্র জপ করিবে। ৪৮ ৫১

মহামহোপাধ্যায় পরমহংস-পরিব্রাজক শ্রীপূর্ণানন্দগিরি-বিরচিত
শ্যামারহস্যে সপ্তদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

অথ কৌলিকানাং প্রায়শ্চিত্তম্।

তদুক্তং লিঙ্গাগমে—

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি প্রায়শ্চিত্তমনুত্তমম্।
তদ্বিশুদ্ধিবিধিশ্চৈব ভৈরবেন সুভাষিতঃ॥ ১
গুরুত্যাগকরঃ শিষ্যঃ প্রায়শ্চিত্তী ভবেদ্ ধ্রুবম্।
লক্ষং শ্রীপাদুকাং জপ্ত্বা তস্মাৎ পাপাদ্বিশুদ্ধ্যতি॥ ২
মন্ত্রত্যাগকরঃ শিষ্যস্তৎসঙ্গং নৈব কারয়েৎ।
লক্ষমেকং জপেন্মন্ত্রং হোমতর্পণতঃ শুচিঃ॥ ৩

এতত্তু দিব্যগুরুত্যাগে বোদ্ধব্যম্। পশুগুরুত্যাগস্তু কুলশিষ্যেণ কর্ত্তব্যঃ। তৎপ্রমাণন্তু পূর্ব্বৈবাচারপটলে তন্ত্রচূড়ামণ্যুক্তক্রমেণ লিখিতমেব॥ ৪

অনন্তর কৌলিকগণের প্রায়শ্চিত্তবিধান লিখিত হইতেছে। লিঙ্গাগমে বলিয়াছেন—হে দেবি! এক্ষণে উত্তম প্রায়শ্চিত্তবিধান বলিব, শ্রবণ কর। পাপ বিশুদ্ধির জন্য এই প্রায়শ্চিত্ত-বিধান স্বয়ং ভৈরব কহিয়াছেন। ১

গুরুপরিত্যাগকারী শিষ্য প্রায়শ্চিত্তার্হ হইবে। যদি শিষ্য গুরুপাদুকামন্ত্র লক্ষ সংখ্যক জপ করে, তবে এই পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে। মন্ত্র-ত্যাগকারী শিষ্যের সংসর্গ করিবে না। মন্ত্রত্যাগকারী মানব স্বীয়মন্ত্র লক্ষ জপ করিয়া হোম এবং তর্পণ করিলে বিশুদ্ধ হয়। গুরুত্যাগে এই যে প্রায়শ্চিত্ত বিধান উক্ত হইল, ইহা দিব্য এবং বীরগুরু ত্যাগে জানিবে। শিষ্য যদি কৌল হয়, তবে সে পশুগুরু পরিত্যাগ করিবে, ইহার প্রমাণ পূর্ব্বেই আচার-পটলে তন্ত্রচূড়ামণ্যুক্ত-ক্রমে উক্ত হইয়াছে। ২—৪

রুদ্রযামলেঽপি—

মধুলোভাদ্ যথা ভৃঙ্গঃ পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ।
জ্ঞানলুব্ধস্তথা শিষ্যো গুরোর্গুর্বন্তরং ব্রজেৎ।। ৫

মন্ত্রান্মন্ত্রান্তরমিতি পাঠান্তরং, তন্মতে রিপুমন্ত্রং সাধ্যাসাধ্যমন্ত্রং হিত্বাঽন্য-মন্ত্রগ্রহণং কুর্য্যাৎ। অথবা বিদ্যাং বিহায় মহাবিদ্যাগ্রহণং কুর্য্যাদিতি।। ৬

তদুক্তং তত্রৈব—

সকলা জীবহীনাশ্চ সন্দিগ্ধা নিদ্রিতাস্তথা।
মনবস্তে ন সিধ্যন্তি গুরুঃ স্যাদ্ ব্রহ্মঘাতকঃ।। ৭
তদা তং সহসা জ্ঞাত্বা মন্ত্রদেবং গুরুং ত্যজেৎ।
বহুজ্ঞোঽপি গুরুস্ত্যাজ্যো জ্ঞাতাসারো বরাননে।
অল্পজ্ঞোঽপি গুরুঃ পূজ্যো যো জানাতি কুলাকুলম্।। ৮
একত্র গুরুণা সার্দ্ধং স্বপিত্যুপবিশেত্তু যঃ।
স যাতি নরকং ঘোরং যাবচ্চন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ।। ৯

রুদ্রযামলেও বলিয়াছেন—ভৃঙ্গ যেরূপ মধুর লোভে লুব্ধ হইয়া এক পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে গমন করে, জ্ঞানলুব্ধ শিষ্য তদ্রূপ জ্ঞানপ্রাপ্তীচ্ছু হইয়া এক গুরুকে পরিত্যাগ করতঃ অপর গুরুকে আশ্রয় করিবে। কোন কোন গ্রন্থে "গুরোর্গুর্বন্তরং" স্থলে "মন্ত্রান্মন্ত্রান্তরং" এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হয়। তাহার অর্থ এই যে, রিপুমন্ত্র এবং সাধ্যাসাধ্য মন্ত্র ত্যাগ করিয়া মন্ত্রান্তর গ্রহণ করিবে, কিংবা বিদ্যা পরিত্যাগ করতঃ মহাবিদ্যা গ্রহণ করিবে। ৫—৬

রুদ্রযামলেই বর্ণিত আছে—যদি জানিতে পারা যায় যে দূষিত মন্ত্র গৃহীত হইয়াছে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সেই মন্ত্র, দেবতা এবং গুরুকে ত্যাগ করিবে। হে বরাননে! গুরু অসার বিষয় বহু জানিলেও তাদৃশ গুরুকে পরিত্যাগ করিবে। যে গুরু কুলাকুল জ্ঞাত আছেন, তিনি অল্পজ্ঞ হইলেও তাঁহাকে অর্চ্চনা করিবে। ৭—৮

যে শিষ্য গুরুর সহিত একত্র শয়ন ও উপবেশন করে, সেই ব্যক্তি চতুর্দ্দশ চন্দ্রের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত ঘোর নরকে বাস করিয়া থাকে। যে-শিষ্য গুরুবাক্যকে

গুরুবাক্যং হতং কৃত্বা আত্মবাক্যন্ত রোপয়েৎ।
গুরুং জেতুং মনো যস্য পাতকে নরকার্ণবে ॥ ১০
অনেকধা পশোরন্নং ভুঞ্জতে যে চ কৌলিকাঃ।
তেভ্যঃ প্রকুপ্যতে দেবী তৎসংসর্গং ন কারয়েৎ ॥ ১১
লক্ষত্রয়ং জপেল্লোপাং লক্ষং বাপ্যজপাং জপেৎ।
হোময়েদ্ধবিষাজ্যেন নিষ্পাপঃ স্যাত্তদা ধ্রুবম্ ॥ ১২
কৌলিকঃ পশুগামী চ পরশক্তিং রমেচ্ছলাৎ।
গোষ্ঠীমধ্যে তু যত্নেন স্পর্শং তস্য ন কারয়েৎ ॥ ১৩
একপাত্রে পিবেদ্ দ্রব্যং বীরো মহেশ্বরো যদি।
শুনোচ্ছিষ্টং ভবেৎ পানং প্রায়শ্চিত্তী স কৌলিকঃ ॥ ১৪
গায়ত্রীভিঃ সহস্রেণ প্রণবস্য ত্রয়েণ চ।
সম্যক্ শোধিতচিত্তস্তু সুবর্ণং গুরবে দদেৎ ॥ ১৫
চক্রং কৃত্বা তু দেবেশি পূজয়েত্তর্পণং বিনা।
চত্বারি তস্য নশ্যন্তি আয়ুর্বিদ্যাযশোবলম্ ॥ ১৬

নিরস্ত করিয়া আত্ম-বাক্যের স্থাপন করে এবং গুরুকে জয় করিবার জন্য যাহার আগ্রহ, সেই ব্যক্তি নরকসাগরে পতিত হয়। যে কৌলিক সাধক বহুবার পশুভাবাপন্ন ব্যক্তির অন্ন ভক্ষণ করে, তাহার প্রতি দেবী ক্রুদ্ধা হইয়া থাকেন। কখনও তাহার সংসর্গ করিবে না। পশুর অন্নভোজী ব্যক্তি লোপামুদ্রার মন্ত্র বা অজপা-মন্ত্র লক্ষবার জপ করিবে এবং আজ্য (যজ্ঞীয় ঘৃতাদি) দ্বারা হোম করিবে। এইরূপ করিলে সেই পাপ ধ্বংস হইয়া থাকে। ৯—১২

কৌলিক সাধক যদি ছলক্রমে পশুতে বা পরস্ত্রীতে উপরত হয়, তাহা হইলে সভামধ্যে কেহ তাহাকে স্পর্শ করিবে না। সাধক যদি একপাত্রে দ্রব্য পান করে, তবে সে সাক্ষাৎ শিবসদৃশ হইলেও তাহার সেই পান কুক্কুরোচ্ছিষ্ট পানের সমান হয়। সেই কৌলিক সাধক প্রায়শ্চিত্তার্হ হইবে। সেই ব্যক্তি সহস্রবার গায়ত্রী এবং বারত্রয় প্রণব জপপূর্ব্বক বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া গুরুকে স্বর্ণ দান করিবে। হে দেবেশি! যে সাধক তর্পণ না করিয়া চক্রধারণ করতঃ অর্চ্চনা করে, তাহার আয়ু, বিদ্যা, যশ এবং বল—এই চতুষ্টয়

অভিষেকে বিনাভূতে আচার্য্যত্বং করোতি যঃ।
জন্মকোটীশতং যাবৎ রৌরবং নরকং ব্রজেৎ ॥ ১৭
মাতৃরূপং পরিত্যজ্য স্ত্রীরূপং শক্তিমাদরেৎ।
স যাতি নরকং ঘোরং জন্মকোটিশতানি চ ॥ ১৮
পরং লক্ষত্রয়ং জপ্ত্বা অজপালক্ষমেব চ।
তূর্য্যাবীজং পঞ্চলক্ষং ততঃ শুদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ ১৯
মন্ত্রমাতা চ পুত্রী চ ভগিনী চ কুলাঙ্গনা।
ন রমেৎ কৌলিকো নিত্যমেতাঃ সম্যক্ সমর্চ্চয়েৎ ॥ ২০
শ্রীপাত্রগ্রহণং কৃত্বা চক্রমুত্থাপয়েদ্ যদি।
পশুপানং ভবেত্তস্য প্রায়শ্চিত্তন্তু জায়তে ॥ ২১
মন্ত্রমাতৃকাগমনে প্রাণান্তিকং প্রায়শ্চিত্তম্।
তদুক্তং তন্ত্রার্ণবে—
বলাদ্বা স্বেচ্ছয়া বাপি যো রমেন্মন্ত্রমাতরম্।
দশলক্ষং মন্ত্রং জপ্ত্বা তুষানলং সমাচরেৎ।
পুত্রকুলাঙ্গনাভগিনীগমনে মূলমন্ত্রলক্ষজপাচ্ছুদ্ধিম্ ॥ ২১

বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যে গুরু স্বয়ং অভিষিক্ত না হইয়া আচার্য্যত্ব করেন, তিনি শতকোটি জন্ম পর্য্যন্ত রৌরব নামক নরকে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। ১৩—১৭

যদি শক্তিকে মাতৃরূপে দর্শন না করিয়া ভার্য্যারূপে দর্শন করেন, তিনি শতকোটি জন্ম পর্য্যন্ত ঘোর নরকে বাস করিয়া থাকেন। সেই ব্যক্তি পরমমন্ত্র লক্ষত্রয়, অজপা-মন্ত্র লক্ষ এবং তূর্য্যাবীজ পঞ্চ লক্ষ জপ করিলে বিশুদ্ধ হইতে পারে। কৌলিক সাধক মন্ত্রদাত্রী মাতা, পুত্রী, ভগিনী এবং কুলাঙ্গনাতে উপরত হইবে না। ইহাদিগকে সম্যক্ প্রকারে পূজা করিবে। সাধক যদি শ্রীপাত্র লইয়া চক্র উত্থাপিত করে, তবে তাহার সেই পান পশুপান মধ্যে পরিগণিত হয়। সেই সাধক প্রায়শ্চিত্তার্হ হইবে। ১৮—২১

মন্ত্রমাতৃকা গমন করিলে মরণান্তিক প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য। তন্ত্রার্ণবে বলিয়াছেন—যদি বলাৎকারপূর্ব্বক অথবা মন্ত্রমাতার ইচ্ছানুসারে তাহাতে

তদুক্তং তত্রৈব—

মন্ত্রপুত্রী স্বপুত্রী চ ভগিনী চ কুলাঙ্গনা।
রমণাল্লক্ষজাপেন পূতো ভবতি কৌলিকঃ ॥ ২৩

অথ তন্ত্রান্তরে—

পর্ব্বণ্যপূজ্য দেবেশীং গুরুমগ্নিঞ্চ শক্তিতঃ।
অদত্ত্বা চ বলিস্তত্র মূলমষ্টশতং জপেৎ ॥ ২৪
পত্রপুষ্পং ফলং মূলমন্নপানাদিমৌষধম্।
অনিবেদ্য ন ভুঞ্জীত যদাহারায় কল্পিতম্ ॥ ২৫
অনিবেদ্য তু ভুঞ্জানঃ প্রায়শ্চিত্তী ভবেন্নরঃ।
দেব্যাশ্চাষ্টশতং মন্ত্রং জপ্ত্বা পূতো ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ২৬
অনস্থিপ্রাণিসংঘাতং কৃত্বা চ দশকং জপেৎ।
হত্বা চ পক্ষিণঃ সর্ব্বাংস্ত্রীনেকাদশকং জপেৎ ॥ ২৭
সর্পমার্জ্জারনকুলং শ্বানমুষ্ট্রং খরং হয়ম্।
গজাদ্যাংশ্চ মৃগান্ সর্ব্বান্ হত্বা চাষ্টশতং জপেৎ ॥ ২৮

উপরত হয়েন, তিনি দশলক্ষ মন্ত্র জপ করিয়া তুষানলে প্রবেশ করিবেন। পুত্রী, কুলাঙ্গনা এবং ভগিনীগমনে লক্ষ মূলমন্ত্র জপ করিলে পাপ বিদূরিত হয়। ইহার প্রমাণ তন্ত্রার্ণবেই বর্ণিত আছে। ২২—২৩

তন্ত্রান্তরেও বলিয়াছেন—সাধক যদি পর্ব্বকালে শক্ত্যনুসারে ইষ্টদেবী, গুরু ও অগ্নিকে অর্চ্চনা এবং বলিপ্রদান না করে, তবে সেই পাপবিশুদ্ধির নিমিত্ত অষ্টোত্তরশত মূলমন্ত্র জপ করিবে। পত্র, পুষ্প, ফল, মূল, পানীয় দ্রব্য, ঔষধ এবং আহারার্থ কল্পিত যে কোন প্রকার বস্তু দেবতাকে নিবেদন না করিয়া নিজে উপভোগ করিবে না। অ-নিবেদিত বস্তু উপভোগ করিলে মানব প্রায়শ্চিত্তার্হ হইবে। অষ্টোত্তরশত মূলমন্ত্র জপ করিলে এই পাপ-বিশুদ্ধি হইবে। অস্থিহীন জীব বধ করিলে দশবার মন্ত্র জপ করিবে। যাবতীয় পক্ষিবধেই ত্রয়স্ত্রিংশদ্বার মন্ত্র জপ করিবে। ২৪—২৬

ভুজঙ্গ, মার্জ্জার, নকুল, কুকুর, উষ্ট্র, রাসভ, অশ্ব, হস্ত্যাদি জীব এবং সর্ব্বপ্রকার মৃগবধেই অষ্টোত্তরশত জপ কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং গো-বধ করিলে অষ্টোত্তর সহস্রবার জপ করিবে এবং শূদ্র, নারী ও বালকবধে

জপেদষ্টসহস্রন্তু ক্ষেত্রবিড়্গোবধে দ্বিজঃ।
হত্বা শূদ্রং স্ত্রিয়ং বালং মন্ত্রং পঞ্চশতং জপেৎ ॥ ২৯
জপেদষ্টসহস্রন্তু সচ্ছূদ্রবিনিপাতনে।
ত্রয়োদশসহস্রন্তু দিব্যবীরবধে জপেৎ ॥ ৩০
বীরস্ত্রীগমনে বাপি বৃথাপানে তথৈব চ।
গুরোঃ স্নুষামন্ত্রপুত্রীগমনেন চ কৌলিকঃ ॥ ৩১

ইদন্ত্বজ্ঞানকৃতে বোদ্ধব্যম্। জ্ঞানকৃতে লক্ষজপাচ্ছুদ্ধিঃ।

তদুক্তং ব্রহ্মযামলে—

কৃত্বা বীরবধং মন্ত্রী বৃথাপানং গুরোঃ স্নুষাম্।
বীরপত্নীং মন্ত্রপুত্রীং রমিত্বা দিগ্‌যুতং জপেৎ ॥ ৩২

মহাপাতকপ্রায়শ্চিত্তজপস্তু লতাসমক্ষে কার্য্যঃ। তদুক্তং কালীতন্ত্রে—

লতারতেষু জপ্তব্যং মহাপাতকমুক্তয়ে ॥ ৩৩

অথ **কুলার্চ্চনম্**, তদুক্তং তত্রৈব—

মহেশ্বরং সমালোক্য পূজয়েদ্বিধিপূর্ব্বকম্।
যথাবিভবরূপেণ পঞ্চতত্ত্বং নিবেদয়েৎ। ৩৪
তদা তুষ্টা ভবেদ্দেবী সর্ব্বান্ কামান্ লভেদপি।
অন্যত্র নৈব সিদ্ধিঃ স্যাৎ ক্রুদ্ধা ভবতি যোগিনী ॥ ৩৫

পঞ্চশত মন্ত্র জপ করিবে। যদি সাধু শূদ্রবধ করে, তবে অষ্টোত্তর-সহস্র জপ করিবে। দিব্য ও বীর সাধকের বিনাশ করিলে ত্রয়োদশ-সহস্র জপ করিবে। ২৯—৩০

বীর-স্ত্রীতে সঙ্গম, বৃথা মদ্যপান, গুরু-স্নুষা-গমন এবং মন্ত্রপুত্রীগমনে কৌলিক সাধক ত্রয়োদশ সহস্র মন্ত্র জপ করিবে। এই সকল কর্ম্ম অজ্ঞান-পূর্ব্বক করিলে ত্রয়োদশ সহস্র জপ করিবে, কিন্তু জ্ঞানপূর্ব্বক এই সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে লক্ষমন্ত্র জপ কর্ত্তব্য। যামলে ইহার প্রমাণ বলিয়াছেন—মহাপাতক প্রায়শ্চিত্তার্থ জপ লতা সমক্ষে করিবে। ইহার প্রমাণ কালীতন্ত্রে লিখিত হইয়াছে। ৩১—৩৩

অনন্তর কুলার্চ্চন বর্ণিত হইতেছে। কালীতন্ত্রে বলিয়াছেন,—মহেশ্বররূপী কৌলিক সাধককে দর্শনমাত্রে বিধিপূর্ব্বক পূজা এবং স্বকীয় শক্ত্যনুসারে তাঁহাকে পঞ্চতত্ত্ব নিবেদন করিবে। এইরূপ করিলে দেবী সে সাধকের প্রতি প্রীত হয়েন এবং সেই সাধক নিখিল কাম্যবিষয় প্রাপ্ত হইতে পারে। এইরূপ না করিলে সিদ্ধিপ্রাপ্তি হয় না, প্রত্যুত, যোগিনী কুপিতা হইয়া থাকেন। ৩৪—৩৫

মেদিনীং যস্তু সংপূজ্য ব্রাহ্মণে দেবপারগে।
দত্ত্বা যৎ ফলমাপ্নোতি তৎ ফলং কৌলিকার্চ্চনে ॥ ৩৬
অশ্বমেধসহস্রাণি বাজপেয়শতানি চ।
ইষ্ট্বা যৎ ফলমাপ্নোতি তৎ ফলং কৌলিকার্চ্চনে ॥ ৩৭
মেরুতুল্যং সুবর্ণঞ্চ ব্রাহ্মণে দেবপারগে।
দত্ত্বা যৎ ফলমাপ্নোতি তৎ ফলং কৌলিকার্চ্চনাৎ ॥ ৩৮
বাপীকূপতড়াগানি কৃত্বা যৎ ফলমাপ্নুয়াৎ।
তৎ ফলং লক্ষগুণিতং কৌলিকানাং প্রপূজনে ॥ ৩৯
কপিলাংশ্চ গজান্ দত্ত্বা যৎ ফলং লভতে নরঃ।
তৎফলাৎ কোটিগুণিতং কৌলিকানাং প্রপূজনে ॥ ৪০
কৌলিকং নিন্দয়েদ্ যস্তু কুলশাস্ত্রপরায়ণঃ।
স যাতি নরকে ঘোরে সত্যমেব ন সংশয়ঃ ॥ ৪১

ইতি মহামহোপাধ্যায় পরমহংস-পরিব্রাজক-শ্রীপূর্ণানন্দগিরি-বিরচিতে
শ্যামারহস্যে অষ্টাদশঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ১৮ ॥

বেদপারদর্শী বিপ্রকে নিখিল ধরণী দান করিলে যে ফল হয়, কৌলিক সাধকের পূজা করিলে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞে এবং শত বাজপেয়-যজ্ঞের অনুষ্ঠানে যে ফল লাভ হয়, কৌলিকের অর্চ্চনায় তৎসমস্ত ফলই প্রাপ্ত হওয়া যায়। বেদপারদর্শী বিপ্রকে সুমেরুগিরির পরিমাণ স্বর্ণ প্রদান করিলে যে ফল হয়, কৌলিকের অর্চ্চনা করিলে সেই ফললাভ হইয়া থাকে। ৩৬—৩৮

দীর্ঘিকা, কূপ এবং তড়াগ (বৃহৎ জলাশয়) করিয়া দিয়া মানুষ যে ফললাভ করে, একমাত্র কৌলিক-পূজায় তাহার লক্ষগুণ ফল হয়। মানব বহু কপিলা ধেনু (কামধেনু) এবং বহু গজ দান করিয়া যে ফল প্রাপ্ত হয়, কৌলিক সাধকের পূজা করিয়া তাহার কোটিগুণ ফল প্রাপ্ত হইতে পারে। ইহা সন্দেহাতীত সত্য। যে-সাধক কুলশাস্ত্রনিরত হইয়া কৌলিক সাধককে নিন্দা করে, সেই ব্যক্তি ঘোর নরকে গমন করিয়া থাকে। ৩৯—৪১

মহামহোপাধ্যায় পরমহংসপরিব্রাজক শ্রীপূর্ণানন্দগিরি-বিরচিত
শ্যামারহস্যে অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

ঊনবিংশঃ পরিচ্ছেদঃ

শ্রীদেব্যুবাচ—

দেব দেব ! মহাদেব ! ভক্তানাং প্রীতিবর্দ্ধনঃ।
কালিকা যা মহাবিদ্যা নির্দ্দিষ্টা ন প্রকাশিতা।
অধুনা ব্রূহি দেবেশ শ্রোতুকামাস্মি তত্ত্বতঃ॥ ১

শ্রীমহাদেব উবাচ—

লক্ষং লক্ষসহস্রাণি বারিতাসি ময়া পুনঃ।
স্ত্রীস্বভাবান্মহাদেবি পুনস্ত্বং পরিপৃচ্ছসি॥ ২
অত্যন্তদুর্ল্লভং দেবি কবচং সর্ব্বকামদম্।
তথাপি কথয়াম্যদ্য তব প্রীত্যা বরাননে॥ ৩
উক্তং পুরা মহাদেবি ! শ্রূয়তাং তৎ কৃপাময়ি !
কবচাজ্জ্ঞানতো দেবি ! বিদ্যাসিদ্ধির্ন জায়তে॥ ৪

শ্রীদেব্যুবাচ—

কথ্যতাং কবচং দেব ! যদি স্নেহো ময়ি প্রভো।
অন্যথা জগতাং নাথ ! প্রাণাংস্ত্যজামি নিশ্চিতম্॥ ৫

দেবী বলিলেন—হে দেবদেব ! মহাদেব ! আপনি ভক্তগণের প্রীতিবর্দ্ধন করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে যে মহাবিদ্যা কালিকার বিষয় নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তখন তাহা প্রকাশ করেন নাই। এক্ষণে তাহা বলুন, আমি উহা শুনিবার জন্য আগ্রহী বা উৎসুক হইয়া আছি। ১

শ্রীমহাদেব বলিলেন—আমি তোমাকে লক্ষ-লক্ষ সহস্রবার বারণ করিয়াছি। তথাপি তুমি স্ত্রী-স্বভাববশতঃ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতেছ। দেবী কালিকার এই কবচ অত্যন্ত দুর্লভ এবং সর্ব্ববিধ কামনাভীষ্টফলপ্রদ অর্থাৎ সর্ব্ববিধ কামনাই পূর্ণ করিয়া থাকে। তথাপি তোমার প্রতি প্রীতিবশতঃ অদ্য তাহা বলিব। এই কবচ না জানিলে, বিদ্যাসিদ্ধি হয় না। ২—৪

দেবী কহিলেন,—হে বিভো ! যদি আমার প্রতি স্নেহ থাকে, তাহা হইলে কবচ কীর্ত্তন করুন। নচেৎ হে জগতের নাথ ! আমি নিশ্চয়ই প্রাণ ত্যাগ করিব। ৫

শ্রীমহাদেব উবাচ—

কবচং কথয়িষ্যামি সুগোপ্যমতিদুর্ল্লভং।
গোপনীয়ং প্রযত্নেন স্বযোনিবদ্বরাননে ॥ ৬
পূর্ব্বাস্যাং পাতু কালী চ কপালী দক্ষিণেঽবতু।
কুল্লা রক্ষতু পাশ্চাত্যে কুরুকুল্লা তথোত্তরে ॥ ৭
বিরোধিনী তথৈশান্যাং বিপ্রচিত্তাগ্নিকোণকে।
নৈঋতে পাতু চোগ্রা চ বায়াবুগ্রপ্রভাবতু ॥ ৮
দীপ্তা তু রক্ষতাং শীর্ষে নীলাব্যান্মুখমণ্ডলে।
ঘনা রক্ষতু কণ্ঠে চ বলাকা হৃদয়েঽবতু ॥ ৯
নাভৌ মাত্রাজ্ঞ্বয়োশ্চ মিতা মুদ্রাবতু ধ্বজে।
ব্রহ্মাণ্যাদ্যা মহাদেব্যঃ সর্ব্বত্র পান্তু সর্ব্বদা ॥ ১০
শ্লোকত্রয়ং মহাপুণ্যং যজ্জ্ঞাত্বা মৎসমো ভবেৎ।
তব স্নেহান্মহাদেবি! কথয়ামি সুদুর্ল্লভম্ ॥ ১১

শ্রীমহাদেব কহিলেন—অধুনা অতি দুর্লভ কবচ কীর্ত্তন করিব। যত্নাতিশয় সহকারে স্বযোনিবৎ ইহা সংগোপনে রাখিতে হইবে। কালী পূর্ব্বদিকে পালন করুন; কপালী দক্ষিণ দিকে রক্ষা করুন। কুল্লা পশ্চিমে এবং কুরুকুল্লা উত্তরে, বিরোধিনী ঐশানীতে, বিপ্রচিত্তা অগ্নিকোণে; উগ্রা নৈঋতে, উগ্রপ্রভা বায়ুকোণে; দীপ্তা মস্তকে, নীলা মুখমণ্ডলে, ঘনা কণ্ঠে, বলাকা হৃদয়ে, মাত্রা নাভিতে; মিতা জঙ্ঘাযুগলে, মুদ্রা ধ্বজে এবং ব্রহ্মাণী প্রভৃতি মহাদেবীগণ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা আমাকে পালন করুন এবং রক্ষা করুন। ৬—১০

হে দেবি! এই শ্লোকত্রয় মহাপুণ্যময় পরমপবিত্র এবং এই ত্রয়ীকে জানিতে পারিলে সাধক মৎসম অর্থাৎ আমার সমতুল্য হইয়া থাকে। এক্ষণে তোমারই স্নেহানুরোধে সেই সুদুর্লভ শ্লোকত্রয় কীর্ত্তন করিব অর্থাৎ উহাদের ফলশ্রুতি, গুণমহিমা বর্ণন করিব। ১১

শ্রীপরমশিব উবাচ—

সর্পিঃসাগরবিস্ফুরন্মণিময়-দ্বীপে কদম্বান্বিতে,
গেহে রত্নময়ে শবস্থ হৃদয়ে রত্নামৃতেশাননে।
বর্গাদ্যাননবামলোচনময়ীং শ্রীদক্ষিণাং কালিকাং,
সদ্যশ্ছিন্নশিরঃকরাং ভগবতীং ধ্যায়ন্তি পুণ্যাশয়াঃ॥ ১২
মদ্যাঘূর্ণিতলোচনত্রয়মহা-শোভাময়ীং যোষিতাং,
লক্ষৈঃ সেবিতপাদপদ্মযুগলাং শ্রীভৈরবীদ্যোতিতাম্।
শ্রীমৎকালমুখে মুখং নিদধতীং চান্দ্রীং কলাং বিভ্রতীম্,
তাং ধ্যায়ন্তি স্বসিদ্ধয়ে ভগবতীং তদ্ভাবনানন্দিতাঃ॥ ১৩
মাংসাসৃগ্‌দ্রুমখণ্ডচ্ছুরিতমধুমহা-পানমত্তাং হসন্তীম্,
অট্টাট্টং কালকালং কহকহডমিতি প্রোল্লসন্তীং সখীষু।
নৃত্যপ্রোদ্দামহাসোন্মদমুদিতমহা-ভৈরবানন্দবীচিং,
মাতঙ্গং খণ্ডয়ন্তীমভয়বরকরাং কালিকাং তাং ভজামঃ॥ ১৪

যাহাদের আশয় পবিত্র তাহারাই সর্পি (হোমীয় ঘৃত, হবি) সাগরে শোভমান মণিময় দ্বীপে কদম্বান্বিত রত্নগৃহ মধ্যে শবের হৃদয়ে সদ্যশ্ছিন্ন কর-পরম্পরায় সুশোভিতা ক্রীঁ-রূপিণী শ্রীদক্ষিণাকালিকাকে ধ্যান করিয়া থাকে।

যাহারা স্বীয় অর্থাৎ স্ব-স্ব ভাবনারূপ পরমানন্দসন্দোহ ভোগ করে, তাহারাই স্ব-সিদ্ধির জন্য ভগবতী কালিকাদেবীর বক্ষ্যমাণ রূপ ধ্যান করিয়া থাকে। ১২

মদ্যপানাবেশে আঘূর্ণিত লোচনত্রয় হওয়াহেতু অর্থাৎ লোচনত্রয় ঘূর্ণায়মান হওয়ায়, তাঁহার অতিমাত্র শোভা সমুদ্ভাসিত হইয়াছে। লক্ষ-লক্ষ যোষিৎ তাঁহার পদারবিন্দযুগল সেবা করিয়া থাকে। তিনি সর্ব্বশোভাঢ্য ও সর্ব্বসৌভাগ্যসম্পন্ন কালের মুখে মুখ স্থাপন করিয়া চান্দ্রীকলা ধারণ করিতেছেন। ১৩

যিনি মাংস ও অসৃগ্‌রূপ দ্রুমখণ্ডে বিচ্ছুরিত মধু অতিমাত্র পান করিয়া মত্তভাবাপন্না হইয়া অট্টহাস্য সহকারে সখীগণকে 'কাল কাল' এবং 'কহ কহড' সম্ভাষণ করিতেছেন; যিনি নৃত্যবশে সাতিশয় উদ্দামভাবাপন্ন এবং মহাহাস্যোন্মাদে পরমামোদিত মহাভৈরবের আনন্দলহরীস্বরূপ এবং যিনি হস্তীকে খণ্ডখণ্ড করিতেছেন, সেই বরাভয়করা কালিকাদেবীকে ভজনা করি। ১৪

ইদন্তু দিব্যং কবচং মনোজ্ঞং, দেয়ং কদাচিদ্ গুরবেঽপি নৈব।
মহদ্ভয়াৎ স্নেহরসেন দত্ত্বা, হানিঃ শরীরেণ চ সাধকেষু॥ ১৫
(যস্মাদিদন্তু কবচং লভ্যতে বহুপুণ্যতঃ।)*
তেন দত্তন্তু সকলং সদ্গুরুং পরমং প্রিয়ে॥ ১৬
যস্মৈ তস্মৈ ন দাতব্যং প্রাকৃতেভ্যো বিশেষতঃ।
প্রকাশে সিদ্ধিহানিঃ স্যাৎ তস্মাদ্ যত্নেন গোপয়েৎ॥ ১৭
গুরুপাদপ্রসাদেন যদি কালী প্রলভ্যতে।
জপ্ত্বা কালীং মহাবিদ্যামিদন্তু কবচং পঠেৎ॥ ১৮
অজ্ঞাত্বা কবচং দেবি কালিকা চেৎ প্রজপ্যতে।
স নাপ্নোতি ফলং তস্মাৎ পরত্র নরকং ব্রজেৎ॥ ১৯
সর্ব্বত্র সুলভা বিদ্যা কবচন্তু সুদুর্লভম্।
শরীরধনদারেণ গুরুং সন্তোষ্য তৎ পঠেৎ॥ ২০
সফলা রজনীপূজা দিবাপূজা চ নিষ্ফলা।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন রজন্যাং কবচং স্মরেৎ॥ ২১

এই দিব্য মনোজ্ঞ কবচ গুরুকেও দিবে না। মহাভয় বা স্নেহরস প্রযুক্ত প্রদান করিলে, শরীরের সহিত সাধকের হানি হইয়া থাকে। যেহেতু পুঞ্জীভূত পুণ্যপ্রভাবেই এই কবচ লাভ হইয়া থাকে, তজ্জন্য যাহাকে তাহাকে, বিশেষতঃ প্রাকৃত ব্যক্তিদিগকে দিবে না; কারণ ইহা প্রকাশ করিলে সিদ্ধিহানি হইয়া থাকে। সেইজন্য সাতিশয় যত্নসহকারে ইহা গুপ্ত রাখিবে। ১৫—১৭

গুরুপাদপ্রসাদবলে যদি দেবী কালিকাকে লাভ করা যায়, তাহা হইলে কালীমহাবিদ্যা জপ করিয়া এই কবচ পাঠ করিবে। দেবি! এই কবচ না জানিয়া কালীমন্ত্র জপ করিলে তাহাতে কোন ফললাভই হয় না। পরন্তু পরকালে নরক-সংঘটন হইয়া থাকে। ১৮—১৯

কালীর মন্ত্র সর্ব্বত্র সুলভ, কিন্তু কবচ নিতান্ত দুর্লভ। সেইজন্য শরীর, ধন, ও স্ত্রী-র (সেবা) দ্বারা গুরুকে সন্তুষ্ট করিয়া ইহা পাঠ করিতে হইবে। ২০

রজনীতে পূজা করিলে উহা সফল হয়, আর দিবাপূজা নিষ্ফল হইয়া থাকে। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে রজনীতেই কবচ স্মরণ করিবে। ২১

---

* ( ) বন্ধনীমধ্যস্থঃ পাঠঃ জীবানন্দ-ধৃতঃ।

বিবাদে চ রণে দ্যূতে বিদ্যায়াং কবিতাগমে।
রাজগেহে বিচারে চ সর্ব্বত্রেদং পঠেন্নরঃ॥ ২২
মোহনস্তম্ভনাকর্ষ-মারণোচ্চাটনস্তথা।
কবচস্মরণাদ্দেবি জায়ন্তে সর্ব্বসিদ্ধয়ঃ॥ ২৩
অথবা কিমিহোক্তেন সত্যং সত্যং মম প্রিয়ে!
প্রত্যক্ষা দক্ষিণা কালী বরং যচ্ছতি সুন্দরি॥ ২৪
গুরৌ চ কবচে তন্ত্রে যন্ত্রে দেবীং সদা ভজেৎ।
গুরুস্ত্রাতা মহাদেবঃ কবচং যঃ প্রযচ্ছতি। ২৫
ইদন্তু কবচং প্রাপ্য হেলনং কুরুতে তু যঃ।
অচিরান্মৃত্যুমাপ্নোতি মম তুল্যোঽপি সাধকঃ॥ ২৬
স মাতা জনকশ্চৈব স গুরুঃ স চ পূজিতঃ।
স সর্ব্বদঃ স আচার্য্যঃ কবচং যঃ প্রযচ্ছতি। ২৭

ইতি শ্রীরুদ্রযামলে মহাতন্ত্রে শ্রীদক্ষিণাকলিকায়াঃ পরমশিবোক্তং
সর্ব্বসিদ্ধিদং কবচং সমাপ্তম্।

বিবাদ, যুদ্ধ, দ্যূতক্রীড়া, বিদ্যা, কবিতাগম, রাজগৃহ, বিচার—সর্ব্বত্রই এই কবচ পাঠ করিবে। দেবি! এই কবচ স্মরণমাত্রই মোহন, স্তম্ভন, আকর্ষণ, মারণ ও উচ্চাটন প্রভৃতি সর্ব্ববিধ সিদ্ধিই লাভ করা যায়। এ বিষয়ে অধিক আর কি বলিব? সত্যসত্যই বলিতেছি—দেবী দক্ষিণাকালিকা প্রত্যক্ষ হইয়া বর প্রদান করিয়া থাকেন। ২২—২৪

গুরুতে, কবচে, তন্ত্রে ও যন্ত্রে সর্ব্বদা দেবীর ভজনা করিবে। গুরুই ত্রাণকর্ত্তা, কারণ এই কবচ তিনিই প্রদান করিয়া থাকেন। ২৫

যে-ব্যক্তি এই কবচ প্রাপ্ত হইয়াও ইহার প্রতি অশ্রদ্ধা বা অবহেলা প্রদর্শন করে, সে মৎসম হইলেও অচিরাৎ মৃত্যুমুখে আপতিত হইয়া থাকে। ২৬

যে ব্যক্তি এই কবচ প্রদান করে সে-ই পিতা, সে-ই গুরু। সে-ই পূজিত সে-ই আচার্য্য এবং সে-ই সকল দান করিয়া থাকে। ২৭

পরমশিবোক্ত দক্ষিণাকালিকার সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ কবচ সমাপ্ত।

শ্রীব্রহ্মকৃত-কালীস্তবঃ।

নমামি কৃষ্ণরূপিণীং কৃষ্ণাঙ্গযষ্টিধারিণীম্।
সমগ্রতত্ত্বসাগরমপারপারগহ্বরাম্॥ ১
শিবাপ্রভাং সমুজ্জ্বলাং স্ফুরচ্ছশাঙ্কশেখরাম্।
ললাটরত্নভাস্করাং জগৎপ্রদীপ্তিভাস্করাম্॥ ২
মহেন্দ্রকশ্যপার্চ্চিতাং সনৎকুমারসংস্তুতাম্।
সুরাসুরেন্দ্রবন্দিতাং যথার্থনির্ম্মলাদ্ভুতাম্॥ ৩

দেবী কালিকাকে নমস্কার করি। তিনি সাক্ষাৎ কৃষ্ণরূপিণী অর্থাৎ সংহারস্বরূপা। তাঁহার অঙ্গযষ্টি কৃষ্ণ অর্থাৎ তমোগুণে ব্যবচ্ছিন্ন। তিনি সমুদয় তত্ত্বের সাগরস্বরূপা। তিনি অপারা অর্থাৎ তাঁহার ইয়ত্তা বা অবধারণ নাই। এবং সহজেও তাহাকে পাওয়া যায় না। তিনি পারা, অর্থাৎ ভক্তগণ তাঁহাকে অনায়াসেই লাভ করেন। তিনি গহ্বরা অর্থাৎ অতীব দুর্ব্বিজ্ঞেয়স্বরূপা। ১

তিনি শিবা অর্থাৎ সর্ব্বমঙ্গলস্বরূপা; তিনি প্রভা অর্থাৎ সূর্য্য চন্দ্রাদি জ্যোতিঃরূপে সমুদায় প্রকাশ করেন। তিনি সমুজ্জ্বলা অর্থাৎ বিজ্ঞানজ্যোতিঃস্বরূপা। তিনি স্ফুরৎ অর্থাৎ সৎস্বরূপা প্রকৃতি; তিনি শশাঙ্কা অর্থাৎ অমৃতের আধার; তিনি শেখরা অর্থাৎ সকলের শ্রেষ্ঠা। তিনি সকলের ললাট অর্থাৎ অদৃষ্টস্বরূপা; তিনি রত্ন অর্থাৎ সকলের মধ্যে উৎকৃষ্টা; তিনি ভাস্করা অর্থাৎ সকল প্রভার আকর। ২

তিনি জগৎ অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু প্রবাহরূপে বারংবার আবির্ভাব ও তিরোভাব সাধন করেন; তিনি প্রদীপ্তি অর্থাৎ সকলের চৈতন্যজ্যোতিঃস্বরূপা; তিনি-ভাস্করা অর্থাৎ সেই চৈতন্যজ্যোতির নিত্য প্রস্ফুরণ করেন। তিনি মহেশ্বর অর্থাৎ সকল মহৎ পদার্থের শ্রেষ্ঠ এবং কশ্যপ অর্থাৎ সকলের আশ্রয়; সেই আদিদেবও তাঁহার অর্চ্চনা করেন। তিনি সনৎ অর্থাৎ সর্ব্বদাই বিরাজমান—কোনকালেই যাঁহার অভাব বা ক্ষয় নাই এবং যিনি কুমার অর্থাৎ সমুদয় অমঙ্গল বিনাশ করেন, তিনিও তাঁহার স্তব করিয়া থাকেন। সুর ও অসুরগণের ঈশ্বরসকলও তাঁহার বন্দনা করেন। তিনি যথার্থা অর্থাৎ চরমসত্যস্বরূপা, তিনি নির্ম্মলা অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা, তিনি অদ্ভুতা অর্থাৎ পরম আশ্চর্য্যস্বরূপা। ৩

অতর্ক্যরোচিরুর্জ্জিতাং বিকারদোষবর্জ্জিতাম্।
মুমুক্ষুভির্ব্বিচিন্তিতাং বিশেষতত্ত্বসূচিতাম্॥ ৪
মৃতাস্থিনির্ম্মিতস্রজাং মৃগেন্দ্রবাহনাগ্রজাম্।
সুশুদ্ধতত্ত্বতোষণাং ত্রিবেদপারভূষণাম্॥ ৫
(সদৌচিত্যৈকলক্ষণাং মনোজবৈরিলক্ষণাম্।)*
ভুজঙ্গহারহারিণীং কপালখণ্ডধারিণীম্॥ ৬

তর্কদ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায় না; তিনি সাক্ষাৎ জ্যোতিঃস্বরূপা; তিনি উর্জ্জিতা অর্থাৎ স্বীয় স্বরূপে সকলকেই অধঃকৃত করিয়াছেন। মুমুক্ষুগণ তাঁহারই চিন্তা করেন। বিশেষ তত্ত্ব অর্থাৎ জগদ্ভ্রম নিরাকৃত হইলে যে বিজ্ঞানযোগ সমুদ্ভূত হয়, তৎপ্রভাবেই তাঁহাকে জানিতে পারা যায় অথবা বিশেষ অর্থাৎ সাংখ্যতত্ত্ব অর্থাৎ জ্ঞানযোগ দ্বারাই তাঁহার স্বরূপ ব্যক্ত হইয়াছে। ৪

তিনি মৃতাস্থি অর্থাৎ প্রলয়কালে আপনাতে সমুদয় সংহরণ (সংগ্রহ, আহরণ) করেন। তিনি নির্ম্মিতস্রজা অর্থাৎ মায়াবলে সকলকে নির্ম্মাণ করিয়া সেই মায়াজনিত অজ্ঞান হইতে সমুদ্ভূত মমতাপাশে বদ্ধ করিয়া রাখেন। তিনি মৃগেন্দ্রবাহনা অর্থাৎ স্বীয় হিংসাধর্ম্মকে আপনার আয়ত্তীকৃত করিয়াছেন। তিনি অগ্রজা অর্থাৎ সকলের অগ্রে জন্মিয়াছেন। তিনি সুশুদ্ধা অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্নসত্ত্বস্বরূপা। তিনি তত্ত্বতোষণা অর্থাৎ একমাত্র সত্য দ্বারাই সন্তোষ লাভ করেন। তিনি ত্রি-বেদের পার অর্থাৎ অতীতা, তিনি ভূষণা অর্থাৎ সকলকেই আবির্ভাবমাত্রে সুশোভিত করিয়া থাকেন। ৫

তিনি সদা অর্থাৎ সৎস্বরূপে সমুদায় ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। তিনি ঔচিত্যৈকলক্ষণা অর্থাৎ যাহা কিছু ন্যায় ও ন্যায়সঙ্গত, তিনি তাহাই। তিনি মনোজবৈরী অর্থাৎ সংসারবন্ধনের হেতুভূত রজোগুণের ধ্বংস করেন। তিনি লক্ষণা অর্থাৎ সংসারের সর্ব্বত্রই সর্ব্বদা সকল বস্তুতে তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি ভুজঙ্গ অর্থাৎ ভোগাসক্ত পুরুষের হার অর্থাৎ সংসারপ্রাপ্তি হরণ করিয়া থাকেন। তিনি কপালখণ্ডধারিণী অর্থাৎ সকলেরই অদৃষ্টের পরিচালন করিয়া থাকেন। ৬

---

* জীবানন্দ-ধৃতঃ পাঠঃ।

সুধার্ম্মিকোপকারিণীং সুরেন্দ্রবৈরিঘাতিনীম্।
কুঠারপাশচাপিনীং কৃতান্তকামভেদিনীম্ ॥ ৭
শুভাং কপালমালিনীং সুবর্ণকল্পশাখিনীম্।
শ্মশানভূমিবাসিনীং দ্বিজেন্দ্রমৌলিভাবিনীম্ ॥ ৮
তমোঽন্ধকারযামিনীং শিবস্বভাবকামিনীম্।
সহস্রসূর্য্যরাজিকাং ধনঞ্জয়োগ্রকারিকাম্ ॥ ৯
(সুশুদ্ধকালকন্দলাং সুভৃঙ্গবৃন্দমঞ্জুলাম্।)*
প্রজাপিনীং প্রজাবতীং নমামি মাতরং সতীম্।
স্বকর্ম্মকারণে গতিং হরপ্রিয়াঞ্চ পার্ব্বতীম্ ॥ ১০

তিনি সুধার্ম্মিকগণের উপকার ও সুরেন্দ্রের বৈরী বিনাশ করেন। তিনি কুঠারপাশচাপিনী অর্থাৎ ছেদন ও বন্ধন নিরাকরণ করিয়া থাকেন। তিনি কৃতান্তের কামনা ভেদ অর্থাৎ মৃত্যু নিবারণ করেন। ৭

তিনি সকল সৌভাগ্যস্বরূপিণী। তিনি কপালমালিনী অর্থাৎ তমোগুণভূষিতা। তিনি সুবর্ণা। তিনি কল্পশাখিনী অর্থাৎ সকলেরই মনস্কামনা পূর্ণ করেন। তিনি শ্মশান অর্থাৎ প্রলয়স্বরূপ, তিনি ভূমি অর্থাৎ সকলের স্থিতিস্বরূপ; তিনি বাসিনী অর্থাৎ সকলকেই ব্যাপ্ত বা আবৃত করিয়া আছেন। তিনি দ্বিজেন্দ্রমৌলি-ভাবিনী অর্থাৎ যাবতীয় দ্বিজেন্দ্র মস্তক দ্বারা তাঁহার পূজা করেন। ৮

তিনি তমোন্ধকারযামিনী অর্থাৎ মহাপ্রলয়রাত্রি। তিনি শিবের অর্থাৎ সর্ব্বমঙ্গলময় পুরুষের স্বভাবকামিনী অর্থাৎ প্রকৃতি। তিনি সহস্র সূর্য্যের সমান প্রকাশ-বিশিষ্টা। তিনি ধন। তিনি জয়। তিনি উগ্রকারিকা অর্থাৎ মহাপ্রলয়াদি সংঘটিত করিয়া থাকেন। ৯

তিনি প্রজাপিনী অর্থাৎ সকলে তাঁহার জপ করে। তিনি প্রভাবতী অর্থাৎ সমস্ত সংসার তাহা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তিনি সকলের মাতা। তিনি সতী অর্থাৎ সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে বিরাজ করেন। তাঁহাকে প্রণাম করি। তিনি হরপ্রিয়া অর্থাৎ সাক্ষাৎ মায়ারূপে সকলকে মোহিত করিয়া তাহাদের প্রীতি আকর্ষণ করেন। তিনি পার্ব্বতী অর্থাৎ অহঙ্কারস্বরূপা। ১০

---

* জীবানন্দ-ধৃতঃ পাঠঃ।

অনন্তশক্তিকান্তিদাং যশোঽর্থভুক্তিমুক্তিদাম্।
পুনঃ পুনর্জ্জগদ্ধিতাং নমাম্যহং সুরার্চ্চিতাম্ ॥ ১১
জয়েশ্বরি ত্রিলোচনে প্রসীদ দেবি পাহি মাম্।
জয়ন্তি তে স্তবন্তি যে শুভং লভন্ত্যমোক্ষতঃ ॥ ১২
সদৈব তে হতদ্বিষঃ পরং ভবন্তি সজ্জুষঃ।
নরাঃ পরে শিবেঽধুনা প্রসাধি মাং করোমি কিম্ ॥ ১৩
অতীবমোহিতাত্মনো বৃথা বিচেষ্টিতস্য মে।
কুরু প্রসাদিতং মনো যথাস্মি জন্মভঞ্জনঃ ॥ ১৪
(তথা ভবন্তু তাবকা যথৈব যোষিতালকাঃ।)*
ইমাং স্তুতিং মমেরিতাং পঠন্তি কালিসাধকাঃ।
ন তে পুনঃ সুদুস্তরে পতন্তি মোহগহ্বরে ॥ ১৫

ইতি মহামহোপাধ্যায়-শ্রীপরমহংসপরিব্রাজক-শ্রীপূর্ণানন্দগিরি-বিরচিতে শ্যামারহস্যে শ্রীব্রহ্মকৃতকালীস্তবঃ নাম উনবিংশঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ১৯ ॥

তিনি অনন্তশক্তি। তিনি কান্তিদা অর্থাৎ মায়া প্রসব করেন। তিনি ভুক্তি, মুক্তি ও যশের সাধন। তিনি জগতের হিতকারিণী ও সুখদায়িনী। এইজন্য সকলেই তাঁহার অর্চ্চনা করেন। আমিও এই কারণে বারংবার তাঁহাকে নমস্কার করিতেছি। ১১

তুমি জয়া। তুমি ঈশ্বরী। তুমি ত্রিলোচনা অর্থাৎ তিনি ত্রিভুবনের লোচন অর্থাৎ জ্ঞান-স্বরূপা। অতএব প্রসন্না হও, আমাকে রক্ষা কর। যাহারা তোমার স্তব করে, তাহারাই জয়লাভ করিয়া থাকে; তাহারাই (সর্ব্ব) শুভ সংগ্রহ (আহরণ) করিয়া থাকে। ১২

তাঁহারাই সর্ব্বদা শত্রু সংহার করিয়া থাকে এবং তাহারাই সর্ব্বদা সংসম্ভোগ করিয়া থাকে। হে শিবে! অধুনা আজ্ঞা কর, আমাকে কি করিতে হইবে। ১৩

আমার আত্মা মোহে অতীব আচ্ছন্ন। তজ্জন্য আমি বৃথা কার্য্যে সর্ব্বদা প্রবৃত্ত হইয়া থাকি। অতএব যাহাতে আর আমার জন্ম না হয়, তদনুরূপ বিধান কর। ১৪

কালীসাধকগণ আমার কৃত এই স্তোত্র পাঠ করিলে, পুনরায় সুদুস্তর মোহগহ্বরে পতিত হয় না। ১৫

মহামহোপাধ্যায় পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য শ্রীপূর্ণানন্দগিরি বিরচিত শ্যামারহস্যে ব্রহ্মাদি কৃত কালীস্তব নামক উনবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

---

* জীবানন্দ-ধৃতঃ পাঠঃ।

অথ কালিকোপনিষৎধৃতঃ কালীস্তবঃ

ওঁ নমো ভগবত্যৈ কালিকায়ৈ। অথ হৈনাং ব্রহ্মরন্ধ্রে ব্রহ্মস্বরূপিণীমাপ্নোতি সুভগাং ত্রিকোণযুক্তার্নামুক্তা কামরেফেন্দিরা-বিন্দুমেলনরূপা সমষ্টিরূপিণী। এতত্রিগুণিতমাদৌ, তদনু কূর্চ্চদ্বয়ম্ কূর্চ্চবীজন্তু ব্যোম-ষষ্ঠস্বর-বিন্দু-মেলনরূপং। তদেব দ্বিরুচ্চার্য্য ভুবনাদ্বয়ম্ ভুবনা তু ব্যোম-জ্বলনেন্দিরাশূন্যমেলনরূপা তদ্দ্বয়ম্ দক্ষিণে কালিকে ইত্যভিমুখ্যতা তদনুবীজসপ্তকমুচ্চার্য্য বৃহদ্ভানুজায়ামুচ্চরেৎ। মত্বা শিবময়ো ভবেৎ। গতিস্তস্যাস্তি নান্যস্য। স তু নারীশ্বরঃ। স তু দেবেশ্বরঃ। স তু সর্ব্বেশ্বর ইতি। অভিনবজলধরসংকাশা ঘনস্তনী কুটিলদংষ্ট্রা শবাসনা কালিকা ধ্যেয়া। ত্রিকোণং নবকোণপদ্মং অস্মিন্

এই কালিকাকে ব্রহ্মরন্ধ্রে ব্রহ্মস্বরূপিণী জানিবেন। ইনি সুভগা। কাম (ক), রেফ (র), ইন্দিরা (ঈ) ও বিন্দুর মিলনরূপ সমষ্টিরূপিণী। প্রথমে এইটি ত্রিগুণিত (ক্রীং ক্রীং ক্রীং) হইবে। তাহার পর কূর্চদ্বয় (হূং হূং)। কূর্চ বীজ হইতেছে—ব্যোম (হ), ষষ্ঠস্বর (ঊ) ও বিন্দুর (ং) মেলনরূপ। (সেই কূর্চবীজকে দুইবার উচ্চারণ করিয়া) তাহার পর ভুবনাবীজদ্বয়। ভুবনা বীজ হইতেছে—ব্যোম (হ্), জ্বলন (র), ইন্দিরা (ঈ) ও শূন্য (ং) মিলনরূপ (হ্রীং)। তাহার পর দক্ষিণে কালিকে বলিবেন। ইঁহারই অভিমুখ্যতা আছে। তাহার পর পূর্বোক্ত বীজসপ্তক উচ্চারণ করিয়া বৃহদ্ভানু (অগ্নি) জায়া (স্বাহা) বলিবেন। এই ক্রীং ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং স্বাহা, মন্ত্রটি সমস্ত উত্তম মন্ত্রের মধ্যে উত্তম (শ্রেষ্ঠ) মন্ত্র। (এই মন্ত্রকে মনন করিয়া শিবময় হইবেন। তাহার গতি আছে; অন্যের গতি নাই)। (এই মন্ত্রকে যে একবার জপ করে, সে বিশ্বেশ্বর। সে নারীশ্বর। সে দেবেশ্বর (বেদেশ্বর)। সে সকলের ঈশ্বর, সে সকলের গুরু। সে সকলের নমস্য। সে সমস্ত বেদের অর্থ জ্ঞাত হয়। সে সমস্ত তীর্থে স্নাত হয়। সে সমস্ত যজ্ঞে দীক্ষিত হয়। সে স্বয়ং সদাশিব। (যন্ত্রপূজা, প্রথমে একটি ত্রিকোণ, তাহার পর একটি ত্রিকোণ, তাহার পর একটি ত্রিকোণ, পুনরায়

দেবীং ষড়ঙ্গেনাভ্যর্চ্চ্য তদিদং সর্ব্বাঙ্গম্। ওঁ কালী কপালিনী কুল্লা কুরুকুল্লা বিরোধিনী বিপ্রচিত্তা উগ্রা উগ্রপ্রভা দীপ্তা নীলা ঘনা বলাকা মাত্রা মুদ্রা মিতা বৈ দশপঞ্চকোণগা। ওঁ ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী চৈন্দ্রী চামুণ্ডা কৌমারী অপরাজিতা বারাহী নারসিংহী চাষ্টপত্রগা দ্বিত্রিচতুঃষড়ষ্টদশ-দ্বাদশচতুর্দ্দশষোড়শস্বরভেদেন প্রণবেনামন্ত্রং বিন্যাৎ। অঙ্গে তন্মূলেনা-বাহনং তেনৈব পূজনং বিদুঃ। য এনং মন্ত্ররাজং নিয়মেনানিয়মেন বা লক্ষং লক্ষং আবর্ত্তয়তি স পাপ্মানং তরতি। স দুষ্কৃতানি তরতি। স ব্রহ্মত্বভাগ্ ভবতি। স সর্ব্বলোকং তরতি। স চায়ুরারোগ্যমৈশ্বর্য্যং লভতে সদা। পঞ্চমকারেণ পূজয়েৎ। সদাভক্তো ভক্তো ভবেৎ।

ত্রিকোণ, তাহার পর আর একটি ত্রিকোণ লিখিয়া তাহার পর আটটি দল লিখিবেন। দুইটী দুইটী অর্দ্ধচন্দ্রের সহিত কেসর লিখিয়া একটি ভূপুরের দ্বারা সম্বৃত (যুক্ত) হইবে। সর্বজ্ঞ সাধক সেই মন্ত্রকে পূজা করিয়া সেই দেবীদলে রেখায় বিন্যাস করিয়া অভিনব জলদের (নূতন বর্ষণোন্মুখ মেঘের) ন্যায় কৃষ্ণবর্ণা ঘনস্তনী কুটিলদংষ্ট্রা, শবাসনা, বর, অভয়, খড়্গ ও মুণ্ডের দ্বারা মণ্ডিতহস্তা কালিকাকে ধ্যান করিবেন। (ত্রিকোণ, নবকোণ ও পদ্ম। ইহাতে দেবীকে ষড়ঙ্গের সহিত পূজা করিয়া—এই সেই সর্বাঙ্গ)। কালী, কপালিনী, কুল্লা, কুরুকুল্লা, বিরোধিনী, বিপ্রচিত্তা—ইহারা ছয়কোণে অবস্থিতা। উগ্রা, উগ্রপ্রভা, দীপ্তা, নীলা, ঘনা, বলাকা, মাত্রা, মুদ্রা ও মিতা—ইহারা নবকোণে অবস্থিতা। এই প্রকারে ইহাঁরা পঞ্চদশকোণে অবস্থিত। ব্রাহ্মী, নারায়ণী, মাহেশ্বরী, চামুণ্ডা, কৌমারী, অপরাজিতা, বারাহী, নারসিংহী— ইহাঁরা অষ্টপত্রে অবস্থিতা। মাধব, রুদ্র, বিনায়ক ও সৌর—এই চার দেবতা চতুষ্কোণে অবস্থিত। চারিদিকে ইন্দ্র, যম, বরুণ ও কুবের। (দ্বি, ত্রি, চতুঃ, ষট্, আট, দশ, দ্বাদশ, চতুর্দশ, ষোড়শ স্বরভেদে ভিন্ন প্রণবের দ্বারা আমন্ত্রণ করিবে। অঙ্গে সেই মূলের দ্বারা আবাহন, সেই মন্ত্রের দ্বারা পূজন জানিবেন। যে এই মন্ত্ররাজকে নিয়মে বা অনিয়মে লক্ষ লক্ষ আবর্ত্তন করে, স পাপ্মাকে (পাপকে) অতিক্রম করে। সে দুষ্কৃতকে অতিক্রম করে। সে ব্রহ্মত্বভাগী হয়। সে সর্বলোককে অতিক্রম করে। সে সর্বদা আয়ুঃ, আরোগ্য ও ঐশ্বর্য্য লাভ করে। পঞ্চমকারের দ্বারা পূজা করিবেন। সর্বদা অভক্ত ভক্ত হইবে।

প্রচ্ছন্নতাঽবিপত্তির্মহত্ত্বং ভুক্তিমুক্তী চ সিদ্ধমন্ত্রস্য জাপিনাং সিদ্ধয়ো হ্যণিমাদ্যা ভবন্তি, স জীবন্মুক্তঃ স সর্ব্বশাস্ত্রং জানাতি স সর্ব্ব-প্রত্যয়কারী ভবতি। রাজানো দাসতাং যান্তি সিদ্ধমন্ত্রস্য জাপিনাম্। যন্নেদং যচ্চ পাশ্চাত্ত্যং তন্ময়ং শিব এব হি। তপ্তা সর্ব্বদৈবতং মন্ত্রং জীবং যঃ স্বয়ং শিব এবাস্থং অণিমাদিবিভূতীনামীশ্বরঃ। কালিকাং লভেৎ। আবয়োঃ পাত্রভূতোঽসৌ সুকৃতী ত্যক্তকল্মষঃ। জীবন্মুক্তঃ স বিজ্ঞেয়ো যঃ স্মরেদ্ ঘোরদক্ষিণাম্। দশাংশং হোময়েত্তদনু তর্পয়েৎ। অথ হৈকেষু যান্ কামান্ বাহয়তি। উষয়তি অনিরুদ্ধজ্ঞানাদনিরুদ্ধসরস্বতী। অথ হৈনং কালিকামন্ত্রং জপেদ্ যঃ সদা শ্রদ্ধাত্মা জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তঃ। শাম্ভবদীক্ষাস্বরতঃ শাক্তেষু বা দিবা ব্রহ্মচারী রাত্রৌ নগ্নঃ সদা মৈথুনাসক্ত-মানসঃ জপপূজাদিনিয়মো যোষিৎসু প্রিয়ঙ্করঃ। সুভগোদকেন তর্পণম্। তেনৈব পূজনম্। সর্ব্বদা কালীরূপমাত্মানং বিভাবয়েৎ। স সর্ব্বযোষিদা-

---

সিদ্ধমন্ত্র জপকারিগণের প্রচ্ছন্নতা, অবিপত্তি, মহত্ত্ব, ভোগ ও মোক্ষ হইয়া থাকে ; অণিমাদি সিদ্ধি সকল হয়। সে জীবন্মুক্ত। সে সমস্ত শাস্ত্রবিৎ। সে সকলের প্রত্যয়কারী (বিশ্বাসভাজন) হয়। নৃপতিগণ সিদ্ধমন্ত্র জপকারিগণের দাসত্ব (ভৃত্যত্ব) প্রাপ্ত হয়। যাহা অতীত, যাহা বর্তমান ও যাহা ভাবী, সে সমস্তই শিবই। সর্বদৈবত মন্ত্রের তপস্যা (জপ) করিয়া এই জীব স্বয়ং শিব হয়, অণিমাদি বিভূতির অধিপতি হয়। কালিকাকে লাভ করে। ইনি আমাদের পাত্রভূত। সে পুণ্যবান্ ও নিষ্পাপ। যে ঘোরদক্ষিণাকে স্মরণ করে, তাহাকে জীবন্মুক্ত জানিবে। দশাংশ হোম করিবে। তাহার পর তর্পণ করিবে। এক এক ব্যক্তিতে যে কামনা বহন করাইয়া থাকেন, অনিরুদ্ধসরস্বতী অনিরুদ্ধ জ্ঞান হইতে সেইগুলিকে দাহ করাইয়া দেন। যিনি সর্বদা শ্রদ্ধাত্মা জ্ঞান ও বৈরাগ্যযুক্ত শাম্ভবদীক্ষা বা শক্তি দীক্ষাতে রতিহীন তিনি দিবাতে ব্রহ্মচারী, রাত্রিতে নগ্ন, সর্বদা মিথুনাসক্তমনা জপপূজাদিতে নিয়মযুক্ত স্ত্রীগণের প্রিয়ঙ্কর, তিনি এই কালিকামন্ত্র জপ করিবেন। সুভগোদকের দ্বারা তর্পণ, তাহার দ্বারাই পূজন। সর্বদা নিজেকে কালীরূপ বলিয়া ভাবনা করিবে। সে সর্বদা স্ত্রীগণের প্রতি আসক্ত হয়। সে

সক্তো ভবতি স সর্ব্বহত্যাং তরতি। অথ পঞ্চমকারেণ সর্ব্বমাপ্নোতি বিদ্যাং পশুং ধনং ধান্যং সর্ব্ববশত্ব কবিত্বঞ্চ নান্যঃ পরমঃ পন্থা বিদ্যতে। মোক্ষায় জ্ঞানায় ধর্ম্মায় তৎ সর্ব্বং ভূতং ভব্যং যৎকিঞ্চিৎ দৃশ্যাদৃশ্যমানং স্থাবরজঙ্গমম্ তৎ সর্ব্বং। কালিকাতন্ত্রে তু তৎ প্রোক্তং, বেদে যৎ স্মৃতং শ্রুতং মন্ত্রজাপী স পাপ,মানং তরতি, স হ্যগম্যাগমনং তরতি। স ভ্রূণহত্যাং তরতি। স সর্ব্বপাপং তরতি। স সর্ব্বসুখমাপ্নোতি স সর্ব্বং জানাতি স সর্ব্বত্যাগী ভবতি। স বিবিক্তো ভবতি। স সর্ব্ববেদাধ্যায়ী ভবতি। স সর্ব্বমন্ত্রজাপী ভবতি। স সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা ভবতি। স সর্ব্বযজ্ঞাধিকারী ভবতি। আবয়োর্ম্মিত্রভূতো ভবতি ইত্যাহ ভগবান্ শিবঃ। নির্ব্বিকল্পেন মনসা যঃ সর্ব্বং করোতি। অথ হৈনং মূলাধারং স্মরেদ্দিব্যং ত্রিকোণং তেজসাং নিধিম্। তস্যাগ্নিরেখামানীয় অধ উর্দ্ধং ব্যবস্থিতম্। নীলতোয়দমধ্যস্থাং তড়িল্লেখেব ভাস্বরাম্। নীলাং বিচিন্ত্য সুপীতাং ভাস্করবদনুপমাম্। তস্যাঃ শিখামধ্যে পরমোর্দ্ধ ব্যবস্থিতাম্। স ব্রহ্মা স শিবঃ স স্বরঃ সর্ব্বপাপৈর্ব্বিমুচ্যতে। মহাপাতকেভ্যঃ পূতো ভূত্বা

ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্ত হয়। পঞ্চ-মকারের দ্বারা সমস্তই প্রাপ্ত হয়। বিদ্যা, পশু, ধন, ধান্য, সর্ববশত্ব ও কবিত্ব প্রাপ্ত হয়। ইহা অপেক্ষা অন্য শ্রেষ্ঠ উপায় নাই, মোক্ষের জ্ঞানের জন্য ও ধর্মের জন্য। ভূত (অতীত) ও ভব্য (ভাবী) যাহা কিছু দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান, স্থাবর ও জঙ্গম, সে সমস্তই কালিকা। তন্ত্রে তাহাই কথিত হইয়াছে জানিবে। যাহা স্মৃত ও শ্রুত হইয়াছে সেই মন্ত্রজপকারী পাপ হইতে মুক্ত হয়। সে অগম্যাগমন হইতে মুক্ত হয়। সে ভ্রূণ-হত্যা হইতে মুক্ত হয়। সে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়। সে সমস্ত সুখপ্রাপ্ত হয়। সে সর্ববিষয় জানে। সে সর্বত্যাগী হয়। সে বিবেকবান্ হয়। সে সমস্ত বেদাধ্যায়ী হয়। সে সর্বমন্ত্রজাপী হয়। সে সর্বশাস্ত্রবিৎ হয়। সে সর্বযজ্ঞে অধিকারী হয়। সে আমাদের মিত্রভূত হয়। ইহা ভগবান্ শিব বলিয়াছেন। যে নির্বিকল্পক মনের দ্বারা সমস্ত করে, তিনি দিব্য ত্রিকোণ তেজঃসমূহের নিধি (আধার) এই মূলাধারকে স্মরণ করিতে পারেন। অধঃ ও উর্ধ্বে ব্যবস্থিতা নীল মেঘের মধ্যস্থা তড়িৎরেখার ন্যায় ভাস্বরা সুপ্রীতা ভাস্করের ন্যায় অনুপমা, তাহার শিখামধ্যে পরম উর্ধ্বে ব্যবস্থিতা নীলাকে সেই

সর্ব্বমন্ত্রসিদ্ধিং কৃত্বা কৈবল্যং ভজতীতি। ভৈরবোঽস্য ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ কালিকা দেবতা লজ্জা বীজং বধূঃ শক্তিঃ কবিত্বার্থে বিনিয়োগঃ। ইত্যেবং ঋষিশ্ছন্দো দৈবতং জ্ঞাত্বা স মন্ত্রফলসাফল্যমশ্নুতে। অথ সর্ব্বাং বিদ্যাং প্রথমমেকং দ্বয়ং ত্রয়ং বা নামত্রয়পুটিতং কৃত্বা বা জপেৎ। গতিস্তস্যাস্তীতি নান্যস্য ইহ গতিঃ। ওঁ সত্যং তৎ সৎ। অথ হৈনং গুরুং পরিতোষ্য গোভূমিহিরণ্যাদিভির্গৃহ্নীয়াৎ মন্ত্ররাজং, গুরুস্তমপি শিষ্যায় সংকুলীনায় বিদ্যাভক্তায় শুশ্রূষবে স্ত্রিয়ং স্পৃষ্ট্বা স্বয়ং পরিপূজ্য নিশায়াং বিহরেৎ একাকী শিবগেহে লক্ষং তদর্দ্ধং বা জপ্ত্বা দেয়ং। ওঁ ওঁ ওঁ সত্যং সত্যং নান্যপ্রকারেণ সিদ্ধির্ভবতীহ কালিকামনোর্ব্বা শ্রাবয়ন্তি। ত্রিপুরামনোর্ব্বা সর্ব্বস্য দুর্গামনোর্ব্বাহং ব্যোং শিবোঽহং ওঁ তৎ সৎ।

ইত্যাথর্ব্বণে সৌভাগ্যকাণ্ডে কালিকোপনিষৎ সমাপ্তা।

সম্পূর্ণমিদং শ্যামারহস্যম্।

মূলাধারের অগ্নিরেখা মধ্যে আনিয়া চিন্তা করিয়া সে ব্রহ্মা হয়, সে শিব হয়—সে সর্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। মহাপাতক হইতে পবিত্র হইয়া সমস্ত মন্ত্রের সিদ্ধি করিয়া কৈবল্যভাগী হয়। এই মন্ত্রের ভৈরব ঋষি, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, কালিকা দেবতা, লজ্জা বীজ, বধূ শক্তি, কবিত্বলাভে এই মন্ত্রের প্রয়োগ হয়। এইরূপ ঋষি, ছন্দঃ ও দেবতাকে জানিয়া সে মন্ত্রের সাফল্য প্রাপ্ত হয়। অনন্তর সমস্ত বিদ্যাকে জপ করিবেন। অথবা প্রথমে একটি বিদ্যাকে অথবা দুইটি বা তিনটি বিদ্যাকে নামত্রয়ের দ্বারা পুটিত করিয়া জপ করিবেন। তাহার এই জগতে গতি আছে। অন্যের এই জগতে গতি নাই। ওঁ তৎ সৎ। গো, ভূমি, হিরণ্যাদি দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহার গুরুর নিকট এই মন্ত্ররাজ গ্রহণ করিবে। গুরুও স্ত্রীকে স্পর্শ করিয়া স্বয়ং পূজা করিয়া নিশাতে বিহার করিবেন। একাকী শিবগৃহে লক্ষ বা তদর্দ্ধ জপ করিয়া সংকুলীন বিদ্যাভক্ত শুশ্রূষু শিষ্যকে সেই মন্ত্ররাজ প্রদান করিবেন। ওঁ ওঁ ওঁ সত্য সত্য এই কালিকা মন্ত্রের, ত্রিপুরা মন্ত্রের বা সমস্ত দুর্গা মন্ত্রের এই জগতে অন্য প্রকারে সিদ্ধি হয় না। আমি ব্যোম, আমি শিব। ওঁ তৎ সৎ।

অথর্ববেদীয় সৌভাগ্যকালিকোপনিষদুক্ত কালীস্তবের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ গ্রন্থ সমাপ্ত ॥

পরিশিষ্ট (ক)

তন্ত্রশাস্ত্র পরমগহন, দুষ্প্রবেশ্য—অতীব ভীষণ, দুর্গম। ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয় নিষ্কাম ও নিস্পৃহ সাধক ভিন্ন সাধারণের অগম্য। ইহাতে বিধৃত শব্দ ও শ্লোকার্থ সাঙ্কেতিক ভাষায় লিপিবদ্ধ ও গুরুগম্য—জ্ঞেয়াৎ গুরুবক্তৃতঃ। ইহা মুক্তিশাস্ত্র—মুক্তিলাভের উপায় নির্দ্দেশক শাস্ত্র অর্থাৎ ক্রিয়াক্রম-প্রণালী সমন্বিত সাধনশাস্ত্র। তন্ত্রের কৌলধর্ম্ম পরমগহণ—দুরধিগম্য ও দুরারোহ। একমাত্র সাধক ব্যতীত অসাধক ব্যক্তি প্রবেশ করিতে অসমর্থ। ক্রিয়াবান সদ্‌গুরুর নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত না হইলে তন্ত্রশাস্ত্রের একটি বর্ণেরও মর্ম্মার্থ বোধ (হৃদয়ঙ্গম) করা সম্ভব নহে। গুরূপদেশাৎ তদ্‌গম্যঃ নান্যথা শাস্ত্রকোটিভিঃ। তন্ত্রের অনেক শব্দ ও শ্লোকার্থ দ্ব্যর্থবাচক। ইহা সাধনশাস্ত্র বলিয়া ইহার তাৎপর্য্যার্থও বাহ্যিক শব্দার্থে গ্রহণ না করিয়া আধ্যাত্মিক পারমার্থিক অর্থেই গ্রহণীয়, যুক্তি এবং বিচারসম্মতও।

আগ্রহশীল নবীন জিজ্ঞাসু এবং তন্ত্রধর্ম্মে প্রবেশেচ্ছুগণের জ্ঞাতার্থে তন্ত্রশাস্ত্রে ব্যবহৃত কতিপয় পারিভাষিক শ্লোক ও শব্দের তত্ত্বার্থ সঙ্কলনপূর্ব্বক এস্থলে প্রদত্ত হইল।

আঘাত—প্রাণায়াম। **আমন্ত্রণ**—দেবতার আবাহন।

আলিঙ্গন—অঙ্গাদি ন্যাস অর্থাৎ অঙ্গন্যাস, করন্যাস, বর্ণন্যাস, অন্তর্মাতৃকান্যাস, বাহ্যমাতৃকান্যাস, ঋষ্যাদিন্যাস, পীঠন্যাস, ব্যাপকন্যাস।

চুম্বন—ধ্যান। **ভগলিঙ্গ কীর্ত্তন**—শিব ও কালীর নামোচ্চারণ বা কীর্ত্তন।

বিপরীতরতা—মূলাধারাবস্থিতা কুলকুণ্ডলিনীকে সহস্রারকমলান্তর্গত পরম শিবের সহিত সংযোগকরণ অর্থাৎ প্রবৃত্তির বিপরীত ভাবাবলম্বন; শিবশক্তির যোগযুক্ত ধ্যানাবস্থিতকরণ বা ধ্যান। নিবৃত্তিমার্গের সাধনই বিপরীত রতি।

কুলসাধন—তান্ত্রিক বীরাচারের সাধন। কুলজা—সদ্বংশজাত।।

শাস্ত্র প্রমাণ, আগমসারে যথা—

আলিঙ্গনং ভবেন্ন্যাসশ্চুম্বনং ধ্যানমীরিতম।
আবাহনং শীৎকারঃ স্যাৎ নৈবেদ্যমনুলেপনম্।
জপনং রমণং প্রোক্তং রেতপাতঞ্চ দক্ষিণা।
সর্ব্বথৈব ত্বয়া গোপ্যং মম প্রাণাধিকে প্রিয়ে।।

তন্ত্রাভিমত তাৎপর্য্যার্থ যথা—(শিব পার্ব্বতীদেবীকে) বলিতেছেন—হে আমার প্রাণাধিকা প্রিয়ে! যোগক্রিয়ায় তত্বাদি ন্যাসের নাম আলিঙ্গন, ধ্যানের নাম চুম্বন, আবাহনের নাম শীৎকার, নৈবেদ্যের নাম অনুলেপন, জপের নাম রমণ এবং দক্ষিণান্তকরণের নাম রেতঃপাতন। তুমি অতিশয় গোপ্য, এই মৈথুনতত্ব গোপন রাখিবে।

নিরুত্তর তন্ত্রের চতুর্দ্দশ পটলের নবম শ্লোকের প্রথম পঙ্‌ক্তি "চুম্বনালিঙ্গনাঘাতং রতিবিগ্রহদর্শনম্। এস্থলে আলিঙ্গন-এর অর্থ অঙ্গাদি ন্যাস, চুম্বনের অর্থ ধ্যান, আঘাতের অর্থ প্রাণায়াম, আর রতিবিগ্রহদর্শনের অর্থ জপ, আমন্ত্রণের অর্থ দেবতার আবাহন, ভগলিঙ্গের কীর্ত্তনের অর্থ শিবকালীর নামোচ্চারণ এবং বিপরীতার অর্থ কুলকুণ্ডলিনীকে সহস্রারস্থিত শিবের সহিত যোগকরণ অর্থাৎ প্রবৃত্তির বিপরীত ভাবাবলম্বন।

পুনশ্চ (ক) একত্রিংশ (৩১ শ্লোকান্তর্গত প্রমথ পংঙ্‌ক্তি যথা—

মাতৃমুখে পিতৃমুখং দত্ত্বা জপেৎ কালীং সনাতনীম্।

মাতৃমুখে পিতৃমুখং দত্ত্বা—অর্থাৎ শিবকালীর অভেদ-চিন্তন।

(খ) দ্বি-ত্রিংশ শ্লোকান্তর্গত দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি এবং ত্রি-ত্রিংশ শ্লোকান্তগত প্রথম পঙ্‌ক্তিস্থ **শুক্রোৎসারণকাল**—দক্ষিণান্ত করিবার কাল।

কুলপূজা—তান্ত্রিকভাবে অর্থাৎ তান্ত্রিক বিশিষ্ট আচারের শক্তিপূজা।

রতিবিগ্রহ দর্শন—জপ। **যোনি**—সন্তানজনিকা মাতা।

লিঙ্গ—সন্তানজনক পিতা। মহাকাল লিঙ্গরূপী এবং কালিকা যোনিরূপা—সেই মহাকাল-মহাকালিকার সংযোগ অর্থাৎ সামরস্য চিন্তাকারিণী যোষিৎ ধন্যা এবং উক্তরূপ চিন্তাকারক পুরুষ মহান হন। যোনি ও লিঙ্গকে মাতা-পিতারূপে চিন্তা (ভাবনা) করিয়া এতদুভয়ের ভাব চিন্তা করিলে অর্থাৎ মাতৃ-পিতৃরূপে চিন্তা করিলে যোনি ও লিঙ্গের চিন্তা বিদূরিত

হইয়া মনোমধ্যে জগন্মাতা কালিকা ও জগৎপিতা শিবের চিন্তার উদয় হইবে। শাস্ত্রপ্রমাণ যথা—

যোনিশ্চ জনিকা মাতা লিঙ্গশ্চ জনকঃ পিতা।
বিভাব্য পিতরৌ ভাবং উভয়োঃ পরিচিন্তনম্ ॥ ১৯
লিঙ্গরূপো মহাকালো যোনিরূপা চ কালিকা।
তয়োর্যোগপরা ধন্যা তয়োর্যোগপরো মহান্ ॥ ২০

—নিরুত্তর তন্ত্র, চতুর্দ্দশ পটল।

কুলীনা—তান্ত্রিক রহস্যপূজাদিক্রমে সাধনরতা।

কুলপূজা—বীরভাবে তান্ত্রিক বিশেষ পূজা।

কুলমন্দির বা কুলগৃহ—তান্ত্রিক কুলক্রিয়াদির বিশেষ গৃহ বা মন্দির।

কুলমার্গ—তান্ত্রিক বিশেষ আচারযুক্ত সাধনমার্গ।

গোমাংসং ভোজয়েন্নিত্যং পিবেদমরবারুণীম্।
তমহং কুলীনং মন্যে ইতরে কুলঘাতকাঃ ॥

সাধারণ অর্থ—যিনি নিত্য গোমাংস ভক্ষণ এবং অমরবারুণী সুধা পান করেন তিনিই কুলীন, ইতর (অন্য) সাধারণগণ কুলঘাতক (কুলনাশক)।

শব্দের পারিভাষিক মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিতে না পারিবার ফলে অর্থাৎ না জানিবার কারণে কেবল বাহ্যিক শব্দার্থ দ্বারা এরূপ হাস্যাস্পদ অর্থই হইয়া থাকে।

কিন্তু এই দ্ব্যর্থবাচক শ্লোকটির অর্থ অতি নিগূঢ় ও সুন্দর। 'গো' শব্দ দ্বারা জিহ্বাকে বুঝায়, সেই জিহ্বাকে সদা-সর্ব্বদা এইরূপে অর্থাৎ খচরীমুদ্রাক্রমে রাখিতে অভ্যাস করিলে জিহ্বার সংযম হয়—জিহ্বার সংযম হইলে বাক্‌সংযম হয়। ইহাই প্রকৃত মাংসসাধনা। ইহা রীতিমত অভ্যস্ত হইলে সাধক তালুমূলস্থ চন্দ্রের ক্ষরিত সুধামৃত পান করিয়া থাকেন। ইহা ষট্‌চক্রসাধন-সাপেক্ষ। এইরূপ প্রকরণে মাংস-সাধনই তন্ত্রের অভিমত।

পঞ্চাঙ্গসাধন—(তন্ত্রে) জপ, হোম, তর্পণ, স্নান, ব্রহ্মণভোজন।

সুরতক্রিয়া—কালিকা ও শিবের ধ্যানে তন্ময় ও নিমগ্ন। নির্ব্বাণ—অপরামুক্তি। শ্রেয়—পরামুক্তি। শিবশক্তিসমাযোগ—অনামিকা

ও অঙ্গুষ্ঠ সংযোগ। পঞ্চপর্ব্ব চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও রবি-সংক্রান্তি। পঞ্চাঙ্গশুদ্ধি—হৃদয়, শির, শিখা, বাহুমূল ও নেত্র—মন্ত্রোচ্চারণ সহযোগে উক্ত অঙ্গসমূহ স্পর্শ করতঃ দেহ শোধন। সিদ্ধবিদ্যা—কাল্যাদি মহাবিদ্যাগণের মন্ত্র। বীক্ষণ—দৃষ্টিপাত। অভ্যুক্ষণ—কুশ সহযোগে স্পর্শপূর্ব্বক সিঞ্চন। মন্ত্র-তন্ত্র—তন্ত্রাচার।

বেশ্যা—তন্ত্রে বীরভাবের (বীরাচারী) সাধনায় বীরভাবের সাধক বিশেষ বিশেষ সাধিকা স্ত্রীগণকে পূজাদি করেন এবং যে-সকল সাধিকা স্ত্রীলোক পুরুষকে ভৈরবরূপে চিন্তা করিয়া নিজেরাও সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন সেইরূপ স্ত্রীলোক সাধিকাগণকে বেশ্যা বলা হয়। নিরুত্তর তন্ত্রের চতুর্দ্দশ পটলের অষ্টম শ্লোকে উক্ত আছে 'বেশ্যাবদ্ ভ্রমতে যস্মাত্তস্মাদ্বেশ্যা প্রকীর্তিতা।' অর্থাৎ, বেশ্যার ন্যায় ভ্রমণ (চলাফেরা) করে বলিয়া 'বেশ্যা' অভিধায় অভিহিতা অর্থাৎ কীর্তিতা। এই বেশ্যাগণকে দিব্যশক্তি ও বীরশক্তি নামেও অভিহিত করা হয়। প্রমাণ—নিরুত্তরতন্ত্রেরই চতুর্দ্দশ পটলের সপ্তম শ্লোকে উক্ত হইয়াছে 'দিব্যশক্তির্বীরশক্তি স্তাসাং সংজ্ঞা প্রকীর্তিতা।' পুনঃ ষোড়শ শ্লোকে দৃষ্ট হয় 'এবম্বিধা পুরশ্চর্য্যা বেশ্যায়াশ্চ কুলেশ্বরি। এবম্বিধা ভবেদ্বেশ্যা ন বেশ্যা কুলটা প্রিয়ে।' অর্থাৎ এই বেশ্যা কুলটা (পরপুরুষগামিনী) নহে। স্বয়ং শিব পার্ব্বতীদেবীকে বলিয়াছেন—হে কুলেশ্বরী! হে প্রিয়ে! স্নানাদি ন্যাস, ধ্যান, জপ, প্রাণায়াম প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত রীতিতে বেশ্যার পুরশ্চরণ কথিত হইল। এই পুরশ্চরণ যাঁহারা করেন তাঁহাদিগকে বেশ্যা বলা হয়! স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে—এস্থলে এই 'বেশ্যা' কুলটারূপ দেহোপজীবিনী বেশ্যা নহে। নিরুত্তরতন্ত্রের চতুর্দ্দশ পটলের আরও অনেক স্থলে কুলটার নিষেধ করিয়া সাধিকা স্ত্রী-বেশ্যাগণকে বেশ্যা বলা হইয়াছে। তন্ত্রে সর্ব্বত্র স্ত্রীলোককে পুরুষের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অধিকারিণী বলা হইয়াছে। সাধকপ্রবর পণ্ডিত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার মহোদয় সম্পাদিত মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের ৮ম সংস্করণের ২য় খণ্ডের ১২৫ পৃষ্ঠায় ৩৫৭ সংখ্যক পাদটীকায় উক্ত হইয়াছে 'পূর্ণাভিষিক্তা শক্তিগণকে তন্ত্রে বেশ্যা বলা হয়। এই বেশ্যা কালী তারা প্রভৃতি মহাবিদ্যাগণের আবরণ দেবতা। পূর্ণাভিষিক্তা স্ত্রী-শক্তিকা কালী, তারা প্রভৃতির আবরণরূপে পূজিতা হন।' কালী বিপরীতরতা [illegible] বিপরীতা। এই কুলবেশ্যা কুল হইতে অর্থাৎ

তান্ত্রিক ক্রিয়া হইতে খ্যাতা বেশ্যা কুলবেশ্যা নামে খ্যাতা। যদি তান্ত্রিক সাধনরতা হইয়া সাধকের পত্নী হয় এবং স্বেচ্ছায় বিপরীতগামিনী অর্থাৎ নিবৃত্তিমার্গঃ হয়, তাহা হইলে মহোদয়া বেশ্যা নামে খ্যাতা হয়।

ভূতশুদ্ধি—দেহারম্ভক পৃথিব্যাদি ভূতের শোধন। পূজারম্ভে বীজ বিশেষ দ্বারা বামকুক্ষির পাপপুরুষ দহনপূর্ব্বক দেহের সংস্কারসাধন দ্বারা দেবরূপত্ব সম্পাদন। ইহাতে পূজক মূলাধারস্থ কুলকুণ্ডলিনীর সহিত হৃদয়স্থ দীপকলিকাকার জীবাত্মাকে সুষুম্নাপথে ষট্‌চক্র ভেদ করতঃ শিরঃস্থ সহস্রারে পরমশিবের সহিত সংযুক্ত করেন। তখন ইষ্টদেবতার সাক্ষাৎকার লাভ হয়। প্রকারান্তর যথা—

ওঁ ধর্ম্মকন্দসমুদ্ভূতং জ্ঞাননাল সুশোভনম্।
ঐশ্বর্য্যাষ্টদলোপেতং পরবৈরাগ্যকর্ণিকম্॥
স্বীয় হৃদয়কমলং ধ্যায়েৎ প্রণবেন প্রকাশিতম্।
কৃত্বা তৎকর্ণিকাসংস্থং প্রদীপকলিকানিভম্॥
জীবাত্মানং হৃদি ধ্যাত্বা মূলে সংচিন্ত্য কুণ্ডলীং।
সুষুম্নাবর্ত্মনাত্মানং পরমাত্মনি যোজয়েৎ॥

ন্যাস—মন্ত্রে শ্বাসপূরণ, ধারণ ও রেচনপূর্ব্বক মন্ত্রজপ।

অঙ্গন্যাস—বিভিন্ন মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক হৃদয়, মস্তক, বাহু, শিখা, চক্ষু ও করতল স্পর্শ।

করন্যাস তন্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে অঙ্গুষ্ঠ, তর্জ্জনী মধ্যমা, অনামা ও কনিষ্ঠা স্পর্শের নাম করন্যাস।

প্রাণায়াম—'শ্বাস-প্রশ্বাসয়োর্গতিরোধঃ প্রাণায়ামঃ। প্রাণাপান সমাযোগঃ প্রাণায়ামঃ ইতীরিত॥' অর্থাৎ দেহমধ্যে প্রাণবায়ুর অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাসের নিরোধ করাকে প্রাণায়াম কহে। প্রাণ ও অপান বায়ুর পরস্পর সংযোগ-করণকে প্রাণায়াম বলা হয়। ইহা দেহাভ্যন্তরে নির্ম্মল বায়ুর প্রবেশ (পূরক), নিরোধ (কুম্ভক) ও নিঃসরণ (রেচক) প্রক্রিয়া।

নাসাপুট বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা রুদ্ধ ও বাম নাসাপুট দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিয়া তদনন্তর অনামা ও কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা বামনাসা অবরোধ এবং দক্ষিণ নাসাস্থিত মধ্যাঙ্গুষ্ঠ মুক্ত করিয়া দক্ষিণ নাসাপুট দ্বারা (আকর্ষিত) বায়ুত্যাগ। এইরূপ পূরক, কুম্ভক ও রেচকের নাম প্রাণায়াম।

পরিশিষ্ট (খ)

ষট্‌চক্র

ষট্‌চক্র—পূর্ণানন্দ স্বামী কৈবল্যকলিকা তন্ত্রাবলম্বনে ষট্‌চক্র নিরূপণ বিরচিত করেন। তন্ত্রশাস্ত্রে সুষুম্নানাড়ী মধ্যস্থ, পদ্মাকৃতি ষট্‌সংখ্যক চক্র।

(১) **প্রথম চক্র—মূলাধার।** ইহা কুণ্ডলিনীশক্তির আধার—ইহা সুষুম্নার অধোমুখে সংলগ্ন। ইহা রক্তবর্ণ চতুর্দ্দল বিশিষ্ট। চারিদলে চারিটি মাতৃকাবর্ণ—ব, শ, ষ, স স্থিত আছে। ইহা পৃথিবীতত্ত্ব ও গন্ধ তন্মাত্রের স্থান। এটি অতি স্থূল।

(২) **দ্বিতীয় চক্র—স্বাধিষ্ঠান।** ইহা লিঙ্গমূলে স্থিত—সিন্দুর-রাশিবৎ অরুণবর্ণযুক্ত ও ষড়দলবিশিষ্ট। এই ছয় দলে ছয়টি বিন্দুযুক্ত মাতৃকাবর্ণ—ব, ভ, ম, য, র, ল স্থিত আছে। স্বাধিষ্ঠান জলতত্ত্ব ও রসতন্মাত্রের স্থান। ইহা অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম।

(৩) **তৃতীয় চক্র—মণিপুর।** ইহা নাভিমূলে স্থিত, মেঘবৎ সুনীলবর্ণ ও দশদলে দশটি মাতৃকাবর্ণযুক্ত রহিয়াছে—ড, ঢ, ণ, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ। মণিপুরচক্র বহ্নিতত্ত্ব ও রূপতন্মাত্রের স্থান।

(৪) **চতুর্থ চক্র—অনাহত।** ইহা হৃদয়ে সংস্থিত এবং বন্ধুক পুষ্পবৎ লোহিত ও দ্বাদশদলযুক্ত। দ্বাদশদলে দ্বাদশটি মাতৃকাবর্ণ সংস্থিত —ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট, ঠ। অনাহত বায়ুতত্ত্ব এবং স্পর্শতন্মাত্রের স্থান।

(৫) **পঞ্চম চক্র—বিশুদ্ধ।** ইহা কণ্ঠদেশে সংস্থিত—গাঢ় ধূম্রবর্ণ ও ও ষোড়শ (ষোল) দল সহিত স্থিত। ষোড়শদলে ষোড়শটি স্বরবর্ণ বিদ্যমান (স্থিত রহিয়াছে)—অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ, ঌ, ৡ, এ, ঐ, ও, ঔ, অং, অঃ। বিশুদ্ধচক্র আকাশতত্ত্ব ও শব্দতন্মাত্রের স্থান। এই পাঁচটি চক্র বা পথ পঞ্চভূতাত্মক।

ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে স্থূলের লয় সূক্ষ্মে হইয়া থাকে। এখানেও পৃথিবীর লয় জলে, জলের লয় অগ্নিতে, অগ্নির লয় বায়ুতে এবং বায়ুর লয় আকাশে।

(৬) ষষ্ঠচক্র—আজ্ঞা। ইহা ভ্রূ-মধ্যে অবস্থিত। চন্দ্রসদৃশ শুভ্র, দ্বি-দল বিশিষ্ট। দুই দলে স্থিত আছে দুইটি মাতৃকাবর্ণ—হ এবং ক।

সহস্রদল কমল

মস্তকের মধ্যস্থলে অধোমুখী তরুণতপনসদৃশ রক্তবর্ণ কেশর দ্বারা অনুরঞ্জিত। উক্ত পদ্মের মূল পঞ্চাশত পত্রে অকারাদি পঞ্চাশত বিন্দু সহিত পঞ্চাশটি বর্ণ (অক্ষর) বিরাজিত। এই পদ্মে গোলাকার কর্ণিকার মধ্যে ত্রিকোণে অকারাদি ক্ষকারান্ত বর্ণসকল বিন্যস্ত আছে। ঐ যন্ত্রের চতুষ্পার্শ্বে সুধাসমুদ্র। ঐ ত্রিকোণ যন্ত্রটি মণিদ্বীপ নামে অভিহিত বা কথিত। এই দ্বীপের উপর নাদবিন্দুর উপরিভাগে 'হংস' পীঠের উপর গুরুপাদুকা অবস্থিত। উক্ত গুরুপাদুকা ধ্যান করিলে জীব এই দুস্তর ভবসাগর অনায়াসেই অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

পঞ্চতত্ত্ব—পঞ্চমকার

তন্ত্রশাস্ত্রে মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন—এই পাঁচটিকে পঞ্চতত্ত্ব বা পঞ্চমকার বলা হয়। এই পাঁচটি শব্দের আদ্যক্ষরের সমাহার সংযোগে পঞ্চমকার শব্দটি গঠিত হইয়াছে। ইহার প্রতিটি ম-কারের আধ্যাত্মিক তন্ত্রাভিমত অর্থ যথাক্রমে—

(১) মদ্য—ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত সহস্রারকমলনিঃসৃত (ক্ষরিত) সুধারসধারা; ইহা পানে সাধকের আসব বা মদ্যপানের মত্ততার ন্যায় এক প্রকার মত্ততা (তন্ময়তা) জন্মে বলিয়া (ব্রহ্মানন্দস্বরূপ) মদ্য বলা হয়।

এক্ষণে প্রশ্ন, যোগীগণ কেন এই নেশার আবেশ বা মত্ততার আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইহার কারণ, মদ্যপানকারীর উহা পান করিবার ফলে মন একাগ্রমুখী ও তদ্‌গতচিত্ত হয় এবং ঐ সময়ে যে-বিষয় সে মনে মনে চিন্তা করে তাহার মনও তদ্ভাবোন্মত্ত হইয়া একমুখী ও তন্নিমগ্নচিত্ত হয়। সদা ইষ্টভাবনা-নিরত সাধক এবং যোগীগণও শিরস্থ সহস্রারকমলনিঃসৃত সুধারসপানে ইষ্টচিন্তায় নিমগ্ন হওয়াহেতু পীত (যাহা পান করা হইয়াছে) ব্রহ্মকমলরসামৃতপানাবেশ প্রভাবে গভীর ভাব-সমাধি প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মানন্দানুভব বা অনুভূতিসিদ্ধি লাভ করেন। পুনঃপুনঃ এরূপ পানাভ্যাসে

সমাধি-নিমগ্নচিত্ত হইয়া থাকিবার শক্তি ক্রমশঃ অধিকতর পরিপুষ্ট ও তদবস্থিতিকাল পরিবর্দ্ধিত ও দীর্ঘায়িত হয়। ইচ্ছানুরূপ সুদীর্ঘকাল সমাধিমগ্ন থাকিয়া ব্রহ্মানন্দরসাপ্লুত এবং নিত্য সুখানন্দময় হইয়া অনন্তকালও তদবস্থায় স্থিত অর্থাৎ তদ্ভাবনিমগ্ন ও (তদাকার প্রাপ্ত) দৃঢ়চিত্তমানস হইয়া থাকিবার শক্তি লাভ করতঃ জীবন ধন্য করেন।

(২) মাংস—মা (রসনা)+অংশ। রসনা বা বাক্যের ভোজন—অর্থাৎ মৌনাবলম্বনই মাংসভোজন। এই প্রক্রিয়া অভ্যাসের দ্বারা সাধকের সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে।

(৩) মৎস্য—চঞ্চল নিঃশ্বাস প্রশ্বাস-রূপ যে মৎস্য তাহার ভক্ষণ। অর্থাৎ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসরোধ-রূপ কুম্ভক প্রক্রিয়া অভ্যাস দ্বারা সাধন সিদ্ধি।

(৪) মুদ্রা—আশা, তৃষ্ণা, গ্লানি, ভয়, ঘৃণা, মান, লজ্জা ও ক্রোধ এবং হৃদয়স্থিত কামাদি রিপু ছয়টিকে জ্ঞানাগ্নি দ্বারা সুসিদ্ধ করিয়া ভক্ষণ করা অর্থাৎ ইহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ অর্থাৎ আয়ত্ত করা বা স্ব-বশে আনয়ন করার নাম মুদ্রাসাধন। কৈলাস তন্ত্রে যথা—

আশা তৃষ্ণা মহামুদ্রা ব্রহ্মাগ্নৌ পরিপাচিতা।
ক্ষয়োঽশ্লাস্তি নিয়তং চতুর্থী সৈব কীর্ত্তিতা॥
তথা চ বিজয়াতন্ত্রেঽপি—
সৎসঙ্গেন ভবেন্মুক্তিরসৎসঙ্গেষু বন্ধনং।
সৎসঙ্গ মুদ্রণং যৎ তন্মুদ্রা পরিকীর্ত্তিতা॥

(৫) মৈথুন—ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত সহস্রারের বিন্দুরূপ শিবের সহিত কুণ্ডলিনী শক্তির সম্মিলন। অর্থাৎ জ্ঞানের সহিত ভক্তির সংমিশ্রণ। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের মতে নির্ব্বিকার নিরঞ্জন ব্রহ্মে যোগক্রিয়া অবলম্বনে যে প্রমোদজ্ঞান অর্থাৎ প্রমোদানন্দরূপ যে জ্ঞান তাহাই (১) মদ্য। ব্রহ্মে সর্ব্বকর্ম্মফলের সমর্পণই (২) মাংস। সুখদুঃখে সমজ্ঞানরূপ সাত্ত্বিক জ্ঞানই (৩) মৎস্য। অসৎসঙ্গ ত্যাগ ও সৎসঙ্গ আশ্রয়ই (৪) মুদ্রা এবং মূলধারস্থিতা কুলকুণ্ডলিনী শক্তির যোগ-প্রক্রিয়া সহায়ে ষট্চক্রভেদ করতঃ শিরস্থঃ সহস্রদলকমল-কর্ণিকান্তর্গত পরমশিবের সহিত সংযোগ সংসাধনই (৫) মৈথুন।

পরিশিষ্ট (গ)

পঞ্চতত্ত্ব

॥ প্রথম তত্ত্ব—মদ্য ॥

শাস্ত্রপ্রমাণ আগমসারে যথা—

সোমধারা ক্ষরেদ্ যস্তু ব্রহ্মরন্ধ্রাদ্ বরাননে।
পীতানন্দময়ো যস্তাং স এব মদ্যসাধকঃ ॥

হে বরাননে! ব্রহ্মরন্ধ্র অর্থাৎ সহস্রার হইতে যে অমৃতধারা ক্ষরণ হয় তাহা পান করিয়া যে ব্যক্তি আনন্দিত হয়েন তাহাকেই মদ্যসাধক বলা হয়।

॥ দ্বিতীয় তত্ত্ব—মাংস ॥

মা শব্দাদ্রসনা জ্ঞেয়া তদংশান রসনা প্রিয়ে।
সদা যো ভক্ষয়েদ্দেবি স এব মাংসসাধকঃ ॥

হে রসনা প্রিয়ে! মা শব্দ দ্বারা রসনাকে বুঝায়। তদংশ বাক্য, ইহা রসনার প্রিয়। যে ব্যক্তি উহা সদা (সতত) ভক্ষণ করে, অর্থাৎ বাক্য সংযম করে তাহাকেই মাংসসাধক বলা হয়। মাংসসাধক ব্যক্তি প্রকৃত প্রস্তাবে বাক্‌সংযমী, মৌনাবলম্বী যোগীপুরুষ। মহাযোগী মহাত্মাগণ কোন জীব-বিশেষের শরীরের অংশখণ্ডকে মাংস বলিয়া মনে করেন না।

॥ তৃতীয় তত্ত্ব—মৎস্য ॥

আগামসারে যথা—

গঙ্গা যমুনয়োর্মধ্যে মৎস্যৌ দ্বৌ চরতঃ সদা।
তৌ মৎস্যৌ ভক্ষয়েদ্ যস্তু স ভবেন্মাংসসাধকঃ ॥

অর্থাৎ গঙ্গা ও যমুনা নদীদ্বয়ের মধ্যে দুইটি মৎস্য সর্ব্বদা বিচরণ করিতেছে; যে ব্যক্তি তাহা ভক্ষণ করে, সেই ব্যক্তির নাম মৎস্যসাধক। এস্থলে গঙ্গা শব্দদ্বারা তান্ত্রিক পারিভাষিক অর্থে ইড়ানাড়ী, আর যমুনা শব্দে পিঙ্গলা নাড়ী—এই দুইটিকে বুঝায়। এই নাড়ীদ্বয়ের মধ্যে সর্ব্বদা যে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস গমনাগমন করিতেছে উহার নাম মৎস্য। যে ব্যক্তি তাহা ভক্ষণ করে অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাস নিরোধ দ্বারা প্রাণায়াম (কুম্ভক) করে, সেই ব্যক্তির

নাম মৎস্তসাধক অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাসরূপ বায়ুকে কুম্ভকপ্রণালীক্রমে রোধ করিতে সক্ষম হয় তাহাকে মৎস্তসাধক বলা হইয়া থাকে।

ধর্ম্ম বাহিরের ক্ষণিক সুখের বিষয় নহে। উহা মানুষের অন্তরের নিত্য সুখ বা আনন্দের জন্য। মৎস্যাদি জীব বা প্রাণী নির্নিমেষ-নয়ন। এদের চোখের পলক পড়েনা। উপমা-সাদৃশ্য হেতু ইহার সাধনতত্ত্বার্থ দাঁড়াইতেছে—ভ্রূ-দ্বয়ের মধ্যে শূন্য-বিন্দুতে দৃষ্টি নির্নিমেষ-নেত্রে (অপলক বা পলকহীন দৃষ্টি) নিবদ্ধ রাখিয়া প্রাণায়ামাভ্যাস করাই মৎস্যতত্ত্ব সাধন। অর্থাৎ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসরূপ বায়ুদ্বয়কে প্রাণায়াম প্রণালীক্রমে সংযত করতঃ প্রাণকে স্থির ও মনকে কেন্দ্রীভূত করার নামই মৎস্যভক্ষণ—ইহাই প্রকৃত মৎস্য সাধনা।

॥ চতুর্থতত্ত্ব—মুদ্রা ॥

আগমসারে যথা—

> সহস্রারে মহাপদ্মে কর্ণিকা মুদ্রিতাচরেৎ।
> আত্মা তত্রৈব দেবেশি কেবলং পারদোপমম্ ॥
> সূর্য্যকোটি প্রতিকাশং চন্দ্রকোটি সুশীতলম্।
> অতীব কমনীয়ঞ্চ মহাকুণ্ডলিনীযুতম্।
> যস্য জ্ঞানোদয়স্তত্র মুদ্রাসাধক উচ্যতে ॥

ইহার তাৎপর্যার্থ—হে দেবেশি! শিরঃস্থিত সহস্রদল মহাপদ্মে মুদ্রিত অর্থাৎ কমলান্তর্গত কর্ণিকা মধ্যস্থিত 'হলক্ষ' বর্ণত্রয় দ্বারা ভূষিত 'অকথাদি' রেখা রূপ ত্রিকোণ যন্ত্র মধ্যে বিশুদ্ধ পারদসদৃশ নির্ম্মল শ্বেতবর্ণ কোটিসূর্য্যসম প্রভাযুক্ত অথচ কোটিচন্দ্রসম স্নিগ্ধও সুশীতল, অতীব কমনীয় (রম্য ও পরম মনোহর) এবং মহাকুণ্ডলিনী শক্তি সমন্বিত যে পরম পদার্থ (আত্মা) বিরাজমান আছেন তাহা যিনি বিজ্ঞাত আছেন—যাহার এরূপ জ্ঞানোদয় হইয়াছে অর্থাৎ তাঁহাকে যিনি কুণ্ডলিনীসংযুক্তরূপে চিন্তা করেন তিনিই যথার্থ মুদ্রাসাধক। এই কুণ্ডলিনীশক্তিই প্রাণপ্রবাহরূপে শরীরাভ্যন্তরে বিরাজমানা। সা দেবী বায়বী শক্তি (রুদ্রযামল)।

॥ পঞ্চম তত্ত্ব—মৈথুন ॥

যথা আগমসারে—

রেফস্তু কুঙ্কুমাভাসঃ কুণ্ডমধ্যে ব্যবস্থিতঃ।
মকারশ্চ বিন্দুরূপো মহাযোনৌ স্থিতঃ প্রিয়ে॥
আকারো হংসমারুহ্য একতা তু যদা ভবেৎ।
তদা জাতং মহানন্দং ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্ল্লভম্॥
আত্মনি রমতে যস্মাদাত্মারামস্তদুচ্যতে।
অতএব রাম নাম তারকং ব্রহ্ম নিশ্চিতম্॥

অন্বয়ার্থঃ। রেফ্ কুঙ্কুমবর্ণ কুণ্ড (কন্দ) মধ্যস্থ (মণিপুরস্থিত) র-কারের সহিত অবস্থিতি করে; ম-কার বিন্দুরূপে মহাযোনিতে অবস্থিত। র-কারের সহিত আকার-রূপী হংস দ্বারা (সহযোগে) যখন ঐ উভয়ের একতা ঘটে অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাস দ্বারা বিন্দুরূপ মূলাধারান্তর্ব্বর্ত্তী যোনিমণ্ডলস্থিত ম-কার সহস্রারে সংযোজনা করিলে সুদুর্ল্লভ ব্রহ্মজ্ঞানরূপ মহানন্দ (পূর্ণানন্দ) লাভ (ভোগ) হইতে থাকে। এই মৈথুনসাধক সহস্রারে আত্মাতে রমণ করেন বলিয়া, ব্রহ্মপদার্থ 'আত্মারাম' শব্দে লক্ষিত (অভিহিত) হইয়া থাকেন। অতএব 'রাম' নামের অর্থ নিশ্চিত তারকব্রহ্ম।

যেমন পুরুষজাতি রমণীদেহে উপগত হইয়া প্রচলিত মৈথুন (স্ত্রী-দেহ ব্যবহার বা সম্ভোগ) কার্য্য করিয়া থাকে তদ্রূপ 'র'-বর্ণ (অক্ষর) আকার সাহায্যে (সহযোগে) 'ম' বর্ণের সহিত মিলিত হইয়া নিষ্পাদিত তারকব্রহ্ম 'রাম' নাম (উচ্চারণরূপে) তান্ত্রিক আধ্যাত্ম মৈথুনক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়।

বিজয়া তন্ত্রে যথা—

কুণ্ডলিনী শক্তি দেহিনাং দেহধারিণী।
তয়া শিবস্য সংযোগো মৈথুনং পরিকীর্ত্তিতম্॥

মূলাধারস্থ কুলকুণ্ডলিনীশক্তিকে যোগপ্রক্রিয়া মাধ্যমে (কুম্ভক দ্বারা) উত্থাপনপূর্ব্বক ষট্‌চক্র ভেদ করতঃ শিরঃস্থ সহস্রদলকমলকর্ণিকান্তর্গত পরম শিবের সহিত যে সংযোগ (মিলন) সাধন উহারই নাম মৈথুন।

যোগিনীতন্ত্রে (ষষ্ঠ পটলে)—

সহস্রারোপরি বিন্দৌ কুণ্ডল্যা মেলনং শিবে।
মৈথুনং পরমং দিব্যং যতীনাং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ৪১

সহস্রারকমলকর্ণিকান্তর্গত বিন্দু অর্থাৎ পরমশিবের সহিত নাদরূপা কুণ্ডলিনী শক্তির যে মিলন যোগীগণ তাহাকেই মৈথুন বলিয়া কীর্ত্তন করেন।

পুনঃ তত্রৈব—

পরাশক্ত্যাত্ম সংযোগে ন বীর্য্যে মৈথুনং মতং।
এবন্তে কথিতং দেবি সারাৎসারং পরাৎপরং ॥ ৭২

অধিকন্তু পরমাশক্তির সহিত আত্মশক্তি অর্থাৎ চিৎশক্তির যে মিলন তাহাই দিব্যভাবী সাধকের পক্ষে মৈথুন বা পঞ্চম তত্ত্ব—মৈথুনী বীর্য্য দ্বারা যে মৈথুন তাহা প্রকৃত মৈথুন নহে। দিব্যভাবী মহাযোগী মহাত্মাগণের পক্ষে 'মূলাধারে বসেৎ শক্তিঃ সহস্রারে সদাশিবঃ।'—এই উভয় দেবতার মিলনের নামই মৈথুন।

পুনশ্চ যোগিনী তন্ত্রে—

কুণ্ডল্যা মিলনাদ্বিন্দোঃ স্রবতে যঃ পরামৃতং।
পিবেদ্ যোগী মহেশানি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥

তাৎপর্য্যার্থ—কুলকুণ্ডলিনী সংযোগে যে অমৃতধারা ক্ষরিত হয়, যোগীগণ সেই মদ্য পান করিয়া থাকেন। ইহা সত্য—ইহাতে কোন প্রকার সংশয় নাই।

কুলার্ণবে চ—

পরশক্ত্যাত্ম মিথুন সংযোগানন্দ নির্ভরঃ।
স মুক্তো মৈথুনং তৎস্যাদিতরে স্ত্রীনিষেবকাঃ।

তাৎপর্য্য যথা—যোগ-প্রক্রিয়া সাহায্যে কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে আধার (মূলাধার) পদ্ম হইতে উত্থিত করিয়া শিরঃস্থিত সহস্রদলকমলে আনয়নপূর্ব্বক পরমশিবের সহিত সম্মিলিত করার নাম মৈথুন। এবম্বিধ মৈথুনকারী যোগীপুরুষ জীবন্মুক্ত। এতদ্ভিন্ন ইতর (অপর বা অন্য) অর্থাৎ অপর সাধারণগণ স্ত্রী-সহবাসকে মৈথুন বলিয়া থাকে। শিবা ও শিবের সামরস্য বা মৈথুনানন্দ রূপাতীত চিন্ময়ভাব।

॥ পঞ্চ প্রাণ = পঞ্চবায়ু ॥

পঞ্চ প্রাণ—পঞ্চ যে প্রাণ। শরীর রক্ষক পঞ্চবায়ু। যথা— ১) প্রাণ (২) অপান (৩) সমান (৪) উদান এবং (৫) ব্যান।

১। প্রাণবায়ু হৃদয়ে। ইহার কার্য্য—দেহে রক্ত সঞ্চালন, অন্নপ্রবেশন, মূত্রাদি ত্যাগ, অন্নবিপাচন, ভাষণাদি, নিমেষাদি। পুনঃ কোন কোন মতে নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়—এই পঞ্চবায়ু দেহে অবস্থিত আছে। কিন্তু মতভেদেও ইহারা প্রাণাদিরই অন্তর্ভূক্ত।

(২) অপানবায়ু গুহ্যে। অপানে আহার্য্য চালন। অর্থাৎ [অপ্ (নিম্নগামী বলিয়া অপকৃষ্ট)+অন্ (বাঁচিয়া থাকা)+অ (ণে)। যদ্দারা বাঁচিয়া থাকে অর্থাৎ বায়ু—মলদ্বারের বায়ু। অপ (অপগত, নিঃসৃত)+অন্ (মলদ্বার বায়ু) যাহা হইতে, অর্থাৎ মলদ্বার বা গুহ্যদ্বার।

(৩. সমানবায়ু নাভিতে। সমানে পাচন। [সং+অন্ (বাঁচা) +অ (ভা)] শরীরস্থ নাভিদেশস্থিত বায়ু বিশেষ।

(৪) উদান বায়ু কণ্ঠে, অর্থাৎ কণ্ঠস্থিত বায়ু। উদানে বমন, উদ্গার, শ্বাস কাশাদি কার্য্য। [উৎ = অন = অন্ (বাঁচা)+অ (ণে) অর্থাৎ যে বায়ুর দ্বারা বাঁচিয়া থাকে। উর্দ্ধগমনশীল কণ্ঠদেশস্থ উৎক্রমণ বায়ু।

(৫) ব্যানবায়ু সর্ব্বাঙ্গে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে। ব্যান সর্ব্বশরীরস্থ ব্যাপ্ত বায়ুর সামঞ্জস্য বিধান বা রক্ষা করে। এতদ্বিষয়ে জ্ঞানসঙ্কলনী অন্নোক্তি যথা—

হৃদি প্রাণঃ স্থিতো বায়ুরপানো গুদসংস্থিতঃ।
সমানো নাভিদেশে তু উদানঃ কণ্ঠমাশ্রিতঃ॥ ৭০
ব্যানঃ সর্ব্বগতো দেহে সর্ব্বগাত্রেষু সংস্থিতঃ।
নাগ উর্দ্ধগতো বায়ুঃ কূর্ম্মস্তীর্থানি সংস্থিতঃ॥ ৭১
কৃকরঃ ক্ষোভিতে চৈব দেবদত্তোঽপি জৃম্ভণে।
ধনঞ্জয়ো নাদ ঘোষে নিবিশেষৈশ্চৈব শাম্যতি॥ ৭২
এষ বায়ুর্নিরালম্বো যোগিনাং যোগসম্মতঃ।
নবদ্বারক প্রত্যঙ্গং দশমং মনঃ উচ্যতে॥ ৭৩

(৬) কুলকুণ্ডলিনী—মূলাধারচক্রে সার্দ্ধত্রিবলয়াকারে স্বয়ম্ভুলিঙ্গ বেষ্টনপূর্ব্বক স্থিতা অর্থাৎ কুণ্ডলাকৃতি শিবশক্তি—মূলাধারস্থিত মিলিত শিবশক্তি বিশেষ।

কুল—কুলাচারী সাধকগণের উপাস্যা মূলাধারস্থিত সর্পীতুল্য তন্ত্রোক্ত শক্তি বিশেষ। মূলাধারস্থ পদ্মমৃণাল মধ্যবর্ত্তী সূক্ষ্মতন্তুবৎ প্রকাশমানা এবং মূলাধারে শঙ্খাবর্ত্তবৎ বিদ্যুৎপ্রভা মধুর অস্ফুট-কূজনকারিণী নিঃশ্বাস প্রশ্বাসরূপে (হং-কারেণ বহির্যাতি সংকারেণ বিশেৎ পুনঃ) বিরাজিতা জীবগণের জীবনদায়িনী শক্তি। ইনি জীবের মূলাশক্তি।

ইহজন্মে এবং পূর্ব্ব-পূর্ব্ব জন্মজন্মান্তরের যত মানসিক পরিবর্ত্তন বা ভাব জীবের উপস্থিত হইতেছে বা হইয়াছিল তৎসমূহের (সূক্ষ্ম শারীরিক প্রতিকৃতি অবলম্বনে অবস্থিত মহাওজস্বিনী প্রেরণাশক্তিকেই পতঞ্জলি প্রমুখ ঋষিগণ ঐ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। যোগী বলেন, বদ্ধজীবে উহা প্রায় সম্পূর্ণ সুপ্ত বা অপ্রকাশিত অবস্থায় থাকে। উহার ঐরূপ সুপ্তাবস্থাতেই জীবের স্মৃতি, কল্পনা ইত্যাদি বৃত্তির উদয় হয়।

পরিশিষ্ট (ব)

শক্তিসাধনপ্রবণ তত্ত্বান্বেষীর জানা আবশ্যক এরূপ কতিপয় সঙ্কলিত বীজমন্ত্রের তত্ত্বার্থ।

হৌং—হ্ (শিব) + ঔ (সদাশিব) + ং = ক্লেশ নিবারণ বা ক্লেশ বিনাশন অর্থাৎ সদা মঙ্গলকারী শিব আমার ক্লেশ নিবারণ (দূর) করুন।

হ্রীঁ—হ্ = শিব + র্ = প্রকৃতি + ঈ = মহামায়া + ‿ = জগন্মাতা + ং = ক্লেশ নিবারণ। অর্থাৎ শিব যাঁহার বৈভব সেই পরমেশ্বরী মহাদেবী আমার ক্লেশ নিবারণ করুন।

ক্রীঁ—ক্ = কালী + র্ = ব্রহ্ম + ঈ = মহামায়া। ‿ = বিশ্বমাতা + ং = ক্লেশ নিবারণ। অর্থাৎ মহামায়া বিশ্বজননী কালিকা দেবী আমার ক্লেশ নিবারণ করুন।

শ্রীঁ—শ্ = মহালক্ষ্মী + র্ = ধন + ঈ = তুষ্টি + ৺ = পরম + ং = ক্লেশ নিবারণ অর্থাৎ পরমেশ্বরী মহালক্ষ্মী আমাকে ধন, সম্পদ্ ও সন্তোষ প্রদান করতঃ আমার ক্লেশ এবং দুঃখ দূর করুন।

হূঁ—হ্ শিব + উ = ভৈরব + ৺ = পরম + ং ক্লেশ বা বিনাশ অর্থাৎ শিব যাঁহার ভৈরব, সেই পরমেশ্বরী আমার ক্লেশ ও দুঃখ নিবারণ বা দূর করেন।

স্ত্রীঁ—স্ = দুর্গোত্তারিণী + ত = তারা + র = মুক্তি + ঈ = মহামায়া + ৺ = জগজ্জননী + ং = দুঃখহরণ অর্থাৎ জগজ্জননী মহামায়া মুক্তিদায়িনী দুর্গতিহারিণী (নাশিনী) তারা আমার দুঃখ দূর করুন।

দূঁ—দ্ = দুর্গা + উ = রক্ষা + ৺ = জগজ্জননী + ং = রক্ষা করুন। অর্থাৎ হে বিশ্বমাতঃ দুর্গে। আমাকে রক্ষা করুন।

ঐং = ঐ = সরস্বতী + ং = দুঃখহরণ। অর্থাৎ দেবী সরস্বতী আমার সকল দুঃখ বিদূরিত করুন।

গং—গ্ = গণেশ + ং = দুঃখহরণ বা দুঃখনিবারণ অর্থাৎ সর্ব্বসিদ্ধিদাতা গণেশ আমার দুঃখ দূর করুন।

ক্লীং—ক্ = কৃষ্ণ বা কামদেব + ল্ = সুরপতি ইন্দ্র বা ঐশ্বর্য্যশালী + ঈ = তুষ্টি + ং = সুখপ্রদ ও দুঃখহরণ। অর্থাৎ সর্ব্বশক্তিমান কৃষ্ণ বা কামদেব আমাকে সন্তুষ্ট এবং সুখী করিয়া আমার দুঃখ বিনাশ করুন।

ঃ—মন্ত্রে দুইটি বিন্দু থাকিলে, সেই একটি বিন্দুর অর্থ দুঃখনাশন এবং অপরটির অর্থ সুখ ও সুখপ্রদ।

কুলমার্গে প্রবেশেচ্ছু জিজ্ঞাসুর পক্ষে জানা আবশ্যক এরূপ কতিপয় বীজ নির্দ্দেশক শব্দ সঙ্কলনপূর্ব্বক এস্থলে প্রদত্ত হইল।

কামবীজ—ক্লীঁ	পৃথিবীজ—লং
বাগভববীজ – ঐঁ	বরুণবীজ—বং
মায়াবীজ—হ্রীঁ	অঙ্কুশবীজ—ক্রোং
শক্তিবীজ—হ্রীঁ	বায়ুবীজ—যং

রমাবীজ—শ্রীঁ

কূর্চ্চবীজ—হুঁ (হুং

বধূবীজ—স্ত্রীঁ

স্ত্রীবীজ—স্ত্রীঁ

বেদাদিবীজ—ওঁ

মীনকেতন বীজ—ক্লীঁ

চিন্তারত্নবীজ—গং

নরসিংহ বীজ—ক্ষ্রৌঁ

শিববীজ—হৌঁং

দুর্গাবীজ—দুঁ

পুরুষোত্তমবীজ—ওঁ

গণপতিবীজ—গ্লৌঁ

বরাহবীজ—ব্লুঁ

কালীবীজ—ক্রীঁ

বাগবীজ—ঐঁ

বহ্নিবীজ—রঁ

শব্দবীজ—হঁ

কবচ—হুং

লজ্জা—হ্রীং

শাপহ—হ্রীং

পাশ—আং

ইন্দ্রবীজ—লং

প্রবন্ধ—শ্রীং হৌং

চন্দ্র—ঠং

বর্ম্ম—হুং

জয়দ—ঐং

প্রাসাদ—হৌং

রক্ষা—হুঁং

ভুবনেশী এবং মায়া—হ্রীং

শর্ম্মদ—ক্রীং ক্রীং

করস্ত—ফট্

বহ্নিজায়া—স্বাহা

অস্ত্রমন্ত্র—ফট্
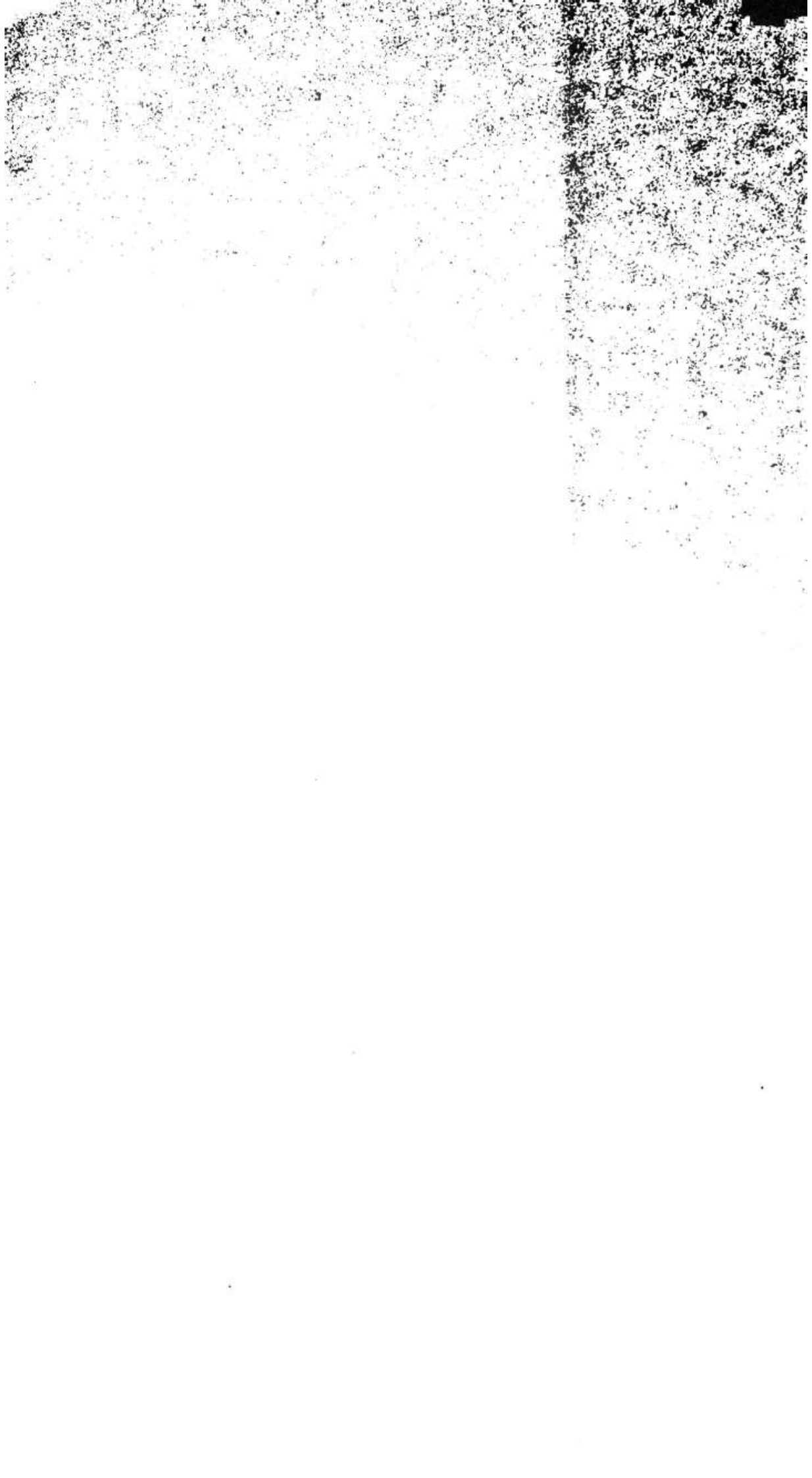
নবভারত প্রকাশিত তন্ত্র এবং পুরাণগ্রন্থমালা

বৃহৎ তন্ত্রসার, ইন্দ্রজালাদি
সংগ্রহ, রুদ্রযামলম্,
প্রাণতোষিণীতন্ত্র, পূজা-প্রদীপ,
সাধন-প্রদীপ, পুরশ্চরণ-প্রদীপ,
গীতা-প্রদীপ, সন্ধ্যা প্রদীপ,
তারাতন্ত্রম, মহানির্ব্বাণতন্ত্র,
সিদ্ধনাগার্জ্জুন কক্ষপুট,
পরশুরাম কল্পসূত্র, তারারহস্য,
নীলতন্ত্র, নিরুত্তরতন্ত্র,
অন্নদাকল্প, মাতৃকাভেদতন্ত্র,
কঙ্কাল-মালিনীতন্ত্র,
নিত্যোৎসব, আনার্ণবতন্ত্র,
শারদাতিলক, নিত্যোষোড়-
শিকার্ণব, যোগিনী হৃদয়,
বগলামুখীতন্ত্র,

শ্রীমন্ মধুসূদন সরস্বতীকৃত
শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা,

সহাস্য বিবেকানন্দ,
স্বামী বিবেকানন্দ,
আনন্দ লহরী, শাক্তানন্দ
তরঙ্গিনী, দত্তাত্রেয়তন্ত্রম,
গৌতমীয় তন্ত্রম, যোগিনীতন্ত্রম্,
শ্যামারহস্যম, আগম তত্ত্ব বিলাস,
তন্ত্রোক্ত দশবিধ সংস্কার ও শ্রাদ্ধ
পদ্ধতি, তন্ত্রোক্ত নিত্যপূজা পদ্ধতি
ও রহস্য পূজা পদ্ধতি,
পুরশ্চরনোল্লাস, শ্রীশ্রী
দশমহাবিদ্যা তত্ত্ব, রহস্য,তন্ত্র
সংগ্রহ, পঞ্চতত্ত্ব-বিচার,
কল্কিপুরাণম্, তন্ত্র আলোকের
দুই বাংলার সতীপিঠ,
বশীকরণ তন্ত্র, পুঃশ্চরণরত্নাকর।
কালিকা পুরাণ, দেবী পুরাণ,
শিব পুরাণ, সাম্ব পুরাণ,
দেবী ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ,

বিষ্ণু পুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ,
গরুড় পুরাণ, মৎস্য পুরাণ,
কূর্ম পুরাণ, লিঙ্গ পুরাণ,
বায়ু পুরাণ, বামন পুরাণ,
ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ, বৃহদ্ধর্ম পুরাণ,
বৃহন্নারদীয় পুরাণ, বরাহ পুরাণ,
শ্রী মহাভাগবত পুরাণ,
পদ্ম পুরাণ (স্বর্গ খণ্ড),
পদ্ম পুরাণ (ভূমি খণ্ড),
পদ্ম পুরাণ (পাতাল খণ্ড),
পদ্ম পুরাণ (সৃষ্টি খণ্ড),
পদ্মপুরাণ (ব্রহ্মখণ্ড),
পদ্মপুরাণ (ক্রিয়াযোগ সার),
পদ্মপুরাণ (উত্তর খণ্ড),
ভবিষ্য পুরাণ, সৌর পুরাণ,
স্কন্দ পুরাণ ১ম (মহেশ্বর খণ্ড),
স্কন্দ পুরাণ ২য় (বিষ্ণু খণ্ড),
স্কন্দ পুরাণ ৩য় (ব্রহ্ম খণ্ড),
স্কন্দ পুরাণ ৪র্থ (কাশী খণ্ড),
স্কন্দ পুরাণ ৫ম (আরণ্য খণ্ড),
স্কন্দ পুরাণ ৬ষ্ঠ (নাগর খণ্ড),
স্কন্দ পুরাণ ৭ম (প্রভাস খণ্ড),

বিস্মৃত অতীতের সন্ধানে ফিরে দেখা
হিমাদ্রি নন্দন সিংহ

মায়াতন্ত্রম, যোনীতন্ত্রম,
ক্রিয়োডিশ তন্ত্রম, কামধেনু তন্ত্রম,
কঙ্কালমালিনী, ভূতডামঃ তন্ত্রম,
নীলতন্ত্রম
সর্ব্ব-দেবদেবীর মন্ত্রকোষ
শিবতত্ত্ব-প্রদীপিকা
মাতৃকাভেদতন্ত্রম্ ,সংশয় নিরাস
দত্তাত্রেয় তন্ত্রম্ ,মহাবিদ্যানতন্ত্রম্
(তারাখণ্ডম্) ,নিগম তত্ত্বসার তন্ত্রম,
জগদ্ধাত্রী তন্ত্রম।

মূল্য ঃ- ৪০০ টাকা মাত্র